

সিদ্ধান্তলক্ষণ

শৈলভাষাতি যুগোপাখ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মুদ্রক পৰ্বদ

तमसो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

२८.२१

अ६४ - ऐ

347583

সিদ্ধান্তলক্ষণম্

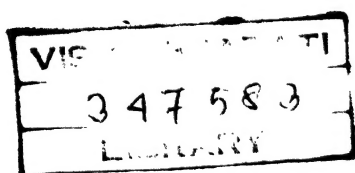
দীর্ঘিতিজ্ঞাগদীশীসমেতম্

শ্রীশৈলজাপতি মুখোপাধ্যায় এম. এ.

রিডার, কাটোয়া কলেজ, বর্ধমান

কর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রজ্ঞাপন পর্ষদ

SIDDHANTALAKSHANAM
Sri Sailajapati Mukhopadhyaya

© পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

© West Bengal State Book Board

প্রকাশকাল : জাহ্নবাৰি, :২০১/বি

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

আৰ্থ ম্যান্সন্ (নবম তল)

৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কয়ার

কলিকাতা ৭০০ ০১০

মুদ্রক :

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানোদয় প্রেস

৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি

কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

মূল্য : চল্লিশ টাকা

Published by Sri Sibnath Chattopadhyay, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

“এই গ্রন্থ আমার পূজাপদ
অধ্যাপক ৩নন্দকুমার তর্কতীর্থ মহাশয়ের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইল ।”

—শৈলজাপতি

ভূমিকা

কিছুদিন পূর্বে আমার ‘ব্যাপ্তিপঞ্চক’ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর তাহা স্তায়শাস্ত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট সমাদৃত হইয়াছে জানিতে পারিয়া আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক ঐশ্বর্যকুমার তর্কতীর্থ মহাশয় আমাকে ‘সিদ্ধান্তলক্ষণ’ প্রকাশ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণা ব্যতীত এই গ্রন্থ আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নকালে তিনি স্তায়শাস্ত্রের যে সকল বিষয় উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই আমি গ্রন্থ রচনার সময় গ্রন্থের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের নিকট পাঠাইবার পূর্বে তিনি সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করিয়া তাহা প্রকাশনার যোগ্য হইয়াছে এই অভিমত ব্যক্ত করার পর তাহা আমি প্রকাশকের নিকট পাঠাই। কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য এই যে, সমগ্র গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর আজ আমি তাঁহার হাতে এই গ্রন্থ তুলিয়া দিতে পারিলাম না। ‘সিদ্ধান্তলক্ষণ’ গ্রন্থের মুদ্রণকার্য আরম্ভ হওয়ার অল্পদিন পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ‘সিদ্ধান্তলক্ষণ’ গ্রন্থের মুদ্রণকার্য শুরু হইয়াছে, সুতরাং শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে, ইহা তিনি জানিয়া গিয়াছেন—আজ ইহাই আমার একমাত্র সাধনা।

‘সিদ্ধান্তলক্ষণ’ গ্রন্থটি নব্যস্তায়ের অহুমানবাদের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। নব্যস্তায়ের সূত্রকার গজেন্দ্রশোপাধ্যায় তাঁহার ‘তত্ত্বচিন্তামণি’ গ্রন্থের অহুমান চিন্তামণিতে বিভিন্ন আচার্য্যকৃত ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ উল্লেখ করিয়া তাহা যে যথার্থ ব্যাপ্তির লক্ষণ নহে, দোষযুক্ত, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই পাঁচটি লক্ষণের কোনোটিই যে যথার্থ ব্যাপ্তির লক্ষণ নহে তাহা নিরূপণ করিয়া গজেন্দ্রশোপাধ্যায় “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ” ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ করিলেন। গজেন্দ্রশোপাধ্যায়কৃত ব্যাপ্তির এই লক্ষণটিই “সিদ্ধান্তলক্ষণ” নামে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক এই সিদ্ধান্তলক্ষণের বহু টীকা রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণির দ্বীধিতি টীকা এবং দ্বীধিতি টীকার উপর জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা নৈয়ায়িকদের মধ্যে সবিশেষ সমাদৃত। দ্বীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি গজেন্দ্রশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণের প্রতিটি

শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া কোন্ শব্দটিকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করিলে ব্যাপ্তির লক্ষণের যথার্থ্য নিরূপিত হইবে তাহা তাঁহার দীক্ষিত টীকায় বিবৃত করিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার দীক্ষিতগ্রন্থের উপর যে টীকা করিয়াছেন তাহাতে তিনি দীক্ষিতিকারের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যে যথার্থ এবং যুক্তিস্কৃত তাহা বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে এবং নানাপ্রকার স্থল প্রদর্শন করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, দীক্ষিতিকারের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিলে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণে যে সকল দোষ বা অসুবিধার সৃষ্টি হয়, এবং দীক্ষিতমত গ্রহণ করিলে সেই সকল দোষ বা অসুবিধা যে সহজেই পরিহার করা যাইতে পারে তাহাও জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁহার টীকায় বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে আমি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণের দীক্ষিত টীকা এবং তাহার উপর যে জগদীশ টীকা তাহার ব্যাখ্যা ও বিস্তৃতি সহজ সরলভাবে করার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি শ্রায়শাস্ত্রের ছাত্র-ছাত্রীগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবে। শ্রায়শাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র যাহার বহু বিষয় লইয়াই দীর্ঘ এবং বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে; এই গ্রন্থে সেরূপ কোনো আলোচনা বিশেষভাবে করা সম্ভব হয় নাই, সেজন্য পণ্ডিতগণ হয়ত এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ না করিতে পারেন, কিন্তু শ্রায়শাস্ত্র অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ ছাত্র-ছাত্রীগণকে সহায়তা করিলে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থ রচনার সময়ে আমি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন ভাবে সাহায্য পাইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশ্রীমোহন তর্কভীর্ষ মহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন এবং গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার মূল্যবান মতামত দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। আমি তাঁহার মতামতগুলি যথাস্থানে সংযোজনও করিয়াছি। আমার অধ্যাপক মহাশয়ের স্নযোগ্য এবং কৃতী ছাত্র, বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রীডার, শ্রীমণালকান্তি তর্কভীর্ষ মহাশয় এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে বহু সময় বহুভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। কাটোয়া কলেজে আমার সহকর্মী বন্ধু, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার সান্তাল মহাশয় এই গ্রন্থ রচনাকালে শুক হইতে শেষ পর্যন্ত আমাকে নানান্তাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল সাহায্যের কথা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

আমার অনবধানতাবশতঃ গ্রন্থের মধ্যে বহু ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে গ্রন্থের প্রথমদিকে প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভুলের সংখ্যা অত্যধিক এবং বহু ভুল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্রটির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। গ্রন্থের শেষে শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইয়াছে, পাঠকগণকে গ্রন্থ পাঠের সময় শুদ্ধিপত্র দেখিয়া লইতে অনুরোধ করি।

১০ পৃষ্ঠার জাগদীশী টীকার শেষের দিকে কিছু অংশের অমূল্যবাদ এবং ব্যাখ্যা ভুলবশতঃ ষড়ান্থানে মূলিত হয় নাই; গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট অংশে তাহা দেওয়া হইয়াছে। জাগদীশী টীকার উক্ত অংশ পাঠের সময় পাঠকগণকে পরিশিষ্ট অংশটিও পাঠ করিয়া লইতে অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ এই গ্রন্থের প্রকাশনার সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশনার সমস্ত দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ গ্রহণ না করিলে আমার পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য হইত সন্দেহ নাই। পরিশেষে জ্ঞানোদয় প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং প্রেসের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্যের জন্য যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কিমধিকমিতি।

বিনীত

কাটোয়া কলেজ

ব্রীশৈলজাপাত মুখোপাধ্যায়

কাটোয়া, বর্ধমান।

সেপ্টেম্বর, ১৯২০।



পাণ্ডিত নর্মদাকুমার তর্কতীর্থ

সিদ্ধান্তলক্ষণম্

তত্ত্বচিন্তামণিঃ

অত্র উচ্যতে। প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণং সমানাধিকরণ-
তাস্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং
তস্ত সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।

ইতি শ্রীগঙ্গেশোপাধ্যায়কৃতে তত্ত্বচিন্তামণৌ অনুনানখণ্ডে সিদ্ধান্তলক্ষণম্।

অনুবাদ : এস্থলে বলা হইতেছে। প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ (এবং)
যে (হেতু) সমানাধিকরণ (যে অত্যস্তাভাব, সেই) অত্যস্তাভাবের প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন নয় যে (সাধ্য), তাহার (সাধ্যের) সহিত
তাহার (হেতুর) সামানাধিকরণ্যই (হইল) ব্যাপ্তি।

ব্যাখ্যা : ‘ব্যাপ্তিপঞ্চক’ গ্রন্থে গঙ্গেশোপাধ্যায় “নহু অহুমিতিহেতুব্যাপ্তি
জ্ঞানে কা ব্যাপ্তিঃ” এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। বর্তমানে “সিদ্ধান্ত
লক্ষণ” গ্রন্থে তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্তই বলিতেছেন—“অত্র
উচ্যতে”—অর্থাৎ ব্যাপ্তি কি তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে। এখন,
গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির লক্ষণ করিলেন—“প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণং-
সমাধিকরণতাস্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং
তস্ত সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।” এই লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করা যাক—
‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ কথার অর্থ হইল প্রতিযোগ্যধিকরণাবৃত্তি,
অর্থাৎ প্রতিযোগীর অধিকরণে যাহার বৃত্তিত্ব নাই, বা যাহা বৃত্তি হয় না
তাহা। ‘যং’ কথটির অর্থ এস্থলে হেতু, অর্থাৎ এই ‘যং’ পদ হেতুবাচক।
পরবর্তী ‘সমানাধিকরণ’ কথার অর্থ হইল অধিকরণবৃত্তি, অর্থাৎ এক
অধিকরণে বর্তমান, এই অধিকরণবৃত্তি হইল হেত্বধিকরণবৃত্তি, অর্থাৎ
হেত্বধিকরণে যাহা আছে বা থাকে। ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ এবং

‘যৎসমানাধিকরণ’ এই দুইটি পদই পরবর্তী ‘অত্যস্তাভাব’ পদটির বিশেষণ। অর্থাৎ, অত্যস্তাভাবটি হইল প্রতিযোগ্যধিকরণবৃত্তি হেত্বধিকরণবৃত্তি যে অত্যস্তাভাব, অর্থাৎ প্রতিযোগীর অধিকরণে বৃত্তি হয় না, অথচ হেত্বধিকরণে বৃত্তি হয় এরূপ যে অত্যস্তাভাব, তাহা। দ্বিতীয় ‘যৎ’ পদটি, অর্থাৎ ‘যন্ন তবতি’ ইত্যাদি স্থলে যে ‘যৎ’ পদটি আছে তাহা সাধ্যবাচক; অর্থাৎ ঐ দ্বিতীয় ‘যৎ’ পদটির অর্থ সাধ্য। দ্বিতীয় ‘যৎ’ পদটির পর যে ‘নঞ্’ পদ (যৎ + ন = যন্ন, এই নঞ্ পদ) তাহার সমন্বয় হইবে পূর্বপদ ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ পদের সহিত; তাহা হইলে অর্থ দাঁড়াইবে—অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন যে সাধ্য তাহা। ‘তেন সমং’ কথার অর্থ হইল সাধোয় সমং, অর্থাৎ সাধোয় সহিত; ‘তেন’ শব্দ সাধ্য-বোধক। ‘তন্তু’ পদের অর্থ হইল হেতোঃ, অর্থাৎ হেতুর। পরবর্তী ‘সামান্যধিকরণ্য’ কথার অর্থ হইল সমান বা এক অধিকরণবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ হেতুর সহিত সাধোয় এক বা সমান অধিকরণবৃত্তিত্ব। তাহা হইলে সমগ্র লক্ষণটির অর্থ হইল এই—প্রতিযোগীর অধিকরণে নাই, অথচ হেতুর অধিকরণে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে আছে যে অত্যস্তাভাব, সেই অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন যে সাধ্য সেই সাধোয় সহিত হেতুর সামান্যধিকরণাই হইল ব্যাপ্তি।

এখন, লক্ষণ সমন্বয় কর যাক—“বহিমান্ ধূমাৎ” এই সন্ধেতুস্থলে হেতু হইল ‘ধূম’, হেত্বধিকরণ হইল পর্কণ, গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতি; ঐ হেত্বধিকরণে ঘট, পট প্রভৃতির অত্যস্তাভাব আছে, ঐ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী হইল ঘটপটাদি; এই ঘটপটাদি ভিন্ন (অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন) সাধ্য হইল ‘বহু’; এই বহুর সহিত, অর্থাৎ ঘটপটাদির অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধোয় সহিত হেতুর অর্থাৎ ধূমের সামান্যধিকরণা পর্কণাদিতে আছে, সুতরাং লক্ষণ ঠিক থাকিল। আবার, “ধূমবান বহুঃ” এই অসন্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণ অর্থাৎ বহুধিকরণ ধরা গেল অযোগোলক; অযোগোলকে (হেত্বধিকরণে) ঘটপটাদির অত্যস্তাভাব অবশ্যই আছে, উপরন্তু ধূমেরও অব্যস্তাভাব আছে; এই ধূমাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল ধূম, সুতরাং এই ধূমাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধ্য আর ‘ধূম’ হইবে না, কেননা, ধূমের অর্থাৎ সাধোয় অভাবই হেত্বধিকরণে

ধাকিয়া যায়। এখানে সাধ্য হইল 'ধূম', কিন্তু তাহা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
কাবছিন্ন ভিন্ন নয়, কলে এই অসঙ্কেতস্থলে লক্ষণ সম্বন্ধ হইল না, এবং সে
কারণে লক্ষণ ঠিকই থাকিল, অর্থাৎ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি কোনো ঘোষই
হইল না।

ঈদংশোপাধ্যায়কৃত 'তত্ত্বচিত্তমণি' গ্রন্থে অনুমানখণ্ডে 'সিদ্ধান্তলক্ষণ'র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

**দীধিতি—প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণেতি—প্রতিযোগ্যসমানাধি-
করণযজ্ঞপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো
যো ধর্মঃ তদ্ব্যবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং,
তজ্ঞপবিশিষ্টস্য তদ্ব্যবচ্ছিন্নবাবন্ধিরূপিতা ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ।**

অনুবাদ : 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' ইত্যাদি। প্রতিযোগ্যসমানাধি-
করণ যজ্ঞপবিশিষ্ট (হেতু তাবচ্ছেদকধর্মাবিশিষ্ট) সমাধিকরণে অত্যস্তাভাবের
প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে ধর্ম (সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম), সেই ধর্মাবচ্ছিন্ন
যে কোনো সাধোর সহিত সামানাধিকরণ্যই তজ্ঞপবিশিষ্টের (হেতু-
তাবচ্ছেদকধর্মাবিশিষ্টের, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের) তদ্ব্যবচ্ছিন্ন
(সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপধর্মাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন) বাব-
সাধ্যানিরূপিত ব্যাপ্তি, ইহাই অর্থ।

ব্যাখ্যা : দীপ্তিকার রঘুনন্দন শিরোমণি গন্তেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির
লক্ষণকে ক্রিষ্ণু পরিবর্তন করিলেন। গন্তেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণে যে
'যৎসমানাধিকরণ' শব্দটি আছে তাহার পরিবর্তে দীপ্তিকার 'যজ্ঞপবিশিষ্ট-
সমানাধিকরণ' শব্দটি প্রয়োগ করিলেন। 'যৎ' শব্দ হেতুবাচক, 'যজ্ঞপ' হইল
হেতুধর্ম, 'হেতু-স্ম' হইল হেতুতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ 'যজ্ঞপ' হইল হেতুতা-
বচ্ছেদক। এই 'যজ্ঞপবিশিষ্ট' কথার অর্থ হইল হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট-
অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন; সহজ কথায় 'যজ্ঞপবিশিষ্ট' কথার অর্থ হইল
হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন। যেহেতু মূল লক্ষণে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং
বন্ধভবতি' ছিল, ইহাকে দীপ্তিকার করিলেন 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো
যো ধর্মঃ'; 'যো ধর্মঃ' কথার অর্থ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম, অর্থাৎ,

প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম, সহজ কথায়, প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকধর্ম ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম তাহা, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তাহাই বা সেই ধর্মই। প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, আর সাধ্যবৃত্তিধর্ম হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ যে ধর্ম প্রকারে পক্ষে সাধ্যের সাধন অভিমত তাহাই সাধ্যতাবচ্ছেদক; এই প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম ভিন্ন যে সাধ্যবৃত্তিধর্ম তাহাই “প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ”। মূল লক্ষণে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ কথাটি ছিল; প্রতিযোগীতেই থাকে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম, সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইবে প্রতিযোগী নিজেই। সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের ভেদ সাধ্যে থাকিবে, এরূপ কথাই মূল লক্ষণে ছিল। কিন্তু, দীর্ঘতিকা সাধ্যের স্থলে সাধ্যবৃত্তিধর্ম, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক পদ নিবেশ করিয়াছেন, ফলে, ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ স্থলেও ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক’ পদটি আনয়ন করিতে হইল। কারণ, সাধ্যের স্থলে সাধ্যবৃত্তিধর্ম সন্নিবেশ করিলে প্রতিযোগী স্থলেও প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম সন্নিবেশ করিতে হইবে। প্রতিযোগিবৃত্তিধর্মই হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। সেইজন্তই রঘুনাথ বলিলেন, “প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ”, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক। উভয় ক্ষেত্রেই পদার্থের পরিবর্তে পদার্থবৃত্তিধর্মের উল্লেখ করা হইল। পরবর্তী “তদ্রূপাবচ্ছিন্নেন” কথার অর্থ হইল ‘সাধ্যবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নেন’, অর্থাৎ ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নেন’। “যেন কেনাপি সমং” কথার অর্থ হইল ‘যে কোনো সাধ্যের সহিত’। “তদ্রূপবিশিষ্টং” শব্দের অর্থ হইল হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন, এই ‘তদ্রূপবিশিষ্টং’ পদটির অর্থ হইবে পূর্ববর্তী ‘সামানাধিকরণ্য’ পদের সহিত। তাহা হইলে সমগ্রটির অর্থ এইরূপ হয়—প্রতিযোগীর অধিকরণে নাই, অথচ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভার, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে কোনো সাধ্যের সহিত হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। গবেষণোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণটিকে রঘুনাথ এইভাবে কেন পরিবর্তন করিলেন তাহার উত্তর জাগদীশ টীকার দেওয়া হইতেছে।

জাগদীশী—বহিঃস্বাবচ্ছিন্ন সর্বশেষে ব ধূমাদিবন্নিষ্ঠাভাবপ্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকীভূততত্ত্বব্যক্তিস্বাবচ্ছিন্নবাদব্যাপ্তিরিতি অন্তঃস্থ ব্যাচষ্টে
—প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম ইতি । ন চ পর্বতে মহানসীয়ো
বহ্নিনাস্তি ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধস্ত হেতুমন্নিষ্ঠাভাবস্ত প্রতিযোগিতা-
বচ্ছেদকমেব বহ্নিহুমিতি অব্যাপ্তিতাদবস্ত্যং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-
তদিতরোভয়াবচ্ছেদভিন্নায়া এব প্রতিযোগিতায়া অনবচ্ছেদকত্বস্ত
বিবক্ষিতত্বাৎ ।

অনুবাদ : বহিঃস্বাবচ্ছিন্ন সকলই (সকল বহ্নিই) ধূমাদিবন্নিষ্ঠ
(হেত্বধিকরণনিষ্ঠ) অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত (প্রতিযোগিতা-
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন) তৎতৎ ব্যক্তিস্বাবচ্ছিন্ন হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়, সেইজন্যই
বলা হইয়াছে,—“প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ” ইত্যাদি । “পর্বতে
মহানসীয়ো বহ্নিনাস্তি” এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ হেতুমন্নিষ্ঠ (হেত্বধিকরণনিষ্ঠ)
অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বহ্নিহুমিতি বলায় পূর্ববৎ অব্যাপ্তি হয় এরূপ
কথা বলা যায় না ; (কারণ) ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’
প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক (যে সাধ্যতাবচ্ছেদক) এরূপ বলিতে হইবে ।

ব্যাখ্যা : গদ্যেশোপাখ্যায়ের মূল লক্ষণের যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া
রঘুনাথ কেন “প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নঃ যন্ন ভবতি” স্থলে “প্রতি-
যোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ” করিলেন তাহার কারণ জগদীশ তর্কালঙ্কার
এস্থলে বর্ণনা করিতেছেন । জগদীশ বলিতেছেন যে ঐরূপ পরিবর্তন না
করিয়া গদ্যেশের মূল লক্ষণ ঠিক রাখিলে “বহ্নিমান্ ধূমাৎ” ইত্যাদি সঙ্কেতস্থলে
লক্ষণ সম্বন্ধ হয় না হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় । কারণ, এই প্রসিদ্ধ সঙ্কেত-
স্থলে সাধ্য হইল ‘বহ্নি’, ‘ধূম’ হইল হেতু, এবং হেত্বধিকরণ হইল পর্বত,
গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতি । পর্বতে পর্বতীয় বহ্নির অভাব নাই, কিন্তু
গোষ্ঠীয়, চত্বরীয় প্রভৃতি অগ্নি বহ্নিব্যক্তির অভাব পর্বতে আছে ; সেইরূপ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠীয় বহ্নিব্যক্তির অভাব নাই, কিন্তু পর্বতস্থ, বা চত্বরস্থ, বা অগ্নি
বহ্নিব্যক্তির অভাব গোষ্ঠে আছে । এইরূপে চালনীয়ায় অনুসারে এক
হেত্বধিকরণে অগ্নি বহ্নিব্যক্তির, অগ্নি হেত্বধিকরণে অপর বহ্নিব্যক্তির অভাব
থাকিয়া যায় । এখন, মূল লক্ষণ অনুসারে হেত্বধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব

সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধ্য আমাদের প্রয়োজন। এখানে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ধূমধিকরণে আছে তৎ তৎ বহি-
ব্যক্তির অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল
তৎ তৎ বহিব্যক্তিত্ব, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন হইল তৎ তৎ
বহিব্যক্তি। কেননা, এক হেত্বধিকরণে অল্প বহিব্যক্তির অভাব, অল্প
হেত্বধিকরণে অপর বহিব্যক্তির অভাব ধরিয়া এইরূপে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় তৎ তৎ বহিব্যক্তিত্ব, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
কবচ্ছিন্ন হইল তৎ তৎ বহিব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন, এই তৎ তৎ বহিব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন
প্রকারান্তরে সমস্ত বহিত্বাবচ্ছিন্নই হইয়া পড়ে; অর্থাৎ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ
অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন হইল সমস্ত বহিত্বাবচ্ছিন্ন। ফলে,
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধ্য হয় না, কারণ, নিখিল বহিই হইল
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন, এবং সাধ্যও হইল বহি; ইহারা এক, ভিন্ন
নয়; সুতরাং সন্ধেতুস্থলে লক্ষণ যায় না, অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিটি
বারণের জন্যই যথুনাথ “প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ”, অর্থাৎ প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যাবচ্ছেদক কথাটি সন্নিবেশ করিলেন। এইরূপ
করিলে চালনীয়তায় অনুসারে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগী হইল
তৎ তৎ বহিব্যক্তি, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল তৎ তৎ বহিব্যক্তিত্ব, এবং
সাধ্য হইল ‘বহি’, ও সাধ্যাবচ্ছেদক হইল ‘বহিত্ব’। এই সাধ্যাবচ্ছেদক,
অর্থাৎ ‘বহিত্ব’ এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ ‘তৎ তৎ বহিব্যক্তিত্ব’ এক
বস্তু নয়, ইহারা ভিন্ন বস্তু; কারণ, ‘বহিত্ব’ জাতিবিশেষ, এবং ‘তৎ তৎ বহি-
ব্যক্তিত্ব’ তৎ তৎ ব্যক্তিগত ধর্মমাত্র; ফলে ‘বহিত্বটি’ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক
ভিন্ন সাধ্যাবচ্ছেদক হইল; এই সাধ্যাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সহিত, অর্থাৎ
পক্ষতাদিতে বহির সহিত হেতুর বা ধূমের সামান্যধিকরণ্য থাকে, এবং
লক্ষণ সম্বন্ধ সম্ভব হয়, অব্যাপ্তিও হয় না।

কিন্তু, এইরূপ করিলেও আপত্তি উঠিতে পারে, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও
হইতে পারে। যথা—“পক্ষতে মহানসীয়ো বহির্নাস্তি” এই অভাব ধরিলে
হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ পক্ষতে মহানসীয় বহির অভাব থাকে, সেই অভাবের
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিত্ব’; অর্থাৎ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ বা হেতুমগ্নিষ্ঠ
অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিত্ব’। এবং সাধ্য যেহেতু ‘বহি’
সেজন্য সাধ্যাবচ্ছেদকও হইবে ‘বহিত্ব’; ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন

সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে না, কারণ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ও সাধ্যতাবচ্ছেদক এই দুইই 'বহিঃ' হওয়ার ইহারা ভিন্ন হইবে না, একই হইবে, এবং ইহাতে "প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ" এই কথায় সন্নিবেশ সম্ভবে লক্ষণ ঠিক রাখা যায় না, অব্যাপ্তি হয়। কারণ, দেখা গেল "পক্ষ'তো বহিমান্ ধূমাৎ" এই সঙ্কেতস্থলে পক্ষ'তে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে মহানসীম বহির অভাব ধরিয়া সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহিঃ', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'বহিঃ', ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক সঙ্কেতস্থলে না হওয়ার লক্ষ্যস্থলে লক্ষণ সন্নিবেশ করা গেল না, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। এইরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এই প্রকার আশঙ্কা করা যায় না; কারণ, "পক্ষ'তে মহানসীমো বহির্নাস্তি" ইত্যাদি অভাব ধরিলে পক্ষ'তরূপ হেত্বধিকরণে যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এস্থলে শুধুমাত্র বহিঃ নয়, মহানসীমত্বও। কেননা, মহানসে যে বহি আছে তাহাকে শুধুমাত্র বহিত্বাবচ্ছিন্ন বহিরূপে চিন্তা করিলে তাহার অভাব পক্ষ'তে থাকিতে পারে না, কারণ, পক্ষ'তে যে বহি আছে তাহাও বহিত্বাবচ্ছিন্ন বহি। মহানসম্বিত বহিতে মহানসীমত্ব ধর্ম আছে বলিয়াই তাহার অভাব পক্ষ'তে আছে; সুতরাং "পক্ষ'তে মহানসীমো বহির্নাস্তি" এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শুধুমাত্র বহিঃ নয়, বহিঃ ও মহানসীমত্ব দুইই। অর্থাৎ, আলোচন্যস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহিঃ' এবং হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'মহানসীমত্ব ও বহিঃ'। এখন, জগদীশ বলিতেছেন যে, 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক' কথাটিকে একটু অন্তভাবে বুঝিতে হইবে। প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক অর্থে 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিত্যভ্যন্তরানবচ্ছিন্ন' যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক বুঝিতে হইবে, এবং সেই 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক' ধরিলেই লক্ষণ ঠিক থাকিবে। এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহিঃ', এবং তদিত্য বা তন্ত্ৰি হইল 'মহানসীমত্ব', এই উভয়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তাহা ঘটপটাদিতে আছে, মহানসীম বহিতে নাই। 'মহানসীম বহির্নাস্তি' এই অভাবের যে প্রতিযোগিতা তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদক বহিঃ ও তদিত্য যে মহানসীমত্ব এতদুভয়াবচ্ছিন্ন হইয়াছে। বহিঃ এবং তদিত্য যে মহানসীমত্ব এই উভয়াবচ্ছিন্ন ভিন্ন (বা উভয়ানবচ্ছিন্ন) অভাব যদি পক্ষ'তে ধরা যায়, তাহা হইলে, এই উভয়াবচ্ছিন্ন

ভিন্ন (বা উভয়ানবচ্ছিন্ন) অভাব বলিতে ঘটপটাদির অভাবই পৰ্ব্বতে ধরিতে হয় । এই অভাবের প্রতিযোগিতা ঘট, পট ইত্যাদিতে থাকে, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ‘ঘটত্ব’, ‘পটত্ব’ ইত্যাদি, এই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন) সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল বহিঃস্থ, এই বহিঃস্থাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ বহিঃস্থ) সহিত হেতুর (অর্থাৎ ধূমের) সামান্যিকরণ পৰ্ব্বতে আছে, সুতরাং লক্ষণ ঠিক থাকে ।

জগদীশী—ন চ প্রমেয়বত্ত্বান্ ধূনাদিত্যাদাবব্যাপ্তিঃ । সাধ্যতাবচ্ছেদকেতরশ্চাপ্রসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, তদিতরপদেন তদ্বিষয়িত্বাব্যাপকবিষয়িত্বাকশ্চ বিবক্ষিতত্বাৎ, যেন রূপেণ সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বং তেন রূপেণ তদনবচ্ছিন্নপ্রকারতাবচ্ছেদকশ্চ বা তদিতরপদেন বিবক্ষিতত্বাৎ ।

অনুবাদ : “প্রমেয়বত্ত্বান্ ধূমাং” ইত্যাদি স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতরের অপ্রসিদ্ধি হেতু অব্যাপ্তি হয়, এরূপ কথা বলা যায় না, (কারণ) ঐ ‘ইতর’ পদের দ্বারা তৎ (সাধ্যতাবচ্ছেদক) বিষয়িত্বের অব্যাপক বিষয়িত্বের নিরূপককে বুঝিতে হইবে ; (অথবা) ঐ ‘ইতর’ পদের দ্বারা যে রূপে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা সেই রূপে তদনবচ্ছিন্ন প্রকারতাবচ্ছেদক বলিতে হইবে ।

ব্যাখ্যা : পূর্বোক্তরূপ বলিলেও আশঙ্কা দূর হয় না, অর্থাৎ ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক’ কথাটিকে সাধ্যতাবচ্ছেদক ও তদিতর যে ধর্ম এই উভয়াবচ্ছিন্ন ভিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক’রূপে বলিলেও অনুবিধা দূর হয় না । যথা, “প্রমেয়বত্ত্বান্ ধূমাং” স্থলে সাধ্য হইল ‘প্রমেয়বৎ’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘প্রমেয়বত্ত্ব’ বা ‘প্রমেয়’ । এখন এই সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর কি হইবে ? নিখিল পদার্থই প্রমেয়স্বরূপ, তাহার ইতর পদার্থ হয় না । এই সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতরের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া লক্ষণ দুই হয়, অর্থাৎ অব্যাপ্তি হয় । ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, না, এরূপ আপত্তি করা যায় না । কারণ, এই ‘ইতর’ পদের অন্তপ্রকার অর্থ করিতে হইবে ।

‘ইতর’ পদের অর্থ হইল তদ্বিষয়িত্বের অব্যাপক যে বিষয়িতা তাহার নিরূপক। তদ্বিষয়িত্ব হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপ বিষয়িত্ব, তাহার অব্যাপক যে বিষয়িতা সেই বিষয়িতার নিরূপক ধর্ম ই হইল তদিতর, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্ম। নিখিল পদার্থই বা সমস্ত পদার্থই হইল প্রমের বা প্রমা জ্ঞানের বিষয়, ফলে প্রমেরবস্তুর, অর্থাৎ আলোচ্যস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর বা ভিন্ন কিছু না থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্মের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু, ‘ইতর’ অর্থে সাধ্যতাবচ্ছেদক-বিষয়িতার অব্যাপক বিষয়িতাক ধরিলে ঐ আশঙ্কা থাকে না। কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-বিষয়িতার অব্যাপক বিষয়িত্ব হইল ঘটপটাদি বিষয়িতা, অর্থাৎ ঘটপটজ্ঞাননিষ্ঠ বিষয়িতা। প্রমেরবস্ত-বিষয়িতা নিখিল জ্ঞানে থাকায় তাহা সর্বব্যাপক, সাধ্যতাবচ্ছেদক প্রমের বিষয়িতার অব্যাপক হইল ঘটপটাদি-বিষয়িতা, সেই বিষয়িতার নিরূপক ধর্ম ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদি প্রমেরের ইতর হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিল না।

অথবা, উক্ত ‘ইতর’ শব্দটি অল্প অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং তদ্বারাও অব্যাপ্তিটি বারণ করা সম্ভব হয়। সাধ্যতাবচ্ছেদকতাটি স্বত্ব-বচ্ছিন্ন তত্ত্বমানবচ্ছিন্ন যে প্রকারতা তদবচ্ছেদকই সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্ম, বা তাহাতেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতরত্ব আছে। এই অর্থেও ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর’ কথাটি গ্রহণ করা যায়। এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল প্রমেরবস্ত বা প্রমের, সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল প্রমেরবস্তত্ব বা প্রমেরত্ব; ‘প্রমেরবস্ত’টি (সাধ্যতাবচ্ছেদকটি) ‘প্রমেরবস্তত্ব’ বা ‘প্রমেরত্ব’ (সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক) ধর্মাবচ্ছিন্ন, এই ধর্মের দ্বারা, অর্থাৎ ‘প্রমেরবস্তত্ব’রূপ বা ‘প্রমেরত্ব’রূপ ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রকারতা হইল “প্রমেয়ঃ” ইত্যাদি জ্ঞানীয় ঘটপটাদি নিখিল পদার্থনিষ্ঠ প্রকারতা, এবং সেই প্রকারতার অবচ্ছেদক হইল প্রমেরত্ব; কিন্তু ঘটপটাদি জ্ঞানীয় প্রকারতা ঘটত্বপটত্বাবচ্ছিন্নই হইবে, প্রমেরত্বাবচ্ছিন্ন হইবে না। সুতরাং ঘটপটাদি জ্ঞানীয় প্রকারতা প্রমেরত্বাবচ্ছিন্ন না হওয়ায় ঘটত্বপটত্বই হইল প্রমেরের ইতর পদার্থ, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকের বা প্রমেরবস্তুর বা প্রমেরের ইতর। ‘প্রমেরবস্তত্ব’ বা ‘প্রমেরত্ব’ ধর্মের দ্বারা, অর্থাৎ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদকতাটি বা ‘প্রমেরবস্ত’টি বা প্রমেরনিষ্ঠ প্রকারতাটি অবচ্ছিন্ন, অল্প কেহ অবচ্ছিন্ন নহে। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকতা

ব্যতীত অন্য সমস্ত পদার্থনিষ্ঠ প্রকারতাই সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক বা ‘প্রমেয়বস্তু’ বা ‘প্রমেয়ত্ব’ ধর্মের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন; ঘটপটাদিনিষ্ঠ সমস্ত প্রকারতাই প্রমেয়বস্তু বা প্রমেয়ত্ব ধর্মানবচ্ছিন্ন। এই প্রকারভার অবচ্ছেদক, অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদিই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্ম। সুতরাং, এইরূপেও “প্রমেয়বস্তুান্ ধূমাং” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর পদার্থের প্রসিদ্ধি হয়, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

জাগদীশী—সাধ্যতাবচ্ছেদকভিন্নো যঃ সাধ্যনিষ্ঠো ধর্মস্তদনবচ্ছেত্তা প্রতিযোগিতা তু ন নিবেশ্ণা, তথা সতি তাদৃশপ্রতিযোগিতাশূন্যসাধ্যসামান্যাদিকরণ্যশ্চৈব ব্যাপ্তিসম্ভবে সাধ্যতাবচ্ছেদকস্ত তদনবচ্ছেদকত্বানুসরণবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। অপি চ প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাদিতাদাব্যাপ্তিস্তথা হি সাধ্যতাবচ্ছেদকাতিরিক্তং যং সাধাবৃদ্ধিঘটনাদিকং তদনবচ্ছেদপ্রতিযোগিতাকস্ত হেতুসমান্যাদিকরণ্যভাবস্ত অপ্রসিদ্ধিরিতি নব্যঃ। হেতুসমান্যাদিকরণ্যভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতয়াঃ পর্যাপ্ত্যাদিকরণভিন্নত্বং সাধ্যতাবচ্ছেদকস্ত বাচ্যমিতি কশিচৎ, তন্ন, প্রত্যেকমুভয়ত্র পর্যাপ্তিসম্বন্ধেনাসতোহবচ্ছেদকত্বস্তোভয়ত্র পর্যাপ্তিসম্বন্ধেন সম্ভাব্যোগাৎ। বহিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ ধূমাদিনিষ্ঠতত্ত্বাভিহাবচ্ছিন্নসামান্যাদিকরণ্যস্ত বহিহাবচ্ছিন্নানিরূপিতত্বাদাহ তদ্ব্যবচ্ছিন্নেনেতি।

অনুবাদ : সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম, তদনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, এরূপ নিবেশ করা যায় না ; (কারণ) তাহা হইলে, তাদৃশ (সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্মানবচ্ছিন্ন) প্রতিযোগিতাশূন্য সাধ্যসামান্যাদিকরণ্যের (সাধ্যের সহিত হেতুর সামান্যাদিকরণ্যের) ব্যাপ্তিসম্ভব বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকের তদনবচ্ছেদকত্বের (প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বের) অনুসরণ ব্যর্থ হয়, এরূপ আপত্তি করা যায়। আরও, “প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাং” ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয় ; তাহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকাতিরিক্ত (সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন) যে ঘটনাদিরূপ সাধাবৃদ্ধিধর্ম তদনবচ্ছিন্ন হেত্বাদিকরণনিষ্ঠ অভাবের (হেতুসমান্যাদিকরণ্যভাবের) প্রতিযোগিতার অপ্রসিদ্ধি

হয় ; নব্যগণ একরূপ বলেন । হেতুসমানাধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা-
বচ্ছেদকতার পর্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক, একরূপ কেহ কেহ বলেন ;
তাহাও বলা যায় না, (কারণ) উভয়ের ঘটক যে প্রত্যেক, তাহাতে পর্যাপ্তি
সম্বন্ধে অবচ্ছেদকতা না থাকিলে উভয়েতে পর্যাপ্তি সম্বন্ধে অবচ্ছেদকতা
 থাকিতে পারে না ।

ব্যাখ্যা : “পক্ষ’তে মহানসীয়ো বহির্নাস্তি” ইত্যাদি অভাব ধরিয়া
“বহিমান্ ধুমাং” ইত্যাদি স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক
হয় না বলিয়া জগদীশ প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ান-
বচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিলেন । কিন্তু, কোনো কোনো নৈয়ায়িক বলিতে পারেন
যে, পূর্বোক্ত নিবেশে গৌরব দোষ হয়, কারণ, “প্রমেয়বত্মান্ ধুমাং” ইত্যাদি
স্থলে অপ্রসিদ্ধি বারণের জন্ত ‘তদ্বিবয়িত্বা...’ ইত্যাদি বিবক্ষার প্রয়োজন হয় ;
অতএব, লাবণ্য বশতঃ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম’, তদনবচ্ছিন্ন যে
প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিলে
সমস্ত অন্ত্রবিধা দূর হয়, এবং লক্ষণের মধ্যে অনাবশ্যক জটিলতারও ভ্রাস হয় ।
সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম’ানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা বলিলে “বহিমান্
ধুমাং” ইত্যাদি স্থলে ‘পক্ষ’তে মহানসীয়ো বহির্নাস্তি’ এই অভাব ধরিলেও
কোনো আপত্তি হয় না । কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিত্ব’ ; এই
‘বহিত্ব’ ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম’ হইল ‘মহানসীয়ত্ব’ । (মহানসীয় বহি যেহেতু
পক্ষ’তে থাকে না সেজ্জন্ত মহানসম্বিত বহির ধর্ম’ যেরূপ ‘বহিত্ব’, সেইরূপ
‘মহানসীয়ত্বও তদ্রূপ বহির একটি ধর্ম’, অন্তর্ভাষ, শুদ্ধ বহির অস্তিত্ব তো
পক্ষ’তে আছেই । মহানসীয়ত্ব ধর্ম’, মহানসম্বিত বহিতে আছে বলিয়াই
মহানসীয় বহি পক্ষ’তে থাকে না ।) তদনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ
মহানসীয়ত্ব ধর্ম’ানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা ঘট, পট ইত্যাদিতে থাকে । কারণ,
হেত্বধিকরণে অর্থাৎ এস্থলে পক্ষ’তে ঘট-পটাদির অভাবের যে প্রতিযোগিতা
ঘট-পটাদিতে আছে তাহাই হইল মহানসীয়ত্ব ধর্ম’ানবচ্ছিন্ন ; ঘট, পট
ইত্যাদির অভাব হেত্বধিকরণে আছে, ঘটপটাদির অভাবের প্রতিযোগিতা
মহানসীয়ত্ব ধর্ম’ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নয় ; ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি হইল ঘটপটাদির
অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম’ । এস্থলে এই ঘটপটাদিনিষ্ঠ প্রতি-
যোগিতা হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন (এস্থলে ‘বহিত্ব’ ভিন্ন) সাধ্যনিষ্ঠ
ধর্ম’ানবচ্ছিন্ন (এস্থলে মহানসীয়ত্ব ধর্ম’ানবচ্ছিন্ন) প্রতিযোগিতা । এই

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ পরস্পরে ঘটপটাদি অভাবীয় প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদক যে ঘটত্র পটত্বাদি, তদ্ ভিন্ন হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘বহিত্ত্ব’; এই
বহিত্ত্বাবচ্ছিন্ন যে কোনো বহির সহিত হেতুর বা ধূমের সামান্যিকরণ্য
আছে, সূত্রাত্ম লক্ষণ ঠিক থাকে। কিন্তু, জগদীশ বলিতেছেন যে, এইভাবে
লক্ষণ করিলে, অর্থাৎ ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যানিষ্ট ধর্ম’ানবচ্ছিন্ন প্রতি-
যোগিতা’ এরূপ বলিলে রঘুনাথ শিরোমণির ‘প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো
ধর্মঃ’ এইভাবে সাধ্যতাবচ্ছেদকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদ নিবেশ করা
ব্যর্থ হইয়া পড়ে। মূল লক্ষণকে পরিবর্তন করিয়া দীপ্তিতিকার ‘প্রতিযোগিতা-
নবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ’ অর্থাৎ ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক’
ইত্যাদিরূপ করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্তপ্রকার বলিলে দীপ্তিতিকারের ‘প্রতি-
যোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ’ ইত্যাদিরূপ লক্ষণানুসরণ অপ্রয়োজনীয় হইয়া
পড়ে। কারণ, ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যানিষ্ট ধর্ম’ানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা’
কথাটি গ্রহণ করিলে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণ পরিবর্তন করিয়া ‘প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক’ বলিতে হয় না। তত্ত্বব্যক্তির্নাস্তি
এই অভাব ধরিয়া “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে যে অব্যাপ্তি হইয়াছিল তাহা আর
হয় না; কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক বহিত্ত্ব ভিন্ন সাধ্যানিষ্ট অর্থাৎ বহির্নিষ্ট যে ধর্ম
তত্ত্বব্যক্তিত্ব তাহা তদবচ্ছিন্ন অর্থাৎ তত্ত্বব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হয়,
তদনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ তত্ত্বব্যক্তিত্বানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হয় না বলিয়া এই
অভাব ধরা চলে না, এবং সেকারণে “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে অব্যাপ্তির
আশঙ্কাও থাকে না। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে
সাধ্যানিষ্ট ধর্ম তদনবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতা শূন্য যে সাধ্য
সেই সাধ্যসামান্যিকরণ্যই ব্যাপ্তি, এইরূপ বলিলেই হয়, দীপ্তিতিকার যে
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইয়া
পড়ে।

অবশ্য অনেকে এক্ষেত্রে বলিতে পারেন যে, রঘুনাথের লক্ষণানুসরণ ব্যর্থ
হয় বলিয়া যে আপত্তি করা হইতেছে তাহা গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ, ‘সাধ্য-
তাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যানিষ্ট ধর্ম’ানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা’ ইত্যাদি কথার দ্বারা
মূল লক্ষণের কোনো ক্ষতি হয় না। মূল লক্ষণের কোনো ক্ষতি না হইলেই
হইল, মূল লক্ষণ যদি ঠিক থাকে এবং ব্যাখ্যা যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে
অন্য কাহারও মতের বিরুদ্ধ কথা বলিলেও ক্ষতি নাই। ইহার উত্তরে

জগদীশ বলিতেছেন যে, ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যানিষ্ট ধর্ম’ অবচ্ছিন্ন প্রতি-
 যোগিতা’ বলিলে শুধুমাত্র যে বস্তুনাথের পূর্বে’ক্ত অর্থাত্ত্বসরণের ব্যর্থতার
 আপত্তি হয় তাহাই নহে, অল্পপ্রকার আপত্তিও উপস্থিত হয়। “প্রমেয়বান্
 বাচ্যত্বাৎ” ইত্যাদি অস্মৃতি স্থলে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যানিষ্ট ধর্ম’ অবচ্ছিন্ন
 প্রতিযোগিতা’ বলিলে অব্যাপ্তি অনিবার্য হইয়া পড়ে। “প্রমেয়বান্
 বাচ্যত্বাৎ” স্থলে সাধ্য হইল ‘প্রমেয়’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘প্রমেয়ত্ব’।
 এখন, নিখিল পদার্থ বা সমস্ত পদার্থই যেহেতু প্রমেয়, সুতরাং ‘প্রমেয়ত্ব’
 সমস্ত পদার্থেই আছে। সমস্ত পদার্থেই যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক বা প্রমেয়ত্ব
 থাকিয়া যায়, তাহা হইলে, আলোচ্যস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে
 সাধ্যানিষ্ট ধর্ম, অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্বাদি ধর্ম, সে সমস্ত ধর্মই সাধ্যানিষ্ট
 ধর্ম হইয়া যায়, কলে, ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যানিষ্ট ধর্ম’ অবচ্ছিন্ন প্রতি-
 যোগিতা’র অপ্রসিদ্ধি হয়, এবং এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় ;
 সুতরাং এইরূপ নিবেশ করা চলে না। তাই জগদীশ বলিলেন—“তথা হি
 সাধ্যতাবচ্ছেদকাতিরিক্তং যৎ সাধ্যবৃত্তিঘটত্বাদিকং তদনবচ্ছেদপ্রতিযোগিতা-
 কস্ত হেতুসমানাধিকরণভাবস্ত অপ্রসিদ্ধিরিতি নব্যাঃ”—অর্থাৎ, সাধ্যতা-
 বচ্ছেদকাতিরিক্ত (বা সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন) যে সাধ্যবৃত্তি ধর্ম, (বা
 সাধ্যানিষ্ট ধর্ম) তাহা এস্থলে ঘটত্ব, পটত্বাদি ; ‘প্রমেয়ত্ব’ সকল বস্তুতে থাকে
 বলিয়া ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সমস্ত ধর্মই সাধ্যবৃত্তি অর্থাৎ প্রমেয়বৃত্তি হয়, কলে
 ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সমস্ত ধর্মই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক (অর্থাৎ ‘প্রমেয়ত্ব’)
 ভিন্ন সাধ্যবৃত্তিধর্ম। কেননা, ঘট, পট প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই প্রমেয় হওয়ায়
 ঘট, পট প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেই প্রমেয়ত্ব থাকে, এবং প্রমেয় এস্থলে সাধ্য
 বলিয়া প্রমেয়বৃত্তিধর্ম ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি এস্থলে সাধ্যবৃত্তিধর্ম হইয়া যায়।
 এখন, সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘প্রমেয়ত্ব’ ; ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি ‘প্রমেয়ত্ব’
 বা সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন (কারণ, ‘প্রমেয়ত্ব’ এক কথা, আর ঘটত্ব,
 পটত্ব প্রভৃতি ভিন্ন কথা) ; কিন্তু, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতিতে সাধ্যবৃত্তিধর্ম
 বা প্রমেয়বৃত্তিধর্ম থাকিয়া যায় বলিয়া ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সমস্তই হইল
 সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যবৃত্তিধর্ম (বা সাধ্যানিষ্ট ধর্ম)। ঘটত্ব, পটত্ব
 প্রভৃতি সমস্তই যদি এইভাবে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যানিষ্ট ধর্ম হইয়া যায়,
 তাহা হইলে, তদনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যবৃত্তিধর্ম অবচ্ছিন্ন
 প্রতিযোগিতা কি হইবে? অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই সাধ্যবৃত্তিধর্ম সমন্বিত

হওয়ায় সমস্তই সাধাবৃত্তিধৰ্ম্মাবচ্ছিন্ন বা সাধ্যানিষ্ট ধৰ্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কলে সাধাবৃত্তিধৰ্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাপদার্থের অপ্রসিদ্ধি হয় ; “প্রমেয়বান্ বাণ্যত্মাং” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যানিষ্ট ধৰ্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার এইরূপ অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হইয়া যায়। তাই জগদীশ বলিতেছেন যে, “সাধ্যতাবচ্ছেদক-ভিন্ন-সাধ্যানিষ্ট-ধৰ্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা” —এরূপ কথা ব্যাপ্তির লক্ষণের মধ্যে নিবেশ করা যায় না, নব্য নৈয়ায়িকদের ইহাই অভিপ্রেত।

কেহ কেহ এস্থলে আবার বলেন যে, হেতুধিকরণনিষ্ট অভাবের ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্তাধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক’ এরূপ বলিলেই হয়, এবং এরূপ বলিলে “পর্যাপ্তে মহানসীয়ো বহির্নাস্তি” এই অভাব ধরিয়া যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা আর হয় না। পর্যাপ্তি হইল, ‘অয়মেকো ঘটঃ’, ‘ইমৌ ঘৌ’ ইত্যাদিরূপ প্রতীতিসাক্ষিক স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষ ; অর্থাৎ ‘ইহা একটি ঘট’, ‘ইহারা দুইটি’ ইত্যাদিরূপ উপলব্ধি স্থলে একটিতে যে একত্বের প্রতীতি, বা দুইটিকে লইয়া যে দ্বিত্বের প্রতীতি, এইরূপ প্রতীতিই হইল পর্যাপ্তি ; এই পর্যাপ্তি একপ্রকার সম্বন্ধ, এবং ইহা স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্তাধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক কপাটি লক্ষণের মধ্যে নিবেশ করিলে লক্ষণটি হইবে—“প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণত্বজ্ঞপ-বিশিষ্ট সমানাবিকরণতাস্ত্যভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতয়াঃ পর্যাপ্তাবিকরণ-ভিন্নঃ যো ধৰ্ম্মঃ তদধৰ্ম্মাবচ্ছিন্নে যেন কেনাপি সমং সামান্যাদিকরণং, তদ্রূপ-বিশিষ্টস্ত তদধৰ্ম্মাবচ্ছিন্ন ধাবত্বরূপিতা ব্যাপ্তিঃ”। “পর্যাপ্তে মহানসীয়ো বহির্নাস্তি” এই অভাবের ক্ষেত্রে ‘মহানসীয়ত্ব’ ও ‘বহিত্ব’ উভয়েই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হওয়ায় মহানসীয় বহির অভাব পর্যাপ্তে থাকিয়া যায়, কলে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইয়া যায়,—পূর্বে এরূপ বলা হইয়াছিল। কিন্তু, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্তাধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিলে উক্ত অহমিতি স্থলে এরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। কারণ, পর্যাপ্তে মহানসীয় বহির অভাব থাকায় সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘মহানসীয়ত্ব’ ও ‘বহিত্ব’ উভয়েই, এবং এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেই থাকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা। অর্থাৎ পর্যাপ্তে যে মহানসীয় বহির অভাব আছে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা ‘মহানসীয়ত্ব’ ও ‘বহিত্ব’ উভয়েই

থাকে, কারণ, উভয়েই (মহানসীমত্ব ও বহিঃ উভয়েই) হইল প্রতিযোগিতা-
বচ্ছেদক; অবচ্ছেদকতা থাকে অবচ্ছেদকে, সেজন্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা
থাকিবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যেহেতু এক্ষেত্রে
'মহানসীমত্ব' ও 'বহিঃ' দুইই, সে কারণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা এই
দু'য়েতেই থাকিবে। অর্থাৎ হেতুমগ্নিত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা
এস্থলে 'মহানসীমত্ব' ও 'বহিঃ' এই দু'য়েতেই পর্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে; এবং
'মহানসীমত্ব' ও 'বহিঃ' হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্তাধিকরণ,
কারণ, পর্যাপ্তি সম্বন্ধে 'মহানসীমত্ব' ও 'বহিঃ' এই দুই অধিকরণে প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকতাটি থাকে, কিন্তু প্রত্যেকে থাকে না,; অর্থাৎ কেবল
মহানসীমত্বে বা কেবল বহিঃ থাকে না; 'মহানসীমত্ব' ও 'বহিঃ' এই
উভয়েতেই থাকিবে। আলোচ্য স্থলে সাধ্য হইল 'বহিঃ', এবং সাধ্যতাব-
চ্ছেদক হইল 'বহিঃ'; 'বহিঃ'রূপ এই সাধ্যতাবচ্ছেদক প্রতিযোগিতা-
বচ্ছেদকতার পর্যাপ্তাধিকরণ নয়, কারণ, কেবল বহিঃ পর্যাপ্তি সম্বন্ধে
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা থাকে না। সুতরাং; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার
পর্যাপ্তাধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিলে আর এস্থলে ঐরূপ অব্যাপ্তি হয়
না; কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকটি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্তাধি-
করণ ভিন্ন হইয়া যায়। অর্থাৎ, "পক্ষিতে মহানসীমো বহির্নাস্তি" এই অভাব
ধরিলেও অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। লক্ষণের মধ্যে 'প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্তাধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক' নিবেশ করিলেই
সমস্ত অসুবিধা দূর হয়। কিন্তু, জগদীশ ইহা স্বীকার করিলেন না, তাঁহার
মতে হেতুমগ্নিত অভাবের, বা এস্থলে পক্ষ্যতাদিকরণনিষ্ঠ অভাবের
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'মহানসীমত্ব' ও 'বহিঃ' দুইই, এবং এই
দু'য়েতেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা থাকে। এই অবচ্ছেদকতা পর্যাপ্তি-
সম্বন্ধে মহানসীমত্ব ও বহিঃ এই উভয়ের প্রত্যেকটিতে থাকিয়া তবেই
উভয়ে থাকিতে পারে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি মহানসীমত্বেও আছে
এবং বহিঃত্বেও আছে, প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক ভাবে থাকিয়াই তবে
উভয়ের মধ্যে থাকে; উভয়ের প্রত্যেকটিতে না থাকিলে কখনও উভয়েতে
পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকিতে পারে না। একাধিক বস্তুতে কোনো কিছু যখন
পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে তখন সেই একাধিক বস্তুগুলির প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক
ভাবে থাকিয়াই তবে সেই কোনো কিছু পদার্থটি একাধিক বস্তুগুলিতে

পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকিতে পারে। এস্থলেও সেইরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি মহানসীমত্ব ও বহিত্ব এই উভয়েতে পৃথক পৃথক ভাবে থাকিয়া তবে পর্যাপ্তি-সম্বন্ধে উভয়েতে থাকে। উভয়েতে যে দ্বিত্বের প্রতীতি তাহা প্রত্যেককে লইয়াই, প্রত্যেকটিকে বাদ দিয়া নহে। সুতরাং লক্ষণের মধ্যে ‘প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকতার পর্যাপ্ত্যাধিকরণ ভিন্ন’ এরূপ কথার নিবেশ করাই যায় না। মহানসীমত্ব ও বহিত্ব এই দুইই পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অধিকরণ, এবং ইহার পৃথক পৃথক ভাবে অধিকরণ হইয়াই তবে পর্যাপ্ত্যাধিকরণরূপে গণ্য হইয়াছে। প্রত্যেকে পৃথকভাবে থাকিয়া উভয়ের ঘটক হয়, কিন্তু সেই উভয় এক হইয়া যায় না, উভয়ই থাকে। এইরূপে, এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অধিকরণ মহানসীমত্ব ও বহিত্ব পৃথক পৃথক ভাবে থাকিয়া উভয়ে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্ত্যাধিকরণ হইয়াছে। এরূপ হইলে ‘পর্যাপ্ত্যাধিকরণ ভিন্ন’ বলিলে আর বিশেষ শুল্কল হইবে না; কারণ, উভয়কে লইয়া প্রতীতি হয় বলিয়া সেই অবচ্ছেদকতা উভয়েতেই পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকিবে বলা হইয়াছিল। কিন্তু, জগদীশের মতে যখন প্রত্যেকে থাকিয়াই উভয়েতে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে, তখন পূর্বোক্ত অব্যাপ্তিটি বারণ হইবে না, থাকিয়াই যাইবে। অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে “সাধা-তাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ” এই-রূপ অর্থ করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে, অন্যথায় বহুবিধ দোষের উদ্ভব হইতে পারে।

জাগদীশী—অব্যাহাদিরূপে ধূমে বহিব্যাপ্যত্বস্ত ধূমসামান্ত্রে বা তত্ত্বদ্বিহাবচ্ছিন্ননিক্রপিতব্যাপ্যত্বস্ত চ বারণার্থং বিশিষ্ট্য লক্ষ্যং নির্দিশতি তদ্রূপবিশিষ্টশ্চেত্যাदिना। তদ্ব্যবচ্ছিন্নহেতুকতাদৃশ-ধর্মাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতে: জনকতয়া: বিষয়বিধয়া অবচ্ছেদিকেতি তদর্থঃ। তেন ব্যাপ্তিপদেনাপি তাদৃশসামান্যাদিকরণ্যোক্ত্যা ন পৌনরুক্তম্। মহানসীমত্ববহিসামান্যাদিকরণ্যশ্চৈব নিখিলবহু্যাদি-ব্যাপ্তিভূমিতি ব্যাপ্তে: সামান্তরূপতালাভায় যাবদिति পূর্বত্র যেন কেনাপীতি চ।

অনুবাদ: অব্যাহাদিরূপে ধূমে বহিব্যাপ্যতার এবং ধূমসামান্ত্রে তত্ত্বদ্বিহাবচ্ছিন্ননিক্রপিত ব্যাপ্যতার বারণের নিমিত্ত “তদ্রূপবিশিষ্টম্”

ইত্যাদির দ্বারা বিশেষভাবে লক্ষ্য নির্দেশ করা হইতেছে। তদ্ব্যবচ্ছিন্ন-
হেতুক তাদৃশধর্মাবচ্ছিন্নবিশেষক (বা সাধ্যক) অহুমতির যে জনকতা,
তাহার বিষয়বিধয়া অবচ্ছেদিকা, ইহাই তাহার অর্থ (ব্যাপ্তির অর্থ)।
সেজন্ত ব্যাপ্তি পদের দ্বারা (এইস্থলে) তাদৃশ সামানাধিকরণ্য উক্ত হওয়ায়
(যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং ইত্যাদি) পুনরুক্তি দোষ হয় না।
মহানসীম বহিঃসামানাধিকরণ্যই নিখিল বহ্যাদির ব্যাপ্তি, (সেজন্ত) ব্যাপ্তির
সামান্তরূপতা লাভের জন্ত ‘যাবৎ’ (শব্দের নিবেশ), এবং পূর্বে (পূর্ব
ছন্দে) ‘যেন কেনাপি’ (শব্দের নিবেশ)।

ব্যাখ্যা : এখন প্রশ্ন হইল, দীধিতিকারের ব্যাপ্তির লক্ষণের যে শেষ
অংশটুকু আছে তাহার অর্থ কি? বা তাহার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ
ব্যাপ্তির লক্ষণে দীধিতিকার যে “তদ্রূপবিশিষ্টস্ত তদ্ব্যবচ্ছিন্নযাবদ্বিরূপিতা”
কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি?
এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই জগদীশ “দ্রব্যত্বাদিরূপেণ” ইত্যাদির দ্বারা
বলিতেছেন যে, লক্ষণস্থিত “তদ্রূপবিশিষ্টস্ত” ইত্যাদি শেযোক্ত কথাগুলির
যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং ইহার কি প্রয়োজনীয়তা তাহাই এস্থলে
তিনি দেখাইতেছেন। দীধিতিকারের ব্যাপ্তির লক্ষণটি যদি “প্রতিযোগ্য-
সমানাধিকরণ্যতদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণ্যাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো
যো ধর্ম : তদ্ব্যবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং” পর্য্যন্ত বলিয়া
শেষ করা যায় তাহা হইলে অসুবিধা হয় এবং লক্ষণ ছুট হয়। আমরা জানি
যে, যে কোন লক্ষণেরই একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হইল ‘ইতরভেদানু-
মাপকত্ব’; লক্ষণের কাজই হইল যাহার লক্ষণ তাহাকে তাহা ব্যতীত অন্য
সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক করা বা ভিন্ন করা, লক্ষণের এইরূপ ব্যবহারকেই
‘ইতরভেদানুমান্যক’ বলা হয়। এখন, “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্যতদ্রূপবিশিষ্ট-
সমানাধিকরণ্যাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম : তদ্ব্যবচ্ছিন্নেন
যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং” পর্য্যন্ত যদি ব্যাপ্তির নিষ্কট লক্ষণ ধরা
যায় তাহা হইলে ইহার উপর, অর্থাৎ এইরূপ লক্ষণের উপর ‘ইতরভেদানু-
মান্যক’রূপে অহুমিতির লক্ষণ প্রয়োগ করিয়া দেখা যাক কিরূপ অহুমিতি
পাওয়া যায়, এবং সেই অহুমিতি শুদ্ধ কিনা। ‘ইতরভেদানুমান্যকত্ব’রূপ
লক্ষণের লক্ষণানুসারে ব্যাপ্তিকে লইয়া অহুমান করিলে তাহার আকার
হইবে—“ব্যাপ্তি : ব্যাপ্তীতরতিয়া : প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্যতদ্রূপবিশিষ্ট-

সমানাধিকরণাত্ম্যভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো বো ধর্ম : তদ্ব্যবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং” ; এখানে হেতু হইল “প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ...সামানাধিকরণ্যং” ; পক্ষ হইল ‘ব্যাপ্তি’, সাধ্য হইল ‘ব্যাপ্তীতরভেদ’ বা ‘ব্যাপ্তীতরভিন্নত্ব’। এখানে পক্ষ, অর্থাৎ ‘ব্যাপ্তি’ এবং সাধ্য অর্থাৎ ‘ব্যাপ্তীতরভেদ’ বা ‘ব্যাপ্তীতরভিন্নত্ব’ এই উভয়কেই সামান্ত অর্থে বা যাবৎ অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু হেতুটিকে সামান্ত অর্থে গ্রহণ করা হয় নাই। এই হেতুর মধ্যে অর্থাৎ “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ...সামানাধিকরণ্যং”-এর মধ্যে ‘যৎ’ ‘তৎ’, ‘যজ্ঞপ’ প্রভৃতি শব্দের সন্নিবেশ থাকায় তাহা বিশিষ্টবোধক হইয়াছে, সামান্তবাচক হয় নাই। কিন্তু, নিয়ম হইল হেতু, সাধ্য এবং পক্ষ প্রত্যেকেই হয় বিশেষবাচক, নতুবা সামান্ত বাচক হইবে; অন্তর্ধার, অর্থাৎ ইহার ব্যতিক্রম হইলে সেই অসুমিতি (ইতরভেদাসুমিতি) দুই হয়, এবং সেই দোষের নাম ‘ভাগাসিদ্ধি’। এখানে তাহাই হইয়াছে, অর্থাৎ সাধ্য এবং পক্ষ সামান্ত বাচক, কিন্তু হেতু বিশেষ বাচক হওয়ার ‘ভাগাসিদ্ধি’ দোষ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্য নির্দেশ না করিয়া লক্ষণ করিলে নানাবিধ দোষের উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্ণয় করা হইতেছে, অতএব ব্যাপ্তিই হইল লক্ষ্য। সেই ব্যাপ্তি কিরূপ লক্ষ্যস্থল হইবে, তাহা ঠিক লক্ষ্য না হইলে কিরূপ দোষ হইতে পারে তাহাই জগদীশ তর্কালকার দুইটি স্থল নির্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন। প্রথমতঃ, অব্যবহিকরূপে ধূমে বহিব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। “বহিমান্ ধূমাং” স্থলে ‘ধূম’ হইল হেতু, এবং সাধ্য হইল ‘বহি’; এখন, ব্যাপ্তির যে লক্ষণ করা হইয়াছে তাহা বিশেষবোধক, এই বিশেষবোধক লক্ষণের যেহেতু কোনো লক্ষ্য নির্দেশ করা হয় নাই সেজন্য লক্ষ্যস্থলটিকে (অর্থাৎ, “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ...সামানাধিকরণ্যং” পর্যন্ত ব্যাপ্তির লক্ষণের লক্ষ্য-স্থলটিকে) সামান্য বা বিশেষ যেকোন ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারা যায়। সেইরূপে এখানে ধূমকে (বা হেতুকে) অব্যবহিকরূপে ধরা গেল, কারণ, ধূমে অব্যবহিক থাকে, ধূমও একটি অব্যবহিক; যদিও এখানে উদ্ভেদ বা লক্ষ্য থাকিল ধূম তথাপি অসুমানের ক্ষেত্রে অব্যবহিকরূপেই ধূমকে (ধূমে অব্যবহিক থাকায়) গ্রহণ করা হইল, কলে অসুমানটি হইবে “পর্যন্তো বহিমান্ অব্যবহিকং”। এইরূপ হইলে অব্যবহিক বহির ব্যাপ্যতা স্বীকার করিতে হয়; ব্যাপ্তির লক্ষণের মধ্যে লক্ষ্য নির্দেশের কোনো কথা না থাকায় অব্যবহিকরূপে ধূমকে হেতু বলিয়া

স্বীকার করিতে কোনো বাধা হয় নাই, কিন্তু তাহাতে দ্রব্যোতে (অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্যে) বহির ব্যাপ্যতা স্বীকৃত হইয়া যায়, যাহা একেবারেই অসম্ভব ।
 দ্বিতীয়তঃ, “তত্ত্ববহিমান্ ধূমাং” এরূপ অসুস্থানও উক্ত ভাগ্যসিদ্ধি দোষযুক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণের সাহায্যে করা যায় । এস্থলে সাধ্য হইবে ‘তত্ত্ববহি’ এবং হেতু হইবে ‘ধূম’ ; এই হেতু বা ‘ধূম’ সামান্তবাচক, কিন্তু সাধ্য, অর্থাৎ ‘তত্ত্ববহি’ বিশেষবাচক । এবং এস্থলে হেতুসামান্ত বা ধূমসামান্ত সাধ্য-বিশেষের দ্বারা, অর্থাৎ তত্ত্ববহিবিশেষের দ্বারা ব্যাপ্য হয়’, অর্থাৎ ধূমসামান্তের তত্ত্ববহির ব্যাপ্যতা স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধূমসামান্তে বহি-সামান্তের দ্বারাই ব্যাপ্য, বা ধূমসামান্তে বহিসামান্তেরই ব্যাপ্যতা আছে ।
 এক্ষেত্রেও ব্যাপ্তির লক্ষণে কোনো লক্ষ্য নির্দেশ না থাকায় এরূপ করা সম্ভব হইল । বিশেষবোধক ব্যাপ্তির লক্ষণটি পরিবর্তন করিয়া যদি সামান্তবোধক করা যায় তাহা হইলে এই প্রকার অসুবিধা দূর হইতে পারে ; কারণ, লক্ষণটি সামান্তবোধক হইলে লক্ষ্যটিকে সামান্ত বা বিশেষ যে অর্থেই গ্রহণ করা হউক না কেন তাহাতে কোনো অসুবিধা হয় না । কিন্তু, রঘুনাথ স্বয়ং যখন লক্ষণটি বিশেষবাচকরূপে গঠিত করিয়াছেন তখন সে পথ রুদ্ধ । এখন ভিন্ন উপায় হইল ঐ লক্ষণের একটি লক্ষ্য নির্দেশ করা, এবং লক্ষণটি যেহেতু বিশেষবাচক, লক্ষ্যটিকেও সেই কারণে বিশেষবোধকরূপেই নির্দেশ করিতে হইবে । ঠিক সেইজন্যই রঘুনাথ শিরোমণি পরবর্তী “তদ্রূপবিশিষ্টস্ত” ইত্যাদির দ্বারা লক্ষণের বিশেষবাচক লক্ষ্য নির্দেশ করিয়া দিলেন । তাই অগতীশ বলিলেন—“দ্রব্যত্বাদিরূপেণ ধূমে বহিব্যাপ্যত্বস্ত ধূমসামান্তে বা তত্ত্ববহিত্বাবচ্ছিন্ননিক্রপিতব্যাপ্যত্বস্ত চ বারণার্থং বিশিষ্ট্য লক্ষ্যং নির্দিশতি তদ্রূপবিশিষ্টস্ত ইত্যাদিনা” । তাহা হইলে ব্যাপ্তি কি ? ব্যাপ্তি হইল, তদ্ব্যবচ্ছিন্নহেতুক অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছিন্নকাবচ্ছিন্নহেতুক, তাদৃশধর্মাবচ্ছিন্ন-বিধেয়ক অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছিন্নকাবচ্ছিন্নবিধেয়ক (বিধেয় এবং সাধ্য একই কথা) ; এইরূপ যে অহুমিতি সেই অহুমিতির জনক হইল ব্যাপ্তিজ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয়বিধয়া বা বিষয়ভূতা অবচ্ছেদিকা হইল ব্যাপ্তি । অর্থাৎ, হেতুতাবচ্ছিন্নকাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছিন্নকাবচ্ছিন্ন হেতু এবং সাধোর দ্বারা প্রাপ্ত যে অহুমিতি সেই অহুমিতির জনক যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয়বিধয়া অবচ্ছেদক বা বিশেষণ বস্তুটিই হইল ব্যাপ্তি । সুতরাং, লক্ষণের মধ্যে “তদ্রূপবিশিষ্টস্ত তদ্ব্যবচ্ছিন্না বাবিরূপিতা ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ” এই কথার

দ্বারা পুনরুক্তি দোষ হয় না। “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ...যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণাং” পর্য্যন্ত কথার দ্বারাই প্রকৃত লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে, পুনরায় “তদ্রূপবিশিষ্টন্ত” ইত্যাদি কথার নিবেশ বাহুল্য বা পুনরুক্তিমূলক এরূপ আপত্তি আর করা যায় না; কারণ, “তদ্রূপবিশিষ্টন্ত” ইত্যাদি কথার দ্বারা লক্ষণের বিশেষ লক্ষ্য এবং ব্যাপ্তি পদার্থটি প্রকৃতরূপে কি তাহাই বলা হইয়াছে, বাহ্য লক্ষণের পূর্বাংশে বা প্রথমাংশে বলা হয় নাই। সুতরাং, ইতরভেদাহুমানটি এইরূপ হইবে—হেতুতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন-হেতুকসাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নসাধ্যকানুমিতিজনকতয়া বিষয়বিধব্যাঅবচ্ছেদিকা, তদিতরভিন্না প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণতদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্য-স্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নযেনকেনাপি সমং সামানাধিকরণাং। এই অহুমাণে কোনোরূপ ভাগাসিদ্ধি দোষ হয় না। মহানসীয বা পর্তীয বা গোষ্ঠীয় বহিসামানাধিকরণের অর্থ নিখিল বহি-সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ ঐ সমস্ত বহির ব্যাপ্তি অর্থে নিখিল বহির ব্যাপ্তি বৃষ্টিতে হইবে; ভিন্ন ভিন্ন পক্ষেতে সামানাধিকরণের দ্বারা নিখিল সামানা-ধিকরণ্যই বৃষ্টিতে হইবে; এরূপ সামান্তরূপতা লাভের জন্যই “তদ্ব্যবচ্ছিন্ন-যাবন্নিকৃপিতা” ইত্যাদিতে “যাবৎ” শব্দের প্রয়োগ এবং ইহার পূর্বাংশে “যেন কেনাপি” শব্দের প্রয়োগ।

**দীর্ঘিতি—দণ্ড্যাদৌ সাধ্যে পরম্পরাসম্বন্ধং দণ্ডত্বাদিকমেব সাধ্য-
তাবচ্ছেদকমতো নাব্যাপ্তিঃ।**

অনুবাদ : ‘দণ্ডী’ প্রভৃতি সাধ্যকস্থলে পরম্পরাসম্বন্ধে (বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব-সম্বন্ধে) ‘দণ্ডত্ব’ প্রভৃতিই সাধ্যতাবচ্ছেদক, অতএব অব্যাপ্তি হয় না।

ব্যাখ্যা : “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” এই অনুমিতি স্থলে সাধ্য হইল ‘দণ্ড’। এবং তাহা হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে ‘দণ্ড’; দণ্ডির ধর্ম হইল দণ্ডিত্ব, কিন্তু, “দণ্ডিত্বং দণ্ডিনো দণ্ডঃ”—অভিধানে এইরূপ নির্দেশ আছে, অর্থাৎ ‘দণ্ডিত্ব’ এবং ‘দণ্ড’ একই কথা, এবং দণ্ডিত্বের স্থলে ‘দণ্ডে’র প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়। যে কোনো শব্দের উত্তর মত্বর্থাৎ প্রয়োগের পর যদি ‘ত্ব’ প্রত্যয় বা ‘তল’ প্রত্যয় হয় তাহা হইলে

মূল শব্দটির অর্থকেই পাওয়া যায়। সেইজন্যই ‘দণ্ডীর’ ধর্ম হইবে ‘দণ্ড’, বা ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে ‘দণ্ড’। কিন্তু দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে পরম্পরা সম্বন্ধ ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে ‘দণ্ডত্ব’, ‘দণ্ড’ নহে। পরম্পরা-সম্বন্ধ কথার অর্থ হইল পরম্পরা সম্বন্ধ বিশিষ্ট। ‘সম্বন্ধ’ কথার অর্থই হইল সম্বন্ধ বিশিষ্ট, সেকারণে ‘পরম্পরা-সম্বন্ধ’ কথার অর্থ হইল পরম্পরা-সম্বন্ধ বিশিষ্ট। পরম্পরা সম্বন্ধের অর্থ হইল স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধ। ‘স্ব’ অর্থে যাহাকে উদ্দেশ্য করা হইতেছে তাহা, যথা এখানে ‘দণ্ডত্ব’; তাহার আশ্রয় হইল ‘স্বাশ্রয়’, যথা এখানে স্বাশ্রয় হইল দণ্ডত্বের আশ্রয় অর্থাৎ দণ্ড; তাহার আশ্রয়ত্ব হইল ‘স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব’, যথা এখানে দণ্ডের আশ্রয়ত্ব দণ্ডীতে থাকে; সুতরাং এইরূপে পরম্পরা-সম্বন্ধে দণ্ডীর ধর্ম হইল ‘দণ্ডত্ব’; অর্থাৎ সাধ্য ‘দণ্ডী’ হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরা-সম্বন্ধে একরূপে হইবে ‘দণ্ডত্ব’। এইরূপ পরম্পরা-সম্বন্ধে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ডত্ব’ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হইল যে চালনীয়স্তায় অনুসারে “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা দেখা যায় তাহা ‘দণ্ডত্ব’ সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করিলে আর হইবে না।

দীর্ঘিতগ্রন্থে দুইটি ‘আদি’ পদের প্রয়োগ হইয়াছে; একটি হইল “দণ্ড্যাদৌ” স্থলে দণ্ডী + আদৌ ইত্যাদিরূপে ‘আদি’ পদের প্রয়োগ, এবং অপরটি হইল “দণ্ডত্বাদিকম্” স্থলে দণ্ডত্ব + আদি ইত্যাদিরূপে ‘আদি’ পদের প্রয়োগ। এই উভয় ‘আদি’ পদ প্রয়োগের বিশেষ ভাৎসর্ক্য আছে; কাগদীশী চীকায় তাহা পরিষ্কৃত হইয়াছে।

জাগদীশী—নমু দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাদিত্যত্রব্যাপ্তিঃ, চালনীয়-
স্তায়েন দণ্ডমাত্রস্তৈব হেতুসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদকত্বাৎ। ন চ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকমিত্যত্রাবচ্ছেদকত্বং
শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে নিরবচ্ছিন্নমিব, বিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদক-
স্থলেহপি সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতদিতিরোভয়ানবচ্ছিন্নং গ্রাহম্।
অনুপা মহানসে পর্বতীয়বহ্নিবৃত্তিবিশিষ্টজাতিমান্ নাস্তি ইত্যাদি
প্রতীত্যা বিশিষ্টবহ্নিক্তস্ত তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতয়া
বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদাবিব জাতিমন্তান্ ঘটাদিত্যাদাবব্যাপ্তিপ্ৰসঙ্গাৎ,

ষটে পটসমবেতত্ববিশিষ্টজ্ঞাতিমারান্তি ইত্যাদি প্রতীত্যা বিশিষ্টজ্ঞাতে-
স্তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাৎ । তথা চ তদগুবান্ নাস্তী-
তাদিপ্রতীত্যা তত্তাবিশিষ্টদণ্ডব্যক্তেরাবচ্ছেদকত্বাবগাহনাৎ শুদ্ধ-
দণ্ডব্যক্তীনাং দণ্ডত্বতদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নং যজ্ঞেতুসমানাধিকরণাভাব
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বং তদভাবসত্বাৎ ন অব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্ ।

অনুবাদ : “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” ইত্যাদি স্থলে চালনীয়স্তায়
অনুসারে ‘দণ্ড’ মাত্রেরই হেতুসমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব
হয় বলিয়া অব্যাপ্তি হয় । প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক—এই স্থলে (প্রতিযোগি-
তানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক স্থলে) ‘প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক’ শব্দটিতে ‘অব-
চ্ছেদকত্ব’কে শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে নিরবচ্ছিন্ন এবং বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদক-
স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ করিতে
হইবে । অন্তর্ধায়, “বহিমান্ ধূমাৎ” ইত্যাদি স্থলে (শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে)
মহানসে ‘পর্যতীত-বহিবৃত্তি-বিশিষ্টজ্ঞাতিমারান্তি’-ইত্যাদি প্রতীতিতে
যে রূপ বিশিষ্টবহিছে তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা থাকে, সেইরূপ
“জাতিমত্বান্ ঘটত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে (বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে) অব্যাপ্তি
হয়, (কারণ) ষটে ‘পটসমবেতত্ববিশিষ্টজ্ঞাতিমারান্তি’ ইত্যাদি প্রতীতিতে
বিশিষ্টজ্ঞাতির তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব থাকে । সুতরাং, “তদগু-
বান্ তন্তি” ইত্যাদি (অভাব) প্রতীতির দ্বারা তত্তাবিশিষ্ট (বা ‘তত্ত্ব’ বিশিষ্ট,
একই কথা) দণ্ডব্যক্তিরই অবচ্ছেদকত্ব হয় বলিয়া শুদ্ধদণ্ডব্যক্তিসমূহের দণ্ডত্ব-
তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন যে হেতুসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব
তাহার অভাব হয় বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না ;—না, এরূপ কথা বলা যায় না ।

ব্যাখ্যা : “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” ইত্যাদি স্থলে চালনীয়স্তায়
অনুসারে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় । অব্যাপ্তির আশঙ্কা কিরূপে হয় সে
আলোচনার পূর্বে “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” এই অর্থমিতি স্থলটি সত্বেতুস্থল
না অসত্বেতুস্থল তাহা আলোচনা করা উচিত । এই অর্থমিতিস্থলে সাধ্য
হইল ‘দণ্ডী’ এবং ‘হেতু’ হইল ‘দণ্ডিসংযোগ’ ; ‘দণ্ডী’ থাকে ভূতলে বা
ঐরূপ কোনো স্থানে, আর ‘দণ্ডিসংযোগ’ থাকে ভূতল এবং দণ্ডী এতদূতরে ।
‘সংযোগ’ হইল একপ্রকার সম্বন্ধ, ইহা দ্রব্যে সম্বায়সম্বন্ধে থাকে, এবং ইহা

সর্বদাই যিনিষ্ট অর্থাৎ দুইটি বস্তুতে থাকে ; সে কারণ এখানেও ‘দণ্ডিসংযোগ’ সমবায় সম্বন্ধে ভূতল এবং দণ্ডী এতদুভয়েতে থাকে । এইরূপ হইলে, অর্থাৎ ‘দণ্ডিসংযোগ’ বা হেতু ভূতল এবং দণ্ডী উভয়েতে থাকিলে, এবং ‘দণ্ডী’ বা সাধ্য কেবলমাত্র ভূতলে থাকিলে হেতু সাধ্য অপেক্ষা অধিক ব্যাপক হইয়া যায়, বা সাধ্যের অনধিকরণ দেশে হেতুর বৃত্তিতা থাকিয়া যায়, ফলে এই স্থলটি, অর্থাৎ “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলটি অসম্বন্ধেত্বস্থল হইয়া যায় । কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্বন্ধেত্বস্থল ; অথচ ‘দণ্ডিসংযোগ’ সমবায়সম্বন্ধে ভূতল এবং দণ্ডী এতদুভয়েতে থাকিলে হেতু সাধ্যাপেক্ষা অধিক ব্যাপক হওয়ার ইহা সম্বন্ধেত্বস্থল হয় কিরূপে ? উত্তর হইল—এখানে হেতুটিকে, অর্থাৎ ‘দণ্ডি-সংযোগ’কে অনুযোগিতা সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, সমবায়সম্বন্ধে ধরিলে চলিবে না ; তাহা হইলেই স্থলটি সম্বন্ধেত্বস্থল হইবে । অধিকরণ (বা আধার) এবং আধেয় এই উভয়ের মধ্যে অধিকরণেতে বা আধারেতে থাকে অনুযোগিতা, এবং আধেয়তে থাকে প্রতিযোগিতা ; এতএব মধ্যবর্তী ‘সংযোগ’-সম্বন্ধটি অধিকরণেতে থাকে অনুযোগিতাসম্বন্ধে এবং আধেয়তে থাকে প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে । এখানে সেইরূপ ‘দণ্ডিসংযোগ’ ভূতলরূপ অধিকরণে অনুযোগিতাসম্বন্ধে আছে ; এইরূপ হইলে আর হেতু অর্থাৎ ‘দণ্ডিসংযোগ’ সাধ্যের বা ‘দণ্ডীর’ অনধিকরণ দেশে বৃত্তি হইবে না, সাধ্য এবং হেতু উভয়েতেই সমদেশবৃত্তিত্ব সম্পন্ন হইবে, অর্থাৎ ‘দণ্ডী’ এবং ‘দণ্ডীসংযোগ’ উভয়েতেই শুধুমাত্র ভূতলদেশবৃত্তিত্ব থাকিবে, ফলে ইহা সম্বন্ধেত্বস্থল হইবে । এখন, এই সম্বন্ধেত্বস্থলে, অর্থাৎ “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ দণ্ডিসংযোগের অধিকরণে অর্থাৎ ভূতলে চালানীয়ন্তায় অনুসারে এই ভূতলে অল্প ‘দণ্ডী’র (সাধ্যের) অভাব, অল্প ভূতলে অপর ‘দণ্ডী’র অভাব, এইভাবে হেত্বধিকরণে বা ভূতলে সমস্ত দণ্ডীর বা দণ্ডীসামান্তের অভাব থাকিয়া যাইবে । এই অভাবের, অর্থাৎ হেতুময়িষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে দণ্ডিত্ব (দণ্ডীর অভাব হইলে অভাবের প্রতিযোগী হয় দণ্ডী, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় দণ্ডিত্ব) । দণ্ডিত্ব ও দণ্ড একই কথা, কারণ, “দণ্ডিত্বং দণ্ডিনো দণ্ডঃ”—অভিধানে এই নির্দেশ আছে ; অর্থাৎ হেতুময়িষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে দণ্ড । আবার, সাধ্য যেহেতু ‘দণ্ডী’, সে কারণে সাধ্যাবচ্ছেদকও হইবে দণ্ডিত্ব বা দণ্ড । সুতরাং দণ্ডমাত্র বা দণ্ডসামান্ত হেতুময়িষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতাব-

চ্ছেদক হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকটি হেতুমিষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন হয় নাই (কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল দণ্ড), ফলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে । এরূপ অবস্থায় পূর্বে নির্দ্ধারিত উপায়ে অবশ্য অব্যাপ্তি বারণের পথ আছে ; পূর্বে “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে ‘পর্যতে মহানসীযবর্হিনাস্তি’ এই অভাব ধরিয়া যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল, ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’ যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া সেই অব্যাপ্তি বারণ করা হইয়াছিল । এস্থলেও চালনীয়গ্নায় অনুসারে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ভূতলে তত্ত্ব দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ তত্ত্ব দণ্ডীর (সাধ্যের) অভাব থাকার ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় ; সুতরাং এস্থলেও ঐ উপায়ে, অর্থাৎ ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’ প্রতিযোগিতা ধরিয়া অব্যাপ্তিটি বারণ করা যাইতে পারে । এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ডিত্ব’ বা ‘দণ্ড’ এবং তদিতর হইল ‘তত্ত্ব’, এই উভয়ানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা ধরিলে হেত্বধিকরণে বা ভূতলে আর তত্ত্ব দণ্ডীর অভাব ধরা যাইবে না, কারণ, তত্ত্ব দণ্ডীতে যে প্রতিযোগিতা থাকে তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদক বা দণ্ডিত্ব এবং তদিতর বা তত্ত্ব এই উভয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অনবচ্ছিন্ন হয় না, ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না । কিন্তু এস্থলে, অর্থাৎ “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলে ঐরূপ পূর্বোক্ত উপায়ে, অর্থাৎ ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’ প্রতিযোগিতা ধরিয়া অব্যাপ্তি বারণ করা যাইবে না ; কারণ, চালনীয়গ্নায় অনুসারে যে তত্ত্ব দণ্ডীর অভাব হেত্বধিকরণে ধরা হইয়াছে এই ‘তত্ত্ব’ পদ দণ্ডের বিশেষণ, দণ্ডীর বিশেষণ নহে । তৎ দণ্ড সমন্বিত ব্যক্তিই হইল তৎ দণ্ডী ; তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব স্থলে তৎ দণ্ড আছে বলিয়াই তৎ দণ্ডীর অভাব হয় । এইরূপে তত্ত্বাংশ দণ্ডের বিশেষণ হওয়ার অব্যাপ্তিটি থাকিয়া যায় । কারণ, ‘তত্ত্ব’ দণ্ডীর বিশেষণ হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ ‘দণ্ড’ এবং তদিতর অর্থাৎ ‘তত্ত্ব’ এতদুভয়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা ধরিয়া অব্যাপ্তিটি বারণ করা সম্ভব হইত ; কিন্তু এই ‘তত্ত্ব’ দণ্ডের বিশেষণ হওয়ায় তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর হইলেও তত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হয় না, ফলে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’ প্রতিযোগিতা ধরিয়া আর অব্যাপ্তিটি বারণ করা যাইবে না, অব্যাপ্তিটি থাকিয়াই যাইবে । অর্থাৎ, হেতুসমানাধিকরণে আছে যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নিখিল দণ্ড হইয়া যায়, ফলে

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, কারণ, প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক উভয়েই হইল ‘দণ্ড’। চালনীয়ায় অমুসারে
‘দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ’ স্থলে হেতুধিকরণে, অর্থাৎ ভূতলে তৎ তৎ দণ্ডীর
অভাব থাকায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া যায় ‘দণ্ড’ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও
হয় দণ্ড, ফলে অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। সেইজন্যই জগদীশ বলিলেন
“দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাদিত্যত্রাব্যাপ্তিচালনীয়ায়ৈন দণ্ডমাত্রস্যৈব হেতু-
সমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাৎ”।

“প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ” ইত্যাদিরূপ যে কথা দীর্ঘিতিগ্রহে
আছে তাহাতে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব’তে শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে
“নিরবচ্ছিন্ন” এবং বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে “সাধ্যতাবচ্ছেদকতাব-
চ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন” বিশেষণ দিতে হইবে। ‘প্রতিযোগিতানব-
চ্ছেদকো যো ধর্মঃ’ অর্থাৎ ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক’ এই
কথার মধ্যে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা’তে কিছু বিশেষণ দিতে হইবে, এবং
এই বিশেষণ শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে একরূপ এবং বিশিষ্টসাধ্যতা-
বচ্ছেদকস্থলে অন্তরূপ দিতে হইবে, উভয়স্থলে একইরূপ বিশেষণ দেওয়া
চলিবে না। এখন প্রশ্ন হইল, শুদ্ধ সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল এবং বিশিষ্টসাধ্য-
তাবচ্ছেদকস্থল কাহাকে বলে? যে যে পদার্থের জাতি আছে, যথা
মনুষ্যের ‘মনুষ্যত্ব’, ঘটের ‘ঘটত্ব’, পটের ‘পটত্ব’ ইত্যাদি, সেই সমস্ত জাতির
জ্ঞান হইতে হইলে তাহার উপর আর কোনো ধর্মের ভান হয় কি না?
অর্থাৎ মনুষ্যত্বের ‘মনুষ্যত্বত্ব’, ঘটত্বের ‘ঘটত্বত্ব’ ইত্যাদিরূপ ধর্মের ভান হয়
কি না? যদি হয়, তাহা হইলে, উহাদেরও আবার ধর্ম থাকিবে, অর্থাৎ
‘ঘটত্বত্বত্ব’ ‘পটত্বত্বত্ব’ প্রভৃতিরূপ হইবে, এবং ক্রমে অনবস্থা হইয়া যাইবে।
তাহা হইলে জাতি অমুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা নিরস্ত হইব কোথায়?
ইহার উপায় নির্ধারণের জন্যই পণ্ডিতেরা বলেন যে অমুল্লেখ্যমান জাতির
এবং অথগু উপাধির স্বরূপতঃ ভান হইয়া থাকে; অর্থাৎ যে জাতির উল্লেখ
করা হয় নাই তাহার এবং অথগু উপাধির স্বাভাবিক উপস্থিতি ঘটিয়া
থাকে। যথা, শুধুমাত্র ঘট বা পট বলিলে তাহাদের জাতি, অর্থাৎ
‘ঘটত্ব’র বা ‘পটত্ব’র কোনো উল্লেখ থাকে না, এবং এই সমস্ত জাতিগুলির
অর্থাৎ ‘ঘটত্ব’ ‘পটত্ব’ প্রভৃতি অমুল্লেখ্যমান জাতিগুলির স্বরূপতঃ ভান
হইবে বা স্বাভাবিক উপস্থিতি বা প্রতীতি ঘটিবে, কিন্তু ‘ঘটত্বত্ব’ বা

‘পটত্ব’ প্রভৃতির ভান হইবে না। সেইরূপ, অভাব বলিলেই অভাবত্ব, এই উপাধির সহজেই উপস্থিতি ঘটবে, এই উপাধি অথও উপাধি, এবং ইহা গ্রাহ্য বা সিদ্ধ। কিন্তু, যে সমস্ত স্থলে বিশেষরূপে জাতির উল্লেখ থাকে সে সমস্ত ক্ষেত্রে ঐ জাতির উপরে ধর্মের ভান হইবে; অর্থাৎ, ‘ঘটত্ব’ বা ‘পটত্ব’ প্রভৃতি উল্লিখিত জাতি যদি কোনো স্থলে থাকে এবং সেই সমস্ত স্থল যদি আলোচ্য বিষয় হয়, তাহা হইলে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে ঐ সমস্ত উল্লিখিত জাতির কোনো ধর্ম গ্রহণ করিতে পারা যায়, এবং তাহা সঙ্গত হইবে বা সিদ্ধ হইবে, অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু তদুর্দ্ধে আর কোনো ধর্ম গ্রহণ করা চলিবে না, তাহা করিলেই অসঙ্গত বা অসিদ্ধ হইবে; অর্থাৎ ‘ঘটত্ব’, ‘পটত্ব’ প্রভৃতি উল্লিখিত জাতির ‘ঘটত্বত্ব’, ‘পটত্বত্ব’ প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে, কিন্তু তদুর্দ্ধে ‘ঘটত্বত্বত্ব’, ‘পটত্বত্বত্ব’ প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে। আবার ‘ঘটত্বত্ব’ বা ‘পটত্বত্ব’ প্রভৃতিই যদি উল্লিখিত জাতি হয়, তাহা হইলে সেস্থলে ‘ঘটত্বত্বত্ব’ বা ‘পটত্বত্বত্ব’ প্রভৃতিরূপ ধর্ম গ্রহণ করা চলিবে, কিন্তু তদুর্দ্ধে আর অগ্রসর হওয়া চলিবে না। অর্থাৎ, বিশেষরূপে উল্লিখিত জাতি বাহা হইবে তাহার ধর্ম গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে, কিন্তু তদুর্দ্ধে পুনরায় ধর্ম গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে, ইহাই নিয়ম। এখন, সাধাবৃত্তিধর্মই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক, এই সাধ্যতাবচ্ছেদকটি যে স্থলে অনুল্লিখিত থাকিবে এবং স্বয়ং জাতি হইবে, অর্থাৎ যে স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকটি অনুল্লেক্ষ্যমান জাতি হইবে, কিংবা অথও উপাধি হইবে, সেই সমস্ত স্থলগুলিকে শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল বলে। যথা, ‘বহিমান্ ধূমাং’ স্থলে ‘বহি’ হইল সাধ্য এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিত্ব’; এই ‘বহিত্ব’ একটি জাতি এবং ইহা (বহিত্ব) ‘বহিমান্ ধূমাং’ ইত্যাদি অনুমিতি স্থলে অনুল্লিখিত থাকায় অনুল্লেক্ষ্যমান জাতি, স্মৃতিরূপে এই স্থলটি শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল। অপরদিকে, যে স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ যে স্থলে জাতি উল্লিখিত থাকে, অথবা যে স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকটি অনুল্লিখিত কিন্তু জাতি নহে, বা যে স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকটি অথও উপাধি নহে, সেই স্থলকে বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল বলে। যথা, “দ্রব্যত্ববান্ ঘটত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে সাধ্য হইল ‘দ্রব্যত্ব’, এই দ্রব্যত্ব হইল দ্রব্যের জাতি এবং ইহা এস্থলে উল্লিখিত; দ্রব্যত্বের ধর্ম বা সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল এস্থলে ‘দ্রব্যত্বত্ব’, এই ‘দ্রব্যত্বত্ব’ নিজে জাতি নহে, ইহা জাতিবৃত্তিধর্ম (দ্রব্যত্বরূপ জাতিবৃত্তি ধর্ম),

ইহা অথও উপাধিও নহে, এবং এস্থলে দ্রব্যস্বত্বের যে ভান তাহা স্বরূপতঃ ভান বা স্বাভাবিক ভান নহে, কল্পিত ভান ; সুতরাং এই স্থলটি বিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল। এইরূপে আলোচ্য স্থলটি, অর্থাৎ “বহিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলটি একটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল ; কারণ, এস্থলে সাধ্য হইল ‘দণ্ডী’ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ড’ ; এই ‘দণ্ড’ যদিও অমুমিতি স্থলে অর্থাৎ “বহিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলে অমুল্লিখিত, তথাপি ইহা জ্ঞাতি নহে, ইহা একটি দ্রব্য বিশেষ, এই দ্রব্যের অর্থাৎ ‘দণ্ড’র বা সাধ্যতাবচ্ছেদকের জ্ঞাতি হইল ‘দণ্ডত্ব’, এই দণ্ডত্বের ভান স্বাভাবিক, কারণ দণ্ডের জ্ঞাতি হইল দণ্ডত্ব। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ড’ জ্ঞাতি না হওয়ায় এই স্থলটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল।

এখন, শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব’তে বা ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা’তে (হেতুমিষ্ট অভাবীর যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা ; “প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ” কথার অর্থ হইল ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক’, এই ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক’ বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদ সাধ্যতাবচ্ছেদকে আছে কথার অর্থ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকে আছে ; সেইজন্যই এস্থলে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব’ বা ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা’ শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে।) ‘নিরবচ্ছিন্নত্ব’ বিশেষণ, এবং বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদ্বিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব’ বিশেষণ দিতে হইবে, অন্তর্ধার অব্যাপ্তি হইবে। এই নিয়ম সমস্ত শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে এবং সমস্ত বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে প্রযোজ্য, অর্থাৎ সমস্ত শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বতে ‘নিরবচ্ছিন্নত্ব’ বিশেষণ, এবং সমস্ত বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বতে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদ্বিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব’ বিশেষণ দিতে হইবে, অন্তর্ধার অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে। উদাহরণের সাহায্যে ইহা পরিষ্কার করা যাইতেছে। “বহিমান্ ধুমাৎ”—ইহা একটি শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল ; হেত্বধিকরণ অর্থাৎ ধূমধিকরণ এস্থলে ধরা যাক ‘মহানস’, মহানসে বা হেত্বধিকরণে চালনীয়স্তায় অতুসারে পর্ত্তীয় বহির অভাব ধরিয়া অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা যায় না, কারণ, ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদ্বিতরো-

ভয়ানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা' ধরিয়া ঐ অব্যাপ্তি বারণ করা যাইবে। কিন্তু, মহানসে বা হেত্বধিকরণে “পৰ্বতীয়-বহিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতিমান্ নাস্তি” এই অভাব ধরা যায়। মহানসে এই অভাব ধরিলে এই অভাবের প্রতিযোগী হইবে “পৰ্বতীয়-বহিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতিমান্” এবং এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে “পৰ্বতীয়-বহিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতিমত্ত্ব” অর্থাৎ পৰ্বতীয়-বহিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি” (কারণ, ‘মতুপ্’ প্রত্যয়ের পর ‘ত্ব’ প্রত্যয় করিলে যে বস্তুটির উত্তর ‘মতুপ্’ প্রত্যয় হয় সেই বস্তুটিরই পুনরাগমন হয়, যথা, “দণ্ডিত্বং দণ্ডিনো দণ্ডঃ” ইত্যাদি)। এই ‘পৰ্বতীয়-বহিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি’ হইল ‘বিশিষ্ট-বহিত্ব’। অপরদিকে, সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিত্ব,’ এই ‘বহিত্ব’ এবং ‘বিশিষ্ট-বহিত্ব’ ইহাদের অধিকরণ ভিন্ন হইলেও ইহারা অভিন্ন ; কারণ, যেরূপ বিশিষ্টসত্তা ও কেবলসত্তা সত্তা হিসাবে অনতিরিক্ত বা অভিন্ন, শুধু ইহাদের অধিকরণের বৈলক্ষণ্য থাকে মাত্র, সেইরূপ ‘বহিত্ব’ ও ‘বিশিষ্টবহিত্ব’ও অনতিরিক্ত বা অভিন্ন, শুধু ইহাদের অধিকরণ ভিন্ন। এইভাবে ‘বহিত্ব’ এবং ‘বিশিষ্টবহিত্ব’ অনতিরিক্ত হওয়ায় এস্থলে প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল না, (কেননা, বিশিষ্টবহিত্ব বা পৰ্বতীয়-বহিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, এবং ‘বহিত্ব’ অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ইহারা স্বরূপতঃ ভিন্ন নয়), সুতরাং অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে ‘নিরবচ্ছিন্নত্ব’ বিশেষণ নিবেশ করিলে আর অব্যাপ্তি হয় না। ‘নিরবচ্ছিন্ন’ কথার অর্থ হইল ‘কিঞ্চিৎ ধৰ্ম্মানবচ্ছিন্ন’। এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল “পৰ্বতীয়-বহিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি” ; যেহেতু ইহা একটি বিশিষ্টজাতি, সুতরাং ইহা, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি জাতিত্বধৰ্ম্মানবচ্ছিন্ন, কারণ, প্রত্যেক উল্লেখ্যমান জাতিতেই একটি ধৰ্ম্ম ভাসমান থাকে বলিয়া প্রত্যেক উল্লেখ্যমান জাতিই কিঞ্চিৎ ধৰ্ম্মানবচ্ছিন্ন হয়। “পৰ্বতীয়-বহিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি”টিও সেইরূপে জাতিত্বানবচ্ছিন্ন হয় বা নিরবচ্ছিন্ন হয় না। উপরন্তু, এই “পৰ্বতীয়-বহিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি”টি বিশিষ্ট বলিয়া বৈশিষ্ট্য ধৰ্ম্মানবচ্ছিন্নও হইয়া যায় ; ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি নিরবচ্ছিন্ন হয় না। অর্থাৎ, ব্যাপ্তির লক্ষণে শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে ‘নিরবচ্ছিন্নত্ব’ বিশেষণ আরোপ করিলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ পৰ্বতীয়-বহিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি নিরবচ্ছিন্ন নয়, সুতরাং অন্য অভাব ধরিলে অর্থাৎ

ঘটপটাদির অভাব হেত্বধিকরণে ধরিলে লক্ষণ সমন্বয়ের কোনো অসুবিধা হয় না, ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না। ঠিক একইভাবে বিশিষ্ট-সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলের একটি উদাহরণ লওয়া যাইতেছে। “জাতিমত্বান্ ঘটদ্বাং” ইহা একটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল; কারণ, স্থলটিতে জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, জাতি অনুল্লেখ্যমান নহে। এস্থলে সাধ্য হইল ‘জাতিমত্ব’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘জাতিমত্ব’ অর্থাৎ ‘জাতি’; হেতু হইল ‘ঘটদ্ব’ এবং হেত্বধিকরণ হইল ‘ঘট’। হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ঘটে “পটসমবেতত্ববিশিষ্ট-জাতিমান্নাস্তি” এই অভাব ধরা গেল; এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘পটসমবেতত্ববিশিষ্টজাতি’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল এস্থলে ‘জাতি’। ‘জাতি’ এবং “পটসমবেতত্ববিশিষ্টজাতি” ইহারা জাতি হিসাবে অনতিরিক্ত ও অভিন্ন। ফলে, ‘পটসমবেতত্ববিশিষ্ট-জাতি’ এবং ‘জাতি’ ভিন্ন না হওয়ার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, সুতরাং অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে “সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব” এই বিশেষণ দিলে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। (‘নিরবচ্ছিন্নত্ব’ বিশেষণের দ্বারাই আলোচ্য বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলটির অর্থাৎ “জাতিমত্বান্ ঘটদ্বাং” স্থলটির অব্যাপ্তি বারণ করা যায়, কিন্তু সেজন্য “সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব” বিশেষণ বাহ্যিক নয়; এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থানান্তরে হইবে।) এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘জাতি’, তাহা হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইবে ‘জাতিত্ব’; আর, ‘পটসমবেতবিশিষ্টতা’ বা ‘পটসমবেতত্ববৈশিষ্ট্য’ হইবে তদিতর বা সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকের বা জাতিত্বের ইতর। এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটি বা ‘পটসমবেতত্ববিশিষ্টজাতি’টি পটসমবেতত্ববৈশিষ্ট্যের দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং জাতিত্বের দ্বারাও অবচ্ছিন্ন (কারণ, ‘পটসমবেতত্ববিশিষ্টজাতি’ একটি জাতি বলিয়া তাহা জাতিত্বাবচ্ছিন্ন)। সুতরাং, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে “সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব” বিশেষণ দিলে আর এইরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না; কারণ, এই অভাব লক্ষণের ঘটক হইবে না, অভাবান্তর ধরিয়া (স্তম্ব ‘পটো নাস্তি’, ‘ঘটো নাস্তি’ ইত্যাদি অভাব ধরিয়া) অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না, কেননা, ‘পটো নাস্তি’ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ‘পটত্ব’ হইবে, এবং তাহা নিরবচ্ছিন্ন হওয়ায় ‘সাধ্যতা-

বচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন'ই হইবে। • সেইরূপ “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসং-
যোগাৎ” স্থলে চালনীয়স্তায় অতুসারে ভূতলে, অর্থাৎ হেতুধিকরণে তৎ তৎ
দণ্ডীর অভাব ধরায় যে অব্যাপ্তি হইয়াছিল তাহা এইরূপেই বারণ করা
যাইবে। ইহা একটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল, (“দণ্ডিমান্ দণ্ডিসং-
যোগাৎ” স্থলটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল; কারণ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক
হইল ‘দণ্ড’, এই ‘দণ্ড’ জ্ঞাতি নহে। ‘দণ্ড’ জ্ঞাতি না হওয়ায় ইহা অতুল্যেখ্য-
মান্ জ্ঞাতি হয় নাই; সেইজন্যই ইহা বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল।) এস্থলে
সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ডত্ব’, (কারণ, ‘দণ্ড’ হইল সাধ্যতাব-
চ্ছেদক) এবং ‘তত্ত্ব’ হইল তদিতর, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর।
‘তত্ত্বদণ্ডী নাস্তি’ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটি অর্থাৎ ‘দণ্ড’টি ‘দণ্ডত্ব’
এবং ‘তত্ত্ব’ এই উভয়ের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন। সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
কতাতে, অর্থাৎ এস্থলে ‘তত্ত্বদণ্ডী নাস্তি’ এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
কতাতে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব’ থাকে না, কলে
এস্থলে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। অতএব, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক
যে শুদ্ধ দণ্ডব্যক্তি তাহাতে দণ্ডত্ব তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন (অর্থাৎ, ‘সাধ্যতা-
বচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’) যে হেতুমিষ্ট অভাবের প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকতা, অর্থাৎ ঘটত্ব, পটভাদিনিষ্ট প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা,
ভাহার অভাব থাকে; সুতরাং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।—কিন্তু
এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ এইরূপে অব্যাপ্তি বারণ করা যায় না, বা “দণ্ডিমান্
দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা এইভাবে
নিবারণ করা যায় না। জগদীশ প্রথমে উক্তরূপ দীর্ঘ পূর্বপক্ষের অবতারণার
মাধ্যমে অব্যাপ্তি বারণের বিভিন্ন উপায়ের কথা বলিয়া পরে বলিতেছেন যে
ঐভাবে, অর্থাৎ বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-
তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব’ বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ
করিয়া “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” এই বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলের অব্যাপ্তি
বারণ করা যায় না।

জাগদীশী—প্রমেয়দণ্ডবান্ নাস্তীত্যাদৌ প্রমেয়ত্বোপলক্ষিতশ্চৈব
তদণ্ডবান্ নাস্তীত্যাদাবপি তত্বোপলক্ষিতদণ্ডব্যক্তিমাশ্রিত্যৈব অবচ্ছেদ
কত্বকল্পনাং, কেবলশ্রাবচ্ছেদকসাম্প্রদেয় এব বিশিষ্টশ্রু তথ্যস্বীকারাৎ।

অন্তথা প্রমেয়ত্ববিশিষ্টদণ্ডাদেবপি তথাহ্যাপত্তেরত আহ—দণ্ডাদা-
 বিতি । হেতুমতি দণ্ডসামান্তাভাবসত্ত্বাৎ দণ্ডত্বমপি তাদৃশাবচ্ছেদক-
 মেবেতুক্তং পরস্পরাসম্বন্ধমিতি । তথা চ স্বাপ্রয়াশ্রয়ত্বলক্ষণপরস্পরা-
 সম্বন্ধেন দণ্ডত্ববতো দণ্ডিনঃ সাধনবতি অভাববিরহাৎ ন অব্যাপ্তিঃ ;
 সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নায়া এব হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতি-
 যোগিতাবচ্ছেদকতায়্যাঃ প্রবেশাৎ, অন্তথা বিষয়িতয়া রূপত্বাদি-
 বিশিষ্টজ্ঞানাদেঃ সমবায়েন অভাবস্ত হেতুমতি সত্ত্বাৎ রূপবান্
 পৃথিবীত্বাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তিপ্ৰসঙ্গাৎ ইতি ভাবঃ ।

অনুবাদ : (কারণ), “প্রমেয়দণ্ডবান্ নাস্তি” ইত্যাদি (অভাব) স্থলে
 ‘প্রমেয়ত্ব’ ধ্বংস উপলক্ষিত (বিশেষণ), “তদণ্ডবান্ নাস্তি” ইত্যাদি
 (অভাব) স্থলেও সেইরূপ ‘তত্ত্ব’ উপলক্ষিত (বিশেষণ) বলিয়া দণ্ডব্যক্তি-
 মাত্রেই অবচ্ছেদকত্ব (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব) বলনা করা হয়, কেবলের
 অবচ্ছেদকত্ব অসম্ভব হইলেই বিশিষ্টের তথাত্ব (অবচ্ছেদকত্ব) স্বীকার করা
 হয় । অন্তর্ভাষ ‘প্রমেয়ত্ববিশিষ্টদণ্ড’ ইত্যাদিতেও তথাত্বের আপত্তি হয়,
 সেইজন্যই বলা হইল—(দ্বীধিতিতে)—“দণ্ডাদৌ” ইত্যাদি । হেত্বধিকরণে
 দণ্ডসামান্তের অভাব থাকায় ‘দণ্ডত্ব’ও তাদৃশাবচ্ছেদক (প্রতিযোগিতাব-
 ছেদক) হয় বলিয়া বলা হইল—(দ্বীধিতিতে)—“পরস্পরাসম্বন্ধং” ইত্যাদি ।
 সুতরাং, স্বাপ্রয়াশ্রয়ত্বরূপ পরস্পরাসম্বন্ধে দণ্ডত্ববান্ দণ্ডীর হেত্বধিকরণে অভাব
 না থাকায় অব্যাপ্তি হয় না ; হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
 কতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিতে হইবে,
 অন্তর্ভাষ বিষয়িতা সম্বন্ধে রূপত্বাদিবিশিষ্ট জ্ঞানাদির সমবায় সম্বন্ধে হেত্বধি-
 করণে অভাব থাকায় “রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ” ইত্যাদিতে অব্যাপ্তির প্রসঙ্গ
 আসিয়া যায়, ইহাই ভাব ।

ব্যাখ্যা : “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” এই বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে
 প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানব-
 চ্ছিন্ন’ এই বিশেষণ আরোপ করিয়াও অব্যাপ্তি বাধণ করা যায় না, অব্যাপ্তি
 থাকিয়াই যায় । এস্থলে, চালনীকৃত্যয় অতুসারে ‘তৎ দণ্ডীর’ অভাব ধরিয়া
 নিখিল দণ্ডীর অভাব কুড়লে ধরা হইয়াছিল ; সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ড’ এবং

সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ড’, এই ‘দণ্ডে’র বা সাধ্যতাবচ্ছেদক-তাবচ্ছেদকের ইতর ধর্ম হইল ‘তত্ত্ব’; এই ‘তত্ত্ব’ এবং ‘দণ্ড’ এতদুভয়ানবচ্ছিন্ন বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ করিয়া অব্যাপ্তি বারণের প্রচেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু, এই অব্যাপ্তি বারণ করা যায় না, কারণ, এই ‘তত্ত্ব’ বা সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্মটি হইল উপলক্ষিত বিশেষণ। সাধারণভাবে ‘প্রমেয়দণ্ডবান্ধবিত্তি’ এই স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল প্রমেয়দণ্ড এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক প্রমেয়দণ্ড ও দণ্ড এই দুইটি ধর্ম হয়। কিন্তু, বস্তুতঃ এই স্থলে প্রমেয়দণ্ডবিশিষ্ট দণ্ড প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নয়, প্রমেয়দণ্ডোপলক্ষিত দণ্ডই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। কিন্তু এই ‘প্রমেয়দণ্ড’ হইল উপলক্ষিত বিশেষণ; সমস্ত পদার্থই যখন প্রমেয় তখন সমস্ত পদার্থই প্রমেয়দণ্ড থাকে। সেইভাবে ‘দণ্ডে’ প্রমেয়দণ্ড আছেই, বলিলেও আছে, না বলিলেও আছে, সুতরাং এই বিশেষণের বিশেষ কোন তাৎপর্য নাই, দণ্ডের ‘প্রমেয়দণ্ড’ বিশেষণ তাৎপর্যবিহীন, ইহা সর্বস্বীকৃত; তথাপি এই বিশেষণের প্রয়োগ হয় বলিয়া ইহাকে উপলক্ষিত বিশেষণ বলে। সেইরূপ এস্থলেও ‘তত্ত্ব’ পদটি উপলক্ষিত বিশেষণ, ‘তদ্ব্যবস্থাপ্তি’ এই অভাবস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘তত্ত্বোপলক্ষিত দণ্ড’, ‘দণ্ড’ পদের এই ‘তত্ত্ব’ বিশেষণটি ঐরূপ উপলক্ষিত বিশেষণ; এবং ইহা ঐরূপ উপলক্ষিত বিশেষণ বলিয়াই ‘দণ্ড’মাত্রেরই বা দণ্ডব্যক্তিমাত্রেরই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা হয়, অন্য কাহারও হয় না; অর্থাৎ শুধুমাত্র দণ্ড-ব্যক্তিরই বা দণ্ডটিরই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা হয়, ‘তত্ত্ব’ পদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা হয় না। ‘তদ্ব্যবস্থাপ্তি’র অভাব বলিলে ‘দণ্ড’ পদের উপরই প্রধানতঃ সমস্ত চিন্তা খাণ্ডিত হয়, ‘তত্ত্ব’ পদের উপর হয় না। এই ‘তত্ত্ব’ পদটি সুতরাং, ‘দণ্ড’ পদের উপলক্ষিত বিশেষণ বলিয়া এই বিশিষ্টের (অর্থাৎ ‘তত্ত্ব’ পদের) কোনো তাৎপর্য নাই, কলে এই ‘তত্ত্ব’ পদকে আর ইতররূপে গ্রহণ করার কোনো যুক্তি থাকে না, কারণ, যাহা অপ্রয়োজনীয় তাহার আলোচনা বিশেষরূপে করিবার কোনো অর্থ হয় না। ইহাতে অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়, কারণ, ‘তদ্ব্যবস্থাপ্তি’ এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা শুধুমাত্র দণ্ডত্বাবচ্ছিন্নই হইবে, তত্ত্বাবচ্ছিন্ন হইবে না। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ‘দণ্ড’ এবং তদিতর যে ধর্মই হউক (‘তত্ত্ব’ উপলক্ষিত হওয়ায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা তত্ত্বাবচ্ছিন্ন হইবে না)

তখনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা হইবে, অতএব অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। বিশিষ্টের অবচ্ছেদকতা তখনই স্বীকার করা যায় যখন কেবলের অবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্ট ব্যতীত অসম্ভব। বিশেষ্যের অবচ্ছেদকত্ব বা অবচ্ছেদকতা স্বয়ং অৰ্ধপূর্ণ এবং সম্ভব হইলে সেস্থলে আর বিশেষণের বা বিশিষ্টের অবচ্ছেদকত্বের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যেস্থলে কেবলের বা বিশেষ্যের অবচ্ছেদকত্ব স্বয়ং অৰ্ধপূর্ণ সেস্থলে বিশিষ্টের অবচ্ছেদকত্ব নিরর্থক। এস্থলে ‘দণ্ড’র অবচ্ছেদকত্ব স্বয়ং অৰ্ধপূর্ণ এবং সম্ভব, সেজন্য বিশিষ্টের বা তত্ত্ববিশিষ্ট দণ্ডের অবচ্ছেদকতার কোনো প্রয়োজন নাই। কেবলের অবচ্ছেদকত্ব সম্ভব এবং স্বয়ং অৰ্ধপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্টের অবচ্ছেদকতা স্বীকার করিলে ‘প্রমেয়দণ্ডবারাতি’ এই স্থলেও প্রমেয়ত্ববিশিষ্ট দণ্ডের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা সকলের দ্বারা অস্বীকৃত, অর্থাৎ প্রমেয়ত্বের অবচ্ছেদকত্ব স্বীকারে আপত্তি হয়। সুতরাং ‘তদন্তী নাস্তি’ এই অভাবস্থলে ‘তত্ত্বের’ অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করা যায় না, কলে ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘তদিত্তর’ পদের দ্বারা ‘তত্ত্ব’কে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে ধরা যায় না, এবং অব্যাপ্তি হয়। অর্থাৎ, “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি অনিবার্য হইয়া পড়ে, ইহা বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল বলিয়া এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিত্তরোভয়ানবচ্ছিন্ন’ বিশেষণ আরোপ করিয়াও অব্যাপ্তি বারণ হয় না। জগদীশ বলিতেছেন যে, এস্থলে এইরূপ অব্যাপ্তি বারণের জন্যই দীর্ঘত্বিকারের “দণ্ড্যাদৌ সাধ্যো” ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা। অর্থাৎ ‘দণ্ডী’ সাধ্য হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে ‘দণ্ডত্ব’, ‘দণ্ড’ নহে। এখন, এই স্থলে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ভূতলে দণ্ডসামান্তের অভাব থাকিতে পারে; ‘দণ্ড’ থাকে দণ্ডীতে, ভূতলে থাকে না, সুতরাং ভূতলে বা হেত্বধিকরণে দণ্ডের বা দণ্ডসামান্তের অভাব ধরিতে কোনো বাধা নাই। তাহা হইলে, ভূতলে দণ্ডসামান্তের অভাব ধরিলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ‘দণ্ডত্ব’, এবং পুনরায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকএবং সাধ্যতাবচ্ছেদক উভয়েই ‘দণ্ডত্ব’ (দীর্ঘত্বিমতে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক দণ্ডত্ব ধরিয়া) হওয়ার প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ার জন্য অব্যাপ্তির আশঙ্কা আসিয়া পড়িবে;— এই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই দীর্ঘত্বিকার “পরশ্বরাগত্ব” কথাটি

বলিলেন। ‘পরম্পরাসম্বন্ধ’ হইল ‘স্বাপ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধ’; স্ব+আশ্রয়=স্বাপ্রয়, স্বাপ্রয়ের আশ্রয় হইল স্বাপ্রয়াশ্রয়, সেই স্বাপ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধই ‘পরম্পরাসম্বন্ধ’। এখানে ‘স্ব’ হইল ‘দণ্ডত্ব’, তাহার আশ্রয় অর্থাৎ স্বাপ্রয় হইল ‘দণ্ড’, এই স্বাপ্রয়ের আশ্রয় বা এখানে দণ্ডের আশ্রয় হইল ‘দণ্ডী’; এই স্বাপ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধে ‘দণ্ডী’তে ‘দণ্ডত্ব’ থাকে, এই ‘দণ্ডত্ব’ই হইল দণ্ডিনিষ্ঠ সাধ্যতাবচ্ছেদক। এই স্বাপ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধধরিলে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না; কারণ, ভূতলে অর্থাৎ এখানে হেত্বধিকরণে ‘দণ্ডো নাস্তি’ এইরূপ সমবায়সম্বন্ধে দণ্ডত্ববিশিষ্ট দণ্ডের সামান্যতাব থাকিতে পারে, কিন্তু স্বাপ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধে দণ্ডত্ববান্ দণ্ডীর কোনো অভাব ভূতলে থাকে না, ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর হয় না।

হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটি সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে। যে সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক থাকে সেই সম্বন্ধই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ একই কথা। অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতা যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটিকেও সেই সম্বন্ধে ধরিতে হইবে। ইহা না হইলে “রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। “রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ” স্থলে ‘রূপ’ হইল সাধ্য, ‘পৃথিবীত্ব’ হইল হেতু এবং হেত্বধিকরণ হইল ‘পৃথিবী’। পৃথিবীতে রূপ থাকে, এবং রূপ পৃথিবীতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে; কিন্তু বিষয়িতাসম্বন্ধে সব কিছুই, অর্থাৎ রূপ, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত কিছুই জ্ঞানে থাকে। বিষয়িতাসম্বন্ধে সমস্ত পদার্থই যখন জ্ঞানে থাকে তখন রূপত্বও বিষয়িতাসম্বন্ধে জ্ঞানে থাকে; বিষয়িতাসম্বন্ধে ‘রূপত্ববান্ নাস্তি’ এই অভাব হেত্বধিকরণে ধরিলে এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ‘রূপত্ব’। বিষয়িতাসম্বন্ধে ‘রূপত্ব’ জ্ঞানে থাকায় ‘রূপত্ববান্’ হইবে ‘জ্ঞান’। এই ‘জ্ঞান’ বা ‘রূপত্ববান্’ পৃথিবীতে থাকে না, সুতরাং বিষয়িতাসম্বন্ধে ‘রূপত্ববান্ নাস্তি’ এই অভাব পৃথিবীতে ধরা যায়। পৃথিবীতে জ্ঞান কখনই থাকে না, জ্ঞানের অভাব পৃথিবীতে সব সময়েই আছে; বিষয়িতাসম্বন্ধে ‘রূপত্ববান্’ এবং ‘জ্ঞান’ একই কথা, সেজন্য ‘রূপত্ববান্’ এর অভাব পৃথিবীতে থাকিতে পারে। এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘রূপত্ব’ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল ‘রূপত্ব’, ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং অব্যাপ্তি

হয়। বিবয়িতাসম্বন্ধে রূপত্ববিশিষ্ট পদার্থ হইল জ্ঞান, বা বিবয়িতাসম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ‘রূপত্ব’ হইল জ্ঞান; এই রূপত্ববিশিষ্ট জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে পৃথিবীতে থাকে না, সুতরাং বিবয়িতাসম্বন্ধে রূপত্ববিশিষ্ট জ্ঞানাদির সমবায়সম্বন্ধে পৃথিবীতে বা এস্থলে হেত্বধিকরণে অভাব থাকে; এইরূপ অভাব ধরিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ‘রূপত্ব’ হওয়ায় এবং তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদকের সহিত অভিন্ন হওয়ায় অব্যাপ্তি হইল। কিন্তু, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ আরোপ করিলে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটিকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ধরিলে ঐরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। এস্থলে, অর্থাৎ “রূপবান্ পৃথিবীত্वाৎ” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক বা ‘রূপত্ব’ সমবায়সম্বন্ধে থাকে, সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল এস্থলে সমবায়; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতেও সেজন্য এস্থলে সমবায়সম্বন্ধ দিতে হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটিকে এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। তাহা হইলে, বিবয়িতাসম্বন্ধে ‘রূপত্ববান্ নাস্তি’ এই অভাব আর হেত্বধিকরণে ধরা যায় না, কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে হইল এস্থলে ‘সমবায়’। এই সমবায়সম্বন্ধে রূপত্ববান্ হইল ‘রূপ’, এই রূপের অভাব সমবায়সম্বন্ধে পৃথিবীতে (হেত্বধিকরণে) কখনও থাকে না, অর্থাৎ এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ‘রূপত্ব’ তাহাকে সমবায়সম্বন্ধে ধরিলে (অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলে) আর অভাব ধরা যায় না, সুতরাং অব্যাপ্তির আর কোনো আশঙ্কাই থাকে না। ঠিক সেইরূপ “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণে বা ভূতলে দণ্ডসামান্যের অভাব সংযোগসম্বন্ধে ধরা যায়; কিন্তু এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল ‘পরম্পরাসম্বন্ধ’ বা ‘স্বাপ্রায়প্রয়ত্বসম্বন্ধ’; এই স্বাপ্রায়প্রয়ত্ব সম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে দণ্ডসামান্যের অভাব হেত্বধিকরণে বা ভূতলে ধরা যায় না, সুতরাং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। এইজন্যই জগদীশ বলিতেছেন যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ দিতে হইবে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটিকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে।

এই উক্তা উপলক্ষিত বিশেষণ নহে। ‘তৎ দণ্ডী’ এই কথা বলিলে ‘তৎ’ শব্দটি সেই দণ্ডীকে অপর দণ্ডী হইতে পৃথক করিয়া দেয়; সেই দণ্ডী যে অপর দণ্ডী নয় বা অস্ত দণ্ডী নয় তাহা ‘তৎ’ পদের দ্বারা বিশেষিত হয় বলিয়াই বোঝা যায়, নতুবা সকল দণ্ডী একই দণ্ডীরূপে প্রতীত হইত। ‘প্রমের দণ্ডী’ বা ‘প্রমের দণ্ডবান্’ স্থলে কিন্তু ভিন্নরূপ হয়; কারণ সমস্ত বস্তুই প্রমের বলিয়া সমস্ত দণ্ডীও প্রমের। সুতরাং এক দণ্ডী ধেরূপ প্রমের, অপর দণ্ডী বা অস্ত দণ্ডীও সেইরূপ প্রমের; এই ‘প্রমের’ বিশেষণ সমস্ত ক্ষেত্রে সমান ভাবে একই অর্থে প্রযুক্ত হয় বলিয়া এই প্রমের বিশেষণের দ্বারা এক দণ্ডী অপর দণ্ডী হইতে বা এক বস্তু অস্ত বস্তু হইতে পৃথককৃত হয় না। সেইজন্যই “প্রমেরদণ্ডবান্ নাস্তি” এই অভাবস্থলে দণ্ডবতের বা দণ্ডীর অবচ্ছেদকত্বের দ্বারাই বিশিষ্টের বা প্রমেরত্বের অবচ্ছেদকত্বের সামঞ্জস্য বিধান হয়; ‘প্রমেরত্ব’রূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্ব ‘দণ্ড’রূপ কেবল অবচ্ছেদকত্বের বিশেষ কোনো প্রয়োজনে আসে না; ‘দণ্ড’ অবচ্ছেদকত্বের দ্বারাই ‘প্রমেরত্ব’ অবচ্ছেদকত্বের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এবং এই দণ্ডের অবচ্ছেদকত্ব স্বয়ং অর্থপূর্ণ, প্রমেরত্ব অবচ্ছেদকত্বের উপর ইহার অর্থ নির্ভর করে না। সেজন্য প্রমেরত্ব হইল দণ্ডীর উপলক্ষিত বিশেষণ বা প্রমেরত্বরূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্ব দণ্ডরূপ কেবল অবচ্ছেদকত্বের উপলক্ষিত বিশেষণ বা বিশিষ্ট। কিন্তু, “তদণ্ডী নাস্তি” এই অভাবস্থলে ‘তৎ’ পদ দণ্ডীর উপলক্ষিত বিশেষণ নয়। এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ড’ এবং ‘তৎ’ দুইই; এস্থলে এই ‘তৎ’রূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্বের সর্বশেষ প্রয়োজন আছে। এস্থলে ‘দণ্ড’রূপ কেবল অবচ্ছেদক নিজেই নিজের অর্থ সম্পূর্ণ করিতে পারে না; ‘দণ্ড’র অবচ্ছেদকত্ব ‘তৎ’র অবচ্ছেদকত্বের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই তবে অর্থপূর্ণ হয়। এক ‘তদণ্ডী’ অপর ‘তদণ্ডী’ হইতে ‘তৎ’ পদের দ্বারা বিশেষিত হইয়া তবে পৃথকরূপে প্রতীয়মান হয় এবং অর্থপূর্ণ হয়, এবং সেই কারণেই ‘দণ্ড’রূপ অবচ্ছেদক ‘তৎ’রূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্বের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই তবে অর্থপূর্ণ হয়, ‘দণ্ড’রূপ কেবল অবচ্ছেদক নিজেই নিজের অর্থ সম্পূর্ণ করিতে পারে না, এবং ‘দণ্ড’রূপ কেবল অবচ্ছেদকত্বের উল্লেখ দ্বারা ‘তৎ’রূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্বের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় না। সুতরাং ‘তৎ’ পদটি উপলক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু এই কথা বলিলে, অর্থাৎ “তদণ্ডী নাস্তি” অভাবস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ‘দণ্ড’র যে ‘তৎ’

অবচ্ছেদকরূপ বিশেষণ তাহাকে উপলক্ষিত বিশেষণ না বলিলে, বা ‘তত্ত্ব’রূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্বে উপলক্ষিতত্ব স্বীকার না করিলে অনুবিধার সৃষ্টি হয়। অনুবিধা হইল এই যে—‘তত্ত্ব’কে উপলক্ষিতরূপে স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছিল যে “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলে চালনীসূত্রায় অনুসারে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা ছিল তাহা ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদ্বিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’ এই বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ করিয়াও বারণ করা যায় না, এবং সেইজন্যই দীধিতিকারের “দণ্ডাদ্যদৌ” ইত্যাদিরূপ গ্রন্থের অবতারণা; ‘দণ্ডী’ ইত্যাদি সাধ্যের পরস্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডত্ব’ ইত্যাদি সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিতে হইবে, এবং তদ্বারাই “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হইবে। কিন্তু, পুনরায় ‘তত্ত্ব’ পদটিকে ‘দণ্ডে’র উপলক্ষিত বিশেষণ বলিয়া স্বীকার না করিলে পূর্বে ঐরূপ বলার প্রয়োজন কি ছিল? অর্থাৎ, পূর্বে ‘তত্ত্ব’কে উপলক্ষিত বলিয়া “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়, এবং তাহা বারণের জন্য “দণ্ডাদ্যদৌ” স্থলের অনুসরণ, —এইরূপ কথা বলার প্রয়োজন কি ছিল? এইপ্রকার কথার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” এই বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদ্বিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’ এই বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ করিয়াই অব্যাপ্তি বারণ করা যাইবে, কারণ, ‘তত্ত্ব’ পদটি উপলক্ষিত বিশেষণ নহে। কিন্তু, ‘তত্ত্ব’ পদটি উপলক্ষিত নয় বলিয়া “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলের অব্যাপ্তিটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদ্বিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’ এই বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ করিয়া বারণ করা সম্ভব হইলেও দীধিতিকারের “দণ্ডাদ্যদৌ” গ্রন্থানুসরণ নিরর্থক নয়। কারণ, গ্রন্থের অব্যাপ্তি বারণ করা গেলেও অন্ত স্থলে, অর্থাৎ অন্ত বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলের অব্যাপ্তি অপরিহার্য হইয়া পড়িবে, এবং সেই অব্যাপ্তি বারণের জন্য দীধিতিকারের “দণ্ডাদ্যদৌ” ইত্যাদি গ্রন্থানুসরণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদ্বিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’ এই বিশেষণ আরোপ করিয়া সেইস্থলের অব্যাপ্তি বারণ করা সম্ভব হইবে না, দীধিতিকারের “দণ্ডাদ্যদৌ” ইত্যাদি গ্রন্থানুসরণের দ্বারা সেইস্থলের অব্যাপ্তি বারণ হইবে, এবং সেইজন্যই দীধিতিকারের “দণ্ডাদ্যদৌ” ইত্যাদি গ্রন্থানুসরণ অপরিহার্য হইবে।

এইরূপ একটি স্থল হইল “রূপত্বন্যূনবৃত্তিজ্ঞাতিমত্বান্ রূপাৎ”—এই স্থলটি একটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল, কিন্তু এস্থলের অব্যাপ্তি ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’ এই বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ করিয়াও বারণ করা যায় না ; দীর্ঘিতিকারের “দণ্ড্যাদৌ” ইত্যাদি গ্রন্থানুসরণের দ্বারাই অব্যাপ্তি বারণ করা সম্ভব হইবে। “রূপত্বন্যূনবৃত্তিজ্ঞাতিমত্বান্ রূপাৎ” এই অহুমিতি স্থলে কিরূপে অব্যাপ্তি হয় তাহা দেখা যাক। এস্থলে সাধ্য হইল ‘রূপত্বন্যূনবৃত্তিজ্ঞাতিমৎ’ এবং হেতু হইল ‘রূপ’। রূপত্বন্যূনবৃত্তিজ্ঞাতি হইল রূপত্ব হইতে অল্প বৃত্তিত্বসম্পন্ন জাতি ; রূপত্ব সমস্ত রূপেতেই আছে, অর্থাৎ সমস্ত রূপেতেই রূপত্বের বৃত্তিত্ব আছে, তাহা হইলে রূপত্ব হইতে অল্প বা ন্যূনবৃত্তিত্বসম্পন্ন জাতি হইল নীলত্ব, পীতত্ব, শ্বেতত্ব, রক্তত্ব ইত্যাদি। হেতু ‘রূপ’ হওয়ায় হেত্বধিকরণ হইল যাহাতে রূপ থাকে তাহাই, অর্থাৎ রূপবান্ সমস্ত পদার্থই, যথা ঘট, পট ইত্যাদি। সাধ্য যেহেতু ‘রূপত্বন্যূনবৃত্তিজ্ঞাতিমৎ’ সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘রূপত্বন্যূনবৃত্তিজ্ঞাতি’, অর্থাৎ নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি। হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ঘটপটাদিতে চালনীয়স্তায় অনুসারে নীল ঘটে পীত রূপের অভাব, পীত ঘটে নীল রূপের অভাব, পীত ঘটে শ্বেত রূপের অভাব, শ্বেত ঘটে রক্ত রূপের অভাব ইত্যাদিক্রমে সমস্ত রূপের অভাব থাকিয়া যায় ; হেত্বধিকরণে এইরূপে নীল ঘটে পীতের অভাব, পীত ঘটে নীলের অভাব থাকায় এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি ; আবার সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি, কলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং অব্যাপ্তি হয়। এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি হওয়ায় ইহাদের উপর, অর্থাৎ নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদির উপর কোনো ধর্মের আর স্বাভাবিক ভান হইবে না, কারণ, ইহার নিজেরাই প্রত্যেকে স্বাভাবিকভাবেই জাতি ; এবং যেহেতু ইহাদের উপর কোনো ধর্মের আর স্বাভাবিক ভান হয় না, সেজন্য ইহার নিরবচ্ছিন্ন। এবং যেহেতু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নিরবচ্ছিন্ন, সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন’ বিশেষণ আছেই, পুনরায় এই বিশেষণ দেওয়ার আর কোনো অবকাশ থাকে না ; অর্থাৎ এই বিশেষণ আরোপ করিয়া অব্যাপ্তি বারণ করা যায় না। এইরূপ অব্যাপ্তি বরণের জন্যই দীর্ঘিতিকারের “দণ্ড্যাদি” গ্রন্থের অবতারণা। ‘দণ্ডী + আদি =

দণ্ডাদি; অর্থাৎ ‘আদি’ পদের দ্বারা ইহাই বোঝানো হইতেছে যে ‘দণ্ডী’ সাধ্যকহল ব্যতীতও আরও অস্ত্রাস্ত্র হুল আছে যে হুলে পরস্পরাসম্বন্ধকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক সম্বন্ধ ধরিতে হইবে। ‘দণ্ডী’ সাধ্যকহল ব্যতীত আরও অস্ত্রাস্ত্র সাধ্যকহলের ইন্দিতের জন্তই দীর্ঘিতিকার ‘আদি’ পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই “রূপত্বন্যনবৃত্তিজাতিমত্বান্ রূপাৎ” হুলটি ঐ ‘আদি’ পদের উদ্দেশক একটি হুল। এহুলে পরস্পরাসম্বন্ধে ‘রূপত্ব’কে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিলে আর অব্যাপ্তি হইবে না; কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক যদি ‘রূপত্ব’ হয় এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি হয়, তাহা হইলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যায়, এবং লক্ষণ ঠিক থাকে, অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না। পরস্পরাসম্বন্ধ হইল এক্ষেত্রে স্বন্যনবৃত্তিজাত্যাশ্রয়ত্বসম্বন্ধ; এহুলে ‘স্ব’ অর্থে রূপত্ব, এই রূপত্বের ন্যনবৃত্তিজাতি হইল নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি তাহার আশ্রয় হইল নীল, পীত ইত্যাদি; অর্থাৎ, তাহা হইলেই ‘রূপত্ব’ পরস্পরাসম্বন্ধে বা স্বন্যনবৃত্তিজাত্যাশ্রয়ত্বসম্বন্ধে “রূপত্বন্যনবৃত্তিজাতিমৎ”রূপ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হয়, সুতরাং অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়।

জাগদীশী—সাধ্যতাবচ্ছেদকমিতি—অনুমিতিবিধেয়তাবচ্ছেদক-মিত্যর্থঃ। তথা চ উক্তব্যাপ্তিজ্ঞানাদণ্ডাংশে দণ্ডপ্রকারিকা দণ্ডস্ব-বস্থানিত্যেবানুমিতির্ন তু দণ্ডিমানিতি দণ্ডপ্রকারিকাপি, তস্ত ব্যাপক-তাবচ্ছেদকত্বেনাগ্রহাৎ কারণবোধেন তদবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিত্য-সম্ভবাদিতি। বস্তুতো দণ্ডস্বস্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বে দণ্ডিমান্ ইতানু-মিতির্ন স্মাৎ দণ্ডানাং ব্যাপকতানবচ্ছেদকত্বাদিত্যস্বরসাদেব দণ্ডত্বা-দিকম্ ইত্যাদ্যাদিপদমুপাত্তং, তেন তন্তদণ্ডব্যক্তীনামেব স্ববৃত্তিদণ্ডস্ব-জাত্যাশ্রয়াধিকরণহুলক্ষণপরস্পরাসম্বন্ধেন সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বলাভাৎ দণ্ডিমান্ ইতানুমিতৌনানুপপত্তিরিতি তদ্বম্।

অনুবাদ : সাধ্যতাবচ্ছেদক ইত্যাদি—অনুমিতিবিধেয়তাবচ্ছেদক, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে, উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে দণ্ডাংশে দণ্ডপ্রকারিকা “দণ্ডস্ববস্থান্” ইত্যাদিরূপই অনুমিতি হয়, দণ্ডপ্রকারিকা “দণ্ডিমান্” ইত্যাদি-

রূপ হয় না ; (কারণ) তাহার ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব না হওয়ার কারণে
বাধা হওয়ার জন্য তদবচ্ছিন্ন-বিধেয়কানুমিতি অসম্ভব হয় । বস্তুতঃপক্ষে,
দণ্ডের সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বে দণ্ডসমূহের ব্যাপকতানবচ্ছেদকত্ব বশতঃ
“দণ্ডিমান্” এইরূপ অনুমিতি হয় না ;—ইহাতে অন্বয়স হয় বলিয়া এখানে
‘দণ্ডত্বাদিকম্’ এই ‘আদি’ পদের প্রয়োগ ; তাহাতে তত্ত্বদণ্ডব্যক্তিসমূহের
স্বরূপিদণ্ডজাত্যাদিরাধিকরণত্বলক্ষণ পরস্পরাসম্বন্ধে (দণ্ডের) সাধ্যতাব-
চ্ছেদকত্ব লাভ হওয়ার “দণ্ডিমান্” প্রতীতি অনুমিতিতে অনুপপত্তি হয় না—
ইহাই তত্ত্ব (তাৎপর্য) ।

ব্যাখ্যা : কোনো অনুমানে সেই অনুমানের অনুমিতির বিধেয় হইল
সাধ্য—“সাধ্যত্বং অনুমিতিবিধেয়ত্বং”, যথা, “পরীতো বহিমান্ ধূমাং” স্থলে
অনুমিতি হইল “পরীতো বহিমান্” ; এই অনুমিতির বিধেয় হইল ‘বহি’,
সুতরাং বহিই হইল এখানে সাধ্য । এইরূপে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল
অনুমিতিবিধেয়তাবচ্ছেদক । অনুমিতিবিধেয় যদি সাধ্য হয়, তবে সাধ্যতা-
বচ্ছেদক অবশ্যই অনুমিতিবিধেয়তাবচ্ছেদক হইবে । এখন, উক্তরূপ ব্যাপ্তি-
জ্ঞানে, অর্থাৎ “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্মস্বাভাব-
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ তদ্ব্যবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং
সামানাধিকরণাং” ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানে “দণ্ডিমান্” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক
‘দণ্ডত্ব’ হওয়ার “দণ্ডত্ববদ্বান্” এইরূপ অনুমিতি হয়, “দণ্ডিমান্” এই
অনুমিতি হয় না, কেননা, সাধ্য ‘দণ্ডী’ হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে
‘দণ্ড’ । বস্তুত্বা হইল যে, ‘দণ্ডী’ সাধ্য হইলে স্বাভাবিকভাবে সাধ্যতা-
বচ্ছেদক হয় ‘দণ্ড’ ; এবং ‘দণ্ড’ সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলে “দণ্ডিমান্” এই
অনুমিতিই হইবে । এই অনুমিতির বিধেয় হইবে ‘দণ্ডী’ । দণ্ডীর ধর্ম
স্বাভাবিকভাবেই ‘দণ্ড’ হয় বলিয়া ‘দণ্ডী’ বিধেয় দণ্ডব্যবচ্ছিন্ন হইবে ।
অনুমিতি হইতে গেলে বা প্রত্যেক অনুমিতি স্থলেই “তদ্ব্যবচ্ছিন্নবিধেয়-
কানুমিতি” হইবে, অর্থাৎ অনুমিতি হইলেই তাহা “তদ্ব্যবচ্ছিন্নবিধেয়-
কানুমিতি” হইবে ; এই ‘তদ্ব্যবচ্ছিন্ন’ ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানই হইল হেতু বা
কারণ, তদ্ব্যবচ্ছিন্ন কথার অর্থ হইল ব্যাপকতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন ; এই
ব্যাপকতাবচ্ছেদক বস্তুটি কি ?—তাহা হইল—“তদ্ব্যবচ্ছিন্নাত্মস্বাভাবপ্রতি-
যোগিতানবচ্ছেদকত্বং ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বং” ; অর্থাৎ তদ্ব্যবচ্ছিন্নতাবের বা
হেতুস্বাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক বাহা তাহাই ব্যাপকতা-

বচ্ছেদক। “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে হেতুমিষ্ঠাভাবের বা ধুমাধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা ঘট, পট ইত্যাদিতে আছে, এইরূপ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইল ‘বহিত্ব’, সুতরাং এই ‘বহিত্বে’ আছে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব, বা ‘বহিত্ব’ হইল এস্থলে ব্যাপকতাবচ্ছেদক। সেইরূপ “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাং” এই অহুমিতি স্থলে সাধ্য হইল ‘দণ্ডী’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ড’, এবং ‘দণ্ডী’ হইল এই ‘দণ্ড’ধর্মাবচ্ছিন্ন। এস্থলে হেতুমিষ্ঠ অভাবের বা ভূতলাদিনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা নিখিল দণ্ডীতে আছে; চালনী-স্তায় অহুসারে ‘তং তং দণ্ডী নাস্তি’ অভাবের প্রতিযোগিতা সকল দণ্ডীতেই আছে, সেজ্ঞ দণ্ডমাত্রই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া যায়, প্রতিযোগিতা-নবচ্ছেদক হয় না, সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয় না, অর্থাৎ দণ্ডে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব থাকে না। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ ‘দণ্ড’ সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলে বা ‘দণ্ডী’ দণ্ডধর্মাবচ্ছিন্ন হইলে ‘দণ্ডিমান্’ এইরূপ অহুমিতি হইবে, কারণ, “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাং” স্থলে দণ্ডেতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব থাকায় (কেননা, স্বাভাবিকভাবেই দণ্ডীর ধর্ম হইল ‘দণ্ড’) তদ্ব্যবচ্ছিন্ন বা তদবচ্ছিন্ন বিধেয়কাহুমিতি সম্ভব হইবে; তদবচ্ছিন্ন বিধেয়ক বা দণ্ডধর্মাবচ্ছিন্ন বিধেয় হইল দণ্ডী, এই দণ্ডিবিধেয়ক অহুমিতি হইবে, বা “দণ্ডিমান্” এইরূপ অহুমিতি হইবে। কিন্তু ‘দণ্ড’ ব্যাপকতাবচ্ছেদক না হইলে দণ্ডাবচ্ছিন্ন বিধেয়ক অহুমিতি হইতে পারে না, অথচ পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ডত্ব’ ধরিলে বা পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডী’ দণ্ডত্বধর্মাবচ্ছিন্ন হইলে “দণ্ডিমান্” এই অহুমিতি সম্ভব হইবে না। কারণ, স্বাভাবিকভাবে ‘দণ্ডী’ দণ্ডত্বধর্মাবচ্ছিন্ন নয়, উহা ‘দণ্ড’ধর্মাবচ্ছিন্ন; তাহা হইলে, অর্থাৎ পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ডত্ব’ হইলে তদবচ্ছিন্ন বিধেয়ক, অর্থাৎ দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন হইবে ‘দণ্ডত্ববৎ’, এবং তদবচ্ছিন্ন বিধেয়কাহুমিতি হইবে “দণ্ডত্ববৎত্বান্”, “দণ্ডিমান্” হইবে না। ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ডত্ব’কে রক্ষা করিতে হইলে ‘দণ্ডত্ববৎত্বান্’ এইরূপ অহুমিতিই করিতে হইবে, “দণ্ডিমান্” এই অহুমিতি করিলে ‘দণ্ডত্ব’ এই সাধ্যতাবচ্ছেদক রক্ষা হইবে না, সেস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যাইবে ‘দণ্ড’, কেননা, দণ্ডীর ধর্ম স্বাভাবিকভাবেই হইয়া যায় ‘দণ্ড’। তদবচ্ছিন্ন বা তদ্ব্যবচ্ছিন্ন বিধেয়ক অহুমিতির প্রতি তদ্ব্যবচ্ছিন্ন ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান হইল কারণ বা হেতু, অর্থাৎ বাহাতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান থাকিবে তদ্ব্যব-

বজ্জিন্ন বিধেয়ক অহুমিতিই হইবে। এস্থলে দণ্ডেতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকস্থ
নাই, কারণ সমস্ত দণ্ডই দণ্ডিসংযোগাধিকরণনিষ্ঠ ‘তৎ তৎ দণ্ডী নাস্তি’
অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া যায়, অতএব “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসং-
যোগাৎ” স্থলে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান দণ্ডেতে থাকে না, দণ্ডেস্থ থাকে ;
কিন্তু ‘দণ্ডত্ব’কে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিলে যদি ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান
দণ্ডেতে আরোপ করা যায় তাহা হইলে “দণ্ডিমান্” অহুমিতি হয় না,
কেননা, কারণের বাধা হয় বা ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানের বাধা হয়।
‘দণ্ডেস্থ’ ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান থাকিলে ঐ ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানরূপ
কারণের বিষয় যে দণ্ডত্ব সেই দণ্ডত্বধর্মাবজ্জিন্ন বিধেয়কঅহুমিতি হইবে
“দণ্ডত্ববদ্বান্” ; কেননা, “দণ্ডিমান্” অহুমিতি হইলে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান
দণ্ডেতে থাকিতে হইবে, দণ্ডেস্থ থাকিলে চলিবে না, কলে কারণের বাধা
হয় ; সুতরাং পরম্পরাসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক যদি দণ্ডত্ব হয় তাহা হইলে
অহুমিতি হইবে “দণ্ডত্ববদ্বান্”, “দণ্ডিমান্” হইবে না। কিন্তু অম্বরস হেতু
দণ্ডত্যাগিকম্ এই স্থলে আদি পদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, হেতু-সাধ্য
প্রয়োগে প্রতিজ্ঞার “দণ্ডিমান্” বলা হইয়াছে, “দণ্ডত্ববদ্বান্” বলা হয়
নাই, যে ভাবে প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারিত হয় সেইভাবেই অহুমিতি হইবে,
ইহাই অমুভব, অন্তরূপ হইলে প্রতিজ্ঞাবাক্যের সমানরূপতা অহু-
মিতিতে থাকে না, ইহাই অম্বরস। ‘স্বরস’ কথার অর্থ অমুভবসিদ্ধ,
অম্বরস হইল অমুভবের অভাব, অর্থাৎ অমুভব বিরুদ্ধ ; “দণ্ডিমান্”
প্রতিজ্ঞার পর “দণ্ডত্ববদ্বান্” এইরূপ অহুমিতি কখনও হয় না, বা ইহার
প্রসিদ্ধি নাই বলিয়া “দণ্ডিমান্” প্রতিজ্ঞাস্থলে “দণ্ডত্ববদ্বান্” অহুমিতিটি
অম্বরস হয়। অপরদিকে, “দণ্ডিমান্” এই প্রসিদ্ধ অহুমিতি রক্ষা করিতে
গেলে আবার ‘দণ্ডত্ব’রূপ সাধ্যতাবচ্ছেদককে রক্ষা করা যায় না ; আবার
পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ডত্ব’কে রক্ষা করিতে গেলে
“দণ্ডিমান্” এই প্রসিদ্ধ অহুমিতি রক্ষা পায় না। এই সকল অনুবিধার
জন্তই জগদীশ বলিতেছেন যে, “দণ্ডিমান্” এই প্রসিদ্ধ অহুমিতিই রক্ষা
করিতে হইবে, এবং পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ড’ই
ধরিতে হইবে ; যাহাতে এই উভয়দিকের সামঞ্জস্য বিধান হয় তজ্জনাই
নীতিভিত্তিকার তাঁহার গ্রন্থে দ্বিতীয় ‘আদি’ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ
“দণ্ডত্যাগিকমেব” স্থলে দ্বিতীয় ‘আদি’ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই

দ্বিতীয় ‘আদি’ পদের অর্থ হইল যে, যদিও স্বাভাবিকভাবে সংযোগসম্বন্ধে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় ‘দণ্ড’, তথাপি স্ববৃত্তিদণ্ডত্বজাত্যাশ্রয়াদি-করণত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ড’ বলিতে হইবে। ‘দ’ অর্থে ‘দণ্ড’, এই দণ্ডেতে আছে ‘দণ্ডত্ব’জাতি, এই দণ্ডত্বজাতির আশ্রয় হইল সমস্ত দণ্ডব্যক্তি বা নিখিল দণ্ডব্যক্তি ; এই নিখিল দণ্ডব্যক্তি বা তত্ত্বং দণ্ডব্যক্তি যাহাই বলা হউক না কেন তাহাতেই দণ্ডত্বজাতি আছে, এই দণ্ডত্বজাতির আশ্রয় যে নিখিল দণ্ডব্যক্তি সেই সেই নিখিল দণ্ডব্যক্তিরই অধিকরণ হইল দণ্ডী বা সমস্ত দণ্ডী ; এইরূপে স্ববৃত্তিদণ্ডত্বজাত্যাশ্রয়াদি-করণত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে সমস্ত দণ্ডীর বা নিখিল দণ্ডীর ধর্ম্য হইল ‘দণ্ড’ ; সুতরাং উক্তপ্রকার পরম্পরাসম্বন্ধে সমস্ত ‘দণ্ডী’ সাধ্যকস্থলেই সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে ‘দণ্ড’। এবং তাহা হইলে আর এই ‘দণ্ডে’ ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব-জ্ঞানের বাধা হইবে না ; কেননা, হেত্বধিকরণে (দণ্ডিসংযোগাধিকরণে) ‘তত্ত্বং দণ্ডী নাস্তি’ এই অভাব পাওয়া যাইবে না, কারণ, স্ববৃত্তিদণ্ডত্বজাত্যাশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে তৎ তৎ দণ্ডাধিকরণ নিখিল দণ্ডীই হইয়া যাইবে, কলে তদদণ্ডীও সকল দণ্ডিসংযোগাধিকরণে থাকিবে বলিয়া কোনো হেত্বধিকরণেই তদদণ্ডীর অভাব থাকিবে না। অতএব উক্তরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডী’ ‘দণ্ড’ধর্ম্যাবচ্ছিন্ন হইলে দণ্ডেতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানের বাধা না হওয়ার কারণের বাধা হয় না, কলে তদবচ্ছিন্ন বা দণ্ডাবচ্ছিন্ন বিধেয়কানুমিতি “দণ্ডিমান্” হইতে আর কোনো অনুবিধা থাকে না। স্ববৃত্তিদণ্ডত্বজাত্যাশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডী’ দণ্ডাবচ্ছিন্ন হয় বলিয়া দণ্ডাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি “দণ্ডিমান্” হইতে আর কোনো বাধা থাকে না, এবং সমস্ত প্রকার অনুবিধা দূর হয়।

জাগদীশী—কেচিন্দ্র সাধ্যসাধনভেদেন ব্যাপ্তিগ্রহানুমিত্যোঃ কার্য্যকারণভাবভেদাৎ যত্র দণ্ডত্বাদিবিশিষ্টাঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকং তত্র হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবদেকতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্যঃ তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্নসামান্যাদিকরণ্যরূপৈব ব্যাপ্তিঃ তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি-প্রয়োজিকা, যত্র তু পরম্পরয়া দণ্ডত্বাদিকমেবানুমিতৌ বিধেয়তাবচ্ছেদকং তত্র হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্যঃ পরম্পরয়া তদবচ্ছিন্নসামান্যাদিকরণ্যরূপৈব ব্যাপ্তিঃ প্রয়োজিকেন্দি

সামানাদিকরণ্যাংশে দণ্ডাদেঃ প্রবেশাপ্রবেশাত্যাং দণ্ডিমান্ দণ্ড-
বদ্বানিত্যনুমিত্যোদগ্যাদিবিধেয়কত্বনিয়মঃ ইত্যাহ্ :

অনুবাদ : কেহ কেহ—সাধ্যসাধন ভেদে ব্যাপ্তিগ্রহ (ব্যাপ্তিজ্ঞান) এবং অনুমিতির কার্যকারণভাবে ভেদ হয় বলিয়া যেহলে দণ্ডত্বাদিবিধিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদক (অর্থাৎ ‘দণ্ড’ সাধ্যতাবচ্ছেদক), সেহলে হেতুময়িষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে ধর্ম (অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ধর্ম) তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্ন সামানাদিকরণরূপই (হইল) ব্যাপ্তি, তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্ন (দণ্ডত্বাদিবিধিষ্টাবচ্ছিন্ন) বিধেয়ক অনুমিতির প্রযোজক (বা কারণ); যেহলে অনুমিতিতে পরস্পরাসম্বন্ধে দণ্ডত্বাদি বিধেয়তাবচ্ছেদক, সেহলে হেতুময়িষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে ধর্ম (সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম) পরস্পরাসম্বন্ধে তদবচ্ছিন্ন সামানাদিকরণরূপই (হইল) ব্যাপ্তি প্রযোজিকা (বা ব্যাপ্তির কারণ, বা ব্যাপ্তিজ্ঞান), ইহাতে সামানাদিকরণে দণ্ডাদির প্রবেশের এবং অপ্রবেশের জন্ত “দণ্ডিমান্”, “দণ্ডত্ববদ্বান্” ইত্যাদি অনুমিতির দণ্ডাদি (‘দণ্ডী’ এবং ‘দণ্ডত্ববৎ’) বিধেয়কত্ব (সাধ্যকত্ব) হয়; —এরূপ বলেন।

ব্যাখ্যা : “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” এই অনুমিতি স্থলে দীর্ঘিতিকারের মতানুসারে যদি ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরস্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডত্ব’ ধরা যায়, তাহা হইলে “দণ্ডত্ববদ্বান্” এইরূপ অনুমিতি হয়, “দণ্ডিমান্” এই অনুমিতি হয় না; কারণ, ‘দণ্ডত্ব’ সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলে তদ্ব্যবচ্ছিন্নবিধেয়ক অনুমিতি “দণ্ডত্ববদ্বান্” হইবে, কেননা, ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব ‘দণ্ডত্বে’ থাকিলে তদবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি “দণ্ডিমান্” হয় না, “দণ্ডত্ববদ্বান্” এই অনুমিতিই স্বাভাবিকভাবে হয়। কিন্তু “দণ্ডত্ববদ্বান্” এই অনুমিতির প্রসিদ্ধি নাই, “দণ্ডিমান্” এই অনুমিতিই প্রসিদ্ধ। এইরূপ অনুবিধা নিরাকরণের জন্ত জগদীশ বলিলেন যে, দীর্ঘিতিকার “দণ্ডত্বাদিকম্” ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয় ‘আদি’ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং এই দ্বিতীয় ‘আদি’ পদের উদ্দেশ্য হইল যে, ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরস্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডত্ব’ হইতে পারে আবার, স্ববৃত্তিজাত্যাত্মপ্রাধিকরণত্বরূপ পরস্পরাসম্বন্ধে দণ্ডত্ব হইতে পারে, কলে “দণ্ডিমান্” এই অনুমিতির কোনো অনুবিধা হয় না (কেননা, সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ড’ হইলে তদ্ব্যবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি “দণ্ডিমান্” স্বাভাবিক-

ভাবেই হইবে)। এইভাবে জগদীশ তর্কালঙ্কার এই অনুবিধাটি দূর করিলেন, এবং দীর্ঘতিকাের বক্তব্যেরও সামঞ্জস্য বিধান করিলেন। কিন্তু, কোনো কোনো নৈয়ায়িক এখানে ভিন্ন মত পোষণ করেন; ‘কেচিদ্’ গ্রন্থের দ্বারা জগদীশ সেই সমস্ত নৈয়ায়িকদের কথাই বলিতেছেন। তাঁহাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন অহুমিতির ক্ষেত্রে হেতু এবং সাধ্য ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া কার্যাকারণ-ভাবেও ভেদ হয়, অর্থাৎ অহুমিতির কারণ হইল ব্যাপ্তিজ্ঞান, এবং কার্য হইল অহুমিতি; হেতু-সাধ্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অহুমিতির ক্ষেত্রে কার্যাকারণ-ভাবেও ভেদ হয় বলিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং অহুমিতিরও ভেদ হয়। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অহুমিতির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাও ভিন্ন ভিন্ন হইবে, অর্থাৎ পৃথক পৃথক অহুমিতির (কার্যের) ব্যাপ্তিজ্ঞানও (কারণ) পৃথক পৃথক হইবে। সেইরূপে, ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডত্ব’ হওয়ায় একই ব্যাপ্তিজ্ঞানে, অর্থাৎ “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযজ্ঞপবিশিষ্ট সমানাধিকরণাত্ম্যতাব্যপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ তদ্ব্যবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সমানাধিকরণাং” এই ব্যাপ্তিজ্ঞানে “দণ্ডিমান্” ও “দণ্ডত্ববদ্বান্” এই যে দুই পৃথক অহুমিতির প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল সেক্ষেত্রে এই সকল নৈয়ায়িকেরা বলেন যে “দণ্ডিমান্” ও “দণ্ডত্ববদ্বান্” এই দুই অহুমিতি পৃথক বলিয়া ইহাদের কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাও পৃথক পৃথক হইবে। অর্থাৎ “দণ্ডিমান্” এই অহুমিতির ব্যাপ্তিজ্ঞান, এবং “দণ্ডত্ববদ্বান্” এই অহুমিতির ব্যাপ্তিজ্ঞান ভিন্ন, এক নহে। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ এই দুই অহুমিতির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা পৃথক পৃথক হইলে “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযজ্ঞপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্ম্যতাব্যপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ তদ্ব্যবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সমানাধিকরণাং” এই ব্যাপ্তিজ্ঞানে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডত্ব’ হওয়ায় তদ্ব্যবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি স্বাভাবিকভাবে “দণ্ডত্ববদ্বান্” হয়, এবং “দণ্ডিমান্” এই প্রসিদ্ধ অহুমিতির ভান ‘দণ্ডত্ব’ সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে হয় না বলিয়া যে অন্বয়সের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আর হয় না; অর্থাৎ “দণ্ডিমান্” ও “দণ্ডত্ববদ্বান্” এই দুই পৃথক অহুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান পৃথক বলিয়া স্বীকার করিলে ঐরূপ অন্বয়স জনিত অনুবিধার সৃষ্টি হয় না। ‘দণ্ডত্ববিশিষ্ট’ সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে, অর্থাৎ ‘দণ্ড’ সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে (দণ্ডত্ববিশিষ্ট হইল দণ্ড, কারণ দণ্ডেতেই দণ্ডত্ব থাকে বলিয়া দণ্ড হইল দণ্ডত্ববিশিষ্ট), অর্থাৎ

“দণ্ডিমান্” এই অহুমিতিস্থলে (“দণ্ডিমান্” অহুমিতির সাধ্য হইল ‘দণ্ডী’, এবং স্বাভাবিকভাবে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ড’ ; সেইজন্যই সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ড’ হইলে অহুমিতি হইবে “দণ্ডিমান্”) ব্যাপ্তিজ্ঞান হইল “হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্নসামানাদিকরণ্যং” (গ্রন্থে “প্রতিযোগ্যসামানাদিকরণ” কথাটি উদ্ভূত রাখা হইয়াছে, “যক্ষপবিশিষ্ট” ইত্যাদি কথার স্থলে “হেতুমগ্নিষ্ঠাভাব” ইত্যাদি কথা বলা হইয়াছে, এবং সংক্ষিপ্তকরণের জন্য “যেন কেনাপি” প্রভৃতি কথার অহুল্লেক্ষ করা হইয়াছে ; ইহাতে বস্তু প্রতিপাদনের এবং বস্তুব্যবস্থার কোনো ক্ষতি হয় না) । ‘হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ’ কথার অর্থ হইল হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক তাহা । এস্থলে হেতুমগ্নিষ্ঠ অর্থাৎ ভূতলাঘিনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ; ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ড’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ডত্ব’ । এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ‘দণ্ডত্ব’ হইতে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন । হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক বা দণ্ডত্ব, এই দণ্ডত্ববিশিষ্টাবচ্ছিন্ন সামানাদিকরণ্যই হইল “দণ্ডিমান্” এই অহুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি, এবং এই ব্যাপ্তিজ্ঞানই তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্ন বা দণ্ডত্ববিশিষ্টাবচ্ছিন্ন বিধেয়কাহুমিতির কারণ বা প্রযোজক । (‘দণ্ডত্ববিশিষ্টাবচ্ছিন্ন’ অর্থে— দণ্ডত্ববিশিষ্ট হইল ‘দণ্ড’ এবং তদবচ্ছিন্ন হইল ‘দণ্ডী’ ; সুতরাং দণ্ডত্ববিশিষ্টাবচ্ছিন্নবিধেয়কাহুমিতি বা দণ্ডিবিধেয়কাহুমিতি হইল, যে অহুমিতির বিধেয় বা সাধ্য হইল ‘দণ্ডী’, অর্থাৎ “দণ্ডিমান্” এই অহুমিতি) ।

অপরদিকে, যে অহুমিতিতে বিধেয়তাবচ্ছেদক বা সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল পরস্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডত্ব’, অর্থাৎ “দণ্ডত্ববদ্বান্” এই অহুমিতি স্থলে (‘দণ্ডত্ব’ সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলে সাধ্য হইবে পরস্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডত্ববৎ’ অর্থাৎ দণ্ডী, কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে দণ্ডত্ববিশিষ্ট যে দণ্ড সেই দণ্ড সাধ্য ধরিলে চলিবে না ; ‘দণ্ড’ সাধ্য হইলে অহুমিতি হইবে “দণ্ডবান্” ; “দণ্ডিমান্” এই কথার মর্ম্মার্থ যদি রক্ষা করিতে হয় এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক যদি ‘দণ্ডত্ব’ ধরা হয় তাহা হইলে অহুমিতি অর্থহীন “দণ্ডত্ববদ্বান্” এবং সাধ্য ‘দণ্ডত্ববৎ’ করিতে হইবে ।

‘দণ্ডত্বং’ সাধ্য হইলে সাধ্যাতাবচ্ছেদক হইবে ‘দণ্ডত্বত্ব’, পরস্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডত্বত্ব’ এবং ‘দণ্ডত্ব’ একই কথা। সুতরাং ‘দণ্ডত্ব’কে সাধ্যাতাবচ্ছেদক ধরিলে সাধ্য ধরিতে হয় ‘দণ্ডত্বং’, এবং অহুমিতি হয় ‘দণ্ডত্বত্বান্’; এই “দণ্ডত্বত্বান্” এবং “দণ্ডিমান্” কথার মধ্যার্থ একই।) ব্যাপ্তিজ্ঞান হইল “হেতুমন্নিষ্টাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ পরস্পরস্যা তদবচ্ছিন্ন-সামানাদিকরণাং”; এই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইল “দণ্ডত্বত্বান্” এই অহুমিতির প্রযোজক বা কারণ। এস্থলে ‘প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ’ কথার অর্থ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যাতাবচ্ছেদক। হেতুমন্নিষ্ট বা ভূতলাদিনিষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি, এবং সাধ্যাতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ডত্ব’; এই ‘দণ্ডত্ব’ ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি হইতে ভিন্ন; এই ‘দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন পরস্পরস্যা যেন কেনাপি সমং’, অর্থাৎ যে কোনো দণ্ডবত্তের সহিত, হেতুর সামানাদিকরণাই হইল এস্থলে ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানই “দণ্ডত্বত্বান্” এই অহুমিতির কারণ বা প্রযোজক। এইরূপে এই উভয়ক্ষেত্রে এই উভয় প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞানে সামানাদিকরণ্যাংশে এক স্থানে দণ্ডের প্রবেশ হয়, এবং অপর স্থানে দণ্ডবত্তের প্রবেশ হয়, বা এক স্থানে দণ্ডের প্রবেশ, এবং অপর স্থানে দণ্ডের অপ্রবেশ হয়; অর্থাৎ “দণ্ডিমান্” অহুমিতি স্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের সামানাদিকরণ্যাংশে দণ্ডের প্রবেশ, এবং “দণ্ডত্বত্বান্” অহুমিতি স্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের সামানাদিকরণ্যাংশে দণ্ডের অপ্রবেশ হয়। উভয় ব্যাপ্তিজ্ঞান এইরূপ ভিন্ন হওয়ায় “দণ্ডিমান্” এবং “দণ্ডত্বত্বান্” এই ভিন্ন প্রকার অহুমিতি হইতেও বাধা থাকে না; এই উভয় প্রকার অহুমিতির বিধেয় বা সাধ্য এক স্থলে (“দণ্ডিমান্” স্থলে) হইল ‘দণ্ডী’, এবং অপর স্থলে (“দণ্ডত্বত্বান্” স্থলে) হইল ‘দণ্ডত্বং’।

এইরূপ দুইটি ভিন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা “দণ্ডিমান্” ও “দণ্ডত্বত্বান্” এই দুই পৃথক অহুমিতি উপপন্ন হয় তাহা ঠিক। কিন্তু, একটি প্রশ্ন এক্ষেত্রে থাকিয়া যায়; তাহা হইল, “দণ্ডিমান্” স্থলে হেত্বধিকরণে চালনীয়স্তায অনুসারে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব ধরিয়া নিখিল দণ্ডীয়ই অভাব থাকিয়া যাওয়ার যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা “দণ্ডিমান্” স্থলে যে বিশেষ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উল্লেখ এস্থলে করা হইল তদ্বারা নিবারিত হয় না, অর্থাৎ “দণ্ডিমান্” স্থলে এই বিশেষ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রয়োগ সত্ত্বেও অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিয়া যায়। সুতরাং, প্রশ্ন হইল যে—ইহাতে বিশেষ কি ফল-

লাভ হইল? বরং, অধিকন্তু বিভিন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে সৌরব দোষই উপস্থিত হয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, “দণ্ডিমান্” এই অল্পমিতিতে চালানীয়স্তার অল্পসারে হেত্বধিকরণে নিখিল দণ্ডীর অভাব ধরিয়া যে অব্যাপ্তি হয় তাহা এই বিশেষ ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা অবশ্যই নিবারিত হয় না, কিন্তু, “দণ্ডিমান্” হলে এই বিশেষ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উল্লেখের দ্বারা একটি সুরূপা হয়, তাহা হইল, “রূপত্বন্যনবৃত্তিজ্ঞাতিমত্বান্ রূপাং” হলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা ছিল তাহা ইহার দ্বারা নিবারিত হইয়া যায়; দীর্ঘিতি গ্রন্থের প্রথম ‘আদি’ পদের দ্বারা তাহা নিবারণের প্রয়োজন হইবে না। “দণ্ডিমান্” অল্পমিতি হলে যে বিশেষ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইল—“হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্য-তাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক তদ্বিনিষ্টাবচ্ছিন্ন সামান্যধিকরণ্য”। “রূপত্বন্যনবৃত্তি-জ্ঞাতিমত্বান্ রূপাং” হলে সাধ্য হইল ‘রূপত্বন্যনবৃত্তিজ্ঞাতিমত্ব’, সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘রূপত্বন্যনবৃত্তিজ্ঞাতি’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল ‘রূপত্ব-ন্যনবৃত্তিজ্ঞাতিত্ব’; হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতি এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল নীলত্বত্ব, পীতত্বত্ব প্রভৃতি। ‘রূপত্বন্যনবৃত্তিজ্ঞাতি’ত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক নীলত্বত্ব, পীতত্বত্ব প্রভৃতি হইতে অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন। কারণ, জ্ঞাতিত্ব হইল জ্ঞাতির ধর্ম, ‘রূপত্বন্যনবৃত্তিজ্ঞাতিত্ব’ হইল ‘রূপত্বন্যনবৃত্তিজ্ঞাতির’ ধর্ম, আর নীলত্বত্ব, পীতত্বত্ব প্রভৃতি হইল নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতির ধর্ম, সেজন্য ‘রূপত্বন্যনবৃত্তিজ্ঞাতিত্ব’ নীলত্বত্ব পীতত্বত্ব প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। ফলে লক্ষণ ঠিক থাকে এবং অব্যাপ্তিটি বারণ হইয়া যায়।

জাগদীশী—যন্তু দণ্ডধর্ম্মিকনিরুক্তানবচ্ছেদকজ্ঞানৈশ্চৈব কার্য্য-তাবচ্ছেদকং দণ্ডিহাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতিমিত্যানুমিতেদংপ্রকারকং নানুপপন্নং ইতি তন্তুচ্ছং, পরম্পরয়া দণ্ডিহাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিত্ত্ব-স্তাপি তাদৃশজ্ঞানকার্য্যতাবচ্ছেদকতয়া সর্ব্বদৈব দণ্ডিমান্ দণ্ডিবদ্বান্ ইতি উভয়াকারানুমিত্যাপত্তেঃ, উভয়ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন্যসৈব সামগ্রীসদ্বাং ইতি দিক্। অপরে তু নোক্তব্যাপ্তিজ্ঞানং দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাং

ইত্যামুহুরিতো হেতুঃ, কিন্তু বক্ষ্যমাণমন্তোহন্তাভাবঘটিতব্যাপ্তিজ্ঞানম্,
অতএব যথাযথমিত্যাদিগ্রন্থোহপি সঙ্গচ্ছতে ইত্যাহঃ ।

অনুবাদ : বাহারা—দণ্ডত্বধর্মিক পূর্বোক্ত (পূর্বোক্ত অর্থে হেতু-
ময়িষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতা) অনবচ্ছেদকত্বজ্ঞানেরই (অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানেরই)
কার্য্যতাবচ্ছেদক (হইল) দণ্ডিত্ত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কামুহুরিতত্ব, (এবং) এই
অনুমিতিতে দণ্ডত্বপ্রকারকত্ব অনুপপন্ন হয় না—এরূপ বলেন, তাঁহাদের
মত তুচ্ছ; (কারণ) পরম্পরাসম্বন্ধে দণ্ডিত্ত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কামুহুরিতত্বেরও
তাঁদৃশ জ্ঞানকার্য্যতাবচ্ছেদকতা থাকায় সর্ব্বদাই “দণ্ডিমান্” “দণ্ডত্ববজ্ঞান্,”
এই উভয়াকার অনুমিতির আপত্তি হয়; উভয়ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেরই সামগ্রী থাকায়
(এরূপ হয়), এইরূপ দিগ্‌দর্শন করা যায়। অপরে—উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান
(অর্থাৎ পূর্বোক্ত মূল দীর্ঘিতিকৃত ব্যাপ্তিজ্ঞান) “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ”
ইত্যাদি অনুমিতিতে হেতু (কারণ) নয়, কিন্তু বক্ষ্যমাণ (অর্থাৎ ভবিষ্যতে
বা অগ্রে বলা হইবে এরূপ) অন্তোন্তাভাবঘটিত ব্যাপ্তিজ্ঞান (ইহার কারণ
বা হেতু, অর্থাৎ “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” এই অনুমিতির কারণ বা হেতু),
অতএব ‘যথাযথ’ ইত্যাদি গ্রন্থও সঙ্গতি সম্পন্ন হইবে—এরূপ বলেন ।

ব্যাখ্যা : “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণধরূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তা-
ভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্ব্যবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং
সামানাধিকরণাৎ” এই ব্যাপ্তিজ্ঞানে “দণ্ডিমান্ দণ্ডিযোগাৎ” অনুমিতি স্থলে
‘দণ্ডী’ সাধের সাধ্যতাবচ্ছেদক দীর্ঘিতিমতে পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডত্ব’ হইলে
অনুমিতিটি “দণ্ডিমান্” না হইয়া “দণ্ডত্ববজ্ঞান্” হয়; কিন্তু, “দণ্ডিমান্” এই
অনুমিতিই প্রসিদ্ধ, ইহা অস্বীকার করিলে অস্বরস হয়। এই প্রসঙ্গে
অনেকের মত আলোচনা করা হইয়াছে। এখন অন্ত একদল নৈয়ায়িকদের
মতামত এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতেছে। কোনো কোনো নৈয়ায়িক
এ প্রসঙ্গে বলেন যে, দণ্ডত্বধর্ম্মিক পূর্বোক্ত অর্থাৎ হেতুময়িষ্ঠাভাবপ্রতি-
যোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানেরই কার্য্যতাবচ্ছেদক হইবে দণ্ডিত্ত্বাবচ্ছিন্ন বিধেয়ক
অনুমিতত্ব, এবং তাহাতে দণ্ডত্বপ্রকারকত্ব অনুপপন্ন হয় না। হেতুময়িষ্ঠা-
ভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব হইল ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব; দণ্ডত্বধর্ম্মিক
হেতুময়িষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব কথার অর্থই হইল দণ্ডত্বধর্ম্মিক
ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব, অর্থাৎ যেস্থলে ‘দণ্ডত্ব’ হইল ব্যাপকতাবচ্ছেদক।

ব্যাপকতাবচ্ছেদকজ্ঞান হইল অহুমিত্তির কারণ, অহুমিত্তি হইল ব্যাপকতাবচ্ছেদকতাজ্ঞানের কার্য, সুতরাং কার্যতাবচ্ছেদক হইল অহুমিত্তিত্ব। এখন, ‘দণ্ড’ধর্মিক ব্যাপকতাবচ্ছেদক হইলে, অর্থাৎ ‘দণ্ডে’ ব্যাপকতাবচ্ছেদক থাকিলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে ‘দণ্ড’, কারণ ‘দণ্ডে’ ব্যাপকতাবচ্ছেদক থাকার অর্থই হইল ‘দণ্ডে’ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক আছে। হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তাহাই ব্যাপ্তির লক্ষণের বক্তব্য বিষয়; দণ্ডে ব্যাপকতাবচ্ছেদক থাকার অর্থই হইল ‘দণ্ড’ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন, সুতরাং ‘দণ্ড’ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক। ‘দণ্ড’ সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলে অহুমিত্তি হয় “দণ্ডবদ্বান্”। গ্রন্থে যে ‘দণ্ডধর্মিক-নিক্তানবচ্ছেদকজ্ঞান’ কথাটি আছে তাহার অর্থ হইল “দণ্ডবদ্বান্” এই অহুমিত্তির কারণস্বরূপ ব্যাপকতাবচ্ছেদকজ্ঞান। “দণ্ডবদ্বান্” এই অহুমিত্তির কারণস্বরূপ ব্যাপকতাবচ্ছেদকতাজ্ঞানই হইল ঐ অহুমিত্তির কারণস্বরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান। ব্যাপকতাবচ্ছেদকজ্ঞানই হইল প্রকারান্তরে ব্যাপ্তিজ্ঞান। এই সকল নৈয়ায়িকগণ, অর্থাৎ ‘যত্ন’ কথার দ্বারা উদ্ভিষ্ট নৈয়ায়িকগণ বলেন যে “দণ্ডবদ্বান্” এই অহুমিত্তির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানেরই কার্যতাবচ্ছেদক হইল দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কাহুমিত্তিত্ব। দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কাহুমিত্তি হইল “দণ্ডমান্”, দণ্ডিত্ব ও দণ্ড একই, তদবচ্ছিন্ন হইল দণ্ডী, ‘দণ্ডী’ বিধেয়ক অহুমিত্তি হইল “দণ্ডমান্”। কার্যতাবচ্ছেদক হইল অহুমিত্তিত্ব। বক্তব্য হইল যে, “দণ্ডবদ্বান্” এই অহুমিত্তির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানই “দণ্ডমান্” এই অহুমিত্তিরও কারণ। “দণ্ডমান্” এই অহুমিত্তির সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘দণ্ড’; এই দণ্ডেতে ব্যাপকতাবচ্ছেদক না থাকিলেও ক্ষতি নাই, দণ্ডে ব্যাপকতাবচ্ছেদকজ্ঞানের দ্বারাই “দণ্ডমান্” এই অহুমিত্তি হইবে। কলে, “দণ্ডমান্” অহুমিত্তিতে দণ্ডপ্রকারকত্বের অহুপপত্তি হয় না, অর্থাৎ ‘দণ্ড’ যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তাহা উপপন্ন হয়। এই সকল নৈয়ায়িকদের বক্তব্য হইল যে, একই ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা “দণ্ডবদ্বান্” এবং “দণ্ডমান্” এই দুই প্রকার অহুমিত্তি হয়, বা এই দুই প্রকার অহুমিত্তির কারণ একই ব্যাপ্তিজ্ঞান। এই প্রকার বক্তব্যের উপরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এই মত তুচ্ছ। কারণ, দুই প্রকার অহুমিত্তির কারণ একই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে সর্বদাই “দণ্ডবদ্বান্”

এবং “দণ্ডিমান্” এই দুই প্রকার অহুমিতিই যুগপৎ হইবে। কেননা, ‘দণ্ডাবচ্ছিন্নবিধেরকাহুমিতিত্বে’রই, অর্থাৎ “দণ্ডবদ্বান্” এই অহুমিতিতে আছে যে অহুমিতিত্ব তাহারই উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের অর্থাৎ ‘দণ্ডবদ্বৈক-নিরুক্তানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদকত্ব থাকে। কিন্তু “দণ্ডিমান্” অহুমিতির কারণও যদি ঐ একই ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় তাহা হইলে “দণ্ডিমান্” এই অহুমিতিতেও উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের, অর্থাৎ দণ্ডবদ্বৈকনিরুক্তানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদকত্ব থাকিয়া যায় ; কলে একই সঙ্গে “দণ্ডবদ্বান্” ও “দণ্ডিমান্” এই উভয়প্রকার অহুমিতি সর্বদাই হইবে। দুই প্রকার অহুমিতির কারণ একই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে “দণ্ডবদ্বান্” স্থলে “দণ্ডব-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের সামগ্রী এবং “দণ্ডিমান্” স্থলে ‘দণ্ড’ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের সামগ্রী ব্যাপ্তিজ্ঞানের মধ্যে থাকিয়া যায়। অর্থাৎ একই ব্যাপ্তিজ্ঞান দুই প্রকার অহুমিতিরই কারণ হইলে ‘দণ্ডত্ব’ এবং ‘দণ্ড’ এতদুভয়ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেরই সামগ্রী (অর্থাৎ উভয়প্রকার অহুমিতির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা) তাহাতে থাকিয়া যায়, এবং তাহাতেই “দণ্ডবদ্বান্” এবং “দণ্ডিমান্” এই উভয়-প্রকার অহুমিতিই সর্বদাই যুগপৎ উপস্থিত হয়। এই প্রকার অনুবিধা বা আপত্তি হয় বলিয়াই জগদীশ বলিলেন যে, এই মত তুচ্ছ, অর্থাৎ ইহা গ্রহণ-যোগ্যই নহে।

এ সম্পর্কে অপর একদল নৈয়ায়িক অন্য মত পোষণ করেন। ‘অপরে তু’ গ্রন্থের দ্বারা তাঁহাদের কথাই বলা হইতেছে। ‘অপরে তু’ গ্রন্থের দ্বারা যে সমস্ত নৈয়ায়িকদের ইঙ্গিত করা হইতেছে তাঁহাদের বক্তব্য হইল যে “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” এই অহুমিতিতে উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ নয়। উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান, অর্থাৎ ‘ধজ্জগবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতা-নবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্বদ্বাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামান্যাদিকরণাৎ” ইত্যাদি যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডত্ব’ ধরিলে অহুমিতি “দণ্ডিমান্” না হইয়া “দণ্ডবদ্বান্” হইবে। উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান “দণ্ডিমান্” এই অহুমিতির কারণ হয় না ; কেননা, ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ড’ না হইয়া পরম্পরাসম্বন্ধে হয় ‘দণ্ডত্ব’। সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ডত্ব’ হইলে উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান “দণ্ডবদ্বান্” এই অহুমিতির কারণ। তখন প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে “দণ্ডিমান্” এই অহুমিতির কারণ কি? অর্থাৎ “দণ্ডিমান্” এই অহুমিতির কারণবন্ধপ

ব্যাপ্তিজ্ঞানটি কি ? ইহার উত্তরে এই সকল নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, “দণ্ডিমান্” এই অহুমিত্তির কারণ হইল অন্তোক্তাভাবঘটিত ব্যাপ্তিজ্ঞান। বর্তমানে আলোচ্য যে সামান্ত্রমুখী ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা “দণ্ডিমান্” এই অহুমিত্তির কারণ নয়। অন্তোক্তাভাবঘটিত ব্যাপ্তিজ্ঞানই হইল “দণ্ডিমান্” এই অহুমিত্তির কারণ। এই অন্তোক্তাভাবঘটিত ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে।

জাগদীশী—নব্যাস্ত্র দণ্ডিমান্ ইতি অহুমিত্তৌ ন সংযোগেন দণ্ডাদে: প্রকারকঞ্চ কিঞ্চ স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধেন। চ চৈবম্ অমুভবাপলাপাপত্তিরিতি বাচ্যম্; দীধিতিকৃৎসতেহপি দণ্ডস্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মবিধয়া সংযোগস্ত চ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসংসর্গ-বিধয়াবগাহিতাঙ্গ্যাপলাপাপত্তে:। (এবঞ্চ দণ্ডমিত্যত্র ভাবার্থো ন বিবক্ষিত:। পরম্পরাসম্বন্ধ—তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নমিত্যর্থ:। তথা চ দণ্ড এব সাধ্যতাবচ্ছেদক: হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ইতি প্রতিযোগিতায়া বক্ষ্যমাণসাধ্যতা-বচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ববিশেষণাদেব নাব্যাপ্তিরিতি) প্রাহ:।

অনুবাদ : নব্যগণ কিঞ্চ—“দণ্ডিমান্” এই অহুমিত্তিতে সংযোগসম্বন্ধে দণ্ডাদি প্রকার হয় না, কিঞ্চ, স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধে (হয়)। ইহাতে অমুভবের অপলাপাপত্তি হয় একরূপ কথা বলা যায় না; (কারণ) দীধিতিমতেও দণ্ডের সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম বিষয়ে এবং সংযোগের (সংযোগ-সম্বন্ধের) সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ বিষয়ে যে দুইটি (বিষয়) গ্রহণ করা হইয়াছে (তাহাতে) অপলাপাপত্তি হয়। (একরূপ হইলে ‘দণ্ডত্ব’ ইত্যাদিতে ভাবার্থ উল্লেখযোগ্য নহে। ‘পরম্পরাসম্বন্ধ’ কথার অর্থ হইল তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। সুতরাং দণ্ডই সাধ্যতাবচ্ছেদক, হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক, এই প্রতিযোগিতাতে বক্ষ্যমাণ সাধ্যতা-বচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ থাকার জন্যই অব্যাপ্তি হয় না;)—এইরূপ উক্তম কথা বলেন।

ব্যাখ্যা : “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” এই অহুমিত্তিতে নব্য নৈয়ায়িকগণ

ভিন্ন মত পোষণ করেন। দীর্ঘিতিমতে এই অহুমিতিতে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডত্ব’ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক-সম্বন্ধ হইল স্বাপ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধ। কিন্তু নব্যগণ ইহা স্বীকার না করিয়া বলিতেছেন যে ‘স্বাপ্রয়াশ্রয়ত্ব’ এবং ‘সংযোগ’ ইহার কোনোটিকেই সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ না ধরিয়া ‘স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাসম্বন্ধ’কে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ধরিলে পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না, এবং সঙ্গতিও রক্ষা হইবে। নব্যগণের মতে “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” অহুমিতি স্থলে স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাসম্বন্ধকে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ধরিলে, অর্থাৎ সাধ্য বা ‘দণ্ডী’ স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাসম্বন্ধে থাকিলে ভূতলে বা পক্ষে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব ধরিয়া চালনীয়স্তায় অহুসারে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা আর হয় না। ‘স্ব’ অর্থে ‘দণ্ডী’, এই দণ্ডিবৃত্তি পুরুষত্ব সকল পুরুষেরই পুরুষত্ব, অর্থাৎ সকল পুরুষেই সেই পুরুষত্ব থাকে ; তদবচ্ছিন্ন-অধিকরণ, অর্থাৎ সেই পুরুষত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণ যে স্থলে পুরুষ থাকে সেই স্থলই হইবে, অর্থাৎ যে কোনো পুরুষাধিকরণ স্থলই স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণ হইবে। এই সম্বন্ধে, অর্থাৎ স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধে সাধ্যকে বা ‘দণ্ডী’কে ধরিলে তৎতৎ দণ্ডীর অভাব আর কোথাও ধরা যায় না ; কারণ, তৎ তৎ দণ্ডীতে যে পুরুষত্ব থাকে তাহা এতদণ্ডীতেও থাকে, ফলে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব আর এতদণ্ডীর অধিকরণে থাকে না। অর্থাৎ, স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতানিরূপিত যে আধের, অর্থাৎ ‘দণ্ডী’, তাহা সমস্ত দণ্ডিব্যক্তিতেই হইয়া যায়, এবং কোনো বিশেষ দণ্ডিব্যক্তির অধিকরণে অপর দণ্ডিব্যক্তির অভাব সঙ্গত আর ধরা যায় না। ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

এখন, এইরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ স্বীকার অসম্ভব বিবক্ষণ এমন কথা বলা যায় না ; কেননা, এই সম্বন্ধ স্বীকারে অসম্ভবের আলাপ হয় বলিলে দীর্ঘিতিমতে এইরূপ দুইটি আলাপ হইয়াছে বলিতে হয়। কারণ, দীর্ঘিতিকার “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” অহুমিতি স্থলে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরাসম্বন্ধে করিলেন ‘দণ্ডত্ব’, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে উক্ত অহুমিতি স্থলে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় ‘দণ্ডিত্ব’ বা ‘দণ্ড’। সুতরাং, ‘দণ্ডী’ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ড’ না ধরিয়া ‘দণ্ডত্ব’ ধরায় অসম্ভবের অপলাপ হইল। দ্বিতীয়তঃ, সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘দণ্ড’ হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক-

সম্বন্ধ হয় সংযোগ ; কিন্তু দীর্ঘিতিকার সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ করিলেন
 বাস্তবাপ্রসঙ্গ, অর্থাৎ ‘দণ্ড’ সাধ্যতাবচ্ছেদকটি বাস্তবাপ্রসঙ্গসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন,
 ইহাই দীর্ঘিতিকারের বক্তব্য। ইহাতে দ্বিতীয়বার অমুভবের অপলাপ হয়।
 স্বয়ং দীর্ঘিতিকার যদি এইরূপ দুইটি অমুভব বিরুদ্ধ বিষয় স্বীকার করেন এবং
 তাহা দোষের না হয়, তাহা হইলে ‘স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধ’
 স্বীকারে একটি মাত্র অমুভব বিরুদ্ধ কথা উপস্থিত হইলে তাহা দোষাবহ
 হইবে কেন ? ইহা সঙ্গতই হইবে। সুতরাং, পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ড’কে
 সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। পরম্পরাসম্বন্ধে ‘দণ্ডী’ সাধ্যের
 সাধ্যতাবচ্ছেদক যে ‘দণ্ড’ তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে। ‘পরম্পরাসম্বন্ধ’
 কথার অর্থ হইল পরম্পরাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। সুতরাং ‘দণ্ড’ই হইল সাধ্যতাব-
 চ্ছেদক ; এবং তাহা হইলে, এই অমুমিতিতে হেতুমগ্নিষ্ট যে অভাব, অর্থাৎ
 ভূতলে আছে যে অভাব, যথা ঘটপটাদির অভাব, সেই অভাবের
 পরম্পরাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তদবচ্ছিন্ন
 যে কোনো সাধ্যের সহিত হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামান্যাদিকরণ্যই
 ব্যাপ্তি। এই সকল নবা নৈয়ায়িকগণের মতে পরম্পরাসম্বন্ধ হইল
 ‘স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধ’। আলোচ্য অমুমিতি স্থলে ভূতলনিষ্ট
 অভাবের স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধে প্রতিযোগিতা তৎ তৎ দণ্ডীতে
 থাকিবে না, ঘটপটাদিতে থাকিবে, ফলে স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধা-
 বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ‘দণ্ড’ হইবে না, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি হইবে ;
 সুতরাং, ‘দণ্ড’ অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি হইতে অর্থাৎ
 হেত্বাদিকরণনিষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন হইল। তাহা
 হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল এস্থলে ‘দণ্ডী’, এই দণ্ডীই হইল
 সাধ্য ; এই সাধ্যের সহিত হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের, অর্থাৎ এস্থলে
 দণ্ডিসংযোগের সামান্যাদিকরণ্য ভূতলে আছে। সুতরাং লক্ষণ ঠিক থাকে।
 নব্যগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের এইরূপ কথা খুবই উত্তম
 কথা, অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত কথা। জগদীশও ইহা স্বীকার করেন।

দীধিত্তি—ইৎহং ইদং জব্যং গুণকর্ম্মান্তত্বে সতি সত্বাচ্ছিত্যাদৌ
সত্বাচ্ছিত্তিকরণগুণাদিনিষ্ঠাত্যস্তাতাবপ্রতিবোগিত্বেহপি জব্যত্বাদেঃ
নাব্যাপ্তিঃ, সাধনস্ত বিশিষ্টসত্বাদেগুণাদাববৃত্তেঃ ।

অনুবাদ : এবং এইরূপ “ইদং জব্যং গুণকর্ম্মান্তত্বে সতি সত্বাৎ”
ইত্যাদি স্থলে সত্বাচ্ছিত্তিকরণে গুণাদিনিষ্ঠ অত্যস্তাতাবের প্রতিবোগিত্ব থাকি-
সত্ত্বেও জব্যত্বাদির অব্যাপ্তি হয় না। (কারণ) বিশিষ্টসত্ত্বারূপ হেতু
গুণাদিতে বৃত্তি হয় না ।

ব্যাখ্যা : দীধিত্তিকার গবেশের মূল ব্যাপ্তির লক্ষণের মধ্যে ‘যজ্ঞপ-
বিশিষ্ট’ কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন ; এখন ‘যজ্ঞপবিশিষ্ট’ কথাটি প্রয়োগের
সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্ত দীধিত্তিকার একটি স্থল নির্দেশ করিতেছেন ।
স্থলটি হইল “ইদং জব্যং গুণকর্ম্মান্তত্বে সতি সত্বাৎ” ; এই স্থলে ‘ইদং’ হইল
পক্ষ, ‘জব্যত্ব’ হইল সাধ্য এবং ‘গুণকর্ম্মান্তত্বে সতি সত্বাৎ’ হইল হেতু ।
বিশিষ্টসত্ত্বা এবং কেবলসত্ত্বা অনতিরিক্ত বলিয়া এই অনুমিতি স্থলে অব্যাপ্তির
আশঙ্কা হয় । কারণ, কেবলসত্ত্বার অধিকরণ জব্য, গুণ, কর্ম্ম হওয়ায় তাহারাও
(গুণ, কর্ম্ম) সত্বাচ্ছিত্তিকরণ হয়, কলে তাহারাও (গুণ, কর্ম্ম) গুণকর্ম্মান্তত্ব-
বিশিষ্টসত্ত্বার অধিকরণ হইয়া যায়, কেননা, বিশিষ্টসত্ত্বা এবং কেবলসত্ত্বা সত্ত্বা
হিসাবে অভিন্ন এবং অনতিরিক্ত । এখন, গুণকর্ম্মে অর্থাৎ হেত্বাচ্ছিত্তিকরণে
জব্যত্বের অভাব সকল সময়েই আছে, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগী হইবে
‘জব্যত্ব’ ; কলে হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগী এবং সাধ্য এক হইয়া যায়
বলিয়া হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধ্য আর
হয় না, সুতরাং অব্যাপ্তি হয় । দীধিত্তিকার বলিতেছেন যে, এই অব্যাপ্তির
আশঙ্কা থাকে না যদি হেতুমগ্নিষ্ঠাতাব না বলিয়া যজ্ঞপবিশিষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞর্ম্মাব-
চ্ছিন্ন অধিকরণনিষ্ঠ অভাব বলা হয় ; অর্থাৎ হেত্বাচ্ছিত্তিকরণকেও তজ্ঞপবিশিষ্ট বা
তজ্ঞর্ম্মাবচ্ছিন্নাধিকরণরূপে গ্রহণ করা যায় । এস্থলে হেতু হইল ‘গুণকর্ম্মান্তত্ব-
বিশিষ্টসত্ত্বা’, এই বিশিষ্টসত্ত্বাত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা জব্যেই
থাকিবে, গুণ-কর্ম্মে থাকিবে না। জব্য-গুণ-কর্ম্মে কেবল সত্ত্বাত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-
নিরূপিত অধিকরণতা থাকিলেও ‘যজ্ঞপ’ পদে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বিশিষ্টসত্ত্বাত্ব
হওয়ায় তজ্ঞপাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা গুণ-কর্ম্মে থাকিবে না,
কেবলমাত্র জব্যেই থাকিবে, এবং তাহা হইলে বিশিষ্টসত্ত্বার অধিকরণ গুণ-

মাত্র অব্যয়ই হইবে। এরূপ হইলে হেতুমিষ্ট অস্তাব বলিতে গুণ-কর্ম-
অব্যয়ের অস্তাব আর ধরা যাইবে না, কেননা, হেতুধিকরণ হইয়া যাইবে
অব্য। অব্যে অব্যয়ের অস্তাব থাকে না, গুণস্বাধির অস্তাব থাকে ; এই
হেতুমিষ্ট অস্তাবের প্রতিযোগী যাহা, তাহা অব্যয় বা সাধ্য হইতে ভিন্ন,
সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণ ঠিক থাকে, অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না।

এইরূপে দীর্ঘিতিকার পদ্যেশোপাখ্যাযের ব্যাপ্তির মূল লক্ষণে ‘যজ্ঞপ-
বিশিষ্ট’ শব্দ নিবেশ করার তাৎপর্য বিবেচনা করিলেন।

জ্ঞাপদীশী—যজ্ঞপবিশিষ্ট ইত্যস্ত কলমাহ ইথঞ্চৈতি। চ
অবধারণে, ইত্যাদৌ, ইত্যাদিষ্টান্বলীয়হেতৌ, তথাচ জ্ঞায়: পক্ষ-
নির্দেশং বিনা ন স্তাদিত্যত ইদং পদেন তন্নির্দেশঃ। এবমগ্ৰেহপি।
যন্তু অব্যে ধর্ম্মিণি তাদাত্ম্যেন গুণকর্ম্মণো: সাধ্যতাপ্রমং নিরসিতুমিদ-
মিতি পক্ষনির্দেশঃ ইতি তদ্বন্দম্। এবমপি ইদম্বিশিষ্টদ্রব্যে গুণ-
কর্ম্মণো: সাধ্যতা প্রমস্তানিরাকরণাদিতি। প্রতিযোগিৎসেহপীতি
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নৎসেহপীত্যর্থঃ। গুণাদাববৃন্তেরিতি গুণা-
দাবভাবাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণং ন
গুণস্তেতি ভাবঃ।

অনুবাদ : ‘ইথঞ্চ’ এই কথায় ‘যজ্ঞপবিশিষ্ট’ এই কথার ‘কল’ বলা
হইতেছে ; ‘চ’ শব্দ অবধারণে (প্রয়োগ করা হইয়াছে)। ‘ইত্যাদৌ’ শব্দে
ইত্যাদি বা এইরূপ জ্ঞায়স্থলীয় হেতুতে (এইরূপ বলা হইতেছে) ; জ্ঞায়
পক্ষনির্দেশ বিনা হয় না, সুতরাং ‘ইদং’ পদের দ্বারা তাহাই নির্দেশ করা
হইতেছে। পরেও এইরূপ করা হইবে। দ্রব্যধর্ম্মিতে গুণকর্ম্মের তাদাত্ম্যের
দ্বারা সাধ্যতাপ্রম নিরসনের জন্য ‘ইদম্’ এই পক্ষনির্দেশ, এইরূপ বাঁহারা
বলেন, তাঁহারা ঠিক নহেন। (কারণ) এইরূপ ‘ইদং বিশিষ্টদ্রব্যে’ই কিন্তু
গুণকর্ম্মের সাধ্যতাপ্রম নিরাকরণ হয় না। ‘প্রতিযোগিৎসেহপি’ এই কথার
অর্থ ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নৎসেহপি’। ‘গুণাদাববৃন্তে:’ কথার অর্থ

‘ঔগাদাবভাবাৎ’ (অর্থাৎ—ঔগাদিতে অবৃষ্টি হওয়ার জন্ত, এইরূপ কথার অর্থ ঔগাদিতে অভাব হয় বলিয়া)। সুতরাং ঔগের হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণত্ব নাই, ইহাই তাৎপর্য।

ব্যাখ্যা : জগদীশ বলিতেছেন যে, যদুনাথ যে গজেশের মূল ব্যাখ্যার লক্ষণে ‘যদ্রূপবিশিষ্ট’ শব্দটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহার সার্থকতা এবং কল নির্দেশ করার জন্তই ‘ইথঞ্চ’ ইত্যাদিরূপ গ্রন্থের অবতারণা কবিয়াছেন। ‘চ’ শব্দ, অর্থাৎ ইথং + চ, এই ‘চ’ শব্দ ‘অবধারণ’ অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। দীপ্তিতিকারের ইথঞ্চ গ্রন্থে যে ‘ইত্যাদৌ’ শব্দ আছে, অর্থাৎ “...সম্বাদিতাদৌ” ইহাতে যে ‘ইত্যাদৌ’ শব্দ আছে তাহার অর্থ হইল ইত্যাদি জ্ঞানস্থলীর হেতুতে ; অর্থাৎ “ইদং দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্তত্বে সতি সম্বাৎ” ইত্যাদি জ্ঞান বা অনুমিতিতে যে হেতু, অর্থাৎ এস্থলে ‘গুণকর্ম্মান্তত্বে সতি সম্বাৎ’ এই যে হেতু, সেই হেতুতে। এবং দীপ্তিগ্রন্থে যে ‘ইদং’ পদটি আছে তাহা পক্ষ নির্দেশক। পরার্থানুমাণে জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া বুঝাইতে হয় ; জ্ঞান শব্দের বাচ্য হইল প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পঞ্চাবয়ব বাক্য। এই পাঁচটি বাক্য প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমেই পক্ষ নির্দেশ করিতে হয়। পক্ষ নির্দেশ না করিলে জ্ঞান যথাযথ হয় না বলিয়া পক্ষ নির্দেশ করা প্রয়োজন ; ‘ইদং’ পদের দ্বারা তাই পক্ষ নির্দেশ করা হইতেছে। অর্থাৎ “ইদং দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্তত্বে সতি সম্বাৎ” এই জ্ঞান স্থলে ‘ইদং’ পক্ষ, ‘দ্রব্যত্ব’ সাধ্য, এবং ‘গুণকর্ম্মান্তত্বে সতি সম্বাৎ’ হইল হেতু। অগ্রেও এইরূপ হইবে, অর্থাৎ পরবর্তী অন্তান্ত অনুমিতি স্থলেও ‘ইদং’ প্রভৃতি পদের দ্বারা এইরূপে পক্ষ নির্দেশ করা হইবে। কেহ কেহ এ সম্পর্কে বলেন যে, ‘গুণকর্ম্ম’কে তাদাক্য্য-সম্বন্ধে সাধ্য এবং ‘দ্রব্য’কে পক্ষ ধরিয়া যদি কেহ ভ্রম করে তজ্জন্তই এই ‘ইদং’ পদ বিশেষরূপে প্রয়োগ করিয়া সেই ভ্রমের আশঙ্কা নিবারণ করা হইয়াছে— কিন্তু, জগদীশ বলিতেছেন যে, এরূপ কথা মন্দ, অর্থাৎ ঠিক নহে। কারণ, ভ্রমবশতঃ গুণকর্ম্মকে সাধ্য এবং দ্রব্যকে পক্ষ ধরিলে সেইরূপ ভ্রম আরও হইতে পারে, যথা, ভ্রমবশতঃ ‘ইদং দ্রব্যং’কে পক্ষ এবং ‘গুণকর্ম্ম’কে সাধ্য ধরাও অসম্ভব নহে, অতএব এবম্ভকার ভ্রম নিরাসনের জন্ত ‘ইদং’ পদের প্রয়োগ এরূপ বলা যাইতে পারে না। সেইজন্তই জগদীশ বলিতেছেন যে এ সকল কল্পনা ঠিক নহে, অযথার্থ। সেইজন্তই পক্ষ নির্দেশ ব্যতীত জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না বলিয়াই ‘ইদং’ পদের প্রয়োগ—পরেও এইরূপ প্রয়োগ হইবে,

ইহাই বার্থ। দীর্ঘিতিগ্রহে ‘প্রতিযোগিত্ব’ কথার অর্থ ‘প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব’, সুতরাং গ্রহে প্রতিযোগিত্ব থাকে সত্ত্বেও ইহার অর্থ
‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব’ বৃত্তিতে বা ধরিতে হইবে। ‘গুণাদাববৃত্তে’
অর্থাৎ গুণাদিতে না থাকায়, ইহার অর্থ ‘গুণাদাবভাবাৎ’ অর্থাৎ গুণাদিতে
না থাকার জন্য, এরূপ অর্থ ধরিতে হইবে। সুতরাং, গুণের হেতুতাবচ্ছেদকা-
বচ্ছিন্নাধিকরণত্ব হয় না—ইহাই অর্থ। অর্থাৎ, বক্তব্য হইল, “ইদং দ্রব্যং
গুণকৰ্ম্মান্তত্বে সতি সত্ত্বাৎ” স্থলে বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা অনতিরিক্ত
বলিয়া হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ সত্তা বলিতে কেবলসত্তাকে হেতু ধরিয়া তদধি-
করণ গুণকৰ্ম্মে তন্নিষ্ট অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব দ্রব্যত্বে অর্থাৎ সাধ্যে থাকিয়া যায় বলিয়া যে অব্যাপ্তির
আশঙ্কা করা যায় তাহা আর হয় না; কারণ, হেতু অর্থাৎ বিশিষ্টসত্তা
(বিশিষ্টসত্তাকে হেতু ধরিয়া) গুণাদিতে অবৃত্তি হয়, বা গুণাদিতে বিশিষ্ট-
সত্তার অভাব থাকে; কেননা, বিশিষ্টসত্তার অধিকরণ হইল শুধুমাত্র দ্রব্য,
এবং সেইজন্যই গুণাদিতে দ্রব্যত্বের অভাব থাকে; কলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ,
অর্থাৎ দ্রব্যনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিত্ব, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-
বচ্ছিন্নত্ব দ্রব্যত্বে থাকে না, এবং তাহা হইলেই হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যায়, অব্যাপ্তির আশঙ্কাও
আর থাকে না। ‘যদ্রূপবিশিষ্ট’ শব্দ প্রয়োগের কলেই এই অব্যাপ্তিটি দূর
হইল। হেতু ‘যদ্রূপবিশিষ্ট’ বা যদ্ব্যবচ্ছিন্ন, হেত্বধিকরণও তদ্রূপবিশিষ্টের বা
তদ্ব্যবচ্ছিন্নের অধিকরণ হইলে এতাদৃশ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। হেতু
এস্থলে ‘গুনকৰ্ম্মান্তত্বে সতি সত্তা’, অর্থাৎ গুণকৰ্ম্ম-ভিন্নত্ব বিশিষ্টসত্তা; হেতু যেরূপ
বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্ন হইল, হেত্বধিকরণও সেইরূপ বিশিষ্টধৰ্ম্মাবচ্ছিন্নাধিকরণ হইল,
অর্থাৎ হেত্বধিকরণ হইল শুধুমাত্র দ্রব্য, এবং তদ্ব্যবচ্ছিন্ন অব্যাপ্তি হইল না।
দীর্ঘিতিকার এইভাবে তাহার গ্রহে ‘যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব’
ইত্যাদি কথার মধ্যে যে ‘যদ্রূপবিশিষ্ট’ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার
সার্থকতা দেখাইলেন।

জাগদীশী—যন্তপ্যবস্ত্তং কুণ্ডাভিঃ পৰ্বতম্ভচক্ষরাদি তন্তদ্ব্যবচ্ছিন্নবিশিষ্ট-
তন্তদ্ব্যবচ্ছিন্নাধিকরণতাব্যক্তিভিরেব ধুমবানিতি প্রত্যয়োপপত্তৌ

ধুম্রাভাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বে মানাভাবাৎ বহিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ
অব্যাপ্তিঃ । হেতুতাবচ্ছেদকীভূতধুম্রাভাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাপ্রসিদ্ধেঃ ।

অনুবাদ : পর্কতত্ব, চত্বরত্বাদি তৎ তৎ ধর্মবিশিষ্ট তৎ তৎ ধুম্রত্বাবচ্ছিন্ন
অধিকরণতাব্যক্তি (আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতাব্যক্তি) অবশ্য স্বীকার্য,
(এবং) তদ্বারাই ধুমবান্ এই প্রত্যয়ের উপপত্তি হওয়াতে ধুম্রত্বাবচ্ছিন্ন
অধিকরণত্ব (আধেয়তানিরূপিত অধিকরণত্ব) প্রমাণাতাব হয় বলিয়া
“বহিমান্ ধূমাৎ” ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি হয় । (কারণ) হেতুতাবচ্ছেদকীভূত
ধুম্রত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণত্বের অপ্রসিদ্ধি হয় ।

ব্যাখ্যা : জগদীশ এস্থলে একটি পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন ।
পর্কত, গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতিতে ধুম থাকে ; এই পর্কতীয় ধুম, গোষ্ঠীয়
ধুম, চত্বরীয় ধুম, মহানসীয় ধুম প্রভৃতি ইহারা পরস্পর ভিন্ন ; কেননা,
পর্কতীয় ধুম পর্কতীয়ত্বধর্মবিশিষ্ট, গোষ্ঠীয় ধুম গোষ্ঠীয়ত্বধর্মবিশিষ্ট, চত্বরীয়
ধুম চত্বরীয়ত্বধর্মবিশিষ্ট, মহানসীয় ধুম মহানসীয়ত্বধর্মবিশিষ্ট ইত্যাদি । এখন
পর্কতে ধুম দেখিয়া যে ‘ধুমবান্ পর্কতঃ’ এই প্রতীতি হয়, অর্থাৎ কোনো
বিশেষ স্থলে ধুম দেখিয়া তাহা ধুমবান্ বলিয়া যে প্রতীতি হয় সেই প্রতীতির
নিয়ামক কি ? পর্কতে ধুম দেখিয়া যে ‘ধুমবান্’ প্রতীতি হয় সেই প্রতীতির
নিয়ামক হইল ‘পর্কতীয় ধুম্রত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা’ ;
সেইরূপ ‘গোষ্ঠীয় ধুম্রত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা’ হইল
‘ধুমবান্ গোষ্ঠঃ’ ; এই প্রতীতির নিয়ামক ইত্যাদি । চত্বরে ‘পর্কতীয় ধুমবান্,
এই প্রতীতি হয় না’ ; মহানসে ‘চত্বরীয় ধুমবান্’ এই প্রতীতি হয় না ;
এইভাবে ভিন্ন অধিকরণে তৎ তৎ ধুমবান্ প্রতীতি বারণের জন্ত তৎ তৎ,
অর্থাৎ ‘পর্কতীয় ধুম্রত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তানিরূপিত ‘অধিকরণতা’ ‘পর্কতীয়
‘ধুমবান্’ এই প্রতীতির নিয়ামক, ‘চত্বরীয় ধুম্রত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত
অধিকরণতা’ ‘চত্বরীয় ধুমবান্’ এই প্রতীতির নিয়ামক ইত্যাদিরূপ বলিতে
হইবে ; এইভাবে তৎ তৎ আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতার দ্বারাই, অর্থাৎ
পর্কতীয়ত্বাদি তৎ তৎ ধর্মাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতার দ্বারাই
‘ধুমবান্’, ইত্যাদি প্রতীতি নির্বাহ হয় । কিন্তু, সামান্ততঃ ‘ধুমবান্’ এই
প্রতীতির জন্ত ‘ধুম্রত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা’, স্বীকার করার

কোনো প্রয়োজন নাই, ধুম-নিরূপিত অধিকরণতার দ্বারাই ইহার উপপত্তি হয়। কারণ, ‘ধুমবান্’ প্রতীতি পর্ত্তাদিতে হইবেই, ব্যাভিচারের কোনো আশঙ্কা নাই।

কিন্তু, এইভাবে সাধারণ প্রতীতির ক্ষেত্রে পৃথক কারকতা অস্বীকার করিলে “বহিমান্ ধুমাৎ” স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা উপস্থিত হয়। “বহিমান্ ধুমাৎ” অহুমিতি স্থলে হেতু অর্থাৎ ধুম প্রতীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘত্ববৃত্ত ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘যজ্ঞপবিশিষ্ট’ ইত্যাদি কথার মধ্যে ‘যৎ’ পদে হেতুকে ধরিয়া যজ্ঞপ-বিশিষ্টাধিকরণের, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার অপ্রসিদ্ধি হয়। কেননা, হেতু অর্থাৎ ধুম সাধারণভাবেই সকল অধিকরণে প্রতীত হয় বলিয়া ‘ধুমবান্’ প্রতীতির জন্ত আর ধুমত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার আবশ্যকতা থাকে না, ফলে ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘যজ্ঞপবিশিষ্ট’ কথার প্রসিদ্ধি না হওয়ার জন্ত অব্যাপ্তি হইয়া যায়। সাধারণ প্রতীতির পৃথক কারকতা অস্বীকার না করার ফলে “বহিমান্ ধুমাৎ” এই প্রসিদ্ধ অহুমিতি স্থলে যে অব্যাপ্তি হয় তাহা নিরসনের উপায় কি? হেতুতাবচ্ছেদকীভূত ধুমত্ব অর্থাৎ ধুম হেতু হইলে হেতুতাবচ্ছেদক হয় ধুমত্ব, এই ধুমত্ব হেতুতাবচ্ছেদক হওয়ার তদবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ধুমত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতার অপ্রসিদ্ধি হয়। এইজন্যই জগদীশ বলিলেন—“হেতুতাবচ্ছেদকীভূত ধুমত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বপ্রসিদ্ধেঃ”। এই অপ্রসিদ্ধিজনিত এইরূপ অব্যাপ্তি দূরীকরণের উপায় কি? জগদীশ সামান্তপ্রতীতির পৃথক কারকতা অস্বীকার কবিয়া এতাদৃশ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিলেন।

জগদীশী—তথাপি হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত-যন্নিষ্ঠাধিকরণতানবচ্ছেদকত্বস্ত সামান্ততঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্বস্ত চ দ্বয়োর্ব্যতিরেকঃ তথাবিধহেতুতাবচ্ছেদকাস্রয়স্ত অধিকরণমেব হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণমিত্যেনেব বিবক্ষিতং, বহিমান্ ধুমাদিত্যাদৌ চ তাদৃশহেত্বধিকরণং ধুমাধিকরণমাত্রং, ত্রব্যং বিশিষ্টসম্বাদিত্যাদৌ চ তাদৃশহেত্বধিকরণং ত্রব্যমেব, ন তু গুণাদিকং, বিশিষ্টসম্বাদে তন্নিষ্ঠাধিকরণতানবচ্ছেদকত্বস্ত সামান্ততঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্বস্ত চ দ্বয়োঃ সম্বাদিতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ : তথাপি হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্যে' স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত যন্ত্রিষ্ঠাধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব এবং সামান্ত্রতঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব এতদুভয়ের ব্যতিরেক (অভাব) সাহায্যে, তথাবিধ হেতুতাবচ্ছেদকাত্ম্যের অধিকরণকেই এইরূপে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণ বলা হয় । 'বহিমান্ ধূমান্' ইত্যাদি স্থলে, এইভাবে, তাদৃশহেত্বধিকরণ ধূমাধিকরণমাত্রই (অর্থাৎ পরস্বতাদি মাত্রই), এবং 'দ্রবাং বিশিষ্টসত্ত্বাং' ইত্যাদি স্থলে, তাদৃশহেত্বধিকরণ দ্রবাই, শুণাদি নহে ; (কেননা), বিশিষ্টগত্ত্বাৎ তন্নিষ্ঠ অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব এবং সামান্ত্রতঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব (এই) উভয়ের অবস্থিতি হয়— এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে ।

ব্যাখ্যা : বিশিষ্ট প্রতীতির দ্বারাই সামান্ত্র প্রতীতি উপপন্ন হয় বলিয়া সামান্ত্রপ্রতীতির পৃথক কারকতা অস্বীকার করিয়া জগদীশ যে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া হইতেছে। "বহিমান্ ধূমান্" এই অহুমিতি স্থলে সামান্ত্রতঃ যে ধূমবান্ প্রতীতি হয় তাহার পৃথক কারকতা বা নিয়ামকতা না থাকায় দীধিতিগ্রন্থোক্ত 'যজ্ঞপবিশিষ্টের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ। এই অনুবিধা দূর করিবার জন্য জগদীশ বলিতেছেন যে, দীধিতিগ্রন্থের "যজ্ঞপবিশিষ্টসমানাধিকরণ" কথার পারিভাষিক অর্থ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই সঙ্গতি রক্ষা হইবে। "যজ্ঞপবিশিষ্টসমানাধিকরণ" কথার পরিভাষিক অর্থ জগদীশ এইরূপ করিলেন—হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্যে' স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত যন্ত্রিষ্ঠাধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব এবং সামান্ত্রতঃ অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব এই উভয়ের অভাব যদি থাকে (অর্থাৎ এতদুভয়ের অভাব যদি হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্যে' থাকে) তাহা হইলে 'যন্ত্রিষ্ঠ' কথার মধ্যে 'যৎ' পদে সাহায্যে উদ্দেশ করা হইয়াছে তাহাই হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণ পদবাচ্য হইবে, বা 'যজ্ঞপবিশিষ্টসমানাধিকরণ' হইবে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণ পদবাচ্য হইবে। এস্থলে হেতু হইল ধূম, সুতরাং হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্য হইল ধূমত্ব ; স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত কথার মধ্যে 'স্ব' অর্থে হেতুতাবচ্ছেদক, হেতুতাবচ্ছেদকের আশ্রয় হইল হেতু, তদধিকরণীভূত অর্থাৎ হেত্বধিকরণীভূত ; যন্ত্রিষ্ঠ অর্থাৎ স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত যে পদার্থ তাহাই 'স্বত্ব', তন্নিষ্ঠ অর্থাৎ হেত্বধিকরণ হইয়াছে যে পদার্থ তাহাই 'যৎ', তন্নিষ্ঠ ; এস্থলে স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত বা হেতুতাবচ্ছেদকাত্ম্যে' স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত অর্থাৎ হেত্বধিকরণীভূত হইল পরস্বত, গোষ্ঠ ইত্যাদি, কেননা, ধূম

হেতু বলিয়া ধূমাদিকরণ পক্ষতঃ, গোষ্ঠ প্রভৃতিই হইবে ; এই হেত্বধিকরগীভূত
 যে পক্ষতাদি তন্নিষ্ঠ অধিকরণতা, অর্থাৎ পক্ষতাদিতে আছে যে অধিকরণতা
 (হেতুর বা ধূমের অধিকরণ পক্ষতাদি হওয়ায় তন্নিষ্ঠ অধিকরণতা বা হেত্বধি-
 করণনিষ্ঠ অধিকরণতা পক্ষতাদিতেই থাকে) সেই অধিকরণতা-নিরূপিত
 আধেয়তা হেতুতে বা এস্থলে ধূমে থাকে । এতাদৃশ অধিকরণতা-নিরূপিত
 আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব পক্ষতীয় বা গোষ্ঠীয় ধূমত্বে আছে, কিন্তু সামান্ততঃ ধূমে
 যে আধেয়তা আছে তাহা এতাদৃশ বা বিশিষ্ট অধিকরণতা-নিরূপিত
 আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব ধূমত্বে থাকে না, অর্থাৎ ধূমত্বে সামান্ততঃ অধিকরণতা-
 নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব থাকে না, কারণ, এতাদৃশ প্রতীতি বিশিষ্ট-
 প্রতীতির নিয়ামক, সামান্তপ্রতীতির নিয়ামকতা পৃথকভাবে হয় না বলিয়া
 ধূমত্বধর্ম সামান্ততঃ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব থাকে না ;
 অর্থাৎ “বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে ধূমত্বে সামান্ততঃ অধিকরণতা-নিরূপিত
 আধেয়তানবচ্ছেদকত্ব থাকে । অপরদিকে, “বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে হেতু-
 ধর্ম বা ধূমত্বে সামান্ততঃ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব থাকে
 না ; কারণ, সামান্ততঃ ‘ধূমবান্’ এই প্রতীতির পৃথক নিয়ামকতা স্বীকৃত নয়
 বলিয়া ‘ধূমত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তা’ সামান্ততঃ ‘ধূমবান্’
 প্রতীতির নিয়ামক বলা যাইবে না, এবং তাহা হইলেই ধূমত্বে সামান্ততঃ
 অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব আরোপ করা যাইবে না, কেননা,
 ইহা অস্বীকৃত হইয়াছে । ফলে, এস্থলে হেতুধর্ম বা ধূমত্বে সামান্ততঃ
 অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্বের অভাব থাকে । সুতরাং,
 “বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম, অর্থাৎ এস্থলে ধূমত্বে বাস্তব্যাধি-
 করগীভূত বা হেতুতাবচ্ছেদকবাস্তব্যাধিকরগীভূত বা হেত্বধিকরগীভূত যে
 পক্ষতাদি, অর্থাৎ ‘যৎ’, তন্নিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিত-আধেয়তানবচ্ছেদকত্ব
 থাকে, এবং সামান্ততঃ অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্বের অভাব
 থাকে ; ধূমত্বে এই উভয় পদার্থের একের ভাব এবং অন্নের অভাব
 থাকায় একই সঙ্গে উভয়ের অভাব ধূমত্বে থাকে, অর্থাৎ ধূমত্বে এতদুভয়াভাব
 থাকে, এবং এই ‘যৎ’ পদই হইল হেত্বধিকরণ পদ্ব্যাচ্য । তাহা হইলেই
 গ্রন্থের সঙ্গতি হয়, অর্থাৎ ‘যজ্ঞপবিশিষ্ট’ কথার এইরূপ পারিভাষিক অর্থের
 দ্বারা অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হয়, এবং দীর্ঘিতিগ্রন্থও রক্ষা হয় । নিজেই
 পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া জগদীশ এইরূপে তাহার উত্তর প্রদান করিলেন ।

উত্তরণক্ষে যে ‘স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত’ শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার বশেষে সার্বকতা আছে। কারণ, ‘স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত’ শব্দটি বাদ দিলে হেতুতাবচ্ছেদকধর্মের বয়িষ্ঠাধিকরণতা ইত্যাদিতে ‘যৎ’ পদে ষট, পট ইত্যাদি যে কোনো পদার্থকে ধরা যায়। তাহা হইলে হেতুতাবচ্ছেদকধর্মের, এখানে ধর্মহে ষটপটাদি দূরবর্তী যে কোনো পদার্থনিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তার অবচ্ছেদকত্ব এবং অনবচ্ছেদকত্ব এতদুভয়ের অভাব সকল সময় থাকিবে, তাহাতে ষটপটাদিও এতাদৃশ পারিভাষিক ধূমাধিকরণ হইয়া যাইবে ; তাহা হইলে, অর্থাৎ ষটপটাদিও ধূমাধিকরণ হইয়া গেলে তাহাতে (অর্থাৎ ষটপটাদিতে) বহির অভাব থাকিয়া যাইবে, এবং অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এইজন্যই, অর্থাৎ এইরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা পরিহারের অন্তই ‘স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত’ এই শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এখন, ‘যজ্ঞপবিশিষ্টসমানাধিকরণ’ কথার যে পারিভাষিক অর্থ ভগদীশ করিলেন তাহা “দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাৎ” এই অনুমিতি স্থলে প্রয়োগ করা যাক। এখানে হেতু ‘বিশিষ্টসত্ত্বাৎ’, সুতরাং হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম হইল বিশিষ্টসত্ত্বাৎ ; হেতুধিকরণ (স্বাশ্রয়াধিকরণ) হইল দ্রব্য ; এই দ্রব্যনিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তানবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্টসত্ত্বাত্ত্বে থাকে না, কারণ, দ্রব্যনিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদক হইল বিশিষ্টসত্ত্বাৎ, সুতরাং বিশিষ্টসত্ত্বাত্ত্বে বা হেতুতাবচ্ছেদকধর্মের দ্রব্যনিষ্ঠাধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তানবচ্ছেদকত্বের অভাব থাকে ; অপরদিকে, সামান্ততঃ অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্টসত্ত্বাত্ত্বে থাকে ; কারণ, বিশিষ্টপ্ৰতীতির পৃথক নিয়ামকতা অবশ্য স্বীকার্য হওয়ায় এক্ষেত্রেও, অর্থাৎ “দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাৎ” এই বিশিষ্ট-অনুমিতি স্থলেও বিশিষ্টপ্ৰতীতির, অর্থাৎ ‘বিশিষ্টসত্ত্বাবান্’ এই প্ৰতীতির পৃথক নিয়ামকতা বা কারকতা অবশ্য স্বীকার্য। ফলে, এই বিশিষ্ট-অনুমিতি স্থলে সামান্ততঃ অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব হইবে দ্রব্যনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব, এবং তাহা (দ্রব্যনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব) বিশিষ্টসত্ত্বাত্ত্বে থাকে ; এখন, হেতুতাবচ্ছেদকধর্মের এতাদৃশ আধেয়তাবচ্ছেদকত্বের অভাব এবং অনবচ্ছেদকত্বের অভাব থাকায় হেতুতাবচ্ছেদকধর্মের অর্থাৎ বিশিষ্টসত্ত্বাত্ত্বে এতদুভয়ের অভাব থাকিল, এবং ‘দ্রব্য’ এখানে ‘যজ্ঞপবিশিষ্টাধিকরণ’ পদবাচ্য হইল, কেননা, ‘বয়িষ্ঠ’ ইত্যাদিতে ‘যৎ’ পদে দ্রব্যকেই ধরা হইয়াছে।

অপরগকে, হেতু যে বিশিষ্টসত্তা তাহা সত্তা হিসাবে অনতিরিক্ত বলিয়া কেবলসত্তাও হইতে পারে। এইরূপ হইলে (অর্থাৎ কেবলসত্তা বা সাধারণ-সত্তা হেতু হইলে) এই অল্পমিতিতে স্বাভাবিকরণীভূত বা হেতুধিকরণীভূত 'যৎ' পদ গুণ-কর্ম হইতে পারে, এই 'যদিষ্ট' বা গুণকর্মনিষ্ঠ অধিকরণতা গুণ-কর্মে থাকে, তদ্বিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্টসত্তাস্বত্তে বা হেতুতাব-চ্ছেদকধর্ম্যে থাকে না, অর্থাৎ গুণকর্মনিষ্ঠাধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তানব-চ্ছেদকত্ব বিশিষ্টসত্তাস্বত্তে বা হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্যে থাকে ; আবার, সামান্ততঃ অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্বও বিশিষ্টসত্তাস্বত্তে বা হেতুতাব-চ্ছেদকধর্ম্যে থাকে, কারণ, হেতু বিশিষ্টসত্তা বলিয়া 'বিশিষ্টসত্তাবান্' এই বিশিষ্টপ্রতীতির পৃথক নিয়ামকতা বা কারকতা স্বীকার্য, সুতরাং বিশিষ্ট-সত্তাস্বাবচ্ছিন্ন (এস্থলে ইহাকেই সামান্ততঃ বলা হইল) অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্টসত্তাস্বত্তে বা হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্যে থাকে ; কলে এতদ্ব্যতিরিক্ত হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্যে তাব থাকায় (অর্থাৎ অভাব না থাকায়) বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা অনতিরিক্ত বলিয়া তদধিকরণ গুণাদিকে ধরিয়া অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না। সুতরাং "ত্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাৎ" স্থলে হেতুধিকরণ ত্রব্যই হইবে, গুণাদি নহে। এইরূপে অঙ্গদ্বীপ গ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষা করিলেন।

জাগদীশী—সাধনভেদেন ব্যাপ্তিভেদাৎ যত্র সাধনতাবচ্ছেদকং ন অধিককরণতাবচ্ছেদকং তত্র তদাশ্রয়সমানাধিকরণত্বমেব নিবেশ-মিত্যপি বদন্তি।

অনুবাদ : সাধন (হেতু) ভেদে ব্যাপ্তিভেদ হয় বলিয়া যেস্থলে সাধনতাবচ্ছেদক অধিকরণতাবচ্ছেদক নহে, সেস্থলে তদাশ্রয়সমানাধিকরণত্ব-কেই নিবেশ করা উচিত, এইরূপও (কেহ কেহ) বলেন।

ব্যাখ্যা : সাধনতাবচ্ছেদক হইল হেতুতাবচ্ছেদক, এই হেতুতাবচ্ছেদক যেস্থলে অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদক নয়, অর্থাৎ বিশিষ্টপ্রতীতি-স্থল নয়, (কারণ, বিশিষ্ট-প্রতীতিরই পৃথক কারকতা বা নিয়ামকতা স্বীকার করিয়া বলা হয়—বিশিষ্টধর্ম্যে হেতুতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-নিরূপিত-সি—৫

আধেরতা বিশিষ্টধর্মীয় হেতুমান্ এই প্রতীতির কারক বা নিয়ামক) সেখানে, অর্থাৎ সামান্তপ্রতীতিস্থলে গল্পেশোপাধ্যায়কৃত 'তদাভ্রসমানাধিকরণ' অর্থাৎ "সংসমানাধিকরণ" এই লক্ষণ নিবেশ করিলেই চলে, দীর্ঘিভিকৃত "যজ্ঞপবিশিষ্ট" কথা নিবেশের প্রয়োজন নাই। এইরূপ করিলে কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ, হেতুভেদে ব্যাপ্তিভেদ হয়। হেতুভেদে ব্যাপ্তিভেদ হয় বলিয়া বিশিষ্টপ্রতীতিস্থলে "যজ্ঞপবিশিষ্ট", এবং সামান্তপ্রতীতিস্থলে "সংসমানাধিকরণ" লক্ষণ নিবেশ করিলে আর কোনো অন্ত্রবিধার সৃষ্টি হয় না—কেহ কেহ এইরূপ বলেন।

**দ্বীষিতি—সামানাধিকরণ্যব্যস্তীনাং ভেদেহপি নিরূপকতাব-
চ্ছেদকস্ত অধিকরণতাবচ্ছেদকস্ত চ ঐক্যাৎ ব্যাপ্তেইক্যৎ**

অনুবাদ : সামানাধিকরণ্যব্যক্তিসমূহের ভেদ সত্ত্বেও নিরূপকতাব-
চ্ছেদকের এবং অধিকরণতাবচ্ছেদকের ঐক্য বশতঃ ব্যাপ্তির ঐক্য (হইয়া
থাকে)।

ব্যাখ্যা : হেতু এবং সাধ্যের সামানাধিকরণ্য যদি ব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ ব্যাপ্তি যদি সামানাধিকরণ্যরূপা হয়, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যের ভিন্নতা বশতঃ ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। মহানসে ধূম এবং বহ্নির যে সামানাধিকরণ্য, পর্বতে ধূম এবং বহ্নির সামানাধিকরণ্য তাহা হইতে পৃথক। কারণ, অধিকরণই এরূপ ক্ষেত্রে ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, মহানসরূপ অধিকরণ এবং পর্বতরূপ অধিকরণ এক নহে, ইহারাই ভিন্ন ভিন্ন, সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্যও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। আর, ব্যাপ্তি সামানাধিকরণ্যরূপা বলিয়া সামানাধিকরণ্যের বিভিন্নতা বশতঃ ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হইবে। মহানসীর ধূমে বহ্নির যে ব্যাপ্তি, পর্বতীর ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি তাহা হইতে পৃথক, সেইরূপ গোষ্ঠীর, চন্দ্রীর প্রভৃতি ধূমেও বহ্নির ব্যাপ্তি সামানাধিকরণ্যের পার্থক্য বশতঃ পৃথক পৃথক। কিন্তু সামানাধিকরণ্যের বিভিন্নতা বা পার্থক্য নিবন্ধন ব্যাপ্তির বিভিন্নতা সত্ত্বেও ব্যাপ্তির ঐক্য ব্যবহার হইয়া থাকে। ব্যাপ্তির এইরূপ

ঐক্য ব্যবহারের কারণ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক এবং অধিকরণতাবচ্ছেদকের (বা হেতুতাবচ্ছেদকের) ঐক্য। নিরূপকতাবচ্ছেদক কথার অর্থ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক, এবং অধিকরণতাবচ্ছেদক কথার অর্থ হইল হেতুতাবচ্ছেদক। কারণ, সাধের দ্বারাই ব্যাপ্তি নিরূপিত হয় বলিয়া ব্যাপ্তির নিরূপক হইল সাধ্য, সেজন্য ব্যাপ্তির নিরূপকতাবচ্ছেদক হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক। অপর-দিকে, ব্যাপ্তি হেতুতে থাকে বলিয়া ব্যাপ্তির অধিকরণ হইল হেতু, সেজন্য ব্যাপ্তির অধিকরণতাবচ্ছেদক হইল হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম। ‘ধূমত্ব’ শব্দে সমস্ত ধূমের অন্তর্গম হয়, অর্থাৎ সমস্ত ধূমেই বা নিখিল ধূমেই এই ধূমত্ব আছে এইরূপ বোধ হয়; সেইরূপ, ‘বহ্নিত্ব’ শব্দে সমস্ত বহ্নির বা নিখিল বহ্নির অন্তর্গম হয়; সেজন্য “বহ্নিমান্ ধূমাৎ” স্থলে ‘বহ্নিত্ব’ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক, এবং ‘ধূমত্ব’ হইল হেতুতাবচ্ছেদক। কোনো স্থলে এই সাধ্যতাবচ্ছেদকের এবং হেতুতাবচ্ছেদকের—বধা, “বহ্নিমান্ ধূমাৎ” স্থলে ‘বহ্নিত্বের’ এবং ‘ধূমত্বের’—ঐক্য প্রতীতি হইলে সেই অন্তর্মিতির সকল ক্ষেত্রেই বা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সাধ্য এবং হেতুর ঐক্য প্রতীতি হয়, কারণ, সমস্ত সাধ্য এবং হেতুর অন্তর্গম সাধ্যতাবচ্ছেদকে এবং হেতুতাবচ্ছেদকে হইয়াছে। এইরূপ হইলে সামানাধিকরণের ভেদ সত্ত্বেও সাধ্যতাবচ্ছেদকের এবং হেতুতাবচ্ছেদকের ঐক্য বশতঃ ব্যাপ্তিরও ঐক্য হইয়া থাকে।

জাগদীশী—নমু সামানাধিকরণস্ত ব্যাপ্তিষ্ণে তস্ত ধূমং প্রতি ভিন্নত্বেন ধূমসামান্ত্রে বহ্নিসামান্ত্রস্ত একাব্যাপ্তিরিতি ব্যবহারোহপি অন্ত্রপন্ন ইত্যত আহ সামানাধিকরণেতি। তথা চ বহ্নিধূমদ্ব্যন্ত-নুগমাদেব তত্র ব্যাপ্তেরৈক্যব্যবহারো ন তু বস্তুগত্যা ব্যাপ্তেরৈক্যমিতি ভাবঃ।

অনুবাদ : যদি বলা যায় সামানাধিকরণের ব্যাপ্তিষ্ণে তাহার প্রতি ধূমে ভিন্নত্বের দ্বারা ধূমসামান্ত্রে বহ্নিসামান্ত্রের “এক ব্যাপ্তিঃ” এই ব্যবহারও অন্ত্রপন্ন হয়, সেজন্য বলা হইল, ‘সামানাধিকরণ’ ইত্যাদি। সুতরাং,

বহিঃস্থ ধূমদ্বারি অহুগম বশতঃ সেন্দলে ব্যাপ্তির ঐক্য ব্যবহার (হয়), প্রকৃতপক্ষে, কিন্তু, ব্যাপ্তির ঐক্য নাই, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : দীধিতিগ্রহে দীধিতিকার বলিলেন যে, সামানাধিকরণ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সবেও সাধ্যতাবচ্ছেদকের এবং হেতুতাবচ্ছেদকের ঐক্য বশতঃ ব্যাপ্তির ঐক্য অসম্ভব হয় ; সামানাধিকরণ্য বিভিন্ন হওয়ার প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তিও বিভিন্ন, কিন্তু, সাধ্যতাবচ্ছেদকের এবং হেতুতাবচ্ছেদকের ঐক্য থাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্তিরও ঐক্য বোধ হয়। মূলগ্রহে গবেষণোপাধায় বলিয়াছেন, “প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যসামানাধিকরণ্যাত্ত্বাত্তাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং তন্ত সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ” —এই সামানাধিকরণ্যই যদি ব্যাপ্তি হয় তাহা হইলে সামানাধিকরণ্য ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। যথা, পক্ষিতে বহিঃস্থের সামানাধিকরণ্য, গোষ্ঠে বহিঃস্থের সামানাধিকরণ্য, চত্বরে বহিঃস্থের সামানাধিকরণ্য এক নহে, ইহার পৃথক পৃথক। এখন, সামানাধিকরণ্যই যেহেতু ব্যাপ্তি, সূত্রায় সামানাধিকরণ্য বিভিন্ন বলিয়া বহিঃস্থের ব্যাপ্তিও পক্ষিত, গোষ্ঠে, চত্বরাदिতে বিভিন্ন হইবে। কিন্তু, এরূপ হইলে সামান্ততঃ ধূমে বা ধূম সামান্তে যে বহিসামান্তের ব্যাপ্তি ব্যবহার তাহা ঠিক নহে ; কেননা, সামানাধিকরণ্যই যেহেতু ব্যাপ্তি সেজন্য সামানাধিকরণ্যের বিভিন্নতা বশতঃ ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন, ফলে সামান্তব্যাপ্তি অসম্ভব হয়, অর্থাৎ ধূমসামান্তে বহিসামান্তের যে একব্যাপ্তি এই ব্যবহারও হইতে পারে না। এই প্রকারের আশঙ্কা (পূর্বপক্ষ) করিয়াই দীধিতিকার ‘সামানাধিকরণ্য’ ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিলেন। কোনো বিশেষস্থলে, যথা মহানসে, বহিঃপ্রত্যক্ষের দ্বারা বহিঃস্থের অহুগম হয়, অর্থাৎ সকল বহিকে একরূপ চিন্তা করিয়া এই মহানসীর বহিতে যে বহিঃস্থ আছে সেই বহিঃস্থ সকল বহিতেই আছে এইরূপ প্রতীতি হয়, এবং এইভাবে ধূম প্রত্যক্ষের দ্বারা ধূমস্থের অহুগম হয়। এইরূপ অহুগম বশতঃই ব্যাপ্তির ঐক্য ব্যবহার হয়। অর্থাৎ মহানসে বহিঃস্থের সামানাধিকরণ্যরূপ যে ব্যাপ্তি তাহা বহিঃস্থের এবং ধূমস্থের অহুগম বশতঃ অন্তঃপ্রযুক্ত হয়। পক্ষিতে ধূম প্রত্যক্ষ করিয়া বহির অহুমিতিকালে পক্ষীয় ধূমে পক্ষীয় বহির সামানাধিকরণ্যরূপ যে ব্যাপ্তি তাহা এবং মহানসীর ধূমে মহানসীর বহির সামানাধিকরণ্যরূপ যে ব্যাপ্তি তাহা যে এক, পৃথক নহে, এই প্রতীতি বহিঃস্থের এবং ধূমস্থের অহুগম বশতঃই হইয়া থাকে।

একতপক্ষে ব্যাপ্তি কিন্তু এক নহে, সামান্যাদিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন। পৰ্ব্বতীয় ধূমে পৰ্ব্বতীয় বহ্নির ব্যাপ্তি এক, মহানগরীয় ধূমে মহানগরীয় বহ্নির ব্যাপ্তি আর এক, গোষ্ঠীয় ধূমে গোষ্ঠীয় বহ্নির ব্যাপ্তি অন্য এক ; এইরূপ সামান্যাদিকরণ্য ভিন্ন বলিয়া ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন। ব্যাপ্তির যে ঐক্যরূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে চিন্তা করা হয় তাহা ব্যবহার মাত্র, অল্পম বশতঃই এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ; একতপক্ষে ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন—ইহাই তাব, অর্থাৎ ইহাই দীর্ঘিতিকারের বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

দীর্ঘিতি—বস্তুতঃ ধূমত্বাদি বিশিষ্ট ব্যাপকবহ্নিসামান্যাদিকরণ্যস্য রাসত্বাদিসাধারণত্বাচ্চ ধূমত্বাদিমতি তাদৃশসামান্যাদিকরণ্যং তদ্বতি ধূমত্বাদিকং বা ব্যাপ্তিঃ, আত্মা ভিন্না দ্বিতীয়া তু অভিন্নৈবেতি স্যেন্ন।

অনুবাদ : বস্তুতঃপক্ষে ধূমত্বাদি বিশিষ্ট (অর্থাৎ ধূম) ব্যাপক বহ্নি-সামান্যাদিকরণ্যের রাসত্বাদি সাধারণত্ব হেতু (বশতঃ) ধূমত্বাদিমতে (ধূমত্ব-
াদিকরণে, অর্থাৎ ধূমে) তাদৃশ সামান্যাদিকরণ্য, অথবা তদ্বতে (তদ্বতিকরণে)
ধূমত্বাদি (হয়) ব্যাপ্তি ; প্রথমটি (প্রথম লক্ষণটি) ভিন্ন (ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্তির
ক্ষেত্র)। দ্বিতীয়টি অভিন্ন (অভিন্ন বা ঐক্য ব্যাপ্তির ক্ষেত্র)—এইরূপ চিন্তা
করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : “বহ্নিমান্ ধূমাৎ” এই অল্পমিতির পরামর্শ হইল ‘বহ্নিব্যাপ্য-
ধূমবান্ অয়ং পৰ্ব্বতঃ’ ; অথবা ‘ধূমব্যাপকবহ্নিসামান্যাদিকরণধূমবান্ অয়ং
পৰ্ব্বতঃ’ ; পরামর্শই হইল অল্পমিতির কারণ। এখন, ধূমব্যাপক যে বহ্নি,
সেই বহ্নি সামান্যাদিকরণ্যই যদি পরামর্শ হয় তাহা হইলে অনুবিধার সৃষ্টি
হয়। যথা, পৰ্ব্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করিয়া পৰ্ব্বতে যে বহ্নির অল্পমিতি হয়
সেস্থলে পৰ্ব্বতস্থ অন্তান্ত পদার্থের সহিত বহ্নির সামান্যাদিকরণ্য থাকায়
পরামর্শের আকার ভিন্নরূপ হইতে পারে—যেমন, পৰ্ব্বতে রাসত, বৃক্ষ প্রভৃতি
পদার্থ থাকায় পৰ্ব্বতে বহ্নির সহিত রাসতাদির সামান্যাদিকরণ্য থাকিয়া
যায়। কলে, “পৰ্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ” এই অল্পমিতিতে ‘ধূমব্যাপকবহ্নি-

সামান্যিকরণবাস্তবান্ পরীতঃ' এইরূপ পরামর্শ হইতে পারে। কিন্তু, 'ধূমবাপকবহিসমানাধিকরণবাস্তবান্ পরীতঃ' এই পরামর্শ "বহিসমান্ ধূমাৎ" এই অসুবিধার কারণ হয় কি করিয়া? এই প্রকার অসুবিধার আশঙ্কা করিয়া দীর্ঘাতিকার 'সামান্যিকরণ্য' শব্দের অর্থ সংকোচ করিয়া দিলেন। দীর্ঘাতিকার সামান্যিকরণ্যের দুই প্রকার অর্থ করিলেন—এক অর্থ হইল 'হেতুতাবচ্ছেদকবতি সামান্যিকরণ্য', অন্য অর্থ হইল 'সামান্যিকরণ্যবতি হেতুতাবচ্ছেদক'। "বহিসমান্ ধূমাৎ" স্থলটি গ্রহণ করিলে সামান্যিকরণ্য শব্দের প্রথম অর্থ হইল 'ধূমত্বাদিমতি তাদৃশসামান্যিকরণ্য', অর্থাৎ 'হেতুতাবচ্ছেদকবতি সাধ্য-সামান্যিকরণ্য'; 'ধূমত্বাদিমতি' কথার অর্থ হইল ধূমত্ববিশিষ্ট বা হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট, ধূমত্ববিশিষ্ট হইল ধূম বা হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট হইল হেতু, এই ধূমে বা হেতুতে যে সাধ্য-সামান্যিকরণ্য তাহাই ব্যাপ্তি, ইহা সামান্যিকরণ্য কথার প্রথম অর্থ। দ্বিতীয়তঃ, সামান্যিকরণ্য শব্দের অর্থ 'তদ্বতি ধূমত্বাদি'; 'তৎ' পদে সামান্যিকরণ্য, অর্থাৎ 'তদ্বতি' হইল সামান্যিকরণ্যবতি, সামান্যিকরণ্যবতি শব্দের অর্থ সামান্যিকরণ্যবিশিষ্ট, এই সামান্যিকরণ্য বিশিষ্ট ধূমত্বাদি বা হেতুতাবচ্ছেদকাদি হইল ব্যাপ্তি। এখন সামান্যিকরণ্য থাকে হেতুতে এবং হেতুতাবচ্ছেদকও থাকে হেতুতে, সুতরাং হেতু সামান্যিকরণ্য এবং হেতুতাবচ্ছেদক এতদুভয়েরই অধিকরণ হয়। তাহা হইলে, একই অধিকরণে, অর্থাৎ হেতুতে সামান্যিকরণ্য এবং হেতুতাবচ্ছেদক এই দুইই থাকায় সামান্যিকরণ্যসম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদকে সামান্যিকরণ্য থাকে; সুতরাং সামান্যিকরণ্যসম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদক হইল সামান্যিকরণ্যবিশিষ্ট, (এবং সামান্যিকরণ্যও হইল হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট)। এই সামান্যিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদক হইল ব্যাপ্তি; ধূমত্ব প্রভৃতি হইল হেতুতাবচ্ছেদক, সেইজন্যই বল। হইল সামান্যিকরণ্যবিশিষ্ট ধূমত্বাদি হইল ব্যাপ্তি। এতাদৃশ সামান্যিকরণ্যবিশিষ্ট ধূমত্বাদিকে ব্যাপ্তি বলিলে সেই ব্যাপ্তি সমস্ত ধূমেই থাকিবে, ধূমত্ব সকল ধূমের সাধারণ বর্ণ বলিয়া সমস্ত ধূমেই ইহা প্রযোজ্য। সামান্যিকরণ্যের এইরূপ অর্থ করিলে আর রাসভাষিতে পরামর্শ হয় না, কারণ, ধূমত্ববিশিষ্ট সামান্যিকরণ্য বা সামান্যিকরণ্যবিশিষ্ট ধূমত্ব কোনটিই রাসভাষিতে থাকে না। অপরদিকে, সামান্যিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তি ভিন্ন বলিলে সামান্যিকরণ্য শব্দের প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলেই

চলে এবং সমস্ত ধূমে বা হেতুতে সামানাধিকরণ্যের ভেদ সত্ত্বেও একই ব্যাপ্তি থাকে একরূপ বলা হইলে সামানাধিকরণ্য শব্দের দ্বিতীয় অর্থ প্রয়োগ করিলেই গ্রহ সঙ্গতি হইবে। সামানাধিকরণ্য শব্দের এই দুই প্রকার অর্থ করার প্রয়োজনীয়তা ইহাই।

জাগদীশী—নমু এবং সামান্তলক্ষণাহীকারে মহানসীমবহি-
সামানাধিকরণ্যস্ত স্মৃতস্ত পক্ষবৃদ্ধিধূমাদৌ অভাবাৎ পৰ্ব্বতীমবহি-
সামানাধিকরণ্যস্ত প্রাক্ অনমুভবাৎ কুতঃ পরামর্শ ইত্যাহঙ্কারাম্
একৈব হি সা ব্যাপ্তিরিতি পরামর্শীয়ঃ সিদ্ধান্তগ্রন্থোহসঙ্গতঃ ইত্যত আহ
বস্তুতস্ত ইতি। রাসভাদীতি, তথা চ ধূমব্যাপকবহিসামানাধিকরণ-
রাসভবান্ পৰ্ব্বত ইতি পরামর্শাৎ অপি অমুমিতিঃ স্তাৎ ইতি ভাবঃ।

অমুবাদ : যদি বলা যায়, সামান্ত লক্ষণা অস্বীকার করিলে পক্ষবৃদ্ধি
ধূমাহিতে মহানসীম বহিসামানাধিকরণ্য-স্মৃতির অভাব হওয়ায় পৰ্ব্বতীয়
বহিসামানাধিকরণ্যের পূর্ব অনমুভব বশতঃ পরামর্শ কোথায় ? (অর্থাৎ
পরামর্শ হয় কি করিয়া ?) এই আশঙ্কার ‘একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ’ ইত্যাদি
পরামর্শীয় সিদ্ধান্তগ্রন্থ অসঙ্গত (হইয়া পড়ে), ইত্যাদির জন্ত ‘বস্তুতস্ত’
প্রভৃতি বলা হইল। ‘ধূমব্যাপকবহিসামানাধিকরণ্যরাসভবান্ পৰ্ব্বতঃ’ ইত্যাদি
পরামর্শ হইতেও অমুমিতি হয়, সুতরাং ‘রাসভাদি’ ইত্যাদি (গ্রন্থ),—
ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : সামান্তলক্ষণার সাহায্যে বিশেষ ধূম প্রত্যক্ষে বা এক ধূম-
ব্যক্তি প্রত্যক্ষে সর্বধূম বা ধূমসামান্তের প্রতীতি হয়, সেইরূপ এক বহিব্যক্তি
প্রত্যক্ষে সামান্তলক্ষণার সাহায্যে বহিসামান্তের প্রতীতি হয়। কলে,
কোনো স্থানে বহি-ধূমের সামানাধিকরণ্য দেখিয়া সামান্তলক্ষণার সাহায্যে
বহিসামান্ত এবং ধূমসামান্তের প্রতীতি হয়, এবং উদ্ধারা সর্বক্ষেত্রেই ধূম
প্রত্যক্ষের দ্বারা বহুঅমুমিতি সম্ভব হয়। কিন্তু, সামান্তলক্ষণা স্বীকার না
করিলে এক ধূমব্যক্তি এবং এক বহিব্যক্তির সামানাধিকরণ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা
বহিসামান্ত এবং ধূমসামান্তের সামানাধিকরণ্য প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না।

মহানসে বহি-ধূমের সামান্যাদিকরণ্য প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার পর যখন পৰ্বতে ধূম প্রত্যক্ষ হয় তখন পৰ্বতে অর্থাৎ পক্ষে বৃষ্টি হইয়াছে যে ধূম তাহার, অর্থাৎ পক্ষবৃষ্টি ধূমের সহিত বহির সামান্যাদিকরণ্যের অল্পভব হয় না। কারণ, সামান্তলক্ষণা অস্বীকার করার পক্ষে, অর্থাৎ পৰ্বতাদিতে ধূমাদি দর্শনে পূর্বাভূত মহানসী ধূমের সহিত বহিসামান্যাদিকরণ্যের স্থিতির অভাব হয়। কেননা, মহানসী ধূম এবং পৰ্বতীয় ধূম পৃথক ব্যক্তি হওয়ার মহানসী ধূমের সহিত বহিসামান্যাদিকরণ্যরূপ যে স্থিতি তাহা পৰ্বতীয় ধূমের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, কারণ, সামান্তলক্ষণা যখন অস্বীকার করা হইতেছে তখন ধূমব্যক্তি ভিন্ন বলিয়া সামান্যাদিকরণ্যও ভিন্ন ভিন্ন। একরূপ হইলে পৰ্বতে বহ্যুস্থিতির পরামর্শ কি হইবে? সামান্যাদিকরণ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার মহানসে বহ্যুস্থিতির যে পরামর্শ তাহা পৰ্বতে বহ্যুস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না, ফলে পৰ্বতে বহ্যুস্থিতির পরামর্শের অভাব হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার ‘পরামর্শীয়সিদ্ধান্ত’ গ্রন্থে বলিলেন যে “একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ সর্বধূমসাধারণী”, অর্থাৎ এক ধূমব্যক্তিতে যে ব্যাপ্তি থাকে তাহা সর্বধূমে, ধূমসাধারণে বা ধূমসামান্ত্রে থাকে। সর্বধূমে একই ব্যাপ্তি যদি থাকে তাহা হইলে পরামর্শের আর অভাব হয় না; কারণ, মহানসে ধূমে বহিসামান্যাদিকরণ্যরূপা ব্যাপ্তি থাকায় পরামর্শ হইয়াছিল ‘ধূমব্যাপকবহিসামান্যাদিকরণ্য ধূমবৎ মহানসং’, সেই ব্যাপ্তি যদি পৰ্বতীয় ধূমে থাকে তাহা হইলে পৰ্বতে বহ্যুস্থিতির পরামর্শ হইবে ‘ধূমব্যাপকবহিসামান্যাদিকরণ্য-ধূমবৎ-পৰ্বতঃ’; একই ব্যাপ্তি সর্বত্র অর্থাৎ সর্বধূমে থাকায় পরামর্শের অভাব হয় না, এবং অহুমিতিও সম্ভবপর হয়। গঙ্গেশোপাধ্যায় এইভাবে সামান্তলক্ষণা অস্বীকার করার যে অনুবিধা হয় তাহা দূর করিলেন। কিন্তু, দীর্ঘমিতিকার বলিলেন যে, ব্যাপ্তির ঐক্য ঐক্য শুধু ব্যবহার মাত্র, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তি ভিন্ন, এক নহে। পৰ্বতীয় ধূমে যে ব্যাপ্তি তাহা মহানসী ধূমে যে ব্যাপ্তি থাকে তাহা হইতে ভিন্ন; ধূমত্বের এবং বহ্যুত্বের অল্পগম বশতঃ ব্যাপ্তির ঐক্য-ব্যবহার হইয়া থাকে, বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন ধূমে একই ব্যাপ্তি থাকে-না, ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন বলিলে গঙ্গেশের “একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ” ইত্যাদি গ্রন্থ অল্পপন্ন হইয়া যায়। সুতরাং এই অনুবিধা দূর করা যায় কিরূপে? এইপ্রকার পূর্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়া দীর্ঘমিতিকার “বস্তুতন্ত” ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিলেন।

“পর্য্যতো বহিমান্ ধূমাৎ” এই অহুমিতি স্থলে পরামর্শ হইল ‘ধূমব্যাপক-বহিসমানাধিকরণধূমবান্ পর্য্যতঃ’। এখন, ব্যাপ্তি যদি শুধু সামানাধিকরণ্য-রূপা হয়, অর্থাৎ শুধুমাত্র সামানাধিকরণ্যই যদি ব্যাপ্তি হয়, তাহা হইলে, পর্য্যতে সাধ্যের সহিত, বা এস্থলে বহির সহিত পর্য্যতঃ রাসভ, বৃক্ষ, প্রভৃতিরও সামানাধিকরণ্য আছে ; রাসভাদি পর্য্যার্থ পর্য্যতে থাকার কালে রাসভাদিও পর্য্যতঃ বহির সামানাধিকরণ হয়। তাহা হইলে ‘ধূমব্যাপক-বহিসমানাধিকরণ-রাসভবান্ পর্য্যতঃ’ এই পরামর্শ হইতে “বহিমান্” এই অহুমিতি হউক ; অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যই যখন ব্যাপ্তি, তখন পর্য্যতে বহির সহিত রাসভাদির সামানাধিকরণ্যাবশতঃ “ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণ-রাসভবান্ পর্য্যতঃ” এই পরামর্শ “পর্য্যতো বহিমান্” এই অহুমিতির কারণ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তো আর হয় না ; “পর্য্যতো বহিমান্” অহুমিতির প্রতি কারণ বা পরামর্শ হইল ‘ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণ-ধূমবান্ পর্য্যতঃ’, ‘ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণরাসভবান্ পর্য্যতঃ’ নহে। এইরূপ অনুবিধার আশঙ্কা করিয়াই দীক্ষিতিকার “রাসভাদি” ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিলেন।

জাগদীশী—ন চ ধূমাদিব্যাপকবহিসমানাধিকরণধূমাদিমন্তা-নিশ্চয়ত্বেনৈব পরামর্শস্ত ধূমাদিলিঙ্গকানুমিতৌ হেতুত্বাৎ উক্তব্যাপ্তেঃ রাসভাদিসাধারণোহপি ন ক্ষতিরिति বাচ্যং। পক্ষধর্ম্মাংশে বিষয়তয়া অনুমিতিজনকতাবচ্ছেদকত্বৈব ব্যাপ্তিপদার্থতয়া ধূমত্বাদে: তদ্বিনিবেশে তদবটিতত্বৈব ব্যাপ্তিত্বাৎ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ : ধূমাদিলিঙ্গক অহুমিতির প্রতি ধূমাদিব্যাপক বহিসমানাধিকরণ ধূমাদিমান্ এই নিশ্চয়ত্বরূপে পরামর্শের কারণতা থাকায় উক্ত ব্যাপ্তির রাসভাদি সাধারণোও ক্ষতি নাই—এরূপ বলা যায় না। (কারণ), পক্ষ-ধর্ম্মাংশে (অর্থাৎ হেতুতে), বিষয়বিধয়া (অর্থাৎ বিষয়রূপে) অহুমিতি-জনকতাবচ্ছেদকেরই ব্যাপ্তিপদার্থতা থাকায় তাহাতে ধূমত্বাদির নিবেশ করিলে তদবটিত ব্যাপ্তি হইতে পারে।

ব্যাখ্যা : জগদীশ এস্থলে একটি পূর্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। ধূমাদিলিঙ্গক অহুমিতিতে, অর্থাৎ ধূমাদি হেতুক অহুমিতিতে,

অর্থাৎ যে অহুমিতিতে ধূম হইল হেতু, অর্থাৎ সহজ কথায় “বহিমান্ ধূমাৎ” এই অহুমিতি স্থলে পরামর্শ হইল ‘ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণধূমবান্’। ব্যাপ্তি যদি শুধুমাত্র সামানাধিকরণরূপা হয়, তাহা হইলে, পক্ষভেদে রাসভাদির সহিত বহির সামানাধিকরণ্য বশতঃ ‘ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণরাসভবান্ পক্ষভেদঃ’ “বহিমান্” অহুমিতির প্রতি কারণ বা পরামর্শ হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা পূর্বেই করা হইয়াছে, এবং এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্তই দীর্ঘতিকাের “রাসভাদি” গ্রন্থের সূচনা। কিন্তু, জগদীশ এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, বহির সহিত পক্ষভেদে রাসভাদির সহিত সামানাধিকরণ্য বশতঃ ‘ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণ-রাসভবান্’ এই পরামর্শ হইলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যে বা ব্যাপ্তিতে রাসভাদি সাধারণ পদার্থ থাকিলে ক্ষতি কি? কেননা, যে অহুমিতিতে হেতু হইল ‘ধূম’, সেস্থলে ‘ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণধূমবান্ পক্ষভেদঃ’ এই পরামর্শই অবশ্য কারণ হইবে। সাধ্য ‘বহি’, এবং হেতু ‘ধূম’, এই ধূমে বহির সামানাধিকরণ্য বশতঃ ‘ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণধূমবান্ পক্ষভেদঃ’ এই পরামর্শ না হইলে “পক্ষভেদে বহিমান্” এই অহুমিতিই হইবে না। এই পরামর্শ যখন অবশ্য এই অহুমিতির কারণ হয়, তখন ইহার অর্থাৎ ঐ পরামর্শের দ্বারাই এই অহুমিতি, অর্থাৎ “বহিমান্” এই অহুমিতি সম্ভব। পরামর্শের মধ্যে রাসভাদি পদার্থের প্রবেশ ঘটিলেও ‘ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণধূমবান্ পক্ষভেদঃ’ এই পরামর্শজ্ঞানের হানি হয় না, এবং এই পরামর্শই যখন “বহিমান্” এই অহুমিতির কারণ, তখন অহুমিতিও সম্ভব। সুতরাং, ‘ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণরাসভবান্’ এইরূপ পরামর্শ হইলে আশঙ্কার কিছু নাই, এবং ইহাতে যখন “বহিমান্” অহুমিতির কোনো বাধা ঘটে না তখন পরামর্শের মধ্যে রাসভাদি অধিক পদার্থের প্রবেশ ঘটিলেও কোনো ক্ষতি নাই। এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, অহুমিতির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় হইল ব্যাপ্তি, অর্থাৎ বিষয়তা সযত্নে ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকে ব্যাপ্তিতে; তাহা হইলে ব্যাপ্তি হইল ব্যাপ্তিজ্ঞান-বিশিষ্ট, অর্থাৎ ব্যাপ্তি হইল ব্যাপ্তিজ্ঞানাবচ্ছেদক। ব্যাপ্তিজ্ঞানই যেহেতু অহুমিতির কারণ বা জনক, সুতরাং ব্যাপ্তি হইল অহুমিতিজনকতাবচ্ছেদক; ব্যাপ্তি থাকে হেতুতে, পক্ষধর্মতা হেতুতেই থাকে, সুতরাং হেতুই হইল পক্ষধর্ম। কলে, এই পক্ষধর্ম্যাংশে বা হেতুতে বিষয়তা সযত্নে (ব্যাপ্তিজ্ঞানের

বিষয় ব্যাপ্তি বলিয়া বিষয়তা সম্বন্ধে) অহুমিতিজনকতাবচ্ছেদকই ব্যাপ্তি-
পদার্থ। সুতরাং পরামর্শের মধ্যে হেতুর প্রবেশ হইলে তবেই ব্যাপ্তি সম্ভব,
নতুবা নহে। পরামর্শের মধ্যে হেতু আসিলে অস্ত্র অধিক পদার্থ প্রবিষ্ট
হইলেও অহুমিতির কোনো বাধা হয় না, কিন্তু হেতু ব্যতীত ব্যাপ্তি এবং
অহুমিতি কিছুই সম্ভব নহে। “পর্যন্তো বহিমান্” অহুমিতির প্রতি ‘ধূম-
ব্যাপকবহিসমানাধিকরণধূমবান্ পর্যন্তঃ’ এই নিশ্চয়ত্বরূপেই কারণতা স্বীকৃত,
সুতরাং রাসভাদি সাধারণ পদার্থে সামানাধিকরণ্য থাকিলেও “বহিমান্”
অহুমিতির প্রতি ইহা কারণ হইবে না। তাহা হইলে রাসভাদি সাধারণে
ব্যাপ্তি থাকিলেই বা ক্ষতি কি? এই আশঙ্কা করিয়া জগদীশ বলিলেন যে
পক্ষধর্ম্যাংশে অর্থাৎ হেতুতে অহুমিতিজনক যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই জ্ঞানের বিষয়
যে ব্যাপ্তি তাহা হেতুতে থাকে। অতএব পরামর্শে ধূমত্বাদির প্রবেশ
ঘটিলেই ‘ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণধূমবান্ পর্যন্তঃ’ এই পরামর্শ কারণ হয়,
অন্তর্ধার ‘ধূমব্যাপকবহিসমানাধিকরণরাসভবান্ পর্যন্তঃ’ এই পরামর্শ
হইতেও “বহিমান্” অহুমিতির আপত্তি হইতে পারে। জগদীশের ইহাই
অভিমত।

জগদীশী—ধূমত্বাদিমতীতি। তথা চ তস্মৈতি মূলস্থং তৎ পদং
লক্ষ্যে লক্ষণে চ উভয়ত্র এব অস্থিতমিতি ভাবঃ। নমু সাধননিষ্ঠ-
সামানাধিকরণ্যস্ত ব্যাপ্তিস্থে একৈব হি ইতি গ্রন্থানুপপত্তিস্তদবশ্চৈব,
তথা বিশিষ্টসম্ব্যাপকীভূত্বেদ্রব্যস্যসামানাধিকরণ্যবতঃ সম্বস্ত গুণাদৌ
পরামর্শাৎ গুণেহপি দ্রব্যত্বানুমিতেঃ প্রমাৎ স্মাদত আহ তদ্বতীতি।
তাদৃশসামানাধিকরণ্যবতি ইত্যর্থঃ। তথা চ তাদৃশসামানাধিকরণ্য-
বিশিষ্টে ধূমৎ ব্যাপ্তিঃ, তৎপ্রকারিকৈব পক্ষধর্ম্মত্যাধীঃ অহুমিতিহেতুঃ
তত্র নীলঘটকপ্রকারকবুদ্ধৌ ঘটকস্ত ইব স্বরূপতঃ এব ধূমত্বস্ত ভানং ন
তু ধূমত্বম্, ন অতো গৌরবমিতি ভাবঃ।

অনুবাদ : ধূমত্বাদিমতি ইত্যাদি। সুতরাং ‘তত্’ ইত্যাদি মূলস্থ
‘তৎ’ পদকে লক্ষ্যে এবং লক্ষণে উভয়ত্রই অস্থিত করিতে হইবে—ইহাই
ভাব। যদি বলা হয়, সাধননিষ্ঠ (অর্থাৎ হেতুনিষ্ঠ) সামানাধিকরণ্যের

ব্যাপ্তিও সঙ্কেত “একৈব হি” ইত্যাদি গ্রন্থের অনুপপত্তিতে তদবস্থাই হয়—
এবং বিশিষ্টসত্তার ব্যাপকীভূত দ্রব্যত্ব সামান্যাদিকরণ্যবান্ সত্তার গুণান্বিতে
পরামর্শ হয় বলিয়া গুণেও দ্রব্যাত্মমিতির প্রমাত্তাপত্তি হয়, এজন্য বলা হইল
‘তদ্বতি’ ইত্যাদি। (‘তদ্বতি’ কথার অর্থ) তাদৃশ সামান্যাদিকরণ্যবতি,
ইহাই অর্থ। সুতরাং তাদৃশসামান্যাদিকরণ্যবিশিষ্ট ধুমত্ব ব্যাপ্তি, তৎ
(ব্যাপ্তি) প্রকারক পক্ষধর্মতায়ীই (পক্ষধর্মতাজ্ঞানই) অনুমিতির হেতু
(কারণ), তদ্বার নীলবটত্বপ্রকারক বুদ্ধিতে বটত্বের মত ধুমত্বের স্বরূপতাই
জান হয়, কিন্তু ধুমত্বত্বের (জান) হয় না, সেজন্য গৌরব হয় না,—ইহাই
ভাব।

ব্যাখ্যা : জগদীশ দীপ্তিগ্রন্থের “ধূমত্বাদিবিশিষ্ট” ইত্যাদি কথার
ব্যাখ্যা করিতেছেন। মূলে, অর্থাৎ গদ্যেষ্কৃত ব্যাপ্তির লক্ষণে—“তেন সমং
তত্ত্ব সামান্যাদিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ” ইত্যাদি কথা আছে ; লক্ষণস্থিত এই ‘তত্ত্ব’
শব্দে যে ‘তৎ’ পদ সেই ‘তৎ’ পদের অর্থ লক্ষ্য এবং লক্ষণ উভয়ের সহিতই
হইবে। ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্ণয়ই হইল আমাদের আলোচ্য বিষয়, সুতরাং
আমাদের লক্ষ্য হইল ব্যাপ্তি ; আর সেই লক্ষ্যের বা ব্যাপ্তির লক্ষণ কি ?—
“তেন সমং তত্ত্ব সামান্যাদিকরণ্যং” হইল সেই লক্ষ্যের লক্ষণ। জগদীশ
বলিতেছেন যে, লক্ষণের এই ‘তত্ত্ব’ শব্দে যে ‘তৎ’ পদ সেই ‘তৎ’ পদকে,
অর্থাৎ হেতুপদকে (কারণ, মূল লক্ষণে ‘তত্ত্ব’ কথার অর্থ ‘হেতুর’) লক্ষ্য
এবং লক্ষণ এই উভয় স্থলেই প্রয়োগ করিতে হইবে। লক্ষণে ‘তৎ’ পদ
প্রয়োগ করাই আছে ; তাহার সহিত, অর্থাৎ সাধ্যের সহিত ‘তাহার’
(তত্ত্ব) অর্থাৎ হেতুর সামান্যাদিকরণ্যই হইল ব্যাপ্তি, সুতরাং লক্ষণে হেতুর
(‘তৎ’ পদের) উল্লেখ করাই আছে। লক্ষ্যেও হেতুর বা ‘তৎ’ পদের
প্রয়োগ থাকিতে হইবে ; লক্ষ্য হইল ব্যাপ্তি, এই লক্ষ্যে হেতুর অর্থ করিতে
হইলে “হেতুনিষ্ঠ ব্যাপ্তি” এইরূপ বলিতে হইবে ; সুতরাং লক্ষণে হেতু
পদের বা মূলস্থ ‘তৎ’ পদের অর্থের কলে লক্ষণ হইবে “হেতুনিষ্ঠ সামান্যাদি-
করণ্য”, আর লক্ষ্যে ‘তৎ’ পদের বা হেতু পদের অর্থের কলে লক্ষ্য হইবে
“হেতুনিষ্ঠ ব্যাপ্তি” ; অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য হইবে “হেতুনিষ্ঠ ব্যাপ্তি”, এবং
লক্ষণ হইবে “হেতুনিষ্ঠ সামান্যাদিকরণ্য”। লক্ষ্যে এবং লক্ষণে উভয় স্থলেই
যদি ‘তৎ’ পদ বা হেতুপদ প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে কতি হইবে। প্রথমতঃ
যদি লক্ষণে হেতুপদ বা ‘তৎ’ পদ প্রয়োগ না করা হয় তাহা হইলে

“সামান্যাদিকরণ্য” হইবে লক্ষণ এবং হেতুনিষ্ঠ ব্যাপ্তি হইবে লক্ষ্য। তদুপায় সামান্যাদিকরণ্য, অর্থাৎ সাধ্যসামান্যাদিকরণ্য যদি লক্ষণ হয়, তাহা হইলে পরীতে সাধ্যের বা বহির রাসভাদির সহিত সামান্যাদিকরণ্য থাকিয়া যায়, কলে রাসভাদিতে অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণ চলিয়া যায়। আমাদের লক্ষ্য হইলে “হেতুনিষ্ঠ ব্যাপ্তি”, কিন্তু, তদুপায় ‘সামান্যাদিকরণ্য’ ব্যাপ্তির লক্ষণ হইলে রাসভাদিতে সামান্যাদিকরণ্য বশতঃ রাসভ, বৃক্ষ প্রভৃতি দূরবর্তী অধিক পদার্থনিষ্ঠ ব্যাপ্তিতে লক্ষণ চলিয়া যাইবে এবং অলক্ষ্যে লক্ষণ যাওয়ার কলে অভিব্যাপ্তি দোষ ঘটবে। সুতরাং লক্ষণ সংকোচের প্রয়োজন হয় বলিয়া লক্ষণে ‘হেতু’ পদের প্রয়োগ করিয়া “হেতুনিষ্ঠ সামান্যাদিকরণ্য” একরূপ বলিতে হয়। অপরপক্ষে, যদি লক্ষ্যে ‘হেতু’ পদের প্রয়োগ না করা হয় তাহা হইলে “হেতুনিষ্ঠ সামান্যাদিকরণ্য” হইবে লক্ষণ, এবং ‘ব্যাপ্তি’ হইবে লক্ষ্য; তাহা হইলে, পরীতে রাসভ, বৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ যেহেতু বর্তমান সেজন্য রাসভাদিতেও ব্যাপ্তি থাকে, কলে “হেতুনিষ্ঠ সামান্যাদিকরণ্য” বা “হুমনিষ্ঠ সামান্যাদিকরণ্য”রূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ রাসভাদিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না, ইহাতে লক্ষ্যে লক্ষণ না যাওয়ার জন্য অব্যাপ্তি হয়। সেইজন্যই জগদীশ বলিলেন লক্ষ্য এবং লক্ষণ উভয়ই ‘তৎ’ পদ বা ‘হেতু’ পদ প্রয়োগ করিতে হইবে।

তদুপায় “হেতুনিষ্ঠ সামান্যাদিকরণ্য”রই ব্যাপ্তিই আছে বা “হেতুনিষ্ঠ সামান্যাদিকরণ্য”ই ব্যাপ্তি এই কথা বলিলে সামান্যাদিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। পরীতে বহির সহিত হুমের, বা সাধ্যের সহিত হেতুর যে সামান্যাদিকরণ্য, মহানসে সাধ্যের সহিত হেতুর সামান্যাদিকরণ্য তাহা হইতে ভিন্ন, এবং এইরূপে গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতিতেও সাধ্যের সহিত হেতুর সামান্যাদিকরণ্য ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু, ব্যাপ্তি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে মূলকারের, অর্থাৎ গবেষণোপাখ্যায়ের পরামর্শগ্রন্থিত “একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ” ইত্যাদি গ্রন্থ অল্পপন্ন হইয়া পড়ে। আবার, “ত্রয়াং বিশিষ্টসত্তাং” অস্থিতিস্থলে পরামর্শ হইবে “বিশিষ্টসত্তাব্যাপকত্বব্যবসামান্যাদিকরণ্যবিশিষ্ট সত্তাবান্”, অর্থাৎ এই পরামর্শ ত্রব্যাস্থানুমিতির কারণ। বিশিষ্টসত্তা এবং ত্রব্যাস্থ এতদুভয়ের অধিকরণ হইল ত্রব্য; বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলমত্তা সত্তা হিসাবে অনতিরিক্ত বলিয়া ত্রব্যে বিশিষ্টসত্তা থাকায় সত্তাও থাকে; সত্তা আবার তৎপদার্থও থাকে, অর্থাৎ সত্তার অধিকরণ ত্রব্যও বটে, তৎপদার্থও বটে।

সত্তা এবং বিশিষ্টসত্তা এক বলিয়া হেতুর (বিশিষ্টসত্তার) গুণকর্মে থাকার
 ফলে গুণকর্মে অর্থাৎ হেতুধিকরণে দ্রব্যত্বের অর্থাৎ সাধ্যের অমুমিতি স্বীকার
 করিতে হয়, এবং এই অমুমিতিকে প্রমামুমিতি বলিতে হয়। এইপ্রকার
 অনুবিধা দূরীকরণের অভিপ্রায়েই দীধিতিকারের “তদ্বতি” ইত্যাদি গ্রন্থ।
 ‘তদ্বতি ধুমত্ব’ অর্থাৎ ‘তদ্বতি হেতুতাবচ্ছেদক’ যদি ব্যাপ্তি হয় তাহা হইলে
 আর ঐ সকল আপত্তি ওঠে না। তদ্বতি হেতুতাবচ্ছেদক হইল সামানাধি-
 করণ্যবিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদক; সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে সামানাধিকরণ্য
 হেতুতাবচ্ছেদকে থাকে বলিয়া হেতুতাবচ্ছেদক হইল সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট
 হেতুতাবচ্ছেদক; এই সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদকই যদি ব্যাপ্তি
 হয় তাহা হইলে তাহা সমস্ত হেতুতেই থাকিবে, কেননা, হেতুতাবচ্ছেদক
 সকল হেতুরই সাধারণ ধর্ম। ‘ধুম’ হেতু হইলে ধুমত্ব অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য-
 বিশিষ্ট ধুমত্ব যদি ব্যাপ্তি হয়, তাহা হইলে সেই ধুমত্ব সমস্ত ধূমেরই সাধারণ
 ধর্ম বলিয়া সকল ধূমেই থাকে। ফলে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে, অর্থাৎ পরস্পর-
 গোষ্ঠে, চত্বর ইত্যাদিতে ধুম পৃথক পৃথক হইলেও ‘ধুমত্ব’ সাধারণ বলিয়া ব্যাপ্তি
 পৃথক পৃথক না হইয়া সমস্ত ধূমে একই ব্যাপ্তি হইবে। সুতরাং পক্ষেশের
 “একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ সর্বধুমসাধারণী” ইত্যাদি গ্রন্থ আর অমুপপন্ন হইবে
 না। অপরদিকে, “দ্রব্যং বিশিষ্টসত্তাং স্থলে ‘সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট বিশিষ্ট-
 সত্তাত্ব’ হইবে ব্যাপ্তি, কারণ বিশিষ্টসত্তা হেতু বলিয়া হেতুতাবচ্ছেদক হইবে
 বিশিষ্টসত্তাত্ব। এই বিশিষ্টসত্তাত্ব বিশিষ্টসত্তাতেই থাকে, কেবলসত্তাতে
 থাকে না, ফলে সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট বিশিষ্টসত্তাত্ব বিশিষ্টসত্তাতেই
 থাকিবে, কেবলসত্তাতে থাকিবে না; এই বিশিষ্টসত্তার অধিকরণ গুণকর্ম
 হয় না, দ্রব্যই হয়, সেজন্য গুণে দ্রব্যত্বের বা সাধ্যের অমুমিতির গ্রন্থ আর
 ওঠে না। এইরূপে ‘তদ্বতি ধুমত্বাদি’ গ্রন্থের দ্বারা এই সমস্ত আপত্তির
 নিরসন হয়। ‘তদ্বতি’ কথার অর্থ তাদৃশ সামানাধিকরণ্যবতি, অর্থাৎ সাধ্য-
 সামানাধিকরণ্যবতি, অর্থাৎ সাধ্যসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট। সুতরাং, কল-
 কথা হইল সাধ্যসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট ধুমত্ব বা হেতুতাবচ্ছেদক হইল
 ব্যাপ্তি। তৎপ্রকারক পক্ষধর্মত্যাগী হইল অমুমিতির হেতু বা কারণ। ‘তৎ’
 পদের অর্থ এস্থলে ব্যাপ্তি, তৎপ্রকারক কথার অর্থ ব্যাপ্তিপ্রকারক, পক্ষধর্মত্যাগী
 হইল পক্ষধর্মত্যাগী; সুতরাং ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মত্যাগী হইল অমু-
 মিতির কারণ বা হেতু, অর্থাৎ পরামর্শ। ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মত্যাগী

পরামর্শ হইলে “দ্রব্য বিশিষ্টসত্ত্বাৎ” স্থলে ‘সামাধিকরণ্যবিশিষ্ট বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ’ হইল ব্যাপ্তি, পক্ষ হইল দ্রব্য ; এই ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান দ্রব্যোতেই হইবে, গুণকর্মে হইবে না, কলে গুণকর্মে দ্রব্যদ্বাহুমিতির সম্ভাবনা আর থাকে না ।

বলা হইল, সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট ধুম্র বা হেতুভাবচ্ছেদক হইল ব্যাপ্তি ; কিন্তু আমরা জানি অমুল্লেখ্যমান জাতির স্বরূপতঃ ভান হয়, উল্লেখ্যমান জাতির ক্ষেত্রে তাহা হয় না । এক্ষেত্রে সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট ধুম্র বা হেতুভাবচ্ছেদক হইল জাতি, এবং উল্লেখ থাকায় ইহা উল্লেখ্যমান জাতি, ইহার স্বরূপতঃ ভান হইবে না, ইহার উপর আরও ধর্ম ভাসমান হইবে, অর্থাৎ ধুম্রত্ব, ধুম্রত্বত্ব ইত্যাদি হইতে পারে ; এইরূপ হইলে, অর্থাৎ ধুম্রত্বের উপর আরও ধর্ম ভাসমান হইলে গৌরব দোষ হইবে । এইরূপ আশঙ্কা করিয়া জগদীশ বলিতেছেন যে নীলঘটত্বপ্রকারক বুদ্ধিতে যেমন ঘটত্বের স্বরূপতঃ ভান হয় সেইরূপ ধুম্রত্বেরও স্বরূপতঃ ভান হইবে, ধুম্রত্বস্বরূপ ভান হওয়ার আশঙ্কা নাই । নীলঘট দৈবিত্ব বা পীতঘট দৈবিত্ব নীলঘটত্ববিশিষ্ট নীলঘট, পীতঘটত্ববিশিষ্ট পীতঘট, রক্তঘটত্ববিশিষ্ট রক্তঘট এইরূপ প্রতীতিই হইয়া থাকে ; অর্থাৎ নীলঘটত্বের, পীতঘটত্বের স্বরূপতঃ ভানই হয় । ‘নীলঘটে’ নীলঘটত্ব বুদ্ধিই স্বাভাবিক, নীলত্ববিশিষ্ট ঘটত্ববিশিষ্ট বুদ্ধি বা নীলত্ব-ঘটত্ব-বিশিষ্ট বুদ্ধি অস্বাভাবিক বা অমূল্যব বিকল্প । সেইরূপ, এখানেও ‘ধুম্র’ জাতি উল্লিখিত হইলেও ইহার স্বরূপতঃ ভানই হইবে, ইহার উপর আর পৃথক জাতি ভাসমান হইবে না । তাৎপর্য এই যে, যে রূপ ‘নীলো ঘটঃ’ এই বিশিষ্ট বুদ্ধিতে নীলত্বসামানাধিকরণ্য পরম্পরাক্রমে ঘটত্বে ভান হইলেও ঘটত্বত্ববিশিষ্ট ঘটত্বে ঐ ভান হয় না, কিন্তু স্বরূপতঃ ঘটত্বেই ঐ ভান হইয়া থাকে ইহা সর্বসম্মত, সেইরূপ ধুম্রব্যাপকবহিঃসামানাধিকরণ্য পরম্পরাক্রমে ধুম্রত্বরূপ ব্যাপ্তিতে থাকিলেও ধুম্রত্বে ধুম্রত্বত্ববিশিষ্ট ভান হয় না, স্বরূপতঃ ধুম্রত্বেই পরম্পরাক্রমে সেই সামানাধিকরণ্য ভান হয় । সুতরাং এখানে গৌরব দোষ হয় না । ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের অভিপ্রায় ।

জগদীশী—আন্তোতি । তথা চ তাম্রপাদায়ৈব পর্বতীয়বহি-
ধুম্রয়োঃ অসম্বন্ধর্থাৎ তয়োঃ কথং ব্যাপ্তিগ্রহ ইতি পরামর্শীয়পূর্বপক্ষ-
গ্রহ ইতি ভাবঃ । দ্বিতীয়োতি । তথা চ তাম্রভিপ্রেত্য এব একৈব হি

স্যা ব্যাপ্তিরিতি পরামর্শীয়সিদ্ধান্তগ্রহ ইতি ভাবঃ। যত্র একমেব
সাধ্যাধিকরণং তত্র এতদ্রূপবান্ তত্রসাদিত্যাদৌ আত্মাপি অভিপ্রৈব
যত্র চ দ্রব্যত্বাদৌ সাধ্যে রূপত্বব্যাপ্যজাতিমতো হেতুঃ তত্র হেতুতাব-
চ্ছেদকীভূত-নীলত্বাদিজাতীনাং নানাভেন দ্বিতীয়াপি কচিৎ ভিন্নৈবেতি
মন্তব্যম্।

অনুবাদ : আত্মা ইত্যাদি। সুতরাং তাহাকে (হেতুতাবচ্ছেদকাব-
জ্ঞিয়নিষ্ঠ তাদৃশ সামানাধিকরণরূপ ব্যাপ্তিকে) লক্ষ্য করিয়াই পর্কর্তীয় বহি-
ও ধূমের অসন্নিকর্ষ বশতঃ ব্যাপ্তিগ্রহ করুপে হইবে ইত্যাদি পরামর্শীয়
পূর্বাক্ষ, ইহাই ভাব। দ্বিতীয়া ইত্যাদি। সুতরাং তাহাকে (তাদৃশসামা-
নাধিকরণাবিশিষ্ট ধূমত্বাদিরূপ ব্যাপ্তিকে) অভিপ্রায় করিয়াই “একৈব হি সা
ব্যাপ্তিঃ” ইত্যাদি পরামর্শীয় সিদ্ধান্তগ্রহ, ইহাই ভাব। যেস্থলে একই সাধ্যা-
ধিকরণ সেস্থলে “এতদ্রূপবান্ এতদ্রস্যাং” ইত্যাদি স্থলে আত্মাও অভিপ্রৈ ;
এবং যেস্থলে দ্রব্যত্বাদি সাধ্যে রূপত্বব্যাপ্যজাতিমতের হেতুত্ব, সেস্থলে
হেতুতাবচ্ছেদকীভূত নীলত্বাদিজাতিসমূহের নানা হেতু দ্বিতীয়াও ভিন্নই,
এইরূপ ব্রিতি হইবে।

ব্যাখ্যা : সামানাধিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার মহানসীয
বহি-ধূমের সামানাধিকরণ্যে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা পর্কর্তীয় বহি-ধূমের
সামানাধিকরণ্যে থাকে না ; কলে পর্কর্তে ধূম প্রত্যক্ষ করিয়া বহ্যহুমিতি
সম্ভব হয় না। মহানসীয ধূমে বহির যে ব্যাপ্তি, পর্কর্তীয় ধূমে সেই ব্যাপ্তির
সন্নিকর্ষ হয় না, কেননা, ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন ; সুতরাং পর্কর্তীয় ধূমে ব্যাপ্তি-
গ্রহের বা ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাব হয় বলিয়া অহুমিতিও সম্ভব নয়। “আত্মা
ভিন্না” ইত্যাদি কথার দ্বারা এইরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা করা হইয়াছে।
সামানাধিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তির ভিন্নতাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পূর্বপক্ষ
উৎপাদিত হইয়াছে। এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তর প্রদানের অভিপ্রায়েই
মূলকর্তার পদ্যেশোপাধ্যায় “একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ সর্বধূমসাধারণী” ইত্যাদি কথা
তাঁহার ‘পরামর্শীয়-সিদ্ধান্ত’গ্রহে সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার ‘পরামর্শীয়-
সিদ্ধান্ত’গ্রহে “একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ” ইত্যাদি সিদ্ধান্তের দ্বারা উক্তরূপ পূর্ব-
পক্ষের উত্তর প্রদান করিলেন। সমস্ত ধূমে বা নিখিল ধূমে একই ব্যাপ্তি
বাকিলে পর্কর্তীয় ধূমে যে ব্যাপ্তি, মহানসীয ধূমেও সেই একই ব্যাপ্তি বাকিলে

এবং তাহা হইলে মহানসীম ধূমে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহার সন্নিবর্তনের অভাব আর পক্ষতীর ধূমে থাকিবে না, কলে অল্পমিতিও সম্ভব হইবে। “আত্মা” এবং “বিতীয়া” এই দুইটি কথার ইহাই ভাবার্থ। দীধিতিমতে ব্যাপ্তির যে ঐক্যরূপ তাহা লোক ব্যবহার মাত্র, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তি সামান্যাদিকরণ্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে গঙ্গেশের ‘পরামর্শীয়-সিদ্ধান্ত’ গ্রন্থে “একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ” ইত্যাদি প্রসঙ্গ অস্থপন্ন হয়। সুতরাং, সঙ্গতি রক্ষার জন্য দীধিতিকার ব্যাপ্তির দুইটি লক্ষণ করিলেন ; প্রথমটি ‘হেতুভাবচ্ছেদক-বিশিষ্ট সামান্যাদিকরণ্য’ এবং দ্বিতীয়টি হইল ‘সামান্যাদিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুভাবচ্ছেদক’। সামান্যাদিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তির ভেদ স্বীকারে প্রথম লক্ষণটি প্রযোজ্য, এবং ব্যাপ্তির ঐক্যরূপ স্বীকারে দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রযোজ্য ; এইরূপে দীধিতিকার নিজের এবং গঙ্গেশের গ্রন্থসঙ্গতি রক্ষা করিলেন।

“আত্মা ভিন্না”—অর্থাৎ প্রথম লক্ষণটি ব্যাপ্তির ভিন্নতা স্বীকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—এরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু, সাধ্যাদিকরণ যে স্থলে এক, অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণ যে স্থলে একটি মাত্রই, দ্বিতীয় হয় না, সেরূপ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ প্রথম ব্যাপ্তিও অভিন্ন হয়। “এতদ্রূপবান্ এতদ্রূপাং” ইত্যাদি অল্পমিতি স্থলে সাধ্য হইল ‘এতদ্রূপ’, এবং হেতু হইল ‘এতদ্রূপ’, ‘এতদ্রূপ’ সাধ্য হইলে ‘এতৎ’ শব্দে যে বিশেষকে উল্লেখ করা হইতেছে তাহাতেই শুধুমাত্র সাধ্যাদিকরণতা আছে, অর্থাৎ ‘এতদ্রূপ’বতেই কেবলমাত্র সাধ্যাদিকরণতা থাকে, অন্তর্জ থাকে না। অধিকরণ এইভাবে একটি মাত্র হইলে তাহাতে হেতুসামান্যাদিকরণ্যও একটি মাত্র হইবে, সামান্যাদিকরণ্য ভিন্ন হইবে না ; সামান্যাদিকরণ্য ভিন্ন না হওয়ার ব্যাপ্তির ভিন্নতার প্রশ্নও আর ওঠে না, সুতরাং উক্ত লক্ষণ এক্ষেত্রে বা এরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এই লক্ষণের ইহাই ব্যতিক্রম। এই জন্যই বলা হইল “একমেব সাধ্যাদিকরণ” স্থলে “আত্মা ভিন্না” নহে, “আত্মা অভিন্না”। অর্থাৎ শুধুমাত্র ব্যাপ্তির ভিন্নতা স্থলেই যে প্রথম লক্ষণটি প্রযোজ্য তাহা নহে, উক্তরূপ স্থলে, অর্থাৎ যে স্থলে সাধ্যাদিকরণ একটি মাত্রই হয় সেরূপ স্থলে ব্যাপ্তি এক বা অভিন্ন হইলেও (অর্থাৎ সেরূপ স্থলে ব্যাপ্তির ভিন্নতা না থাকিলেও) প্রথম লক্ষণ প্রযোজ্য হয়। অপরপক্ষে, ব্যাপ্তির ঐক্য স্বীকারে দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রযোজ্য এ কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু, একই প্রকার হেতু এবং একই প্রকার সাধ্য স্থলে হেতুভাবচ্ছেদক যেস্থলে ভিন্ন ভিন্ন সেস্থলে দ্বিতীয়

লক্ষণ প্রযোজ্য নহে। “ব্রব্যব্ধবান্ রূপত্বব্যাপ্যজাতিমতঃ” স্থলে সাধ্য হইল ‘ব্রব্যব্ধ’, এবং হেতু হইল ‘রূপত্বব্যাপ্যজাতিমৎ’, রূপত্বব্যাপ্য জাতি হইল নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি, তাদৃশ জাতিমৎ বা জাতিমান্ হইল নীল, পীত ইত্যাদি ; এই জাতিমান্ যখন হেতু, তখন হেতুতাবচ্ছেদক হইবে নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি। সুতরাং ‘রূপত্বব্যাপ্যজাতিমৎ’ এই হেতুর হেতুতাবচ্ছেদক নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এইরূপে নীল পীত ইত্যাদির সামানাধিকরণ্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে, এবং তাহা হইলে, ‘সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদক’রূপ ব্যাপ্তি সকল ক্ষেত্রেই অভিন্ন হইবে এরূপ কথা আর বলা যাইবে না, কারণ, হেতুতাবচ্ছেদকও, অর্থাৎ নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন, কলে দ্বিতীয় লক্ষণ এরূপ স্থলে প্রযোজ্য নয়। এইজন্যই বলা হইল “দ্বিতীয়াপি ভিন্না”, অর্থাৎ ব্যাপ্তি এক বা অভিন্ন এই মত স্বীকারেই শুধু যে দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রযোজ্য তাহাই নহে, উক্তরূপ উদাহরণ স্থলে, অর্থাৎ যেস্থলে একই প্রকার হেতু এবং সাধ্য থাকে সত্ত্বেও হেতুতাবচ্ছেদক ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন, সেরূপ স্থলেও দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রযোজ্য ; এইরূপ ব্যাপ্তির ভিন্নতা থাকিলেও দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রযোজ্য হয় বলিয়াই বলা হইল “দ্বিতীয়াপি ভিন্না”, অর্থাৎ অভিন্ন ব্যাপ্তির স্থলেই শুধু নয়, ভিন্ন ব্যাপ্তির স্থলেও এই দ্বিতীয় লক্ষণের প্রয়োগ হয়। কোনো কোনো নৈসর্গিক এইরূপ মত পোষণ করেন।

**দীর্ঘিতি—অয়ং কপিসংযোগীএতদ্বৃক্ষত্বাদিত্যাদিসংগ্রহান্না-
সমানাধিকরণান্তম্।**

অনুবাদ : অয়ং কপিসংযোগীএতদ্বৃক্ষত্বাৎ” এই অহুমিতি স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য অসমানাধিকরণ পর্যন্ত (অর্থাৎ “প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ” এই কথার সন্নিবেশ)।

ব্যাখ্যা : গজেশোপাখ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণে “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-সমানাধিকরণাত্তাবৎ……” ইত্যাদি কথার মধ্যে ‘প্রতিযোগ্যসমানা-
করণ’ কথার ব্যাখ্যা এতাবৎ দেওয়া হয় নাই, এখানে ‘প্রতিযোগ্যসমানা-

বিকরণ' কথার ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্তি দীর্ঘতীকার "অয়ং কপিসংযোগীএতদ্ভুক্তত্বাৎ" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। "অয়ং কপিসংযোগীএতদ্ভুক্তত্বাৎ" এই অর্থমিতি স্থলে 'কপিসংযোগ' হইল সাধ্য, 'অয়ং' পক্ষ, এবং 'এতদ্ভুক্তত্ব' হইল হেতু। হেত্বধিকরণ হইল 'এতদ্ভুক্ত'; হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ এতদ্ভুক্তে অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ আছে, কিন্তু মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগ নাই। মূলাবচ্ছিন্ন এতদ্ভুক্তে কপিসংযোগ না থাকায় কপিসংযোগের অভাব থাকিল, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগী কপিসংযোগ বলিয়া সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'কপিসংযোগত্ব'। পুনরায়, এস্থলে 'কপিসংযোগ' সাধ্য বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'কপিসংযোগত্ব'; কলে, হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ এতদ্ভুক্তে কপিসংযোগাভাব থাকায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও কপিসংযোগত্ব হইয়া যায়। ইহার কলে হেত্বধিকরণে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক আর হয় না, কারণ হেত্বধিকরণে (মূলাবচ্ছিন্ন এতদ্ভুক্তে) কপিসংযোগাভাব থাকায় হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক উভয়েই হয় কপিসংযোগত্ব; সুতরাং অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এই অব্যাপ্তি বারণের অন্তর্ভুক্তি ব্যাপ্তির লক্ষণে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' শব্দের নিবেশ। মূল লক্ষণে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণমৎসমানাধিকরণাত্যস্তাভাব" কথার অর্থ হইল প্রতিযোগীর অধিকরণে নাই, অথচ হেতুর অধিকরণে আছে যে অত্যস্তাভাব তাহা; এস্থলে কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী হইল 'কপিসংযোগ' এবং এই প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ হইল এতদ্ভুক্তবৃত্তি-কপিসংযোগাভাব, আবার হেতুর সমানাধিকরণও হইল এতদ্ভুক্তবৃত্তি-কপিসংযোগাভাব, কলে প্রতিযোগীর অধিকরণে নাই, অথচ হেতুর অধিকরণে আছে যে অত্যস্তাভাব সেই অত্যস্তাভাব কপিসংযোগাভাব হইতে পারে না, তাহা অস্ত্র অভাব হইবে; অর্থাৎ কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ না হওয়ায় এই অভাব না ধরিয়া অস্ত্র অভাব ধরিতে হইবে, অর্থাৎ ঘট, পট প্রভৃতির অভাব ধরিয়া প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ করিতে হইবে। হেত্বধিকরণে বা এতদ্ভুক্তে এইভাবে কপিসংযোগাভাব না ধরিয়া অস্ত্র অভাব ধরিলেই সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে, এবং সেজন্য লক্ষণ সমন্বয়ের আর কোনো অনুবিধা না হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না। এইরূপ অব্যাপ্তি বারণের

জন্তই ব্যাপ্তির লক্ষণে “প্রতিযোগ্যসামান্যধিকরণ” শব্দের নিবেশ করা হইয়াছে।

জাগদীশী—কপিসংযোগিনি এতৎ পদার্থস্ত সাধ্যাত্মমনিরাসার্থ-
ময়মিতি পক্ষনির্দেশঃ। সাম্প্রদায়িকমতে সংযোগসামান্যতাব-
মাত্রস্ত্রব্যে অভাবাৎ কপীতি, বৃক্ষমাত্রে কপিসংযোগাভাবাৎ
এতদ্বিতি। ন চ অভাবে হেতুসামান্যধিকরণ্যৈস্যেব হেত্বধিকরণে
নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিধরুপস্ত্র নিবেশাৎ উক্তাব্যাপ্তিব্যাদাসসম্ভবাৎ প্রতি-
যোগিবৈয়ধিকরণ্যনিবেশো মূলকৃতামনুচিত ইতি বাচ্যম্। অগ্রে তন্ত্র
সমাধাস্যমানত্বাৎ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ : কপিসংযোগে এতৎ পদার্থের সাধ্যাত্মম নিরসনের নির্দিষ্ট
‘অয়ম্’ এই পক্ষনির্দেশ। সাম্প্রদায়িক মতে ত্রব্যে সংযোগসামান্যতাব
মাত্রেরই অভাব থাকায় ‘কপি’ এই (পদ), বৃক্ষমাত্রে সংযোগ না থাকায়
‘এতৎ’ এই (শব্দ)। অভাবে যে হেতুসামান্যধিকরণের নিবেশ করা
হইয়াছে, তাহারই ‘হেত্বধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিধর’ অর্থ বিবক্ষা করিলে উক্ত
স্থলে অব্যাপ্তির ব্যাদাস (বারণ) সম্ভব হওয়ার মূলকৃত ‘প্রতিযোগিবৈয়ধি-
করণ্য’ নিবেশ অনুচিত—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) অগ্রে তাহার
সমাধান হইবে বলিয়া (এরূপ বলা যায়), ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : “অয়ং কপিসংযোগী এতৎকৃত্বাৎ” স্থলে যে ‘অয়ং’ পদ তাহা
পক্ষনির্দেশের জন্ত দেওয়া হইয়াছে। ‘কপিসংযোগ’কে পক্ষধরিয়া ‘এতৎ’
পদকে সাধ্য বলিয়া যদি কেহ ভ্রম করে তজ্জন্তই, অর্থাৎ সেই ভ্রম নিরসনের
জন্তই ‘অয়ম্’ এই পক্ষনির্দেশ। অর্থাৎ এই অনুমিত স্থলে ‘অয়ম্’ হইল
পক্ষ, ‘কপিসংযোগ’ সাধ্য, এবং ‘এতৎকৃত্বাৎ’ হইল হেতু। এখন, ‘কপি-
সংযোগ’কে সাধ্য না ধরিয়া তদ্ব্য ‘সংযোগ’কে সাধ্য ধরিলে ক্ষতি কি ?
অর্থাৎ স্থলটি “অয়ং কপিসংযোগী এতৎকৃত্বাৎ” না ধরিয়া “অয়ং সংযোগী
ত্রব্যত্বাৎ” ধরিলে ক্ষতি কি হইত ? দীক্ষিতে ইহাতে অবশ্যই ক্ষতি হইত ;

কারণ, গচ্ছেশোপাধায়ের লক্ষণে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ, কথ্যটির উপযোগিতা প্রদর্শনের জন্যই বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা। কিন্তু “সংযোগী অব্যাহাং” স্থলটি গ্রহণ করিলে লক্ষণস্থিত ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ কথ্যটি অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, সাম্প্রদায়িক মতে অব্যো সংযোগসামান্যতাব থাকে না, অব্যো সংযোগের সামান্যতাব (অর্থাৎ অভাব) না থাকায় অব্যো অন্ত বস্তুর অভাব ধরিয়া সেই অভাবের প্রতিযোগিতাচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে, অর্থাৎ ‘সংযোগত্ব’ হইতে ভিন্ন হইয়া যায়, কলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের সহিত সাধ্যতাবচ্ছেদকের ভেদ থাকায় ‘প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ’ নিবেশ না করিলেও লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়, এবং সেকারণে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ কথ্যটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এইরূপ অনুবিধা বাহাতে না ঘটে তৎকর্তাই দীর্ঘতিকার “কপিসংযোগী এতদ্ভুক্তত্বাং” স্থলটি গ্রহণ করিলেন; অর্থাৎ “অয়ং কপিসংযোগী এতদ্ভুক্তত্বাং” স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্যই লক্ষণে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ কথায় নিবেশ করা হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য। এখন, যে কোনো বৃক্ষে, বা সমস্ত বৃক্ষেই কপিসংযোগ থাকে কি? অবশ্যই থাকে না। সমস্ত বৃক্ষেই বা বৃক্ষ মাত্রেই কপিসংযোগ থাকে না বলিয়াই ‘এতৎ’ শব্দের প্রয়োগ; অর্থাৎ এই বিশেষ বৃক্ষে কপিসংযোগ আছে ইহাই উদ্দেশ্য। বৃক্ষমাত্রেই কপিসংযোগ থাকে না, কিন্তু কোনো কোনো বৃক্ষে থাকিতে পারে, এই অভিপ্রায়েই ‘এতদ্ভুক্ত’ বলা হইয়াছে; অর্থাৎ এই বিশেষ বৃক্ষে কপিসংযোগ আছে ইহাই ‘এতৎ’ শব্দ নিবেশের অভিপ্রায়। ব্যাপ্তির লক্ষণে বলা হইয়াছে যে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক সেই সাধ্যতাব-চ্ছেদকবচ্ছিন্ন যে কোনো সাধ্যের সহিত হেতুতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সামান্যধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। হেত্বধিকরণে যখন কোনো অভাব ধরা হয়, তখন সেই অভাব এবং হেতু একই অধিকরণে থাকায় উভয়েই সমানধিকরণ হয়, কলে অভাবে হেতু সামান্যধিকরণ্য থাকে, এবং হেতুতেও অভাব সামান্যধিকরণ্য থাকে। হেত্বধিকরণে যে অভাব থাকে সেই অভাবে যেকোন হেতুসামান্য-ধিকরণ্য থাকে, সেইরূপ হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমাত্ররূপের নিবেশ করিলে আর উক্ত প্রকার অব্যাপ্তি হয় না। অর্থাৎ, নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃত্তি হয় যে অভাব সেই অভাব হেত্বধিকরণে ধরিলে “কপিসংযোগী এত-দ্ভুক্তত্বাং” স্থলটি আর ধরা যায় না, কেননা, হেত্বধিকরণে ‘এতদ্ভুক্ত কপিসং-

যোগাভাব নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি হয় না (অর্থাৎ, কপিসংযোগাভাব নিরবচ্ছিন্ন নয়), ফলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। সুতরাং, হেতুধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিমান্ অভাব নিবেশ করিলেই যখন অব্যাপ্তি ঘুর হয় তখন লক্ষণে ‘প্রতিযোগিব্যাধিকরণ’ বা ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ নিবেশের আর প্রয়োজন কি? গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত লক্ষণে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদ নিবেশ অল্পচিত্ত হইয়াছে বলিতে হয়। ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর (অর্থাৎ, ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদ লক্ষণে নিবেশের প্রয়োজন কি?—এই প্রশ্নের উত্তর) পরে বলা হইবে—অর্থাৎ “অবচ্ছেদকত্ব-নিকৃতি” গ্রহে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইবে। “কপিসংযোগী এতৎক্ষণাত্” স্থলে অব্যাপ্তি করণের জন্যই মূলকার, অর্থাৎ গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ শব্দ নিবেশ করিয়াছেন।

দীর্ঘিতি—যদু ইদং সংযোগিজব্যাভ্যাদিত্যত্রাব্যাপ্তিবারণায় তৎ, সংযোগস্য শাখাত্বচ্ছেদন বৃত্তেরূক্ষত্বাবচ্ছেদন তৎসামান্যাত্মাব-বৃত্তৌ অবিরোধাত্, তত্র চ অভীক্ষিতস্য সংযোগস্য সত্বাৎ, পরিতঃ প্রতিযোগ্যপলক্কের্দোষাত্মা বৃক্ষে ন সংযোগ ইত্যাদি নাধ্যক্ষমিতি তন্ন, ত্রব্যে সংযোগসামান্যাত্মাবে মানাত্বাৎ।

অনুবাদ : কিন্তু যাহারা (বলেন যে) “ইদং সংযোগি ত্রব্যত্বাৎ” ইত্যাদি এরূপ স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য ‘তৎ’ (অর্থাৎ, ‘প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ’ পদ), (কারণ) সংযোগের শাখাত্বচ্ছেদের দ্বারা বৃত্তি হইলেও বৃক্ষত্বাবচ্ছেদের দ্বারা তাহার (সংযোগের) সামান্যাত্মাবের বৃত্তি হওয়ার বিরোধ হয় না; এবং সেস্থলে অভীক্ষিত সংযোগ থাকার জন্য, অথবা চতুর্দিকে প্রতিযোগীর উপলব্ধি দোষের জন্য বৃক্ষে সংযোগ নাই ইত্যাদি প্রত্যক্ষ হয় না এরূপ বলেন, তাহারা (ঠিক) নহেন; (কারণ) ত্রব্যে সংযোগসামান্যাত্মাবের প্রমাণের অভাব হয় বলিয়া (তাহারা ঠিক নহেন)।

ব্যাখ্যা : কোনো কোনো নৈয়ায়িকের মতে “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ”

পদটি গলেশোপাখ্যায় যে তাঁহার লক্ষণে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা “ইদং সংযোগি ত্রব্যত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য ; “অয়ং কপি-সংযোগী এতদ্ভুক্তাত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য গলেশ তাঁহার ব্যাপ্তির লক্ষণে “প্রতিযোগাধিকরণ” পদটি প্রয়োগ করেন নাই। “ইদং সংযোগি ত্রব্যত্বাৎ” স্থলে সাধ্য হইল ‘সংযোগ’, এবং ‘ত্রব্যত্ব’ হইল হেতু ; হেতু-ধিকরণে, অর্থাৎ ত্রব্যে এক অংশে সংযোগ থাকে এবং অপর অংশে সংযোগের অভাব থাকে, কলে ত্রব্যে সংযোগের অভাব থাকিয়া যায় ; এবং তাহা হইলে হেতুধিকরণনিষ্ঠ, অর্থাৎ ত্রব্যনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক এবং সাধ্যাতাবচ্ছেদক উভয়েই হইল ‘সংযোগত্ব’, এইরূপে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যাতাবচ্ছেদক না হওয়ার অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ” শব্দ লক্ষণে নিবেশ করিলে আর ঐ অব্যাপ্তি হয় না ; কারণ, প্রতিযোগী হইল সংযোগ ও তাহার অধিকরণ (সংযোগের অধিকরণ) হইল ত্রব্য ; ত্রব্যে নাই অথচ হেতুধিকরণে আছে যে অভাব বলিলে আর ত্রব্যে সংযোগের অভাব ধরা যাইবে না, কেননা, ত্রব্যের অপর অংশে সংযোগাভাব থাকে, কলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। ত্রব্যে সংযোগাভাব থাকিয়া যাওয়ায় প্রতিযোগীর সমানাধিকরণে, অর্থাৎ ত্রব্যে তাহা নাই অথচ হেতুধিকরণে আছে এরূপ বলা যায় না, কলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না।

এখন কথা হইল, সংযোগের সামান্ত্র্যভাব ত্রব্যে আদৌ থাকে কি না। কোনো কোনো মতে সংযোগের সামান্ত্র্যভাব ত্রব্যে থাকে না ; যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আর পূর্বোক্ত প্রকারে “সংযোগী ত্রব্যত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব নয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া “যত্ন”বাদিগণ বলিতেছেন যে ত্রব্যে সংযোগের সামান্ত্র্যভাব থাকে ; বৃক্ষে শাখা, প্রশাখা ইত্যাদিতে সকল সময় সংযোগ প্রত্যক্ষ হয়, সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা স্বার্থ ; কিন্তু শাখান্তবচ্ছেদে সংযোগ থাকিলেও বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে সংযোগের সামান্ত্র্যভাব থাকে, সমগ্র বৃক্ষকে একরূপ চিন্তা করিয়া সেই বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে সংযোগ কোথায় ? শাখা, প্রশাখা ইত্যাদি অংশে সংযোগ থাকিলেও, অর্থাৎ শাখান্তবচ্ছেদে সংযোগ থাকিলেও বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে সংযোগাভাব অবশ্যই থাকে, এইরূপে সমস্ত ত্রব্যেই সংযোগাভাব থাকে। কোনো ত্রব্যের বিশেষ অংশকে ধরিলে সেই অংশাবচ্ছেদে সংযোগ থাকিলেও ত্রব্যত্বাবচ্ছেদে

সংযোগাভাব থাকে ; কলে আর বিরোধ হয় না, অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় ।

এখন বলা যাইতে পারে যে, প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের দ্বারাই যখন অভাবের প্রত্যক্ষ হয়—যথা, ‘ঘটাভাব’ এই অভাবের প্রতিযোগী যে ‘ঘট’ সেই ‘ঘট’ প্রত্যক্ষের দ্বারাই ‘ঘটাভাবের’ প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়—তখন সংযোগাভাবের ক্ষেত্রেও তাহাই হউক ; অর্থাৎ সংযোগাভাবের প্রতিযোগী সংযোগ বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা প্রভৃতিতে এবং অমূৰূপ স্থলে সহজেই প্রত্যক্ষ হয় ; সুতরাং এই প্রত্যক্ষের দ্বারাই, অর্থাৎ সংযোগাভাবের প্রতিযোগী যে সংযোগ সেই সংযোগ প্রত্যক্ষের দ্বারাই সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত । কিন্তু সংযোগ প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সংযোগাভাব প্রত্যক্ষগোচর হয় না ; সুতরাং সংযোগাভাবের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব ? সংযোগাভাবের অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগের সামান্ত্রাভাব থাকে না । এইরূপ হইলে, অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগের সামান্ত্রাভাব না থাকিলে “সংযোগী দ্রব্যদ্ব্যং” স্থলে অব্যাপ্তি বারণের অন্ত লক্ষণে “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ” পদের নিবেশ করা হইয়াছে একথা আর বলা যায় না । এই প্রকার আলঙ্কার উত্তরে “বস্তু”বাধিপণ বলিতেছেন যে, দ্রব্যে সাধারণ সংযোগ ছাড়াও অতীন্দ্রিয় সংযোগ আছে ; কিন্তু অতীন্দ্রিয় সংযোগ কদাপি প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না । অতীন্দ্রিয় সংযোগ প্রত্যক্ষীভূত না হইলে সমস্ত সংযোগ প্রত্যক্ষীভূত হয় না ; সমস্ত সংযোগ প্রত্যক্ষীভূত না হওয়ার সংযোগসামান্ত্রাভাবেরও প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ সংযোগসামান্ত্রাভাবের প্রতিযোগী যে সংযোগসামান্ত তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না । সুতরাং সংযোগসামান্ত্রাভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের দ্বারা অভাব প্রত্যক্ষ হউক এ কথা বলিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে সংযোগ অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ করিয়াও সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ করা যায় না । কিন্তু দ্রব্যে সংযোগসামান্ত্রাভাব থাকে না এরূপ কথা বলা চলে না ; কারণ, সামান্ত্রাভাবে প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না, কেননা, অতীন্দ্রিয় সংযোগ কদাপি প্রত্যক্ষগোচর হয় না । সুতরাং, প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের দ্বারাই অভাব প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া বৎকিঞ্চিৎ-সংযোগ প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া দ্রব্যে সংযোগসামান্ত্রাভাব নাই এরূপ বলা যায় না । অর্থাৎ, দ্রব্যে সংযোগসামান্ত্রাভাব আছে এইরূপই বলিতে হয় ।

ত্রয়ো সংযোগসামান্যতাব আছে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষগোচর হয় না। এই সংযোগসামান্যতাব প্রত্যক্ষগোচর না হওয়ার আরও কারণ আছে। বৃক্ষাদি ত্রয়ো সকল সময় চতুর্দিকে সংযোগ প্রত্যক্ষ হয়। প্রতিযোগীর জ্ঞান সকল সময় অভাবজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। বৃক্ষাদি ত্রয়ো সকল সময় সর্বত্রিকে সংযোগ, অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার তাহা সংযোগতাব প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হইয়া যায়; কারণ, কোথাও সংযোগজ্ঞান থাকিলে সেস্থলে সংযোগের অভাবজ্ঞান আর কোনোমতে হইতে পারে না, কেননা, সংযোগজ্ঞান সংযোগতাবজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। এইভাবে সকল সময় সর্বত্রিকে বিভিন্ন ত্রয়ো সংযোগের উপলব্ধি হয় বলিয়া (সংযোগতাবের প্রতিযোগী সংযোগ সকল সময় বিভিন্ন ত্রয়ো থাকিয়া যাওয়ার) সংযোগতাব আর প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। এই কারণেও ত্রয়ো সংযোগতাব প্রত্যক্ষ করা যায় না।

কিন্তু, দীর্ঘমিতিকার বলিতেছেন যে তাহা নহে—অর্থাৎ ত্রয়ো সংযোগসামান্যতাব থাকিতেই পারে না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণের কোনোটির দ্বারাই ত্রয়ো সংযোগসামান্যতাবের অস্তিত্বের প্রমাণ সম্ভব হয় না। সুতরাং, সংযোগসামান্যতাব ত্রয়ো থাকে না।

জাগদীশী—তদসমানাধিকরণান্তম্। নহু শাখামূলাদিসর্বাবয়বাবচ্ছেদেন সর্বত্র ত্রয়ো গগনাদিসংযোগস্ত সত্বাৎ কুতস্তৎ সামান্যতাবস্ত ত্রয়ো সম্ভব ইত্যত আহ সংযোগস্তেতি। বৃক্ষেষেতি শাখাভবচ্ছেদেন তন্ত্বেসংযোগসত্ত্বেপি বৃক্ষত্বাবচ্ছেদেন কস্তাশ্চিদপি সংযোগব্যক্তেরসত্বাৎ, তদবচ্ছেদেনৈব সংযোগসামান্যতাবসম্ভবোহবচ্ছেদকভেদেন একত্র ভাবাভাবয়োঃ সমাবেশাৎ ইতি ভাবঃ। নহু এবং বৃক্ষে সংযোগসামান্যতাবস্ত সত্ত্বে কুতো ন অধ্যক্ষমিত্যত আহ তত্র চেতি। তত্র, সংযোগসামান্যতাবে, সত্বাৎ ইত্যন্ত প্রতিযোগিতাসম্বন্ধেন ইত্যাদিঃ। তথা চ সংযোগসামান্যতাবস্ত অতীত্বিরপ্রতিযোগিকত্বাৎ

ন অধ্যক্ষমিতি । ননু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টশ্চৈব যোগ্যত্বম্
অত্যন্তাভাবপ্রত্যক্ষে তদ্বৎ ন তু যোগ্যমাত্রপ্রতিযোগিকত্বম্ । অন্তথা
গুণেহপি সংযোগসামান্য্যভাবস্ত তাদৃশপ্রত্যক্ষং ন স্তাদত আহ পরিত
ইতি । পরিতঃ সর্ববায়বাবচ্ছেদেন প্রতিযোগিগ্রহাৎকদোষাৎ বা
ইত্যর্থঃ । ন চ এবং প্রতিযোগিগ্রহোৎপত্তিদশায়ামপি তৎপ্রত্যক্ষং
দুর্বারং, প্রতিযোগ্যপলম্বকসামগ্র্যা অপি দোষোদ্বোপগমাৎ, প্রতি-
যোগিন উপলব্ধিঃ যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তস্তা এব বা প্রস্তুতত্বাৎ ইতি
ভাবঃ । প্রতিযোগ্যপলম্বরূপদোষাভাবস্ত সংযোগসামান্য্যভাবপ্রত্যক্ষে
কার্য্যসহভাবেন হেতুদ্বোপগমাৎ ন উক্ত দোষ ইত্যপি বদন্তি । ন চ
ইতি মানমিতি পরেণ অদ্বয়ঃ ।

অনুবাদ : সেই অসমানাধিকরণ পর্য্যন্ত । যদি বলা যায়, শাখামূলাদি
সর্ববায়বাবচ্ছেদে সর্বত্র ত্রব্যে গগনাদি সংযোগ থাকায় ত্রব্যে সেই সামান্য্য-
ভাব কিরূপে সম্ভব ইত্যাদি ; সেইজন্যই ‘সংযোগস্ত’ ইত্যাদি বলা হইল ।
‘বৃক্ষত্ব’ ইত্যাদি (কথার দ্বারা বলা হইতেছে), শাখাস্তবচ্ছেদে তৎ তৎ
সংযোগ থাকিলেও বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে কোনও সংযোগব্যক্তি না থাকায়
(সংযোগাভাব থাকে), সেই অবচ্ছেদের দ্বারাই (বৃক্ষত্বাবচ্ছেদের দ্বারাই)
সংযোগসামান্য্যভাব সম্ভব. (কারণ) অবচ্ছেদকভেদে একত্র ভাবাভাবের
সমাবেশ হয় বলিয়া—ইহাই ভাব । এবং যদি বলা যায়, বৃক্ষে সংযোগ-
সামান্য্যভাব থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না কেন ইত্যাদি, সেজন্য বলা হইল ‘তত্র
চ’ ইত্যাদি । ‘তত্র (অর্থাৎ) সংযোগসামান্য্যভাবে সম্বাৎ’ (অর্থাৎ)
থাকায় ইত্যাদি ইহার (সংযোগসামান্য্যভাবের) প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে
(থাকায়) ইত্যাদি । সুতরাং সংযোগসামান্য্যভাবের অতীন্দ্রিয় প্রতি-
যোগিকত্ব বশতঃ প্রত্যক্ষ হয় না, ইত্যাদি । যদি বলা যায়, অত্যন্তাভাব-
প্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টেরই বোধ্যত্ব (হইল) কারণ, কিন্তু
বোধ্যমাত্র প্রতিযোগিকত্ব (কারণ) নয় ; অন্তর্ধার গুণেও সংযোগসামান্য্য-
ভাবের তাদৃশ প্রত্যক্ষ হইত না, সেজন্য বলা হইল ‘পরিতঃ’ ইত্যাদি ।
পরিতঃ (অর্থাৎ) সর্ববায়বাবচ্ছেদে প্রতিযোগিগ্রহাৎকদোষ বশতঃ—
ইহাই অর্থ । তথাপি প্রতিযোগিগ্রহোৎপত্তিদশাতেও তৎপ্রত্যক্ষ দুর্বার হয়,

একপ বলা যায় না, (কারণ) প্রতিযোগী উপলব্ধির দ্বারা তাহার সাক্ষীত্বও দোষদ্ব উপগম্য স্বীকার করা হয়। অথবা প্রতিযোগী উপলব্ধি বাহা হইতে তাহার ব্রূপস্তিরও প্রস্তুতত্ব বশতঃ—ইহাই ভাব। সংযোগসামান্যভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগী উপলব্ধিরূপ দোষাভাবের কার্যসহ ভাবের দ্বারা হেতুস্থ উপগম্য হয় বলিয়া উক্ত দোষ হয় না, ইহাও (কেহ কেহ) বলেন। ‘ন চ’ এই অংশ, ‘মানম্’ এই পরের অংশের সহিত অস্থিত হইবে।

ব্যাখ্যা : সেই ‘অসমানাধিকরণ’ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ গণেশোপাধ্যায়কৃত মূল ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রথমই যে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ কথা বলা হইয়াছে সেই ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ কথার ব্যাখ্যা করা হইতেছে। এতাবৎ লক্ষণস্থিত ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ এই অংশের ব্যাখ্যা করা হয় নাই। দীর্ঘিতিগ্রহে “অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষদ্বাং” গ্রহ হইতে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ কথার তাৎপর্য্য এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা আরম্ভ করা হইয়াছে—সেই প্রসঙ্গের আলোচনাই বর্তমানে চলিতেছে। দ্রব্যে সংযোগ-সামান্যভাব থাকে কি না এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, যে কোনো দ্রব্যে, বহা বৃক্ষ প্রভৃতিতে সংযোগ সকল সময়েই থাকে ; বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, মূল, কাণ্ড ইত্যাদিতে প্রশাখা, পল্লবদির সংযোগ সকল সময়েই থাকে, শাখাবচ্ছেদে, মূলবচ্ছেদে এবং এইভাবে বৃক্ষের সর্বাবয়বাবচ্ছেদে সংযোগ সকল সময়েই থাকে ; উপরন্তু সমস্ত দ্রব্যেই সকল সময়েই আকাশের সহিত সংযোগ থাকে—সুতরাং দ্রব্যে সংযোগাভাব কিরূপে থাকিতে পারে ? অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগাভাব থাকিতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে, বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা ইত্যাদি অংশাবচ্ছেদে পত্র, পল্লবাদি তৎ তৎ পদার্থের সংযোগ থাকিলেও সমগ্র বৃক্ষকে একরূপ চিন্তা করিয়া সেই বৃক্ষদ্বাবচ্ছেদে কোনো সংযোগ থাকে না। ঠিক সেইরূপেই অন্তান্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রেও দ্রব্যের বিভিন্ন অংশাবচ্ছেদে কোনো না কোনো সংযোগ সকল সময় থাকিলেও সেই সমগ্র দ্রব্যকে একরূপ চিন্তা করিয়া সেই দ্রব্যদ্বাবচ্ছেদে কোনো সংযোগ থাকে না, সুতরাং দ্রব্যে সংযোগসামান্যভাবের অস্তিত্ব কল্পনার কোনো বাধা নাই। অর্থাৎ, বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যকে সমগ্ররূপে গ্রহণ করিয়া—বিভিন্ন অঙ্গ এবং অংশাদিকে পৃথক পৃথক রূপে গ্রহণ না করিয়া—সেই দ্রব্যদ্বাবচ্ছেদে সংযোগসামান্যভাব থাকে। এখন সমস্তা হইতে পারে যে, দ্রব্যের অংশাবচ্ছেদে সংযোগ থাকে, অথচ সেই দ্রব্যের দ্রব্যদ্বাবচ্ছেদে

সংযোগাভাব থাকে, কলে একই স্থলে অর্থাৎ একত্র ভাব এবং অভাব (সংযোগের ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব, এবং সংযোগের অভাব) দুইই থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে বিরোধ হয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, অবচ্ছেদক ভেদে একত্র ভাব এবং অভাব, অর্থাৎ ভাবাভাব থাকিতে কোনো বাধা নাই। দ্রব্যের অংশাবচ্ছেদে ভাব থাকে, এবং দ্রব্যদ্ব্যাবচ্ছেদে অভাব থাকে—এই অবচ্ছেদক ভেদে ভাবাভাব থাকিতে বাধা কি? একই অবচ্ছেদকস্থলে তো আর ভাবাভাব নাই; অর্থাৎ অংশাবচ্ছেদে অথবা দ্রব্যদ্ব্যাবচ্ছেদে ভাব এবং অভাব দুইই নাই—এক স্থলে ভাব, এবং অন্য স্থলে অভাব আছে। অবচ্ছেদক ভেদে এইরূপ ভাবাভাব থাকিতে কোনো বাধা নাই।

এখন, প্রশ্ন হইল যে, দ্রব্যে যদি সংযোগসামান্ধ্যভাব একান্তই থাকে, তবে তাহা অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, সংযোগসামান্ধ্যভাবের অতীন্দ্রিয়প্রতিযোগিকত্ব থাকার কলেই সংযোগসামান্ধ্যভাব প্রত্যক্ষ করা যায় না। সংযোগাভাবের প্রতিযোগী হইল সংযোগ, কিন্তু যেহেতু অতীন্দ্রিয় সংযোগ আছে সেজন্য অতীন্দ্রিয় সংযোগও সংযোগসামান্ধ্যভাবের প্রতিযোগী; এই অতীন্দ্রিয় সংযোগ প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সংযোগসামান্ধ্যভাবে থাকে। অতীন্দ্রিয় সংযোগ যেহেতু প্রত্যক্ষগোচর নয়, সে কারণে অতীন্দ্রিয় সংযোগাভাবও প্রত্যক্ষগোচর হয় না। প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের দ্বারাই যেহেতু অভাব প্রত্যক্ষ হয়, সে কারণে অতীন্দ্রিয় সংযোগাভাবের প্রতিযোগী যে অতীন্দ্রিয় সংযোগ সেই অতীন্দ্রিয় সংযোগ প্রত্যক্ষগোচর হয় না বলিয়া অতীন্দ্রিয় সংযোগাভাবও প্রত্যক্ষগোচর হয় না। এখন, অতীন্দ্রিয় সংযোগাভাবও যেহেতু এক প্রকার সংযোগাভাব, সেজন্য অতীন্দ্রিয় সংযোগাভাব প্রত্যক্ষগোচর না হওয়ার সামান্ধ্যতঃ সংযোগাভাব, অর্থাৎ সংযোগসামান্ধ্যভাব প্রত্যক্ষগোচর হয় না। সংযোগসামান্ধ্য বৈকল্য সংযোগসামান্ধ্যভাবের প্রতিযোগী, অতীন্দ্রিয় সংযোগও সেইরূপ সংযোগসামান্ধ্যভাবের প্রতিযোগী; সংযোগসামান্ধ্যভাবে এইরূপে অতীন্দ্রিয় সংযোগের প্রতিযোগিতা থাকায় সংযোগসামান্ধ্যভাব প্রত্যক্ষ করা যায় না।

পুনরায়, প্রশ্ন হইতে পারে যে, অত্যাভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীরই অত্যাভাব প্রত্যক্ষের কারণ হইবার বোধ্যত্ব বা বোধ্যতা থাকে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ

প্রতিযোগীর যোগ্যতাই অভ্যস্তাভাব প্রত্যক্ষের কারণ ; অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ প্রতিযোগিজ্ঞানের দ্বারাই অভ্যস্তাভাবের জ্ঞান হইয়া থাকে । এবং সেজন্য দ্রব্যে বিশেষ বিশেষ সংযোগ প্রত্যক্ষের দ্বারাই, অর্থাৎ সংযোগাত্মকতাবের প্রতিযোগী ব্যক্তিগ্নি-সংযোগ প্রত্যক্ষের দ্বারাই সংযোগসামান্যতাবের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত । শুধু যে সংযোগসামান্যতাব প্রত্যক্ষ হয় তাহার কারণও ইহাই । অর্থাৎ, অতীন্দ্রিয় সংযোগের অভাব শুধুও প্রত্যক্ষ করা যায় না, শুধু বিশেষ বিশেষ সংযোগের অভাব প্রত্যক্ষের দ্বারাই শুধু সংযোগসামান্যতাবের জ্ঞান হয় । অতীন্দ্রিয় সংযোগকে ধরিয়া সমস্ত সংযোগের অভাব প্রত্যক্ষ করিলে তবেই সংযোগসামান্যতাব প্রত্যক্ষ করা যাইবে, প্রতিযোগী দ্বারা সংযোগের প্রত্যক্ষ না হইলে সংযোগসামান্যতাব প্রত্যক্ষ হয় না—এরূপ বলা চলে না । এরূপ বলিলে শুধুও সংযোগ-সামান্যতাব আছে বলা যাইবে না, অর্থাৎ শুধু সংযোগসামান্যতাব নাই বলিতে হয় ; কেননা, শুধু বিশেষ বিশেষ সংযোগতাবই প্রত্যক্ষ করা যায়, অতীন্দ্রিয় সংযোগতাব শুধু প্রত্যক্ষ করা যায় না । অতঃ, প্রকৃতপক্ষে, শুধু সংযোগসামান্যতাব সকল সময়েই থাকে, শুধু কোনো সংযোগ কখনই থাকে না । সুতরাং দ্রব্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ সংযোগসামান্যতাব প্রত্যক্ষের দ্বারাই দ্রব্যে সংযোগসামান্যতাব প্রত্যক্ষ হয়, এরূপ বলাই ঠিক । কিন্তু, দ্রব্যে বিশেষ বিশেষ সংযোগসামান্যতাব প্রত্যক্ষ হইলেও যখন সামগ্রিকভাবে সংযোগসামান্যতাব প্রত্যক্ষ হয় না, তখন দ্রব্যে সংযোগ-সামান্যতাব নাই এরূপ কথাই বলিতে হয় । এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে যে পরিতঃ ; অর্থাৎ চতুর্দিকে বা সর্বদিকে সকল সময় প্রতিযোগিজ্ঞানের উপস্থিতিরূপ দোষের অন্ত সংযোগসামান্যতাব প্রত্যক্ষ হয় না, নতুবা সংযোগসামান্যতাব দ্রব্যে অবশ্যই আছে । ঘটাতাবের প্রতিযোগী হইল ঘট, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে প্রতিযোগিজ্ঞান হইয়া যায় সেই মুহূর্ত্তেই অভাবজ্ঞান হয় হইয়া যায়, অর্থাৎ অভাবজ্ঞান থাকে না । নির্ঘট দেশে ঘটাতাবজ্ঞান অবশ্যই হয়, কিন্তু তথার ঘটাতাবের প্রতিযোগীর বা ঘটের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই ঘটাতাবজ্ঞান অপসারিত হয়, অর্থাৎ প্রতিযোগিজ্ঞান অভাবজ্ঞানের পক্ষে বাধা বা প্রতিবন্ধক স্বরূপ । সংযোগতাবের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ, অর্থাৎ বুঝারি দ্রব্যের সর্বাবয়বাবচ্ছেদে, অর্থাৎ দ্রব্যের সকল অংশাবচ্ছেদে সর্বত্রই সংযোগের, অর্থাৎ সংযোগতাবের প্রতিযোগীর উপস্থিতি সকল সময় থাকার

কালে সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না ; কারণ সংযোগজ্ঞান সংযোগাভাব-জ্ঞানের প্রতি বাধা বা প্রতিবন্ধক । এক্ষেত্রে অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, প্রতিযোগিজ্ঞান হইলে অবশ্য অভাবজ্ঞান দূরীভূত হয়, কিন্তু, যে ক্ষণে প্রতিযোগিজ্ঞান হয় সেই ক্ষণেই অভাব প্রত্যক্ষ হউক না কেন । ইহা স্বীকার্য যে প্রতিযোগিজ্ঞান হইলে পর অভাবজ্ঞান দূর হয়, অর্থাৎ প্রতিযোগিজ্ঞানের পরক্ষণে অভাবজ্ঞান দূর হয় ; কিন্তু যে ক্ষণে প্রতিযোগিজ্ঞান হয় সেই ক্ষণে অভাবজ্ঞান হইতে বাধা কি ? সুতরাং, যে মুহূর্ত্তে সংযোগ প্রত্যক্ষ হইল সেই মুহূর্ত্তেই সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হউক না কেন । কিন্তু তাহাও বখন হয় না তখন দ্রব্যে সংযোগাভাব নাই । ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রতিযোগিগ্রহোৎপত্তিদশায়, অর্থাৎ প্রতিযোগিজ্ঞানোৎপত্তিমুহূর্ত্তে অভাবজ্ঞান দূর্ব্বার হয় না বা অবশ্য হয় না ; কারণ, প্রতিযোগী উপলব্ধির সামগ্রীরও দোষত্ব থাকিয়া যায় । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল হইল প্রত্যক্ষজ্ঞানের সামগ্রী, এই সামগ্রী ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ সম্ভব নয় ; সামগ্রীর দ্বারাই প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং প্রতিযোগিজ্ঞান যে রূপ অভাবজ্ঞানের প্রতি বাধা বা প্রতিবন্ধক, সেইরূপ প্রতিযোগী উপলব্ধির যে সামগ্রী তাহাও অভাবজ্ঞানের প্রতি বাধা বা প্রতিবন্ধক । সেই কারণে, যে ক্ষণে প্রতিযোগিজ্ঞান হয় সেই ক্ষণের পূর্বে হইতেই প্রতিযোগিজ্ঞানের বা উপলব্ধির যে সামগ্রী তাহা উপস্থিত থাকায় সেই ক্ষণে অভাব প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না । প্রতিযোগীর উপলব্ধি যাহা হইতে হয় তাহাতেও অভাব প্রত্যক্ষের বাধা বা দোষ থাকে ; প্রতিযোগীর উপলব্ধি বা জ্ঞান সামগ্রী হইতে হয়, সুতরাং অভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সামগ্রীরও দোষত্ব থাকে, সেইজন্যই প্রতিযোগিজ্ঞানের ক্ষণেও অভাব প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না । আর, তাহা ছাড়াও, প্রতিযোগী উপলব্ধিরূপ দোষের অভাব সংযোগসামান্যতাভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কারণ ; এই কার্য-কারণ সম্পর্কের জন্ত কার্য সকল সময় পরক্ষণেই ঘটয়া থাকে বলিয়া সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ যেক্ষণে প্রতিযোগী উপলব্ধিরূপ দোষাভাব থাকে তাহার পরক্ষণেই ঘটিবে, কেননা, সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হইলে কার্য, এবং প্রতিযোগী উপলব্ধি দোষাভাব হইল কারণ । সুতরাং, প্রতিযোগী উপলব্ধিক্ষণেই সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হউক, এরূপ কথা বলা যায় না, কালে উক্তরূপ দোষ হয় না । এই সকল কারণের জন্তই দ্রব্যে সংযোগসামান্যতাভাব প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না, কিন্তু, দ্ব্যেব সংযোগসামান্যতাভাব অবশ্যই আছে এরূপও কেহ কেহ, অর্থাৎ কোনো

কোনো নৈসর্গিক বলিয়া থাকেন।

“ন চ যো যদীয়.....সংযোগাভাব এব মানম্” ইত্যাদি যে গ্রন্থ তাহা পরে আলোচনা করা হইতেছে।

দীর্ঘিতি—ন চ যো যদীয়যাবিশেষাভাববান্ স তৎসামান্ত্রাভাববানিতি ব্যাপ্তির্ভাবৎ সংযোগাভাবা এব মানং, যন্তদর্থল্লোরন-লুগমাৎ, একাবচ্ছেদেন যাবিশেষাভাববৎস্য উপাধিত্বাচ্চ।

অনুবাদ : যে (যে স্থল) ‘যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্ সে (সেই স্থল) তৎ সামান্ত্রাভাববান্’ ইত্যাদি ব্যাপ্তি বশতঃ যাবৎ সংযোগাভাবই প্রমাণ, এরূপ বলা যায় না; (কারণ) যৎ তৎ অর্থের অননুগম হয় বলিয়া, এবং ‘একাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাববৎস্য’র উপাধিত্ব হয় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)।

ব্যাখ্যা : “অয়ং কপিসংযোগী এতচ্ছৃঙ্খলাৎ” এই অহুমিতিতে অব্যাপ্তি বারণের জন্তই মূলকারের ব্যাপ্তির লক্ষণে “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ” শব্দের প্রয়োগ—দীর্ঘিতিকারের এই অভিপ্রেতের বিরুদ্ধে কোনো নৈসর্গিক (“যন্তু-বাদিগণ) বলেন যে “ইহং সংযোগি দ্রব্যত্বাৎ” এই স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্তই “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ” পদটি বা শব্দটি ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহাতে দীর্ঘিতিকার বলিলেন যে, দ্রব্যে সংযোগসামান্ত্রাভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয় বলিয়া দ্রব্যে সংযোগসামান্ত্রাভাবের কোনো প্রমাণ নাই। এইরূপ অবস্থায় উক্ত নৈসর্গিকগণ (“যন্তু” বাদিগণ) যদি অহুমানের সাহায্যে দ্রব্যে সংযোগসামান্ত্রাভাব প্রমাণ করিতে চাহেন এরূপ চিন্তা করিয়া দীর্ঘিতিকার এই গ্রন্থ উত্থাপন করিলেন। দ্রব্যে সংযোগসামান্ত্রাভাব প্রমাণের পক্ষে যে অহুমান প্রযুক্ত হইবে সেই অহুমানের ব্যাপ্তি হইবে “যো যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্ স তৎ সামান্ত্রাভাববান্”; ‘যো’ অর্থাৎ যে অধিকরণে বা পক্ষে; ‘যদীয়’ অর্থাৎ যৎ সম্বন্ধীয় বা যে কোনো বিষয় সম্বন্ধীয়; ‘যাবৎ বিশেষাভাববান্’ অর্থাৎ সমস্ত বিশেষাভাববান্ বা ‘যৎ’ প্রকৃতির দ্বারা যে বস্তুকে কল্পনা করা হইবে সেই বস্তু সম্পর্কীয় সমস্ত বিশেষা-

ভাববান্ ; ‘স’ অর্থাৎ সেই অধিকরণে বা পক্ষে ; ‘তৎ সামান্ত্রাত্মবান্’ অর্থাৎ যে অধিকরণে বাহার বিশেষাভাব থাকিবে সেই অধিকরণে বা পক্ষে তাহার সামান্ত্রাত্মাব থাকিবে—ইহাই অর্থ। অর্থাৎ, ‘যৎ’ পদের দ্বারা যে কোনো অধিকরণকে ধরিয়া বাহার যাবৎ বা সমস্ত বিশেষের অভাব যদি কোনো অধিকরণে থাকে, তাহা হইলে সেই অধিকরণে ‘যৎ’ সম্বন্ধীয় সেই বিষয়ের সামান্ত্রাত্মাব থাকিবে। ‘যৎ’ পদে কোনো অধিকরণকে, যথা ভূতলকে ধরিলে সেই ভূতলে যৎ সম্বন্ধীয় যাবৎ বিশেষের, যথা যাবৎ ঘট-বিশেষের অভাব যদি থাকে তাহা হইলে সেই ভূতলে ঘটসামান্ত্রাত্মাব আছে বলা যাইবে। এই ঘট, সেই ঘট, অন্ত ঘট, অপর ঘট ইত্যাদি করিয়া সমস্ত ঘটবিশেষের অভাব ভূতলে থাকিলে ভূতলে ঘটসামান্ত্রাত্মাব আছে বলা যাইবে। এইরূপ ব্যাপ্তির সাহায্যেই ত্রব্যে সংযোগসামান্ত্রাত্মাব অনুমিত হইবে। ‘যৎ’ পদে যে কোনো ত্রব্যকে, যথা বৃক্ষে অধিকরণ বা পক্ষ ধরা যাক ; ‘যদীয়’ বা যৎ সম্বন্ধীয় অর্থে এস্থলে সংযোগীয় ধরিয়া এতৎ সংযোগ, অন্ত সংযোগ, অপর সংযোগ প্রভৃতি যাবৎ সংযোগবিশেষাভাব হইল হেতু, এবং সংযোগসামান্ত্রাত্মাব হইল সাধ্য। বৃক্ষের এক অবয়বে বা অংশে যে সংযোগ আছে অন্ত অবয়বে সেই সংযোগ নাই, অন্ত অবয়বে যে সংযোগ আছে অপর অবয়বে তাহা নাই, এইরূপে চালনীয়স্তার অনুসারে বৃক্ষে যাবৎ অর্থাৎ সমস্ত সংযোগবিশেষেরই অভাব থাকিয়া যায় ; কলে “বৃক্ষে সংযোগ-সামান্ত্রাত্মাবান্ যাবৎ সংযোগবিশেষাভাববদ্ব্যং” এই অনুমান সহজসিদ্ধ হয় ; অর্থাৎ বৃক্ষে যাবৎ সংযোগবিশেষের অভাব থাকার বৃক্ষ সংযোগ-সামান্ত্রাত্মাবান্ ইহা অনুমিত হয়। এই প্রকার অনুমানের সাহায্যে ত্রব্যে সংযোগসামান্ত্রাত্মাব প্রমাণিত হয়।

অনুমানের সাহায্যে এইভাবে ত্রব্যে সংযোগসামান্ত্রাত্মাব প্রমাণের চেষ্টার বিরুদ্ধে দীর্ঘাভিকার বলিতেছেন যে, এরূপ অনুমান করা যায় না, কারণ, ‘যৎ’, ‘তৎ’ পদের দ্বারা যে সামান্ত্রাত্মবী ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা হয় না। কেননা, ‘যৎ’, ‘তৎ’ প্রভৃতি পদের অনুগম হয় না। কোনো পদের দ্বারা যে সমস্ত বিষয়কে উদ্দেশ্য করা হইতেছে যদি সেই সমস্ত বিষয়কে সেই পদের দ্বারা বোঝানো সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই পদকে অনুগত পদ বলা হয়, বা সেই পদের অনুগম হয় এরূপ বলা যায়। কিন্তু, ‘যৎ’, ‘তৎ’ প্রভৃতি পদ বিশেষ বাচক সামান্ত্রাত্মক নহে। ‘যৎ’, ‘তৎ’

সদে যখন 'যট'কে ধরা যাইবে তখন তাহা যটকেই ইঙ্গিত করিবে, পট, যট প্রভৃতিকে ইঙ্গিত করিবে না ; আবার 'যৎ', 'তৎ' পদে পটকে ধরিলে তাহা শুধু পটকেই উদ্দেশ্য করিবে, অন্ত কিছুকে উদ্দেশ্য করিবে না । সুতরাং 'যৎ', 'তৎ' প্রভৃতি পদের অনঙ্গম বশতঃ 'যৎ', 'তৎ' পদের দ্বারা সামান্ত্রিকী ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয় ; এবং কলে 'যৎ', 'তৎ' পদের সাহায্যে ব্যাপ্তি প্রায়ে 'সংযোগ'কে ধরিয়া অহুমানের সাহায্যে ত্রব্যে সংযোগসামান্ত্রিক্য প্রমাণ করা যায় না ।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে 'যৎ', 'তৎ' পদের অঙ্গম সম্ভব হয়, সুতরাং 'যৎ', 'তৎ' যটত ব্যাপ্তির সাহায্যেই ত্রব্যে সংযোগসামান্ত্রিক্য অহুমিত হইতে পারে এইরূপ পক্ষ সমর্থনের কথা চিন্তা করিয়া দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে তাহা হইলেও উক্ত অহুমান সম্ভব নয় । কারণ, "বৃক্ষঃ সংযোগ-সামান্ত্রিক্যবান্ সংযোগযাবৎবিশেষাভাববস্তাৎ" এই অহুমানে "একাবচ্ছেদেন সংযোগযাবৎবিশেষাভাব" এই উপাধি থাকিয়া যায় ; অর্থাৎ "যো বদীয় যাবৎ বিশেষাভাবান্ স তৎ সামান্ত্রিক্যবান্" এই অহুমানে "একাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব" এই উপাধি থাকিয়া যায় । অহুমানে উপাধি থাকিলেই সেই অহুমানের হেতুটি সাধ্যাব্যভিচারী হইয়া যায়, অর্থাৎ অহুমানটি দৃষ্ট হয় । সুতরাং, 'যৎ', 'তৎ' পদের অঙ্গমতা স্বীকার করিলেও উক্ত উপাধি থাকায় অহুমান শুদ্ধ হইতে পারে না ; এবং এইজন্য "যো বদীয়" ইত্যাদি ব্যাপ্তির সাহায্যে ত্রব্যে সংযোগসামান্ত্রিক্য অহুমিত হইতে পারে না ।

জাগদীশী—যো যদীয়েতি, যো যজ্ঞাতিসমানাধিকরণোভয়াবৃদ্ধি-ধর্মাবচ্ছিন্নতৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকযাবদভাববান্ স তজ্জাত্য-বচ্ছিন্নতৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাববান্ ইত্যর্থঃ । তেন ন স্বরূপাসিদ্ধিঃ ন বা সিদ্ধসাধনং, জাত্যুপাদানাং শুরুধর্মস্ত কস্মগ্রীবাদি-মতস্ত প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকস্বে তদবচ্ছিন্নাভাবাপ্রসিদ্ধ্যপি ন ব্যভি-চারঃ, ন চ সত্ত্বগুণস্বাত্ত্ববচ্ছিন্নাবাবমাদায় স্বরূপাসিদ্ধাদিবারকতয়া

উভয়াবৃত্তিপদস্ত বৈয়র্ধ্যং ব্যাভিচারাবারকত্বাৎ ইতি বাচ্যম্ । ব্যাভি-
চারকশ্চেব অসিদ্ধিবারকস্ত অপি বিশেষণস্ত সার্থকতয়াঃ পক্ষাধর-
মিশ্রাদিসম্মতত্বাৎ । অতএব শব্দোহনিত্যঃ সামান্ত্যবশ্বে সতি বিশেষ-
গুণান্তরাসমানাধিকরণবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহত্বাদিতি হেতোরসিদ্ধিবারকস্ত
শব্দেতরার্থকস্ত বিশেষগুণান্তরপদস্ত শব্দমণ্যালোকে তৈঃ সার্থ্যকত্বং
সমর্থিতম্ ।

অনুবাদ : যে যদীয় ইত্যাদি । যাহা (অর্থাৎ যে স্থল) যজ্ঞাতি
সমানাধিকরণ উভয়াবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন যৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যাবৎ
অভাববান্ তাহা (অর্থাৎ সেই স্থল) তজ্জাত্যবচ্ছিন্ন তৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতি-
যোগিতাক অভাববান্, ইহাই অর্থ । তাহাতে স্বরূপাসিদ্ধি (দোষ) হয় না,
এবং সিদ্ধসাধনও (দোষও) হয় না ; জাতি উপাদান বশতঃ কল্পগ্রীবাদিমত্ব
(প্রভৃতি) গুরুধর্মের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব থাকায় তদবচ্ছিন্ন অভাবের
অপ্রসিদ্ধি হইলেও ব্যাভিচার হয় না । ব্যাভিচারের অবারকত্ব হেতু সম্ব-
গুণান্তবচ্ছিন্ন অভাব নিবেশের ফলে স্বরূপাসিদ্ধি প্রভৃতি বারকের জন্য উভয়া-
বৃত্তি পদের ব্যর্থতা (হয়)—এরূপ বলা যায় না । পক্ষাধর মিশ্র প্রভৃতি
সম্মত বলিয়া ব্যাভিচার বারকের দ্বারা অসিদ্ধিবারক বিশেষণেরও সার্থকতা
(আছে) । অতএব “শব্দোহনিত্যঃ সামান্ত্যবশ্বে সতি বিশেষগুণান্তরাসমানা-
ধিকরণবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহত্বাৎ” ইত্যাদি হেতুর অসিদ্ধি বারক শব্দেতরার্থক
বিশেষগুণান্তর পদের সার্থকতা তাঁহাদের দ্বারা শব্দমণ্যালোকে সমর্থিত
হইয়াছে ।

ব্যাখ্যা : বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্য্যভাব আছে, কিন্তু তাহা
পূর্বোক্ত নানা কারণে প্রত্যক্ষগোচর হয় না । তাহা হইলে, দ্রব্যে যে
সংযোগসামান্য্যভাব থাকে তাহার প্রমাণ কি ? প্রত্যক্ষের দ্বারা যদি
তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ সম্ভব না হয় তাহা হইলে অনুমানের দ্বারা অবশ্যই
দ্রব্যে সংযোগসামান্য্যভাবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে । এই উদ্দেশ্যেই “যো
যদীয়” ইত্যাদি গ্রন্থের সূচনা । এই অনুমানের পক্ষ হইল “যো” অর্থাৎ
যে স্থল, বা যে স্থলে সংযোগসামান্য্যভাব অনুমিত হইবে সেই স্থল ; হেতু
হইল “যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্”, এবং সাধ্য হইল “তৎসামান্য্যভাব” ।

বহীৰ বা যৎ সম্পর্কীয় যাবৎ বা যাবতীয় বিশেষাভাব যে স্থলে আছে সে স্থলে তৎসম্পর্কীয় সামান্ত্যভাব আছে, ইহাই অমুমান। ‘বহীৰ যাবৎ বিশেষাভাবান্’ এই ব্যাপ্তির ব্যাখ্যা হইল ‘যজ্ঞাতিসমানাধিকরণউভয়াবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নসংস্বদ্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকষাবদভাবান্’। যজ্ঞাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্ত্যভাবের অস্তিত্ব প্রমাণই এই অমুমানের অভিপ্রায়; যাহার অভাব প্রমাণ করিতে হইবে তজ্জাতি সমানাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেইজন্যই প্রথমে বলা ‘যজ্ঞাতিসমানাধিকরণ’। এস্থলে আলোচ্য বিষয় হইল সংযোগাত্তান, সেজন্য ‘সংযোগত্ব’ জাতি অর্থাৎ ‘সংযোগত্ব সমানাধিকরণ’ প্রথমে ধরিতে হইবে। এখন, সেই সমানাধিকরণ, অর্থাৎ যজ্ঞাতি সমানাধিকরণ কে হইবে?—তৎতৎ সংযোগত্বাদি; সেই সংযোগত্ব সমানাধিকরণ যে উভয়াবৃত্তিধর্ম তৎ তৎ সংযোগত্ব তৎবচ্ছিন্ন, যৎ সংস্বদ্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী। উভয়াবৃত্তিত্ব কি? উভয়াবৃত্তিদের সংজ্ঞা হইল “স্ববৃত্তিত্বস্বান্তবৃত্তিত্বএতদুভয়সম্বন্ধেন বস্তবিশিষ্টান্তত্ব উভয়াবৃত্তিত্বং”। যাহার অভাব ‘স্ব’ পদে তাহাকেই ধরিতে হইবে, তাহা হইলে এস্থলে ‘স্ব’ পদে হইল তৎতৎ সংযোগ, এবং স্ববৃত্তিত্ব তত্তৎ সংযোগত্বে থাকিবে; দ্রব্যে তৎ সংযোগ, এতৎ সংযোগ ইত্যাদি বহু সংযোগ থাকায় প্রত্যেকটিকেই ‘স্ব’ পদে ধরা যাইবে। কিন্তু, তৎ সংযোগত্বে যে স্ববৃত্তিত্ব আছে এতৎ সংযোগত্বে তাহা নাই, কলে তৎ সংযোগত্বে স্বান্তবৃত্তিত্ব নাই (স্ব+অন্ত=স্বান্ত, অর্থাৎ ‘স্ব’ বা তৎ সংযোগত্ব হইতে ভিন্ন বা অন্ত বৃত্তিত্ব নাই); ঠিক একইরূপে এতৎ সংযোগত্বে যে স্ববৃত্তিত্ব আছে তাহাতে অন্ত সংযোগবৃত্তিত্ব নাই (অর্থাৎ এতৎ সংযোগত্বে স্বান্তবৃত্তিত্ব নাই)। এই স্ববৃত্তিত্ব এবং স্বান্তবৃত্তিত্ব এতদুভয় সম্বন্ধের দ্বারা বস্তবিশিষ্টান্তত্ব হইল উভয়াবৃত্তিত্ব। উভয়+অবৃত্তিত্ব=উভয়াবৃত্তিত্ব। এতৎ সংযোগত্ব, তৎ সংযোগত্ব এই উভয়েতেই স্ববৃত্তিত্ব এবং স্বান্তবৃত্তিত্ব এই উভয় সম্বন্ধে বস্তবিশিষ্টান্তত্ব থাকিয়া যায়; কিন্তু সংযোগত্ব প্রতীতিধর্মের বস্তবিশিষ্টত্ব থাকে; যেমন ‘স্ব’ পদে তৎ সংযোগবৃত্তিত্ব সংযোগত্বে আছে, সেইরূপ স্বান্ত অর্থাৎ তৎ সংযোগান্ত সংযোগবৃত্তিত্বও আছে, অর্থাৎ এই উভয় সম্বন্ধই সংযোগত্বে থাকে, সেজন্য সংযোগত্বাদিরূপ ব্যাপক ধর্মসমূহ উভয় সম্বন্ধে বস্তবিশিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু, শুধুমাত্র তৎ সংযোগত্ব, বা শুধুমাত্র এতৎ সংযোগত্ব, বা শুধুমাত্র অন্ত সংযোগত্ব ইত্যাদিরূপে শুধুমাত্র একটি বিশেষ সংযোগত্বে উভয় সম্বন্ধে বস্তবিশিষ্টান্তত্ব থাকে। কলে, একটি বিশেষ সংযোগ-

পক্ষেই উভয় সম্বন্ধে বস্তুবিশিষ্টাঙ্গত্ব থাকে। সুতরাং উভয়বৃত্তিধর্ম হইল তৎ সংযোগত্ব, এতৎ সংযোগত্ব ইত্যাদি বিশিষ্টসংযোগত্ব। যাহার অভাব আলোচ্য বিষয় সে যে সম্বন্ধে থাকে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্নই হইল ‘যৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন’; এস্থলে আলোচ্য বিষয় হইল সংযোগাভাব, ‘সংযোগ’ সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া ‘যৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন’ অর্থে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ধরিতে হইবে। এইরূপ যজ্ঞাতিসমানাধিকরণ অর্থাৎ সংযোগত্ব সমানাধিকরণ, উভয়বৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংযোগত্ব, এতৎ সংযোগত্ব ইত্যাদি ধর্মাবচ্ছিন্ন, যৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগী, সেই প্রতিযোগিতাক যাবৎ অভাববান্ যে দ্রব্য, তাহা অর্থাৎ সেই দ্রব্য তজ্জাতাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংযোগত্ব-জাতাবচ্ছিন্ন, তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাববান্; অর্থাৎ সেই দ্রব্যে তাদৃশ প্রতিযোগিতাকাভাব আছে, অর্থাৎ উক্ত অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্রব্যে সংযোগসামান্ভাব আছে। দ্রব্যে তৎ সংযোগাধিকরণে এতৎ সংযোগের অভাব, এতৎ সংযোগাধিকরণে অপর সংযোগের অভাব, অপর সংযোগাধিকরণে এতৎ সংযোগের অভাব ইত্যাদিক্রমে চালনীয়স্তার অনুসারে দ্রব্যে তৎ তৎ প্রভৃতি যাবৎ উভয়বৃত্তি-ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব থাকায় দ্রব্যে সংযোগসামান্ভাব থাকে। এইরূপে অনুমানের দ্বারা বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্ভাব প্রমাণিত হয়। উক্ত অনুমানের ব্যাপ্তিতে ‘উভয়বৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন’ শব্দ নিবেশের সার্থকতা আছে; ‘উভয়বৃত্তিত্ব’ নিবেশ না করিলে যজ্ঞাতির বা সংযোগত্ব জাতির যে অধিকরণ অর্থাৎ সংযোগ, তাহাতে তৎতৎ সংযোগত্বের পরিবর্তে সত্তা, গুণত্ব ইত্যাদির বৃত্তিতা কল্পনা করিতে পারা যায়, কারণ, সংযোগে সত্তা, গুণত্ব দুইই থাকে। কলে, সংযোগত্ব সামানাধিকরণ গুণত্বাবচ্ছিন্ন বা সত্তাবচ্ছিন্ন সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব বৃক্ষাদি দ্রব্যে থাকে না, কেননা, দ্রব্য কখনও সত্তাবচ্ছিন্ন বা গুণবচ্ছিন্ন হয় না। ইহাতে, পক্ষে অর্থাৎ বৃক্ষাদি দ্রব্যে হেতুর অভাব থাকিয়া যায়, কলে হেত্বাভাস হয়; এই হেত্বাভাসের নাম স্বরূপাসিদ্ধি। “হেত্বাভাবং পক্ষঃ স্বরূপাসিদ্ধিঃ”—পক্ষে হেত্বাভাব থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। কিন্তু হেতুর মধ্যে “উভয়বৃত্তি-ধর্ম” নিবেশ করিলে সত্তা বা গুণত্বের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইবে না, কলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ বারণ হইয়া যায়। পুনরপি, ‘যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন’ নিবেশেরও সার্থকতা আছে। ‘যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন’ নিবেশ না করিলে যে কোনো সম্বন্ধ ধরা

বাইবে, এবং সে কারণে আলোচ্য স্থলে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ধরা বাইতে পারে; সংযোগসম্বন্ধে সংযোগ কখনই দ্রব্যে থাকে না, সেজন্য সংযোগ সম্বন্ধে সংযোগের অভাব দ্রব্যে সব সময়েই থাকে, ইহা স্বরূপতঃই সিদ্ধ, ইহাকে সাধন করিবার জন্য, অর্থাৎ প্রমাণ করিবার জন্য সংযোগ সম্বন্ধে দ্রব্যে সংযোগের অভাব আছে এরূপ বলিতে হয় না, এরূপ বলিলে সিদ্ধ-সাধন দোষ হয়। কিন্তু, ‘বৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন’ নিবেশ করিলে ঐ দোষ আর হয় না।

পুনরায়, আলোচ্যমান হেতুর মধ্যে ‘যজ্ঞাতিসমানাধিকরণ’ ইত্যাদিতে যে ‘যজ্ঞাতি’ শব্দ আছে তাহার সার্থকতা কি? ‘যজ্ঞাতি’ স্থলে ‘যজ্ঞার্থ’ নিবেশ করিলে ক্ষতি কি? ‘যজ্ঞাতি’ স্থলে ‘যজ্ঞার্থ’ নিবেশ করিলেও দ্রব্যে সংযোগাভাবের অস্বমিতি সম্ভব হয়। কিন্তু, ইহারও সার্থকতা আছে, কারণ, জাতি নিবেশ না করিলে ব্যভিচার দোষ হইতে পারে। ব্যভিচার দোষ কাহাকে বলে? “সাধ্যাভাববৎ বৃত্তিৎ ব্যভিচারিতত্বং”, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণে যদি হেতুর বৃত্তিতা থাকে তাহা হইলে ব্যভিচার দোষ হয়। যথা, “ধূমবান্ বহ্নেঃ” স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ বা ধূমভাবাধিকরণ অয়োগোলকে হেতুর বা বহ্নির বৃত্তিতা থাকিয়া যায় বলিয়া উক্ত স্থলটি ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হয়। আলোচ্য স্থলেও ‘যজ্ঞাতি’ শব্দ নিবেশ না করিয়া ‘যজ্ঞার্থ’ নিবেশ করিলে ব্যভিচার দোষ ঘটিতে পারে। ধরা যাক, নির্ঘট দেশে তৎ তৎ ঘটের অভাব থাকায় ঘটসামান্যতাভাব আছে, এরূপ অনুমান করা গেল; তাহা হইলে অনুমানের রূপটি হইবে, “নির্ঘটদেশঃ ঘটসামান্যতাভাবান্ ঘটজ্ঞাতিসমানাধিকরণতত্ত্বং ঘটত্বাবচ্ছিন্নসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক্ষবদভাবাৎ”; কিন্তু, এস্থলে হেতুতে ঘটজ্ঞাতি সন্নিবেশ না করিয়া যদি ঘটত্বধর্ম সন্নিবেশ করা যায় তাহা হইলে কি হয়? ঘটত্বধর্ম হইল ‘কণুগ্রীবাদিমত্ব’; এই ‘কণুগ্রীবাদিমত্বের’ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সম্ভবই হয় না। কারণ, নিয়ম হইল “সম্ভবতি লবৌ ধর্ম্মে গুরৌ তদভাবাৎ”—অর্থাৎ, লঘুধর্ম্মে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে সে স্থলে গুরুধর্ম্মের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করা হয় না, অর্থাৎ সে স্থলে গুরুধর্ম্ম গ্রাহ্য নহে। যথা, ‘প্রমেরধূমো নাস্তি’ এই অভাব স্থলে ‘প্রমের-ধূমত্ব’ হইল গুরুধর্ম্ম, এবং ‘ধূমত্ব’ হইল লঘুধর্ম্ম; সুতরাং এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ‘ধূমত্ব’, ‘প্রমেরধূমত্ব’ নহে। এইভাবে.

‘কস্তুগ্রীবাদিমাস্তি’, ‘ব্রাণগ্রাহগুণো নাস্তি’ প্রভৃতি অভাবের ক্ষেত্রেও ‘কস্তুগ্রীবাদিমস্ব’, ‘ব্রাণগ্রাহগুণস্ব’ প্রভৃতি গুরুধর্ম বলিয়া তৎ তৎ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ‘ঘটত্ব’, ‘গন্ধত্ব’ প্রভৃতি ; কারণ, ঘটত্ব, গন্ধত্ব প্রভৃতি হইল লঘুধর্ম, এবং কস্তুগ্রীবাদিমস্ব, ব্রাণগ্রাহগুণস্ব প্রভৃতি হইল গুরুধর্ম। এইরূপে আলোচ্য উদাহরণের ক্ষেত্রে ঘটত্বজাতির স্থলে ঘটত্বধর্ম গ্রহণে কস্তুগ্রীবাদিমস্বার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সাধ্যাভাববশ্তে বা সাধ্যাভাবাধিকরণে, অর্থাৎ আলোচ্য ক্ষেত্রে নির্ঘটদেশে হেতুর বৃত্তিতা থাকিয়া যায় ; কেননা, কস্তুগ্রীবাদিমাস্তি অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি হইলে কস্তুগ্রীবাদিমাস্তি অভাব ধরা যাইবে না, অর্থাৎ কস্তুগ্রীবাদিমাস্তি এই অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় ; কলে তৎ তৎ ঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাবাধিকরণে, অর্থাৎ নির্ঘটদেশে কস্তুগ্রীবাদিমস্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রসিদ্ধি না থাকায় হেত্বাধিকরণে সাধ্য থাকিতে পারে না, সুতরাং ব্যভিচার হয়। কিন্তু, ‘যজ্ঞাতি’, অর্থাৎ এস্থলে ‘ঘটত্ব-জাতি’ নিবেশ করিলে আর উক্ত ব্যভিচার দোষ হয় না ; কারণ, ‘ঘটত্ব-জাতি’ হইল ঘটত্ব, কস্তুগ্রীবাদিমস্ব নহে, কস্তুগ্রীবাদিমস্ব লক্ষ্যই নহে।

এস্থলে একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে—সস্তা, গুণত্ব ইত্যাদ্যবচ্ছিন্ন অভাব ধরিয়া যে স্বরূপাসিদ্ধির আশঙ্কা হয় তাহা ‘উভয়াবৃত্তি’ পদ নিবেশ করিয়া বারণ করা হইয়াছে ; কিন্তু ব্যভিচারদাষবারক ব্যতীত অন্য কোনো দোষবারক পদ ব্যর্থ—ইহা নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকৃত মত। এস্থলে ‘উভয়াবৃত্তি’ পদ ব্যভিচার-বারক নয়, ইহা স্বরূপাসিদ্ধি-বারক ; যেহেতু ‘উভয়াবৃত্তি’ পদ ব্যভিচার-বারক নয়, ব্যভিচারাবারক (ব্যভিচার+অবারক), সুতরাং এই ‘উভয়াবৃত্তি’ পদ ব্যর্থ। এইরূপে হেতুতে ‘উভয়াবৃত্তি’ পদের ব্যর্থতাপত্তি হয়। কিন্তু, এরূপ বলা যায় না, কেননা, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকগণ ব্যভিচার-বারক বিশেষণের দ্বারা অসিদ্ধি-বারক বিশেষণেরও সার্বকতা স্বীকার করিয়াছেন। পক্ষধর মিশ্র গঙ্গেশো-পাণ্যায়ের “তত্ত্বচিন্তামণি” গ্রন্থের উপর যে টীকা করিয়াছেন তাহার নাম “আলোক”, সুতরাং “মণ্যালোক”রূপেই পক্ষধর মিশ্রকৃত ঐ টীকার প্রসিদ্ধি, যেমন, ‘প্রত্যক্ষ-মণ্যালোক’, ‘অনুমান-মণ্যালোক’, ‘উপমান-মণ্যালোক’, ‘শব্দ-মণ্যালোক’ প্রভৃতি। শব্দমণ্যালোকে, অর্থাৎ পক্ষধর মিশ্রকৃত চিন্তামণি টীকার শব্দধণ্ডে পক্ষধর মিশ্র ও তাহার সমর্থকগণ ব্যভিচারাবারক

(ব্যাভিচার + অবারক) বিশেষণের সার্থকতা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন । শব্দমণ্যলোকে “শব্দো অনিত্যঃ (নিত্যো বা) সামান্তবদে সতি বিশেষ-
 গুণান্তরাসমানাধিকরণবহিরিঙ্গিরগ্রাহ্যত্বাৎ” এই অর্থমিতিতে হেতুর মধ্যে
 “বিশেষ” এবং “অন্তর” (‘বিশেষগুণান্তর’...ইত্যাদিতে যে ‘বিশেষ’ এবং
 ‘অন্তর’) এই বিশেষণ পদ দুইটি স্বরূপাসিদ্ধি বারণের জন্তই প্রযুক্ত হইয়াছে ।
 হেতুতে যদি ‘বিশেষ’ পদ নিবেশ না করা যায় তাহা হইলে “সামান্তবদে
 সতি গুণান্তরাসমানাধিকরণ...”ইত্যাদি হইবে । এখন, আকাশে সংখ্যা,
 পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ এবং শব্দ এই গুণগুলি থাকে, এবং
 ইহাদের মধ্যে ‘শব্দ’ হইল একটি বিশেষগুণ (বুদ্ধাদিষট্‌কং স্পর্শাস্তাঃ স্নেহ-
 সাংসিদ্ধি কোত্রবঃ অদৃষ্টভাবনাশব্দা অমী বৈশেষিকা গুণাঃ) ; হেতুতে
 ‘বিশেষ’ পদের উল্লেখ না থাকিলে শব্দ ভিন্ন সংখ্যাদি অন্ত যে কোনো
 আকাশস্থিত গুণকে ধরা যায়, এবং তাহাতে পক্ষে, অর্থাৎ এস্থলে ‘শব্দে’
 হেতুর অভাব হয়, কারণ, শব্দ ভিন্ন অন্ত গুণের অর্থাৎ সংখ্যাদিরূপ গুণের
 সামানাধিকরণ্য শব্দে থাকিয়া যায়, কলে স্বরূপাসিদ্ধি হয় । কিন্তু, ‘বিশেষ’ পদ
 নিবেশ করিলে আর সে আশঙ্কা থাকে না, কারণ, আকাশে একটি মাত্রই
 বিশেষগুণ থাকে, এবং তাহা হইল শব্দ, অতএব শব্দে অন্ত কোনো বিশেষ-
 গুণের সামানাধিকরণ্য থাকিল না । অপরদিকে, হেতুতে ‘অন্তর’ পদ নিবেশ
 না করিলে “সামান্তবদে সতি বিশেষগুণাসমানাধিকরণ...”ইত্যাদি হইবে ।
 আকাশে শুধু একটি শব্দ নাই, বহু শব্দ আছে, কলে হেতুতে ‘অন্তর’ পদের
 অভাব বশতঃ এক শব্দের সঙ্গে অন্ত শব্দের সামানাধিকরণ্য থাকিয়া যাইবে ;
 এবং তাহা হইলে, যে উদ্দিষ্ট শব্দকে পক্ষ ধরা হইয়াছে তাহাতে অগ্রান্ত শব্দের
 সামানাধিকরণ্য থাকায় পক্ষে হেতুর অভাব থাকিয়া যাইবে, এবং স্বরূপা-
 সিদ্ধি হইবে ; এই স্বরূপাসিদ্ধি বারণের জন্তই ‘অন্তর’ পদের নিবেশ ।
 এইরূপে এস্থলে ‘বিশেষ’ এবং ‘অন্তর’ এই দুটি পদই স্বরূপাসিদ্ধি নিবারণের
 জন্তই নিবেশ করা হইয়াছে । সুতরাং, অসিদ্ধিবারণ বা ব্যাভিচারাবারক
 পদ যখন পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তখন আলোচ্য স্থলে
 ব্যাভিচারাবারক ‘উভয়াবৃত্তি’ পদের নিবেশে ব্যর্থতাপত্তি হয় না ।

জাগদীশী—যো যক্ষ্মন্যনবৃন্তিধর্মাবচ্ছিন্নযাবদভাববান্ স তক্ষ্মা-
 বচ্ছিন্নাভাববান্ ইত্যর্থঃ তু সংযোগন্যনবৃন্তিধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা-

কস্তু ঘটাবৃত্তিসংযোগত্বাদিবৃক্ষাস্ত্রাসমবেতত্বাবচ্ছিন্নাভাবস্ত যাবদন্তর্গ-
তস্ত বৃক্ষাদৌ স্বরূপাসিদ্ধিহাং অনুপাদেয়ঃ । যদ্বা যো যদীয় যাবদ্ভি-
শেষাভাববান্ ইত্যস্ত যো যদীয়ানাং যজ্ঞম্ভাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বানাং
যাবতাং প্রত্যেকাবচ্ছিন্নাভাববান্ স তজ্ঞম্ভাবচ্ছিন্নাভাববান্ ইত্যর্থঃ ।
তথা চ সংযোগত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বব্যক্তীনাং প্রত্যেকাবচ্ছিন্নাভাব-
কূটবস্তস্য পক্ষে সত্ত্বাং ন অসিদ্ধিঃ ন বা ব্যর্থবিশেষণম্ ইতি ধ্যেয়ম্ ।
সংযোগযাবদ্বিশেষাভাবা ইতি মানং মানতাবচ্ছেদকং আচার্যামতে-
নেদং বা ।

অনুবাদ : যাহা যজ্ঞন্যূনবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন যাবৎ অভাববান্ তাহা
তজ্ঞম্ভাবচ্ছিন্ন অভাববান্, ইহাই অর্থ ; কিন্তু, সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন
প্রতিযোগিতার ঘটাবৃত্তি সংযোগত্বাদি বৃক্ষাস্ত্রাসমবেতত্বাদি অবচ্ছিন্ন
যাবদন্তর্গত অভাবের বৃক্ষাদিতে স্বরূপাসিদ্ধি বলতঃ অনুপাদেয় । অথবা
যাহা, “যো যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্” ইত্যাদির (অর্থ) যাহা (যে স্থল)
যাবৎ যদীয়সমূহের (অর্থাৎ) যজ্ঞম্ভাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বসমূহের প্রত্যেকাব-
চ্ছিন্ন অভাববান্, তাহা (সে স্থল) তজ্ঞম্ভাবচ্ছিন্ন অভাববান্, ইহাই অর্থ ।
সুতরাং, সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বব্যক্তিসমূহের প্রত্যেকাবচ্ছিন্ন অভাব-
সমূহবস্তার পক্ষেতে থাকায় অসিদ্ধি হয় না, অথবা ব্যর্থবিশেষণ হয় না,
এইরূপ চিন্তনীয় । ‘সংযোগযাবদ্বিশেষাভাবসমূহ’ ইত্যাদি মান (অর্থাৎ
প্রমাণ) (হইল) মানবতাবচ্ছেদক, অথবা, আচার্য (উদয়নাচার্য) মতের
দ্বারা ইহা (প্রতিপাদিত হয়) ।

ব্যাখ্যা : “যো যদীয়” ইত্যাদি গ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো কোনো
নৈয়ায়িক ভিন্ন মত পোষণ করেন, এখানে সেই সকল নৈয়ায়িকদের কথাই
বলা হইতেছে । তাঁহারা বলেন যে, “যজ্ঞাতি” ইত্যাদিরূপে “যো যদীয়”
প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যাখ্যার মধ্যে ব্যক্তির বারণ, অসিদ্ধি বারণ, সিদ্ধসাধন
বারণ, ব্যর্থবিশেষণ বারণ প্রভৃতি বহুবিধ জটিলতা থাকিয়া যায় । সুতরাং,
এই সমস্ত জটিলতা বর্জন করিয়া অন্ত প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে ।
‘যো’ অর্থাৎ যে স্থল বা পক্ষ, ‘যাবৎ’ অর্থাৎ সকল, ‘যদীয়বিশেষাভাববান্’
অর্থাৎ যজ্ঞন্যূনবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন অভাববান্, তাহা, অর্থাৎ সেই স্থল তজ্ঞম্ভাব-

ছিন্ন অভাববান্—ইহাই অর্থ। ‘বদীয় বিশেষ’ কথার অর্থ করা হইল যদ্ব্যন্যন্যবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন; এস্থলে ‘সংযোগাত্মক’ হইল আলোচ্য বিষয়, সুতরাং ‘যৎ’ পদে ধরা হইল সংযোগ, এই সংযোগত্বধর্ম্যন্যন্যবৃত্তি, অর্থাৎ সংযোগত্বন্যন্যবৃত্তিধর্ম্যাবচ্ছিন্ন হইল বদীয় বিশেষ। এইরূপ যাবৎ বদীয় বিশেষাত্মকবান্ (বা বদীয় যাবৎ বিশেষাত্মকবান্) যে হইবে তাহা তদ্ব্যন্যন্যবৃত্তি অভাববান্ হইবে; এবং কলে তাহা তৎসামান্যাত্মকবান্ হইবে, কেননা, তদ্ব্যন্যন্যবৃত্তি হইলেই তৎসামান্য হইবে। এখন, এই যদ্ব্যন্যন্যবৃত্তি পদার্থটি কি? যাহাকে ধর্ম্য ধরা হইবে সেই ধর্ম্যের অধিকরণ ব্যতীত অন্ত পদার্থে বৃত্তি হইবে না, অথচ সেই ধর্ম্য অপেক্ষা ন্যূন বা অল্প স্থানে বৃত্তি হইবে যে ধর্ম্য সেই ধর্ম্যই হইবে যদ্ব্যন্যন্যবৃত্তিধর্ম্য। আলোচ্য স্থলে ‘সংযোগত্ব’কে ধর্ম্য ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ যদ্ব্যন্য হইল ‘সংযোগত্ব’, সুতরাং যদ্ব্যন্যন্যবৃত্তিধর্ম্য হইল এস্থলে সংযোগত্বন্যন্যবৃত্তিধর্ম্য, এই সংযোগত্বের ন্যূনবৃত্তি হইবে তৎ তৎ সংযোগত্ব। অন্তরূপে বলা যায়, বৃক্ষকে পক্ষ ধরিলে বৃক্ষ ভিন্ন অন্ত পদার্থে অসমবেত বা অবৃত্ত যে সংযোগ, এক কথায় বৃক্ষাত্মক সমবেত সংযোগ (বৃক্ষ+অন্ত+অসমবেত সংযোগ, অর্থাৎ বৃক্ষসমবেত সংযোগই হইল বৃক্ষাত্মকসমবেত সংযোগ), সেই সংযোগত্বটিও সংযোগত্বন্যন্যবৃত্তিধর্ম্য হয়। সামান্য সংযোগত্ব হইতে ঘটাবৃত্তি (ঘট+অবৃত্তি) সংযোগত্ব, বা বৃক্ষাত্মকসমবেত সংযোগত্ব তুলনায় সীমিত, সেইজন্যই ঘটাবৃত্তি সংযোগত্ব, বা বৃক্ষাত্মকসমবেত সংযোগত্বকে সামান্য সংযোগত্ব হইতে ন্যূনবৃত্তিসম্পন্ন বলা হইল; এইরূপে ঘটাবৃত্তি সংযোগত্ব বা বৃক্ষাত্মকসমবেত সংযোগত্ব যদ্ব্যন্যন্যবৃত্তিধর্ম্য বা এস্থলে সংযোগত্বন্যন্যবৃত্তিধর্ম্য হইল। এই প্রকার সংযোগত্বন্যন্যবৃত্তিধর্ম্যাবচ্ছিন্ন হইল এরূপ সীমিত ‘সংযোগ’। এই যদ্ব্যন্যন্যবৃত্তিধর্ম্যাবচ্ছিন্ন যাবৎ অভাববান্ যে স্থল হইবে সেই স্থল তদ্ব্যন্যন্যবৃত্তি অভাববান্, অর্থাৎ এস্থলে সংযোগত্বধর্ম্যাবচ্ছিন্ন অভাববান্ হইবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে অল্পমানটি তাহা হইলে হইবে “জব্যং সংযোগত্বধর্ম্যাবচ্ছিন্নাত্মকবান্ সংযোগত্বন্যন্যবৃত্তিধর্ম্যাবচ্ছিন্নযাবৎ অভাববান্”; অর্থাৎ বৃক্ষাদি জব্যে সংযোগত্বন্যন্যবৃত্তিধর্ম্যাবচ্ছিন্ন যাবৎ অভাব থাকায় বৃক্ষাদি জব্যে সংযোগত্বধর্ম্যাবচ্ছিন্নাত্মক, অর্থাৎ সংযোগাত্মক থাকে। “যো বদীয়” ইত্যাদি গ্রন্থের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে “যজ্ঞাতিসমানাধিকরণ” ইত্যাদি প্রকরণে আলোচিত ব্রহ্মপাসিদ্ধি, ব্যর্থবিশেষণ, অসিদ্ধি, সিদ্ধসাধন প্রভৃতি ঘোষ

উপস্থিত হয় না। কিন্তু, জগদীশ বলিতেছেন যে, এরূপ ব্যাখ্যাতেও দোষ উপস্থিত হয়। কারণ, সামান্ত সংযোগত্ব হইতে সীমিত সংযোগত্বই হইল ‘সংযোগত্বন্যবৃত্তিধর্ম’, সুতরাং, যাহাকে পক্ষ ধরা হইবে সেই পক্ষ ভিন্ন অল্পত্ব অসমবেত সংযোগত্ব ধরূপ ‘সংযোগত্বন্যবৃত্তিধর্ম’, সেইরূপ পক্ষ ভিন্ন অল্পত্ব সমবেত সংযোগত্বও সামান্ত সংযোগত্ব হইতে সীমিত বলিয়া ‘সংযোগত্বন্যবৃত্তিধর্ম’ হইবে। এবং যাবৎ ‘সংযোগত্বন্যবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন’ বলিতে পক্ষ ভিন্ন অসমবেত এবং ঘটাবৃত্তি, পটাবৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত সংযোগত্বও সংযোগত্বন্যবৃত্তিধর্মই হইবে, অর্থাৎ পক্ষ ভিন্ন অল্পত্ব অসমবেত সংযোগত্বও যাবৎ সংযোগত্বন্যবৃত্তিধর্মের অন্তর্গত হইবে। আলোচ্য স্থলে পক্ষ হইল বৃক্ষাদি দ্রব্য, এবং হেতু হইল ‘সংযোগত্বন্যবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন যাবৎ অভাব’; কিন্তু, যে দ্রব্যকে পক্ষ ধরা হইবে, যথা বৃক্ষ, তাহাতে অর্থাৎ বৃক্ষে ‘সংযোগত্বন্যবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন যাবৎ অভাব’ থাকে না, কারণ, ঘটাবৃত্তি সংযোগের অভাব, এবং বৃক্ষ ভিন্ন অল্প পদার্থে অসমবেত যাবৎ সংযোগের অভাব বৃক্ষে থাকিবে কি করিয়া? ফলে, এইভাবে বৃক্ষে বা পক্ষে হেতুর অভাব থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি হইয়া পড়ে। সুতরাং, এবস্থিধ ব্যাখ্যাও অনুপাদেয়, অর্থাৎ উপাদেয় নহে বা গ্রহণযোগ্য নহে।

“যদ্বা” ইত্যাদি কথার দ্বারা জগদীশ অল্প একপ্রকার ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে করিতেছেন। ইহা জগদীশ তর্কালঙ্কারের নিজস্ব অভিমত। তাঁহার মতে জটিলতা পরিহারের জন্য “যো যদীয়” ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা এইরূপ করা যাইতে পারে—‘যো’ অর্থাৎ যে স্থল বা পক্ষ, ‘যদীয়’ অর্থাৎ যদীয়সমূহের অর্থাৎ যদ্ব্যবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বসমূহের, ‘যাবৎ’ অর্থাৎ সমস্ত বিশেষাভাববান্ অর্থাৎ প্রত্যেকাবচ্ছিন্ন অভাববান্, ‘স’ অর্থাৎ সেই স্থল, ‘তৎসামান্তাভাববান্’ অর্থাৎ তদ্ব্যবচ্ছিন্নাভাববান্। অর্থাৎ, যে স্থল যদ্ব্যবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বসমূহের যাবৎ প্রত্যেকাবচ্ছিন্নাভাববান্, সেই স্থল তদ্ব্যবচ্ছিন্নাভাববান্। আলোচ্য স্থলে, তাহা হইলে, যদ্ব্যবচ্ছিন্ন হইবে সংযোগত্ব, এবং অনুমানটি হইবে ‘বৃক্ষঃ সংযোগত্বধর্মাবচ্ছিন্নাভাববান্ সংযোগত্বধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বানাং যাবৎ প্রত্যেকাবচ্ছিন্নাভাববান্’। এখন কথা হইল, ভিন্ন ভিন্ন অভাবের প্রতিযোগী অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু ঐ তৎ তৎ অভাবের তৎ তৎ প্রতিযোগিত্ববৃত্তি যে ধর্ম, অর্থাৎ প্রতিযোগিত্ব, তাহা কি তৎ তৎ প্রতিযোগীর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন, না এক? নব্যগণ বলেন প্রতিযোগিত্ব হইল প্রতিযোগিত্বধর্ম,

সমস্ত প্রতিযোগীরই এই ধর্ম আছে এবং একই ধর্ম আছে ; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অভাবের প্রতিযোগী ভিন্ন ভিন্ন হইলেও প্রতিযোগিত্ব সমস্ত প্রতিযোগীতেই এক, তাহা ভিন্ন নহে । কিন্তু প্রাচীনেরা অন্তরূপ বলেন, তাঁহাদের মতে প্রতিযোগী যেমন ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ প্রতিযোগিত্ববৃত্তিধর্ম অর্থাৎ প্রতিযোগিত্বও প্রতিযোগী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন । জগদীশ এখানে প্রাচীনদের মতই গ্রহণ করিলেন, এবং তদনুসারে ‘যদীয়’ অর্থে যদ্ব্যবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বব্যক্তিসমূহকে ধরিলেন । তাহা হইলে যে স্থলে, যথা বৃক্ষে যদ্ব্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংযোগত্বদ্ব্যবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বব্যক্তিসমূহের সমস্ত প্রত্যেকাবচ্ছিন্নাভাব আছে, সেই স্থলে, অর্থাৎ বৃক্ষে তদ্ব্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন অভাব আছে, অর্থাৎ বৃক্ষে বা দ্রব্যে সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন এইরূপ অনুমানে পক্ষে, অর্থাৎ বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বব্যক্তিসমূহের প্রত্যেকাবচ্ছিন্ন সমস্ত অভাব থাকিয়া যায় ; এইরূপ সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বব্যক্তিসমূহের প্রত্যেকাবচ্ছিন্ন সমস্ত অভাব হইল যাবতীর বিশেষ সংযোগের অভাব । কিন্তু, “সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বব্যক্তিসমূহের প্রত্যেকাবচ্ছিন্ন সমস্ত অভাব”—এইরূপ বলায় আর পূর্বালোচ্য স্বরূপাসিদ্ধি, ব্যাবিশেষণ ইত্যাদি কোনো প্রকার দোষ উপস্থিত হয় না । ইহাই জগদীশের অভিপাত ।

দীর্ঘিতিগ্রন্থে ‘যদীয় যাবৎ বিশেষাভাব’ বা ‘সংযোগ যাবৎ বিশেষাভাব’ই মান, অর্থাৎ প্রমাণ এ কথা বলা হইয়াছে । কিন্তু, “যদীয় যাবৎবিশেষাভাব” হইল হেতু, হেতু অনুমানের প্রমাণ হয় কি করিয়া ? ব্যাপ্তিজ্ঞানই তো হইল অনুমিতির প্রমাণ । সেইজন্ত জগদীশ বলিলেন ‘মান’ হইল মানতাবচ্ছেদক ; ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় হইল ব্যাপ্তি, বিষয় বিধায়, অর্থাৎ বিষয়রূপে ব্যাপ্তি হইল ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধর্ম ; অর্থাৎ বিষয়রূপে অনুমানের মানতা বা প্রমাণতা হইলে ব্যাপ্তি । তাহা হইলে, এই মানতাবচ্ছেদক বা প্রমাণতাবচ্ছেদক হইবে হেতু ; সুতরাং ‘মান’ অর্থে মানতাবচ্ছেদক বুঝিতে হইবে । অথবা উদয়নাচার্যের মতে হেতুই অনুমানের পক্ষে প্রমাণ, সুতরাং সেই মত অনুসারে “যদীয় যাবৎবিশেষাভাব” এই হেতুই ঐ অনুমানের প্রমাণ, এরূপ বলা যায় ।

জাগদীশী—ন চ সৰ্ববায়বাবচ্ছেদন বৃক্ষাদৌ গগনাদেৱেক এক সংযোগো লাভবাদিতি, তস্মৈব অভাববিরহাৎ, সংযোগযাবদ্বিশেষাভাববজ্ঞ পক্ষে স্বরূপাসিদ্ধিমিতি বাচ্যম্ । অতিপ্রসঙ্গভঙ্গায় শাখাদিতত্তদবয়বাবচ্ছিন্নবৃত্তিকসংযোগঃ প্রতি তত্তদবয়ববজ্ঞে হেতুশূন্য আবশ্যকতয়া বৃক্ষে ব্যাপ্যবৃত্তিগগনসংযোগস্ত অসম্ভবাদিতি ভাবঃ ।

অনুবাদ : বৃক্ষাদিতে সৰ্ববায়বাবচ্ছেদের দ্বারা লাঘব বশতঃ গগনাদির একই সংযোগ ইত্যাদি (হওয়ার) পক্ষে তাহার (যাবৎ সংযোগের) অভাব না থাকায় সংযোগযাবদ্বিশেষাভাববতে স্বরূপাসিদ্ধি ইত্যাদি (হয়)—এরূপ বলা যায় না। অতিপ্রসঙ্গ ভঙ্গের জন্য শাখাদি তৎ তৎ অবয়বাবচ্ছিন্নবৃত্তি সংযোগের প্রতি তৎ তৎ অবয়বভরূপ কারণত্বের আবশ্যকতা থাকায় বৃক্ষে ব্যাপ্যবৃত্তি গগনসংযোগের অসম্ভব হয় বলিয়া (স্বরূপাসিদ্ধি হয় না)—ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : বলা হইল, বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যে যাবৎ সংযোগবিশেষের অভাব থাকায় বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্যভাব আছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তো হয় না। কারণ, বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে, অর্থাৎ বৃক্ষের সৰ্ববায়বাবচ্ছেদে গগনসংযোগ সকল সময়েই থাকে এবং সেই গগনসংযোগ এক, বহু নহে। বৃক্ষকে সমগ্ররূপে চিন্তা করিয়া বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে গগনসংযোগ একটিই, এবং এইরূপ চিন্তাতেই লাঘব হয়। কলে পক্ষে অর্থাৎ বৃক্ষাদিতে যাবৎ সংযোগবিশেষের অভাব আর থাকিল না ; কেননা, গগনসংযোগ থাকিয়াই যায়। সুতরাং, বৃক্ষাদিতে, অর্থাৎ পক্ষে যাবৎ সংযোগ বিশেষের অভাব, অর্থাৎ হেতুর অভাব বশতঃ স্বরূপাসিদ্ধি হয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ, বৃক্ষাদিতে বা দ্রব্যে এক ব্যাপ্যবৃত্তি গগনসংযোগের কল্পনা করা অর্থোক্তিক হইয়া পড়ে। বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে এক গগনসংযোগ কল্পনা করিলে সেই সংযোগের কারণ সমগ্র বৃক্ষই হইবে, যে অবয়বে সংযোগ থাকে সেই অবয়বই সেই সংযোগের প্রতি কারণ ; সমগ্র বৃক্ষই এক ব্যাপ্যবৃত্তি গগনসংযোগের কারণ হওয়ার সমগ্র বৃক্ষই গগনসংযোগের প্রতি কারণ। যে বিশেষ স্থলে যে বিশেষ সংযোগ থাকে সেই বিশেষ সংযোগের প্রতি সেই বিশেষ স্থলই কারণ ; ইহা অস্বীকার

করিলে অতিপ্রসঙ্গ হোষ হয়। কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন অংশ, প্রত্যংশে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ থাকে। দ্রব্যের যে অবয়বে বা যে অংশে যে সংযোগ থাকে সেই সংযোগের প্রতি সেই অবয়বকে কারণ না বলিয়া অল্প অবয়বকে সেই সংযোগের কারণ বলা যাইবে না কেন? এইরূপে এক অবয়বাবচ্ছিন্ন সংযোগের কারণ অল্প অবয়ব হইবে না কেন? অল্প অবয়বাবচ্ছিন্ন সংযোগের প্রতি অপর অবয়ব কারণ হইবে না কেন? এইরূপ প্রশ্ন যদি করা যায় তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হোষ হয়। এই অতিপ্রসঙ্গ হোষ পরিহারের জন্তই বলা হয় কোনো বিশেষ অবয়বাবচ্ছিন্ন সংযোগের প্রতি সেই বিশেষ অবয়বই হইল কারণ; এবং ইহা সর্বসম্মত। এইরূপ হইলে আর বৃক্ষে গগন-সংযোগের কারণ সমগ্র বৃক্ষে বলা যাইবে না, বা বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে গগন-সংযোগের কারণত্ব থাকিবে না। কারণ, বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি অবয়বে গগনসংযোগ আছে; বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি তৎতৎ অবয়বাবচ্ছিন্ন বৃত্তিক যে সংযোগ সেই সংযোগের দ্বারাই সমগ্র বৃক্ষে গগনসংযোগ সাধিত হয়। বৃক্ষের তৎ তৎ শাখাত্ববচ্ছিন্ন বৃত্তিক গগন-সংযোগের প্রতি তৎতৎ অবয়বই কারণ; শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি সমস্ত অবয়বে গগনসংযোগ থাকায় পক্ষান্তরে সমগ্র বৃক্ষেই গগনসংযোগ থাকিয়া যায়। কিন্তু এইরূপ গগনসংযোগের কারণ সমগ্র বৃক্ষ নয়, শাখাদি বিভিন্ন অবয়বই তাহার কারণ; এবং সমগ্র বৃক্ষে বা বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে এক ব্যাপ্যবৃত্তি গগনসংযোগ শাখাত্ববচ্ছিন্ন বিভিন্ন অবয়ববৃত্তিক গগনসংযোগের দ্বারাই সম্ভব হয়। সুতরাং পৃথকভাবে বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে গগনসংযোগ করণা করা সঙ্গত নহে। সমগ্র বৃক্ষে বা বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে এক ব্যাপ্তিবৃত্তি গগনসংযোগ এইভাবে অসম্ভব হয়।

জাগদীশী—প্রাচ্য মতে তু যং তদর্থয়োরভুগতত্বাৎ আহ একাবচ্ছেদেনেতি। ইদমুপাধেঃ সাধনাব্যাপকত্বরক্ষায়ৈ, ন চ এবং তন্ত্বসংযোগাভাবস্য গুণে ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাৎ একাবচ্ছিন্নত্বেন সাধ্যব্যাপকত্বং দুর্ঘটমিতি বাচ্যম্। একাবচ্ছেদেন ইত্যস্য নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্টস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। ন চ তথাপি কপিসংযোগসামান্য্যভাববত্তি বৃক্ষে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্টস্য তদীয়মাবচ্ছিশেষাভাববত্তস্য অসম্বাৎ

উপাধে: সাধ্যাব্যাপকত্বমিতি বাচ্যম্ । জাত্যবচ্ছিন্নাভাবস্য এক-
উক্তব্যাপ্তৌ সাধ্যবিধয়াপ্রবেশেন কপিসংযোগাভাবস্য চ অতথাশ্চেন
তং প্রতি তদীয়যাবদ্বিশেষাভাবস্য চ উক্তরূপেণাব্যাপকত্বেইপি ক্ষত্যা-
ভাবাৎ । ন চ অভিঘাতাদিসংযোগসামান্ধ্যাভাবস্য বৃক্ষে সত্ত্বাৎ তত্র চ
নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্টস্য তদীয়যাবদ্বিশেষাভাবস্যাসত্ত্বাৎ এবমুপাধে:
সাধ্যাব্যাপকত্বমিতি বাচ্যম্ । গুণবিভাজকজাতেরেব হেতুসাধ্যয়ো:
প্রবেশাৎ ।

অনুবাদ : কিন্তু, প্রাচীন মতে যৎ তৎ অর্থের অহুগতত্ব বশত: বলা
হইল ‘একাবেচ্ছেদেন’ ইত্যাদি । উপাধির হেতুর অব্যাপকত্ব রক্ষার জন্ত
‘ইদম্’ শব্দ (অর্থাৎ একাবেচ্ছেদেন এই বিশেষণ) ; এবং গুণে তত্ত্বসং-
যোগাভাবের ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশত: একাবেচ্ছিন্নত্বের দ্বারা সাধ্যাব্যাপকত্ব দুইটি
হয়—এরূপ বলা যায় না ; (কারণ), ‘একাবেচ্ছেদেন’ ইহার (অর্থ)
নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট ইত্যাদি বলা হয় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না) ।
তথাপি, কপিসংযোগসামান্ধ্যাভাববান্ বৃক্ষে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট তদীয়
(কপিসংযোগী) যাবৎ বিশেষাভাববস্তুর অল্পপস্থিতি বশত: উপাধির
সাধ্যের অব্যাপকত্ব হয়—এরূপ বলা যায় না ; (কারণ) উক্ত ব্যাপ্তিতে
“যো যদীয় যাবদ্বিশেষাভাববান্”—এই ব্যাপ্তিতে) জাত্যবচ্ছিন্নাভাবেরই
সাধ্যরূপে প্রবেশের দ্বারাই বারণ হয় ; এবং কপিসংযোগাভাব এরূপ না
হওয়ায় তাহার প্রতি তদীয় যাবৎ বিশেষাভাবের উক্তরূপে অব্যাপকত্ব
থাকিলেও ক্ষতি হয় না । বৃক্ষে অভিঘাতাদি সংযোগসামান্ধ্যাভাব থাকায়
নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট তদীয় যাবৎ বিশেষাভাবের অল্পপস্থিতি বশত: এই
উপাধির সাধ্যের অব্যাপকত্ব হয়,—এরূপ বলা যায় না, (কারণ), হেতু-
সাধ্যে গুণবিভাজক জাতির প্রবেশ বশত:ই (বারণ হয়) ।

ব্যাখ্যা : দীধিতিকার বলিতেছেন যে, “যো যদীয় যাবদ্বিশেষাভাববান্
স তৎসামান্ধ্যাভাববান্” ইত্যাদি অনুমানের দ্বারা শ্রব্যে যে সংযোগাভাব
প্রমাণের চেষ্টা করা হইল তাহা ঠিক নহে । “ন চ” এই কথার দ্বারা রঘুনাথ
তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন । “যো যদীয়” ইত্যাদি অনুমানের সাহায্যে
শ্রব্যে সংযোগাভাব প্রমাণ হয় না, কেননা, যৎ, তৎ ইত্যাদির অল্পগম হয়

না। যৎ, তৎ ইত্যাদির অহুগম বশতঃই উক্ত অহুমান অসম্ভব। উক্ত অহুমানে যে ব্যাপ্তি তাহা সামান্তমুখী ব্যাপ্তি, অর্থাৎ সেই ব্যাপ্তি সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে। যে স্থলে যদীর যাবৎ বিশেষাভাব থাকিবে সেই স্থলেই তদীর সামান্তাভাব থাকিবে—ইহাই এই অহুমানের উদ্দেশ্য। কিন্তু, যৎ, তৎ ইত্যাদি পদ একান্তভাবে বিশেষ বস্তুর সূচনা করে। যৎ পদে যে বস্তুকে ধরা হইবে তাহা শুধু সেই বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে ঐ যৎ পদ প্রযোজ্য নহে। যৎ, তৎ প্রভৃতি পদ একান্তভাবে উদ্দিষ্ট বিশেষ বস্তুকে ইঙ্গিত করে বলিয়া ঐ যৎ, তৎ পদের দ্বারা সমস্ত বস্তুকে ধরা যায় না ; এবং এইজন্যই যৎ, তৎ পদের অহুগম হয় না। কোনো শব্দের দ্বারা তৎ-সম্পর্কীয় তজ্জাতীয় সমস্ত বস্তুর প্রতীতি হইলেই সেই শব্দের বা সেই পদের অহুগম হয় বলা যায়। কিন্তু, যৎ পদ যেহেতু সম্পূর্ণরূপে বিশেষ বস্তুর সূচক, সেজন্য যৎ পদের কোনো অহুগম হয় না। কোনো দেশে যৎ, তৎ প্রভৃতি যাবৎ বিশেষ ঘটের অভাব থাকিলে সেই দেশে ঘটসামান্তাভাব আছে বলা যায়। এস্থলে যৎ, তৎ প্রভৃতি পদ ঘটের উপর প্রযুক্ত ; এই যৎ, তৎ প্রভৃতি পদের দ্বারা কিন্তু পট, মঠ প্রভৃতি বস্তুকে বোঝা যাইবে না। যৎ, তৎ পদের দ্বারা পটকে ধরিলে তাহা শুধু পটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে, তাহার দ্বারা অন্য বস্তুকে ইঙ্গিত করা যাইবে না। এইরূপে যৎ, তৎ পদের যাহা অর্থ তাহা শুধুমাত্র বিশেষ বস্তুকে ইঙ্গিত করে বলিয়া এই যৎ, তৎ পদের অহুগম হয় না, এবং কলে, এই যৎ, তৎ ঘটিত ব্যাপ্তির সাহায্যে কোনো সামান্তমুখী অহুমান সম্ভব নয়। সুতরাং এই যৎ, তৎ ঘটিত অহুমানের সাহায্যে ত্রব্যে সামান্তাভাব স্বীকার করা যায় না। প্রাচীনেরা কিন্তু এস্থলে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে যৎ, তৎ প্রভৃতি পদের অহুগম হয়। তাঁহারা বলেন যে, সাধারণভাবে যৎ, তৎ পদের অহুগমতা অবশ্যই নাই, কিন্তু অন্তরূপে চিন্তা করিলে অহুগমতা আছে। তাঁহারা বলেন যে, ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থ হইল বুদ্ধির বিষয়, এবং ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি হইল বুদ্ধির বিষয়তাবচ্ছেদক। এই ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতিও ঘট, পট প্রভৃতির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু এই ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির উপর যদি কোনো সাধারণ ধর্ম কল্পনা করা যায় তাহা হইলে সেই ধর্ম আর ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হইবে না, তাহা ঘটত্ব, পটত্ব, মঠত্ব, সংযোগত্ব, রূপত্ব প্রভৃতি সকলেরই সাধারণ ধর্ম হইবে। কিন্তু, এই সাধারণ ধর্ম হইবে

‘উপলক্ষিত ধর্ম’ ; কেননা, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির উপর পুনরায় ধর্ম কল্পনা করিলে তাহা উল্লেখ্যমান জাতি হইয়া যাইবে, কলে তাহার উপর আবার অস্ত্র ধর্ম ভাসমান হইয়া পড়িবে। কিন্তু, উপলক্ষিত ধর্ম বলিলে আর সে আশঙ্কা নাই ; অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির উপর যে সাধারণ ধর্ম কল্পনা করা হইবে তাহা উপলক্ষিত ধর্ম হইলে তাহার উপর পুনরায় আর ধর্ম ভাসমান হইবে না। এইরূপে, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি যদি বুদ্ধিবিশয়তাবচ্ছেদক হয় তাহা হইলে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির উপর যে উপলক্ষিত সাধারণ ধর্ম তাহা হইবে বুদ্ধিবিশয়তাবচ্ছেদকত্ব। যৎ, তৎ পদবাচ্য পদগুলি যদি এই বুদ্ধি-বিশয়তাবচ্ছেদকত্বোপলক্ষিত ধর্মাবচ্ছিন্ন বস্তু হয়, তাহা হইলে যৎ, তৎ প্রভৃতি পদের অমুগম সম্ভব হয় ; কেননা, তখন আর যৎ, তৎ পদ শুধুমাত্র বস্তুবিশেষকে ইঙ্গিত করে না, তাহা (যৎ, তৎ পদ) সমস্ত বস্তুর বুদ্ধিবিশয়তাবচ্ছেদকত্বরূপ সাধারণ ধর্মের মাধ্যমে সমস্ত বস্তুকেই ইঙ্গিত করে। এইরূপ প্রাচীন মতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যৎ, তৎ পদের অমুগমতার দ্বারা যদি কেহ “যো যদীয়” ইত্যাদি অমুমানের সামান্ত্রতা স্বীকার করেন সেই আশঙ্কাতেই রঘুনাথ “একাবেচ্ছেদেন” ইত্যাদি কথার দ্বারা “যো যদীয়” ইত্যাদি অমুমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র আপত্তি বা দোষ উত্থাপন করিতেছেন।

দীধিতিকার বলিতেছেন যে, যৎ, তৎ পদের অমুগমতা স্বীকার করিলেও দোষ থাকিয়া যায়। “যো যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্ স তৎ সামান্ত্রাভাববান্” এই অমুমানে “একাবেচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব” এই উপাধি থাকিয়া যায়। কোনো অমুমানে উপাধি থাকিলে অমুমানটি ছুট হয় বা অন্তর্হত হয়। উপাধির লক্ষণ হইল, “সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যসমব্যাপ্তম্”—অর্থাৎ, যাহা হেতুর অব্যাপক কিন্তু সাধ্যের ব্যাপক বা সাধ্যসমব্যাপ্ত তাহাই উপাধি। “ধূমবান্ বহুঃ” এই অমুমতিতে ‘আত্ম-ইন্দ্র’ হইল উপাধি। এই স্থলে হেতুর, অর্থাৎ বহির সহিত ‘আত্ম-ইন্দ্র’ থাকিলেই তবে ধূম সম্ভব হয় ; কিন্তু যে সকল স্থলে বহি থাকে সেই সকল স্থলে সকল সময় ‘আত্ম-ইন্দ্র’ থাকে না, বধা অন্বোগোলক। সেইজন্য ‘আত্ম-ইন্দ্র’ এস্থলে হেতুর বা বহির অব্যাপক হইল। কিন্তু ধূম বা সাধ্য সকল সময় ‘আত্ম-ইন্দ্র’কে সঙ্গে লইয়া থাকে, কেননা, ‘আত্ম-ইন্দ্র’ ব্যতীত ধূম হয় না, সে কারণে ‘আত্ম-ইন্দ্র’ ধূমের সহিত সমান ভাবে ব্যাপক, বা ‘আত্ম-ইন্দ্র’ ধূমের অর্থাৎ সাধ্যের সমব্যাপ্ত হইল। এইরূপে এস্থলে, অর্থাৎ

“ধুম্বান্ বহেঃ” এই অহুমিতি স্থলে ‘আত্ম-ইন্দ্রন’কে উপাধি বলা যায়।
 যেহেতু “ধুম্বান্ বহেঃ” এই অহুমিতিতে উপাধি বর্তমান সেকারণে এই
 অহুমানটি চুষ্ট। অহুয়ানে উপাধি থাকিলেই অহুমানটি চুষ্ট হইবে। “যো
 যদীয় যাবদিশেষাভাববান্ স তৎসামান্ভাববান্” এই অহুমিতিতে ‘যদীয়
 যাবৎ বিশেষাভাব’ হইল চেষ্ট, এবং ‘তদীয় সামান্ভাব’ হইল সাধ্য;
 ‘একাবচ্ছেদেন’ কথার অর্থ একদেশাবচ্ছেদেন; যে স্থলে ‘যদীয় যাবৎ
 বিশেষাভাব’ আছে সেই স্থলে ‘একদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব’ থাকে
 না, অর্থাৎ সেই স্থল ‘একদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাববান্’ হইতে পারে
 না। কারণ, সেই স্থলের সর্বত্রই যদীয় যাবৎ বিশেষের অভাব আছে, সেই
 স্থলের একদেশাবচ্ছেদে যদীয় যাবৎ বিশেষের অভাব থাকিতে পারে না;
 সুতরাং, ‘একদেশাবচ্ছেদেন যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্’ ‘যদীয় যাবৎ
 বিশেষাভাববতে’র সহিত থাকে না, কলে, ‘একদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ
 বিশেষাভাববান্’ হেতুর সহিত থাকে না। অপরদিকে, যে স্থলে ‘তদীয়
 সামান্ভাব’ আছে সেই স্থলে ‘একদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব’ও
 আছে, অর্থাৎ যে স্থল ‘তদীয় সামান্ভাববান্’ সেই স্থল ‘একদেশাবচ্ছিন্ন
 তদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্’ও হইয়া পড়ে; সুতরাং ‘একদেশাবচ্ছেদেন
 যাবৎ বিশেষাভাব’ সাধ্যের সহিত থাকিয়া যায়। এইরূপে ‘একদেশা-
 বচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব’ হেতুর অব্যাপক এবং সাধ্যের ব্যাপক হওয়ার
 ইহা উপাধি হইল, এবং এই উপাধি থাকায় “যো যদীয় যাবৎ বিশেষা-
 ভাববান্ স তৎসামান্ভাববান্” অহুমানটি দোষবৃত্ত হইয়া গেল। এখন,
 “যো সংযোগীয়যাবৎ বিশেষাভাববান্ স সংযোগসামান্ভাববান্” এই
 অহুমানের ক্ষেত্রে শুণে তৎ তৎ প্রভৃতি সমস্ত সংযোগের অভাব থাকে, এবং
 এই অভাব ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব, কেননা, শুণে কখনও কোনো সংযোগ থাকে
 না বলিয়া শুণে সংযোগের অভাব হইল ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব; সুতরাং এস্থলে
 সাধ্যবতে, অর্থাৎ সংযোগাভাববতে বা শুণে একদেশাবচ্ছিন্ন যাবৎ সংযোগ-
 বিশেষের অভাব থাকে না; সমস্ত শুণে সব সময়েই সংযোগাভাব থাকে,
 একদেশাবচ্ছিন্ন সংযোগাভাব শুণে কখনও সম্ভব নয়; কলে, সাধ্যের সহিত
 ‘একদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব’ থাকে না, এবং তাহা হইলে ‘এক-
 দেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব’কে আর উপাধি বলা যায় না। এই
 আশঙ্ক্যতেই, অর্থাৎ ‘একাবচ্ছেদেন’ ইত্যাদির সাধ্যের ব্যাপকত্ব দূৰ্ঘট

হওয়ার আশঙ্কাতেই জগদীশ বলিতেছেন যে, ‘একাবেচ্ছেদন’ কথার অর্থ হইল ‘নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট’ ; অর্থাৎ ‘নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট’ যাবৎ বিশেষাভাব’ হইবে উপাধি। একরূপ হইলে আর উক্ত আশঙ্কা থাকে না, কারণ, সাধ্যবতে, অর্থাৎ সংযোগসামান্ত্রাভাববতে বা শুধে নিরবচ্ছিন্ন যাবৎ সংযোগবিশেষের অভাব থাকে ; ফলে ইহা সাধাসমব্যাপ্ত হয়, এবং ‘একাবেচ্ছেদন’ ইত্যাদির উপাধিত্ব রক্ষা হয়।

পুনরায়, কপিসংযোগসামান্ত্রাভাববতে, অর্থাৎ যৎ, তৎ পদে কপিসংযোগকে ধরিয়া সাধ্যবতে বা কপিসংযোগাভাববতে, যথা বৃক্ষে কখনও নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট কপিসংযোগীয় যাবৎ বিশেষাভাববৎ থাকে না, অর্থাৎ বৃক্ষ কখনও নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট কপিসংযোগীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্ হয় না, কারণ, কপিসংযোগ সকল সময়েই একদেশাবচ্ছিন্ন। বৃক্ষের অগ্রাবেচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকে, মূলাবেচ্ছেদে থাকে না। সুতরাং ‘একাবেচ্ছেদন’ বা ‘নিরবচ্ছিন্ন’ ইত্যাদি কপিসংযোগসামান্ত্রাভাবের অব্যাপক হওয়ার আর উপাধি হয় না। এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে উক্ত ব্যাপ্তিতে, অর্থাৎ ‘যদীয় যাবৎ’ ইত্যাদি ব্যাপ্তিতে হেতু-সাধ্যের মধ্যে জাত্যবচ্ছিন্ন অভাব নিবেশ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে আর অনুবিধা হইবে না। উক্ত ব্যাপ্তিতে ‘তদীয় সামান্ত্রাভাব’ হইল সাধ্য, এই তদীয় সামান্ত্রাভাবটি ‘জাত্যবচ্ছিন্ন তদীয় সামান্ত্রাভাব’ ধরিতে হইবে। আলোচ্য স্থলে কপিসংযোগীয় সামান্ত্রাভাব হইল সাধ্য, কিন্তু যেহেতু ‘কপিসংযোগত্ব’ জাতি নয়, সেজন্য তাহা অর্থাৎ কপিসংযোগ জাত্যবচ্ছিন্ন হইবে না। ফলে, উক্ত স্থলটি, অর্থাৎ “কপিসংযোগসামান্ত্রাভাবান্ কপিসংযোগীয়-যাবৎ বিশেষাভাববৎ” এই অনুমিতি স্থলটি আর গ্রহণ করা চলিবে না। যে অভাবকে সাধ্য ধরা হইবে সেই অভাবটিকে জাত্যবচ্ছিন্নাভাব হইতে হইবে। কপিসংযোগাভাব জাত্যবচ্ছিন্নাভাব না হওয়ার ঐ স্থলটিই গ্রহণীয় নয়। এইভাবে জাত্যবচ্ছিন্নাভাবের সাধ্যরূপে প্রবেশের দ্বারাই কপিসংযোগাভাবটি জাত্যবচ্ছিন্নাভাব না হওয়ার কপিসংযোগাভাব স্থলটি অগ্রাহ্য হইল, অর্থাৎ ‘কপিসংযোগসামান্ত্রাভাব’ এই সাধ্যের সহিত ‘নিরবচ্ছিন্ন তদীয় যাবৎ বিশেষাভাব’ এই উপাধির অব্যাপকত্ব থাকিলেও কোনো ক্ষতি নাই। এই ‘জাত্যবচ্ছিন্ন’ বিশেষণটিকে সাধ্যরূপ অভাবের মধ্যে প্রয়োগ করিলেও চলে, আবার হেতুরূপ অভাব এবং সাধ্যরূপ অভাব এই

উভয়ের মধ্যেও প্রয়োগ করা বাইতে পারে; উভয় হলেই, অথবা শুধুমাত্র
সাধ্যের মধ্যে প্রয়োগ করিলেই চলিবে। কিন্তু, এতৎসঙ্গেও অনুবিধা দূর
হয় না। যৎ, তৎ পদের দ্বারা ‘অভিধাতাধিসংযোগাভাব’ ধরিলে পুনরায়
অনুবিধা হয়। সংযোগ দুই প্রকার, অভিধাত-সংযোগ এবং নোদন-
সংযোগ; যে সংযোগের দ্বারা বৃদ্ধ অথবা উচ্চ যে কোনো প্রকারের শব্দ
উদ্ভিত হয় তাহাকে অভিধাত-সংযোগ বলে, আর শব্দ উৎপন্ন না করিয়া যে
সংযোগ হয়,—যথা, কার্পাস প্রভৃতি দ্রব্যের এক সূত্র তত্ত্ব সহিত অপর সূত্র
তত্ত্ব যে সংযোগ—তাহা হইল নোদন-সংযোগ। ‘সংযোগত্ব’ যেকোন
একটি জাতি, সেইরূপ ‘অভিধাত-সংযোগত্ব’ বা ‘নোদন-সংযোগত্ব’ও জাতি,
অর্থাৎ অভিধাতাধি সংযোগ হইল জাত্যবচ্ছিন্ন। জাত্যবচ্ছিন্ন অভিধাতাধি-
সংযোগাভাব বৃদ্ধ আছে, কিন্তু, এই অভিধাতাধিসংযোগাভাব নিরবচ্ছিন্ন-
বৃত্তিকত্ববিশিষ্ট হইয়া বৃদ্ধ থাকে না; সংযোগ সকল সময়েই অব্যাপ্যবৃত্তি,
এবং সংযোগাভাবও সেজন্য অব্যাপ্যবৃত্তি। এই অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ-
সামান্তাভাব, অর্থাৎ জাত্যবচ্ছিন্ন ‘অভিধাতাধিসংযোগসামান্তাভাব’ সকল
সময়েই কিঞ্চিদেখাবচ্ছিন্ন; কলে এস্থলেও উপাধি অর্থাৎ ‘নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি-
কত্ববিশিষ্ট বাবৎ অভিধাতাধিসংযোগবিশেষাভাব’ সাধ্যের অর্থাৎ ‘জাত্য-
বচ্ছিন্নঅভিধাতাধিসংযোগসামান্তাভাবের’ অব্যাপক হইয়া পড়ে, এবং
উপাধি না হওয়ার অসুস্থানটি শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগসামান্তাভাব
বর্ধারূপেই অসুস্থিত হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে
হেতু-সাধ্যে শুধু ‘জাত্যবচ্ছিন্নের প্রবেশ হইলে হইবে না, উপরন্তু ‘গুণ-
বিভাজকজাতি’র প্রবেশ হইতে হইবে। ‘গুণবিভাজকজাতি’ কি? সপ্ত-
পদার্থের মধ্যে গুণ হইল একটি পদার্থ; এই গুণকে আবার রূপ, রস, গন্ধ
ইত্যাদিরূপে চতুর্বিংশতি ভাগে ভাগ করা যায়; রূপ, রস প্রভৃতিকে আবার
নীল, পীত, অন্ন, কটু, কষায় ইত্যাদিরূপে বিভাগ করা যায়। এখন, গুণকে
রূপ, রস প্রভৃতিরূপে যে বিভাগ করা হয় সেই স্থলে রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতি
হইল ‘গুণবিভাজক জাতি’। তৎপরেও রূপ, রস প্রভৃতিকে যে নীলত্ব,
পীতত্ব, অন্নত্ব, কটুত্ব ইত্যাদি ধর্মরূপে যে বিভাগ তাহা গুণবিভাজক জাতি
নহে। চতুর্বিংশতি প্রকার গুণের মধ্যে সংযোগ হইল একটি গুণ,
‘সংযোগত্ব’ হইল ‘গুণবিভাজক জাতি’; কিন্তু ইহাকে আবার ‘নোদন-
সংযোগত্ব’, ‘অভিধাত-সংযোগত্ব’রূপে ভাগ করিয়া বাহা পাওয়া যায় তাহা

গুণবিভাজক জাতি নহে। বস্তুরূপে গুণের বিভাগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ বাহ্য গুণত্বের ব্যাপ্য অথচ গুণত্বের ব্যাপ্যের ব্যাপ্য নহে, তাহাই গুণ-বিভাজক জাতি, যথা রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতি। নোদনত্ব, অভিঘাতত্ব প্রভৃতি গুণবিভাজক জাতি নহে, কারণ, তাহা গুণত্বের ব্যাপ্য যে সংযোগত্ব তাহার ব্যাপ্য হইয়াছে। সুতরাং, হেতু-সাধ্যের মধ্যে যে অভাবকে ধরা হইবে সেই অভাবের মধ্যে ‘গুণবিভাজকজাত্যবচ্ছিন্ন’ বিশেষণ প্রয়োগ করিলে, অর্থাৎ অভাবটি ‘গুণবিভাজকজাত্যবচ্ছিন্ন অভাব’ হইলে আর অসম্বিধা হইবে না। কারণ, ‘অভিঘাতসংযোগাত্যব’ গুণবিভাজকজাত্যবচ্ছিন্ন অভাব না হওয়ায় ঐ স্থলটি আর ধরা যাইবে না, কলে অভিঘাতসংযোগ-সামান্যাত্যব’রূপ সাধ্যের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট যাবৎ অভিঘাতাধি-সংযোগবিশেষাত্যব’ না থাকিলেও অর্থাৎ উপাধি ঐ সাধ্যের অব্যাপক হইলেও ক্ষতি হয় না কারণ উক্ত স্থলটি পূর্বোক্ত বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা অগ্রাহ্য হইবে। সুতরাং যো বদীয় যাবৎ বিশেষাত্যবান্ স তৎ সামান্যাত্যবান্ এই অহুমতিতে ‘নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট যাবৎ বিশেষাত্যব’ এই উপাধি থাকিয়া যায়, কলে অহুমানটি দৃষ্ট হয়; এবং এই কারণে ত্রয়ো সংযোগসামান্যাত্যবের অহুমান অসম্ভব হয়।

জাগদীশী—কেচিত্ত্ব একাবচ্ছেদেনেত্যস্য পরম্পরানবচ্ছেদ-কানবচ্ছেদবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট ইত্যর্থমাহস্তচ্চিস্ত্যাম্। ব্যাপ্যবৃত্তিরূপাদীনাম্ বিশেষাত্যবস্য অবচ্ছেদকাগ্রসিদ্ধ্যা তদনবচ্ছেদকাসম্ভবেন তত্রৈব সাধ্যাব্যাপকত্বতাদবস্থাদিতি ভাবঃ।

অনুবাদ : কেহ কেহ বলেন ‘একাবচ্ছেদেন’ ইত্যাদির অর্থ পরম্পরা-নবচ্ছেদকানবচ্ছেদবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট ইত্যাদি; (কিন্তু) তাহা চিন্তনীয়। ব্যাপ্যবৃত্তিরূপাদির বিশেষাত্যবের অবচ্ছেদকের অগ্রসিদ্ধি বশতঃ তাহার (ব্যাপ্যবৃত্তিরূপাদি বিশেষাত্যবের) অনবচ্ছেদকের অসম্ভবের দ্বারা সেই স্থলেও সাধ্যাব্যাপকত্বের তাদবস্থ্য হয় বলিয়া (চিন্তনীয়); ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : ‘কেচিত্ত্ব’ ইত্যাদির দ্বারা জগদীশ এই প্রসঙ্গে অন্য এক সম্প্রদায়ের মত বলিতেছেন। ‘একাবচ্ছেদেন’ ইত্যাদির দ্বারা দীর্ঘিভিকার-নে উপাধির কথা বলিয়াছেন সেই উপাধি প্রসঙ্গে জগদীশ ‘একাবচ্ছেদেন’

কথার অর্থ করিলেন ‘নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিকল্পবিশিষ্ট’। কিন্তু, কোনো কোনো নৈয়ায়িক, (অর্থাৎ ‘কেচিত্তু’বাদিগণ) এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন; তাহার। ‘একাবচ্ছেন’ শব্দের অর্থ করেন ‘পরম্পরানবচ্ছেদকানবচ্ছেদবৃত্তিকল্পবিশিষ্ট’। পরম্পর পরম্পরের অনবচ্ছেদক অনবচ্ছেদ হইলেই তাহা একাবচ্ছিন্ন হইল। বুদ্ধের বিভিন্ন অবয়বে বিভিন্ন সংযোগ আছে; কোনো বিশেষ অবয়বের যে সংযোগ, সেই সংযোগ এবং সেই অবয়ব পরম্পর পরম্পরের অবচ্ছেদক অবচ্ছেদ, কিন্তু অপর সংযোগের এবং অপর অবয়বের অনবচ্ছেদক অনবচ্ছেদ। এইরূপ ‘পরম্পর-অনবচ্ছেদক-অনবচ্ছেদ-বৃত্তিকল্প-বিশিষ্ট যাবৎ বিশেষাভাব’ হইল উপাধি। যৎ, তৎ পদে সংযোগকে ধরিলে হেতু হইবে ‘সংযোগী যাবৎ বিশেষাভাব’ এবং সাধ্য হইবে ‘সংযোগ-সামান্ত্রাভাব’। ‘যাবৎ সংযোগবিশেষাভাবের সহিত ‘পরম্পরানবচ্ছেদকানবচ্ছেদবৃত্তিকল্পবিশিষ্ট যাবৎ সংযোগবিশেষাভাব’ থাকে না, কারণ, ‘যাবৎ সংযোগবিশেষাভাব’ হইল পৃথক পৃথক করিয়া বা একটি একটি করিয়া সমস্ত সংযোগবিশেষের অভাব; কিন্তু এক একটি পৃথক সংযোগবিশেষ তাহার বিশিষ্ট অবয়বের সহিত অবচ্ছেদক-অবচ্ছেদ সম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই-জন্ত, যাবৎ সংযোগবিশেষাভাবের সহিত পরম্পরানবচ্ছেদকানবচ্ছেদবৃত্তিকল্পবিশিষ্ট যাবৎ সংযোগবিশেষাভাব থাকে না, কলে উপাধিটি হেতুর সহিত না থাকায় হেতুর অব্যাপক হইল। অপরদিকে, সাধ্যের সহিত উপাধিটি থাকিয়া যার, কারণ সাধ্য হইল ‘সংযোগসামান্ত্রাভাব’। সংযোগসামান্ত্রাভাবের অর্থ হইল সমস্ত প্রকার সংযোগের সামান্ত্রাভাব; এই সংযোগ-সামান্ত্রাভাব গুণাদিতে সর্বসম্বতভাবে থাকে, এবং পরম্পরানবচ্ছেদকানবচ্ছেদবৃত্তিকল্পবিশিষ্ট সংযোগযাবৎবিশেষাভাবও গুণাদিতে সর্বসম্বতভাবে থাকে। কলে সাধ্যের সহিত উপাধিটি থাকিয়া যার, এবং এইভাবে উপাধিটির সাধ্যব্যাপকত্ব রক্ষা পায়। কিন্তু, জগদীশ বলিতেছেন যে, ‘একাবচ্ছেন’ কথার এইরূপ ব্যাখ্যা চিন্তনীয়, অর্থাৎ এইরূপ ব্যাখ্যা নিতুল না হইতেও পারে। কারণ, রূপসামান্ত্রাভাবকে যদি সাধ্য ধরা যার তাহা হইলে পক্ষে রূপীয়-যাবৎ-বিশেষাভাব সব সময়েই থাকে, এবং এই অভাব হইল ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব; কেননা, রূপ কখনও কোনো অবচ্ছেদে থাকে না বলিয়া রূপীয়-যাবৎ-বিশেষাভাব পরম্পরানবচ্ছেদকানবচ্ছেদবৃত্তিকল্পবিশিষ্ট হইতে পারে না। ব্যাপ্যবৃত্তি রূপাদির যে অভাব তাহা নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিক

হওয়ার তাহার অবচ্ছেদক অসম্ভব বলিয়া অনবচ্ছেদকও অসম্ভব; ইহাতে
রূপের এবং রূপাভাবের অবচ্ছেদক-অবচ্ছেদের অপ্রসিদ্ধি হয়, এবং সেইজন্য
উপাধিটি সাধ্যব্যাপক না হইয়া সাধ্যের অব্যাপক হইয়া পড়ে। সুতরাং
'একাবচ্ছেদন' কথার 'পরম্পরানবচ্ছেদকানবচ্ছেদবৃত্তিকদ্বিবিধি' অর্থ ঠিক
নহে, ইহাই ভাব—অর্থাৎ ইহাই তাৎপর্য। তাই জগদীশ বলিলেন
“তচ্চিহ্নাৎ” ইত্যাদি।

দ্বীধিতি—এতেন অয়ং সংযোগসামান্যতাবাবান্ সংযোগযাক-
বিশেষাভাববত্বাদিতি নিরন্তং ব্যর্থবিশেষণত্বাদপ্রযোজকত্বান্নিগুণত্বা-
দেক্সপাধিত্বাচ। ন চ প্রতিযোগ্যনবচ্ছেদকতয়েব বুদ্ধাত্বাদেব-
তাবাবচ্ছেদকত্বং, শুণাত্তনবচ্ছেদকপ্রমেয়ত্বাদেস্তদভাবাবচ্ছেদকত্ব-
প্রসঙ্গাৎ। যথা চ ঘটপূর্ববর্ত্তিত্বস্ত প্রতিদণ্ডং বহিসামান্যাদিকরণ্যস্ত
বা প্রতিধুমং ভিন্নত্বেহপি দণ্ডত্বং ধুমত্বং বা তৎসামান্যস্যাবচ্ছেদকং
তথৈব সংযোগসামান্যস্যাবচ্ছেদকং জব্যত্বাদিকমিত্যস্যপি স্মৃচত্বা-
চ্ছেতি সম্প্রদায়বিদঃ।

অনুবাদ : ব্যর্থবিশেষণত্ব, অপ্রযোজকত্ব, এবং নিগুণত্বাদির উপাধি
এইগুলির (এই দোষগুলির) দ্বারা ‘অয়ং সংযোগসামান্যতাবাবান্
সংযোগযাবিশেষাভাববত্বাৎ’ ইহা (এই অনুমান) নিরন্ত হইল। প্রতি-
যোগীর অনবচ্ছেদকতার দ্বারাই বুদ্ধত্বাদির অভাবাবচ্ছেদকত্ব (হয়), এরূপ
বলা যায় না; (কারণ, তাহা হইলে) শুণাদির অনবচ্ছেদক প্রমেয়ত্বাদির
তৎ (শুণাদি) অভাবাবচ্ছেদকত্ব প্রসঙ্গ হয় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)।
ঘটপূর্ববর্ত্তিত্বের (প্রতি) প্রতিদণ্ড এবং বহিসামান্যাদিকরণ্যের (প্রতি)
প্রতিধুম যেরূপ ভিন্ন হইলেও দণ্ডত্ব বা ধুমত্ব তৎসামান্যতাবচ্ছেদক (হয়) সেই-
রূপই জব্যত্ব ইত্যাদিই সংযোগসামান্যের অবচ্ছেদক (হয়) এইরূপও সূক্ষ্ম
কথা বলা যাইতে পারে। ইহা সম্প্রদায়বিবরণ বা সাক্ষ্যদায়িকগণ বলেন।

ব্যাখ্যা : “যো যদীয়”বাদিগণ যদি “অয়ং সংযোগসামান্যতাবাবান্
সংযোগযাবিশেষাভাববত্বাৎ” এই বিশেষ অনুমানের দ্বারা জব্যের সংযোগ-

সামান্তাভাব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের ঐ অহুমান ব্যর্থবিশেষণতা অপ্ৰযোজকতা এবং নিষ্ঠ'ণত্বাদির উপাধিতা—এই দোষ-গুলির দ্বারা দুষ্ট হইবে। উক্ত অহুমানের হেতুতে “যাবৎ বিশেষ” এই বিশেষণটি ব্যর্থবিশেষণ, ঐ অহুমান ব্যভিচারী কি না এই প্রশ্ন করিলে তাহার অহুকূলে কোনো তর্ক নাই ; এবং বিশেষ করিয়া উক্ত অহুমানে নিষ্ঠ'ণত্ব 'ব্রব্যভিগত' ইত্যাদির উপাধিত্ব থাকিয়া যায় ; সুতরাং ঐ অহুমান শুদ্ধ অহুমান নহে, এবং তদ্বারা ত্রব্যো সংযোগসামান্তাভাব প্রমাণ করা যায় না।

পুনরায়, “যো যদীয়”বাদ্বিগণ বলিতে পারেন যে প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদ-কত্বের দ্বারা তদভাবাবচ্ছেদকত্বের প্রমাণ হওয়ার ত্রব্যো সংযোগসামান্তাভাব প্রমাণিত হইবে। ত্রব্যো সংযোগসামান্তাভাব হইল প্রতিপাদ্য বিষয়, সুতরাং ঐ অভাবের প্রতিযোগী হইল সংযোগসামান্য। এই প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদক যাহা হইবে বা এই প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদকত্ব যাহাতে থাকিবে তাহা ঐ অভাবের অবচ্ছেদক অর্থাৎ সংযোগসামান্তাভাবাবচ্ছেদক হইবে বা তাহাতে সংযোগসামান্তাভাবাবচ্ছেদকত্ব থাকিবে ; এই প্রকারে ত্রব্যস্ত্রে সংযোগসামান্যাবচ্ছেদকত্ব থাকায় ত্রব্যস্ত্রে সংযোগসামান্তাভাবাবচ্ছেদকত্ব থাকিবে, অর্থাৎ ত্রব্যো সংযোগসামান্তাভাব থাকিবে ; এইরূপ অহুমানের দ্বারা ত্রব্যো সংযোগসামান্তাভাব সাধিত হয়। কিন্তু, এরূপ অহুমানও ঠিক নহে, কারণ, তাহা হইলে, প্রমেয়ত্ব, সত্তা প্রভৃতিতে গুণের অনবচ্ছেদকত্ব থাকে বলিয়া, অর্থাৎ প্রমেয়ত্ব, সত্তা প্রভৃতি গুণের অনবচ্ছেদক বলিয়া প্রমেয়ত্বে বা সত্তাতে গুণাভাবের অবচ্ছেদকত্ব থাকিয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে প্রমেয়ত্বাদি অবচ্ছেদে গুণাভাব সিদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা কখনও হয় না ; এইরূপ ব্যভিচার দোষ হওয়ার উক্ত অহুমানটি অশুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং তদ্বারা ত্রব্যো সংযোগসামান্তাভাব প্রমাণ করা যায় না। আরও, ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডের যে কারণত্ব তাহা প্রত্যেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ পৃথক পৃথক ঘটকার্যের প্রতি পৃথক পৃথক দণ্ডই কারণ ; তথাপি ঐ ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের কারণত্বসামান্তাভাবচ্ছেদক হইল দণ্ডত্ব, অর্থাৎ ঘটকার্যের কারণ-তাবচ্ছেদক হইলে দণ্ডত্ব। এইরূপ, বহুব্রহ্মের সামান্যাদিকরণ্য বশতঃ যে ব্যাপ্তি তাহাতে প্রত্যেক পৃথক পৃথক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ঐ ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মের সামান্যাদিকরণ্যসামান্তাভাবচ্ছেদক হইল ব্রহ্মত্ব, এবং এই ব্রহ্মত্বই

ব্যাপ্তি। এইভাবে, বৃক্ষের বিভিন্ন অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন সংযোগের সামান্যাবচ্ছেদক হইবে বৃক্ষত্ব বা দ্রব্যত্ব; তাহা হইলে বৃক্ষত্বাদি দ্রব্যত্ব আর সংযোগসামান্ত্রের অনবচ্ছেদক হইতে পারে না, এবং অনবচ্ছেদকত্বের কল্পনার দ্বারা বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্যভাব অনুমান করাও যায় না। সাস্ত্রদ্বায়িকেরা, অর্থাৎ সাস্ত্রদ্বায়িক নৈয়ায়িকগণ এইভাবে “যো বদীক”বাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া দ্রব্যে যে সংযোগ-সামান্যভাব সম্ভব নয় তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্মরণ্যই হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহাদের বক্তব্য সুস্বাক্ষিপ্ত।

জাগদীশী—যন্তস্ত্যাং বিনা কৃতম্ অমুগতানুমানমাশঙ্ক্য নিষেধয়তি এতেনেতি বক্ষ্যমাণদোষেণেত্যর্থঃ। ব্যর্থেনিতি সংযোগসামান্যভাবস্য তন্মতে কেবলান্বয়িতয়া তৎসাধ্যতায়াম্ অভাববদ্ধাদিত্যন্ত্বেব সম্যক্-ত্বাদিতি ভাবঃ। অথাস্ত্রভাববদ্ধাদিকমেব তর্হি হেতুরত আহ অপ্র-যোজকত্বাদিতি অনুকূলতর্কবিরহাৎ ইত্যর্থঃ। নমু নিরূপাধিকত্বমেব প্রযোজকমত আহ নিষ্ঠ'গত্বাদেরিতি; আদিনা দ্রব্যভিন্নত্বাদে: পরিগ্রহঃ।

অনুবাদ : যৎ, তৎ বিনা অমুগত অনুমান করার আশঙ্কায় ‘এতেন’ ইত্যাদির দ্বারা, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ দোষগুলির দ্বারা (তাহার) নিষেধ করা হইতেছে। তন্মতে ‘সংযোগসামান্যভাব’ কেবলান্বয়ী হওয়ার তৎসাধ্যকত্বলে ‘অভাববদ্ধাৎ’ ইহারই সম্যকত্ব (অর্থাৎ হেতুত্ব) হওয়ার ‘ব্যর্থ’ ইত্যাদি (অর্থাৎ ‘ব্যর্থবিশেষণ’ দোষ) ইহাই ভাব। যদি বলা যায় ‘অভাববদ্ধাৎ’ ইহাই হেতু হউক, সেইজন্য বলা হইল ‘অপ্রযোজকত্বাৎ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ ‘অনুকূলতর্কবিরহাৎ’—ইহাই অর্থ। যদি বলা যায়, নিরূপাধিকত্বই প্রযোজক, (সেজন্য) বলা হইল ‘নিষ্ঠ'গত্বাদে:’ ইত্যাদি; ‘আদি’ পদের দ্বারা ‘দ্রব্যভিন্নত্ব’ ইত্যাদির গ্রহণ করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা : যদি কেহ ‘যৎ তৎ’ ইত্যাদি ব্যক্তিরেখে অর্থাৎ “যো বদীক

যাবৎ বিশেষাভাববান্ স তৎ সামান্ত্রাতাববান্” ইত্যাদিরূপে ব্যাখ্যা না দেখাইয়া “বৃক্ষঃ সংযোগসামান্ত্রাতাববান্ সংযোগীয়বাবিশেষাভাববৎ” এইরূপ বিশেষ অহুমান করেন তাহা হইলে পূর্বোক্ত উপাধির দ্বারা অহুমানের দোষ ধরা যাইবে না এই আশঙ্কায় দীর্ঘিতিকার “এতেন” ইত্যাদি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। ৪৭, ৩৭ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ অহুমানের দ্বারা “বৃক্ষঃ সংযোগসামান্ত্রাতাববান্ সংযোগবাবিশেষাভাববৎ” এই অহুমান অল্পগত অহুমান, অর্থাৎ বিশেষবৃত্তী অহুমান হইবে; এই আশঙ্কা করিয়া দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে, ব্যর্থবিশেষণত্ব, অপ্রয়োজকত্ব এবং নিগূর্ণনত্বাদির উপাধিত্বরূপ দোষগুলির দ্বারাই ঐ অহুমান নিবারিত হইবে; অর্থাৎ উক্তরূপ অহুমানের মধ্যে ঐ সমস্ত দোষগুলি বর্তমান, কলে ঐ অহুমান বার্থ্য হইবে না।

প্রথমতঃ, ‘বো বহী’ ইত্যাদি অহুমানের দ্বারা বাহারা দ্রব্যে সংযোগ-সামান্ত্রাতাব প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন তাহাদের মতে দ্রব্যে সংযোগ-সামান্ত্রাতাব আছে। দ্রব্যে সংযোগসামান্ত্রাতাব থাকিলে সপ্তবিধ পদার্থেই, অর্থাৎ সর্বত্রই সংযোগসামান্ত্রাতাব থাকিবে। কারণ দ্রব্য ভিন্ন কোথাও সংযোগ থাকে না, আর দ্রব্যেও যদি সংযোগসামান্ত্রাতাব থাকে তাহা হইলে সংযোগসামান্ত্রাতাব সর্বত্রই থাকিয়া যাইবে, এবং সংযোগ-সামান্ত্রাতাব সর্বত্রই সর্বত্র থাকিয়া যাওয়ার কেবলাবস্থা হইয়া যাইবে। সংযোগসামান্ত্রাতাব এইরূপে কেবলাবস্থা হইলে অহুমানটি “সংযোগ-সামান্ত্রাতাববান্ যাবৎ বিশেষাভাববৎ” এইরূপ হইবার প্রয়োজন কি? সংযোগসামান্ত্রাতাববান্ অভাববৎ” এইরূপ হইলেই হইত। সংযোগ-সামান্ত্রাতাব যেহেতু কেবলাবস্থা, সে কারণে অভাব থাকিলেই সংযোগ-সামান্ত্রাতাব থাকিবে; সুতরাং ‘সংযোগসামান্ত্রাতাব’ এই সাধ্যের যে হেতু তাহাতে ‘যাবৎ বিশেষ’ এই বিশেষণটি ব্যর্থবিশেষণ; যাবৎ বিশেষাভাবকে হেতু না করিয়া শুধুমাত্র অভাবকে বা অভাববৃত্তকে (অভাব এবং অভাববৃত্ত একই কথা) হেতু করিলেই চলে; অতএব উক্ত অহুমান ব্যর্থবিশেষতা দ্বারা ছুটি হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, যদি পূর্বপক্ষীয়গণ বলেন যে, ‘সংযোগসামান্ত্রাতাব’ এই সাধ্যো ‘অভাববৎ’ হেতু হউক সেইজন্য উক্তরূপ অহুমানে দ্বিতীয় দোষ দেখাইয়া বলা হইতেছে যে, উহা অপ্রয়োজক, অর্থাৎ ঐ অহুমানে অহুমান

তর্ক নাই। অমূল্য তর্ক কি? “বহিমান্ ধূমাং” এই অমুমিতিতে যদি প্রমাণ করা যায় ‘অয়ং হেতুঃ (ধূমঃ) সাধ্যব্যাভিচারী (বহিব্যাভিচারী) ন বা’— অর্থাৎ এখানে এই যে হেতু অর্থাৎ ধূম তাহা সাধ্যব্যাভিচারী অর্থাৎ বহিব্যাভিচারী কি না? তাহার উত্তরে বলা বাইবে ‘যদি ধূমো বহিব্যাভিচারী ত্রাং তদা বহিঃসত্ত্বো ন ত্রাং’—অর্থাৎ ধূম বহির ব্যাভিচারী হইলে তাহা বহিঃসত্ত্ব হইত না। বহি-ধূমের ক্ষেত্রে বহি হইল জনক এবং ধূম হইল জন্ত এই জন্ত-জনক ভাবের জন্ত ধূম বহির ব্যাভিচারী নহে। “বহিমান্ ধূমাং” এই অমুমিতি স্থলে পূর্বোক্ত প্রকার প্রশ্নের এইরূপ যে উত্তর তাহাই অমূল্য তর্ক। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ঐরূপ কোনো অমূল্য তর্ক নাই। ‘অভাব’ হেতুটি ‘সংযোগসামান্যতাব’ সাধ্যের ব্যাভিচারী কিনা এই প্রশ্ন করিলে ‘অভাব’ এবং ‘সংযোগসামান্যতাবে’র মধ্যে জন্ত-জনকত্ব সম্বন্ধ দেখাইয়া অমূল্য তর্ক উপস্থাপন করা যায় না; কারণ, ‘সংযোগসামান্যতাব’ ‘অভাবে’র জনক বা কারণ নহে। কলে উক্ত অমুমান অপ্রযোজকত্ব দ্বারা দৃষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ, যদি বলা যায় যে, “সংযোগসামান্যতাবান্ অভাববদ্ব্যং” এই অমুমানের পক্ষে অমূল্য তর্ক আছে;—যথা, “অভাবঃ হেতুঃ ন ব্যাভিচারী নিরূপাধিত্বাং”,—অর্থাৎ, উক্ত স্থলে হেতু যে ‘অভাব’ তাহা ব্যাভিচারী নহে, কারণ উক্ত স্থলে কোনো উপাধি নাই। উপাধি থাকিলেই হেতু সাধ্যব্যাভিচারী হয়, এখানে কোনো উপাধি না থাকায় এই হেতু সাধ্যব্যাভিচারী নয়;—তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, এখানে অর্থাৎ উক্ত অমুमानে নিশ্চ’ণত্ব ও দ্রব্যভিন্নত্বই হইল উপাধি। হেতু ‘অভাব’ বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্য থাকে, কিন্তু দ্রব্যে নিশ্চ’ণত্ব থাকে না; কেননা, দ্রব্য ব্যতীত শুণ থাকিতেই পারে না, দ্রব্যে শুণ থাকিবেই; সেকারণ, ‘নিশ্চ’ণত্ব’ ‘অভাবে’র বা হেতুর অব্যাপক হইল। অপরদিকে, সাধ্য অর্থাৎ ‘সংযোগসামান্যতাব’ শুণাদিতে থাকে, এবং নিশ্চ’ণত্বও শুণাদিতে থাকে, কলে উপাধি অর্থাৎ নিশ্চ’ণত্ব সাধ্যের ব্যাপক হইল। এইরূপে উক্ত অমুमानে ‘নিশ্চ’ণত্ব’ এই উপাধি থাকার জন্ত ঐ অমুমান দৃষ্ট অমুমান বা ব্যাভিচারী অমুমান হইবে।

জাগদীশী—অত্র যত্নপি নিশ্চ’ণত্বোপাধে: স্বাভাবেন চ সাধ্য-
ভাবোন্নয়কত্বা ন দোষত্বং, সংযোগসত্ত্ব সাধ্যতাবত্বা বুদ্ধাদৌ

তন্ত্বেষ্টবাৎ, নাপি ব্যভিচারোন্নায়কতয়া তত এব, তথাপি স্বব্যাপ্যত্বেন সাধ্যান্ত পক্ষবৃত্তিহ্যভাবোন্নায়কতয়া দৃষকঃ বোধ্যম্, সংযোগসামান্ভাবো ন বৃক্ষবৃত্তিঃ নিগু'ণস্বব্যাপহাদিতহুমানেনাপি বৃক্ষঃ সংযোগ-সামান্ভাববান্ ইত্যহুমিতে: প্রতিরোধাদিতি ধ্যেয়ম্ ।

অনুবাদ : বৃক্ষাদিতে সংযোগেরই সাধ্যাভাব হওয়ার তাহার ইষ্টত্ব বশত: এস্থলে বহিঃ নিগু'ণত্ব উপাধির স্বাভাবের (নিজের অভাবের) দ্বারা সাধ্যাভাবাহুমিতির জনক হয়, (তথাপি) দোষ হয় না। (এই উপাধি) ব্যভিচারাহুমিতির জনক হইলেও (দোষ) হয় না, তাহা ইহাই (তাহাও ইষ্ট)। তথাপি স্বব্যাপ্যত্বের দ্বারা (উপাধির ব্যাপ্যত্বের দ্বারা) সাধ্যের পক্ষবৃত্তিহ্যভাবাহুমিতির জনক হয় বলিয়া দোষ বৃত্তিতে হইবে; “সংযোগ-সামান্ভাবো ন বৃক্ষবৃত্তিঃ, নিগু'ণস্বব্যাপহ্যৎ” এই অহুমানের দ্বারাও “বৃক্ষঃ সংযোগসামান্ভাববান্” এই অহুমিতির প্রতিরোধ বশত: (দোষ হয়), এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : “সংযোগসামান্ভাববান্ অভাববত্বাৎ” এই অহুमानে নিগু'ণত্ব উপাধি দেওয়া সত্ত্বেও পূৰ্ব্বপক্ষবাদিগণ, অর্থাৎ “যৎ, তৎ” বাদিগণ বলিতেছেন যে, তাহাতে কোনো দোষ বা ক্ষতি হয় না।, উপাধি হইল সাধের ব্যাপক, এবং সাধ্য হইল উপাধির ব্যাপ্য; ব্যাপকভাবের দ্বারা ব্যাপ্যভাব অহুমিত হয় বলিয়া উপাধ্যভাব বা ব্যাপকভাব দ্বারা সাধ্যাভাব বা ব্যাপ্যভাব এস্থলেও অহুমিত হইতে পারে। এস্থলে সাধ্য বা ব্যাপ্য হইল ‘সংযোগসামান্ভাব’; সুতরাং “বৃক্ষঃ সংযোগসামান্ভাবাভাববান্ নিগু'ণত্বাভাবাৎ” এই অহুমানের দ্বারা বৃক্ষে নিগু'ণত্বাভাব থাকায় বৃক্ষে সংযোগসামান্ভাবের অভাব, অহুমিত হয়। কিন্তু, তাহাতে ক্ষতি কি? বৃক্ষে শাখা প্রশাখা প্রভৃতি বিভিন্ন অবয়বে সংযোগসামান্ভাবের অভাব অর্থাৎ সংযোগ তো আছেই, তাহা তো কেহ অস্বীকার করে না। বক্তব্য হইল বৃক্ষদ্বাবচ্ছেদে বা সমগ্র বৃক্ষে সংযোগ নাই বা সংযোগসামান্ভাব আছে। সুতরাং এই আপত্তি ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ এই আপত্তির দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় না; ইহার দ্বারা বৃক্ষে সংযোগসামান্ভাব যে নাই তাহা প্রমাণিত হয় না। পুনরায় উক্ত অহুमानে উপাধি প্রদর্শনের দ্বারা ঐ অহুমানের ব্যভি-

চারাহুমান সম্ভব হয় বলিয়া আপত্তি করিলেও কোনো ক্ষতি নাই। কোনো অহুমানের উপাধি থাকিলে সেই উপাধির দ্বারা ব্যভিচারাহুমান সম্ভব হয়, অর্থাৎ সেই অহুমানের হেতু যে সাধ্যব্যভিচারী তাহা প্রমাণিত হয়। সাধ্যাভাববতে হেতুর বৃত্তিতা থাকিলে বা হেতুমতে সাধ্যাভাবের বৃত্তিতা থাকিলে ব্যভিচার হয়। এস্থলে হেতু হইল ‘অভাব’, হেতুমান্ব বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্য হইতে পারে, কারণ বৃক্ষাদি দ্রব্যে অভাব থাকে; এই হেতুমতে বা বৃক্ষে সাধ্যাভাব বা সংযোগসামান্তাভাবাভাব বা সংযোগ থাকে, কলে উক্ত হেতুটি ব্যভিচারী হয়, এবং বৃক্ষে সংযোগ সাধিত হয়। “অভাববস্তুরূপো হেতুঃ সংযোগসামান্তাভাবব্যভিচারী” অর্থাৎ “সংযোগসামান্তাভাবাভাববস্তুতি বা সংযোগবস্তুতিনিষ্ঠ’গতব্যভিচারিত্বাৎ” এই অহুমানের দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ, বৃক্ষে সংযোগ আছে এবং ইহা সর্বসম্মত, অতএব ‘অভাববস্তু’ হেতুতে সংযোগবদ্ বৃক্ষবৃত্তিত্ব থাকি দুযনীয় নহে, তাহা ইষ্টাপত্তিই হইবে। ইহাতে বৃক্ষাদিতে সংযোগসামান্তাভাব সাধনে কোনো ক্ষতি হয় না, কেননা, এই ব্যভিচারাহুমান সংযোগসামান্তাভাব সাধনের বাধা জন্মাইতে পারে না। এমতাবস্থায় জগদীশ বলিতেছেন যে, উপাধির সাহায্যে এস্থলে অন্তভাবে দোষ প্রদর্শন করিতে হইবে। উপাধি হেতুর ব্যাপ্য হওয়ায় উপাধি থাকিলে হেতু থাকিবে, এবং সাধ্য উপাধির ব্যাপ্য বলিয়া সাধ্য থাকিলে উপাধি থাকিবে। আনোচ্য অহুমানে হেতু হইল ‘অভাববস্তু’, সাধ্য হইল ‘সংযোগসামান্তাভাব’, এবং উপাধি হইল ‘নিষ্ঠ’গত’; উক্ত সাধ্যকে বা ‘সংযোগসামান্তাভাব’কে যদি পক্ষ ধরা যায়, ‘নিষ্ঠ’গত-ব্যাপ্যত্ব’কে যদি হেতু ধরা যায়, এবং ‘বৃক্ষবৃত্তিত্বের অভাব’কে যদি সাধ্য ধরা যায় তাহা হইলে অহুমানটি হইবে “সংযোগসামান্তাভাবো বৃক্ষবৃত্তিত্বাভাবান্ন বৃক্ষবৃত্তির্বা নিষ্ঠ’গতব্যাপ্যত্বাৎ”; অর্থাৎ সংযোগসামান্তাভাবে বৃক্ষবৃত্তিত্বাভাব আছে এইরূপ অহুমান সাধিত হইবে। সংযোগসামান্তাভাবে বৃক্ষবৃত্তিত্বাভাব থাকিলে বৃক্ষে সংযোগাভাব থাকে না। এইরূপ উপাধির ব্যাপ্যত্বের দ্বারা সাধ্যের বা সংযোগসামান্তাভাবের পক্ষবৃত্তিত্বাভাবের বা বৃক্ষবৃত্তিত্বাভাবের অহুমানের সাহায্যে বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যে সংযোগসামান্তাভাবের অহুমান প্রতিরোধ করা বাইতে পারে। এইরূপ বিচারের দ্বারাই বৃক্ষে সংযোগসামান্তাভাবের প্রতিরোধ চিন্তা করিতে হইবে, ইহাই জগদীশের অভিপাত।

জাগবীশী—নমু যো বুদ্ধম্মস্তানবচ্ছেদকঃ স তদভাবস্তাবচ্ছেদক ইতি ব্যাপ্ত্যেব বুদ্ধবাদে: সংযোগাদীনাম্ অভাবাবচ্ছেদকস্বং স্ত্রেংস্ত-
তীত্যাশঙ্ক্য নিষেধয়তি ন চেতি, তথা চ ব্যভিচারান্নোক্তব্যাপ্তিরিতি
ভাব:। নমু বুদ্ধস্বং সংযোগসামান্তাভাবাবচ্ছেদকং সংযোগসামান্তস্ত
অনবচ্ছেদকস্বং ইতি বিশিষ্ট্যেব ব্যাপ্তির্বাচ্যা প্রমেয়স্বস্বাদে: পক্ষ-
সমত্বাৎ, অত: স্বরূপাসিদ্ধিমাংহ; যথা চ ইতি, প্রতিদণ্ডমিতি, ভিন্নস্বেহপি
ইতি পরেণ অস্বয়:। নমু অব্যবহিতপূর্ববর্তিতায়া অবচ্ছেদকং ন
দণ্ডস্বং অতিপ্রসঙ্গাৎ কিন্তু অব্যবহিতপূর্ববর্তিজাতীয়তয়া: সা চ ন
ভিন্না, অত: সংযোগস্থল এবামুরূপং দৃষ্টান্তমাংহ বহীতি, তৎসামান্ত-
স্ত্রেতি স্বটপূর্ববর্তিত্বসামান্যস্ত বহিসামানাধিকরণ্যসামান্যস্ত চ
ইত্যর্থ:। কেচিস্তু কথিতব্যাপ্তাবপ্রয়োজকস্বম্ অগ্রথা তদভাবানব-
চ্ছেদকস্বেন হেতুনা তদবচ্ছেদকস্বমেব কুতো ন বুদ্ধবাদে: সাধ্যতে,
বুদ্ধস্বান্তবচ্ছেদেন তৎ তৎ সংযোগব্যক্তীনামস্বেহপি সংযোগসামান্তস্য
সম্ভবাদিত্যভিপ্রায়কোহস্বং গ্রন্থ ইত্যাহ:।

অমুবাদ : যদি বলা যায়, বাহা (যে স্থল) বুদ্ধের অনবচ্ছেদক, তাহা
(সেই স্থল) তদভাবের অবচ্ছেদক, এই ব্যাপ্তির দ্বারাই বুদ্ধদ্বাদিতে
সংযোগাদিসমূহের অভাবাবচ্ছেদকত্ব সিদ্ধ হইবে, এইরূপ আশঙ্কাতেই
'ন চ' ইত্যাদির দ্বারা (তাহা) নিষেধ করা হইতেছে; সুতরাং ব্যভিচার
হওয়ার উক্ত ব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব। প্রমেয়ত্ব, সত্তাদির পক্ষসমত্ব
শাক্য, যদি বলা যায় সংযোগসামান্তের অনবচ্ছেদকত্ব বশত: বুদ্ধত্ব
সংযোগসামান্তাভাবাবচ্ছেদক ইত্যাদির বিশেষই ব্যাপ্তিবাচ্য (অর্থাৎ, যদি
'ইত্যাদি'রূপ বিশেষব্যাপ্তিই বলা হয়), সেজন্য স্বরূপাসিদ্ধি বলা হইল,
'যথা চ', 'প্রতিদণ্ডম্', 'ভিন্নস্বেহপি' ইত্যাদি পরের সহিত অস্বয় হইবে।
যদি বলা যায়, অতিপ্রসঙ্গ বশত: অব্যবহিতপূর্ববর্তিতার অবচ্ছেদক হওয়া
নহে কিন্তু অব্যবহিতপূর্ববর্তিজাতীয়তার (অবচ্ছেদক হওয়া), এবং তাহা
(অব্যবহিতপূর্ববর্তিজাতীয়তা) ভিন্ন নহে, সেজন্য 'বহি' ইত্যাদি সংযোগ-
স্থলেরই অমুরূপ দৃষ্টান্ত বলা হইল; 'তৎসামান্তের' ইত্যাদি (হইল)

ষটপূর্ববর্তিত্বসামান্তের এবং বহিসামান্যাদিকরণের, ইহাই অর্থ। কেহ কেহ (বলেন), কথিত ব্যাপ্তিতে অপ্রযোজকত্ব (হয়) ; অন্তরূপে, বৃক্ষত্বাদির তদভাবানবচ্ছেদকত্ব হেতুর (কারণের) দ্বারা তদবচ্ছেদকত্ব সাধিত হইবে না কেন ? বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে তৎ তৎ সংযোগব্যক্তিসমূহের অস্থপস্থিতি সম্বন্ধে সংযোগসামান্তের সম্ভব বশতঃ (ইহা হয়) ;—ইত্যাদি অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ, এইরূপ বলা হইল।

ব্যাখ্যা : পুনরায়, অপর আর এক প্রকার অহুমানের সাহায্যে দ্রব্যো-
সংযোগসামান্ত্যভাব প্রমাণের আশঙ্কায় এই গ্রন্থ উত্থাপিত হইয়াছে।
অহুমানের আকারটি হইল “যে ধর্ম্ম যাহার অনবচ্ছেদক, সেই ধর্ম্ম তাহার
অভাবাবচ্ছেদক”—অর্থাৎ যাহার অভাব অহুমিত হইবে সেই অভাবের
প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদক কোনো ধর্ম্ম হইলে সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নে তাহার অভাব
 থাকিবে। যাহার বা যে প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদকত্বের দ্বারা তদভাবাব-
চ্ছেদকত্ব যে ধর্ম্মে সাধিত হয়, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নে তদভাব সিদ্ধ হইতে পারে,
 তাই জগদীশ তদ্ব্যর্থের বা সেই প্রতিযোগীর ধর্ম্মের অনবচ্ছেদকত্বের সাহায্যে
 অহুমানের কথা বলিলেন। (কোনো পদার্থের অনবচ্ছেদকত্ব না বলিয়া
 সেই পদার্থ ধর্ম্মের অনবচ্ছেদকত্বের দ্বারা অহুমানের কথা বলায় ‘অবচ্ছেদকত্ব’
 ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হইল, ইহা ব্যতীত এইরূপ পরিবর্তনের আর
 কোনো উদ্দেশ্য নাই।) সুতরাং, ব্যাপ্তিটি হইল এইরূপ—যে ধর্ম্ম বদ্ব্যর্থের
 অনবচ্ছেদক হইবে, সেই ধর্ম্ম তদভাবের অবচ্ছেদক হইবে। এই ব্যাপ্তির
 দ্বারা “বৃক্ষত্বং সংযোগসামান্ত্যভাবাবচ্ছেদকং সংযোগসামান্ত্যন্তানবচ্ছেদকত্বাৎ
 —অর্থাৎ বৃক্ষত্বে সংযোগানবচ্ছেদকত্ব থাকায় বৃক্ষত্ব সংযোগসামান্ত্যভাবা-
 বচ্ছেদক হইবে, এইরূপ অহুমান সম্ভব হয়, এবং তাহাতে বৃক্ষে সংযোগ-
 সামান্ত্যভাব সাধিত হয়। এইরূপ অহুমানের দ্বারা বৃক্ষত্বাদির সংযোগ-
 সামান্ত্যভাবাবচ্ছেদকত্ব থাকিতে পারে এই আশঙ্কাতেই দীর্ঘত্বিকার “ন চ
 প্রতিযোগ্যনবচ্ছেদক.....” ইত্যাদি গ্রন্থ উত্থাপন করিয়াছেন। ঐরূপ
 অহুমান “যো বদ্ব্যর্থন্তানবচ্ছেদকঃ স তদভাবাবচ্ছেদকঃ” এই ব্যাপ্তির দ্বারা হয়
 না ; কারণ এই ব্যাপ্তিতে ব্যক্তিচার আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তির দ্বারা
 ব্যক্তিচারাহুমান সম্ভাবিত হয়। যথা প্রমেরত্ব, সত্তা প্রভৃতি গুণের
 অনবচ্ছেদক, কারণ, সমগ্র সত্তাধিকরণে বা সমগ্র প্রমেরত্বাধিকরণে গুণ থাকে
 না ; সুতরাং, এইভাবে প্রমেরত্ব, সত্তা গুণের অনবচ্ছেদক হইয়াছে।

প্রমেরদ্বতে বা সত্তাতে গুণাভাবাবচ্ছেদকত্ব আছে বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হয় না, নিখিল পদার্থেই প্রমেরদ্ব আছে, সত্তাও গুণে আছে, প্রমেরদ্বাবচ্ছিন্নে বা সত্তাবচ্ছিন্নে গুণাভাব কখনও থাকিতে পারে না; এইরূপ ব্যক্তিচারামুমান উক্ত ব্যাপ্তির দ্বারা সম্ভব হওয়ার ঐরূপ সামান্তমুখী ব্যাপ্তি বর্ষা হয় না, এবং তদ্বারা দ্রব্যে সংযোগাভাব প্রমাণ করা যায় না। পূর্বপক্ষবাদিগণ, অর্থাৎ “যো বদীদ্ব”বাদিগণ বলিতে পারেন যে ঐরূপ সামান্ত ব্যাপ্তির পরিবর্তে বিশেষ ব্যাপ্তির দ্বারা দ্রব্যে সংযোগসামান্তাভাব প্রমাণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, ঐরূপ সামান্তব্যাপ্তির সাহায্যে প্রমেরদ্ব, সত্তা ইত্যাদিরূপ পক্ষে সাধ্যামুমান সম্ভব না হওয়ার পক্ষসম্বদ উপস্থিত হয়; সেক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পক্ষকে ধরিয়া তাহাতে ঐ ব্যাপ্তিকে বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া বিশেষব্যাপ্তির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ পক্ষে বিশেষ বিশেষ অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপে, এক্ষেত্রে “বৃক্ষত্বং সংযোগসামান্তাভাবাবচ্ছেদকং সংযোগসামান্তস্ত অনবচ্ছেদকত্বাৎ” এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, বৃক্ষত্বে বেহেতু সংযোগ-সামান্তানবচ্ছেদকত্ব থাকে সেজন্য বৃক্ষত্ব হইল সংযোগসামান্তাভাবাবচ্ছেদক, অর্থাৎ বৃক্ষকে লইয়াই ঐরূপ ব্যাপ্তি গঠিত করিয়া তদ্বারা বৃক্ষে সংযোগ-সামান্তাভাব প্রমাণ করা যাইতে পারে। তদ্বস্তুরে বলা যাইতেছে যে, ঐরূপ করাও সম্ভব নয়, কারণ তাহাতে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ উপস্থিত হয়। ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডের যে কারণত্ব অর্থাৎ পূর্ববর্তিত্ব তাহা প্রতি দণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ঘটপূর্ববর্তিত্বাসামান্তের অবচ্ছেদক দণ্ডত্বই হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ঘটের ক্ষেত্রেই দণ্ডরূপ কারণের কারণতাবচ্ছেদক বা পূর্ববর্তিত্ব-তাবচ্ছেদক হইল দণ্ডত্ব, এবং তাহা সকল ক্ষেত্রেই এক, পৃথক নহে। সেইরূপ বহির সামানাধিকরণ্য (বহ্যধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্ব) প্রতি ধূমে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সামানাধিকরণ্যসামান্তের অবচ্ছেদক ধূমত্ব হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে এই আপত্তি করা যায় যে, কারণ হইল কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা, সুতরাং ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডত্ব অব্যবহিত পূর্ববর্তিত্বের অবচ্ছেদক হয় না, দণ্ডত্ব হইল ঘটকার্যের প্রতি অব্যবহিত পূর্ববর্তিত্বাতীততার অবচ্ছেদক, অর্থাৎ ঘটকার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সামান্তাবচ্ছেদক হইল অব্যবহিত পূর্ববর্তিত্বাতীততা, এবং এই অব্যবহিত পূর্ববর্তিত্বাতীততার অবচ্ছেদক হইল দণ্ডত্ব। সুতরাং, প্রত্যেক দণ্ডে যে:

ঘটকার্যের কারণতা অব্যবহিত পূর্ববস্তিতা আছে তাহার অবচ্ছেদক হওত্ব নহে। এইরূপ আপত্তি হইতে পারে চিন্তা করিয়াই দীর্ঘিতিকার “বহিসামানাধিকরণ্যন্ত বা প্রতিধুমং” ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয় উদাহরণস্থল উল্লেখ করিলেন। এবশ্রুতকরে সামানাধিকরণ্য ধুমভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও যেরূপ ধুমত্বই সর্বত্র সমস্ত ধূমের সামানাধিকরণ্য সামান্ত্যাবচ্ছেদক, ঠিক সেইরূপেই বৃক্ষাদি দ্রব্যের বিভিন্ন অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ থাকিলেও সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সংযোগের সামান্ত্যাবচ্ছেদক হইল বৃক্ষত্ব, এবং তাহা বৃক্ষেই থাকে। বৃক্ষাদি দ্রব্যের বিভিন্ন অবয়বাবচ্ছেদে বিভিন্ন সংযোগ থাকাতোই সমগ্র বৃক্ষাবচ্ছেদে সংযোগের সামান্ত্যতা থাকিয়া যায়। এখন, “বৃক্ষঃ সংযোগসামান্ত্যভাবাবচ্ছেদকঃ সংযোগসামান্ত্যস্তানবচ্ছেদকত্বাৎ” এই অমুমানের পক্ষ হইল ‘বৃক্ষ’, এবং হেতু হইল ‘সংযোগসামান্ত্যস্তানবচ্ছেদকত্ব’; কিন্তু, পূর্বোক্ত প্রকারে বৃক্ষে ‘সংযোগসামান্ত্যাবচ্ছেদকত্ব’ থাকায় বৃক্ষে বা পক্ষে হেতুত্বাব থাকিয়া যায়, কলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ উপস্থিত হয়, এবং বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্ত্যভাব সাধিত হয় না।

এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ অন্তরূপ কথা বলেন, তাঁহাদের মতে “যো যদ্ব্যস্তানবচ্ছেদকঃ স তদভাবাবচ্ছেদকঃ” এই ব্যাপ্তির দ্বারা যে, দ্রব্যে সংযোগ-সামান্ত্যভাব অমুমানের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা হয় না, কারণ উক্ত ব্যাপ্তিটি অপ্ৰযোজক। অর্থাৎ উক্ত ব্যাপ্তির (বিকল্পে প্রতিকূলে তর্ক উপস্থিত করিলে তদ্বস্তুরে কোনো) অমুকূলে কোন তর্ক উপস্থিত করা যায় না। উক্ত ব্যাপ্তির বিপরীত ব্যাপ্তির দ্বারা বলা যায় “যো যদ্ব্যস্তানভাবানবচ্ছেদকঃ স তদবচ্ছেদকঃ”, অর্থাৎ যে ধর্ম, যে ধর্মের অভাবের অনবচ্ছেদক সেই ধর্ম সেই ধর্মের অবচ্ছেদক। অর্থাৎ “বৃক্ষত্বং সংযোগসামান্ত্যাবচ্ছেদকং সংযোগসামান্ত্যভাবানবচ্ছেদকত্বাৎ” এইরূপ বিপরীত অমুমানের দ্বারা বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্ত্য সাধিত হইবে। এইজন্যই “কোচিস্তু”বাদিগণ বলিতেছেন যে, “যো যদীয়”গণ প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদকত্বের দ্বারা বৃক্ষত্বে সংযোগসামান্ত্যভাব প্রমাণ করিতে চাহিলে বৃক্ষত্বে ‘তৎ (সংযোগ) অভাবানবচ্ছেদকত্ব’ এই হেতুর দ্বারা তৎ (সংযোগ) অবচ্ছেদকত্ব সাধন করা যাইবে না কেন? বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে যদিও তৎ তৎ সংযোগব্যাপ্তির অভাব আছে—কারণ, তৎ তৎ সংযোগব্যাপ্তি বৃক্ষের তৎ তৎ অবয়বাবচ্ছেদেই থাকে সমগ্র বৃক্ষাবচ্ছেদে থাকে না—তথাপি এইভাবেই অর্থাৎ এই বিপরীত অমুমানের

দ্বারাই বুঝে সংযোগসামান্য সম্ভব হইবে, অর্থাৎ বুদ্ধদ্বাবচ্ছেদে সংযোগ-সামান্যতাব নাই ইহা প্রমাণ করা যাইবে। এই প্রকার প্রতিকূল তর্কের উত্তরে “বো বদী”গণের কোনো অকূল তর্ক না থাকায় তাহাদের ব্যাখ্যাটি অপ্রযোজক হইয়া পড়ে। সুতরাং তদ্বারা বুদ্ধাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্যতাব প্রমাণ করা যায় না। এইরূপে বলা যায় যে, দ্রব্যে সংযোগসামান্যতাব কোনোরূপেই প্রমাণ হয় না।

দীধিতি—নবীনাত্ত্বংপত্তিকালাবচ্ছেদেন ঘটাদৌ শুণশ্চ, প্রলয়াব-চ্ছেদেন গগনাদৌ সংযোগস্ত সামান্যতাবো বদন্তে, তথা ধুমব-ত্যপি বিরহো দহনস্য, ইহ পৰ্ব্বতে নিতম্বে হতাশনঃ ন শিখরে ইতি প্রতীতেঃ সংযোগেন দ্রব্যস্য অপি অব্যাপ্যবৃত্তিহাৎ, বৃত্তের-ব্যাপ্যবৃত্তিহে বৃত্তিমতো ব্যাপ্যবৃত্তিহস্য অভ্যন্তমসম্ভাবিতত্বাচ্চ। এবং প্রতিযোগিমত্তোরপি কালদেশয়োর্দেশকালভেদাবচ্ছেদেন তদ-তাবঃ, তথা চ তত্ত্বংসাধ্যকাব্যাপ্তিবারণায় তৎ, নোপাদেয়ঞ্চ সৰ্ব্ব-থৈব ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে সাধ্যসাধনভেদেন ব্যাপ্তির্ভেদাদিতি বদন্তি।

অনুবাদ : উৎপত্তিকালাবচ্ছেদের দ্বারা ঘটাদিতে শুণের, প্রলয়াব-চ্ছেদের দ্বারা গগনাদিতে সংযোগের সামান্যতাব থাকিয়া যায়, সেইরূপ ধুমবতেও দহনের (বহির) বিরহ (অভাব) (থাকে), (কারণ) এই পৰ্ব্বতে নিতম্বে হতাশন, শিখরে নয়, এই প্রতীতির দ্বারা সংযোগসহজে দ্রব্যেরও অব্যাপ্যবৃত্তি হয় বলিয়া, এবং বৃত্তির অব্যাপ্যবৃত্তিহে বৃত্তিমতের ব্যাপ্যবৃত্তিহের অভ্যন্ত অসম্ভাবিতত্ব হয় বলিয়া (দ্রব্যে সামান্যতাব থাকিয়া যায়)। এবং প্রতিযোগিমত্তেরও কাল-দেশ, দেশ-কাল ভেদাবচ্ছেদের দ্বারা তদতাব (হয়), সুতরাং, তত্ত্বংসাধ্যক (অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যক) অব্যাপ্তি বারণের জন্ত তৎ (অর্থাৎ, ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদ); সাধ্য-সাধন ভেদে ব্যাপ্তিভেদ হয় বলিয়া ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে সর্বদাই উপাদেয় নয়;—নবীনেরা কিন্তু একরূপ বলেন।

ব্যাখ্যা : সাম্প্রদায়িক মতের দ্বারা ‘বো বদী’বাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া দীধিতিকার “নবীনাত্ত্ব” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা নব্য নৈয়ায়িকদের মত উপস্থাপন করিতেছেন। নব্যদের মতে উৎপত্তিকালে ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যে

গুণ থাকে না। গুণ দ্রব্য বাতীত অগুণ থাকে না, সেজন্য ঘটপটাদি দ্রব্যে
 গুণ অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু উৎপত্তিকালে ঘটাদিতে গুণ থাকিতে পারে না।
 দ্রব্য হইল গুণের সমবায়ী কারণ, কার্য্য সর্ব্বদাই কারণের পরবর্ত্তী, সুতরাং
 যে ক্ষণে কারণ অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই ক্ষণে তাহাতে গুণ
 থাকিতে পারে না, তাহার পরবর্ত্তী ক্ষণে থাকিবে। অতএব উৎপত্তিকাল-
 বচ্ছেদে দ্রব্যে গুণসামান্যভাব থাকে। ঠিক সেইভাবেই প্রলয়কালে নিত্য-
 পদার্থ ভিন্ন অস্ত্র কোনো পদার্থ থাকে না বলিয়া প্রলয়বচ্ছেদে পগনাদি
 নিত্যপদার্থে সংযোগের সামান্যভাব থাকে; কারণ, প্রলয়কালে কৃত্রাপি
 সংযোগ থাকে না। সেইরূপ ধুমবতেও, অর্থাৎ পর্কত, গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি
 স্থানেও বহ্যভাব থাকে; কারণ সংযোগসম্বন্ধে দ্রব্যের অব্যাপ্যবৃত্তি হয়।
 সংযোগসম্বন্ধ যেহেতু ব্যাপ্যবৃত্তি নয়, অব্যাপ্যবৃত্তি, সেজন্য সংযোগসম্বন্ধে
 বাহ্য সম্বন্ধী, অর্থাৎ বাহ্য সংযোগসম্বন্ধে থাকে তাহাও অব্যাপ্যবৃত্তি হয়, বা
 তাহাতেও অব্যাপ্যবৃত্তি থাকে; এজন্য দ্রব্য সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া
 দ্রব্য অব্যাপ্যবৃত্তি হয়। বৃত্তির বা সম্বন্ধের অব্যাপ্যবৃত্তি থাকিলে বৃত্তিমতেরও
 বা সম্বন্ধীরও অব্যাপ্যবৃত্তি থাকিয়া যায়; অব্যাপ্যবৃত্তিসম্বন্ধের যে সম্বন্ধী
 তাহা কখনও ব্যাপ্যবৃত্তি হয় না। এইরূপে, সম্বন্ধের অব্যাপ্যবৃত্তির জন্ত
 সম্বন্ধীর বা বৃত্তিমতের ব্যাপ্যবৃত্তি অত্যন্ত অসম্ভব হয় বলিয়া ধুমবতেও
 বহ্যভাব থাকে। কেননা, বহি পর্কতাদিতে সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া
 অব্যাপ্যবৃত্তি। পর্কতে বহির অল্পমিতিতে পর্কতের নিত্যদদেশে বহির
 অস্তিত্ব আছে, শিথরে নাই, এইরূপ প্রতীতিই হয়। অর্থাৎ, যে স্থলে বহি
 থাকে সেই স্থলের কিঞ্চিদেশাবচ্ছেদে বহি থাকে, অগ্ন্যদেশাবচ্ছেদে থাকে না,
 পর্কতের নিত্যে বহি থাকে, শিথরে থাকে না। “বহিমান্ ধূমাং” এই
 অল্পমিতিতে ধুমবতের কিঞ্চিদেশাবচ্ছেদে বহি থাকে, অগ্ন্যদেশাবচ্ছেদে থাকে
 না, এইভাবে ধুমবতেও বহির অভাব থাকিয়া যায়। এইরূপেই, দেশ এবং
 কাল ভেদে দেশাবচ্ছেদে এবং কালাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার
 অভাব কালে এবং দেশে থাকে। রাত্রিকালে গোষ্ঠে গো থাকে, মধ্যাহ্নে
 গো থাকে প্রান্তরে। সুতরাং দেশাবচ্ছেদে অর্থাৎ গোষ্ঠে যে গো থাকে
 তাহার অভাব কালে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে থাকে; আবার, মধ্যাহ্নে বা কালা-
 বচ্ছেদে যে গো থাকে তাহার অভাব দেশে বা গোষ্ঠে থাকে। এইরূপে
 দেশাবচ্ছেদে বা প্রান্তরে যে গো থাকে তাহার অভাব থাকে কালে অর্থাৎ

রাজিতে, এবং রাজিতে বা কালাবচ্ছেদে যে গো থাকে তাহার অভাব দেশে বা প্রান্তরে থাকে। এই প্রকারে দেশাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার অভাব কালে, এবং কালাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার অভাব দেশে থাকিয়া যায়। অব্যাপ্যবৃত্তিস্থ বসতঃই এইরূপ হয়। সুতরাং, তৎ তৎ সাধ্যকস্থলে, অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্তই ‘তৎ’ অর্থাৎ সেই বিশেষণ, অর্থাৎ ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। শুধুমাত্র “কপিসংযোগী এতদ্ব্যুৎস্বাং” হলে অব্যাপ্তি বারণের জন্তই যে ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, সমস্ত অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে, অর্থাৎ যে সমস্ত স্থলে সাধ্য অব্যাপ্যবৃত্তি সেই সমস্ত স্থলেই অব্যাপ্তি বারণের জন্ত ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ বিশেষণ। সাধ্য-সাধন ভেদে, অর্থাৎ হেতু এবং সাধ্য ভেদে ব্যাপ্তিরও ভেদে হয় বলিয়া ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সর্বদাই, অর্থাৎ সব সময়েই ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ বিশেষণ অনুপাদেয়, অর্থাৎ ঐ বিশেষণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ইহাই নবীনদের মত।

জাগদীশী—গুণস্বেতি, সামান্যভাব ইতি পরেণাশ্রয়ঃ। ননু আত্মক্ষেপে ঘটে গুণো নাস্তীতি প্রত্যক্ষমসম্ভবি সন্নিকর্ষাভাবাৎ, প্রথমক্ষেপে ঘটাদৌ গুণো নাস্তীতি ব্যবহারাদিকঞ্চ সন্দেহপ্রামাণ্যকমতঃ স্থলান্তরমাহ প্রলয়াবচ্ছেদেনেতি। তদানীং জগত্ভাবসত্ত্বে প্রলয় এব ব্যাহত্বতে ইতি ভাবঃ। ননু মহাপ্রলয়ে এব মানাভাবাৎ তদবচ্ছেদেনেতি অযুক্তমত আহ তথ্যেতি। ননু উক্তপ্রতীতিঃ পর্বতবৃত্তিহতাশনাবচ্ছেদকত্বাভাবঃ শিখরে, শিখরাবচ্ছিন্নপর্বতবৃত্তিত্বাভাবঃ বা হতাশনে (বহুংশে বা) অবগাহতে, ন তু পর্বতে এব হতাশনাভাবমিতি যদি ক্রয়ান্তদাপ্যাহ বৃত্তেরিতি। বৃত্তেঃ সম্বন্ধস্ত বৃত্তিমতঃ সম্বন্ধবতঃ, তথা চ যো যদবচ্ছেদেন যদীয়ৎসম্বন্ধাভাববান্ স তদবচ্ছেদেন তস্মা তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাববানিতি ব্যাপ্ত্যা শিখরাবচ্ছেদেন সংযোগাবচ্ছিন্ন বহ্যভাবসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ননু উক্তব্যাপ্ত্যাবপ্র-

যোজকঃ, অত্রথা তুল্যাত্ম্যেন যো যদীয়ংসম্বন্ধবান্ স তৎসম্বন্ধেন
 তদ্বান্ ইতি ব্যাখ্যাপি কুণ্ডাদিসংযোগিনো বদরাদে: সংযোগেন
 কুণ্ডাদিম্বাপস্তেরিত্যুক্তাবাহ এবমিতি, ভেদো বিশেষ:। ঘটবতাপি
 কালে 'ইদানীন্তন্তো ন ঘট' ইতি প্রতীত্যা তদ্ববচ্ছেদেন এব তৎকালে
 ঘটাবাব:, তথা ঘটবতাপি কপালে ঘটনাশদশায়াং 'ইদানীমিহ
 কপালে ন ঘট' ইত্যনুভবাৎ তৎকালাবচ্ছেদেন কপালে ঘটন্ত
 সামান্যাবাব: সিদ্ধান্তি, ন চ ইদানীং তন্ত্বশ্চ ন ঘট ইত্যাদি প্রতীতে:
 এতৎকালাবচ্ছেদেন তন্ত্বশ্চ এব ঘটাবাববিষয়ো ন তন্ত্বহাব-
 ছেদেন এতৎকালে তথা, ইতি বাচ্য। তন্ত্বশ্চ ঘটাবাবস্ত্য ব্যাপ্য-
 বৃত্তিতয়া এতৎকালস্ত তদবচ্ছেদকত্বাবগাহনে উক্তপ্রতীতে: ভ্রমত্বা-
 পাতাৎ। ন চ তথাপি এতৎকালবৃত্তিঘটাবাব এব তন্ত্বশ্চ ভাসতাং,
 তত্রৈতি বাচ্য। কালস্ত প্রতিযোগিকুক্ষাবগ্রহেহপি তাদৃশপ্রতীতে:
 তদ্ববচ্ছেদেন সময়ে ঘটাবাবাবগাহিত্ত্যানুভবসিদ্ধত্বাদিতি ভাব:।
 তথা চ ইতি, গুণবৎ সংযোগবদ্ধা দ্রব্যত্বাৎ, বহিমান্ ধূমাৎ, সময়ো
 ঘটবান্ এতৎকালত্বাৎ, কপালং ঘটবৎ ঘটধ্বংসাদিত্যাদাবব্যাপ্তিবাব-
 গায়ৈত্যর্থ:। তদিতি অসমানাধিকরণান্তমিত্যর্থ:। ন উপাদেয়-
 ঞ্চেতি, যেন সম্বন্ধেন যেন রূপেণ চ যদ্ব্যাপ্যবৃত্তি: তেন সম্বন্ধেন তেন
 রূপেণ তৎ সাধ্যতায়্যাং ন উপাদেয়মিত্যর্থ:। তেন সংযোগত্বেনাব্যাপ্য-
 বৃত্তেরপি সংযোগস্ত্য সমবেতত্বেন সাধ্যতায়্যাং, কালিকবিশেষণতয়া
 অব্যাপ্যবৃত্তেরপিদ্রব্যত্বস্ত্য সমবায়েন সাধ্যতায়্যাং চ ন প্রতিযোগিব্যধি-
 করণপদমুপাদেয়মিতি, পরন্তু সমবায়েন ব্যাপ্যবৃত্তেরপি দ্রব্যত্বসম্বাদে:
 কালিকেন সাধ্যতায়্যাং তদুপাদেয়মেব। ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে প্রয়োজন-
 বিরহাৎ সর্বথৈব নোপাদেয়ং, অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে তু কচিদেয়ং, বৃক্ষ:
 সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ ইত্যাদৌ দেয়ং, সংযোগাবাববান্ নিত্যগুণত্বাদি-
 ত্যাদৌ ন দেয়ং, ইত্যাবেদয়িত্বং ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে সর্বথৈবেত্যুক্তম্।
 সাধ্যসাধনভেদেনেতি, সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধাদেবপুণ্যলক্ষণম্।

অনুবাদ : ‘গুণত্ব’ প্রভৃতি, ‘সামান্তাভাব’ ইত্যাদি পরের সহিত অর্থ হইবে। সন্নিকর্ষাদির অভাব বশতঃ যদি বলা যায়, আন্তর্য্যক্ণে ঘটে “তপো নাস্তি” ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অসম্ভব, এবং প্রথমক্ষণে ঘটাদিতে “তপো নাস্তি” ইত্যাদি ব্যাবহার সম্বন্ধ প্রামাণ্য, সেজন্য ‘প্রলয়াবচ্ছেদে’ ইত্যাদি স্থানান্তর বলা হইল। সেইকালে অন্তর্ভাব থাকিলে প্রলয়ও ব্যাহত হয়, ইহাই ভাব। যদি বলা যায় মহাপ্রলয়েও প্রমাণের অভাব থাকায় ‘তদবচ্ছেদে’ ইত্যাদি অযুক্ত হয়, সেইজন্যই বলা হইল ‘তথা’ ইত্যাদি। যদি বলা যায়, উক্ত প্রতীতি শিখরে পর্কতবৃত্তি হতাশনাবচ্ছেদকত্বাভাব (বোধক) অথবা হতাশনে (বা বহ্যংশে) শিখরাবচ্ছিন্নপর্কতবৃত্তিত্বাভাব (বোধক), পর্কতেই হতাশনাভাব কিম্ব নহে; সেইজন্যই বলা হইল ‘বৃন্তেঃ’ ইত্যাদি। বৃন্তেঃ (অর্থাৎ) সম্বন্ধের, বৃত্তিমতঃ (অর্থাৎ) সম্বন্ধবতের; সুতরাং, “যাহা সম্বন্ধেদের দ্বারা বদীয় বৎসম্বন্ধাভাববান্, তাহা তদবচ্ছেদের দ্বারা তাহার তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাববান্”—এই ব্যাপ্তির দ্বারা শিখরাবচ্ছেদের দ্বারা সংযোগাবচ্ছিন্ন বহ্যভাব সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব। যদি বলা যায়, উক্ত ব্যাপ্তিতে অপ্রযোজকত্ব (থাকিয়া যায়), অন্তর্ভাব, তুল্যান্তারের দ্বারা “যাহা বদীয় বৎসম্বন্ধবান্ তাহা তৎসম্বন্ধের দ্বারা তদ্বান্” এই ব্যাপ্তিতেও কুণাদিসংযোগী বদরাধির সংযোগসম্বন্ধে কুণাদিমত্বাপত্তি হয়—এইরূপ উক্তিভেদে ‘এবম্’ ইত্যাদি বলা হইল; ‘ভেদ’ (শব্দের অর্থ) হইল বিশেষ। ঘটবান্ কালেও ইদানীং তদ্বতে ‘ন ঘটঃ’ এই প্রতীতির দ্বারা তদ্ববচ্ছেদের দ্বারাও তৎকালে ঘটভাব (হয়); সেইরূপ ঘটবান্ কপালেও ঘটনাশদশায় ইদানীং এই কপালে ‘ন ঘটঃ’ এই অনুভব হয় বলিয়া তৎকালাবচ্ছেদের দ্বারা কপালে ঘটের সামান্তাভাব সিদ্ধ হয়; ইদানীং তদ্বতে ‘ন ঘটঃ’ ইত্যাদি প্রতীতিতে এতৎকালাবচ্ছেদের দ্বারা তদ্বতে ঘটভাব বিষয় (প্রতীত হয়), তদ্বদ্বাবচ্ছেদের দ্বারা এতৎকালে (ঘটভাব বিষয় প্রতীত) হয় না,—এরূপ বলা যায় না। তদ্বতে ঘটভাবের ব্যাপ্যবৃত্তিতা থাকায় এতৎকালের তদবচ্ছেদক অবগাহনে উক্ত প্রতীতিতে ভ্রমত্বাপত্তি হয়। তথাপি, ঐসম্বন্ধে, তদ্বতে এতৎকালবৃত্তি ঘটভাব ভাসমান হউক, এরূপ বলা যায় না। (কারণ) তাদৃশ প্রতীতিতে কালের প্রতিযোগিকৃষ্টিতে অবগ্রহভেদেও (এরূপ হয়); তদ্ববচ্ছেদের দ্বারা কালে ঘটভাব অবগাহিত্বের অনুভব সিদ্ধ হয় বশতঃ (এরূপ হয়), ইহাই ভাব। সুতরাং, “গুণবৎ অথবা সংযোগবৎ দ্রব্যত্বাৎ”,

“বহিমান্ ধূমাং”, “সমরো (কালো) ঘটবান্ এতৎকালদ্বাং”, “কপালং ঘটবৎ ঘটকঃসাং” ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য (‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদ) ইহাই অর্থ। এই ‘তৎ’ (পদ) (হইল) “অসমানাধিকরণান্তম্”—ইহাই অর্থ। এবং উপাদেশ নহে, ইত্যাদি ; যে সম্বন্ধের দ্বারা এবং যে রূপের (ধর্মের) দ্বারা বাহ্য ব্যাপ্যবৃত্তি, সেই সম্বন্ধের দ্বারা সেই রূপের (ধর্মের) দ্বারা তৎ সাধ্যতায় (অর্থাৎ সেই সাধ্যকস্থলে) উপাদেশ নহে, ইহাই অর্থ। তাহার দ্বারা সংযোগস্ত (রূপের) দ্বারা ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও সংযোগের সমবেতত্ব (রূপের) দ্বারা সাধ্যতায়, এবং কালিক-বিশেষণতার দ্বারা অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও দ্রব্যত্বের সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যতায় ‘প্রতিযোগ্যব্যাধিকরণ’ পদ উপাদেশ নহ ; পরন্তু, সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও দ্রব্যত্ব, সত্তাদির কালিকসম্বন্ধের দ্বারা তৎ (অর্থাৎ, প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ বা প্রতিযোগ্যব্যাধিকরণ পদ) উপাদেশই। প্রয়োজন না থাকায় ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সর্বথাই উপাদেশ নহ ; অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে, কিন্তু, কচিং দেয় (অর্থাৎ উপাদেশ) ; “বৃক্ষঃ সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাং” ইত্যাদিতে দেয়, “সংযোগাভাববান্ নিত্যগুণত্বাং” ইত্যাদিতে দেয় নহ ; ইত্যাদি আবেদনের জন্য (বুঝাইবার জন্য) ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ‘সর্বথাই’ এইরূপ বলা হইল। সাধ্য-সাধন ভেদের দ্বারা ব্যাপ্তি ভিন্ন হয়, এবং সাধ্যতাব্যটক সম্বন্ধাদি ভেদ বশতঃও (অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাদি ভেদেও) ব্যাপ্তি ভিন্ন হয় বলিয়া এইরূপ বলা সম্ভব হইল।

ব্যাখ্যা : সাম্প্রদায়িকেরা দ্রব্যে সংযোগসামান্যতাব যে থাকে না তাহা প্রমাণ করিলেন ; দ্রব্যে সংযোগসামান্যতাব সাধনের জন্য “যো ঘটীর”-বাদিগণের অস্বাভাবিক পদ্ধতি পূর্বোক্ত প্রকারে ছুট প্রমাণ করিয়া সাম্প্রদায়িক নৈয়ায়িকগণ দ্রব্যে সংযোগসামান্যতাব যে সম্ভব নহ তাহা প্রমাণ করিলেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ এ সম্পর্কে কি বলেন তাহা বলা হইতেছে, এবং সেই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার “নবীনান্ত” ইত্যাদি গ্রন্থের সূচনা করিলেন। দীধিতিগ্রন্থের “গুণস্ত” পদটি পরবর্তী “সামান্যতাব” পদের সহিত অস্থিত হইবে ; অর্থাৎ “ঘটাদৌ গুণস্ত সামান্যতাবঃ”, “গগনাদৌ সংযোগস্ত সামান্যতাবঃ” এইরূপ অর্থ করিয়া দীধিতিগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। নবীনদের মতে উৎপত্তিকালে ঘটাদি দ্রব্যে গুণসামান্যতাব থাকে। দ্রব্য হইল গুণের সমবায়ী কারণ, গুণ দ্রব্যে থাকে ; কিন্তু যে ক্ষণে ঘটাদি দ্রব্য

উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষণে দ্রব্যে গুণ অর্থাৎ কার্য থাকিতে পারে না। কেননা, কার্য সর্বদাই কারণের পরবর্তী, এবং কারণ সর্বদাই কার্যের পূর্ববর্তী; সুতরাং পূর্ববর্তী পদার্থের উৎপত্তিকালে পরবর্তী পদার্থ পূর্ববর্তী পদার্থে থাকে কি করিয়া? সেইজন্তই উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে ঘটাদি দ্রব্যে গুণ-সামান্যতাব থাকে। আপত্তি করা যাইতে পারে যে, আন্তঃক্ষেপে অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তিক্ষণে তাহাতে যে গুণসামান্যতাব তাহা প্রত্যক্ষ-গোচর নয়, কারণ, তদবস্থায় গুণসামান্যতাবের কোনো সন্নিবর্তন হয় না; সন্নিবর্তনের অভাব বলতঃ প্রথম ক্ষণে ঘটাদি দ্রব্যে গুণসামান্যতাব আছে বলিয়া যে ব্যবহার তাহা সন্নিবৃত্ত প্রামাণ্যের বিবরণ। এইরূপ আশঙ্কায় জন্তই “প্রলয়াবচ্ছেদেন গগনাদৌ” এই স্থলান্তর অনুসরণ করা হইল। প্রলয়কালে সমস্ত জন্তপদার্থ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। “জন্তুভাবানধিকরণসময়ঃ মহাপ্রলয়ঃ”, “জন্তুদ্রব্যানধিকরণসময়ঃ খণ্ডপ্রলয়ঃ”—অর্থাৎ সমস্ত জন্তুপদার্থের যখন কোনো অধিকরণ থাকে না, অর্থাৎ সমস্ত জন্তুপদার্থ যখন ধ্বংস হয় সেই কালের নাম মহাপ্রলয়, সেইজন্তু সেই কালটি জন্তুভাবে অধিকরণ হইয়াছে, জন্তুভাবপদার্থের অধিকরণ সময়কেই মহাপ্রলয় বলা হয়; এবং সমস্ত জন্তুদ্রব্য যখন কোথাও থাকে না তখন খণ্ডপ্রলয় হয়। এখন, ‘সংযোগ’ যেহেতু জন্তু-পদার্থ সুতরাং অন্তান্ত জন্তুপদার্থের দ্বারা মহাপ্রলয়ে সংযোগও থাকে না; ‘গগন’ নিত্যপদার্থ বলিয়া প্রলয়কালে গগন থাকিয়া যায়, এই গগনে প্রলয়কালে ‘সংযোগ’ থাকে না, কারণ সেই সময় ‘সংযোগ’ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মহাপ্রলয়ে গগন প্রভৃতি নিত্যপদার্থে সংযোগসামান্যতাব থাকে। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, মহাপ্রলয়ে জন্তুভাব থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু এই আপত্তি করিলে মহাপ্রলয়ের ধারণাই ব্যাহত হইবে। পুনরায়, নব্যগণ মহাপ্রলয় স্বীকারই করেন না, তাঁহাদের মতে মহাপ্রলয়ের কোনো প্রমাণ নাই, যাহা হয় তাহা খণ্ডপ্রলয়, এবং খণ্ড-প্রলয়ে শুধুমাত্র জন্তুদ্রব্য সকল থাকে না, কিন্তু অন্তান্ত জন্তু পদার্থ, অর্থাৎ দ্রব্যভিন্ন অন্তান্ত জন্তুপদার্থ থাকিয়া যায়, সুতরাং প্রলয়কালে গগনাদিতে সংযোগসামান্যতাব থাকে একথা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ‘তথা ধূমবত্যপি’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা স্থলান্তর অনুসরণ করা হইতেছে। পর্বত, গোষ্ঠ প্রভৃতি হইল ধূমবান্, এই সকল ধূমবতেও দহনের, অর্থাৎ বহির অভাব থাকে। পর্বতে ধূম দর্শনের দ্বারা যখন বহির অনুমান করা হয় তখন প্রকৃত-

পক্ষে ‘পৰ্বতে বহি আছে’ এই প্রতীতি হয় না ; ‘এই পৰ্বতের নিতম্বদেশে হতাশন বা বহি আছে, শিখরে নাই’ এইরূপ প্রতীতিই হয়। সুতরাং পৰ্বতে বহি আছে এরূপ বলা যায় না। এস্থলে আপত্তি করা যায় যে, পৰ্বতের শিখরে পৰ্বতবৃত্তি হতাশনাবচ্ছেদকত্বের অভাব আছে, অথবা হতাশনে বা বহুংশে শিখরাবচ্ছিন্ন পৰ্বতবৃত্তিত্বাভাব আছে এইরূপ প্রতীতিই এস্থলে হয়, পৰ্বতেই হতাশনাত্তাব বা বহুভাব আছে এরূপ প্রতীতি হয় না। ইহারই উত্তরে ‘বৃত্তের ব্যাপ্যাবৃত্তিত্বে’ ইত্যাদি গ্রন্থ বলা হইয়াছে। ‘বৃত্তি’ হইল এস্থলে ‘সম্বন্ধ’, এবং ‘বৃত্তিমান্’ হইল ‘সম্বন্ধবান্’ ; সম্বন্ধ যদি অব্যাপ্যবৃত্তি হয় তাহা হইলে সম্বন্ধবান্ অর্থাৎ সম্বন্ধীও অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে। অব্যাপ্য-বৃত্তিসম্বন্ধের সম্বন্ধীর ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব অত্যন্ত অসম্ভব। পৰ্বতাদিতে বহি সংযোগসম্বন্ধে থাকে, সংযোগসম্বন্ধ হইল অব্যাপ্যবৃত্তি, সুতরাং এস্থলে সংযোগসম্বন্ধের সম্বন্ধী যে বহি তাহাও অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে। এইরূপ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সমস্ত পক্ষেই এইভাবে সাধ্যের অভাব প্রতীত হইবে—যথা এস্থলে পৰ্বতের এই অংশে বহি আছে, অগ্র অংশে নাই, এইরূপ প্রতীতিও হয় ; এবং এইরূপে পৰ্বতে বহির অভাব প্রতীতি সম্ভব হইবে। সুতরাং, “যো যদবচ্ছেদেন বদীয়ঃসম্বন্ধাভাববান্ স তদবচ্ছেদেন তন্ত তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাববান্”—অর্থাৎ যাহাতে যদবচ্ছেদের দ্বারা ঐ যাহা সম্বন্ধীয় (বদীয়) যে সম্বন্ধের অভাব আছে, তাহাতে তদবচ্ছেদের দ্বারা তাহার সেই সম্বন্ধের অভাব আছে, এই ব্যাপ্তির সাহায্যেই পৰ্বতে শিখরা-বচ্ছেদের দ্বারা সংযোগাবচ্ছিন্ন বহির অভাব সিদ্ধ হয়। “যো” অর্থে ধরা গেল পৰ্বত, ‘যদবচ্ছেদেন’ অর্থাৎ শিখরাবচ্ছেদেন, ‘বদীয়’ অর্থাৎ কিনা বহি-সম্পর্কীয়, ‘ঃসম্বন্ধাভাববান্’ অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাববান্, ‘স’ অর্থাৎ পৰ্বত, ‘তদবচ্ছেদেন’ অর্থাৎ শিখরাবচ্ছেদেন, ‘তন্ত’ অর্থাৎ বহির, ‘তৎসম্বন্ধা-বচ্ছিন্নাভাবান্’ অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাববান্ ; অর্থাৎ পৰ্বতে শিখরা-বচ্ছেদে বহির সংযোগসম্বন্ধের অভাব আছে। এইরূপে পৰ্বতে শিখরাবচ্ছেদে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহির অভাব সিদ্ধ হয়। এবং অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ-সম্বন্ধে সম্বন্ধী বহিও অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ার পৰ্বতের কিঞ্চিদেশাবচ্ছেদে বহি আছে, অগ্র দেশাবচ্ছেদে নাই, এই প্রতীতির দ্বারা সমগ্র পৰ্বতে বহি নাই (কিঞ্চিদেশাবচ্ছেদে থাকিলেও সমগ্র পৰ্বতাবচ্ছেদে নাই, অর্থাৎ সমগ্র পৰ্বতে নাই) ইহা সিদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে আপত্তি করা বাইতে পারে যে,

“যো বদবচ্ছেদেন” ইত্যাদি ব্যাপ্তিটি অপ্রযোজক, কারণ, ঐ ব্যাপ্তির অনুরূপ একটি বিপরীত ব্যাপ্তি হইতে পারে,—যথা, “যো বদীয় বৎসম্বন্ধবান্ স তৎ-সম্বন্ধেন তদ্বান্”—অর্থাৎ পর্কতে যেহেতু বহিসম্পর্কীয় সংযোগসম্বন্ধবান্, সেজন্য পর্কতে সংযোগসম্বন্ধে বহিমান্, অর্থাৎ পর্কতে বহি আছে এই প্রতীতি সম্ভব হইবে, পর্কতে বহি নাই বলিয়া যে প্রতীতির কথা বলা হইল তাহা আর হইবে না। এইভাবে বিপরীত ব্যাপ্তির সাহায্যে পর্কতে বহি আছে এবং বহি নাই এতদুভয়ই সিদ্ধ হইবে, কলে সংযোগ-সম্বন্ধে কুণ্ডে (কুণ্ড পাত্রে) বদর (কুল জাতীয় ফল) থাকিলে ‘কুণ্ডবান্ বদর’ এবং ‘বদরবান্ কুণ্ড’ ইত্যাদিরূপ বিপরীত আধার-আধেয় সম্বন্ধজনিত কুট সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইবে। এবশ্চকার আপত্তির আশঙ্কাতেই “এবং প্রতিযোগিমতোরিপি” প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল। কাল-দেশ এবং দেশ-কাল ভেদাবচ্ছেদের দ্বারা প্রতিযোগিমতের অভাব প্রতীত হয়। এস্থলে ‘ভেদ’ শব্দের অর্থ বিশেষ; দেশ বিশেষে এবং কাল বিশেষে দেশাবচ্ছেদে এবং কালাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার অভাব কালে এবং দেশে থাকে। কালে সব কিছুই থাকে, ঘটও থাকে; সূতরাং ঘটবতে অর্থাৎ কালে যখন ঘট থাকে বলা হয় তখন সেই সময় অর্থাৎ ‘ইদানীং’ (যে সময় কালে ঘট আছে ধরা হইল সেই সময়) তদ্বতে অর্থাৎ দেশে ঘটাব্যব প্রতীত হয়; যে সময়ে কালে ঘট আছে বলা হইল, সেই সময়, অর্থাৎ তৎকালে তদ্ববচ্ছেদে বা দেশাবচ্ছেদে ঘটাব্যব প্রতীত হয়। অর্থাৎ কালাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে (এস্থলে ঘট) তাহার অভাব দেশাবচ্ছেদে (এস্থলে তদ্ববচ্ছেদে) থাকে। এইরূপে কপালদ্বয় ঘটের সমবায়ী কারণ বলিয়া ঘট কপালে থাকে, অর্থাৎ কপাল হইল ঘটবান্; এই কপালে বা ঘটবতে (অর্থাৎ দেশাবচ্ছেদে) ঘট থাকিলেও ঘটনাশদশায় বা ঘটধ্বংসকালে “ইদানীং কপালে ন ঘট” এই প্রতীতি, অর্থাৎ ঘটাব্যব প্রতীতি হয়; অর্থাৎ, কালাবচ্ছেদে ঘটাব্যব প্রতীত হয়। এইরূপে কালাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার অভাব দেশে, এবং দেশাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার অভাব কালে থাকিয়া যায়। এই প্রকারে দেশ এবং কাল উভয়েই দ্রব্য হইলেও দ্রব্যের এক অংশাবচ্ছেদে (দেশ বা কাল) প্রতিযোগীর অভাব অন্য অংশাবচ্ছেদে (কাল বা দেশ) থাকিয়া যায়; সূতরাং সমগ্র দ্রব্যেই প্রতিযোগীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ইদানীং অর্থাৎ এই সময় তদ্বতে

ঘটাব প্রতীতির দ্বারা তৎকালাবচ্ছেদে তত্ত্বতে ঘটাব আছে,—এরূপ বলা যায় না, কেননা, তত্ত্বতে ঘটাব সকল সময়েই থাকে বলিয়া ইহা ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব, এবং সেইজন্য এতৎকালের তদবচ্ছেদকত্ব গ্রহণে ভ্রম হইতে পার; মনে হইতে পারে যে, এতৎকালাবচ্ছেদে তত্ত্বতে ঘটাব থাকিলেও অন্ত সময়ে বা অন্ত কালে তত্ত্বতে ঘট থাকিলেও থাকিতে পারে; সুতরাং এরূপ বলা যায় না। তাহা হইলে, এতৎকালবৃত্তি ঘটাব তত্ত্বতে থাকুক—এরূপ কথাও বলা যায় না; কারণ, প্রতিযোগীর কুক্ষিতে, অর্থাৎ প্রতিযোগীর অঙ্গে কালকে গ্রহণ করা হইলেও তত্ত্বতে ঘটাব থাকে, অর্থাৎ তদবচ্ছেদে ‘এতৎ ঘটাব আছে’ এই প্রতীতি হয়, তজ্জন্য পৃথকরূপে ‘এতৎ-কালবৃত্তি ঘটাব’ বলার আবশ্যকতা নাই। যে সময়ে তদবচ্ছেদকে গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সময়েই তদ্বার ঘটাব বোধটি অনুভব সিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং, “গুণবান্ দ্রব্যত্বাৎ”, “সংযোগবান্ দ্রব্যত্বাৎ”, “বহিমান্ ধুমাৎ”, “সমযো বা কালো ঘটবান্ এতৎকালত্বাৎ”, “কপালং ঘটবৎ ঘটধ্বংসাৎ” এই সমস্ত যাবতীয় অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্যই গদ্যেশো-পাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণে “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ” পদটি নিবেশ করা হইয়াছে।

দীর্ঘিতিগ্রহে “ন উপাদেয়ঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বলা হইতেছে যে সর্বত্রই, অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপ্যবৃত্তি হেতু-সাধ্যস্থলেই ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদ উপাদেয় বা নিবেশ্য নয়। পূর্বে বলা হইল অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ‘প্রতিযোগ্যব্যাধিকরণ’ পদ নিবেশ্য, অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ‘প্রতিযোগ্যব্যাধিকরণ’ পদ নিবেশ্য নয়। কিন্তু, প্রশ্ন হইল ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে কোন্ সম্বন্ধে, কি রূপে উক্ত পদ নিবেশ্য নয়? এইজন্যই বলা হইতেছে যে, যে সম্বন্ধে এবং যে রূপে বা যে ধর্মরূপে যাহা অর্থাৎ যে সাধ্য ব্যাপ্যবৃত্তি, সেই সম্বন্ধে সেই রূপে অর্থাৎ সেই ধর্মরূপে সেই সাধ্যকস্থলে ‘প্রতিযোগ্যব্যাধিকরণ’ পদ উপাদেয় নয়। এইরূপ না বলিলে অনুবিধার সৃষ্টি হইবে। কেননা, ‘সংযোগ’ পদার্থটি যখন ‘সংযোগত্ব’রূপে বা ‘সংযোগত্ব’ধর্মরূপে গৃহীত হয় তখন তাহা অব্যাপ্যবৃত্তি, কিন্তু ‘সংযোগ’ যখন ‘সমবেত’রূপে গৃহীত হয় তখন তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি; সুতরাং, ‘সমবেতত্ব’রূপে ‘সংযোগ’সাধ্যকস্থলে উক্ত পদ (অর্থাৎ ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদ) নিবেশ্য নয়, কিন্তু ‘সংযোগত্ব’-রূপে সংযোগসাধ্যকস্থলে নিবেশ্য। আবার, ‘দ্রব্যত্ব’ পদার্থটি কালিকসম্বন্ধে

কাল এবং অন্তর্দর্শ্যার্থে থাকে, কালাতিরিক্ত নিত্যপদার্থে থাকে না, সেকারণে উহা অব্যাপ্যবৃত্তি, কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে ‘দ্রব্যত্ব’ শুধুমাত্র দ্রব্যো.থাকে, সেজন্য তখন ‘দ্রব্যত্ব’ হইল ব্যাপ্যবৃত্তি। সুতরাং, কালিকসম্বন্ধে ‘দ্রব্যত্ব’সাধ্যকস্থলে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ (বা প্রতিযোগিব্যাধিকরণ) পদ নিবেশ্ত, কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে ‘দ্রব্যত্ব’সাধ্যকস্থলে নিবেশ্ত নয়। ‘দ্রব্যত্ব’, ‘সত্তা’ প্রভৃতি সমবায়সম্বন্ধে ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও কালিকসম্বন্ধে ব্যাপ্যবৃত্তি নয় বলিয়া কালিকসম্বন্ধে ‘দ্রব্যত্ব’, ‘সত্তা’ প্রভৃতি সাধ্যে ‘প্রতিযোগিব্যাধিকরণ’ পদ নিবেশ্ত, কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে ‘দ্রব্যত্ব’, ‘সত্তা’ প্রভৃতি সাধ্যকস্থলে ব্যাপ্যবৃত্তি বশতঃ নিবেশ্ত নয়। ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সর্বদাই উক্ত পদ অনিবেশ্ত; অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে যে সর্বদাই নিবেশ্ত তাহা নহে, কচিৎ নিবেশ্ত; কারণ, ‘সংযোগ’ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া “বৃক্ষঃ সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে ‘প্রতিযোগিব্যাধিকরণ’ পদ অবশ্যই উপাদেয়, কিন্তু ‘সংযোগ’ অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও “সংযোগাভাববান্ নিত্যগুণত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে সংযোগাভাবটি ব্যাপ্যবৃত্তির রূপ পরিগ্রহ করে বলিয়া ঐ স্থলে ‘প্রতিযোগিব্যাধিকরণ’ পদ উপাদেয় নয়। এই প্রকারে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়াই “ব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যকে সর্বদৈব” এইরূপ বলা হইয়াছে। হেতু-সাধ্য ভেদে ব্যাপ্তির ভেদ হয়, সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে; এইপ্রকার আরও নানাবিধ কারণে হেতু-সাধ্য সম্বন্ধ এবং রূপ ভেদে, প্রয়োজন বোধে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদ উপাদেয় বা অহুপাদেয় তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

জাগদীশী—যতপি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে তদপ্রবেশে সত্তাবান্ জ্ঞাতেরিত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ, সাধনবতি স্পন্দাদৌ সমবায়েন সত্তাভাবস্যাপি কালিকাদিসম্বন্ধেন বৃন্তেঃ, ন চ অভাবে হেত্বধিকরণবৃত্তিহস্ত অভাবীয়বিশেষণতয়া বিবক্ষণাৎ ন উক্তদোষঃ, তথা সতি অপি দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ ইত্যত্র অতিব্যাপ্তিঃ, দ্রব্যত্বরূপসাধ্যতাবস্ত বিশেষণতয়া বৃত্তিহস্তবিরহাৎ, দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাণবিশেষত্বাভাবস্ত অপি দ্রব্যত্বানতিরেকাৎ, ন চ অভাবত্বপ্রতীতেঃ প্রমাণরক্ষার্থম্ অভাবাভাবস্ত অতিরিক্ততয়া উক্তাতিব্যাপ্তিবারণমিতি বাচ্যম্।

অভাবত্বক ইত্যাদি অগ্রিমগ্রহেণ ভাবাভাবসাধারণস্ত অভাবত্বস্ত
নির্বচনবিরোধাপত্তেঃ, ঘটত্বাভাবস্ত কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাবে
সাধ্যো স্বরূপসম্বন্ধেণ গগনত্বাদিহেতৌ অব্যাপ্তেঃ তথাপি অমুক্তরাৎ,
বিশেষণতয়া গগননিষ্ঠস্ত ঘটত্বাভাবসৈব তাদৃশঘটত্বাভাবাভাবাভাব-
কল্পনাৎ, তাবতৈব অভাবত্বপ্রতীতে: প্রমাৎসম্ভবাৎ, অতঃ এব
সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধেণ সাধ্যবস্তুত্বৈবৈষয়বিধয়া প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকো
যো সম্বন্ধ: তেন হেতুসামানাদিকরণ্যম্ অভাবস্য গ্রাহ্যম্ ইত্যুক্তৌ অপি
ন নিস্তার: তথাবিধসম্বন্ধেণ হেতুসামানাদিকরণ্যস্য অপ্রসিদ্ধ্যা
প্রাপ্তগগনত্বাদিহেতৌ, দ্রব্যত্বাভাববজ্জাতিত্বাদিত্যাদৌ চ অব্যাপ্তেঃ ।

অনুবাদ : ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে যত্বপি ‘তৎ’ (প্রতিযোগ্যসমানাদিকরণ)
এর অগ্রবেশ (হয়) (তাহা হইলেও) সমবায়সম্বন্ধে সত্তাভাবেরও স্পন্দাদি
সাধনবতে কালিকাদিসম্বন্ধে বৃত্তি হওয়ার “সত্তাবান্ জ্ঞাতে:” ইত্যাদিতে
অব্যাপ্তি হয়। হেত্বধিকরণবৃত্তিদের অভাবে অভাবীয় বিশেষণতার দ্বারা
(স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারা) বলণ হইলে উক্ত দোষ হয় না,—ঐক্য বলি যায় না ;
তাহা হইলেও “দ্রব্যত্বাভাববান্ সম্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়,
(কারণ) ‘দ্রব্যত্বরূপ’ সাধ্যাভাবের বিশেষণতার দ্বারা (অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধে)
বৃত্তি হইয়া না ; দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাণবিশেষত্বাভাবেরও দ্রব্যত্বের
অনতিরেক বশত: (ঐক্য বলি যায় না)। অভাবত্ব প্রতীতির প্রমাৎ
রক্ষার জন্য অভাবাভাবের অতিরিক্ততার দ্বারা উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ হয়,—
এ কথা বলি যায় না। (তাহা হইলে) “অভাবত্বক” ইত্যাদি অগ্রিম গ্রহের
দ্বারা অভাববত্বের ভাবাভাবসাধারণের (যে) নির্বচন (তাহার) বিরোধাপত্তি
হয়। তথাপি (অর্থাৎ ঐ নির্বচন অগ্রাহ্য করিলেও) ঘটত্বাদির অভাবের
কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাবের স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারা সাধ্য করিয়া গগনত্বাদি হেতুতে
অব্যাপ্তি হইতে উদ্ধার হওয়া যায় না বলিয়া (ঐক্য বলি যায় না), (কারণ)
বিশেষণতার দ্বারা (অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারা) গগননিষ্ঠ ঘটত্বাভাবেরই
তাদৃশ ঘটত্বাভাবাভাবাভাবত্ব কল্পনার জন্য, (এবং) তাহাতেই অভাবত্ব
প্রতীতির প্রমাৎ সম্ভব হয় বলিয়া (ঐক্য বলি যায় না)। অতএব,
সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যবস্তুত্বের বিবয়বিধার প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক যে

সম্বন্ধ, তদ্বারা হেতুসামান্যধিকরণ্য অভাবের গ্রহণ (হইবে), এক্ষণ বলাভেও নিস্তার নাই। তথাবিধ সম্বন্ধের দ্বারা হেতুসামান্যধিকরণ্যের অগ্রসিদ্ধি বশতঃ প্রাপ্তক গগনত্বাদি হেতুতে এবং “দ্রব্যত্বাতাববান্ জাতিত্বাৎ” ইত্যাদিতেও অব্যাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা : বলা হইল, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ‘প্রতিযোগ্যসমান্যধিকরণ’ পদ ব্যাপ্তির লক্ষণে নিবেশের প্রয়োজন নাই; কিন্তু, তৎসঙ্গেও “সত্তাবান্ জাতেঃ” ইত্যাদি ব্যাপ্যবৃত্তিস্থলে ‘প্রতিযোগ্যসমান্যধিকরণ’ পদ নিবেশ না করিলেও অব্যাপ্তি হয়। যদিও “সত্তাবান্ জাতেঃ” স্থলে অব্যাপ্তি হয় বটে, তথাপি উক্ত অব্যাপ্তি বারণ করা যাইবে, এবং ঐ অব্যাপ্তি কিরূপে বারণ করা সম্ভব হইবে তাহা পরে বলা হইতেছে। এখন, “সত্তাবান্ জাতেঃ” এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ‘প্রতিযোগ্যসমান্যধিকরণ’ পদ নিবেশ না করিলেও কিরূপে অব্যাপ্তি হয়? এস্থলে সাধ্য হইল ‘সত্তা’, হেতু হইল ‘জাতি’, হেত্বধিকরণ হইল দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম্ম (কারণ জাতি দ্রব্য-গুণ-কৰ্ম্মে থাকে)। স্পন্দ অর্থাৎ কৰ্ম্ম প্রভৃতি হেত্বধিকরণে জাতি বা হেতু সমবায়-সম্বন্ধে থাকে; স্পন্দাদিতে সত্তা বা সাধ্যও সমবায়সম্বন্ধে থাকে। সাধ্যাভাব অর্থাৎ সত্তাভাব স্পন্দাদিতে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে না, সামান্যাদিতে সাধ্যাভাব বা সত্তাভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকে; কিন্তু ঐ সত্তাভাব বা সাধ্যাভাব কালিক-সম্বন্ধে সমস্ত জন্তুপদার্থেই থাকে। স্পন্দ বা কৰ্ম্ম যেহেতু জন্তুপদার্থ সেজন্তু স্পন্দেও বা কৰ্ম্মেও সত্তাভাব বা সাধ্যাভাব কালিকসম্বন্ধে থাকিয়া যায়। এই স্পন্দ বা কৰ্ম্ম হেত্বধিকরণ হওয়ার হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যায়, কলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা আসিয়া পড়ে। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, হেত্বধিকরণবৃত্তি যে অভাব সেই অভাবকে স্বরূপসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, অন্য সম্বন্ধে ধরিলে চলিবে না। এস্থলে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ স্পন্দাদিতে সাধ্যাভাবকে বা সত্তাভাবকে কালিকসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে, কিন্তু এই অভাব অর্থাৎ সত্তাভাবকে স্বরূপসম্বন্ধে ধরিলে আর ঐ অব্যাপ্তি হয় না; কারণ, স্বরূপসম্বন্ধে ঐ অভাব বা সত্তাভাব দ্রব্য-গুণ-কৰ্ম্মে থাকে না, কলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিল না, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও হয় না। কিন্তু, এক্ষণ বলিলেও সমস্ত অন্তবিধা দূর হয় না। কারণ, “দ্রব্যত্বাতাববান্ সত্তাৎ” এই স্থলে সাধ্য হইল ‘দ্রব্যত্বাতাব’, এবং হেতু হইল ‘সত্তা’; সাধ্যাভাব হইল দ্রব্যত্বাতাবাতাব অর্থাৎ দ্রব্যত্ব (কারণ, দ্রব্যত্বাতাবাতাব, অর্থাৎ দ্রব্যত্ব-

ভাবের অভাব হইল দ্রব্যত্বরূপ) । ইহা একটি অসন্ধেতুহল । এখানে সাধ্যাভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্ব স্বরূপসম্বন্ধে হেতুধিকরণে অর্থাৎ দ্রব্যে থাকে না, দ্রব্যত্ব সমবাসসম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে । কলে হেতুধিকরণে স্বরূপসম্বন্ধে অভাবের বৃত্তিও গ্রহণের দ্বারা সাধ্যাভাব থাকে না, এবং লক্ষণ অসন্ধেতুহলে চলিয়া যাওয়ার অতিব্যাপ্তি হয় । স্বরূপসম্বন্ধে দ্রব্যত্বরূপ সাধ্যাভাবের হেতুধিকরণে বা সর্বত্র বৃত্তিও না থাকায় এই অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য হইয়া পড়ে । স্বরূপসম্বন্ধে দ্রব্যত্বের বৃত্তিত্বের অগ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের চেষ্টা অন্য প্রকারে করা যাইতে পারে । বলা যাইতে পারে যে, ‘দ্রব্যত্বাভাব’ এবং ‘দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষত্ব’ একই কথা ; সুতরাং ‘দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষত্ব’রূপ সাধের অভাব, অর্থাৎ সাধ্যাভাব হইবে ‘দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষত্বাভাব’, এই অভাবের স্বরূপসম্বন্ধে অগ্রসিদ্ধি হইবে না, কলে উক্ত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না । কিন্তু, এরূপ বলিলেও হয় না ; কারণ সমনীয়ত অভাবের ঐক্য বশতঃ ‘দ্রব্যত্বাভাবের’ পরিবর্তে ‘দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষত্ব’ ধরা হইয়াছে ; ‘দ্রব্যত্বাভাব’ এবং ‘দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষত্ব’ একই কথা । কিন্তু “সম্ভবতি নবৌ ধর্ম্মে গুরৌ তদভাবাৎ” ইত্যাদি নিয়মামুসারে দ্রব্যত্বাভাবের অভাবকে অর্থাৎ ‘দ্রব্যত্বাভাবাভাব’কে ‘দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষত্বাভাব’ না ধরিয়া ‘দ্রব্যত্ব’রূপেই ধরিতে হইবে, কারণ, ‘দ্রব্যত্ব’ই হইল এখানে লঘুধর্ম্ম । পুনরায়, সমনীয়ত অভাবের ঐক্য বশতঃ ‘দ্রব্যত্বাভাব’ এবং ‘দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষত্ব’ একই পদার্থ হইলে ‘দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষত্বাভাব’ এবং ‘দ্রব্যত্ব’ (অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবাভাব) একই হইবে । ‘দ্রব্যত্ব’ এবং ‘দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষত্বাভাব’ অভিন্ন এবং অনতিরিক্ত হইলে উক্ত অতিব্যাপ্তি আর বারণ করা যাইবে না । পুনরায়, বলা যায় যে, ‘দ্রব্যত্বাভাবাভাব’কে ‘দ্রব্যত্ব’রূপে গ্রহণ করিলে অভাবত্ব প্রতীতির প্রমাত্ত্ব রক্ষা হয় না । সুতরাং, দ্রব্যত্বাভাবাভাবের মধ্যে যে অভাবত্ব বর্তমান তাহার প্রমাত্ত্ব রক্ষার জন্ত ঐ অভাবাভাবকে অতিরিক্ত পদার্থরূপে, অর্থাৎ অতিরিক্ত অভাব-পদার্থরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এইরূপে উক্ত অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হইবে । কিন্তু অভাবাভাবকে অতিরিক্ত অভাব-পদার্থরূপে গ্রহণ করিলে “অভাবত্বঞ্চ ইদমিহ নাস্তি ইদমিদং ন ভবতি” ইত্যাদি দীধিতিগ্রহ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, কারণ, দীধিতিকার অভাবত্বকে

ভাবাভাব সাধারণ (অর্থাৎ ভাব ও অভাব সাধারণ) বলিয়াছেন ; সুতরাং, ঐরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ অভাবাভাবকে অতিরিক্ত অভাব-পদার্থরূপে গ্রহণ করা যায় না, এবং অভিব্যাপ্তিটি থাকিয়াই যায়। যদি কেহ দীর্ঘিতি-এই স্বীকার করেন, অর্থাৎ দীর্ঘিতিকার বাহা বলিয়াছেন তাহা যে স্বীকার করিতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই,—এরূপ যদি কেহ বলেন, তাহাদের উত্তরে অন্ত একটি স্থল প্রদর্শন করিয়া বলা হইতেছে যে, অভাবাভাবকে অতিরিক্ত অভাব-পদার্থরূপে গ্রহণ করিলেও নিস্তার নাই। কালিকসম্বন্ধে ঘটত্বাভাব কাল এবং জন্তপদার্থে আছে, এই কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাভাবের যে অভাব তাহা কালাতিরিক্ত নিত্যপদার্থে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, এই কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাভাবের অভাব ধরিয়া সেই ‘ঘটত্বাভাবাভাব’কে স্বরূপসম্বন্ধে সাধ্য ধরা হইল, আর ‘গগনত্ব’ হইল হেতু। এই সাধের অভাব বা সাধ্যাভাব হইল ‘ঘটত্বাভাবাভাবাভাব’; ধরা গেল এই অভাবাভাবাভাব অতিরিক্ত অভাবস্বরূপ, এবং ইহা স্বরূপসম্বন্ধে থাকে; এই ‘ঘটত্বাভাবাভাবাভাব’ হইল ‘ঘটত্বাভাবস্বরূপ’, ঘটত্বাভাবস্বরূপ এই ‘ঘটত্বাভাব’ অর্থাৎ সাধ্যাভাব গগনে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে স্বরূপসম্বন্ধে থাকিয়া যায়, ফলে সঙ্কেতস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যাওয়ার অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এস্থলে ‘ঘটত্বাভাবাভাবাভাব’কে ‘ঘটত্বাভাব’রূপে গ্রহণ করায় অভাবের প্রমাত্রও রক্ষিত হইল, কারণ, ঘটত্বাভাবও অভাব, ইহাতে অভাবের প্রমাত্র প্রতীতির হানি হয় না। এইরূপে অভাবাভাবকে অতিরিক্ত অভাব স্বীকার করিলেও শঙ্কার নিরসন হয় না। এই সকল অনুবিধার কথা চিন্তা করিয়া যদি বলা যায় যে, হেতুমুগ্ধিত্ত অভাবটিকে সাধ্য-তাঘটকসম্বন্ধে সাধ্যবত্তাবুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে তাহা হইলেও সমস্ত অনুবিধা দূর হয় না। “বহিমান্ ধূমাং” স্থলে বহি হইল সাধ্য, সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধ বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, এই সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যবত্তাবুদ্ধির অর্থাৎ ‘বহিমান্’ এই বুদ্ধির প্রতি প্রতিবন্ধক হইল স্বরূপসম্বন্ধে ‘বহ্যভাববান্’ বুদ্ধি; বহি হইল প্রতিবন্ধ্য, এবং বহ্যভাব হইল প্রতিবন্ধক। বহ্যভাব থাকে স্বরূপসম্বন্ধে, তাহা হইলে এস্থলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল ‘স্বরূপ’। ‘বিষয়বিধায়’ কথাটি বলা হইল কেন? ঘট, পটাদি হইল বিষয়, এবং জ্ঞান হইল বিষয়ী; জ্ঞান আত্মাতে থাকে সমবায়সম্বন্ধে। যে কোনো বিষয়ক জ্ঞান আত্মাতেই

থাকিবে, অর্থাৎ ‘পর্যতো বহিমান্’ এই জ্ঞানটি সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতেই থাকিবে, ‘সংযোগেন পর্যতো বহিমান্’ এই জ্ঞানটিও সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতে থাকিবে। অতএব পর্যতে বহিমন্তা বুদ্ধির প্রতি পর্যতে বহ্যভাববদ্বা বুদ্ধির প্রতিবন্ধকতা কিরূপে পাওয়া যাইবে? এই চিন্তা করিয়াই ‘বিষয়বিধয়া’ কথাটি বলা হইল। তাহার দ্বারা জ্ঞানের বিষয় যাহা হইবে তাহাতেই প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকতা কল্পিত হইবে। ‘সংযোগেন পর্যতো বহিমান্’ এই জ্ঞানের বিষয় সংযোগ, পর্যত ও বহি হওয়ার প্রতিবধ্য হইল পর্যতে বহিমন্তা বুদ্ধি, আর প্রতিবন্ধক হইল ‘স্বরূপেণ পর্যতো বহ্যভাববান্’ এই বুদ্ধি; কারণ, ‘স্বরূপেণ পর্যতো বহ্যভাববান্’ এই জ্ঞানের বিষয় স্বরূপসম্বন্ধ, পর্যত ও বহ্যভাব হওয়ার বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপসম্বন্ধ। এখন, এই প্রকারে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বা সাধ্যতাব্যটক-সম্বন্ধে সাধ্যবত্তা বুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ-নিষ্ঠ অভাব ধরিলে কি হয় দেখা যাক। “সত্তাবান্ জাতেঃ” স্থলে সাধ্যতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়, কেননা, সত্তা সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্য-গুণ-কর্মে থাকে; সাধ্যবত্তা বুদ্ধির প্রতি অর্থাৎ ‘সমবায়েন সত্তাবান্’ এই বুদ্ধির প্রতি ‘স্বরূপেণ সত্তাবাবান্’ এই বুদ্ধিই হইল প্রতিবন্ধক। ‘সত্তাভাব’ সামান্যাদিতে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে; অর্থাৎ এস্থলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপ। ‘সত্তাবান্’ এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল ‘সত্তাভাববান্’ এই বুদ্ধি, এই ‘সত্তাভাব’ স্বরূপসম্বন্ধে থাকায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে ‘স্বরূপ’; সুতরাং এস্থলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবটি স্বরূপসম্বন্ধে স্বীকার করিতে হইবে। এস্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ স্পন্দাদিতে স্বরূপসম্বন্ধে সত্তাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব থাকে না, কলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হয়। “দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্তাৎ” স্থলে সাধ্যবত্তা বুদ্ধির, অর্থাৎ ‘স্বরূপেণ দ্রব্যত্বাভাববান্’ এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল ‘সমবায়েন দ্রব্যত্ববান্’ এই বুদ্ধি; এই ‘দ্রব্যত্ব’ সমবায়সম্বন্ধে থাকে; সুতরাং এস্থলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। এই সমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ সত্তাধিকরণে বা দ্রব্যে ‘দ্রব্যত্ব’ থাকে; এই ‘দ্রব্যত্ব’ হইল দ্রব্যত্বাভাবাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব। অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যায়, কলে অব্যাপ্তি দোষ হয় না। কিন্তু, কালিকসম্বন্ধে ঘটত্বাভাবের অভাব স্বরূপসম্বন্ধে সাধ্য ধরিয়া ‘ঘটত্বাভাবাত্যাব’কে সাধ্য এবং ‘গগনত্ব’কে হেতু ধরিলে অনুবিধা হইবে। কারণ, এস্থলে ‘স্বরূপেণ ঘটত্বা-

‘ভাবাভাববান্’ এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল ‘কালিকেন ষট্‌স্‌ভাববান্’ এই বুদ্ধি, সুতরাং এই ষট্‌স্‌ভাব আছে কালিকসম্বন্ধে, অর্থাৎ এখানে প্রতিবন্ধক-
 তাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল কালিক। হেত্বধিকরণ হইল এখানে গগন, গগন
 হইল কালাতিরিক্ত নিত্যপদার্থ, সুতরাং গগনে কালিকসম্বন্ধে কিছু থাকি
 সম্ভব নয়, অর্থাৎ গগনে কালিকসম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি হয়। অতএব,
 গগনে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন এখানে
 অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এইরূপে “দ্রব্যভাববান্ জাতিভাৎ” স্থলেও উক্ত
 “ষট্‌স্‌ভাবাভাববান্ গগনভাৎ” স্থলের দ্বারা ঐরূপ হেত্বধিকরণে প্রতিবন্ধ-
 কতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়। ‘দ্রব্যভাববান্’ এই
 বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল ‘সমবায়েন দ্রব্যত্ব’ এই বুদ্ধি, ‘দ্রব্যত্ব’ থাকে সমবায়-
 সম্বন্ধে; হেত্বধিকরণে অর্থাৎ ‘জাতি’তে সমবায় সম্বন্ধে কেহ থাকে না।
 জাতিতে সমবায়সম্বন্ধের বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বশতঃ হেত্বধিকরণে বা জাতিতে
 সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কোনো অভাব ধরাই যায়
 না, কলে এখানেও অব্যাপ্তি হইয়া যায়।

জাগদীশী—তথাপি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতियোগিমত্ববুদ্ধে-
 বিষয়বিধয়া প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকো যঃ সম্বন্ধঃ তেন হেত্বধিকরণবৃত্তি-
 ভাবস্য বিবক্ষিতমিত্যদোষঃ, তথা চ দ্রব্যভাববজ্জাতিত্বাদিত্যাদৌ
 বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে জাতিভাবববস্তুবুদ্ধেবিষয়বিধয়া প্রতিবন্ধক-
 তাবচ্ছেদকো যো স্বরূপসম্বন্ধঃ তেন জাতিত্বস্বরূপস্য অভাবস্য তত্র
 প্রসিদ্ধত্বাৎ ইতি ভাবঃ। বস্তুতঃ ব্যাপ্যবৃত্তিত্বমত্র সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সম্বন্ধে যৎ স্বাধিকরণং তদ্ব্যভাবস্য তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতियোগি-
 ভাবরূপং গ্রন্থকৃতোহভিপ্রেতঃ, তাদৃশসাধ্যকঃ সমবায়াদিনা আত্মত্ব-
 সাধ্যকজ্ঞানবস্বাদিকং, সমবায়েন আত্মত্ববতি সমবায়েন আত্মত্ব-
 বচ্ছিন্নাভাবস্য কেনাপি সম্বন্ধে অবৃন্তে; তথা চ তাদৃশসাধ্যক এব
 নোপাদেয়ং, সম্ভাবান্ জাতেরিত্যাদৌ পুনরুপাদেয়মেব, সম্ভবতি
 ন্পন্দাদৌ সমবায়াবচ্ছিন্নসত্ত্বাভাবস্য কালিকসম্বন্ধে বর্তমানতয়া
 সম্বাদেঃ নিরুক্তব্যাপ্যবৃত্তিভাবাৎ, ব্যাপ্যবৃত্তিচর্চকস্য স্বাধিকরণ-

বৃত্তিহস্য সম্বন্ধসামান্ত্রোণ প্রবিষ্টত্বাৎ, এতৎ সূচনার্থমেব সৰ্ব্বথৈব ব্যাপ্য-
বৃত্তেরিত্যুক্তং, তস্য সম্বন্ধবিশেষানিয়মিতত্বাৎ, ব্যাভিচারাদিস্ত সম্বন্ধো ন
বৃত্তিনিয়ামকঃ তেন আত্মত্বাদেব ন ব্যাপ্যবৃত্তিহানিরিতি ধ্যেয়ম্ ।
সৰ্ব্বথৈব ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিত-ব্যাপ্তি-
বিশিষ্টহেতুমন্তানিশ্চয়ানন্তরানুমিতো ন উপাদেয়ম্ । প্রতিযোগ্য-
সমানাধিকরণাংশো জনকতাবচ্ছেদকে নোপাদেয়ঃ । সাধ্যসাধন-
ভেদেন কার্যকারণভেদেন, ব্যাপ্তেঃ কারণতাবচ্ছেদকঘটকব্যাপ্তেঃ,
ভেদাৎ ভিন্নত্বাৎ ইত্যপি বদন্তি ।

অনুবাদ : তথাপি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিমত্বা বৃত্তির
বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের দ্বারা হেতুধিকরণ-
বৃত্তিত্ব অভাব বলিতে হইবে, ইহা অদোষ ; সুতরাং ‘দ্রব্যত্বাভাববজ্জাতিত্বাৎ’
ইত্যাদিতে স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারা জাতিত্বাভাববৎ বৃত্তির বিষয়বিধায়
প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক যে স্বরূপসম্বন্ধ তাহার দ্বারা জাতিত্বস্বরূপ অভাবের
তদ্বায় প্রসিদ্ধি বশতঃ (অব্যাপ্তি হয় না), ইহাই ভাব । বস্তুতঃ, এস্থলে
ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব (হইল) সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যাহা স্বাধিকরণ তাহাতে বৃত্তি
হইয়াছে যে অভাব সেই অভাবের তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বাভাবরূপ,
(ইহাই) গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ; এবং তাদৃশ সাধ্যকস্থল সমবায়সম্বন্ধে
আত্মত্ব সাধ্য, জ্ঞানবস্তাদি (হেতু) সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা আত্মত্ববতে (অর্থাৎ
আত্মাতে) সমবায়সম্বন্ধে আত্মত্বাবচ্ছিন্নাভাব কোনো সম্বন্ধের দ্বারাই বৃত্তি
হয় না ; সুতরাং তাদৃশসাধ্যকে উপাদেয় নহে, পুনরায় “সত্তাবান্ জাতেঃ”
ইত্যাদিতে উপাদেয়, সম্ভবতি স্পন্দাদিতে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সত্তাভাবের
কালিকসম্বন্ধে বৃত্তিত্ব থাকায় সত্তাদির পূর্বোক্ত ব্যাপ্যবৃত্তিত্বের অভাব হয়
বলিয়া (এবং) ব্যাপ্যবৃত্তিত্বঘটক স্বাধিকরণবৃত্তিত্বের সম্বন্ধসামান্ত্রোণ প্রবিষ্ট হয়
বলিয়া এই সমস্ত সূচনার জগুই “সৰ্ব্বথৈব ব্যাপ্যবৃত্তেঃ” ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে;
তাহার সম্বন্ধবিশেষ অনিয়মিত বলিয়া, ব্যাভিচারাদি সম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামক নয়,
তদ্বারা আত্মত্বাদিরও ব্যাপ্যবৃত্তিত্বের হানি হয় না, এইরূপ চিন্তনীয় ।
সৰ্ব্বথাই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিত-ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-
হেতুমন্তানিশ্চয়ানন্তরানুমিতিতে উপাদেয় নহে । জনকতাবচ্ছেদকে (অর্থাৎ

ব্যাপ্তিতে বা ব্যাপ্তির লক্ষণে) প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণাংশ উপায়ে নর।
হেতু-সাধ্য ভেদে কার্য-কারণ ভেদের দ্বারা ব্যাপ্তির (অর্থাৎ) কারণতাব-
চ্ছেদকষটক ব্যাপ্তির ভেদ (অর্থাৎ) ভিন্নত্ব বশতঃ, ইহাই বলা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা : “যতাপি” ইত্যাদি কথার দ্বারা “সম্ভাবান্ জাতেঃ”, “দ্রব্যত্বা-
ভাববান্ সম্ভাৎ” স্থলে যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা কোনোরূপে দূর করা
সম্ভব হইলেও “ষট্‌ত্বাভাবাভাববান্ গগনত্বাৎ” এবং “দ্রব্যত্বাভাববান্
জাতিত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর না হওয়ায় যে অনুবিধার সৃষ্টি
হইয়াছিল তাহা “তথাপি” প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা এস্থলে দূর করা হইতেছে।
হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবটিকে কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে তাহাই সমস্ত।
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যবস্থা বুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধে হেতুমিষ্ট অভাবকে ধরিলে “দ্রব্যত্বাভাববান্ জাতিত্বাৎ” প্রভৃতি স্থলে
অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়—এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য বলা হইতেছে সাধ্য-
তাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিমত্বা বুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবকে গ্রহণ করিলে সমস্ত আশঙ্কা দূর হইবে।
দেখিতে হইবে হেত্বধিকরণে কোন্ অভাব প্রসিদ্ধ ; সেই প্রসিদ্ধ অভাবের
যে প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগিমত্বা বুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবটিকে ধরিতে হইবে। “দ্রব্যত্বাভাববান্
জাতিত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণ হইল জাতি, জাতিতে ‘জাতিত্বাভাবো নাস্তি’
অর্থাৎ ‘জাতিত্বাভাবাভাব’ এই অভাবের প্রসিদ্ধি হয় ; এই অভাবের
প্রতিযোগী হইল ‘জাতিত্বাভাব’, এবং প্রতিযোগিমত্বা বুদ্ধি হইল ‘জাতিত্বা-
ভাববান্’, এই প্রতিযোগিমত্বা বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল ‘জাতিত্ববান্’ এই বুদ্ধি,
যাহা জাতিত্বাভাবাভাবস্বরূপ ; সুতরাং প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপ,
কারণ, জাতিত্বাভাবাভাব স্বরূপসম্বন্ধেই থাকে। এই ‘জাতিত্ব’স্বরূপ অভাব,
অর্থাৎ জাতিত্বাভাবাভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকায় এস্থলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধ হইল ‘স্বরূপ’ ; সুতরাং স্বরূপসম্বন্ধেই এস্থলে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবকে
ধরিতে হইবে। হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ জাতিতে স্বরূপসম্বন্ধের প্রসিদ্ধি
হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। (পূর্বে জাতিতে সমবায়সম্বন্ধের
অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল)। “ষট্‌ত্বাভাবাভাববান্
গগনত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণ ‘গগনে’ ‘গগনত্বাভাবাভাব’ অর্থাৎ ‘গগনত্বা-
ভাবো নাস্তি’ এই অভাবের প্রসিদ্ধি হয় ; এই অভাবের প্রতিযোগিমত্বা

বুদ্ধি হইল ‘গগনত্বাভাববান্’ বুদ্ধি, এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল ‘গগনত্ব’ বুদ্ধি, যাহা ‘গগনত্বাভাবাভাব’ স্বরূপ, এই ‘গগনত্ব’রূপ অভাব অর্থাৎ গগনত্বাভাবাভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল এখানে স্বরূপ ; হেত্বধিকরণে বা গগনে স্বরূপসম্বন্ধের প্রসিদ্ধি হওয়ায় এখানেও অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না। (পূর্বে গগনে কালিকসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল)। “সত্তাবাজ্ঞাতেঃ” স্থলে হেত্বধিকরণ ত্রব্য-গুণ-কর্মে ঘটাদির অভাব প্রসিদ্ধ, এই অভাবের প্রতিযোগিমত্বা বুদ্ধি হইল ‘ঘটবান্’ এই বুদ্ধি, এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল ‘ঘটাবাবান্’ এই বুদ্ধি, ‘ঘটাবাব’ স্বরূপসম্বন্ধে থাকায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল এখানে ‘স্বরূপ’, এই স্বরূপসম্বন্ধে হেত্বধিকরণবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞাত্যধিকরণবৃত্তি অভাবকে ধরিলে এখানে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। “ত্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাৎ” এই অসম্বন্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে বা সত্তাধিকরণে অর্থাৎ ত্রব্যে ‘ত্রব্যত্ব’ স্বরূপ অভাবের অর্থাৎ ‘ত্রব্যত্বাভাবাভাব’ এই অভাবের প্রসিদ্ধি হয় ; এই অভাবের প্রতিযোগিমত্বা বুদ্ধি যে ‘ত্রব্যত্বাভাববান্’ বুদ্ধি তাহার প্রতিবন্ধক হইল ‘সমবায়েন ত্রব্যত্ববান্’ এই বুদ্ধি, ‘ত্রব্যত্ব’ স্বরূপ যে ‘ত্রব্যত্বাভাবাভাববান্’ তাহা সমবায়সম্বন্ধে ত্রব্যে থাকায় এখানে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সমবায় হওয়ায় এক্ষেত্রে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবটিকে সমবায়সম্বন্ধে ধরিতে হইবে। এখানে সাধ্য হইল ‘ত্রব্যত্বাভাব’ এবং সাধ্যাভাব হইল ‘ত্রব্যত্বাভাবাভাব’ যাহা ‘ত্রব্যত্ব’ স্বরূপ। ‘ত্রব্যত্ব’ স্বরূপ এই সাধ্যাভাব অর্থাৎ ‘ত্রব্যত্বাভাবাভাব’ সমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ ত্রব্যে থাকিয়া যায়, ফলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাবের প্রসিদ্ধি হওয়ায় এই অসম্বন্ধেতুস্থলে লক্ষণ যায় না, এবং অতি-ব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

“সত্তাবাজ্ঞাতেঃ”, “ঘটত্বাভাবাভাববান্ গগনত্বাৎ”, “ত্রব্যত্বাভাববান্ জ্ঞাত্যত্বাৎ” প্রভৃতি স্থলগুলি সাধারণভাবে ব্যাপ্যবৃত্তিহীন ; কিন্তু, বস্তুতঃপক্ষে, এই স্থলগুলি ব্যাপ্যবৃত্তিহীন নহে। ব্যাপ্যবৃত্তিহীন লক্ষণ হইল “স্বাধিকরণ-বৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগিত্বং ব্যাপ্যবৃত্তিহীনং”—এবং অব্যাপ্যবৃত্তিহীন লক্ষণ হইল “স্বাধিকরণবৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগিত্বং”—অর্থাৎ “স্ব” পদে যাহাকে ধরা হইবে তদধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিত্ব তাহাতে না থাকিলে তাহা ব্যাপ্য-বৃত্তিহীন হইবে, এবং তদধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিত্ব তাহাতে থাকিলে তাহা অব্যাপ্যবৃত্তিহীন হইবে। এখন, “স্ব” পদে যাহাকে ধরা

হইবে তদধিকরণবৃত্তি অভাবটিকে কোন্ সম্বন্ধে ধরা হইবে তাহার কোনো উল্লেখ না থাকায় তদধিকরণবৃত্তি অভাবটিকে যে কোনো সম্বন্ধে ধরা যাইতে পারে। কলে “সত্তাবান্ জাতেঃ” প্রভৃতি স্থলগুলি প্রত্যেকেই অব্যাপ্যবৃত্তিহল হইয়া যাইবে। কারণ, সত্তাধিকরণ দ্রব্য-ভুগ-কর্মে স্বরূপসম্বন্ধে সত্তাভাব না থাকিলেও কালিকসম্বন্ধে দ্রব্য-ভুগ-কর্মে সত্তাভাব থাকিতে পারে। তাহা হইলেই সত্তাধিকরণে সত্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব সত্তাতে থাকিয়া যাওয়ার ইহা অব্যাপ্যবৃত্তি হইয়া পড়িল। যে সাধ্যকস্থল লইয়া প্রশ্ন সেই স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণে যদি তদধিকরণবৃত্তি অভাবের তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্ব না থাকে, অর্থাৎ প্রতিযোগিত্বাভাব থাকে তাহা হইলেই তাহা ব্যাপ্যবৃত্তিহল হইবে। “সত্তাবান্ জাতেঃ” স্থলে সাধ্য ‘সত্তা’ সমবায়সম্বন্ধে তদধিকরণে থাকে, অর্থাৎ সারতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। সত্তাধিকরণে কালিকসম্বন্ধে সত্তাভাব থাকায় ঐ অভাবের প্রতিযোগিত্ব সত্তাতে থাকিয়া যায়, প্রতিযোগিত্বাভাব থাকে না, প্রতিযোগিত্বাভাব থাকিলে স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিহল হইতে পারিত। কিন্তু যে কোনো সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণে বা সত্তাধিকরণে সাধ্যাভাব বা সত্তাভাব ধরিয়া সেই অভাবের প্রতিযোগিত্ব সাধ্যে বা সত্তাতে থাকার কলে ইহা অব্যাপ্যবৃত্তিহল হইল। গ্রহকারের ইহাই অভিপ্রায়—দীর্ঘিতিকার এইরূপই ইঙ্গিত করিতে চাহিয়াছেন। এই প্রকার “আত্মত্ববান্ জ্ঞানবত্বাৎ” এইরূপ স্থলই প্রকৃত ব্যাপ্যবৃত্তিহল হইবে। কারণ, সাধ্য ‘আত্মত্ব’ হইলে সাধ্যাধিকরণ হইবে ‘আত্মা’; আত্মত্ববতে অর্থাৎ আত্মাতে অর্থাৎ সাধ্যাধিকরণে আত্মত্বের বা সাধ্যের অভাব কোনো সম্বন্ধেই থাকে না। আত্মা নিত্যপদার্থ বলিয়া কালিকসম্বন্ধে এস্থলে প্রযোজ্য নয়; স্বরূপসম্বন্ধে আত্মত্বাভাব আত্মাতে থাকিতে পারে না, আর সমবায়সম্বন্ধে আত্মত্ব আত্মাতে থাকে, আত্মত্বাভাব সেজন্য সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতে থাকিতে পারে না। কলে, সাধ্যাধিকরণে বা আত্মত্বাধিকরণে আত্মত্বাভাব না থাকায় আত্মত্বে স্বাধিকরণবৃত্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব কোনো প্রকারেই থাকে না, সুতরাং ইহা ব্যাপ্যবৃত্তিহল। এইরূপ স্থলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদ উপাদেশ নহে। “সত্তাবান্ জাতেঃ” প্রভৃতি স্থলে সত্তাধিকরণে কালিকসম্বন্ধে সত্তাভাব করিত হওয়ার সত্তাতে স্বাধিকরণবৃত্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব থাকিয়া যায় এবং ইহা ব্যাপ্যবৃত্তি হয় না; কারণ, ব্যাপ্যবৃত্তির

ঘটক যে স্বাধিকরণবৃত্ত্যভাব তাহা যে কোনো সম্বন্ধে ধরা যায় বলিয়া অর্থাৎ সম্বন্ধসামান্তের দ্বারা গ্রহণ করা যায় বলিয়া ইহা ব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে না। এই প্রকার স্থলে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদ উপাদেয়। এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশের জগ্গই “সর্বধৈব” অর্থাৎ সর্বপ্রকারেই, অর্থাৎ এইপ্রকার সমস্ত ব্যাপ্যবৃত্তি স্থলে দেয় নহে, এবং অব্যাপ্যবৃত্তি স্থলে দেয়—এইরূপ কথা দীধিতিগ্রন্থে বলা হইয়াছে। বলা বাইতে পারে যে, যেহেতু স্বাধিকরণবৃত্তি অভাবটির কোনো বিশেষ সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করা নাই, অর্থাৎ যে কোনো সম্বন্ধে ধরা বাইতে পারে, সে কারণে স্বাভাববর্তাসম্বন্ধে আত্মত্বাধিকরণে আত্মত্বাভাব কল্পনা করিয়া ‘আত্মত্ব’ সাধ্যটিকে অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল বলিলে ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এইরূপ ব্যাভিচার সম্বন্ধ বা স্বাভাব-বর্তাসম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধ নহে, এইরূপ সম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধ, সুতরাং এই প্রকার সম্বন্ধ গ্রাহ্য নহে। এইরূপে ‘আত্মত্ব’ প্রভৃতি সাধ্যের ব্যাপ্য-বৃত্তিভেদে হানি হয় না, ইহারা প্রকৃত ব্যাপ্যবৃত্তিহীন। এইরূপে সর্বধাই অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলগুলিতে, যেস্থলে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ বা ‘প্রতিযোগ্যব্যাধিকরণ’ ব্যতীত (অর্থাৎ অঘটিত) ব্যাপ্তির লক্ষণ প্রযুক্ত হয়, সেই স্থলগুলিতে বা সেই প্রকার অল্পমিতিতে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদ উপাদেয় নয়। ‘সাধ্যসাধনভেদেন’ কথার অর্থ হইল ‘কার্য্যকারণভেদেন’ অর্থাৎ হেতু-সাধ্য ভেদের অর্থই হইল কার্য্যকারণের ভেদ। ‘ব্যাপ্তেঃ’ কথার অর্থ হইল ‘কারণতাবচ্ছেদকঘটকব্যাপ্তেঃ’; অল্পমিতির কারণ হইল ব্যাপ্তিজ্ঞান, কারণতাবচ্ছেদক হইল ব্যাপ্তি, এই কারণতাবচ্ছেদকের ঘটক বা ব্যাপ্তির ঘটক হইল ব্যাপ্তির লক্ষণ; ‘ব্যাপ্তেঃ’ অর্থাৎ ‘ব্যাপ্তির’ এই কথার অর্থ হইল ব্যাপ্তির যে লক্ষণ তাহার। ‘ভেদাৎ’ কথার অর্থ ‘ভিন্নত্বাৎ’, অর্থাৎ সহজ কথায়, হেতু-সাধ্য ভেদে কার্য্যকারণের ভেদ হয় বলিয়া ব্যাপ্তির লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলে প্রতিযোগ্যবৈয়ধিকরণ্যা-ঘটিত লক্ষণ প্রযুক্ত হইবে, এবং অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলে প্রতিযোগ্যবৈয়ধি-করণঘটিত লক্ষণ প্রযুক্ত হইবে। ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়।

দীধিতি—প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্যক প্রতিযোগ্যতাবচ্ছেদক-

বচ্ছিন্নাসামান্যাদিকরণ্যং, তেন অয়ং গুণকর্ম্মান্ত্রবিশিষ্টসত্ত্বাবান্
জাতে: ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়বান্ মূর্ত্ত্বাদিত্যাদৌ নাতিব্যাপ্তি:। ন
চোভয়ত্বমেকবিশিষ্টাপরত্বং বিশিষ্টঞ্চ কেবলাদন্ত্যদিত্তি তদভাবো
মনসি সহজত এব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ ইতি বাচ্যম্। উভয়ত্বং
হি ন বিশিষ্টাদনতিরিক্তং, ন বা তদবচ্ছিন্নাভাবস্তদবচ্ছিন্নাভাবাৎ,
বৈশিষ্ট্যবিরহেহপি ঘটত্বপটত্বয়োক্রভয়ত্বস্য উভয়ত্বেন তদভাবস্য চ
প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ। ন চ তত্র ব্যাপ্তিরেব উভয়ত্বাদিকরণস্য মূর্ত্ত্বস্য
মনসি সত্ত্বাৎ ইতি বাচ্যম্। তথাহেহপি উভয়ত্বেন রূপেণ তত্র-
সত্ত্বাৎ নাত্র উভয়মিতি প্রতীতেদুর্বারত্বাৎ।

অনুবাদ : এবং প্রতিযোগ্যসামান্যাদিকরণ্য (হইল) প্রতিযোগি-
তাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নাসামান্যাদিকরণ্য ; তাহার দ্বারা “অয়ং গুণকর্ম্মান্ত্রবিশিষ্ট-
সত্ত্বাবান্ জাতে:”, “ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়বান্ মূর্ত্ত্বাৎ” ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি
হয় না। উভয়ত্ব (হইল) একবিশিষ্টাপরত্ব, এবং বিশিষ্ট (হইল) কেবল
হইতে ভিন্ন, অতএব তদভাব মনেতে সহজেই থাকে, সুতরাং প্রতিযোগি-
ব্যাদিকরণ হয়—এইরূপ বলা যায় না। (কারণ) উভয়ত্ব বিশিষ্ট হইতে
অনতিরিক্ত নয়, অথবা তদবচ্ছিন্নাভাব অর্থাৎ উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব যে, সে
তদবচ্ছিন্নাভাব অর্থাৎ বিশিষ্টাবচ্ছিন্নাভাব হয় না ; এবং বৈশিষ্ট্য (সামান্য-
াদিকরণ্য) বিরহ সত্ত্বেও ঘটত্ব, পটত্ব এই উভয়ত্বের উভয়ত্বের দ্বারা তদভাব
প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় বলিয়া। এবং উভয়ত্বাদিকরণ মূর্ত্ত্ব মনেতে থাকায় তথায়
ব্যাপ্তিই হয়—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) তাহাতেও উভয়ত্বরূপে
তথায় থাকে না বলিয়া, (এবং) এস্থলে উভয় নাই এই প্রতীতি দুর্বীর হয়
বলিয়া, (এরূপ বলা যায় না)।

ব্যাখ্যা : দীর্ঘতিকা বলিতেছেন যে, প্রতিযোগ্যসামান্যাদিকরণ্য
পদটিকে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নাসামান্যাদিকরণ্য’ অর্থে গ্রহণ করিতে
হইবে, অন্ত্যায় “গুণকর্ম্মান্ত্রবিশিষ্টসত্ত্বাবান্ জাতে:”, এবং “ভূতত্বমূর্ত্ত্বো-
ভয়বান্ মূর্ত্ত্বাৎ” এই দুই স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। এই স্থল দুইটি অসদ্ব্য-
বহুল। গুণকর্ম্মান্ত্রবিশিষ্টসত্ত্বার অধিকরণ যে দ্রব্য তাহাতে গুণকর্ম্মান্ত্র-
বিশিষ্টসত্ত্বারূপ প্রতিযোগীর অভাব না থাকিলেও হেত্বাদিকরণ বা জাত্য-
াদিকরণ হইল দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম, তাহাতে অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মেতে বিশিষ্টসত্ত্বার অভাব

আছে, কিন্তু বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা সত্তা হিসাবে অনতিরিক্ত বলিয়া সত্তা গুণ-কর্মে থাকে, সুতরাং বিশিষ্টসত্তাভাব প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হয় না। হেত্বাদিকরণে বা জাত্যাদিকরণে অন্য অভাব অর্থাৎ ঘটপটাদির অভাব ধরিলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে, অর্থাৎ বিশিষ্ট-সত্তাত্ব হইতে ভিন্ন হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে, কলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাইবে। আবার, “ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়বান্ মূর্ত্ত্বাৎ” স্থলে ভূতত্ব থাকে ক্ষিতি, অপ, তেজ বায়ু ও আকাশে এবং মূর্ত্ত্ব থাকে ক্ষিতি, অপ, তেজ বায়ু ও মনেতে; ভূতত্ব-মূর্ত্ত্ব এই উভয় থাকে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ুতে অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্তেজময় হইল ভূতত্ব-মূর্ত্ত্ব এতদুভয়ের অধিকরণ, ক্ষিত্যপ্তেজবায়ুতে ভূতত্ব-মূর্ত্ত্বের অভাব থাকে না, কিন্তু, মনে ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়াভাব থাকিলেও হেত্বাদিকরণে বা মূর্ত্ত্বাদিকরণে মনে মূর্ত্ত্বের অভাব না থাকায় ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়াভাবটি প্রতিযোগিসমানাধিকরণ হইয়া যায়, অর্থাৎ এই উভয়াভাবটি প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হয় না; উভয়াভাবের প্রতিযোগী উভয়ের অন্তর্গত মূর্ত্ত্বও হইয়াছে, কলে তথায়, অর্থাৎ হেত্বাদিকরণে ঐ উভয়াভাব ভিন্ন অন্য অভাব ধরিতে হইবে, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বা ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়ত্ব হইতে ভিন্ন হইবে, কলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাইবে; এইরূপে এই দুই অসন্ধেতুস্থলে অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণ চলিয়া যাওয়ার অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু, প্রতিযোগিবৈরধিকরণ্য বা প্রতিযোগ্যসামান্যাদিকরণ্য অর্থে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যাদিকরণ্য ধরিলে আর উক্ত দোষ হয় না। কারণ, গুণকর্ম্মানুত্ববিশিষ্টসত্তা স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে গুণ-কর্ম্মানুত্ববিশিষ্টসত্তাত্ব, এই বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন পদার্থের অভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব হেত্বাদিকরণে বা জাত্যাদিকরণে অর্থাৎ গুণ-কর্মে থাকিয়া যায়, কলে হেত্ব-ময়িষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং লক্ষণ সমন্বয় হয় না। আবার, ভূতত্বমূর্ত্ত্ব স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়ত্ব, এই উভয়ত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণ হইবে ক্ষিত্যপ্তেজময়, মন হইবে না, কারণ, ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাদিকরণ বলিলে মন ধরা পড়ে না, কেননা, মনে ভূতত্ব নাই। তাহা হইলে, হেত্বাদিকরণে বা মূর্ত্ত্বাদিকরণে অর্থাৎ মনে ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়াভাব, অর্থাৎ সাধ্যাভাব থাকিয়া যায়, কলে লক্ষণ যায় না, এবং এইরূপে এই দুই স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ হয়।

সার্বভৌম মত অনুসরণ করিয়া এখানে আপত্তি করা যায় যে, উভয়ত্বের অর্থ হইল একবিশিষ্টাপরত্ব ; ঘটপট এতদুভয় বলিলে বুঝা যায় যে এক-বিশিষ্ট অর্থাৎ ঘটবিশিষ্ট অপর বা পট। সুতরাং, ভূতত্বমূর্ত্ত্ব এতদুভয় বলিলেই বুঝা যায় ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্ব, এবং ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্ব বলিলেই আর মনের প্রসঙ্গ আসে না, কারণ মন ভূতত্ববিশিষ্ট নহে ; যদি বলা যায় যে, বিশিষ্ট ও কেবল অনতিরিক্ত, অর্থাৎ ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্ব ও কেবলমূর্ত্ত্ব একই কথা, তবে বলা হইবে ‘বিশিষ্ট’ কথার অর্থই হইল ‘কেবলাদম্ব’, অর্থাৎ কেবল হইতে অল্প বা ভিন্ন। ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্ব বলিলেই তাহা কেবলভূতত্ব বা কেবলমূর্ত্ত্ব হইতে ভিন্ন, ইহাই বুঝা যাইবে। এবং এইরূপ হইলে গুণ-কর্ম্মাত্ত্ববিশিষ্টসত্তা স্থলেও বিশিষ্ট পদে কেবলাদম্ব অর্থে বিশিষ্টসত্তা কেবল-সত্তা হইতে ভিন্ন ইহা বুঝা যাইবে। ইহাতে বিশিষ্টসত্তার অভাব এবং ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বোভয়াভাব কি, তাহা মনে সহজেই প্রতিভাত হইবে, এবং সেই অভাব অর্থাৎ ছই স্থলেই সাধ্যাভাব তৎতৎ হেত্বধিকরণে অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মে এবং মনে সহজেই থাকিয়া যাইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হইবে, কলে লক্ষণ যাইবে না, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। সুতরাং প্রতি-যোগিব্যাধিকরণ পদ যেরূপ আছে সেইরূপ রাখিলেই চলিবে,—ইহার অর্থ—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামান্যধিকরণ্য এরূপ বলার আবশ্যকতা নাই। ইহার উত্তরে দীপ্তিতিকার বলিতেছেন যে, ‘উভয়ত্ব’ পদার্থ ‘বিশিষ্ট’ হইতে অনতিরিক্ত নহে, অর্থাৎ অতিরিক্ত ; ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বোভয়’ পদার্থটি ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্ব অর্থেই নহে, ইহা হইতে অতিরিক্ত, অর্থাৎ ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বো-ভয় বলিলে তদ্ব্যধ্যে মূর্ত্ত্ব থাকায় তাহা মনেও থাকিবে, মন বাদ যাইবে না। সুতরাং ঐ প্রকারে অতিব্যাপ্তি বারণ করা যাইবে না। এতৎসম্বন্ধে যদি বলা যায় যে, উভয়ত্ব বিশিষ্টত্ব হইতে অতিরিক্ত হইলেও বিশিষ্টাবচ্ছিন্না-ভাব হইলেই যেহেতু উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব হয়, অর্থাৎ যেস্থলে বৈশিষ্ট্যের অভাব আছে সেস্থলে উভয়েরও অভাব সিদ্ধ হয়—যথা, ঘটবিশিষ্টপটাতাব-স্বীকার করিলে ঘটপট-উভয়াভাবও স্বীকৃত হয়, সুতরাং হেত্বধিকরণে বা মূর্ত্ত্বাধিকরণে অর্থাৎ মনে ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্বাভাব স্বীকার করিলেই মনে ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বোভয়াভাব স্বীকৃত হয় ; এবং তাহা হইলেই হেত্বধিকরণে সাধ্যা-ভাব কল্পিত হওয়ার এই অসম্বোধস্থলে লক্ষণ যায় না এবং অতিব্যাপ্তি ঘোষের আশঙ্কাও থাকে না ;—ইহার উত্তরে দীপ্তিতিকার বলিতেছেন যে,

না, তাহা হয় না, অর্থাৎ বিশিষ্টত্বাবচ্ছিন্নাভাব উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবের নিষাধক হইতে পারে না। কারণ, ঘটপট এই উভয়ের বৈশিষ্ট্য বা সামান্যাদিকরণ্য স্বীকৃত হইলেও ঘটত্বপটত্ব এতদুভয়ের বৈশিষ্ট্য বা সামান্যাদিকরণ্য হয় না, অর্থাৎ ঘটত্ববিশিষ্ট পটত্ব এইরূপ হইতে পারে না, বা ঘটত্ব পটত্ব একত্র থাকিতে পারে না; তথাপি বৈশিষ্ট্যবিরহ (বৈশিষ্ট্যের অভাব) সত্ত্বেও ঘটত্ব-পটত্ব এতদুভয়ের প্রতীতি বা জ্ঞান হইতে পারে, এবং এই উভয়ত্বের প্রতীতির দ্বারাই এই উভয়াভাবের প্রতীতি হইতে পারে, অর্থাৎ ঘটত্বাভাব পটত্বাভাব এতদুভয়াভাব প্রতীতি সিদ্ধ হয়, এবং ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং বৈশিষ্ট্যত্বাভাব উভয়াভাবের সমান হইতে পারে না, বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও উভয়াভাবের প্রতীতি হইতে পারে; অর্থাৎ উক্ত আপত্তি নিরর্থক। আবার, মূর্ত্ত্ব যাহাতে থাকে ভূতত্বও তাহাতে থাকে বলিয়া ভূতত্ব-মূর্ত্ত্ব এই উভয়ত্ব মূর্ত্ত্ত্বে থাকিয়া যাওয়ায় ভূতত্ব-মূর্ত্ত্ব এতদুভয়ত্বের আশ্রয় হইয়া যায় মূর্ত্ত্ব; এই মূর্ত্ত্ব মনে থাকে, অর্থাৎ উভয়ত্বাশ্রয় মনে থাকে, এইরূপে এক্ষেত্রে ব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ ইহা লক্ষ্য স্থল হয়। সুতরাং ইহা যখন লক্ষ্য স্থলই তখন ইহা বারণের প্রয়াস নিরর্থক—যদি এইরূপ আপত্তি হয় সেই আশঙ্কায় দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে, ইহাও বলা যায় না, অর্থাৎ এইরূপ আপত্তিও করা যায় না। কারণ, তথায় মনে উভয়ত্বরূপে মূর্ত্ত্ব থাকে না। সাধ্য হইল ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্ত্বোভয়’; এই উভয়ত্বরূপে মূর্ত্ত্ব মনে থাকে না; ভূতত্বমূর্ত্ত্ত্বোভয়ত্বাশ্রয় যে মূর্ত্ত্ব সেই মূর্ত্ত্ব মনে থাকে; “নাত্র উভয়ম্” অর্থাৎ এস্থলে বা মনে উভয় নাই; অর্থাৎ মনে ভূতত্বমূর্ত্ত্ত্বোভয় নাই এইরূপ প্রতীতি দুর্ব্বার হয়। সেই কারণে ইহা লক্ষ্য স্থল, বা এস্থলে ব্যাপ্তি হইয়াছে, এরূপ কথা বলা যায় না, এবং “ভূতত্বমূর্ত্ত্ত্বোভয়বান্ মূর্ত্ত্ত্বাৎ” স্থলে যে অতিব্যাপ্তি তাহা বারণ হয় না, থাকিয়াই যায়।

জাগদীশী—একধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়াঃ প্রতিযোগিব্যক্তীনাং ভেদেহপি ঐক্যমিতি নব্যমতে, বহুমান্ ধূমাদিত্যাদৌ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যমাত্রোক্তাবপি, বহু্যাদিসামান্যত্বাভাব-

মাদায় অব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ অতিব্যাপ্তিবারণাশ্চকপ্রয়োজনমাহ, তেনেতি ।
 ন চ বিশিষ্টসত্ত্বস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যা-
 প্রবেশাৎ ইদমযুক্তমিতি বাচ্যম্ । জাতৌ বিশিষ্টসত্ত্বজ্ঞানব্যভিচার-
 জ্ঞানদশায়ামপি বিশিষ্টসত্ত্বধর্মিকজাতিমগ্নিষ্ঠপ্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবা-
 প্রতিযোগিহজ্ঞানাত্, বিশিষ্টসত্ত্বসাধ্যকানুমিতিপ্রসঙ্গস্যৈব প্রকৃতেহতি-
 প্রসঙ্গপদার্থহাৎ, বিশিষ্টসত্ত্বস্যাপি উক্তরীত্য। ব্যাপ্যবৃত্তিহবিরহাৎ চ,
 বিশিষ্টস্য অতিরিক্তত্বে তত্র অতিব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ আহ ভূতত্বেতি । প্রাঞ্চল্য
 বিশিষ্টসত্ত্বস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যা-
 প্রবেশাৎ ভূতত্বেতি সাধ্যাস্তরং, তত্র চ ভূতত্বং আত্মাশ্রিতে সতি বিশেষ-
 গুণবৎ, মূর্ত্তত্বং অবচ্ছিন্নপরিমাণবৎ, তদুভয়ত্বাব্যাপ্যবৃত্তৌব ঘটাদৌ
 উৎপত্তিকালাবচ্ছেদেন তৎ উভয়াভাবসদ্বাদিতাহঃ । সার্বভৌমমত-
 মাশ্রুতে ন চেতি, বাচ্যমিতি পরেণাশ্রয়ঃ, তদভাবঃ ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়া-
 ভাবঃ । সহজত ইতি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাপ্রবেশেহপি
 ইত্যর্থঃ । নহু উভয়ত্বস্য বিশিষ্টত্বাতিরিক্তত্বেহপি সহজতঃ প্রতিযোগি-
 ব্যধিকরণস্য বিশিষ্টত্বাবচ্ছিন্নাভাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকমেব
 উভয়ত্বম্, অতো নাব্যাপ্তিঃ বিশিষ্টাভাবস্য উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবানতি-
 রেবাদত আহ নবেতি, তদবচ্ছিন্নাভাবঃ উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবঃ । তদ-
 বচ্ছিন্নাভাবাৎ বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নাভাবাৎ লিঙ্গব্যত্যয়েন ন অনতিরিক্ত
 ইত্যনুষঙ্গ্যতে । তথা চ অতিরিক্ত এবেতি ভাবঃ । ন চ অশ্রুত উভয়া-
 ভাবস্য বিশিষ্টাভাবাতিরিক্তত্বেহপি প্রকৃতে ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বাভাবস্য এব
 তদুভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বং, সমনীয়তাভাবয়োঃ লাঘবাৎ একত্বাৎ
 ইতি বাচ্যম্ । তাবতাপি হেতুমতো যাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়ানধি-
 করণত্বং তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বস্য ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্বে অন-
 পাত্যৎ অতিব্যাপ্ত্যেস্তাবদবস্থ্যাৎ ইতি ভাবঃ । উভয়ত্বস্যেতি, প্রত্যক্ষ-
 সিদ্ধত্বাদিতি পরেণাশ্রয়ঃ । তথা চ বিরুদ্ধয়োরিব, সমানাধিকরণয়ো-
 রপি উভয়ত্বম্ অতিরিক্তমেব, বিরুদ্ধাবিরুদ্ধস্থলীয়োভয়ত্ব-
 প্রতীত্যোঃ সমানাকারকত্বানুভবাৎ, ভূতত্বমূর্ত্তত্বয়োঃ বিরুদ্ধত্বভ্রম-

দশায়ামপি উভয়ত্বস্য প্রত্যয়াৎ চ ইতি ভাবঃ । ন চেতি বাচ্যম্ ইতি-
পরেণাশ্রয়ঃ । তত্র ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্ব্যভয়বান্ মূর্ত্ত্বাৎ ইত্যত্র ব্যাপ্তিরেব
ইতি, তথা চ তস্য লক্ষ্যতয়া তদ্বারণপ্রয়াসোহমুচিত ইতি ভাবঃ ।
তথাহেহপি ইতি উভয়ত্বাশ্রয়স্য মূর্ত্ত্বত্বস্য মনসি সত্ত্বেহপি ইত্যর্থঃ । তথা
চ হেতুমত্বাবচ্ছেদেন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবস্তাস্থল এব ব্যাপ্তিরতো
ন এতৎ লক্ষ্যমিতি ভাবঃ । বৃত্তিমতি ব্যাপ্ত্যভাবস্য ব্যাভিচারনিয়তত্বাৎ
ব্যাভিচারং গ্রাহয়তি ন অত্র উভয়মিতি অত্র মূর্ত্ত্বত্বাশ্রয়ে মনসি ।

অনুবাদ : প্রতিযোগিব্যক্তিসমূহের ভেদ থাকিলেও একধর্মাবচ্ছিন্ন
প্রতিযোগিতা এক এই নব্যমতে “বহিমান্ ধূমাং” ইত্যাদি স্থলে সাধ্যতাব-
চ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈষয়ধিকরণমাত্র উক্ত হইলেও বহ্যাদির সামান্ত্রা-
ভাবকে ধরিয়া অব্যাপ্তি অসম্ভব হয় বলিয়া ‘তেন’ ইত্যাদির দ্বারা অতি-
ব্যাপ্তি বারণরূপ প্রয়োজন বলা হইতেছে । বিশিষ্টসত্তার ব্যাপ্যবৃত্তিতার জন্ত
তৎসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈষয়ধিকরণের অপ্রবেশ বশতঃ ইহা অযুক্ত—এরূপ
বলা যায় না । (কারণ) জ্ঞাতিতে বিশিষ্টসত্তার ব্যাভিচারজ্ঞানদশাতেই
বিশিষ্টসম্বন্ধম্বিক জ্ঞাতিমগ্নিষ্ট প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের প্রতিযোগিৎ-
জ্ঞান হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে বিশিষ্টসম্বন্ধসাধ্যকাত্মমিতি প্রসঙ্গেরই অতিপ্রসঙ্গ-
পদার্থত্ব হয় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না) এবং উক্তপ্রকারে বিশিষ্টসত্তারই
ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব থাকে না বলিয়া (এরূপ বলা যায় না) । বিশিষ্টের অতিরিক্তত্বে
তথায় অতিব্যাপ্তি অসম্ভব হওয়ায় ‘ভূতত্ব’ ইত্যাদি বলা হইল । প্রাচীনেরা,
কিন্তু, বিশিষ্টসত্তার ব্যাপ্যবৃত্তিতা বশতঃ তৎসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈষয়-
ধিকরণের অপ্রবেশ (হয়) বলিয়া ‘ভূতত্ব’ ইত্যাদি সাধ্যান্তর (অনুসরণ
করেন) ; এবং তাহাতে ‘ভূতত্ব’ (হইল) ‘আত্মান্তত্বে সতি বিশেষণবর-
মূর্ত্ত্বত্ব’ (হইল) ‘অবচ্ছিন্নপরিমাপবত্ব’ ; এবং উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে ঘটাদিতে
(যেরূপ গুণাভাব থাকায় অব্যাপ্যপ্তি হয়, সেরূপ) উত্তরাভাব থাকায়
(উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে ‘আত্মান্তত্বে সতি বিশেষণ’ এবং ‘অবচ্ছিন্ন-
পরিমাপ’ এতদুভয়গুণের অভাব থাকায়) তদুভয় (ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্ব্যভয়)
অব্যাপ্যবৃত্তিই, এরূপ বলা হইল । ‘ন চ’ ইত্যাদির দ্বারা সার্বভৌম মন্তের
আশঙ্কা করা হইতেছে ; ‘বাচ্যম্’ ইত্যাদি পরের সহিত অবয়ব হইবে ;

‘ভবভাবঃ’ (হইল) ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বোভয়াভাবঃ’। ‘সহজত’ ইত্যাদি (হইল) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অপ্রবেশ হইলেও—ইহাই অর্থ। যদি বলা যায়, উভয়ত্বের বিশিষ্টত্বাতিরিক্তত্ব থাকিলেও সহজেই প্রতিযোগিব্যাধিকরণ বিশিষ্টত্বাবচ্ছিন্নাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক (হয়) উভয়ত্ব, সুতরাং অভিব্যাপ্তি হয় না, (কারণ) বিশিষ্টাভাব উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবের অনতিরেক নয় বলিয়া, সেইজন্য বলা হইল ‘ন বা’ ইত্যাদি ; ‘তদবচ্ছিন্নাভাব’ (হইল) উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব। ‘তদবচ্ছিন্নাভাবাৎ’ (হইল) বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নাভাবাৎ ; লিঙ্গব্যত্যয়ের দ্বারা (ইহা) অনতিরিক্ত—এইরূপ অনুসরণ করিতে হইবে। সুতরাং, অতিরিক্তই, ইহাই ভাব। অত্ৰ উভয়াভাবের বিশিষ্টাভাবাতিরিক্তত্ব থাকিলেও সমনীয়ত অভাবের লাবণ্য বশতঃ একত্ব থাকায়, প্রকৃতপক্ষে, ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্বাভাবেরও তদুভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব (থাকিয়া যায়), এরূপ বলা যায় না। (কারণ), তাহা হইলে, হেতুমতের যাদৃশ-প্রতিযোগিতাপ্রদানধিকরণত্ব, ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বোভয়ত্বে তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বের অপায় বশতঃ তদবস্থায় অভিব্যাপ্তি হয় বলিয়া, ইহাই ভাব। ‘উভয়ত্বত্ব’ ইত্যাদি, ‘প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ’ ইত্যাদি পরের সহিত অম্বয় হইবে। সুতরাং বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ স্থলীয় উভয়ত্বপ্রতীতির সমানাকারকত্বের অনুভব বশতঃ এবং বিরুদ্ধত্ব ভ্রমদশাতেও ভূতত্বমূর্ত্ত্ব উভয়ত্বের প্রত্যয় হওয়ার বিরুদ্ধের দ্বায় সামান্যধিকরণেরও উভয়ত্ব অতিরিক্ত, ইহাই ভাব। ‘ন চ ইতি বাচ্যম্’ ইত্যাদি পরের সহিত অম্বয় হইবে। তাহাতে এস্থলে এই ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বোভয়বান্ মূর্ত্ত্বত্বাৎ’ ব্যাপ্তিই (হয়), ইত্যাদি, সুতরাং তাহার লক্ষ্যতা থাকায় তাহার বারণ প্রয়াস অমুচিত—ইহাই ভাব। ‘তদ্বাদ্বেষি’ ইত্যাদি (হইল) উভয়ত্বাশ্রয় মূর্ত্ত্বত্বের মনে থাকাতেও, ইহাই অর্থ। সুতরাং, হেতুমত্বাবচ্ছেদে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবস্তা স্থলেই ব্যাপ্তি, অতএব ইহা লক্ষ্য নহে, ইহাই ভাব। বৃত্তিমতে (হেতুধিকরণে) ব্যাপ্ত্যভাবের ব্যভিচার নিবৃত্ত বলিয়া ‘ন অত্র উভয়ম্’ ইত্যাদি ব্যভিচার গ্রহণ করা হইয়াছে, এস্থলে, মূর্ত্ত্বত্বাশ্রয় মনে (ব্যভিচার গ্রহণ করা হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা : দীর্ঘিতিগ্রহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ‘অগদীশ বলিতেছেন যে, অব্যাপ্তি এবং অভিব্যাপ্তি এই দুই প্রকার দোষের মধ্যে অব্যাপ্তি দোষই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, লক্ষ্যে যদি লক্ষণ না যায় তাহা হইলে মূল লক্ষণই অসম্পূর্ণ। অত্র সমস্ত লক্ষ্যস্থলে লক্ষণ প্রয়োগের পর তাহা অত্ৰ প্রযুক্ত

হয় কিনা তাহা বিচার করিয়া লক্ষণ সংকোচনের প্রসঙ্গ আসিতে পারে । সেজন্য অব্যাপ্তি দোষ অতিব্যাপ্তি হইতে গুরুতর । তাহা হইলে ‘বহিমান্ ধূমাং’ এই প্রসিদ্ধ অমুমিতির ক্ষেত্রে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ্যবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিবৈষয়িকরণ্য’ অপ্রযুক্ত হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় । পৰ্ব্বতে মহানসীম, চত্বরীয়, গোষ্ঠীয় প্রভৃতি বহির অভাব অবশ্যই আছে ; তাহা হইলেই পৰ্ব্বতে বহ্যভাব কল্পনা করিয়া পৰ্ব্বতকে প্রতিযোগীর অধিকরণরূপে গ্রহণ করা যায় ; কারণ ‘বহির্নাস্তি’ এই অভাবের প্রতিযোগিতা প্রত্যেক বহি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, মহানসীম বহিতে এক প্রতিযোগিতা, চত্বরীয় বহিতে অন্য প্রতিযোগিতা, গোষ্ঠীয় বহিতে অপর প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ; তাহা হইলে সেই প্রতিযোগিতার আশ্রয় মহানসীম বহি, চত্বরীয় বহি প্রভৃতি হইবে ; ইহাদের অনধিকরণ পৰ্ব্বত হওয়ায় ‘বহির্নাস্তি’ এই অভাবটিই হেতুধিকরণ পৰ্ব্বতে প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইয়া যায়, ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ‘বহিত্ব’ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘বহিত্ব’ একই হওয়ায় অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায়, ‘বহিমান্ ধূমাং’ স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায় । প্রাচীনেরা ব্যক্তিভেদে প্রতিযোগিতাও ভিন্ন ভিন্ন হয় এরূপ বলেন । তাঁহাদের মতেই ‘বহিমান্ ধূমাং’ স্থলে এইভাবে অব্যাপ্তি হয় । অব্যাপ্তি যখন অতিব্যাপ্তি হইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দোষ তখন এই অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা না করিয়া দীর্ঘিতিকার কেন অতিব্যাপ্তি বারণের প্রয়াস করিলেন ? এইরূপ প্রশ্নের কথা চিন্তা করিয়া জগদীশ ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে,—একধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবের ক্ষেত্রে সেই অভাবের অভাবীয় প্রতিযোগিতা সর্বক্ষেত্রেই এক হইবে ; অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যক্তি (ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে) ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ধর্মটি এক হইলে প্রতিযোগিতা একটিই হইবে । যথা, বহিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবের ক্ষেত্রে অভাবীয় প্রতিযোগিতা একই হইবে । এই ‘বহিত্ব’রূপ ধর্মটি সর্বক্ষেত্রে এক ; কিন্তু প্রতিযোগী, অর্থাৎ ‘বহি’ ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ পর্বতীয়, মহানসীম, চত্বরীয়, গোষ্ঠীয় প্রভৃতি বহি ভিন্ন ভিন্ন । এই বহি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বহিত্বাবচ্ছিন্ন সকল বহিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাকে একই ধরিতে হইবে, প্রতিযোগিতা ভিন্ন ভিন্ন হইবে না ; ইহাই নব্য নৈয়ায়িকদের মত । নব্যগণের মতে একধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিব্যক্তিদেহভেদ থাকিলেও প্রতিযোগিতা এক, অর্থাৎ সকল প্রতিযোগিনিষ্ঠ প্রতি-

যোগিতা এক, অর্থাৎ বহি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সকল বহিবৃত্তি প্রতিযোগিতা একই হইবে, ভিন্ন ভিন্ন হইবে না। তাহা হইলে, অর্থাৎ নব্যগণের মতানুসারে বিভিন্ন প্রতিযোগিবৃত্তি প্রতিযোগিতার ঐক্য স্বীকার করিলে আর পর্বতে মহানসীম বহির অভাব আর প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হইবে না; কারণ, পর্বতীয় বহি এবং মহানসীম বহি বহিপ্রতিযোগিতরূপে এক হওয়ার পর্বতে কোনো না কোনো বহি থাকায় তথায় বহুভাবটি প্রতিযোগিত্বাঙ্গের অসমানাধিকরণ হইবে না, ফলে উক্ত অব্যাপ্তি দোষ আর হয় না। এবং নব্যমতে উক্তরূপ অব্যাপ্তি দোষ হয় না বলিয়াই দীধিতিকার অতিব্যাপ্তি প্রসঙ্গের কথা বলিয়াছেন। ‘বহিমান্ ধূমাৎ’ স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে (এস্থলে সংঘোসম্বন্ধে) ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ বলিলেই বহিসামান্ত্যভাবে আসিয়া পড়িবে এবং বহিমতে বহিসামান্ত্যভাবে প্রতিযোগ্যসামান্যধিকরণ্য না থাকায় ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত’ লক্ষণ ‘বহিমান্ ধূমাৎ’ স্থলে প্রযুক্ত হইবে। এই কারণেই দীধিতিগ্রন্থে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ অপ্ৰয়োজনীয়; “গুণকর্ম্মান্তত্ববিশিষ্টসত্ত্বাবান্ জাতেঃ” স্থলটি সাধারণভাবে ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, সুতরাং এস্থলে ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ প্রয়োগ না করিলে আর অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না, কারণ, হেত্বধিকরণ গুণকর্ম্মে বিশিষ্টসত্ত্বাবাব থাকিয়া যায়, ফলে এই অসম্বন্ধস্থলে, অর্থাৎ অলক্ষ্যে আর লক্ষণ যায় না, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও হয় না। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে, না, এরূপ বলা যায় না; কারণ “গুণকর্ম্মান্তত্ববিশিষ্টসত্ত্বাবান্ জাতেঃ” স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিস্থল হওয়ায় ইহা ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত’ স্থল; কিন্তু, তৎসম্বন্ধেও ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত’ লক্ষণ প্রযুক্ত হইয়া যায় বলিয়া অতিপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। স্থলটিতে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ বা জাতিময়িষ্ঠ প্রতিযোগিব্যাধিকরণ্যভাবের অপ্ৰতিযোগিত্ব জাতিতে বিশিষ্টসত্ত্বাব ব্যভিচারজ্ঞানদশাতেই থাকিয়া যায়; ‘বিশিষ্টসত্ত্বা’ সাধ্যকস্থলে ‘জাতি’ হেতুটি ব্যভিচারী হেতু, এই ‘জাতি’ হেতুতে বিশিষ্টসত্ত্বাব ব্যভিচারজ্ঞানদশাতেই জাত্যধিকরণে তন্নীতাভাবের অপ্ৰতিযোগিত্ব বিশিষ্টসত্ত্বাতে থাকে, কেননা, বিশিষ্টসত্ত্বা এবং কেবলসত্ত্বা সত্ত্বা হিসাবে এক এবং অনতিরিক্ত; এইরূপে উক্ত স্থলে লক্ষণ প্রযুক্ত হওয়ার সাধ্যানুমিতি (‘বিশিষ্টসত্ত্বা’ সাধ্যের অনুমিতি) সম্ভব হইয়া যায়, এবং ইহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ আসিয়া পড়ে।

দীর্ঘিতিকার অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা এই অতিপ্রসঙ্গ অর্থেই করিয়াছেন। আর, প্রকৃতপক্ষে, ‘বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ’ স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিস্থলই নয়; ব্যাপ্য-বৃত্তি হইলেও পূর্বোক্তরূপে অতিপ্রসঙ্গ অনিবার্য হয়; এবং ইহা যখন প্রকৃতপক্ষে অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল তখন ইহাতে লক্ষণের মধ্যে ‘প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্য’ অবশ্য নিবেশ করিতে হইবে, কলে অতিব্যাপ্তি অনিবার্য হইবে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ‘প্রতিযোগ্যসামান্যধিকরণ্য’ অর্থে ‘প্রতিযোগিতাবেচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামান্যধিকরণ্য’ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এস্থলে অন্তরূপ বলেন, তাহাদের মতে ‘বিশিষ্টসত্তা’ (অর্থাৎ গুণকর্মাণ্যত্ব-বিশিষ্টসত্তা) হইল অতিরিক্ত পদার্থ, অর্থাৎ পৃথক একটি সত্তা, ইহা কেবল-সত্তার সহিত এক নহে; এইরূপ হইলে বিশিষ্টসত্তার অভাব জাত্যধিকরণে অর্থাৎ গুণ-কর্মে থাকিয়া যায়, কলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকার উক্ত স্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না, এবং সেইজন্যই ‘ভূতত্ব’ ইত্যাদির দ্বারা স্থানান্তর অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রাচীনদের মতে, আবার, ‘বিশিষ্টসত্তা’ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া তৎসাধ্যকে ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ পদ প্রযুক্ত না হওয়ায় ‘বিশিষ্টসত্তা’ সাধ্যকস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না বলিয়াও ‘ভূতত্ব’ ইত্যাদির দ্বারা সাধ্যান্তর গৃহীত হইয়াছে। ‘ভূতত্ব’ হইল ‘আত্মান্তরে সতি বিশেষগুণবত্ব’; ‘বিশেষগুণবত্ব’ ধর্মটি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মাতে থাকে; আত্মা ভিন্ন উক্ত পাঁচটি দ্রব্যে যে বিশেষগুণবত্ব তাহাই এস্থলে ‘ভূতত্ব’; মূর্ত্ত্বই হইল ‘অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ব’; কোনো পদার্থের অবচ্ছিন্ন যে পরিমাণ তাহাই হইল ‘অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ব’। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও মন হইল এস্থলে অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ব। উৎপত্তি-কালাবেচ্ছেদে ঘটাদি দ্রব্যে গুণাভাব থাকে; ‘অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ব’ এবং ‘বিশেষগুণবত্ব’ গুণদ্বয় যে যে দ্রব্যে থাকে সেই সেই দ্রব্যোতেও উক্তরূপে গুণাভাব করণা করিয়া ‘ভূতত্ব মূর্ত্ত্ব’ উভয়কেও অব্যাপ্যবৃত্তি বলা যাইতে পারে, এবং ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্বভেদ’ সাধ্যকস্থল এইরূপে অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় তদ্ব্যর্থ ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ পদ নিবেশ করিতে হইবে, কলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে; প্রকৃতপক্ষে এই স্থলটির অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই দীর্ঘিতিকারের প্রয়াস, ইহাই প্রাচীনদের মত।

‘ন চ’ ইত্যাদির দ্বারা সার্বভৌম মতের আশঙ্কা দীর্ঘিতিকার করা

হইয়াছে। ‘বাচ্যম্’ শব্দটি পরের সহিত অস্থিত হইবে, অর্থাৎ ‘ন চ বাচ্যম্’ এইরূপ হইবে। ‘তদভাবঃ’ হইল ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়াভাবঃ’। দীধিতিগ্রহে “তদভাবঃ মনসি সহজত এব” ইত্যাদি কথার মধ্যে ‘সহজত’ কথার তাৎপর্য হইল ‘উভয়ত্ব’কে ‘একবিশিষ্টাপরত্ব’ এবং ‘বিশিষ্ট’কে ‘কেবলাদ্বস্ত’ রূপে গ্রহণ করিলে স্থলটিতে ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ পদের অর্থ ‘প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবৈয়ধিকরণ্য’ গ্রহণ না করিয়াও উক্ত সাধ্যকস্থলে প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্যমাত্র নিবেশ সত্ত্বেও সহজেই মনেতে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে (মূর্ত্ত্ব মনেতেও থাকায় মনও হেত্বধিকরণ) তদভাব অর্থাৎ উভয়াভাব থাকিয়া যায়। উভয়াভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকায় আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় না, ইহা অলক্ষ্যস্থল, অলক্ষ্যস্থলে সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকায় দোষের আশঙ্কা থাকে না। ইহার উত্তরে দীধিতিকার বলিলেন যে, ‘উভয়ত্ব’ বিশিষ্ট হইতে অনতিরিক্ত নহে, ইহা অতিরিক্ত এবং পৃথক, অর্থাৎ ‘উভয়’ উভয়ই ইহা একবিশিষ্টাপরত্ব প্রভৃতি নহে; এবং তাহা হইলে এই ‘উভয়াভাব’ অর্থাৎ সাধ্যাভাব মনে বা হেত্বধিকরণে থাকে না, কারণ, ‘উভয়ের’ মধ্যে মূর্ত্ত্বও থাকায় মনও ইহার মধ্যে ধরা পড়িয়া যায়, ফলে উভয়াভাব মনে ধরা যায় না, এইরূপে সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে না থাকায় পূর্বোক্ত প্রকারে অতিব্যাপ্তি আবার আসিয়া পড়ে। পুনরায়, এস্থলে আপত্তি করা যায় যে, ‘উভয়’ বিশিষ্ট হইলেও, অর্থাৎ ‘উভয়ত্বের’ বিশিষ্টত্ব হইতে অতিরিক্তত্ব থাকিলেও বিশিষ্টাভাব এবং উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব অনতিরিক্ত হওয়ার (বিশিষ্টাভাব যেখানে থাকে সেস্থলে উভয়ের অবস্থিতি কোনোক্রমে না হওয়ার সেস্থলে অবশ্যই উভয়াভাব থাকে বলিয়া) বিশিষ্টাভাব মনে (হেত্বধিকরণে) থাকায় উভয়াভাবও মনে থাকিয়া যায়—অর্থাৎ, ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্বাভাব যেহেতু মনে কল্পনা করা যায় (কারণ, মনে ভূতত্ব না থাকায় ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্বের মধ্যে মন বাদ পড়িয়া যায়)। সুতরাং বিশিষ্টাভাব এবং উভয়াভাব অনতিরিক্ত হওয়ার উভয়াভাবও অর্থাৎ ভূতত্ব-মূর্ত্ত্বোভয়াভাবও বা সাধ্যাভাবও মনে থাকিয়া যায়, এবং অতিব্যাপ্তি হয় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে দীধিতিকার “ন বা তদবচ্ছিন্নাভাবন্তদ-বচ্ছিন্নাভাবাৎ” ইত্যাদি কথা বলিলেন। ‘তদবচ্ছিন্নাভাব’ হইল উভয়ত্বা-বচ্ছিন্নাভাব। দীধিতিকার বলিতেছেন যে বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নাভাব হইলেই উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব হয় না। ষটত্ব এবং পটত্ব এই উভয়ের সামান্যধিকরণ্য

হয় না, অর্থাৎ উভয়ের ক্ষেত্রে ঘটত্ববিশিষ্ট পটত্ব একরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ এই উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকে না; কোনো স্থলে এইরূপে ঘটত্বাভাব এবং পটত্বাভাব এই উভয় থাকিলেও সেস্থলে ঘটত্ববিশিষ্টপটত্বাভাব আছে একরূপ বলা যায় না; কারণ, ঘটত্বাভাব কখনও পটত্ববিশিষ্টাভাব, বা পটত্বাভাব কখনও ঘটত্ববিশিষ্টাভাব হইতে পারে না, ইহা অসম্ভব বিরুদ্ধ, তথাপি বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও এক্ষেত্রেও উভয়ের অসম্ভব সহজেই সিদ্ধ হয়, উভয়ভাব যে সে ক্ষেত্রে আছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং বৈশিষ্ট্য ব্যতীতও যখন উভয়ভাব সহজসিদ্ধ, তখন বিশিষ্টাভাব উভয়ভাবের নিয়ামক একরূপ কথা বলা যায় না। অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নাভাব যে উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব হইতে অনতিরিক্ত তাহা বলা যায় না, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নাভাব অতিরিক্ত। “উভয়ত্বং হি ন বিশিষ্টত্বাদনতিরিক্তং” এস্থলে ক্লীবলিঙ্গ, এবং “ন বা তদবচ্ছিন্নাভাবস্তদবচ্ছিন্নাভাবাৎ” স্থলে পুংলিঙ্গ গ্রহণ করা হইয়াছে, এই লিঙ্গব্যত্যয় বা লিঙ্গব্যতিক্রমের দ্বারা ‘ন অনতিরিক্তঃ’ বা অতিরিক্ত বৃত্তিতে হইবে, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নাভাব অতিরিক্ত ইহা বৃত্তিতে হইবে।

পুনরায় আর একটি আপত্তির আশঙ্কা করিয়া জগদীশ বলিতেছেন যে, অত্যাগত ক্ষেত্রে উভয়ভাব বিশিষ্টাভাব হইতে, বা বিশিষ্টাভাব উভয়ভাব হইতে অতিরিক্ত হইলেও বর্তমান আলোচ্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বৈতভাবের ক্ষেত্রে ‘ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্বদ্বৈতভাব’ ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বৈতভাব’ হইতে অতিরিক্ত নয়, ইহারা অনতিরিক্ত, অর্থাৎ ‘ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্বদ্বৈতভাব’ প্রতিযোগিত্ব ‘তদুভয়াবচ্ছিন্নে’ থাকিয়া যায়। সমন্বিত অভাবের একত্ব বশতঃ এইরূপ স্বীকারে লাঘব হয়, কলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, একরূপ হইলে, অর্থাৎ ‘ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্বদ্বৈতভাব’ এবং ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বৈতভাব’ একই হইলে, হেত্বধিকরণে যে ‘ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্বদ্বৈতভাব’ আছে সেই প্রতিযোগিত্বাত্মক অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হওয়ায় সেই অভাবের অর্থাৎ ‘ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্বদ্বৈতভাব’ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে, অর্থাৎ ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বৈতভাবত্ব হইতে ভিন্ন হইবে। হেত্বধিকরণে বা হেতুমতে যাদৃশ প্রতিযোগিতাত্মক (অর্থাৎ প্রতিযোগীর) অনধিকরণত্ব থাকে, অর্থাৎ যাদৃশ প্রতিযোগী থাকে না, অর্থাৎ যাদৃশ প্রতিযোগিতাকাভাব থাকে, তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বৈতত্ব হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায়; অর্থাৎ হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতা-

বচ্ছেদক হইতে অর্থাৎ ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্ব্যভয়ত্ব হইতে ভিন্ন হয়, কলে অলক্ষ্য লক্ষণ চলিয়া যায়, এবং অতিব্যাপ্তি পুনরায় অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। দীর্ঘিতিগ্রন্থে “ঘটত্বপটত্বয়োক্তভয়ন্ত” পদটি পরবর্ত্তী “প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ” পদের সহিত অস্থিত হইবে। সুতরাং, ‘ঘটত্ব পটত্ব’ এই বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের উভয়ত্ব ধেরূপ সহজেই প্রতীত হয়, সেইরূপ সমানাধিকরণ অবিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের উভয়ত্বও সহজেই প্রতীত হয়; ঘটত্ব এবং পটত্ব ইহারা একত্রে থাকিতে পারে না বলিয়া ইহারা বিরুদ্ধ; এই প্রকার বিরুদ্ধ স্থলের উভয়ত্ব প্রতীতি, এবং অবিরুদ্ধ স্থলের উভয়ত্ব প্রতীতি একই প্রকার, অর্থাৎ সমানাকার, ইহা অসম্ভব সিদ্ধ। কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি ‘ভূতত্ব’ এবং ‘মূর্ত্ত্ব’কে ভ্রম বশতঃ বিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেই ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে ‘উভয়ত্ব’ সহজেই অসম্ভব করিতে পারে, ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বয়ের উভয়ত্বের প্রত্যয় তাহার অবশ্যই হয়। এইরূপে বিশিষ্ট উভয় হইতে এবং উভয় বিশিষ্ট হইতে অতিরিক্ত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; এই প্রকারে উক্ত স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না।

আবার, “ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্ব্যভয়বান্ মূর্ত্ত্বত্বাৎ” এই ক্ষেত্রে যদি ব্যাপ্তিই স্বীকার করা যায়, কারণ, ভূতত্ব-মূর্ত্ত্বত্ব এতদুভয়ত্বের আশ্রয় যে মূর্ত্ত্বত্ব তাহা মনে থাকিয়া যাওয়ার কলে ইহা লক্ষ্যস্থলই হইয়া যায়, তাহা হইলে আর এই স্থলের বারণ প্রয়াস কেন? ইহা বারণের প্রয়োজন নাই, ইহা লক্ষ্যস্থলই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে, সেন্থলে মনেতে উভয়ত্বরূপে ভূতত্বমূর্ত্ত্বত্ব থাকে না, মনে উভয় নাই, “ন অত্র উভয়ম্” এই প্রতীতি সহজেই হয়; উভয়ত্বের আশ্রয়রূপে মনেতে মূর্ত্ত্বত্বের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব হইলেও মনেতে ‘উভয়’ আছে এরূপ প্রতীতি হয় না; সুতরাং উক্ত আপত্তি হয় না। ব্যাপ্তি কি? অর্থাৎ, সঙ্কেতস্থল কি? জগদীশ সঙ্কেতুর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন “হেতুমত্বাবচ্ছেদেন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবত্বা” স্থলই হইল প্রকৃত সঙ্কেতস্থল। “ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্ব্যভয়বান্ মূর্ত্ত্বত্বাৎ” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবত্বা হইল ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্ব্যভয়ত্বাবচ্ছিন্নবত্বা এবং তাহা থাকে ক্ৰিয়াপ্তভেদবাস্থ্যতে, মনে নহে; কিন্তু হেতুমত্বাবচ্ছেদ হইল ক্ৰিয়াপ্তভেদ-জমরূপমন; সুতরাং স্থলটি ‘হেতুমত্বাবচ্ছেদেন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবত্বা’ হইল না, অর্থাৎ সঙ্কেতস্থল হইল না, কলে ইহা লক্ষ্যস্থল নহে, অলক্ষ্যস্থলই হইল; সুতরাং ঐ আপত্তির প্রশ্ন আর ওঠে না। বাহ্য বৃত্তি হয় তাহা

বৃত্তিমান্, গগন কোথাও বৃত্তি হয় না বলিয়া গগন বৃত্তিমান্ নহে, অল্প সমস্ত পদার্থই বৃত্তিমান্ ; এইরূপ বৃত্তিমান্ হেতুতে ব্যাপ্তির অভাব থাকিলে ব্যভিচার হয়, এই ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্তই “ন অত্র উভয়ম্” ইত্যাদি কথার অবতারণা। উভয়দ্ব্যশ্রয় যে মূর্ত্ত্ব সেই মূর্ত্ত্ব বৃত্তিমান্ হইলেও পূর্বোক্ত লক্ষণানুসারে ইহা অসন্ধেতুস্থল হওয়ায় এস্থলে ব্যভিচার হইয়াছে, অর্থাৎ ‘মূর্ত্ত্ব’ হেতুটি ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্বৈভয়’রূপ সাধ্যের ব্যভিচারী ; কারণ, মূর্ত্ত্বদ্ব্যশ্রয় মনেতে ‘উভয়’ আছে এই প্রতীতি হয় না ; এই ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্তই “নাত্র উভয়ম্” ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

দ্বীধিতি—অত্যন্তপদঞ্চ অত্যন্তাভাবত্বনিরূপকপ্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যন্ত, অত্যন্তাভাবত্বনিরূপকপ্রতিযোগিতায়াঞ্চ লাভায়, অল্পথা সৰ্ব্বৈশ্চৈব অভাবস্য স্বসমানাধিকরণাভাবান্তরভিন্নত্বাৎ তন্ভেদস্য স্বস্বরূপানতিরিক্ততয়া প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যৈস্যেব দুর্লভত্বাপত্তেঃ সৰ্ব্বৈবামেবোভাবানাং হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবত্বনিরূপকপ্রতিযোগ্যসমানাধিকরণাভাবান্তরাত্মকস্য স্বভেদস্য প্রতিযোগিত্বাদভাবসাধ্যাকাব্যাপ্তেঃশেতি সম্প্রদায়বিদঃ।

অনুবাদ : এবং ‘অত্যন্ত’পদ অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যের এবং অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক প্রতিযোগিতা লাভের জন্ত, অল্পথায় সমস্ত অভাবেরই স্বসমানাধিকরণাভাবান্তরভিন্নত্ব বশতঃ তাহার ভেদের স্বস্বরূপানতিরিক্ততার জন্ত প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যেরই দুর্লভত্বাপত্তি হয় ; এবং অভাবসাধ্যকস্থলে সমস্ত অভাবের হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবত্বনিরূপক-প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণাভাবান্তরাত্মক স্বভেদের প্রতিযোগিত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হয় ইত্যাদি সাম্প্রদায়িকেরা (বলেন)।

ব্যাখ্যা : গদ্যশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণে, “.....স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব...” কথার মধ্যে যে ‘অত্যন্তাভাব’ কথাটি আছে দ্বীধিতিকার তাহার বিবৃতি দিতেছেন। ব্যাপ্তির লক্ষণের মধ্যে—প্রতিযোগীর অধিকরণে নাই অথচ হেত্বধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ইত্যাদি—আছে। এখন, ‘অত্যন্তাভাব’

কথাটির বিশেষ উল্লেখ কেন ? দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে, প্রথমতঃ প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক যে প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ, এবং দ্বিতীয়তঃ ‘যৎ’ অর্থাৎ হেতুসমানাধিকরণে যে অভাব তাহার প্রতিযোগী হইবে অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক, অর্থাৎ হেতুময়িষ্ট অভাবীয় প্রতিযোগিতা হইবে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক প্রতিযোগিতা। এই দুই বস্তুভাভের জন্তই ব্যাপ্তির লক্ষণে “অত্যন্তাভাব” কথার স্পষ্ট নির্দেশ। এখন, উক্ত অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক প্রতিযোগিতা গ্রহণ না করিলে ক্ষতি কি ? তাহাতে ক্ষতি অবশ্যই আছে।

প্রথম ক্ষতি হইবে যে, ‘প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ’র দুর্লভত্ব উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ স্থল সহজে পাওয়া যাইবে না। অভাবানুযোগিক এবং অভাবপ্রতিযোগিক যে ভেদ তাহা অধিকরণস্বরূপ হইবে (অর্থাৎ অন্তোন্তাভাব হইল অধিকরণস্বরূপ)। যথা, ঘটাব্যাব এবং পটাব্যাব এই দুই অভাবের মধ্যে ভেদ আছে, অর্থাৎ ঘটাব্যাব পটাব্যাব নয়, বা ঘটাব্যাবে পটাব্যাবের ভেদ আছে ; এস্থলে এই যে ভেদ বা অন্তোন্তাভাব তাহা আছে ঘটাব্যাবে, অর্থাৎ ঘটাব্যাব হইল উক্ত ভেদের অধিকরণ বা অনুযোগী ; এবং ঐ ভেদের প্রতিযোগী হইল পটাব্যাব ; এইরূপে ঐ ভেদটি বা অন্তোন্তাভাবটি হইল অভাবানুযোগিক এবং অভাবপ্রতিযোগিক ভেদ। এইরূপ যে অভাবানুযোগিক এবং অভাবপ্রতিযোগিক ভেদ তাহা অধিকরণস্বরূপ, অর্থাৎ এস্থলে উক্ত ভেদ ঘটাব্যাবস্বরূপ, ঘটাব্যাবই হইল উক্ত ভেদের অধিকরণ। (বিপরীতভাবে ধরিলে, অর্থাৎ পটাব্যাব ঘটাব্যাব নয় বা পটাব্যাবে ঘটাব্যাবের ভেদ আছে বলিলে এই ভেদের বা অন্তোন্তাভাবের অধিকরণ বা অনুযোগী হইবে পটাব্যাব, এবং প্রতিযোগী হইবে ঘটাব্যাব। এই অভাবানুযোগিক এবং অভাবপ্রতিযোগিক ভেদের অধিকরণ পটাব্যাব হওয়ায় এই ভেদটি পটাব্যাবস্বরূপ হইবে)। উক্ত ভেদকে বা অন্তোন্তাভাবকে অধিকরণস্বরূপ না বলিয়া পৃথক বলিয়া ধরিলে উক্ত ভেদের পার্থক্যের জন্ত আর একটি ভেদ, এবং দ্বিতীয় এই ভেদের জন্ত অপর একটি ভেদ এবং এইরূপে অনন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হয়, এবং অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সেই জন্তই উক্ত ভেদকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া ধরিতে হইবে। এইভাবে উক্ত ভেদ ঘটাব্যাবস্বরূপ হওয়ায় ঘটাব্যাবের প্রতিযোগী হইল ঘট এবং পটাব্যাব দুইই ; কারণ, উক্ত ভেদের প্রতিযোগী হইল পটাব্যাব, ভেদটি ঘটাব্যাবস্বরূপ হওয়ায়

ঘটাভাবের প্রতিযোগীও পটাভাব হইবে। এখন, “বহিমাঙ্কুমাং” একটি প্রসিদ্ধ স্থল, হেত্বধিকরণে ধরা যাক ঘটাভাব আছে, এই হেত্বধিকরণে ঘটাভাব ভিন্ন অস্ত্র অভাব ধরা গেল পটাভাব, পটাভাব হইল ঘটাভাব হইতে অভাবাস্তর; “স্ব” অর্থে প্রথম অভাব অর্থাৎ ঘটাভাবকে ধরিলে স্বসমানাধিকরণ অভাবাস্তর হইল পটাভাব; একই অধিকরণে থাকায় ইহারাই হইল সমানাধিকরণ। হেত্বধিকরণনিষ্ঠ এই ঘটাভাবে পটাভাবের ভেদ আছে, পুরোক্ত প্রকারে এই ভেদ ঘটাভাবস্বরূপ হওয়ায় পটাভাব হইল ঘটাভাবের প্রতিযোগী, তাহা হইলে হেতুমিষ্ঠ এই ঘটাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইল না, কেননা, ঘটাভাবের প্রতিযোগী পটাভাবও হেত্বধিকরণে ঘটাভাবাধিকরণে আছে; এই প্রকারে হেত্বধিকরণে যে কোনো অভাব ধরা যাক না কেন তাহারই উক্ত প্রকার অবস্থা ঘটিবে, এবং কলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের দুর্লভত্ব উপস্থিত হইবে; সহজে প্রতিযোগিব্যধিকরণ স্থল বা প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ স্থল পাওয়া যাইবে না।

দ্বিতীয় ক্ষতি হইল, অভাবসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। “ঘটস্থ-ভাববান্ পটস্থান্” একটি অভাবসাধ্যকস্থল, এবং সঙ্কেতস্থল। হেত্বধিকরণে ধরা গেল মঠাভাব আছে, এই মঠাভাব মঠাধিকরণে না থাকায় তাহা প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এবং হেত্বধিকরণে থাকায় হেতুসমানাধিকরণ অভাব হইল। সুতরাং ‘মঠ’ হইল হেতুসমানাধিকরণাত্ম্যভাবত্বনিরূপক প্রতিযোগী, এই প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ অভাবাস্তর হইল ঘটাভাব অর্থাৎ সাধ্য। হেত্বধিকরণনিষ্ঠ এই যে মঠাভাব তাহাতে ঘটাভাবের ভেদ আছে, এই ভেদ অধিকরণস্বরূপ অর্থাৎ মঠাভাবস্বরূপ, এবং তাহা হইলে মঠাভাবের প্রতিযোগী ঘটাভাব হইয়া যাইবে। এইরূপে হেতুমিষ্ঠ এই অভাবের অর্থাৎ মঠাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ঘটাভাবত্ব, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইবে ঘটাভাবত্ব; তাহা হইলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল না, এবং অব্যাপ্তি হইয়া যায়। অভাবসাধ্যকস্থলে এইরূপে সমস্ত অভাবেরই হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ অভাবাস্তরের ভেদের প্রতিযোগিত্ব থাকিয়া যাওয়ায় অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং এই দুই প্রকার ক্ষতি হয় বলিয়া অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এবং অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক হেতুমিষ্ঠ-অভাবীয় প্রতিযোগিতা ধরিতে হইবে; এবং তজ্জগুই

মূল ব্যাপ্তির লক্ষণে “অত্যন্তাভাব” কথাটি নিবেশ করা হইয়াছে।

কিন্তু, ‘অত্যন্ত’ পদের এইরূপ যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল তাহা দীর্ঘিতিকারের মত নহে, ইহা সাম্প্রদায়িকদের মত, অর্থাৎ কোনো কোনো নৈয়ায়িক সাম্প্রদায়িকের এইরূপ অভিপ্রেত। দীর্ঘিতিকার সাম্প্রদায়িকদের মতের উল্লেখ করিলেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত মত নহে।

জাগদীশী—নমু বহ্যাদিভেদমাদায় অব্যাপ্তে: প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণপদেনৈব বারণাৎ অত্যন্তপদম্ .ব্যর্থমত আহ অত্যন্তপদক্ষেতি, অত্যন্তাভাবহনিকরণকং যৎ প্রতিযোগিত্বং তদাশ্রয়বৈয়ধিকরণ্যবিবক্ষায়াঃ ফলমাহ অস্ত্বথেতি। তদ্বদেদন্ত, স্বসমানাধিকরণাভাবান্তরভেদন্ত, স্বরূপানতিরিক্ততয়া ইতি, অনবস্থা ভয়াৎ ইত্যর্থঃ চুল্লভত্বাপত্তেরিতি, হেতুসমানাধিকরণাভাবমাত্রৈশ্চ ব স্বাত্মকভেদপ্রতিযোগিত্যদভাবান্তরং তৎ সমানাধিকরণাদিতি ভাবঃ। ন চ ভাবস্বরূপাভাবস্যেব বহ্য-ভাবাভাবস্ত প্রতিযোগিবহ্যভাবঃ তদসমানাধিকরণত্বাৎ প্রতিযোগ্য-সামানাধিকরণ্যং স্থলভমিতি বাচ্যম্। তস্তাপি স্বসমানাধিকরণাভাবান্তরভিন্নত্বাৎ, অভাবমাত্রপ্রতিযোগিকোহপি বিশিষ্টাভাবাভাবাত্ম-কোহভাবোহধিকরণভিন্নো নেষ্যতে, লাঘবাৎ। অগ্রে বিবক্ষণীয়স্ত সাধ্যতাস্বটকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্যস্ত বহিমান্ ধূমা-দিত্যাদৌ ঘটাত্তভাবে সত্বাৎ ন সর্বত্র অপ্ৰসিদ্ধিঃ, কিন্তু স্বরূপসম্বন্ধেন অভাবস্ত সাধ্যতায়ামেব, ইতি সূচয়িতুমপ্ৰসিদ্ধিমপহায় চুল্লভত্বমুক্তম্। অত্যন্তাভাবহনিকরণকপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ববিবক্ষায়াঃ ফলমাহ সর্বেষামেব ইতি, ভাবভেদস্ত অতিরিক্ততাস্বীকারাৎ আহ অভাবসাধ্যমিতি। তথা চ ঘটভিন্ন পটাদিত্যাদৌ পটসমানাধি-করণস্ত নিরুক্তপ্রতিযোগ্যসমানাধিকরণগোছাত্তভাবস্ত ঘটভেদ-ভিন্নত্বাৎ, তাদৃশভেদস্ত চ গোছাত্তভাবরূপত্বাৎ তৎপ্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকমেব ঘটভেদত্বমিতি অব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, বহ্যাদি ভেদ গ্রহণ করিয়া (যে) অব্যাপ্তি (হয় তাহা) প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদের দ্বারাই বারণ হয় বলিয়া অত্যন্ত পদ ব্যর্থ, সেইজন্য বলা হইল “অত্যন্তপদঞ্চ” ইত্যাদি ; অত্যন্তাভাব-
 স্বনিরূপক যে প্রতিযোগিত্ব তদ্ব্যবসায়িকরণ্য বলার জন্য কল বলা হইল ‘অন্তথা’ ইত্যাদি । ‘তত্ত্বেদন্ত’ (হইল) ‘স্বসমানাধিকরণাভাবাস্তরভেদন্ত’ ;
 ‘স্বরূপানতিরিক্ততয়া’ অর্থাৎ স্বরূপ হইতে বা ভেদ হইতে অনতিরিক্ত বলিয়া ইত্যাদি ; (অর্থাৎ) অনবস্থা ভয়ের জন্য, ইহাই অর্থ ; দুর্লভত্বাপত্তি বশতঃ ইত্যাদি, হেতুসমানাধিকরণাভাবমাত্রেরই স্বাত্মক (অর্থাৎ, স্বসমানাধি-
 করণাভাবাস্তর) ভেদপ্রতিযোগী যে অভাবাস্তর তৎসমানাধিকরণত্ব বশতঃ, ইহাই ভাব । ভাবস্বরূপ অভাবেরই, বহ্যভাবাভাবের প্রতিযোগিবহ্যভাব, তৎসমানাধিকরণত্ব বশতঃ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্য শুলভ হয়—এরূপ বলা যায় না । (কারণ), তাহারও স্বসমানাধিকরণাভাবাস্তর ভিন্নত্ব থাকে বলিয়া, (এবং) লাঘব বশতঃ অভাবমাত্রপ্রতিযোগিকও বিশিষ্টাভাবাদি অনাত্মক অভাবাধিকরণভিন্ন ইষ্ট নয় (বলিয়া) । অগ্রে বিবক্ষণীয় সাধ্যতা-
 ঘটকসম্বন্ধে “বহিমান্ ধুমাং” ইত্যাদিতে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্য ঘটাদি অভাবে থাকায় সর্বত্র অপ্রসিদ্ধি হয় না, কিন্তু স্বরূপসম্বন্ধে অভাবের সাধ্য-
 তাতে (অপ্রসিদ্ধি হয়), ইত্যাদি সূচনার জন্য অপ্রসিদ্ধি বজ্জ্বল করিয়া দুর্লভত্ব (এরূপ কথা) বলা হইয়াছে । অত্যন্তাভাবস্বনিরূপক প্রতিযোগি-
 তানবচ্ছেদকত্ব বলার জন্য কল বলা হইতেছে ‘সর্কেবা’ ইত্যাদি ; ভাবভেদের অতিরিক্ততা স্বীকার বশতঃ বলা হইল “অভাবসাধ্যম্” ইত্যাদি । সূতরাং
 “ঘটভিন্নং পটত্বাৎ” ইত্যাদিতে পটত্বসমানাধিকরণের পূর্বোক্ত প্রতিযোগ্য-
 সমানাধিকরণ গোত্বাভাবের ঘটভেদভিন্নত্ব বশতঃ এবং তাদৃশ ভেদের গোত্বাদি অভাবরূপত্ব বশতঃ তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব ইত্যাদি (হওয়ায়) অব্যাপ্তি (হয়), ইহাই ভাব ।

ব্যাখ্যা : গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণে “.....স্বসমানাধি-
 করণাত্যন্তাভাব”...প্রভৃতি যে “অত্যন্ত” পদ আছে তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে । “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে পর্কতে বহির ভেদ অবশ্যই আছে ।
 পর্কতে বহির এই যে ভেদ বা অন্তোচ্চাভাব এই অভাবের প্রতিযোগিতাব-
 ছেদক হইল ‘বহিঃ’ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল ‘বহিঃ’, ইহাতে হেতুমিষ্ট
 অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল না, কলে এই

প্রসিদ্ধ স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু হেতুময়িষ্ঠ অভাব বলিতে যদি অত্যন্তাভাব ধরা যায় তাহা হইলে আর পর্ত্তাদিতে বহির ভেদ বা অন্তোক্তাভাব ধরিয়া অব্যাপ্তির চিন্তা করা যাইবে না, কেননা, পর্ত্ততে বহির অত্যন্তাভাব কখনই স্বীকার করা যায় না। এই নিমিত্তই ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘অত্যন্ত’ পদের নিবেশ। এইরূপভাবে ‘অত্যন্ত’ পদের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করিলে আপত্তি করা যায় যে অন্তোক্তাভাবধটিত উক্ত অব্যাপ্তির আশঙ্কা ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদের দ্বারাই বারণ হয়। কারণ, পর্ত্তাদিতে বহির অন্তোক্তাভাব ধরিলে ঐ অন্তোক্তাভাবের প্রতিযোগী হইল বহি, এবং পর্ত্ততে বহি থাকায় প্রতিযোগীর অধিকরণে অভাব থাকিয়া যায়, অর্থাৎ অভাবটি প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ হয় না। সুতরাং, অব্যাপ্তির আশঙ্কা যখন ‘প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ’ পদের দ্বারাই বারণ হয় তখন আর ‘অত্যন্ত’ পদ কেন? উক্ত ‘অত্যন্ত’ পদ ব্যর্থ। এই প্রকার ব্যর্থতাপত্তির আশঙ্কা করিয়াই রঘুনাথ “অত্যন্তপদক্ষেতি” প্রভৃতি গ্রন্থ উপস্থিত করিয়াছেন। ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘অত্যন্ত’ পদ নিবেশ না করিলে একদিকে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্য’ দুর্লভ হইয়া পড়ে, এবং অপরদিকে প্রসিদ্ধ স্থলে অব্যাপ্তি হয়। দীধিতিকার “অন্তথা” ইত্যাদি কথার দ্বারা অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক যে প্রতিযোগিত্ব তাহার আশ্রয় বৈয়ধিকরণের দুর্ঘটত্ব কিরূপে উপস্থিত হয় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। দীধিতিগ্রন্থের ‘তন্মুদ’ কথার অর্থ স্বসমানাধিকরণ অভাবাস্তরের ভেদ; সেই ভেদ স্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত, অর্থাৎ সেই ভেদ অধিকরণস্বরূপ। কারণ, এক অভাবের সহিত অন্ত অভাবের ভেদকে অধিকরণস্বরূপ না বলিলে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। হেতুসমানাধিকরণ অভাব মাত্রেরই স্বাত্মকভেদ অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ অভাবাস্তরের যে ভেদ, সেই ভেদের অর্থাৎ অন্তোক্তাভাবের প্রতিযোগী যে অভাবাস্তর তাহা সমানাধিকরণ হইয়া যায় বলিয়া ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’র দুর্লভত্ব হয়। এইরূপে অভাবানুযোগিক অভাবপ্রতিযোগিকভেদ অধিকরণস্বরূপ হয় বলিয়া হেত্ব-ধিকরণে এই প্রকার অভাবাস্তর স্বীকার করিয়া ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’র দুর্লভত্বাপত্তি দেওয়া হইয়াছে; দীধিতিগ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে আপত্তি করা যায় যে, হেত্বধিকরণে ভাবস্বরূপ অভাব ধরিলে ঐরূপ ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’র দুর্লভত্বাপত্তি হয় না। “বহিমাক্ষু মাৎ” স্থলে ধূমাধিকরণে ভাবরূপ অভাব, অর্থাৎ বহু-

ভাবাভাব (বাহ্য বহিস্বরূপ, অর্থাৎ ভাবরূপ) ধরা যায় ; ধূমাধিকরণে বহি আছে, সূত্রবাৎ বহ্যভাবাভাব আছে। এই বহ্যভাবাভাবের প্রতিযোগী হইল বহ্যভাব ; ধূমাধিকরণে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে যেহেতু বহ্যভাবাভাব আছে সেজন্য তদ্ব্যয় বহ্যভাব থাকে না। হেত্বধিকরণে প্রতিযোগী যে বহ্যভাব তাহা না থাকায় বহ্যভাবাভাবটি প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ হইল, এবং এইরূপে ভাবস্বরূপ অভাব গ্রহণ করিলে আর 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদের দুর্লভত্বাপত্তি হইবে না। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে, এরূপ কথা বলা যায় না ; কারণ, ঐ ভাবস্বরূপ অভাবেরও স্বসমানাধিকরণ অভাবাস্তরের ভেদ থাকিয়া যায়। ধূমাধিকরণে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে যেরূপ বহ্যভাবাভাব আছে সেইরূপ ঘটাব্যভাবও আছে ; হেত্বধিকরণে বহ্যভাবাভাবে ঘটাব্যভাবের (অভাবাস্তরের) যে ভেদ তাহা অধিকরণস্বরূপ, অর্থাৎ বহ্যভাবাভাবস্বরূপ ; ফলে বহ্যভাবাভাবের প্রতিযোগী যেরূপ বহ্যভাব হয়, সেইরূপ ঘটাব্যভাবও বহ্যভাবাভাবের প্রতিযোগী হইয়া পড়ে, এবং এই ঘটাব্যভাবরূপ প্রতিযোগী হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায় বলিয়া বহ্যভাবাভাব আর প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হইল না। পুনরায়, বহ্যভাবাভাব ভাবরূপ বলিয়া যদি বলা যায় যে, এস্থলে বহ্যভাবাভাবে ঘটাব্যভাবের যে ভেদ তাহা অভাবপ্রতিযোগিক হইল, কিন্তু অভাবানুযোগিক নহে (বহ্যভাবাভাব ভাবরূপ বলিয়া অভাব নহে), তাহা হইলে বলা হইবে, শুধুমাত্র অভাবপ্রতিযোগিক ভেদ হইলেও সেই ভেদ অধিকরণস্বরূপ, ইহাতে লাঘব হয় ; তাহা হইলেই বহ্যভাবাভাব ভাবরূপ হইলেও ঘটাব্যভাবের ভেদের অধিকরণ হইয়া যায়, এবং তৎতৎ প্রতিযোগী হয় ঘটাব্যভাব, ফলে দোষ থাকিয়াই যায়। কেবলমাত্র বিশিষ্টসত্তা-ভাব প্রভৃতি বিশিষ্টাভাবের ক্ষেত্রে এরূপ হয় না, অর্থাৎ ভাবরূপ অভাব স্বসমানাধিকরণ অভাবাস্তরের ভেদের অধিকরণ হয় না ; অন্ত্যায় সমস্ত অভাবের ক্ষেত্রেই এরূপ হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্য' পদের প্রতিযোগী সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, অথ্রে সে বিষয়ে বলা হইবে ; প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্যের প্রতিযোগী সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলে "বহি-মাদ্ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধ হইল 'সংযোগ', এই সংযোগসম্বন্ধে প্রতিযোগী ধরিলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ ধূমাধিকরণে ঘটপটাদির অভাব ধরিতে হয়, এবং তাহাতে 'প্রতিযোগিব্যাধিকরণ' অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় না ; কিন্তু, অভাবসাধ্যকস্থলে সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধ হইবে স্বরূপসম্বন্ধ, সে স্থলে স্বরূপসম্বন্ধে

প্রতিযোগিকে ধরিলে পূর্বোক্তরূপে ‘প্রতিযোগিব্যাধিকরণ’ অভাবের অগ্রসিদ্ধি হইয়া পড়িবে ; অর্থাৎ ‘প্রতিযোগিব্যাধিকরণ’ পদের অগ্রসিদ্ধি সর্বত্র হইবে না, অভাবসাধ্যকস্থলে হইবে । সেইজন্তই ‘অগ্রসিদ্ধি’ শব্দটি পরিহার করিয়া দীধিতিকার ‘দুর্লভ’ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ ‘প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণ’ অভাবের অগ্রসিদ্ধি হয় না, ‘প্রতিযোগিব্যাধিকরণ’ অভাব দুর্লভ হয় ।

দীধিতিগ্রহে “সর্বেষাম্” প্রভৃতি কথার দ্বারা অত্যন্তাভাব-নিরূপক প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক প্রতাপাদন করা হইয়াছে । ‘অত্যন্ত’ পদ ব্যাপ্তির লক্ষণে নিবেশ না করিলে অভাবসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি হয় । ভাবসাধ্যকস্থলে হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবান্তরের ভেদ অধিকরণস্বরূপ হয় না, সেস্থলে ভেদ অতিরিক্ত পদার্থ, সেইজন্তই ‘অভাবসাধ্যকস্থল’ কথাটির উল্লেখ করা হইয়াছে । “ঘট-ভিন্নঃ পটত্বাৎ” (‘ঘটভিন্ন’ হইল ঘটান্তোত্তাভাব, এস্থলে অন্তোত্তাভাব ও অত্যন্তাভাব দুইই ধরা যায়, অর্থাৎ ‘ঘটভিন্ন’ এবং ‘ঘটাত্মা’ দুইই ধরিতে পারা যায়) স্থলে হেত্বধিকরণ হইল ‘পট’, এই হেত্বধিকরণে বা পটে গোত্বাদির অভাব আছে । পটে গোত্ব না থাকায় গোত্বাভাবটি প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ হইল এবং পটত্বাধিকরণে থাকায় হেতুসমানাধিকরণ হইল । এই গোত্বাভাব ঘটভেদ হইতে (অর্থাৎ সাধ্য হইতে) ভিন্ন, অর্থাৎ গোত্বা-ভাবে ঘটভেদের ভেদ আছে, এই ভেদ অধিকরণস্বরূপ, অর্থাৎ গোত্বাভাবরূপ । ইহাতে গোত্বাভাবের প্রতিযোগী হইবে ‘ঘটভেদ’ ; তাহা হইলে হেতুমগ্নিষ্ঠ এই গোত্বাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ঘটভেদত্ব ; এইরূপে হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক আর হইল না, এবং ইহাতে অব্যাপ্তি অনিবার্য হইয়া পড়ে । কিন্তু, ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘অত্যন্ত’ পদ থাকায় অত্যন্তাভাবপর অভাব ধরিতে হয়, এবং তাহা হইলে আর ঐ সকল দোষ হয় না ।

জাগদীশী—সম্প্রদায় ইত্যম্বরসঃ তদ্বীজন্ত উক্ত বিবক্ষায়ামপি
সর্বেষাং হেতুসমানাধিকরণাত্মাত্মাভাবানামত্যন্তাভাবত্বনিরূপকত্বেন
পূর্বক্ষণাদিবৃদ্ধিহবিশিষ্টত্বাভাবাত্মকপ্রতিযোগিনা সমং সামানাধি-
করণাদভাবসাধ্যকাব্যাপ্তোত্তাবদবস্থ্যং, যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-

বিশিষ্টস্য অনধিকরণং হেত্বধিকরণং তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-
প্রবেশে তু ব্যর্থমেব অত্যন্তপদম্ ইতি ধ্যেয়ম্ ।

অনুবাদ : সম্প্রদায় ইত্যাদি অন্বয়স, তাহার কারণ, কিন্তু, উক্তরূপ
বলিলেও অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক সকল হেতুসমানাধিকরণ অভাবেরই
অভাবসাধ্যকত্বলৈ পূৰ্ব্বক্ষণাবৃত্তিবিশিষ্ট স্বাভাবাত্মকপ্রতিযোগীর সহিত
সামান্যধিকরণ্য বশতঃ তদবস্থায় অব্যাপ্তি (হয়) ; যাদৃশ প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদকবিশিষ্ট অনধিকরণ হেত্বধিকরণ, তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব
প্রবেশে কিন্তু ‘অত্যন্ত’ পদ ব্যর্থই, ইত্যাদি চিস্তনীয় ।

ব্যাখ্যা : দীধিতিগ্রহে “ইতি সম্প্রদায়বিদঃ” কথাটি বলার উদ্দেশ্য হইল
ইহা দীধিতিকারের নিজস্ব মত নহে, ইহা কোনো কোনো নৈয়ায়িক
সম্প্রদায়ের অভিমত । কিন্তু, এইপ্রকার মত, অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘অত্যন্ত’
পদের এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসম্মত নহে এই মত, ইহা অন্বয়স । ইহা কেন
অন্বয়স তাহা জগদীশ ‘তদ্বীজন্ত’ কথার দ্বারা বলিতেছেন । ইহা যে
রঘুনাথের অনভিপ্রেত তাহার ইঙ্গিত জগদীশ এস্থলে দিতেছেন । ‘অত্যন্ত’
পদের উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা সত্ত্বেও অভাবসাধ্যকত্বলৈ অব্যাপ্তির আশঙ্কা আছে ।
“ঘটাভাববান্ পটত্বাং” একটি অভাবসাধ্যক সন্ধেতুস্থল । কোনো স্থানে,
যথা ভূতলাদিতে, ঘটাভাবের কথা বলিলে তাহা অবশ্যই কোনো বিশেষ
সময় বা ক্ষণঘটিত ঘটাভাব বোঝায় ; যে বিশেষ ক্ষণে ঘটাভাবের কল্পনা বা
আলোচনা হইবে তাহার পূৰ্ব্বক্ষণে যে ঘটাভাব তাহা আলোচ্য ঘটাভাব
হইতে পৃথক সময়ে বা ক্ষণে হইবে ; এখন, পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট ঘটাভাবের
অভাব পূৰ্ব্বক্ষণ ব্যতীত সর্বক্ষণেই আছে, কেননা, পূৰ্ব্বক্ষণে যে ঘটাভাব
থাকে তাহা পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া অগ্র ক্ষণে থাকিতে পারে না, অর্থাৎ
তাহা পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া অগ্রক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে পারে না ।
এইরূপ হইলে পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট ঘটাভাবের অভাব আলোচ্য ক্ষণে
থাকিয়া যায় । হেত্বধিকরণও আলোচ্য ক্ষণের মধ্যে আসিয়া যায় বলিয়া
পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট ঘটাভাবের অভাব হেত্বধিকরণেও থাকিয়া যায় । এখন,
অধিকরণ ভিন্ন হইলেও সত্তা হিসাবে ঘটাভাব এবং পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট-
ঘটাভাব এক এবং অনতিরিক্ত । সুতরাং, হেত্বধিকরণে পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবি-
শিষ্ট ঘটাভাবাভাবের প্রতিযোগী হইল ঘটাভাব (সত্তা হিসাবে অনতিরিক্ত-

বলিয়া), প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ঘটাব্যবস্থা, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল ঘটাব্যবস্থা; এইরূপে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং অব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। এইভাবে জগদীশ প্রমাণ করিলেন যে, সাম্প্রদায়িকগণের পূৰ্ব্বোক্ত প্রকার ‘অত্যন্ত’ পদের ব্যাখ্যা অসঙ্গত এবং অসম্পূর্ণ, সুতরাং ইহাতে অন্বয় হয়; কেননা, অভাবসাধ্যকস্থলে হেতু-সমানাধিকরণ অত্যন্তাব্যবস্থানিরূপক সমস্ত অভাবেরই পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট স্বাভাব্যাক প্রতিযোগীর সহিত সামানাধিকরণ্য হয়; অর্থাৎ হেত্বধিকরণে পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট অভাবের অভাবটি থাকিয়া যায়, কলে অব্যাপ্তি হয়, এবং সেইজন্যই সাম্প্রদায়িকদের মত গ্রহণ করিলে অন্বয় হয়। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের অর্থাৎ যাদৃশ প্রতিযোগীর অনধিকরণ হেত্বধিকরণ, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগী থাকে না (অর্থাৎ যাদৃশ প্রতিযোগিতাক অভাব হেত্বধিকরণে থাকে), ঠিক তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে আর পূৰ্ব্বোক্ত অনুবিধা হইবে না। কারণ, আলোচ্য ক্ষণে হেত্বধিকরণে পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট ঘটাব্যবস্থার অভাব থাকিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদৃশ ধরিতে হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্টঘটাব্যবস্থা, এবং এইরূপ হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ঘটাব্যবস্থা হওয়ায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় এবং উক্ত প্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এইরূপ বলিলে উক্ত অব্যাপ্তি দূর হয় বটে, কিন্তু ‘অত্যন্ত’ পদ ব্যর্থ হইয়া যায়। হেত্বধিকরণে অভাবান্তরের ভেদ কল্পনা করিয়া প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের যে দুর্লভত্বাশঙ্কা তাহা ‘অত্যন্ত’ পদের দ্বারা বারণের প্রয়োজন তাহা হইলে আর হইবে না। কারণ, হেত্বধিকরণে ঘটাব্যবস্থার সহিত পটাব্যবস্থার ভেদ কল্পনা করিলেও হেত্বধিকরণ ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাপ্রয়ের অনধিকরণ বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে তাদৃশ ‘ঘটত্ব’; পটাব্যবস্থাকে আর ঘটাব্যবস্থার প্রতিযোগী ধরা সম্ভব হইবে না, কলে ‘অত্যন্ত’ পদ ব্যতীতই “যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব” প্রবেশের দ্বারাই প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের দুর্লভত্ব দূর হইতে পারে। অপরপক্ষে, অভাব-সাধ্যকস্থলে হেত্বধিকরণে অন্ত অভাব ধরিয়া অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। “ঘটাব্যবস্থান্ পটত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণে যেদ্রুপ ঘটাব্যবস্থাও আছে সেইরূপ

মঠাভাবও আছে ; মঠাভাবের সহিত ষটাভাবের ভেদ থাকায় মঠাভাবের প্রতিযোগী ষটাভাব হইয়া পড়ে, এবং প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যাভাব-চ্ছেদক হয় না বলিয়া অব্যাপ্তি হয় । কিন্তু, “ষাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-বিশিষ্ট” ইত্যাদি বলিলে ঐ আশঙ্কা থাকে না, কারণ, তখন মঠাভাবের প্রতিযোগী ধরিতে হইবে ‘মঠ’, ‘ষটাভাব’ নহে, এবং তাদৃশ প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক হইবে ‘মঠত্ব’, ‘ষটাভাবত্ব’ নহে ; এইরূপে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যাভাবচ্ছেদক হইয়া যাইবে, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না । সুতরাং ‘অত্যন্ত’ পদ ব্যতিরেকেই “ষাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট” ইত্যাদি বিবন্ধার দ্বারাই পূর্বোক্ত সমস্ত প্রকার আপত্তি খণ্ডিত হয়, এবং ‘অত্যন্ত’ পদ ব্যর্থ হয়, ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘অত্যন্ত’ পদের আর প্রয়োজনীয়তা তাহা হইলে থাকে না । এইরূপে জগদীশ প্রমাণ করিলেন যে, সাম্প্রদায়িকদের মত স্বীকার করিলে অশ্বরস হয় । সুতরাং, সাম্প্রদায়িকদের উক্ত প্রকার ‘অত্যন্ত’ পদের ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নহে, এবং গ্রাহ্যও নহে ।

দীর্ঘিতি—অথ যদা গোত্বং তদা গোঽনিত্যত্বাভিব্যাপ্তিঃ, প্রলয়স্য গোক্ষংসবস্তেন গবাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বাৎ ।

অনুবাদ : অনন্তর, প্রলয়ের গোক্ষংসবস্তের দ্বারা গবাত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব বশতঃ “যদা গোত্বং তদা গোঃ” ইত্যাদি এস্থলে অতিব্যাপ্তি (হয়) ।

ব্যাখ্যা : অত্যন্তাভাববটিত নানাবিধ সমস্তার আর একটি স্থল প্রদর্শন করা হইতেছে । “যদা গোত্বং তদা গোঃ”, অর্থাৎ যে যে স্থলে গোত্ব, সেই সেই স্থলে গো—আপাতঃদৃষ্টিতে ইহা একটি সন্ধেতুস্থল । স্থলটিকে হেতু সাধ্য অনুসারে বিভ্রাস করিলে হইবে,—“কালো গোমান্ গোত্বাৎ” ; এস্থলে পক্ষ হইল ‘কাল’, সাধ্য হইল ‘গো’, এবং হেতু হইল ‘গোত্ব’ । সাধারণভাবে, কালে গোত্ব থাকিলে তথায় গো অবশ্যই থাকিবে, সুতরাং ইহা সন্ধেতুস্থল ; কিন্তু, ‘গোত্ব’ যেহেতু জাতি, সেজন্য ইহা নিত্য পর্যায়, এবং ইহা অবিনাশী, অর্থাৎ প্রলয়কালে সমস্ত জন্তুপর্যায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও ‘গোত্ব’ ক্ষয় হয় না ।

অর্থাৎ, প্রলয়কালে ‘গো’ অন্তপদার্থ বলিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তৎকালে ‘গোত্ব’ জাতি বলিয়া ধ্বংস হয় না, থাকিয়া যায়। কলে প্রলয়কালে ‘গোত্ব’ থাকিলেও ‘গো’ অর্থাৎ সাধ্য থাকে না, এবং সেই কারণে স্থলটি অসঙ্কেতুস্থল হইয়া যায়; কারণ, প্রলয়কালে অর্থাৎ হেতুমত্বাবচ্ছেদে সাধ্যতাবচ্ছেদকবন্ধির অস্থপস্থিতি ঘটিয়া যায়। সুতরাং, “গোমান্ গোত্বাৎ” একটি অসঙ্কেতুস্থল। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে সংসর্গাভাব তিন প্রকার—অত্যস্তাভাব, প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব। পুনরায়, প্রাচীনমতে অত্যস্তাভাব হইল ত্রিতর-প্রতিযোগিক, অর্থাৎ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী তিনটি; বাহ্যর অত্যস্তাভাব সে সেই অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী, ধ্বংসাভাবাধিকরণে এবং প্রাগভাবাধিকরণে অত্যস্তাভাব প্রাচীনমতে থাকে না বলিয়া ধ্বংসাভাব এবং প্রাগভাবও হইল অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী। প্রাচীনমতে অত্যস্তাভাবের এই তিন প্রকার প্রতিযোগী হয় বলিয়া অত্যস্তাভাবকে ত্রিতরপ্রতিযোগিক অভাব বলা হয়। এইরূপ হইলে ধ্বংস যেহেতু অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী সেকারণে ধ্বংসাধিকরণে অত্যস্তাভাব থাকে না। প্রলয়কালে হেতু বা ‘গোত্ব’ অবশুই থাকে; সেইকালে যেহেতু ‘গো’ ধ্বংস থাকে সেইজন্য ‘গো’-অত্যস্তাভাব থাকে না; ‘গো’-অত্যস্তাভাব সেইকালে না থাকিলে তদ্ব্যবস্তা অভাব ধরিতে হইবে, এবং তাহা হইলে সেই অন্ত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে (গোত্ব হইতে) ভিন্ন হইবে, অর্থাৎ লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাইবে, কলে অনক্ষ্যে, অর্থাৎ অসঙ্কেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ার অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়।

জাগদীশী—গোধ্বংসবন্ধেনতি, প্রাচ্য মতে গবাত্যস্তাভাবস্ত গোধ্বংসবিরোধিত্বাৎ ইত্যাশয়ঃ। ন চ দৈশিকবিশেষণতয়া যৎ গোধ্বংসস্য অধিকরণং তদেব গবাত্যস্তাভাবস্য বিরোধাত্ কালিক-সম্বন্ধেন গোধ্বংসবত্যাপি প্রলয়ে তদত্যস্তাভাবসম্বন্ধে বাধকাভাবাৎ নাতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্। প্রাচ্য মতে ভূতলাদিদেশস্যেব কালস্যাপি দৈশিকবিশেষণতয়া ধ্বংসবত্বাৎ, অপ্রভব স্বক্সংযুক্তকালে

বিশেষণতয়া বায়ুনাশাধীনবায়ুস্পর্শনাশস্য গ্রহঃ শব্দানিত্যতয়াঃ
 মিশ্রৈরুক্তঃ । যদ্যপি এবমপি নাতিব্যাপ্তিসম্ভবঃ, কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-
 গবাত্যস্তাভাবশ্চৈব প্রলয়ে কালিকসম্বন্ধেন বর্তমানত্বাৎ ধ্বংসাদিমতি
 দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধেনৈব অত্যস্তাভাবস্ত অনভ্যুপগমাৎ তথাপি
 প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিতস্ত ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয়লক্ষণস্ত অবশ্যং
 দৈশিকবিশেষণতয়া অভাবে हेतুসামান্যধিকরণ্যাঘটিতত্বাৎ তশ্চৈব
 অতিব্যাপ্তিবোধ্য । ন চ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকস্য
 দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধেন हेतুমন্নিষ্ঠাত্যস্তাভাবস্য অপ্রসিদ্ধ্যা
 তথাপি ন অতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্ । সৃষ্টিকালবৃত্তিাদিবিশিষ্ট-
 গোহাত্ত্যভাবস্য এব তাদৃশস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ ইতি ভাব : ।

অনুবাদ : গোধ্বংসবন্ধেন ইত্যাদি। প্রাচীনদের মতে গবাত্যস্তা-
 ভাবের গোধ্বংসবিরোধিত্ব বশতঃ এইরূপ হয়। দৈশিকবিশেষণতার দ্বারা
 যাহা গোধ্বংসের অধিকরণ তাহাই গবাত্যস্তাভাবের বিরোধ হওয়ায়
 কালিকসম্বন্ধে প্রলয় গোধ্বংসবান্ হইলেও তথায় গবাত্যস্তাভাব থাকায়
 বাধকাভাব হয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না—এরূপ বলা যায় না। (কারণ)
 প্রাচীনমতে ভূতলাদি দেশের গ্রায় কালেরও দৈশিকবিশেষণতার দ্বারা
 ধ্বংসবৎ থাকে বলিয়া ; ত্বক্সংযুক্তকালে বিশেষণতার দ্বারা বায়ুনাশাধীন
 বায়ুর স্পর্শনাশের জ্ঞান ‘শব্দানিত্যতা’তে মিশ্রগণ কক্ষ’ক উক্ত হইয়াছে।
 কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গবাত্যস্তাভাবেরও প্রলয়কালে কালিকসম্বন্ধে থাকার জন্য
 ধ্বংসাদিমতে দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধের দ্বারাও অত্যস্তাভাবের অভ্যুপগম
 হয় না বলিয়া যত্বেপি এইরূপে অতিব্যাপ্তি হয় না, তথাপি প্রতিযোগি-
 বৈয়ধিকরণ্যাঘটিত ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলীয় লক্ষণের অবশ্য দৈশিকবিশে-
 ষণতার দ্বারা অভাবে हेতুসামান্যধিকরণ্যাঘটিতত্ব বশতঃ তাহারও
 অতিব্যাপ্তি বুঝিতে হইবে। কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার দৈশিকবি-
 শেষণতাসম্বন্ধে हेতুমন্নিষ্ঠ অত্যস্তাভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তথাপি অতি-
 ব্যাপ্তি হয় না, ইত্যাদি বলা যায় না। (কারণ) সৃষ্টিকালবৃত্তিাদি-
 বিবিশিষ্ট তাদৃশ গোহাত্ত্যভাবেরও প্রসিদ্ধত্ব বশতঃ, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে অত্যস্তাভাবের ত্রিত্ব-

প্রতিযোগিকর থাকে ; অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী তিনটি—
 প্রতিযোগী, প্রাগভাব ও ধ্বংসাত্মক। প্রতিযোগীর অধিকরণে বৈরূপ
 অত্যন্তাভাব থাকে না, সেইরূপ প্রাগভাবাধিকরণে ও ধ্বংসাধিকরণেও
 অত্যন্তাভাব থাকে না। সেইজন্যই প্রতিযোগীর সহিত অত্যন্তাভাবের
 বৈরূপ বিরোধিত্ব থাকে, প্রাগভাব ও ধ্বংসাত্মকের সহিতও অত্যন্তাভাবের
 সেইরূপ বিরোধিত্ব থাকে। সুতরাং, এই মত অনুসারে ধ্বংসাত্মক অত্যন্তা-
 ভাবের প্রতিযোগী ; প্রতিযোগ্যাধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না, সেজন্য
 ধ্বংসাধিকরণেও অত্যন্তাভাব থাকে না, এইরূপে অত্যন্তাভাবের সহিত
 ধ্বংসাত্মকের বিরোধ হয়, ইহা প্রাচীনদের মত। এই বিরোধের কলে
 গব্যাত্ম্যাত্মাবেরও (‘গো’ হইল সাধ্য, গো+অত্যন্তাভাব=গব্যাত্ম্যাত্মাব,
 অর্থাৎ সাধ্যাত্মাব) গোধ্বংসের সহিত বিরোধ হইবে ; তাহা হইলে,
 গোদ্বাধিকরণ অর্থাৎ হেত্বধিকরণ যে প্রলয় সেই প্রলয়কালে (অর্থাৎ
 হেত্বধিকরণে) গব্যাত্ম্যাত্মাব অর্থাৎ সাধ্যাত্মাব থাকে না, কারণ, প্রলয়কালে
 গোধ্বংস থাকিয়া যায়, কলে প্রলয়ে (হেত্বধিকরণে) অস্ত্র অভাব কর্ত্তনা
 করিলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যাত্মাবচ্ছেদক হইতে অর্থাৎ
 গোত্র হইতে ভিন্ন হইবে, এবং এই অসম্বন্ধত্বফলে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ার
 অভিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে ; এইরূপ বলার জন্যই ‘গোধ্বংসবন্ধে’
 ইত্যাদি কথার অবতারণা। ধ্বংসাধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না ;
 অত্যন্তাভাব থাকে বরূপসম্বন্ধে ; তাহা হইলে একই অধিকরণে ধ্বংস
 এবং অত্যন্তাভাব ভিন্ন সম্বন্ধে থাকিতে বাধা কোথায় ? একই সম্বন্ধে একই
 অধিকরণে অত্যন্তাভাব এবং তৎপ্রতিযোগী ধ্বংস না থাকিতে পারে, কিন্তু
 পৃথক সম্বন্ধে একই অধিকরণে ইহাদের থাকার কোনো বাধা নাই। তাহা
 হইলে, প্রলয়ে ধ্বংস (অর্থাৎ গোধ্বংস) কালিকসম্বন্ধে এবং গব্যাত্ম্যাত্মাব
 বরূপসম্বন্ধে থাকিতে পারে। গব্যাত্ম্যাত্মাব, অর্থাৎ সাধ্যাত্মাব
 প্রলয়ে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে বা গোদ্বাধিকরণে থাকিলে আর লক্ষণ
 সমন্বয় হয় না ; এই অসম্বন্ধত্বফলে লক্ষণ সমন্বয় না হইলে আর অভি-
 ব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। দৈনিকবিশেষণতাসম্বন্ধ হইল দৈনিকবরূপ-
 সম্বন্ধ ; কালিকবিশেষণতা হইতে ইহাকে পৃথক করিবার জন্যই ‘দৈনিক’
 শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং, দৈনিকবিশেষণতা-
 সম্বন্ধে অর্থাৎ বরূপসম্বন্ধে বাহ্য গোধ্বংসের অধিকরণ অর্থাৎ গব্যাত্ম্যাত্মাবের

বিরোধ থাকিতে পারে ; কিন্তু কালিকসম্বন্ধে প্রলয়ে গোধংস থাকিলে তদ্ব্যবসায় গবাত্যস্তাভাবের বাধকতা থাকে না, কলে অভিব্যাপ্তি হয় না । কিন্তু, এক্ষণে বলা যায় না, কারণ প্রাচীনদের মতে ভূতলানি দেশে ধংসা-
 ভাব বৈরূপ স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, সেইরূপ কালেও ধংসাত্মক স্বরূপসম্বন্ধে থাকিতে পারে । পক্ষধর মিশ্র প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ কালে স্বরূপসম্বন্ধে ধংসাত্মক থাকার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন । বায়ুর গুণ হইল স্পর্শ, দ্রব্যনাশ হইলে দ্রব্যাত্মক গুণেরও অবশ্যই নাশ হয় ; অগ্নিস্থিরের দ্বারা বায়ুর জ্ঞান হয়, ত্বকের সহিত বায়ুর সংযোগের কলে বায়ুর জ্ঞান সম্ভব হয় । অগ্নিস্থিরের দ্বারা বৈরূপ বায়ুর জ্ঞান হয়, সেইরূপ বায়ুর নাশও অগ্নিস্থিরের দ্বারাই হয় । এবং বায়ুনাশের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর গুণ স্পর্শেরও নাশ হয়, এবং তাহাও অগ্নিস্থিরের সাহায্যেই জানিতে পারা যায় । কিন্তু, বায়ুনাশাত্মক এই বায়ুস্পর্শনাশ থাকে কোথায় ? এই স্পর্শনাশ বা স্পর্শধংস কালে থাকে, অর্থাৎ ত্বকসংযুক্তকালে এবং কালে এই ধংস (স্পর্শধংস) স্বরূপসম্বন্ধেই থাকে । পক্ষধর মিশ্রগণ তাঁহাদের ‘শব্দানিত্য’তা গ্রহে এ বিষয়ে বলিয়াছেন ; সুতরাং, কালে ধংসাত্মক যখন স্বরূপসম্বন্ধে থাকে তখন কালিকসম্বন্ধে ধংসাত্মককে কালে, অর্থাৎ প্রলয়কালে ধরিয়া অভিব্যাপ্তি বারণ করা যুক্তিযুক্ত নহে । পুনরায়, কেহ কেহ অন্তপ্রকার কথা বলিয়া উক্ত অভিব্যাপ্তি বারণ করিতে চেষ্টা করেন । তাঁহাদের মতে অত্যস্তাত্মককে যে স্বরূপসম্বন্ধে থাকিতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই, অত্যস্তাত্মককে কালিকসম্বন্ধেও ধরা বাইতে পারে । তাহা হইলে, প্রলয়কালে অর্থাৎ ধংসাধিকরণে বা গোধংসাধিকরণে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গবাত্যস্তাভাব অর্থাৎ সাধ্যাত্মক কালিকসম্বন্ধে থাকিতে পারে । তাহা হইলে কালিকসম্বন্ধে অত্যস্তাত্মক অর্থাৎ গবাত্যস্তাভাব বা সাধ্যাত্মককে প্রলয়কালে ধরিয়া গোধংসাভাবকে স্বরূপসম্বন্ধে প্রলয়কালে ধরিলে অত্যস্তাত্মককে বা সাধ্যাত্মককে প্রলয়ে রাখা যায়, এবং অভিব্যাপ্তি হয় না । কিন্তু এইভাবেও অভিব্যাপ্তি বারণ হয় না ; কারণ পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে হেতুময়িত্ব অজ্ঞাতক স্বরূপসম্বন্ধে রাখিতে হইবে । “কালো গোমান্ গোদ্বাং” হলটি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, এবং সেইজন্য ইহা প্রতিযোগিবৈরধিকরণ্যাধিষ্ঠ স্থল ; এবং তাহা হইলে, এস্থলে প্রতিযোগিবৈরধিকরণ্যাধিষ্ঠ ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীর লক্ষণই প্রযুক্ত হইবে ।

প্রতিযোগিতাবৈরিকরণাধীত হলে হেতুযুক্তি অভাবকে অবশ্যই স্বরূপসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। এইরূপ হইলে হেতুধিকরণে বা প্রলয়কালে অভ্যুত্থাতাবকে অবশ্যই স্বরূপসম্বন্ধে রাখিতে হইবে। অভ্যুত্থাতাবকে স্বরূপসম্বন্ধে প্রলয়কালে বা হেতুধিকরণে ধরিতে বাধ্য হইতে হইলে গোক্ষসেকে অবশ্যই কালিকসম্বন্ধে প্রলয়ে ধরিতে হয়। কিন্তু, ধ্বংসাতাবকে স্বরূপসম্বন্ধে ধরা যায়, স্বরূপসম্বন্ধে যে ধরিতে বাধ্য হইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাহা হইলে, অর্থাৎ প্রলয়কালে গোক্ষসেকে স্বরূপসম্বন্ধে ধরিলে প্রলয়ে অভ্যুত্থাতাবকে আর স্বরূপসম্বন্ধে ধরা যায় না, কারণ, প্রতিযোগী ধ্বংস স্বরূপসম্বন্ধে তদীয় থাকিয়া যায়। এইরূপে প্রলয়ে গবাদ্যুত্থাতাব বা সাধ্যাতাব ধরা সম্ভব না হইলে অভিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। পুনরায়, আরও এক প্রকার আপত্তি হইতে পারে। 'গোদ্ধ' হইল হেতু, হেতুধিকরণ হইল প্রলয়কাল ; 'কালো গোমান্ গোদ্ধাৎ' হলটিতে 'কাল' যেহেতু পক্ষ, সুতরাং সাধ্য 'গো' অবশ্যই কালিকসম্বন্ধে থাকে, অর্থাৎ সাধ্যাতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল কালিক। এখন, এই সাধ্যাতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাক অভাব, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব স্বরূপসম্বন্ধে হেতুধিকরণে থাকিবে কি করিয়া? কারণ, কালিকসম্বন্ধে হেতুধিকরণে অর্থাৎ প্রলয়কালে কোনো কিছুই অভাব সম্ভবই নয়। কালিকসম্বন্ধে নিত্য সব কিছুই প্রলয়কালে থাকে, এবং অনিত্যপদার্থের ধ্বংস থাকার প্রলয়কালে অভ্যুত্থাতাব থাকিতে পারে না। হেতুধিকরণ বধন প্রলয়কাল তখন প্রলয়কালে কালিকসম্বন্ধে সমস্ত নিত্যপদার্থই থাকিয়া যায়, কোনো অভাব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধে প্রলয়কালে বা হেতুধিকরণে কোনো নিত্যপদার্থের অভাব থাকে না, জন্মপদার্থের ধ্বংস আছে, সেইজন্য প্রলয়কালে অভ্যুত্থাতাবও থাকিতে পারে না। উক্ত হলে বধন হেতুযুক্তি অভাবেরই অগ্রসিদ্ধি হয় তখন ঐ হলে অর্থাৎ ঐ অসম্বন্ধেই হলে লক্ষণ সম্বন্ধই হয় না, কলে অভিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। কিন্তু এরূপভাবেও অভিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। কারণ, কালিকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অভাব প্রলয়কালে থাকিতে পারে। স্থষ্টিকালে বোপদার্থ থাকে তাহা প্রলয়কালে থাকে না ; তাহা কালে থাকে বটে, কিন্তু তাহাকে বিশিষ্ট করিয়া ধরিলে এক কালের পদার্থের অবস্থিতি অন্য কালে অবশ্যই থাকিবে না। অর্থাৎ স্থষ্টিকালবৃত্তিবিশিষ্ট পদার্থ কখনই প্রলয়কালে থাকিবে না, কারণ তাহা

সৃষ্টিকালবৃত্তিবিষিষ্ট। সৃষ্টিকালবৃত্তিবিষিষ্ট গোত্র শুভ্রাজ সৃষ্টিকালে থাকে, প্রলয়কালে থাকে না। শুভ্রাজ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাতার স্বরূপসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ প্রলয়কালে থাকিতে পারে, অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে ঐ অভাবের প্রসিদ্ধি হয়। উক্তরূপ অভাবের অপ্রসিদ্ধির কর্তার দ্বারা অভিব্যাপ্তি বারণ সেইজন্য সম্ভব নয়, অভিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়।

দীর্ঘিতি—সংসর্গাভাবমাত্রোক্তাবপি বদ্য। স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং (ইত্যাদৌ অভিব্যাপ্তিঃ)।

অনুবাদ : সংসর্গাভাববাজ উক্তিভেদে “বদ্য। স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং” (ইত্যাদিতে অভিব্যাপ্তি হয়)।

ব্যাখ্যা : পক্ষধর মিশ্রগণ বলেন যে, “বদ্য। গোত্রং তদা গোঃ” স্থলটিতে হেত্বধিকরণ প্রলয়কালে গোক্ষংস থাকায় সেই গোক্ষংস গবাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া গবাত্যন্তাভাব হেত্বধিকরণে থাকে না, কলে অভিব্যাপ্তি হয় বটে, কিন্তু হেতুমিষ্ট অত্যাটিকে সংসর্গাভাবপর অভাব ধরিলে ঐ অভিব্যাপ্তি আর হয় না। ক্ষংসাতাব, প্রাগভাব এবং অত্যাভাব এই তিনটিই হইল সংসর্গাভাব; হেতুমিষ্ট অত্যাটিকে সংসর্গাভাবপর হইলে ক্ষংস, প্রাগভাব এবং অত্যাভাবের যে কোনো একটি রাখিলেই চলিবে, কেবলমাত্র অত্যাভাবকেই যে রাখিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাহা হইলে, প্রলয়কালে গোক্ষংস যেহেতু থাকে সে কারণ হেত্বধিকরণে অর্থাৎ প্রলয়কালে গোক্ষংসাতাব অর্থাৎ সাধ্যাতাব (‘গো’ হইল সাধ্য) থাকিয়া যায়; কলে অসম্বন্ধত্বহলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব থাকায় লক্ষণ যায় না, এবং অভিব্যাপ্তিও হয় না। এইভাবে মিশ্রগণ উক্ত স্থলে অভিব্যাপ্তি বারণ করিতে পারেন।

কিন্তু, “বদ্য। গোত্রং তদা গোঃ” স্থলের অভিব্যাপ্তি হেত্বধিকরণে সংসর্গাভাবপর অভাব ধরিয়া বারণ করা সম্ভব হইলেও “বদ্য। স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং” স্থলটিতে অভিব্যাপ্তি বারণ হয় না। এক্ষণে স্পন্দ হইল বৎপ্রলয়কাল,

সুতরাং হেত্বধিকরণও হইল ষণ্ডগ্রন্থকাল। ষণ্ডগ্রন্থের কিকিংশেদ্যাবছিন্ন, সামান্ত্রতঃ দেশাবচ্ছিন্ন নহে। ষণ্ডগ্রন্থের সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া থাকে না, কিকিংশ দেশ ব্যাপিয়া থাকে। ষণ্ডগ্রন্থেরে দ্যাক থাকে না, কিন্তু পরমাত্ম থাকে, কারণ, পুনরায় স্মৃতির সম্ভাবনা ষণ্ডগ্রন্থেরে অবশ্যই থাকিবে; পরমাত্ম নিত্য বলিয়া কোনোকালেই পরমাত্ম ধ্বংস হয় না, দ্যাক ধ্বংস হয়, এবং পরমাত্মতে স্পন্দ বা ক্রিয়া থাকে; কারণ, ক্রিয়া বা স্পন্দ না থাকিলে স্মৃতি প্রক্রিয়া সম্ভবই হইবে না; সুতরাং ষণ্ডগ্রন্থেরে পরমাত্ম এবং স্পন্দ থাকে, কিন্তু দ্যাক থাকে না। তাহা হইলে, “ষণ্ডগ্রন্থকালো দ্যাকবান্ স্পন্দাৎ” স্থলটি অসঙ্কেতস্থল, কারণ, এস্থলে পক্ষে হেতু থাকিলেও সাধ্য থাকে না। এখন, ষণ্ডগ্রন্থেরে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সাধ্য অর্থাৎ দ্যাকের ধ্বংসাতাব আছে, কিন্তু সামান্ত্রতঃ দ্যাকের, অর্থাৎ দ্যাকদ্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস হয় না; কারণ, যে দেশে ষণ্ডগ্রন্থের আছে সেই দেশ ব্যতীত অন্তর, অর্থাৎ যে দেশে ষণ্ডগ্রন্থের হয় নাই সেস্থলে, দ্যাক থাকিয়া যায়; কলে ষণ্ডগ্রন্থেরে সামান্ত্রতঃ দ্যাকের অত্যন্তাতাব তো ধরা বাইবেই না, ধ্বংসাতাবও ধরা বাইবে না; কেননা, কিকিংশ দ্যাকের নাশ হইলেও দ্যাকদ্বাবচ্ছিন্নের নাশ হয় না, আর প্রাগভাবের প্রায় তো ওঠেই না। সুতরাং সংসর্গাতাবের একটিকেও হেত্বধিকরণে ধরা যায় না, কলে, সাধ্য বা দ্যাক ব্যতীত অন্ত বস্তুর অভাব হেত্বধিকরণে বা ষণ্ডগ্রন্থেরে ধরিতে হয়, এবং তাহা হইলে প্রতিবোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যাতাবচ্ছেদক হইয়া ষণ্ডগ্রন্থের অসঙ্কেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ের কলে অভিব্যাপ্তি অনিবার্য হইয়া পড়ে। এবং এই অভিব্যাপ্তি হেত্বধিকরণে সংসর্গাতাবপর অভাব ধরিয়াও বারণ হয় না। যদি বলা যায়, ষণ্ডগ্রন্থের ব্যতীত অন্ত দেশে দ্যাক থাকিলেও যে দেশে ষণ্ডগ্রন্থের আছে সে দেশে বহন দ্যাকের নাশ অর্থাৎ ধ্বংস আছে তখন ষণ্ডগ্রন্থকালে দ্যাকের ধ্বংসাতাব (অর্থাৎ সংসর্গাতাবপর অভাবরূপ ধ্বংসাতাব) অর্থাৎ সাধ্যাতাব থাকে, এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব থাকিলেই এই অসঙ্কেতুস্থলে আর অভিব্যাপ্তি হয় না;—তাহা হইলে উত্তর হইবে যে—ঐরূপ বলিলে “কথা স্পন্দঃ তথা দ্যাকঃ” রূপে সামান্ত্রমুখী ব্যাপ্তির অগ্রসিদ্ধি হইবে; বিশেষ ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে ঐরূপ কথা বলা বাইতে পারে, কিন্তু সামান্ত্র ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে ঐরূপ বলা যায় না, এবং আলোচ্য স্থলটি সামান্ত্র ব্যাপ্তি স্থল হওয়ায় ঐরূপ কথা নিরর্থক।

জ্ঞানবীণী—মিশ্রমতঃ নিরসিতুমাহ সংসর্গাভাবোতি ; অভ্যস্তা-
 জ্ঞাপদেন ইত্যাদি। তথাচ প্রলয়ে গোছাবচ্ছিন্নধ্বংসবদ্বাং এব ন
 অতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। ন চ গোছংসস্ত গোছাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক্ষ-
 স্বীকারেহপি ধ্বংসপ্রাগভাবাদেঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বক্স-
 স্বীকারেণ সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকবিশেষণতাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা-
 কক্ষবিরহাৎ কুতঃ তদাদান্ন অতিব্যাপ্তিৰ্যাদাস ইতি বাচ্যম্। সাধ্যতা-
 বচ্ছেদকস্বক্সক্সস্বক্সানবচ্ছিন্নস্যেব হেতুসমানাধিকরণাভাবপ্রতি-
 যোগিস্বস্ত লক্ষণে প্রবেশনীয়ত্বাৎ তাবতৈব সমবায়াত্তবচ্ছিন্নবহ্যাত্ত-
 ভাবমাদান্ন অব্যাপ্তেঃ বারণাৎ, তস্য চ ধ্বংসপ্রতিযোগিতাসাধারণ্য-
 দিতি ভাবঃ। যদা স্পন্দ ইতি স্পন্দবতি ঋণপ্রলয়ে স্বর্গাস্তরীয়দ্ব্যনুক-
 প্রাগভাববন্ধেদ্ব্যনুক্সাবচ্ছিন্নধ্বংসবিরহাৎ অতিব্যাপ্তিঃ। ন চ ঋণ-
 প্রলয়ে স্পন্দসত্ত্বে মানাভাবঃ ব্রহ্মণো বর্ষশতম্ আয়ুরিত্যাগম-
 প্রসিদ্ধেবৈব মানত্বাৎ। ন হি রবিক্রিয়াং বিনা ঋণমুহূর্তাদিঘটি-
 তস্য বর্ষস্য সম্ভব ইতি। নহু মহাপ্রলয়পূর্ব'তৃতীয়ক্ষেণে দ্ব্যনুক্সা-
 বচ্ছিন্নধ্বংসসত্ত্বাৎ, ন অতিব্যাপ্তিঃ তদানীমপি চরমদ্ব্যনুক্সনাশুগুণস্য
 পরমাণুস্পন্দস্য সত্ত্বাৎ, তৎকালোৎপন্নপরমাণুস্তরসংযোগেন
 প্রলয়পূর্ব'ক্ষণ এব পশ্চাৎ তস্ত বিনাশত্বাৎ তাদৃশপরমাণুস্তর-
 সংযোগস্য চ কার্যদ্রব্যেণ সহ এব স্বীকারাৎ, ন নিত্যত্বম্,
 আশ্রয়নাশাৎ এব তন্নাশসম্ভবাৎ ইত্যত আহ যদাদৃষ্টমিতি। কেচিত্তু
 স্বমতে দ্ব্যনুক্স্য অভাবাৎ স্পন্দস্য চ ঋণপ্রলয়ে বৃত্তৌ বলবত্তরপ্রমাণা-
 ভাবাৎ যদাদৃষ্টমিত্যুক্তম্ ইত্যাহ, উচিত্ত্বং।

অনুবাদঃ মিশ্রমতঃ নিরাসের জন্য 'সংসর্গাভাব' ইত্যাদি (বলা
 হইল) ; 'অভ্যস্তাভাব' পদের দ্বারা ইত্যাদি (অর্থাৎ 'অভ্যস্তাভাব' পদের
 দ্বারা যে দোষ হয় তাহা 'সংসর্গাভাব' ইত্যাদির দ্বারা নিরাস করা
 হইতেছে)। সুতরাং প্রলয়ে গোছাবচ্ছিন্নধ্বংসকক্ষ স্বীকারেই অতিব্যাপ্তি-
 হয় না, ইহাই ভাব। গোছংসের গোছাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক্ষ স্বীকার
 করিলেও ধ্বংসপ্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বক্স স্বীকারের দ্বারা

সাধ্যতাবচ্ছেদক কালিকবিশেষণতাবচ্ছিন্নপ্রতিবোধিতাবচ্ছিন্ন অভাব হওয়ার তাহাকে গ্রহণ করিয়া অভিব্যাপ্তি বারণ করিলে (হয়)—একপ বলা যায় না। (কারণ), লক্ষণে হেতুসমানাধিকরণতাবচ্ছিন্নপ্রতিবোধিতাবচ্ছিন্ন কালিকবিশেষণতাবচ্ছিন্ন অভাব হওয়ার তাহাকে গ্রহণ করিয়া অভিব্যাপ্তি বারণ হয় বলিয়া, এবং তাহার ধ্বংসপ্রতিবোধিতাবচ্ছিন্নপ্রতিবোধিতাবচ্ছিন্ন অভাব হওয়ার তাহাকে গ্রহণ করিয়া অভিব্যাপ্তি বারণ হয় বলিয়া—ইহাই ভাব। “বহা স্পন্দঃ” ইত্যাদিঃ স্পন্দবতে (অর্থাৎ) বগুপ্রলয়ে বর্গান্তরীয় ব্যাপ্তপ্রাপ্ততাবচ্ছিন্নের দ্বারা ব্যাপ্তকর্ত্তাবচ্ছিন্নের ধ্বংস না থাকার অভিব্যাপ্তি (হয়)। বগুপ্রলয়ে স্পন্দ থাকার প্রমাণাতাব (হয়) বলা যায় না। (কারণ), “ব্রহ্মার শতবর্ষ আবু”—ইত্যাদি আপমপ্রসিদ্ধি বশতঃই প্রমাণত্ব (থাকে)। রবিক্রিয়া ব্যতীত ক্ষণমুহুর্ত্তাদিষটিত বর্ষের সম্ভব হয় না, ইত্যাদি। যদি বলা যায়—মহাপ্রলয়-পূর্ব্বতৃত্তীয়কণে ব্যাপ্তকর্ত্তাবচ্ছিন্নের ধ্বংস হয় বলিয়া অভিব্যাপ্তি হয় না; সেই সময়েও চরমব্যাপ্তকনাশের কারণ পরমাণুস্পন্দ থাকে বলিয়া (অভিব্যাপ্তি হয় না); তৎকালোৎপন্ন পরমাণু স্তরসংযোগের দ্বারা প্রলয়ের পূর্ব্বকণই তাহার পক্ষাৎ (কণ) বিনাশ হওয়ার, এবং কার্য্যত্ব্য সহ তাদৃশ পরমাণু স্তর-সংযোগেরও স্বীকার বশতঃ, নিত্যত্ব না হওয়ার, আশ্রয়নাশ বশতঃই তাহার নাশ সম্ভব হয় বলিয়া (অভিব্যাপ্তি হয় না) ইত্যাদি,—সেজন্য বলা হইল “বহা অদৃষ্টম্” ইত্যাদি। কিন্তু, কেহ কেহ, স্বমতে ব্যাপ্তকের অভাব হেতু, এবং স্পন্দের বগুপ্রলয়ে বৃত্তিতার বলবত্তর প্রমাণাতাব থাকার “বহা অদৃষ্টম্” ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, একপ বলেন; (কিন্তু) তাহা চিন্তনীয়।

ব্যাখ্যা : অভ্যস্তাতাবষ্টিত নানাবিধ অন্ত্রবিধা দূর করিবার জন্য পক্ষধর মিল্ল ও মিল্লমতবাহিগণ হেতুময়িষ্ট অভাবকে সংসর্গাতাবপন্ন অভাব ধরার কথা বলিলেন। অর্থাৎ হেতুধিকরণে বা প্রলয়ে সৌক্ষ্মসে থাকার প্রত্যস্তাতাব থাকে না, কারণ, প্রাচীনমতে ধ্বংস হইল অভ্যস্তাতাবের প্রতিবোধী। কিন্তু হেতুময়িষ্ট অভাবকে সংসর্গাতাবপন্ন বলিলে হেতুধিকরণে ধ্বংসাতাব ধরা যায়, কারণ, ধ্বংসাতাব, প্রাপ্তাতাব এবং অভ্যস্তাতাব এই তিনটিই হইল সংসর্গাতাব। হেতুধিকরণে, অর্থাৎ প্রলয়ে বেহেতু সৌক্ষ্মসে আছে সেজন্য সৌক্ষ্মসাতাব ধরা সম্ভবই সম্ভব। এই সৌক্ষ্মসাতাব ধ্বংসাতাব হেতুধিকরণে থাকিলে “ধ্বং” সত্য বলিয়া সাধ্যাতাব হেতুধিকরণে

থাকিয়া যায়, এবং “কালো গোমান্ গোদ্বাং” এই অসম্বন্ধত্বলো আর
 অভিব্যাপ্তি হয় না। এখানে একটি আপত্তি উঠিতে পারে। কোনো
 কোনো নৈসর্গিকের মতে ধ্বংস এবং প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্ন
 প্রতিযোগিতাকল্প থাকিলেও প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নক সম্বন্ধ কিছুই হয় না।
 কারণ, কোনো বস্তু ধ্বংস হইলে তাহার যে অভাব, বা কোনো বস্তু
 উৎপত্তির পূর্বে তাহার যে অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগী কোনো
 সম্বন্ধেই থাকিতে পারে না। আলোচ্য স্থলে হেতুধিকরণে অর্থাৎ প্রলয়ে
 গোক্ষংসাতাব আছে এবং এই ধ্বংসাতাবের প্রতিযোগী হইল ‘গো’, অর্থাৎ
 গোক্ষংসাতাবের গোদ্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকল্প আছে ইহা স্বীকৃত।
 কিন্তু ধ্বংস এবং প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নক সম্বন্ধ স্বীকার করিলে
 এখানেও গোক্ষংসাতাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধ আর কিছু ধরা বাইবে
 না। ব্যাপ্তির লক্ষণানুসারে সাধ্যতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধে হেতুমিষ্ট অভাবী
 প্রতিযোগিতাটি গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধ
 হইবে সাধ্যতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধ। এখানে সাধ্যতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধ হইল কালিক,
 এই কালিকসম্বন্ধে অর্থাৎ কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে আলোচ্য স্থলে প্রতি-
 যোগিত্বের অপ্রসিদ্ধি হইলে তাহাকে ধরিয়া; অর্থাৎ গোক্ষংসের প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছিন্নক ‘গোদ্বা’কে ধরিয়া উক্ত স্থলে অভিব্যাপ্তি ব্যাখ্যা হয় না।
 কারণ, গোক্ষংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নক ‘গোদ্বা’ স্বীকৃত হইলেও প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধ এ স্থলে কিছুই স্বীকৃত হইবে না। সুতরাং
 আলোচ্য স্থলে অভিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এই প্রকার আপত্তির উত্তরে
 জগদীশ বলিতেছেন যে, সাধ্যতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা বলিতে
 সাধ্যতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধান্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা বুঝিতে হইবে। সাধ্য-
 তাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন কথার অর্থ করিতে হইবে সাধ্যতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধ ভিন্ন
 অন্ত সম্বন্ধের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। আলোচ্য স্থলটিতে হেতুমিষ্ট অভাবী
 প্রতিযোগিতাটি সাধ্যতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় নাই সত্য, কিন্তু,
 সাধ্যতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধ, অর্থাৎ কালিক বিশেষণতাসম্বন্ধ ভিন্ন অন্ত কোনো
 সম্বন্ধের দ্বারাও অবচ্ছিন্ন হয় নাই, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধান্তসম্বন্ধান-
 বচ্ছিন্ন হইয়াছে, সুতরাং অভিব্যাপ্তি ব্যাখ্যা কেন হইবে না? উক্তরূপ
 আপত্তি আর করা যায় না, এবং অভিব্যাপ্তিও আর থাকে না।
 “বহিষ্যদুদ্বাং” স্থলেও এইভাবেই, অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘সাধ্যতাবচ্ছিন্নক-

সম্ব্যাবচ্ছিন্ন প্রতিবোগিতা' বলিতে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্ব্যাবচ্ছিন্নসম্ব্যাবচ্ছিন্ন প্রতিবোগিতা' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াই অব্যাপ্তি বারণ হইবে। হেতুধিকরণে অর্থাৎ ধ্রুববতে বহিঃ থাকে সংযোগসম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হইল সংযোগ। সমবায়সম্বন্ধে বহির অস্তাব ধ্রুববতে সকল সময়েই থাকে, সুতরাং সমবায়সম্ব্যাবচ্ছিন্ন প্রতিবোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহিঃ', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'বহিঃ', কলে প্রতিবোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন না হওয়ার এখানে অব্যাপ্তি হয় একরূপ বলা যায় না। কারণ, এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, হইল 'সংযোগ', সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ (সংযোগসম্বন্ধ) ভিন্ন অন্ত সম্বন্ধ হইল সমবায়; হেতুমগ্নিষ্ঠ অস্তাবীর প্রতিবোগিতাটি এখানে সমবায় সম্বন্ধেই ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন অন্ত সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়াছে, অনবচ্ছিন্ন হয় নাই, সুতরাং অব্যাপ্তি হয় না। ধ্বংসাত্মকের প্রতিবোগিতার ক্ষেত্রেও এই নিয়মই প্রযোজ্য হইবে; এবং তাহা হইলে "কালো গোমান্ গোদ্বাং" স্থলে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না; ইহাই এখানের ভাব। ইহা হইল মিশ্রমত; অর্থাৎ পক্ষের মিশ্র এবং তাঁহার মতের অমুসামিগণ "কালো গোমান্ গোদ্বাং" স্থলের অতিব্যাপ্তি উক্ত প্রকারে হেতুধিকরণে সংসর্গাভাবরূপ অস্তাব ধরিয়া বারণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, ঐরূপ হেতুমগ্নিষ্ঠ অস্তাবটিকে সংসর্গাভাবপর অস্তাব ধরিয়া সকল ক্ষেত্রে অতিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। মিশ্রবাদিগণের উক্তরূপ চিন্তা ক্রটিপূর্ণ, এবং তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য "বহা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যধ্বকং" এই স্থানান্তর অমুসরণ করা হইয়াছে। স্থলটিকে হেতু সাধ্য অমুসারে সাজাইলে হইবে "কালো দ্ব্যধ্বকবান্ স্পন্দাং"; এখানে 'বহা' এবং 'তদা' এই দুই শব্দের দ্বারা 'কাল'কে পক্ষরূপে গ্রহণ করার ইচ্ছিত দেখা হইয়াছে। এই স্থলে হেতু হইল 'স্পন্দ', এই স্পন্দবতে অর্থাৎ হেতুধিকরণে অর্থাৎ ধ্রুবপ্রলয়ে পরমাত্ম থাকিয়া যায়। পক্ষ যেহেতু 'কাল' সেজন্য যে কোনো 'কাল'কে ধরা যায় বলিয়া ধ্রুবপ্রলয়কাল পক্ষ বা হেতুধিকরণরূপে গৃহীত হইল। ধ্রুবপ্রলয়ে স্পন্দ অবশ্যই আছে, কেননা, পুনরায় সৃষ্টি হইতে হইবে; সেজন্য পরমাত্ম এবং স্পন্দ ধ্রুবপ্রলয়ে থাকিয়া যায়। ধ্রুবপ্রলয়ের পরমাত্ম থাকে, কিন্তু দ্ব্যধ্বক থাকে না, সংহত পরমাত্ম বলিয়া তৎকালে দ্ব্যধ্বক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধ্রুবপ্রলয়বচ্ছিন্ন দ্ব্যধ্বকের ধ্বংস তৎকালে, অর্থাৎ ধ্রুবপ্রলয়কালে থাকিলেও

ব্যাপ্তিকল্পাবচ্ছিন্নের ধ্বংস তৎকালে থাকে না, কারণ, যে দেশে ষণ্ডপ্রলয় নাই তথায় ব্যাপ্তক অবশ্যই আছে। সে কারণ, ব্যাপ্তিকল্পাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ সাধারণতঃ ব্যাপ্তকের ধ্বংস ষণ্ডপ্রলয়ে স্বীকার্য্য নহে। আরও, যে দেশে ষণ্ডপ্রলয় আছে তথায় ভবিষ্যতে সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে বলিয়া স্বর্গাস্তরীর ব্যাপ্তকের, অর্থাৎ আপাততঃ ধ্বংস হইয়াছে যে সমস্ত ব্যাপ্তক তাহাদের পুনরায় উৎপত্তির সম্ভাবনা জনিত প্রাগভাব থাকিয়া যায়, কলে ব্যাপ্তিকল্পাবচ্ছিন্নের ধ্বংস ষণ্ডপ্রলয়ে স্বীকার্য্য নয়। তাহা হইলে, হেত্বধিকরণে ব্যাপ্তকাতাব না ধরিয়া অস্ত্র-অভাব ধরিতে হয়, এবং এই অস্ত্র অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্য-তাবচ্ছেদক ব্যাপ্তকত্ব হইতে ভিন্ন হইয়া যায়, এবং এই অসম্বন্ধত্বহলে লক্ষণ সমন্বয়ের কলে অতিব্যাপ্তি হয়। ষণ্ডপ্রলয়ে হেতু অর্থাৎ স্পন্দ থাকে, কিন্তু সাধ্য অর্থাৎ ব্যাপ্তক থাকে না, ব্যাপ্তক অস্ত্র থাকে, সেজন্য “ব্যাপ্তকবান্ স্পন্দাৎ” স্থলটি অসম্বন্ধত্বহল। ষণ্ডপ্রলয়ে ‘স্পন্দ’ থাকার কোনো প্রমাণ নাই এরূপ কথা বলা যায় না ; কারণ, ‘ব্রহ্মণো বর্ষশতম্ আয়ুঃ’, অর্থাৎ ‘ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ু’ এই প্রসিদ্ধ আগমবাক্য বা বেদবাক্যই ইহার প্রমাণ। রবিক্রিয়া ব্যতীত ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি ঘটিত বৎসর সম্ভব হয় না। বৎসরের মধ্যে ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি আছে, এবং ইহাদের লইয়া বৎসর ; রবিক্রিয়া না থাকিলে ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতির কোনো অর্থই হয় না। আর, ব্রহ্মা যেহেতু শতবর্ষ পর্য্যন্ত আছেন, সেকারণ, ষণ্ডপ্রলয়কালে ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি থাকায় তৎকালে ক্রিয়াও থাকে ; সুতরাং ষণ্ডপ্রলয়ে স্পন্দ থাকে না এরূপ কথা বলা যায় না। সুতরাং, হেত্বধিকরণে সংসর্গাভাবপর অভাব ধরিলেও, অর্থাৎ অভ্যস্তাতাব না ধরিয়া ধ্বংসাতাব ধরিলেও, সর্বত্র অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না ; “কালো ব্যাপ্তকবান্ স্পন্দাৎ” স্থলটির দ্বারা তাহাই প্রমাণ করা হইল।

এই স্থলে, অর্থাৎ “কালো ব্যাপ্তকবান্ স্পন্দাৎ” স্থলে অবশ্য একটি আপত্তির সাহায্যে অতিব্যাপ্তি বারণ করা যায়। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বভূতীয়ক্ষেণে ব্যাপ্তক-কল্পাবচ্ছিন্নের, অর্থাৎ সাধারণতঃ ব্যাপ্তকের ধ্বংস থাকিয়া যায়, এই ধ্বংস স্বীকার্য্য। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব পক্ষ পক্ষ দুইটি ক্ষণ গণনা করা যাক ; মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব বর্ষ-ক্ষেণে পরমাত্মের ক্রিয়া হয় ; তৎপরবর্তী ক্ষণে, অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব পক্ষ-ক্ষেণে পরমাত্ম সমূহের বিভাগ হয়, অর্থাৎ পরমাত্ম সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ; তৎপরবর্তী ক্ষণে অর্থাৎ মহাপ্রলয় হইতে পূর্ব্ব চতুর্থ ক্ষণে পরমাত্মের সহিত পরম্পর যে পূর্ব্ব সংযোগ ছিল তাহার নাশ হয়, অর্থাৎ এই

কণে পূৰ্ণ সংযোগের নাম হয় ; তৎপরবর্তী কণে, অর্থাৎ মহাপ্রলয় হইতে পূৰ্ণ তৃতীয়-কণে পরমাণুর সহিত উত্তরগণ সংযোগ এবং দ্ব্যতক নামপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মহাপ্রলয় হইতে পূৰ্ণ এই তৃতীয়-কণে দ্ব্যতকদ্বাবচ্ছিন্নের বা সমস্ত দ্ব্যতকের নাম হয় । তৎপরবর্তী কণে, অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূৰ্ণ দ্বিতীয়-কণে স্পন্দ নাম হয়, এই কণেই স্পন্দ নামের সহিত অসরেগ্রুপ কার্যব্রহ্ম সমূহের নাম হয় । অসরেগ্রুপ এই কার্যব্রহ্মসমূহ হইল আশ্রয় ; এই আশ্রয় নাম হওয়ার জন্য পরবর্তী কণে, অর্থাৎ মহাপ্রলয় হইতে পূৰ্ণ প্রথম-কণে উত্তর সংযোগ নাম হয়, এই কণেই, অর্থাৎ উত্তরসংযোগনাম কণেই অদৃষ্ট নাম হয়, এবং এই উত্তরসংযোগনাম ও অদৃষ্টনাম হইলেই মহাপ্রলয় হয় । তাহা হইলে, মহাপ্রলয় হইতে পূৰ্ণ তৃতীয়-কণে সমস্ত দ্ব্যতক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দ্ব্যতকদ্বাবচ্ছিন্নের নাম বা ধ্বংস হয় ; ইহা সমস্ত নৈমিত্তিক সপ্তাচারেরই স্বীকার্য্য বিষয় । কিন্তু, মহাপ্রলয় হইতে পূৰ্ণ তৃতীয়-কণে দ্ব্যতকদ্বাবচ্ছিন্নের নাম হইলেও স্পন্দ নাম হয় না ; স্পন্দ তৎপরবর্তী কণে নাম হয় ; কারণ, স্পন্দ নাম হইলে সেই কণে দ্ব্যতক নাম হয় কি করিয়া ? চরম-দ্ব্যতক নামের কারণ হইল পরমাণু-স্পন্দ, এই স্পন্দও সেই কণে নাম হইলে চরমদ্ব্যতক নাম আর সেই কণে হয় কিরূপে ? সুতরাং, মহাপ্রলয়ের পূৰ্ণ তৃতীয়কণে দ্ব্যতক-দ্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস হয়, কিন্তু স্পন্দ থাকিয়া যায় । তাহা হইলে, ঐ তৃতীয়কণে, অর্থাৎ হেতুধিকরণে যে প্রলয় সেই প্রলয়ের পূৰ্ণ তৃতীয়-কণ-কালে দ্ব্যতকদ্বাবচ্ছিন্নের অভাব থাকিলে ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে দ্ব্যতকত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইবে দ্ব্যতকত্ব ; কলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন না হওয়ার “কালো দ্ব্যতকবান্ স্পন্দাৎ” হলে আর লক্ষণ যায় না, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না । তৎকালোৎপন্ন, অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূৰ্ণ তৃতীয়-কণ-কালোৎপন্ন পরমাণু-উত্তরসংযোগের কলে তৎপর-কণে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূৰ্ণ দ্বিতীয়-কণে (মহাপ্রলয়ের কণকে এক বা প্রথম ধরিয়া গণনা করিলে দ্ব্যতকনামের পরকণ মহাপ্রলয়ের পূৰ্ণকণ বা মহাপ্রলয়-পূৰ্ণ দ্বিতীয়কণ হয়) স্পন্দ নাম হয় । এবং ঐ কণেই, অর্থাৎ স্পন্দনামকণেই ভাদ্রশ পরমাণু-উত্তরসংযোগের যে সমস্ত অসরেগ্রুপ কার্যব্রহ্ম তাহাদের নাম হয় ; ইহা সর্গাদিসমস্ত । এই অসরেগ্রুপ কার্যব্রহ্মসমূহই আশ্রয়, এবং ইহা বিত্যা নয় বলিয়া ইহাদের নাম সত্ত্ব হয় । এবং এই আশ্রয়নামের কলেই তৎপরকণেই পরমাণু-উত্তরসংযোগের নাম হয় ; এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্ট-

নাথের কলেই ঐ ক্ষণেই মহাপ্রলয় হয়। এইরূপে মহাপ্রলয়ের পূর্ব তৃতীয়-
ক্ষণে সামান্ততঃ দ্ব্যগ্ৰকাতব থাকিতে উক্ত স্থলে আর অভিযান্ত্রিক হয় না।
এইভাবে “যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যগ্ৰকং” স্থলে অভিযান্ত্রিক বারণ করা সম্ভব হয়
বলিয়াই এই আপত্তি বা আশঙ্কার নিমিত্তই অন্তঃস্থ অল্পসরণ করা হইতেছে,
অর্থাৎ “যদা অদৃষ্টং তদা জন্তং জ্ঞানং হুঃখং বা” এই স্থলটির প্রসঙ্গ উত্থাপন
করা হইয়াছে।

কেহ কেহ কিন্তু এস্থলে অন্তঃস্থ বলেন। “যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যগ্ৰকং” স্থলে
উক্ত প্রকারে অভিযান্ত্রিক বারণের আশঙ্কার দীক্ষিতিকার “যদা অদৃষ্টং তদা
জন্তং জ্ঞানং” এই স্থলান্তরের কথা বলেন নাই। প্রকৃতপক্ষে রঘুনাথ নিজে
দ্ব্যগ্ৰকবাদে বিশ্বাসী নহেন। সংহত পদার্থকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ করিয়া গেলে
সর্বশেষে অবিশ্লেষ্য পদার্থের অবস্থা হইল পরমাণুর অবস্থা, ইহাকে আর
বিশ্লেষণ করা যায় না। এই পরমাণু প্রত্যক্ষ গোচর নহে, ইহা অনুমান-
সাপেক্ষ। দুইটি পরমাণু সংযুক্ত হইয়া হয় দ্ব্যগ্ৰক, তিনটি দ্ব্যগ্ৰক মিলিত হইয়া
হয় ত্র্যগ্ৰক বা ত্রসরেণু; এইভাবে ত্র্যগ্ৰক, চতুরগ্ৰক প্রভৃতিক্রমে স্থল পদার্থের
উৎপত্তি হয়। সকলের মতেই ত্র্যগ্ৰক বা ত্রসরেণু পর্যন্ত প্রত্যক্ষ গোচর;
রঘুনাথের মতে এক স্থানে যখন আমাদের বিশ্লেষণ হইতে নিরন্তর হইতেই
হইবে, তখন সেই বিশ্লেষণকে পরমাণু পর্যন্ত লইয়া যাওয়ার কোনো সার্থকতা
নাই। যে পর্যন্ত বিশ্লেষণ প্রত্যক্ষ গোচর, আমাদের ততদূর পর্যন্ত যাওয়াই
সঙ্গত, এবং তাহাতে আমাদের আলোচনার বা কাজের কোনই ক্ষতি হয়
না। সুতরাং, ত্রসরেণু বা ত্র্যগ্ৰকের পর আর বিশ্লেষণ করা আমাদের উচিত
নয়, ত্রসরেণুকেই পদার্থবিশ্লেষের সর্বশেষ স্তর হিসাবে গণ্য করাই উচিত।
এই কারণে রঘুনাথ দ্ব্যগ্ৰকবাদে বিশ্বাসী নহেন। এবং বেহেতু তিনি দ্ব্যগ্ৰক-
অগ্রাহ করেন সেইজন্য “যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যগ্ৰকং” এই স্থলটিই তিনি বর্জন
করিতে চাহেন। উপরন্তু, ষণ্ডপ্রলয়ে কাহারও স্পন্দ থাকারও বলবত্তর
প্রমাণের অভাব আছে। এই সকল কারণে এই স্থলটি দীক্ষিতিকারের
অভিপ্রেত নহে বলিয়াই “যদা অদৃষ্টং তদা জন্তং জ্ঞানং হুঃখং বা” এই
স্থলান্তর অল্পসরণের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু, অল্পসরণের বক্তব্য হইল যে-
“কেচিত্ত্ব”বাদিগণের এই মত গ্রহণযোগ্য কি না তাহা বিশেষরূপে চিন্তা
করিয়া দেখিতে হইবে; সহজে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া বুদ্ধিসঙ্গত
হইবে না।

দীর্ঘিতি—যদা অদৃষ্টং তদা জন্তং জ্ঞানং হুঃখং বা, যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীরং জ্ঞানম্ ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, ব্যপ্তকহাদেঃ ব্যপ্তকাদি-শূন্তখণ্ডপ্রলয়াদিনিষ্ঠধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বাৎ ।

অনুবাদ : ব্যপ্তকহাদির ব্যপ্তকাদি শূন্ত খণ্ডপ্রলয়াদিনিষ্ঠ ধ্বংসপ্রাগ-ভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব বশতঃ “যদা অদৃষ্টং তদা জন্তং জ্ঞানং হুঃখং বা”, “যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীরং জ্ঞানম্” ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় ।

ব্যাখ্যা : খণ্ডপ্রলয়ে ব্যপ্তক থাকে না বলিয়া ব্যপ্তকাদিশূন্ত যে খণ্ডপ্রলয়, অর্থাৎ হেত্বধিকরণ, সেই ধ্বংসপ্রাগভাবাদির প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্য-ভাবচ্ছেদক হইতে, অর্থাৎ ব্যপ্তকত্ব হইতে ভিন্ন হইয়া যায় ; অর্থাৎ ব্যপ্তকাদি-শূন্ত খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ ধ্বংসপ্রাগভাবাদির প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যভাবচ্ছেদক হওয়ার অতিব্যাপ্তি অনিবার্য্য হয় । কারণ, খণ্ডপ্রলয়ে কিঞ্চিৎ ব্যপ্তকের নাশ হইলেও ব্যপ্তকহাবজিহ্বের নাশ স্বীকৃত না হওয়ার ব্যপ্তক ভিন্ন, বা সাধ্য ভিন্ন অন্য অভাব খণ্ডপ্রলয়ে ধরিতে হইবে, কলে সেই অভাবের প্রতিযোগি-ভাবচ্ছেদক সাধ্যভাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন হওয়ার অসম্ভবত্বতে লক্ষণ সমন্বয়ের জন্ত অতিব্যাপ্তি অবশ্যজ্ঞাবী হয় । ঠিক এইভাবেই “যদা অদৃষ্টং তদা জন্তং জ্ঞানং হুঃখং বা” এবং “যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীরং জ্ঞানম্” ইত্যাদি স্থলেও অতিব্যাপ্তি হয় । “যদা অদৃষ্টং তদা জন্তং জ্ঞানং হুঃখং বা” স্থলে ‘যদা’ অর্থাৎ পক্ষ বা হেত্বধিকরণ হইল খণ্ডপ্রলয়, ‘অদৃষ্ট’ হইল হেতু, এবং ‘জন্তং জ্ঞানং হুঃখং বা’ হইল সাধ্য ; অর্থাৎ স্থলটি হইল “খণ্ডপ্রলয়ো জন্তজ্ঞানবান্ হুঃখবান্ বা অদৃষ্টাৎ” । খণ্ডপ্রলয়ে অদৃষ্টের নাশ হয় না বলিয়া তৎকালে অদৃষ্ট থাকে ; জ্ঞান দুই প্রকার—নিত্যজ্ঞান এবং জন্তজ্ঞান ; ঈশ্বরীয় জ্ঞান হইল নিত্যজ্ঞান, তত্ত্বির জাগতিক সমস্ত জ্ঞানই হইল জন্তজ্ঞান । ঈশ্বরীয় জ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিনাশ নাই বলিয়া ঈশ্বরীয় জ্ঞান হইল নিত্যজ্ঞান ; কিন্তু তত্ত্বির অন্য জ্ঞানের উৎপত্তি থাকার তাহা কারণ সাপেক্ষ বলিয়া তাহা জন্ত, এবং সেই জন্তই ধ্বংসশীল বা অনিত্য, অর্থাৎ জন্ত জ্ঞানের বিনাশ সম্ভব । খণ্ডপ্রলয়ে সমস্ত জন্ত জ্ঞানের বিনাশ হয় । খণ্ডপ্রলয়ে জন্তজ্ঞান থাকে না বলিয়া স্থলটি অসম্ভবত্বস্থল ; কারণ, হেতু অর্থাৎ ‘অদৃষ্ট’ হেত্বধিকরণে বা খণ্ডপ্রলয়ে থাকে, কিন্তু সাধ্য অর্থাৎ জন্তজ্ঞান থাকে না, সেইজন্তই স্থলটি অসম্ভবত্বস্থল । এই খণ্ডপ্রলয়ে বা হেত্বধিকরণে তাত্ক্ষণিক সমস্ত জন্তজ্ঞানের নাশ হইলেও জন্ত-

জ্ঞানস্বাবচ্ছিন্নের নাশ হয় না, কারণ, দেশান্তরে, যেখানে খণ্ডপ্রলয় নাই, তথায় জন্তুজ্ঞান থাকিয়া যায়। কলে হেতুধিকরণে সাধ্যাভাব অর্থাৎ জন্তু-জ্ঞানাভাব সম্ভব নয়। “যদা অপদঃ তদা ব্যপ্তকং” স্থলের দ্বার এস্থলেও খণ্ড-প্রলয়ে জন্তু জ্ঞানের প্রাগভাব, ধ্বংসভাব এবং অত্যন্তাভাব কোনোটিই সম্ভব নয়; সুতরাং হেতুধিকরণে সাধ্য ব্যতীত অন্ত বস্তুর অভাব ধরিতে হইবে, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যাভাবচ্ছেদক হইবে, কলে অভিব্যাপ্তি হইয়া যায়। কোনো কোনো দার্শনিক সমুদ্রায়ের মতে ব্রহ্ম বা মোক্ষ হইল নিত্যসুখের অভিব্যাপ্তি বা প্রত্যক্ষ। তাহা হইলে মুক্ত-পুরুষের নিত্যসুখের এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল জন্তুজ্ঞান, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখের অভিব্যাপ্তি হইল জন্তুজ্ঞান। এখন, খণ্ডপ্রলয়ে কোনো মুক্ত পুরুষের অবস্থান অসম্ভব নয়; খণ্ডপ্রলয়ে যদি কোনো মুক্ত পুরুষ থাকে তাহা হইলে সেই মুক্ত পুরুষের খণ্ডপ্রলয়েও নিত্য সুখাভিব্যাপ্তি ঘটিবে, এবং কলে খণ্ডপ্রলয়ে জন্তুজ্ঞান থাকিয়া যাইবে; খণ্ডপ্রলয়ে জন্তুজ্ঞান থাকিলে স্থলটি আর অসদ্ব্যবস্থা হইবে না, সদ্ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। এবং তাহা হইলে সদ্ব্যবস্থানে হেতুমিথ্যতাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যাভাবচ্ছেদক হওয়ার লক্ষণ সমন্বয়ের জন্তু আর অভিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে না। এই আশঙ্কায় জন্তুই “দুঃখং বা” এই সাধ্যান্তর গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত কারণে “যদা অদৃষ্টং তদা জন্তুজ্ঞানং” স্থলটিকে যদি সদ্ব্যবস্থা বলা হয় সেইজন্তুই বলা হইল—অথবা—“যদা অদৃষ্টং তদা দুঃখং”। খণ্ডপ্রলয়ে “দুঃখং” কোনো প্রকারেই থাকে না; “অদৃষ্ট” বা হেতু খণ্ডপ্রলয়ে আছে, “দুঃখং” বা সাধ্য নাই, সুতরাং ইহা অবশ্যই অসদ্ব্যবস্থা। এস্থলেও হেতুধিকরণে ব্যতিক্রম দুঃখের অভাব থাকিলেও দুঃখস্বাবচ্ছিন্নের অভাব খণ্ডপ্রলয়ে থাকে না; এইরূপে এই অসদ্ব্যবস্থানে সাধ্যাভাব বা “দুঃখাভাব” কল্পিত না হওয়ার অভিব্যাপ্তি হয়। এইভাবে “যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং” এই স্থলেও অভিব্যাপ্তি হয়। খণ্ডপ্রলয়ে সামান্ততঃ জন্তুজ্ঞানের অভাব সম্ভব না হইলেও বিশেষ জন্তুজ্ঞানের ধ্বংস জনিত অভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়ে কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিনাশের কলে সেই বিশেষ ব্যক্তির অদৃষ্ট খণ্ডপ্রলয়ে থাকে, এবং সেই ব্যক্তির জন্তুজ্ঞান তৎকালে অবশ্যই থাকে না, সুতরাং “যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং” স্থলটি অসদ্ব্যবস্থা। এই অসদ্ব্যবস্থানে সাধ্য-অর্থাৎ “তদীয়ং জ্ঞানং” হেতুধিকরণে বা খণ্ডপ্রলয়ে থাকে না, অর্থাৎ হেতুধি-

করণে সাধ্যাতাব বা 'তদীয় জানাতাব' থাকে ; কলে হেতুমিহি অভাবের (অর্থাৎ সাধ্যাতাবের) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যাতাবচ্ছেদক ভিন্ন হয় না বলিয়া এই অসদ্ব্যবস্থায় লক্ষণ সম্বন্ধে না হওয়ার ভ্রান্তি আর অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না ;—এরূপ কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন । কিন্তু, না, এরূপ স্থলেও অতিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না । কারণ, যৎপ্রকারে বিশেষ ব্যক্তির জ্ঞানের অভাব অবশ্যই আছে ; কিন্তু জ্ঞান বেহেতু একটি নহে, অনেক, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের একাধিক জ্ঞান হয়, সে কারণে ব্যক্তিবিশেষের কোনো জ্ঞানের প্রাগভাব, কোনো জ্ঞানের ধ্বংসাতাব যৎপ্রকারে থাকে । কিন্তু, এক বিশেষের প্রাগভাব, অপর বিশেষের ধ্বংসাতাব যেস্থলে থাকে তদ্ব্যবস্থায় সামান্ততঃ অভাব ধরা যায় না । তাহা হইলে বিশেষ ব্যক্তির কোনো জ্ঞানের প্রাগভাব, কোনো জ্ঞানের ধ্বংসাতাব যৎপ্রকারে থাকায় সেই ব্যক্তির জ্ঞানদ্বাবচ্ছিন্নের অভাব যৎপ্রকারে ধরা যায় না ; কলে অত্র অভাব হেতু-ধিকরণে ধরিতে হয়, এবং এইরূপে পুনরায় সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যাতাবচ্ছেদক হইতে অর্থাৎ 'জ্ঞানত্ব' হইতে ভিন্ন হওয়ার "যদা তদ্বাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং" এই অসদ্ব্যবস্থায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যায় ।

জাগদীশী—নিত্যজ্ঞানমাদায় সদ্ধেতুতাবারণায় জ্ঞানমিতি, নিত্য-স্থাব্যব্যক্তেরুক্তিধর্মতে সদ্ধেতুতামাশঙ্ক্য সাধ্যান্তরমাহ হুংখং বেতি । নহু কার্যমাত্রং প্রতি অদৃষ্টস্ত হেতুত্বাৎ, প্রলয়প্রাক্কণেপি তস্ত সদ্ধ, তথা চ তদানীমেব হুংখদ্বাবচ্ছিন্নধ্বংসস্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ হুংখাদে: স্বসাক্ষাৎকারনাস্তত্তরা তদানীম্ অসম্ভবাৎ । উত্তরকণে সাক্ষাৎকারাসম্ভবাৎ অবিদ্বিতে প্রমাণাতাবাৎ । কিন্তু বাবৎ ব্রহ্মা-ত্বানং যুগপৎ প্রলয়ানন্ত্যুপগমেন ব্রহ্মাণ্ডান্তরবর্ত্তিত্বমাদায় সদ্ধেতু-রেব অয়ম্ অত আহ যদা তদন্তেতি । অত্র চ তদীয়ত্ববৃত্তাদিসময়ে তদীয়জ্ঞানবিরহাৎ ব্যভিচার সূচ্য এব । সদ্ধকথ্যদেহিতি । যৎপ্রকারে কেবাঞ্চ ধ্বংসস্ত কেবাঞ্চ প্রাগভাবস্ত লব্ধাৎ যদুকথ্য তৎপ্রতি-

প্রযোগিতাতিরিক্তবৃত্তিহেতু অনবচ্ছেদকত্বম্ ইত্যর্থঃ। নহ্ন দ্ব্যগ্রকত্বাব-
চ্ছিন্নানধিকরণকালবৃত্তিবিবিশিষ্টৈস্তে ব তত্তৎধ্বংসস্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
কমেব দ্ব্যগ্রকত্বম্, অবচ্ছেদকত্বঞ্চ অন্যান্যবৃত্তিহেতুমেব ইত্যন্ত আহ ন হি
ইতি।

অনুবাদ : নিত্যজ্ঞান গ্রহণের দ্বারা সঙ্কেততা বারণের নিমিত্ত ‘জন্তু’
ইত্যাদি, নিত্যসুখাভিব্যক্তি বশতঃ মুক্তিভ (এই) মতে সঙ্কেতত্ব আশঙ্কা
করিয়া ‘দুঃখং বা’ ইত্যাদি সাধ্যান্তর বলা হইল। যদি বলা যায়—কার্য-
মাত্রের প্রতি অদৃষ্টের হেতুত্ব বশতঃ প্রলয়ের প্রাক্কক্ষেণে তাহা থাকে,
সুতরাং সেই সময়েও দুঃখত্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস থাকার জন্তু অভিযাশি হয়
না ; (তাহা হইলে বলা হইবে), দুঃখাদির বসাক্ষাৎকারনাত্তা বশতঃ সেই
সময়ে (ঐরূপ) অসম্ভব হয় বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না)। (কারণ)
অবিদিত (পদার্থের) প্রমাণের অভাব হওয়ার উত্তরক্ষেপে সাক্ষাৎকার অসম্ভব
হয় বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না)। যেহেতু স্বাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের ভূগপৎ প্রলয়ের
অভ্যুপগম হয় না, (সুতরাং) ব্রহ্মাণ্ডান্তরবর্তী দুঃখ গ্রহণ করিয়া ইহা সঙ্কেতুই
(এইরূপ বলা যাইতে পারে বলিয়া), সেইজন্তু ‘যদা তন্ত’ ইত্যাদি বলা
হইল। এবং এখানে তদীয় সুখপ্রাপ্তি সময়ে তদীয়জ্ঞানের অভাব থাকার
ব্যভিচার পরিস্ফুটই (হয়)। ‘দ্ব্যগ্রকত্বাধেঃ’ ইত্যাদি। ষণ্ডপ্রলয়ে কোনো
কোন ধ্বংস, কোনো কোনো প্রাগভাব থাকার জন্তু দ্ব্যগ্রকত্বের তৎ-
প্রতিযোগিতাতিরিক্তবৃত্তিহেতু দ্বারা অনবচ্ছেদকত্ব (হয়) ইহাই অর্থ।
যদি বলা যায়, দ্ব্যগ্রকত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণকালবৃত্তিবিবিশিষ্ট তৎ তৎ ধ্বংসের
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকই দ্ব্যগ্রকত্ব, (কেননা) অন্যান্যবৃত্তিহেতুই অবচ্ছেদকত্ব
ইত্যাদি, সেইজন্তুই বলা হইল ‘ন হি’ ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা : ষণ্ডপ্রলয়ে লৌকিক জ্ঞানের বিনাশ হয়, কিন্তু ঐশ্বরীক
জ্ঞানের বা নিত্যজ্ঞানের বিনাশ হয় না ; সেইজন্তু ‘যদা অদৃষ্টং তদা জন্তং
জ্ঞানং’ হলে সাধারণে ‘জন্তজ্ঞান’কে বলা হইয়াছে। কেননা, জন্তজ্ঞানের
পরিবর্তে নিত্যজ্ঞানকে সাধারণে গ্রহণ করিলে ষণ্ডপ্রলয়ে ‘অদৃষ্ট’ এবং ‘নিত্য-
জ্ঞান’ উভয়ই থাকিয়া যায়, কলে হলটি সঙ্কেতহীন হইয়া যায়। সেইজন্তুই ‘যদা
অদৃষ্টং তদা জ্ঞানং’ না বলিয়া ‘জন্তং জ্ঞানং’ বিশেষভাবে উল্লেখকরা হইয়াছে ;

“বহা অদৃষ্টং তদা জ্ঞানং” বলিলে যে কোনো জ্ঞান হইতে পারে, এবং নিত্য-জ্ঞানও হইতে পারে ; এইরূপ আশঙ্কার জন্যই “জ্ঞানং জ্ঞানং” ইত্যাদিতে “জ্ঞান” পর দেওয়া হইয়াছে। আবার, বেদান্তাদি দর্শনের মতে যুক্তি বা বোধ্যক হইল নিত্যস্বরের অভিব্যক্তি। আত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃতপক্ষে কোনো রূপ নাই, তিনি বরূপতঃ আনন্দময় ; শুধুমাত্র মায়ার জন্যই ব্যবহারিক জনতত্ত্ব স্মৃতি হুঃখের অনুকূতি হয়। এই মায়ার আবরণ অপসারিত হইলেই আত্মা তাঁহার বরূপ উপলব্ধি করেন, এবং নিত্যস্বপ্ন প্রত্যক্ষ করেন, এইরূপ অবস্থাই যুক্তির অবস্থা। এখন, ষণ্ডপ্রলয়ে অনিত্য বস্তুর ধ্বংস হইলেও যুক্ত পুরুষের বিনাশ নাই, তাহার অস্তিত্ব ষণ্ডপ্রলয়ে থাকিতে পারে। যুক্ত পুরুষ ষণ্ডপ্রলয়ে থাকিলে তাহার নিত্যস্বপ্নাভিব্যক্তি বা নিত্যস্বপ্নপ্রত্যক্ষও ষণ্ডপ্রলয়ে থাকিবে। কিন্তু যুক্ত পুরুষের এই নিত্যস্বপ্ন-প্রত্যক্ষ হইল জ্ঞানজ্ঞান, কারণ, এই নিত্যস্বপ্নপ্রত্যক্ষের উৎপত্তি আছে ; তাহা হইলে কেবল বিশেষে ষণ্ডপ্রলয়ে জ্ঞানজ্ঞানেরও থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং তাহাতে ষণ্ডপ্রলয়ে জ্ঞানজ্ঞান এবং ‘অদৃষ্ট’ অর্থাৎ হেতু উভয়ই থাকিতে পারে, কলে স্থলটি আর অসঙ্কেতস্থল হইবে না, সঙ্কেতস্থল হইয়া বাইবে। এই প্রকার আশঙ্কার নিমিত্তই “হুঃখং বা” এই সাধ্যান্তর গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ, হুঃখ কখনও ষণ্ডপ্রলয়ে থাকে না, যুক্ত পুরুষেরও হুঃখ কখনো সম্ভব নহে ; সুতরাং “বহা অদৃষ্টং তদা হুঃখং” স্থলটি অবশ্যই অসঙ্কেতস্থল। এই অসঙ্কেতস্থলে হেতুধিকরণে অর্থাৎ ষণ্ডপ্রলয়ে তাৎকালিক তৎক্ষণীয় সমস্ত হুঃখের অভাব থাকিলেও হুঃখস্বাবচ্ছিন্নের অভাব থাকে না ; কারণ, প্রলয় ভিন্ন অন্য দেশে হুঃখ থাকিয়া যায়। কলে হেতুধিকরণে ‘হুঃখ’ বা সাধ্যের অভাব না ধরিয়া অন্য অভাব ধরিতে হয়, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে বা ‘হুঃখস্ব’ হইতে ভিন্ন হওয়ার অসঙ্কেতুতে লক্ষণ সম্বন্ধের কলে অভিব্যাপ্তি হইয়া যায়। এস্থলে, অর্থাৎ “বহা অদৃষ্টং তদা হুঃখং” স্থলে যে অভিব্যাপ্তির কথা বলা হইল তাহাতে একটি আপত্তি উঠিতে পারে। কার্যমাত্রের প্রতি, অর্থাৎ প্রত্যেক কার্যের প্রতি অদৃষ্ট হইল কারণ ; তাহা হইলে, মহাপ্রলয় বেহেতু একটি কার্য সেজন্য মহাপ্রলয়ের প্রতিও অদৃষ্ট হইল কারণ ; এবং সেজন্য মহাপ্রলয়ের প্রাক্কক্ষেণ বা পূর্বকক্ষেণ অবশ্যই অদৃষ্ট থাকিবে। কিন্তু মহাপ্রলয়ের প্রাক্কক্ষেণ অদৃষ্ট থাকিলেও কোনো হুঃখ থাকে না, তৎপূর্বকই সমস্ত হুঃখের নাশ হয়, সুতরাং মহাপ্রলয়ের প্রাক্কক্ষেণ

সমস্ত দুঃখের বা দুঃখস্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস থাকে, অর্থাৎ অভাব থাকে। তাহা হইলে মহাপ্রলয়ের প্রাক্কক্ষণকে হেতুধিকরণ ধরিলে এই অসঙ্কেতুফলে হেতুধিকরণে অর্থাৎ মহাপ্রলয়প্রাক্কক্ষণে সামান্ততঃ দুঃখের বা দুঃখস্বাবচ্ছিন্নের অভাব কল্পিত হইতে পারে। কলে এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যভাচ্ছেদক অর্থাৎ ‘দুঃখত্ব’ একই হওয়ার অসঙ্কেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে না। দুঃখ নাশের হেতু বা কারণ হইল স্বসাক্ষাৎকার; সুতরাং মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণে দুঃখ থাকা অসম্ভব। কারণ, মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণে সমস্ত কার্যাব্রব্যের নাশ হয়; ঐ ক্ষণে দুঃখ থাকিলে দুঃখ নাশের জন্ত পরক্ষণে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ক্ষণে দুঃখের স্বসাক্ষাৎকার স্বীকার করিতে হয়, কেননা, স্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত যখন দুঃখ নাশ হয় না, তখন মহাপ্রলয়ক্ষণে স্বসাক্ষাৎকার হওয়ার পর মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণস্থিত দুঃখ নাশ হয় বলিতে হয়। কিন্তু, মহাপ্রলয়ক্ষণে যখন সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই ক্ষণে দুঃখের সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না; মহাপ্রলয়ক্ষণে দুঃখের সাক্ষাৎকার অবিধিত অর্থাৎ অজ্ঞাত; যাহা অজ্ঞাত বা যাহা কখনও জানা যায় না তাহার কোনো প্রমাণ নাই। প্রমাণ না থাকাতে, অর্থাৎ প্রমাণাভাব হওয়াতে মহাপ্রলয়ক্ষণে দুঃখের স্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা দুঃখনাশ স্বীকার করা যায় না, এবং মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণে দুঃখ থাকিতেই পারে না; কলে, মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণে দুঃখস্বাবচ্ছিন্নের অভাব থাকাতে অতিব্যাপ্তি আর হয় না। পুনরায়, হেতুধিকরণ মহাপ্রলয় না ধরিয়। ষণ্ডপ্রলয় ধরিলেও অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ, ষণ্ডপ্রলয় কখনও সর্বত্র ষুগপৎ হয় না; কোনো বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডে ষণ্ডপ্রলয় হইলে তদ্বশে দুঃখ থাকে না বটে, কিন্তু অন্য দেশে বা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে যথায় ষণ্ডপ্রলয় নাই তথায় দুঃখ অবশ্যই থাকে। এই দুঃখ, অর্থাৎ ষণ্ডপ্রলয়হীন ব্রহ্মণ্ডান্তরবর্তী দুঃখ কালিকসম্বন্ধে কালে বা সর্বকালে অবশ্যই থাকে। এবং তাহা হইলে, কালিকসম্বন্ধে ষণ্ডপ্রলয়হীন ব্রহ্মণ্ডান্তরবর্তী দুঃখ ষণ্ডপ্রলয়বান্ দেশে অবশ্যই থাকিবে। ষণ্ডপ্রলয়বান্ দেশে দুঃখ থাকিলে “যদা অদৃষ্টং তদা দুঃখঃ” শ্লোকটি আর অসঙ্কেতুফল থাকিবে না, সঙ্কেতুফল হইয়া যাইবে। এবং শ্লোকটি সঙ্কেতুফল হইলে লক্ষণ সমন্বয়ের কলে আর অতিব্যাপ্তির কোনো আশঙ্কাই থাকে না। এই প্রকার আপত্তি এবং আশঙ্কার জন্তই “যদা তদাদৃষ্টং তদা তদীকং জ্ঞানং” এই শ্লোকটির অঙ্গসরণ করা হইয়াছে।

“যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং” ইহা একটি বিশেষ স্থল। সামান্ততঃ অদৃষ্টকে হেতু এবং সামান্ততঃ জ্ঞানকে সাধ্য ধরিলে অভিব্যাপ্তি ব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে বলিয়া “যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং” এই বিশেষ স্থল গ্রহণ করা হইল। যৎপ্রলয়ে কোনো ব্যক্তি-বিশেষের “অদৃষ্ট” থাকিলে সেই ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান, অর্থাৎ ‘তদীয় জ্ঞান’ নিশ্চয় তদ্বার থাকিবে না; সামান্ততঃ জ্ঞানের সম্পর্কে প্রস্থের অবকাশ থাকিলেও যৎপ্রলয়ে কোনো ব্যক্তিবিশেষের—যে ব্যক্তি অবশ্যই দৃষ্ট পুরুষ নহেন—ধ্বংসের পর সেই ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান অবশ্যই থাকিবে না। তাহা হইলে “যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং” স্থলটি অবশ্যই অসঙ্গতস্থল হইবে। আর যৎপ্রলয়ই বা কেন, সূর্য্যপ্তিকালীন অবস্থারও ব্যক্তির জ্ঞানের, অর্থাৎ জ্ঞানজ্ঞানের বিনাশ হয়, এবং সূর্য্যপ্তিতে তদ্ব্যক্তির অদৃষ্ট থাকে। সুতরাং যৎপ্রলয়ে তো বটেই, সূর্য্যপ্তিকালেও ‘তত্তাদৃষ্ট’ থাকে, কিন্তু ‘তদীয় জ্ঞান’ থাকে না। ইহাতেই ব্যভিচার, অর্থাৎ স্থলটি সে অসঙ্গতস্থল তাহা, পরিষ্কৃত হইতেছে। এখন, “যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং” এই অসঙ্গতস্থলে অভিব্যাপ্তি হয়। কারণ, যৎপ্রলয়ে বা সূর্য্যপ্তিতে অর্থাৎ হেতুধিকরণে ‘তদীয় জ্ঞানের’ সামান্ততঃ অভাব ধরা যায় না। কারণ, জ্ঞান এক নহে, বহু; অর্থাৎ ব্যক্তির জ্ঞান বহুপ্রকার হয়। যৎপ্রলয় বা সূর্য্যপ্তিতে ব্যক্তির কোনো কোনো জ্ঞানের ধ্বংস হয়, আবার যৎপ্রলয়ের পর তত্তাদৃষ্ট-বান্ ব্যক্তির উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকায় ঐ ব্যক্তির কোনো কোনো জ্ঞানের প্রাগভাব যৎপ্রলয়ে থাকে; সূর্য্যপ্তির ক্ষেত্রেও সূর্য্যপ্তিতে কোনো কোনো জ্ঞানের ধ্বংস হয়, এবং সূর্য্যপ্তির পর জ্ঞান অবস্থার জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকায় সূর্য্যপ্তিতে কোনো কোনো জ্ঞানের প্রাগভাব থাকে। কিন্তু, কোনো স্থলে এক বিষয়ের ধ্বংসাত্মক এবং অন্য বিষয়ের প্রাগভাব থাকিলে তদ্বার তৎ তৎ বিষয়ের সামান্ততঃ অভাব অর্থাৎ তৎপুরুষীয় জ্ঞানদ্বাবচ্ছিন্নের অভাব ধরা যায় না; সুতরাং, এইরূপে যৎপ্রলয়ে বা সূর্য্যপ্তিতে ‘তদীয় জ্ঞানে’র সামান্ততঃ অভাব ধরা যায় না। ‘তদীয় জ্ঞানে’র সামান্ততঃ অভাব অর্থাৎ সাধ্যাত্মক (তৎপুরুষীয় জ্ঞানদ্বাবচ্ছিন্নের অভাব) হেতুধিকরণে ধরা সম্ভব না হইলে অন্য অভাব ধরিতে হইবে, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে অর্থাৎ ‘তদীয়-জ্ঞান’ হইতে ভিন্ন হওয়ার অসঙ্গতস্থলে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অভিব্যাপ্তি হইয়া বাইবে। “যদা” শব্দ:

তদা ব্যুৎকং” হলেও এইপ্রকারে অতিব্যাপ্তি অনিবার্য হইয়া পড়ে। খণ্ড-
প্রলয়ে কোনো কোনো ব্যুৎকের ধ্বংস, কোনো কোনো ব্যুৎকের প্রাগভাব
উক্তপ্রকারে থাকে, এবং তাহাতে খণ্ডপ্রলয়ে বা হেত্বধিকরণে সামান্ততঃ
ব্যুৎকের অর্থাৎ ব্যুৎকত্বাবচ্ছিন্নের বা সাধ্যের অভাব ধরা যায় না, অন্ত্র অভাব
ধরিতে হয়, এবং এইভাবে এই অসঙ্কেতস্থলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়।
নিরস হইল যে, অভাবীয় প্রতিযোগিতার অন্যান এবং অনতিরিক্ত
বৃত্তিভবিশিষ্ট বে ধর্ম সেই ধর্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে। খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ
ব্যুৎকাভাবের প্রতিযোগিতা ব্যুৎকত্ব হইতে ন্যূনবৃত্তিভবিশিষ্ট এবং ব্যুৎকত্ব
(অর্থাৎ সামান্ততঃ ব্যুৎকত্ব) খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ ব্যুৎকাভাবীয় প্রতিযোগিতা
হইতে অতিরিক্ত বৃত্তিভবিশিষ্ট। সুতরাং, সামান্ততঃ ব্যুৎকত্ব খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ
ব্যুৎকাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে না, ইহা উক্ত অভাবীয়
প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ; অর্থাৎ, তাহা হইলে সামান্ততঃ ব্যুৎকের বা
ব্যুৎকত্বাবচ্ছিন্নের অভাব খণ্ডপ্রলয়ে ধরা যায় না, খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ অভাবের
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সামান্ততঃ ব্যুৎকত্ব নয়। এবং তাহাতে হেত্বধিকরণে
আর সাধ্যাভাব ধরা যায় না, কলে অতিব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। এস্থলে
অবশ্য বলা যায় যে, অভাবীয় প্রতিযোগিতার অন্যানবৃত্তিভবিশিষ্ট হইলেই
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে, অনতিরিক্তবৃত্তিভবিশিষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই;
তাহা হইলে, অর্থাৎ এইরূপ বলিলে সামান্ততঃ ব্যুৎকের অর্থাৎ ব্যুৎকত্বাব-
চ্ছিন্নের অনধিকরণ যে খণ্ডপ্রলয় তৎকালবৃত্তিভবিশিষ্ট বে তৎ তৎ ব্যুৎকের
(অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ ব্যুৎকসমূহের) ধ্বংস, সেই ধ্বংসাভাবের প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদক হইবে ব্যুৎকত্ব, অর্থাৎ সামান্ততঃ ব্যুৎকত্ব। এই ব্যুৎকত্ব
খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতা হইতে অবশ্যই অন্যানবৃত্তিভবিশিষ্ট।
তাহা হইলে, খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ বা হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদক হইবে ব্যুৎকত্ব, এবং সাধ্যাবচ্ছেদকও হইল ব্যুৎকত্ব ; এইরূপে হেতু-
মিথিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যাবচ্ছেদক না হওয়ার “তদা
ব্যুৎকং” এই অসঙ্কেতস্থলে আর লক্ষ্য যায় না, কলে অতিব্যাপ্তির
আশঙ্কাও থাকে না। এইপ্রকার কথা বলিয়া অতিব্যাপ্তি বারণ করা যায় এই
আশঙ্কাতেই দীর্ঘাধিকার “ন হি” ইত্যাদি প্রবৃত্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

নীতি—ন হি তয়োঃ সামান্ত্যভাবদ্বাবধিমতেহপি এক-
বিশেষপ্রাগভাববিশেষান্তরংসবভ্যপি সময়ে সামান্ত্যবচ্ছিন্নকংস-
প্রাগভাবয়োঃ সম্ভব ইতি চেৎ ন ;

অনুবাদ : তদুভয়ের (ধ্বংস এবং প্রাগভাব এতদুভয়ের) সামান্ত্যভাব-
দ্বাবধিমতেও এক বিশেষের প্রাগভাব এবং বিশেষান্তরের ধ্বংসাত্মকবান্
সময়ে বা কালে সামান্ত্যবচ্ছিন্ন ধ্বংসপ্রাগভাব সম্ভব হয় না;—যদি একরূপ বলা
যায়,—তাহা বলা যায় না ;

ব্যাখ্যা : অনেকে কোনো স্থলে কোনো বস্তুর ধ্বংস থাকিলে বা
কোনো বস্তুর প্রাগভাব থাকিলে তদ্বার সেই বস্তুর সামান্ত্যভাব স্বীকার
করেন। কিন্তু এই মত স্বীকার করিলেও, অর্থাৎ ধ্বংস এবং প্রাগভাবের
সামান্ত্যভাব স্বীকার করিলেও কোনো কালে বা সময়ে এক বিশেষের
প্রাগভাব এবং অন্ত বিশেষের ধ্বংস থাকিলে সেই কালে তৎ তৎ বস্তুর ধ্বংস-
প্রাগভাব স্বীকার করা যায় না। যৎপ্রলয়ে তাৎকালিক সমস্ত দ্রব্যের ধ্বংস
থাকে বলিয়া তৎকালে দ্রব্যের সামান্ত্যভাব স্বীকারের কথা অনেকে বলিতে
পারেন। কিন্তু, এই মতাবধিগণের পক্ষেও ঐরূপ স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত
হইবে না। কারণ, যৎপ্রলয়ে তাৎকালিক সমস্ত দ্রব্যের ধ্বংস হইলেও
ব্রহ্মাণ্ডান্তরবর্তী দ্রব্য থাকিয়া যায়, আবার, ভবিষ্যতে সৃষ্টির সময়ে দ্রব্যের
সম্ভাবনা থাকায় যৎপ্রলয়ে অন্ত দ্রব্যের প্রাগভাবও থাকে ; এইরূপে কিছু
বিশেষ দ্রব্যের ধ্বংস এবং অন্ত বিশেষ দ্রব্যের প্রাগভাব যৎপ্রলয়ে থাকায়
তৎকালে অর্থাৎ যৎপ্রলয়ে সামান্ত্যবচ্ছিন্ন দ্রব্যের ধ্বংসপ্রাগভাব থাকিতে
পারে না ; অর্থাৎ সামান্ত্যবচ্ছিন্ন দ্রব্যের অভাব বা দ্রব্যবচ্ছিন্নের অভাব
যৎপ্রলয়ে থাকিতে পারে না। অর্থাৎ, কোথাও এক বিশেষের ধ্বংস এবং
বিশেষান্তরের প্রাগভাব থাকিলে তদ্বার সেই বস্তুর সামান্ত্যভাব অভাব ধরা যায়
না। এই ভাবে যৎপ্রলয়ে সামান্ত্যভাব দ্রব্যের অভাব বা সামান্ত্যভাব ধরা
সম্ভব না হইলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়।

“ইতি চেৎ”—অর্থাৎ “অথ বহা গোহং তদা গোঃ” ইত্যাদি স্থলে পূর্বোক্ত
বহুপ্রকার কথা বলিয়া যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছে তাহা যদি
বলা যায়, অর্থাৎ উক্ত অতিব্যাপ্তি এবং ঐ প্রসঙ্গে একই প্রকার বহু অতি-
ব্যাপ্তির আশঙ্কার কথা ঐরূপ ভাবে যদি বলা যায় ;—“ন”—অর্থাৎ, তাহা

বলা যায় না। অর্থাৎ “যদা গোলং তদা গৌঃ” হলে উক্তপ্রকার অতিব্যাপ্তি হয় না।

জাগদীশী—ঋংসাদিপ্রতিযোগিতায়াং গোহাদিধর্মাবচ্ছিন্নত্বে মানাভাবঃ গোনীষ্টা ইত্যাদি প্রতীতে: গোপ্রতিযোগিকঋংসান্তবগাহিতয়া অপি উপপত্তে: বাধনিশ্চয়াদিপ্রতিবন্ধকত্বাত্তুরোধেন এব ভেদাত্যস্তাভাবয়ো: গোহাত্তবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বোপগমাৎ। ন চ এবমপি তদেগাহাবচ্ছিন্নবস্তাবুজ্জি প্রতি তদেগাহাবচ্ছিন্নাভাববস্তানিশ্চয়ত্বেন বিরোধিতয়া তদগবাত্যস্তাভাবস্ত ইব তদেগাধ্বংসস্ত অপি তদেগাহাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বম্ আবশ্যকম্ ইতি বাচ্যম্। এক-সম্বন্ধেন তদগবাত্যস্তাভাবগ্রহে অপি সম্বন্ধান্তরেণ তদেগামস্তাবুজ্জ্যুৎপাদাৎ সম্বন্ধবিশেষমন্তর্ভাব্যাব অত্যস্তাভাবগ্রহস্ত প্রতিবন্ধকতয়া ঋংসবস্তাগ্রহসাধারণ্যাসম্ভবাৎ ইত্যশয়েন আহ মতেহপি ইতি।

অনুবাদ : ঋংসাদি প্রতিযোগিতার গোহাদি ধর্মাবচ্ছিন্নের প্রমাণাভাব (হয়), “গোনীষ্টা” ইত্যাদি প্রতীতিতে গোপ্রতিযোগিক ঋংসাদি জ্ঞানেরই উপপত্তি (হয়); (কারণ), বাধনিশ্চয়াদি প্রতিবন্ধকত্বাদি অনুরোধের দ্বারাই ভেদ (এবং) অত্যস্তাভাবের গোহাদি অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বের উপগম হয় বলিয়া। তদেগাহাবচ্ছিন্নবস্তা বুজ্জির প্রতি তদেগাহাবচ্ছিন্নাভাববস্তা নিশ্চয়ের দ্বারা বিরোধিতা হওয়ার তদগবাত্যস্তাভাবের দ্বারা তদেগাধ্বংসেরও তদেগাহাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব আবশ্যক (হয়), এরূপও বলা যায় না। (কারণ), এক সম্বন্ধের দ্বারা তদগবাত্যস্তাভাব জ্ঞানেও সম্বন্ধান্তরের দ্বারা তদেগামস্তাবুজ্জি উৎপাদিত হওয়ার সম্বন্ধবিশেষ চিন্তার দ্বারাই অত্যস্তাভাবজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা হওয়ার ঋংসবস্তাজ্ঞানের (সম্বন্ধ) সাধারণ্য বশত: (উক্তরূপ প্রতিযোগিতা) অসম্ভব হয় বলিয়া এই আশঙ্কার দ্বারাই “মতেহপি” ইত্যাদি বলা হইল।

ব্যাখ্যা : অতাবীর প্রতিযোগিতাতিকে শুধুমাত্র অন্যান্যবৃত্তিবিষিষ্ট

বরিতা খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ ব্যাপ্তকাত্যবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ব্যাপ্তক হওয়ার
কলে “বহা স্পন্দঃ তথা ব্যাপ্তকং” হলে অভিযান্ত্রিকি বারনের আশঙ্কা করিয়া
বসুনাথ “ন হি” ইত্যাদি কথার দ্বারা বলিতেছেন যে, ঐক্লপ ভাবে উক্তক্লপে
অভিযান্ত্রিকি বারণ সম্ভব নহে। কারণ, ধ্বংসাত্মক এবং প্রাগভাবের প্রতি-
যোগিতা সামান্যতঃ সম্ভাব্য হইয়াছে না। ধ্বংসাত্মকে যে পদার্থের ধ্বংস সেই
পদার্থপ্রতিযোগিক ধ্বংসজ্ঞানেরই উপপত্তি বা অভ্যুপগম হয়। “গোক্ষংস”
বলিলে গোপ্রতিযোগিকধ্বংস এই জ্ঞানই হয়। ‘গোক্ষংস’ বলিলে গোদ্ব-
ন্দ্ব্যবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব প্রতীত হয় না। প্রাগভাবের ক্ষেত্রেও
এই প্রকার হয়। অত্যন্তাত্মক এবং অন্তোক্তাত্মকের ক্ষেত্রে কিন্তু তদ্ব্যবচ্ছিন্ন
প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রতীতি হয়। ঘটাত্মাত্মক বলিলে ঘটদ্ব্যবচ্ছিন্ন
ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাকাত্মক এই প্রতীতিই হয়। অন্তোক্তাত্মকের ক্ষেত্রেও
এইরূপ হয়। অত্যন্তাত্মক এবং অন্তোক্তাত্মকের ক্ষেত্রে এইপ্রকার তদ্ব্যবচ্ছিন্ন
প্রতিযোগিতাক অভাব প্রতীত হইবার কারণ হইল এই সমস্ত স্থলে
বাধনিশ্চয়াদি প্রতিবন্ধক থাকে। তদ্ব্যবচ্ছিন্নতাভাববান্ বা তদগত্যাত্মক-
তাভাবান্ বুদ্ধির প্রতি তদ্ব্যবচ্ছিন্নতা বা তদগম্যমান্ বুদ্ধি হইল প্রতিবন্ধক ;
‘তদগম্যমান্’ এই বুদ্ধি বা নিশ্চয় হইলে ‘তদগত্যাত্মকতাভাব’ বুদ্ধি হইতে পারে
না। বিপরীতভাবে, ‘তদগম্যমান্’ বা ‘তদগম্যাত্মকতাভাব’ বুদ্ধির প্রতি
‘তদগত্যাত্মকতাভাববান্ বা ‘তদগম্যাত্মকতাভাববদ্ধা’ বুদ্ধি হইল প্রতিবন্ধক ;
অর্থাৎ ‘তদগম্যাত্মকতাভাববদ্ধা’ বুদ্ধি নিশ্চয় হইলে ‘তদগম্যাত্মকতাভাববদ্ধা’
এই বুদ্ধি আর হয় না। অন্তোক্তাত্মকের ক্ষেত্রেও এইরূপ হয়। কিন্তু, ধ্বংস
এবং প্রাগভাবের ক্ষেত্রে এইরূপ কোনো প্রতিবন্ধক নাই। কোনো ঘট ধ্বংস
হওয়ার পর সেই ধ্বংসাত্মকের প্রতিবন্ধক আর কে হইবে ? ঐ ধ্বংসাত্মকের
প্রতিযোগী যে ঘট তাহা ধ্বংস হওয়ার পর আর কোনোদিকেই থাকে না।
প্রাগভাবের ক্ষেত্রেও একই প্রকার হয়। অর্থাৎ যে ঘটের প্রাগভাব আছে
তাহার প্রতিবন্ধক কে হইবে ? ঘট উৎপন্ন হইলে প্রাগভাব তো আর
থাকিবেই না। কোনো বিশেষ ঘটের প্রাগভাব জনিত বুদ্ধির প্রতি প্রতি-
বন্ধক কোনো বুদ্ধি তো আমাদের হয় না ; ‘আম্নঃ ঘটঃ প্রাগভাববান্’ বুদ্ধির
প্রতি ঘটবান্ বুদ্ধি প্রতিবন্ধক নহে। এইরূপে, ধ্বংসাত্মকতা বুদ্ধির প্রতি
প্রতিবন্ধক কোনো বুদ্ধি নাই। এইভাবে, ধ্বংস এবং প্রাগভাবের ক্ষেত্রে
বাধনিশ্চয়াদি কোনো প্রতিবন্ধক না থাকায় ধ্বংস এবং প্রাগভাবের প্রতি-

যোগিভাতে তৎপ্রতিযোগিক ধ্বংস বা তৎপ্রতিযোগিক প্রাগভাব এই জ্ঞানই (যে বস্তুর ধ্বংস বা প্রাগভাব ধরা হইবে তাহাই 'তৎ') হয়। তদ্ব্যবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিক ধ্বংস বা তদ্ব্যবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক প্রাগভাব এই জ্ঞান হয় না। সুতরাং, খণ্ডপ্রলয়ে দ্ব্যণ্বকের ধ্বংস থাকায় সেই ধ্বংসাত্মক দ্ব্যণ্বকদ্ব্যবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিক ধ্বংসাত্মক হইবে না; অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ দ্ব্যণ্বকধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সামান্ততঃ দ্ব্যণ্বকত্ব হইবে না। অতএব খণ্ডপ্রলয়ে দ্ব্যণ্বকধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্ব্যণ্বকত্ব না হইলে আর "বদা ন্পন্দঃ তদা দ্ব্যণ্বকং" স্থলে অভিযাপ্তি বারণ সম্ভব হইবে না। এস্থলে বলা যায় যে, 'তদঙ্গোদ্ব্যবচ্ছিন্নাত্মকবস্থা' বুদ্ধির প্রতি যেমন 'তদঙ্গোদ্ব্যবচ্ছিন্নবস্থা' বুদ্ধি প্রতিবন্ধক এবং 'তদঙ্গোদ্ব্যবচ্ছিন্নাত্মক' যেমন 'তদঙ্গোদ্ব্যবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাত্মক' হয়, সেইরূপ 'তদঙ্গধ্বংসের' ক্ষেত্রেও 'তদঙ্গোদ্ব্যবচ্ছিন্নবস্থা' বুদ্ধি 'তদঙ্গধ্বংসের' প্রতিবন্ধক হউক, এবং 'তদঙ্গধ্বংসাত্মক' 'তদঙ্গোদ্ব্যবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাত্মক' হউক, অর্থাৎ 'তদঙ্গধ্বংসের'ও তদঙ্গোদ্ব্যবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব থাকুক। কিন্তু, এরূপ বলা যায় না; কারণ, অত্যন্তাভাবের ক্ষেত্রে এক সম্বন্ধে অত্যন্তাভাবের বুদ্ধি বা জ্ঞান হইলেও অন্তসম্বন্ধে তদ্ব্যবচ্ছিন্নবুদ্ধি বা জ্ঞান হইতে পারে। এক সম্বন্ধে তদঙ্গবাত্যন্তাভাব জ্ঞান হইলেও ভিন্ন সম্বন্ধে তদঙ্গোদ্ব্যবচ্ছিন্ন বুদ্ধি সহজেই হইতে পারে। প্রান্তরাদি দেশে সমবায় সম্বন্ধে 'গো' এর অভাব সকল সময়েই থাকে, আবার তদ্ব্যবচ্ছিন্নে সংযোগসম্বন্ধে 'গো' থাকিতে পারে; এইজন্যই অত্যন্তাভাবকে সর্বদাই সম্বন্ধ বিশেষের দ্বারা বলিতে হয়। অন্তোদ্ব্যবচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রেও এইরূপ হয়। অত্যন্তাভাবকে বৈরূপ সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা বলিতে হয়, অত্যন্তাভাবের প্রতিবন্ধককেও সেইরূপ সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা বলিতে হয়। কিন্তু, ধ্বংস এবং প্রাগভাব কোনো সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা বিশেষিত হয় না। কোনো ঘট ধ্বংস হওয়ার পর সেই ধ্বংসাত্মক কোনো বিশেষ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না; সংযোগ, বা সমবায়, বা অন্ত কোনো বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারা ঐ ধ্বংসাত্মককে বিশেষিত করা যায় না; প্রাগভাবের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম। ধ্বংসাত্মকতার ক্ষেত্রে ধ্বংসবস্থা বুদ্ধির, এবং প্রাগভাবের ক্ষেত্রে প্রাগভাববস্থা বুদ্ধির এইরূপ সম্বন্ধ সাধারণ্য থাকায় (অর্থাৎ ইহাদের কোনো বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া যে কোনো সম্বন্ধ সম্ভব হওয়ার সম্বন্ধ সাধারণ্য থাকে) উক্তরূপ প্রতিযোগিতা অসম্ভব হয়; অর্থাৎ তদঙ্গধ্বংসের তদঙ্গোদ্ব্যবচ্ছিন্ন প্রতি-

যোগিতা সম্ভব হয় না। সুতরাং, ব্যত্য়কধ্বংসের প্রতিযোগিতাবল্লেক কোনো প্রকারেই ব্যত্য়কত্ব হইতে পারে না ; এবং “যদা স্পন্দঃ তদা ব্যত্য়কং” হলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এইরূপ চিন্তা করিয়াই “যতেহপি” কথাটি দীর্ঘিতিগ্রহে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, ধ্বংসপ্রাগভাবের সামান্তাভাববল্লেক যতেও, অর্থাৎ ধ্বংস এবং প্রাগভাবের সামান্তাভাব যদি বীকার করা যায় তাহা হইলেও ধ্বংসপ্রাগভাবের তত্ত্বমাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব কোনো প্রকারেই সম্ভব হয় না।

দ্বীষিতি—প্রতিযোগিত ইব ধ্বংসাদিমতোহপি কালম্যাত্যস্তা-
ভাববল্লেকবিরোধাৎ, অন্তথা অত্যস্তাভাবস্য কালমাত্রাবৃত্তি-
প্রসঙ্গাৎ।

অনুবাদ : (তাহা বলা যায় না, কারণ,) প্রতিযোগিতান্ (কালের)
স্তায় ধ্বংসাদিমান্ কালেরও অত্যস্তাভাববল্লেক বিরোধ হয় না বলিয়া।
অন্তথা অত্যস্তাভাবের কালমাত্রের অবৃত্তিত্ব প্রসঙ্গ হয় বলিয়া (তাহা বলা
যায় না)।

ব্যাখ্যা : প্রাচীনেরা অত্যস্তাভাবকে ত্রিতরপ্রতিযোগিক বলিয়াছেন ;
ধ্বংস, প্রাগভাব এবং প্রতিযোগী এই তিনটিই হইল অত্যস্তাভাবের প্রতি-
যোগী। দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে, প্রতিযোগিতান্ যে কাল—অর্থাৎ ঘট-
ভাবের প্রতিযোগী যে ঘট, সেই ঘটবান্ যে কাল—তাহাতে অর্থাৎ সেই
কালে অত্যস্তাভাব থাকে। যদা, ঘটাত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী যে ঘট তাহাও
কালে থাকে এবং ঘটাত্যস্তাভাবও কালে থাকে। এইরূপ প্রতিযোগিতান্ যে
কাল তাহাতে প্রতিযোগী থাকিলেও যেরূপ অত্যস্তাভাব থাকিতে পারে,
সেইরূপ ধ্বংসাতাব ও প্রাগভাব (অত্যস্তাভাবের অপর দুই প্রতিযোগী)
কালে থাকিলেও সেই কালে অত্যস্তাভাব থাকার কোনো বাধা নাই। ইহা
বীকার না করিলে কালমাত্রোভেদেই, অর্থাৎ সর্বকালেই অত্যস্তাভাবের অবৃত্তিত্ব
প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ অত্যস্তাভাব থাকিতে পারিবে না। কেননা,
কোনো বস্তু যখন ধ্বংস হয় তখন সেই ধ্বংস হইতে কালেই থাকিবে, প্রাগ-

জ্ঞানও কালে থাকে, এবং সেই বস্তুর অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীরূপে সেই বস্তু
 নিজেও কালে থাকে। সুতরাং কোনো কালে প্রতিযোগী, কোনো কালে
 ধ্বংসাত্মক, এবং কোনো কালে প্রাগভাব থাকিবেই, কালে অত্যন্তাভাব
 থাকিবে কোথায়? যে কালই ধরা হউক না কেন, হয় প্রতিযোগী, অথবা
 ধ্বংসাত্মক, অথবা প্রাগভাব কোনো না কোনো কালে থাকিয়া যাইবে;
 অত্যন্তাভাবের সহিত এই তিনটিরই বিরোধিতা থাকিলে অত্যন্তাভাব কোনো
 কালেই থাকিতে পারে না। এইরূপে কোনো অত্যন্তাভাবই কোনো কালে
 থাকিবে না; কিন্তু তাহা তো আর হইতে পারে না, কারণ অত্যন্তাভাবের
 লক্ষণ হইল: 'সদাতনসংগাভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ'; সদাতন অর্থাৎ সর্বকালবৃত্তি
 যে অভাব তাহাই অত্যন্তাভাব, অতএব অত্যন্তাভাব কোনো কালেই না
 থাকিলে থাকিবে কোথায়? সুতরাং কালে ধ্বংসাত্মক থাকিলে সেই কালে
 অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে; কালে ধ্বংসরূপ প্রতিযোগী অত্যন্তাভাব থাকার
 বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহা হইলে "বদা গোত্বং তদা গোঃ" স্থলে
 অতিব্যাপ্তি আর হয় না। কারণ, মহাপ্রলয়ে গোধ্বংস থাকিলেও তৎকালে
 গবাত্যন্তাভাব থাকার কোনো বাধা হয় না। মহাপ্রলয়ে গবাত্যন্তাভাব
 (বা হেতুধিকরণে সাধ্যাত্মক) থাকিলেই সেই অভাবের প্রতিযোগিতাব-
 ছেদক হইবে 'গোত্ব' এবং সাধ্যাত্মকচ্ছেদকও হইবে 'গোত্ব', কালে হেতুমগ্নিষ্ট
 অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যাত্মকচ্ছেদক না হওয়ায় এই অসন্ধেতু-
 স্থলে লক্ষণ সম্বন্ধ হয় না, এবং সেইজন্য অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর
 থাকে না।

জাগদীশী—ননু প্রতিযোগিমত ইবেত্যসিদ্ধং তত্রাপি অত্যন্তা-
 ভাবানভ্যুপগমাৎ অত আহ অন্তর্থেতি। অত্যন্তাভাবস্তেতি গোত্বা-
 দিনা গবাত্যন্তাভাবস্যেত্যর্থঃ, তেন গগনাত্মকভাবস্য গোবিশিষ্টগোত্বা-
 ভাবস্য চ প্রলয়বৃত্তিচ্ছেপি ন ক্ষতিঃ। তত্র অত্যন্তাভাবস্য দৈশিক-
 বিশেষণতয়া কালমাত্রাবৃত্তিঞ্চ প্রোচৈবিত্তমেব সদাতনত্বব্যবহারস্য
 কালিকবিশেষণতয়া এব সম্ভবাদিতি তু বিভাবনীয়ম্। ননু প্রতি-

যোগিবিশিষ্টেহি কালে তদত্যস্তাভাবসঙ্গে গবাবচ্ছেদন ইদানীং
গোছ নাস্তিত্যপি প্রতীতঃ স্যাৎ, অভ আহ ইরাংস্ত ইতি ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, “প্রতিযোগিমত ইব” ইত্যাদি অসিদ্ধ,
(কারণ) তদ্ব্যবহ (অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্ কালেও) অত্যস্তাভাবের অত্যা-
গম হয় না বলিয়া, সেইজন্য বলা হইল “অন্তথা” ইত্যাদি । “অত্যস্তাভাবস্ত”
ইত্যাদি (হইল) গোত্বাদিবিশিষ্ট ‘গবাত্যস্তাভাবস্ত’, ইহাই অর্থ ; তাহাতে
গগনাদি অভাবের এবং গোবিশিষ্ট গোত্বাভাবের প্রলয়বৃত্তি হইলেও কতি
হয় না । তাহাতে দৈনিকবিশেষণভাসসঙ্গে অত্যস্তাভাবের কালমাত্র
অবৃত্তি প্রাচীনগণের ইষ্টই, কিন্তু, সদাতনত্বব্যবহারের কালিকবিশেষণভা-
সসঙ্কেত দ্বারাই সম্ভব হয় বলিয়া ইহা চিন্তনীয় । যদি বলা যায়—প্রতি-
যোগিবিশিষ্ট হইলেও কালে তদত্যস্তাভাব থাকে, (তাহা হইলে) “ইদানীং
গবাবচ্ছেদে গোছ নাস্তি”—অর্থাৎ এই কালে গবাবচ্ছেদে গোছ নাই—
ইত্যাদিরও প্রতীতি হউক ; সেইজন্যই বলা হইল, “ইরাংস্ত” ইত্যাদি ।

ব্যাখ্যা : দীর্ঘিতিগ্রহে বলা হইয়াছে যে, প্রতিযোগিমান্ কালে বেক্লপ
অত্যস্তাভাব থাকে, সেইরূপ ধ্বংস ও প্রাগভাববান্ কালেও অত্যস্তাভাব
থাকে । কিন্তু, প্রাচীনমতে ইহা অসিদ্ধ ; কারণ প্রাচীনেরা প্রতিযোগিমান্
কালেও অত্যস্তাভাব স্বীকার করেন না । প্রাচীনমতে অত্যস্তাভাব ত্রিতর-
প্রতিযোগিক হওয়ার প্রাগভাব, ধ্বংস এবং প্রতিযোগী এই তিনটির অধিকরণ
কালে অত্যস্তাভাব থাকে না । এই আশঙ্কায় “অন্তথা” ইত্যাদি বলা হইল ।
অর্থাৎ, অত্যস্তাভাব কথার অর্থ হইল গোত্বাদিবিশিষ্ট গবাত্যস্তাভাব, ঘটত্ব-
বিশিষ্ট ঘটাত্যস্তাভাব ইত্যাদি ; এইরূপ অর্থেই অত্যস্তাভাবকে গ্রহণ করা
হইয়াছে । এইরূপ না হইলে প্রলয়ে বা প্রলয়কালে গগনের অত্যস্তাভাব
শাকিতে বাধা হয় না । গগন কোথাও কখনও থাকে না, সুতরাং,
কালে বা প্রলয়কালেও থাকে না ; কিন্তু অত্যস্তাভাবের কালমাত্রাবৃত্তি
(কালমাত্রাবৃত্তি = কালমাত্রাবৃত্তি) বলা হইলে, অর্থাৎ কোনো অত্যস্তা-
ভাবই কালে শাকিতে পারে না এরূপ বলা হইলে প্রলয়কালে গগনাত্যস্তাভাব
শাকারও বাধা হইয়া যায় । কিন্তু কোনো বস্তুর অত্যস্তাভাব বলিতে তৎতৎ
বর্তমানবস্থির অত্যস্তাভাব বলিলে গগনাত্যস্তাভাব অর্থাৎ গগনত্ববিশিষ্ট

গগনাত্যস্তাভাব থাকিতে কোনো বাধা হয় না; সুতরাং প্রলয়কালেও গগনাত্যস্তাভাব থাকে, ইহাতে কোনো ক্ষতি হয় না। অপরদিকে, গোধ-
বিশিষ্ট গবাত্যস্তাভাব, ষট্শবিশিষ্ট ষটাত্যস্তাভাব প্রভৃতি অত্যস্তাভাব কালে থাকে এবং প্রলয়কালেও থাকে, কলে এতাদৃশ অভাবের প্রতিযোগীও কালে থাকে; অর্থাৎ এতাদৃশ অভাবীর প্রতিযোগিমৎ কালে উক্তরূপ অভাবও থাকে। এইরূপ না হইলে কালে কোনো অভাবই রাখা যাইবে না, এবং কলতঃ অত্যস্তাভাবের কালমাত্রাবৃত্তিও প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। কারণ, প্রতিযোগিমৎ কাল, ধ্বংসাধিকরণ কাল বা প্রাগভাবাধিকরণ কাল ব্যতীত আর কোনো কাল পাওয়া যায় না যাহাতে অত্যস্তাভাব থাকিতে পারে; বস্তুতঃপক্ষে এমন কোনো কাল নাই যাহাতে প্রতিযোগী থাকে না, বা ধ্বংস থাকে না বা প্রাগভাব থাকে না; সেই জন্যই দীর্ঘিতিকার বলিলেন— “কালমাত্রাবৃত্তিওপ্রসঙ্গাৎ” ইত্যাদি। এই অত্যস্তাভাবটি তত্ত্বদ্ব্যবচ্ছিন্ন বা তত্ত্বাক্তিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ধরিতে হইবে, সামান্ততঃ অভাব নহে, ইহাই জগদ্বীশব্রহ্মের অভিপ্রায়। প্রাচীনদের নিকট এই আপত্তি ইষ্টাপত্তি, অর্থাৎ কালমাত্রাে স্বরূপসম্বন্ধে অত্যস্তাভাবের অবৃত্তিও প্রসঙ্গ আসিলেও ক্ষতি নাই। স্বরূপসম্বন্ধে কালে অত্যস্তাভাবের বৃত্তিত্বাভাব বা অবৃত্তিও থাকিলেও কালিকসম্বন্ধে অত্যস্তাভাব কালে অবশ্যই থাকিবে। কালিকসম্বন্ধে সব কিছুই কাল এবং জন্ত পদার্থে থাকে, সুতরাং কালিক-সম্বন্ধে অত্যস্তাভাবও কালে থাকিবে; তাহা হইলে অত্যস্তাভাবের কাল-মাত্রাবৃত্তিও প্রসঙ্গ আর কখনই আসিবে না, এবং তাহাতে সঙ্গতনত্ব অর্থাৎ অত্যস্তাভাবের সর্বকালবৃত্তিও এই ব্যবহারও গ্রীক থাকিবে। ইহা প্রাচীনদের অভিমত; প্রাচীনরা এইরূপ বলিলে তাহা চিন্তার কারণ হইবে, কেননা, দীর্ঘিতিকারের কালমাত্রাবৃত্তিও প্রসঙ্গ তাহা হইলে অমূলক হইয়া যাইবে। কিন্তু, দীর্ঘিতিকারের ঐরূপ আশঙ্কা সহজে অস্বীকার করাও যায় না, কারণ, রঘুনাথ সর্বিশেষ চিন্তা না করিয়া ঐরূপ আশঙ্কা করেন নাই। তথাপি দীর্ঘিতিব্রহ্ম অবলম্বনে প্রাচীনদের এইরূপ ইষ্টাপত্তির উত্তর আপাততঃ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না বলিয়াই জগদ্বীশ “বিভাবনীরম্” কথাটি বলিলেন, অর্থাৎ প্রাচীনদের ঐরূপ আপত্তি বিশেষরূপে চিন্তা করা প্রয়োজন।

পুনরায় আর একটি আপত্তি করা যায়। বলা হইয়াছে যে, প্রতি-
যোগিস্থান কালে অর্থাৎ প্রতিযোগিবিশিষ্ট কালে অত্যস্তাভাব থাকিলে

কোনো বাধা নাই। তাহা হইলে, 'ইদানীং' অর্থাৎ এই কালে বা এই ক্ষণে গবাবচ্ছেদে 'গোত্বং নাস্তি' এই অভাবের প্রতীতি হউক। গোত্বাত্তাবের প্রতিযোগী হইল 'গোত্ব', এই 'গোত্ব' ইদানীং অর্থাৎ এই কালে কোনো বিশেষ 'গো'তে বা গবাবচ্ছেদে আছে ; অর্থাৎ এই কাল বা 'ইদানীং' হইল গোত্ববান্ অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্। প্রতিযোগিমান্ কালে অত্যন্তাত্তাব থাকিলে এই কালে 'গোত্ব'রূপ প্রতিযোগী আছে, নুতরাং এই কালে গবাবচ্ছেদে গোত্বাত্তাবও থাকুক। কিন্তু তাহা তো আর হইতে পারে না ; এই কালে 'গো'তে গোত্বাত্তাব কিরূপে থাকিবে ? ইহা অসম্ভব, অর্থাৎ ইদানীং গবাবচ্ছেদে গোত্বাত্তাব একান্তই অসম্ভব এবং অসুভব বিরুদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কার জন্তই বা এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়াই "ইয়াংস্ত" ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

দীর্ঘিতি—ইয়াংস্ত বিশেষ্যে বহুবচস্য দেশভেদাবচ্ছিন্নং তথাহ-
অপরস্য তু স্বরূপাবচ্ছিন্নমিতি দেশে কালস্যেব কালেহপি দেশস্যাব-
চ্ছেদকত্বাৎ, তচ্ছূন্যে চ কালে তদন্তাবস্য প্রতিযোগিব্যবস্থি-
করণত্বাৎ।

অনুবাদ : ইহাতে বিশেষ (হইল), দেশে কালের স্থায় কালেও দেশের অবচ্ছেদকত্ব থাকায় একের (প্রতিযোগিমান্ কালের) দেশভেদাবচ্ছিন্ন তথাহ (অত্যন্তাত্তাববৎ) (হয়), কিন্তু, অপরের (স্বরূপাবচ্ছিন্ন কালের) স্বরূপাবচ্ছিন্ন (তথাহ হয়), ইত্যাদি ; এবং তচ্ছূন্য কালে তদন্তাবের প্রতিযোগিব্যবস্থিকরণত্ব হয় বলিয়া (ঐরূপ হয়)।

ব্যাখ্যা : "ইদানীং গবাবচ্ছেদে গোত্বং নাস্তি" এই অভাবের প্রতীতি হয় না ; অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্ কালে অত্যন্তাত্তাব থাকিলেও ঐরূপ প্রতীতি হয় না। কারণ, এখানে বিশেষ নিয়ম আছে। দেশে যে অভাব থাকে তাহা যেমন কালকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কালে যে অভাব থাকে তাহাও দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ দেশে যে অত্যন্তাত্তাব থাকে তাহা কালকে, এবং কালে যে অত্যন্তাত্তাব থাকে তাহা দেশকে অবচ্ছেদ

করিয়া থাকে। বধা, গোষ্ঠে (অর্থাৎ দেশে) যে গবাত্যন্তাভাব থাকে তাহা মধ্যাহ্নে (অর্থাৎ কালে) থাকে, অর্থাৎ গোষ্ঠে গবাত্যন্তাভাব মধ্যাহ্নকালকে অবচ্ছেদ্য করিয়া থাকে। অতুন্নভাবে রাত্রিতে (বা কালে) যে গবাত্যন্তাভাব তাহা প্রান্তরাধি দেশকে অবচ্ছেদ্য করিয়া থাকে। এইরূপ হইলে আর 'ইদানীং' অর্থাৎ এই কালে গবাবচ্ছেদ্যে গোষ্ঠাভাব আছে বলা যায় না, কারণ, এই কালে অত্যন্তাভাব অর্থাৎ গোষ্ঠাভাব করন্য করিলে ঐ অভাবের প্রতিযোগী 'গোষ্ঠ' দেশে অর্থাৎ 'গো'তে থাকিবে, সুতরাং ইদানীং গবাবচ্ছেদ্যে গোষ্ঠাভাব চিন্ত্য করা যায় না। সেইজন্যই বলা হইল—“একস্ত দেশভেদাবচ্ছিন্নং তথাহং”—অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্ কালের, অর্থাৎ যে কালে প্রতিযোগী থাকে সেই কালের দেশভেদ অর্থাৎ প্রতিযোগ্যনাধার দেশ বা যে দেশে প্রতিযোগী নাই সেই দেশ তদবচ্ছিন্ন তথাহং অর্থাৎ অত্যন্তাভাববৎ—এইরূপ চিন্ত্য করিতে হইবে। বলা হইয়াছে যে, প্রতিযোগিমান্ কালে অত্যন্তাভাব থাকে, তাহা উক্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ যে কালে প্রতিযোগী আছে সেই কালে অত্যন্তাভাববৎ বলিলে, অর্থাৎ সেই কালে অত্যন্তাভাব আছে বলিলে, ঐ অভাব প্রতিযোগ্যনাধার দেশকে অবচ্ছেদ্য করিয়া থাকে। ধ্বংসাত্মকের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বিশেষ নিয়ম নাই। প্রাচীনমতে ধ্বংসও অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, এই প্রতিযোগিমান্ কালে বা ধ্বংসবান্ কালে অত্যন্তাভাব চিন্ত্য কোনো বিশেষ নিয়ম নাই। ঘটধ্বংসবান্ কালে তৎপ্রতিযোগিক, অর্থাৎ ঘট প্রতিযোগিক অত্যন্তাভাব স্বরূপসদৃশই থাকিতে পারে। অর্থাৎ, এই কালে ঘটধ্বংস বা গোধ্বংস আছে বলিলে এই কালে ঘটাত্যন্তাভাবও আছে বা গবাত্যন্তাভাবও আছে বলা যায়। ইহাতে কোনো ক্ষতি নাই।

এস্থলে আপত্তি করা যায় যে, “বধা গোষ্ঠং তদা গোঃ” শ্লোকটি হইল অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকশ্ল; অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকশ্বলে ‘প্রতিযোগিব্যাদিকরণ’ বিশেষণ ব্যাপ্তির লক্ষণে দ্বিতে হইবে। ‘বধা’ অর্থে কালকে ধরা হইয়াছে; প্রলয়কালে গবাত্যন্তাভাব অবশ্যই থাকে, কিন্তু শূন্যকালে গবাত্যন্তাভাব থাকে না, শূন্যকালে গবাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ ‘গো’ থাকিয়া যায়। ‘বধা’ অর্থাৎ কাল যদি হেতুধিকরণ হয়, তাহা হইলে, শূন্যকালে অর্থাৎ হেতুধিকরণে গবাত্যন্তাভাব না থাকায় বা তৎপ্রতিযোগী ‘গো’ থাকায় আর ঐ অভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ হইল না। এইজন্যই দীর্ঘতিকা বসিলেন

“তচ্ছূন্তে চ কালে” ইত্যাদি ; অর্থাৎ প্রতিযোগিসমুক্ত বে প্রলয়কাল ভাষাতে গবাত্যস্তাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে ।

জাগদীশী—একস্য প্রতিযোগিমতঃ কালস্য, দেশভেদঃ প্রতিযোগ্যনাধারদেশঃ, তথাহ্ম অত্যস্তাভাববক্তৃম্, অপরস্য ইতি ধ্বংসাদিমতঃ কালস্য, ইত্যর্থঃ । স্বরূপাবচ্ছিন্নমিতি, যস্য যদ্রূপম্ অধিকরণতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নং, তথা চ নিরবচ্ছিন্নমিত্যর্থঃ । তথাহ্মমিতি পূর্বেণ অর্থঃ । নমু ইদানীম্ অশ্বে ন গোহ্ম ইত্যাদিপ্রতীতে: কালবৃত্তিতয়া অশ্ববৃত্তিতয়া চ গোহ্মাত্যাবগাহিতয়া এব উপপত্তৌ দেশস্য কালবৃত্তিহাবচ্ছেদকে মানম্, অস্তথা গৃহে নৈদানীং গো: ইত্যাদি প্রত্যয়বশাৎ গৃহাদিদেশস্য গবাত্যস্তাভাববস্তায়ামপি কালো নাবচ্ছেদকঃ স্যাৎ । অত্রাপি গবাত্যে গৃহবৃত্তিষকালবৃত্তিহোভয়াবগাহিতায়া: সুবচসাৎ ইতি ভাবঃ । নমু এবম্ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিতস্য অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্বলীয়লক্ষণস্য কালো গোমান্ গোহ্মাদিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ গবাত্যস্য সৃষ্টিকালে প্রতিযোগিসমানাধিকরণতয়া লক্ষণাঘটকসাৎ, অত আহ তচ্ছূন্ত ইতি । গবাদিশূন্তে চ ইত্যর্থঃ । তথা চ যৎকিঞ্চিদ্বৈয়ধিকরণাবচ্ছেদেন প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যং যৎ অগ্রে বাচ্যম্ তস্য গবাত্যস্তাভাবেহপি সত্যাৎ ন তত্র অপি লক্ষণাতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ ।

অনুবাদ : ‘একম্’ (হইল) প্রতিযোগিমতঃ কালম্ অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্ কালের ; ‘দেশভেদঃ’ (হইল) প্রতিযোগ্যনাধারদেশ, ‘তথাহ্ম’ (হইল) অত্যস্তাভাববক্তৃ ; ‘অপরম্’ (হইল) ধ্বংসাদিমতঃ কালম্ অর্থাৎ ধ্বংসাদিমান্ কালের ; ইহাই অর্থ । স্বরূপাবচ্ছিন্ন ইত্যাদি (হইল) বাহার বৈয়ধিকরণতাবচ্ছেদক তদবচ্ছিন্ন, সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন, ইহাই অর্থ । ‘তথাহ্ম’ ইত্যাদি পূর্বেই সহিত অর্থ হইবে । যদি বলা যায়, ‘ইদানীং

অথে ন গোত্বাং” ইত্যাদি প্রতীতিতে কালবৃত্তিতার এবং অর্থবৃত্তিতার দ্বারা গোত্বাভাবাবগাহিতারই উপপত্তি হওয়ায় দেশের কালবৃত্তিতাবচ্ছেদকত্বের প্রমাণাভাব (হয়), সেইজন্য বলা হইল “দেশে” ইত্যাদি। “ইহ” (শব্দের) অর্থ সিদ্ধান্ত, এবং তাহা অল্পভূয়মানত্বের দ্বারাই হয়, সুতরাং অল্পভবই দেশের কালবৃত্তিতাবচ্ছেদকে প্রমাণ; অস্তথা, “গৃহে নেদানীং গোঃ” ইত্যাদি প্রত্যয় বশতঃ গৃহাদি দেশের গবাত্তান্তাভাববৎ থাকিলেও কালের অবচ্ছেদকত্ব না হউক। এস্থলেও গবাত্তাবে গৃহবৃত্তিত্ত্বকালবৃত্তিত্ব এতদুভয়াবগাহিতার জন্য ঐক্লপ সূন্দরভাবে বলা যায়,—ইহাই ভাব। আরও, যদি বলা যায়, গবাত্তাবের স্রষ্টিকালে প্রতিযোগিসমানাধিকরণতার দ্বারা লক্ষণাঘটকত্ব বশতঃ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয় লক্ষণ “কালো গোমান্ গোত্বাং” ইত্যাদিতে অভিব্যাপ্তি (হয়), সেজন্য বলা হইল “তচ্ছূ” ইত্যাদি। এবং ‘গবাদিশূন্তে’ ইহাই অর্থ। সুতরাং, যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণাবচ্ছেদে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য—বাহা অগ্রে বলা হইবে তাহা গবাত্তান্তাভাবেও থাকার কলে সেন্ধলেও লক্ষণাভিব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : “যদেকস্ত দেশভেদাবচ্ছিন্নং তথা ত্রমপরস্ত তু স্বরূপাবচ্ছিন্নম্” ইত্যাদিতে ‘একস্ত’ শব্দের অর্থ প্রতিযোগিমান্ কালের; ‘দেশভেদ’ কথার অর্থ হইল প্রতিযোগ্যনাথার দেশ, তদ্দেশাবচ্ছিন্ন; ‘তথা ত্রম্’ হইল অত্যস্তাভাববস্তু, ‘অপরস্য’ শব্দের অর্থ হইল ধ্বংসাদিমান্ কালের, ‘স্বরূপাবচ্ছিন্ন’ হইল বাহার যেক্লপ অধিকরণতাবচ্ছেদক তদবচ্ছিন্ন; অর্থাৎ ধ্বংস বা প্রাগভাব যে কালে থাকে তদধিকরণতাবচ্ছেদকই হইবে তদবচ্ছিন্নাভাব, অর্থাৎ ধ্বংস বা প্রাগভাবের বিশেষ নিয়ম না থাকায় ইহার নিরবচ্ছিন্ন। এস্থলে বিশেষ নিয়ম হইল প্রতিযোগিমান্ কালের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিমান্ কালে যে অভাব চিন্তা করা হইবে তাহা প্রতিযোগ্যনাথার দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকিবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্ কালে যে অভাব থাকে তাহা প্রতিযোগ্যনাথার দেশাবচ্ছিন্ন হইবে; যথা, যথাকালে গবাত্তাব বলিলে ঐ অভাব তৎপ্রতিযোগী ‘গো’ এর অনাধার যে দেশ, অর্থাৎ গৃহ, সেই দেশ বা গৃহকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকিবে। মধ্যাহ্নে গবাদি প্রান্তরে থাকে, গৃহে থাকে না। সুতরাং, ‘ইদানীং পবাবচ্ছেদে গোত্বাভাব’ বলা যায় না, কারণ, ‘গোঃ’ ‘গোত্বাং’রূপ প্রতিযোগীর অনাধার দেশ নহে। ‘তথা ত্রম্’ অর্থাৎ ‘অত্যস্তাভাববস্তু’ পদটি পূর্বের সহিত অর্থ হইবে, অর্থাৎ “যদেকস্ত দেশভেদাবচ্ছিন্নং

‘অধাত্ম’ এইরূপ হইবে। এখানে বলা যায় যে, ঐরূপ হইলে অর্থাৎ কালবৃত্তি অভাব দেশকে—প্রতিযোগ্যনাথার দেশকে—অবচ্ছেদ করিয়া থাকিলে “ইদানীং অশ্বে ন গোহাং” এই প্রতীতিতে অশ্বে যে গোহাত্ম্য তাহা ‘ইদানীং’ বা এই কালেও থাকে, আবার ‘ইদানীং’ বা এই কালে যে গোহাত্ম্য তাহা অশ্বে বা দেশেও থাকে; অর্থাৎ গোহাত্ম্য দেশবৃত্তি এবং কালবৃত্তি এতদুভয়ই, অর্থাৎ দেশ এবং কাল এই উভয়েতেই গোহাত্ম্যের বৃত্তিতা আছে। এইরূপ উপপত্তি হওয়ার দেশের কালবৃত্তিতাবচ্ছেদকত্ব আর থাকে না; অর্থাৎ দেশে যে অভাব আছে তাহা কালকে যে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে তাহা আর বলা যায় না; কেননা, অশ্বে বা দেশে যে গোহাত্ম্য তাহা সর্বকালেও থাকে, ইদানীং কালেও থাকে; এইজন্যই বলা হইল ‘দেশে’ ইত্যাদি। অর্থাৎ দেশে কালের জ্ঞান কালেও দেশের অবচ্ছেদকত্ব থাকে। দেশবৃত্তি অভাব কালকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে, এবং কালবৃত্তি অভাব দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে; এই প্রতীতি অমুভবের দ্বারাই হয়, অমুভবই এখানে প্রমাণ। দেশের কালবৃত্তিতাবচ্ছেদকত্বে প্রমাণ হইল, অর্থাৎ দেশবৃত্তি অভাব কালকে যে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে তাহার প্রমাণ হইল অমুভব; অমুভবের দ্বারাই ইহা স্থির হয়। অন্তর্ধায় “ইদানীং গৃহে ন গোঃ” ইত্যাদি প্রতীতিতে গৃহাদি দেশে যে গবাত্ম্য তাহাও কালানবচ্ছেদক হউক; অর্থাৎ এক্ষেত্রে গৃহাদি দেশবৃত্তি যে অভাব তাহা কালকে অবচ্ছেদ করিয়া নাই এরূপ বলা হউক। কেননা, এক্ষেত্রেও গবাত্ম্য ‘ইদানীং’ বা এই কালেও বৃত্তি হয়, এবং ‘গৃহ’ এই দেশেও বৃত্তি হয়, অর্থাৎ গবাত্ম্যের দেশবৃত্তিতা এবং কালবৃত্তিতা এই দুইই আছে। সুতরাং, গৃহাদি দেশবৃত্তি এই গবাত্ম্য কালানবচ্ছেদে নাই ইহা উত্তমরূপে বলা হউক না কেন? কিন্তু তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ, ইহা অমুভব বিরুদ্ধ। অতএব, দেশবৃত্তি অভাব কালানবচ্ছেদে থাকে বা কালকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে, এবং কালবৃত্তি অভাব দেশানবচ্ছেদে থাকে বা দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে। পুনরায়, “গোমান্ গোহাং” স্থলটি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, সুতরাং এখানে ‘প্রতিযোগ্যবিকরণ’ বিশেষণ ব্যাপ্তির লক্ষণে উপাদেশ, অর্থাৎ এই স্থলটি প্রতিযোগ্যবৈরবিকরণ্যধটিত স্থল। প্রলয়কালে অর্থাৎ হেতুবিবরণে বা গোহাধিকরণে গবাত্ম্য গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সাধ্যাত্ম্য গ্রহণ করিয়া “গোমান্ গোহাং” এই অসম্বন্ধস্থলে যে অতিব্যাপ্তি বারণ করা হইয়াছিল তাহা আর হয় না। কারণ, হেতুময়িত

যে অভাব ধরা হইবে সেই অভাবকে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইতে হইবে। কিন্তু, এখানে পক্ষ বা হেত্বাদিকরণ হইল কাল, প্রলয়কালও কাল এবং সৃষ্টিকালও কাল; প্রলয়কালে গবাভাব থাকিলেও সৃষ্টিকালে গবাভাব থাকে না, সৃষ্টিকালে গো থাকে। 'গো' হইল গবাভাবের প্রতিযোগী, প্রলয়কালে গবাভাব থাকিলে সৃষ্টিকালে তৎপ্রতিযোগী থাকিয়া যায়; কলৌ প্রলয়কালবৃত্তি যে গবাভাব অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ যে গবাভাব তাহা প্রতিযোগিব্যাদিকরণ হইল না, প্রতিযোগিসমানাদিকরণ হইয়া গেল; কারণ, কালের অর্থাৎ হেত্বাদিকরণের একাংশে (প্রলয়কালে) গবাভাব থাকে, এবং অপরাংশে (সৃষ্টিকালে) গবাভাবের প্রতিযোগী 'গো' থাকে। ইহাতে হেত্বাদিকরণে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ গবাভাব আর ধরা যায় না, এবং এইরূপে হেত্বাদিকরণে গবাভাব বা সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে এই অসদ্বৈতস্থলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এই আশঙ্কাতেই বলা হইল "তচ্ছূন্ত" ইত্যাদি। "তচ্ছূন্তে" কথার অর্থ হইল 'গবাদিশূন্তে'। অর্থাৎ গবাদিশূন্ত যে কাল অর্থাৎ প্রলয়কাল সেই কালেতেই অর্থাৎ প্রলয়কালেতেই তদভাবের বা গবাভাবের প্রতিযোগিব্যাদিকরণস্থ থাকে; অর্থাৎ সৃষ্টিকালকে হেত্বাদিকরণ না ধরিয়া শুধুমাত্র গবাদিশূন্ত বা তচ্ছূন্ত কালকে বা প্রলয়কালকে হেত্বাদিকরণ ধরিলেই সেই হেত্বাদিকরণনিষ্ঠ যে গবাভাব তাহা প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইবে। যৎকিঞ্চিৎ হেত্বাদিকরণাবচ্ছেদে অর্থাৎ হেত্বাদিকরণের যদেশাবচ্ছেদে অভাব ধরা হইবে তদেদ্রে প্রতিযোগিবৈয়দিকরণ্য থাকিলেই চলিবে—এ বিষয়ে পরে বলা হইবে। এইরূপ হইলে প্রলয়কালে অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ হেত্বাদিকরণাবচ্ছেদে 'গো' না থাকায় তদেশাবচ্ছেদে প্রতিযোগিবৈয়দিকরণ্য থাকে, অর্থাৎ প্রলয়াবচ্ছেদে গবাভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হয়; এবং এইভাবে যৎকিঞ্চিৎ হেত্বাদিকরণে গবাভাব বা সাধ্যাভাব থাকায় এখানে আর অতিব্যাপ্তি হয় না।

দীর্ঘিতি—ন চ সংসর্গাভাববিশেষোহত্যস্তাভাবঃ সংসর্গাভাবত্বক-
সংসর্গারোপজন্যপ্রতীতিবিসম্বাদাভাবত্বসং জন্মত্যাগটকনিয়মবচি-
মিতি বাচ্যম্। তদ্বদন্যাবৃত্তিকল্পনিয়মস্ত তত্র ঘটকত্বাৎ, এবং

নিরমাস্তরস্যাঃ প্রবেশেহপি ন ক্ষতিরিতিহঃ। বক্ষ্যতে চ নিরমা-
ষটিভমেব সংসর্গাভাবাদিলক্ষণম্। অনুপদমেব চ বিবেচন্যব্যাভে-
সংসর্গাভাবপ্রবেশে প্রয়োজনবিরহোহব্যাপ্তশ্চ।

অনুবাদ : অত্যন্তাভাব সংসর্গাভাববিশেষ, এবং সংসর্গাভাব সংসর্গ-
রোপজন্য প্রতীতিবিষয় অভাবস্বরূপ (হওয়া) জন্তুভাবটক নিরমষটিভ
(হয়)—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) তদ্ব্যস্ত্যবৃত্তিস্বরূপ নিয়মের তদ্ব্য-
ষটকত্ব থাকে বলিয়া ; এবং এখানে নিরমাস্তর প্রবেশেও ক্ষতি হয় না,
ইত্যাদি বলা হয়। এবং নিরমষটিভই সংসর্গাভাবাদির লক্ষণ ইহা বলা
হইবে। এবং পক্ষাৎ বিবেচনা করা হইবে যে, সংসর্গাভাব প্রবেশে
প্রয়োজনবিরহ এবং অব্যাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে যে “.... সংসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব...”
ইত্যাদির মধ্যে ‘অত্যন্তাভাব’ শব্দটি আছে সেই অত্যন্তাভাব পদার্থটি কি ?
প্রকৃতপক্ষে অত্যন্তাভাব হইল এক প্রকার সংসর্গাভাব, ইহা সংসর্গাভাব-
বিশেষ। কারণ, সংসর্গাভাব হইল তিন প্রকার, অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব
এবং ধ্বংসভাব ; সুতরাং অত্যন্তাভাব একপ্রকার সংসর্গাভাব ব্যতীত
কিছুই নয়। কিন্তু সংসর্গাভাব পদার্থটি কি ? সংসর্গাভাব হইল “সংসর্গ-
রোপজন্য প্রতীতিবিষয়ক যে অভাব”, অর্থাৎ সংসর্গের আরোপের ফলে
প্রতীতিবিষয়ক অভাবত্ব হইল সংসর্গাভাবত্ব। “অত্র যদি স্ত্রাং তদা
উপলভ্যেত”, অর্থাৎ এখানে কোনো পদার্থ থাকিলে তাহা উপলব্ধ হইত বা
জানা যাইত—এইরূপ প্রতীতির ফলে উক্ত পদার্থের যে সংসর্গের অভাব
বোধ তাহাই সংসর্গাভাব। এখানে ঘট-সংসর্গ থাকিলে ঘট-প্রতীতি হইত,
ঘট না থাকিতে ঘট-প্রতীতি বিষয়ের যে অভাব তাহাই সংসর্গাভাব।
সুতরাং অত্র যদি স্ত্রাং ইত্যাদি প্রকার সংসর্গরোপজন্য যে প্রতীতি হয়
তদ্বিষয়ক অভাবই হইল সংসর্গাভাব, তাহা হইলে এই সংসর্গাভাবের ক্ষেত্রে
এই সংসর্গরোপ হইতে একটি উপলব্ধি বা প্রতীতি হয় তাহা জন্তু-পদার্থ ;
জন্তুতা বা জন্তুত্ব হইল ‘অনিষ্টাশাসিদ্ধ্যানিরূপকত্ব সতি স্ব(কারণ) ব্যাপ্যত্বং
জন্তুত্বং’, অর্থাৎ কার্যনিষ্ট অন্তঃশাসিদ্ধির অনিরূপকত্ব এবং কারণব্যাপ্যত্বই
হইল জন্তুত্ব। সেই জন্তুত্ব বা জন্তুতার ঘটক হইবে ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যত্ব ;
অতএব জন্তুতার ঘটক হইল ব্যাপ্তি, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-নিয়মই হইল জন্তুতা, এবং

জ্ঞাতা-বটক হইল নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি। তাহা হইলে, ব্যাপ্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আসিল ব্যাপ্তিস্থিত অত্যস্তাভাব, ব্যাপ্তিতে যে অত্যস্তাভাব আছে সেই অত্যস্তাভাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আসিল সংসর্গাভাব, সংসর্গাভাব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আসিল সংসর্গারোপ, এবং সংসর্গারোপের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে জ্ঞাতা আসিল সেই জ্ঞাতার ঘটকরূপে পুনরায় আসিল ব্যাপ্তি ; ইহাতে দোষ হয়, এই দোষের নাম ‘চক্রক-দোষ’। কোনো বিষয় ব্যাখ্যার জ্ঞাত যদি সেই বিষয়েরই আশ্রয় লওয়া যায় তাহা হইলে যে দোষ হয় তাহাকে বলে আত্মা-শ্রয় দোষ ; যে বিষয়ের আলোচনা তাহাকে ‘স্ব’ ধরিলে স্বগ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ (‘গ্রহ’ শব্দের অর্থ হইল জ্ঞান) হইল আত্মাশ্রয় দোষ, অর্থাৎ যে বিষয়ের আলোচনা তাহার জ্ঞানের প্রসঙ্গ তাহারই উপর নির্ভরশীল। যদি স্বগ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ হয়, অর্থাৎ যে বিষয়ের আলোচনা তাহার জ্ঞান অস্ত্র কিছুর উপর নির্ভরশীল হইয়া সেই অস্ত্র পদার্থটি যদি আবার সেই আলোচ্য পদার্থটির উপর নির্ভর করে তাহা হইলে যে দোষ হয় তাহাকে বলা হয় অন্তোন্ত্রাশ্রয় বা ইতরেতরাশ্রয় দোষ। আর যদি স্বগ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ বা ততোধিক গ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ হয় তাহা হইলে চক্রক-দোষ হয়। এখানে এই চক্রক-দোষ ঘটিয়াছে। কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তির আলোচনা প্রসঙ্গে আসিয়াছে ব্যাপ্তির লক্ষণে যে অত্যস্তাভাব আছে সেই অত্যস্তাভাব প্রসঙ্গ, অত্যস্তাভাব প্রসঙ্গে আসিয়াছে সংসর্গাভাব, সংসর্গারোপজ্ঞাত প্রতীতি বা জ্ঞান বিষয় যে অভাব তাহাই সংসর্গাভাব, এই সংসর্গারোপ প্রসঙ্গে পুনরায় ব্যাপ্তির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল, কারণ জ্ঞাতাই হইল ব্যাপ্তি, এইরূপে ব্যাপ্তির আলোচনা প্রসঙ্গে চক্রক দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু, দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে এইরূপ আপত্তি বা দোষ উত্থাপন করা যায় না। কারণ, ঐরূপ আপত্তির প্রসঙ্গ আসিলে বলা হইবে ব্যাপ্তি জ্ঞাতা-বটক হইলেও উহা সিদ্ধান্তলক্ষণীয় ব্যাপ্তি নহে, এই ব্যাপ্তি ভিন্ন, এই ব্যাপ্তি হইল “তৎসমস্তাবৃত্তি”রূপ ব্যাপ্তি ; অর্থাৎ ব্যাপ্তির ভিন্ন লক্ষণ স্বীকার করা হইবে, “তৎসমস্তাবৃত্তি” অর্থাৎ “সাধ্যবদস্তাবৃত্তি” হইল ব্যাপ্তি—এইরূপ বলা হইবে। তাহা হইলে, অর্থাৎ ব্যাপ্তির জ্ঞাতা-বটক স্বীকার করিলেও “সংসর্গারোপজ্ঞাত” জ্ঞাত পদার্থ বলিয়া আর সিদ্ধান্তলক্ষণীয় ব্যাপ্তি নির্ভর হইবে না, এবং চক্রক-দোষও আর হইবে না। পুনরায়, এখানে নিরাস্তর্য্য অবশেষের দ্বারাও উক্ত চক্রক-দোষ নিবারিত হইতে পারে,

এবং তাহাতে কোনো ক্ষতি হয় না। নিয়মান্তর হইল ব্যাপ্তির নিয়মান্তর বা ব্যাপ্তির ভিন্ন নিয়ম। ব্যাপ্তির জন্ততা-ঘটক নিয়ম স্বীকার করিয়া “তৎকালবৃত্তি” নিয়ম স্বীকার করিলে উক্ত দোষ নিবারিত হয়; আবার, “তৎকালবৃত্তি” নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়ম, অর্থাৎ “সাধ্যসম্বন্ধিতাবচ্ছেদকরূপ-বদ্ধাদিশব্দরূপ” নিয়ম অনুসরণ করিলেও উক্ত দোষ হয় না, কেননা, জন্ততা-ঘটক নিয়ম অস্বীকার করিলেই উক্ত দোষ নিবারিত হইবে; সংসর্গারোপ জন্ত-পদার্থ হওয়ায় সেই জন্ততার ঘটকত্ব নির্ধারণের জন্তই ব্যাপ্তির আশ্রয় লওয়ায় চক্রক দোষ হইয়াছিল; ব্যাপ্তির “সাধ্যসম্বন্ধিতাবচ্ছেদকরূপবদ্ধাদিশব্দরূপ” নিয়ম স্বীকার করিলে আর ঐরূপ করিতে হয় না, কলে চক্রক-দোষও ঘটে না। আরও, সংসর্গাভাবকে যে জন্ততা-ঘটক প্রভৃতি নিয়মঘটিত হইতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই; সংসর্গাভাব নিয়মঘটিতও হইতে পারে, অর্থাৎ সংসর্গাভাব জন্ততা-ঘটক প্রভৃতি নিয়ম ঘটিত নহে এরূপও হইতে পারে; পরে তাহাই বলা হইবে। ভেদভিন্নাভাবত্বই হইল সংসর্গাভাবত্ব; এবং সংসর্গাভাবের এই ভেদভিন্নাভাবত্বরূপ লক্ষণ নিয়মঘটিত লক্ষণ, পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। এইরূপে সংসর্গাভাবের ভেদভিন্নাভাবত্ব লক্ষণ স্বীকার করিলে আর চক্রকাধি দোষের প্রসঙ্গ আসে না। পরে আরও বিবেচনা করা হইবে যে, ব্যাপ্তির লক্ষণে যে ‘অত্যন্তাভাব’ শব্দটি আছে, অর্থাৎ অত্যন্তাভাব একপ্রকার সংসর্গাভাব বলিয়া ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘অত্যন্তাভাব’ শব্দের দ্বারা যে সংসর্গাভাবত্বের নিবেশ করা হইয়াছে তাহা নিশ্চয়োক্তন। অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে শুধুমাত্র ‘অভাব’ শব্দটি থাকাই যথেষ্ট, ‘অত্যন্তাভাব’ উল্লেখের প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ লক্ষণে “বৎসমানাধিকরণাভাব” না বলিয়া “বৎসমানাধিকরণাভাব” বলিলেই যথেষ্ট। পরে বলা হইবে যে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়তিকরণ্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকত্ব হইল প্রতিযোগিব্যতিকরণ ত্বল। উদাহরণস্বরূপ “বহিমান্ ধূমাৎ” এই অব্যাপ্যবৃত্তিহলে হেত্বধিকণে বহিঃ ভেদ (অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘অত্যন্তাভাব’ উল্লেখ না করিয়া শুধুমাত্র ‘অভাব’ বলিলে অত্যন্তাভাব অর্থাৎ ভেদ ধরা যায় বলিয়া) ধরা যায়, এই ভেদের বা অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইল বহিঃ; হেত্বধিকরণে বহিঃ অর্থাৎ ঐ অভাবের প্রতিযোগী আছে, তাহা হইলে হেতুযুক্তি ঐ অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইল, প্রতিযোগিব্যতিকরণ অভাব হইল না।

কিন্তু, হেতুমিষ্ঠি অভাবটিকে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হইতে হইবে, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইলে চলিবে না। সুতরাং হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব ধরিতে হইলে অন্তোক্তাভাব বা ভেদ ধরিলে চলিবে না, অত্যন্তাভাব ধরিতেই হইবে; অতএব, প্রতিযোগিব্যাধিকরণ বিশেষণের দ্বারাই অব্যাপ্তি বারণ হয়, পৃথকভাবে ‘অত্যন্তাভাব’ উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই, শুধুমাত্র ‘অভাব’ উল্লেখই যথেষ্ট। আবার, লক্ষণে ‘বৎসমানাধিকরণাভাব’ বলিলে “বহিমান্ ধুমাং” এই প্রসিদ্ধ স্থলে হেতুসমানাধিকরণ যে কোনো অভাব অর্থে অন্তোক্তাভাব ধরা যায় বলিয়া সেই অন্তোক্তাভাবের প্রতিযোগী বহি হেত্বধিকরণে থাকায় প্রসিদ্ধ স্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের অভাব বশতঃ অব্যাপ্তি হয়, এই আশঙ্কাও করা যায় না। কারণ, প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য স্থলে প্রতিযোগীকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ। সুতরাং প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের প্রতিযোগীকেও সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। কিন্তু, হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবকে অন্তোক্তাভাব ধরিলে সেই অভাবের প্রতিযোগী তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকিবে, কারণ, ভেদ বা অন্তোক্তাভাব হইল তাদাত্ম্য প্রতিযোগিক অভাব। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগী ধরিয়া সেই প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য গ্রহণ করিতে হইলে আর অন্তোক্তাভাব হেত্বধিকরণে ধরা যাইবে না, কারণ, বহির সংযোগসম্বন্ধে অনধিকরণ পর্ত্ত্বতাদি হয় না; এবং হেত্বধিকরণে অন্তোক্তাভাব না ধরিয়া অত্যন্তাভাব ধরিলে সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বহি হইবে না, ‘কারণ’, বহি হেত্বধিকরণে থাকায় কলে বহি ব্যতীত অন্ত পদার্থের অভাব হেত্বধিকরণে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ হইলে সেই অভাব বা অত্যন্তাভাব তৎপ্রতিযোগিসমানাধিকরণ হইবে না, অথচ হেতুসমানাধিকরণ হইবে, এবং সেই অভাবীয় প্রতিযোগী সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধবিশিষ্ট হইবে। এইভাবে “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের প্রসিদ্ধি হওয়ার আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। অপরদিকে, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণে বা ব্যাপ্তিতে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ বিশেষণ উপাধের নয়। এইরূপ ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সাধ্য হেত্বধিকরণে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে; বলা, “গোঃ সান্নাবদ্ধাং” এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ‘গো’ সাধ্য সান্নাদিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে, অর্থাৎ এরূপ স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য। সাধ্যতাব-

চ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব বেহেতু হেত্ববিকরণে ধরিতে হইবে, সেজন্য এখানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাত্যাব হেত্ববিকরণে ধরিতে হইবে। কিন্তু, “গৌ: সান্নাদিবদ্বাং” প্রভৃতিরূপ ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক-স্থলে হেত্ববিকরণে অর্থাৎ সান্নাদিবদ্বাদিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অভ্যস্ত্যভাব-দ্বের অগ্রসিদ্ধি হয় ; কারণ, অভ্যস্ত্যভাব কখনও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিক হয় না, এবং এইজন্য সাধ্যতাবচ্ছেদকতাদাত্ম্য সম্বন্ধে অভ্যস্ত্যভাব-দ্বের অগ্রসিদ্ধি বলত: অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবদ্বের উল্লেখ না থাকিলে এই প্রকার ব্যাপ্যবৃত্তিস্থলে অভ্যস্ত্যভাব গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবদ্বের প্রবেশের জন্যই এই প্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা। তাই দীর্ঘতিকা বলিলেন —“সংসর্গাভাবদ্বপ্রবেশে প্রয়োজনবিরহোঃব্যাপ্তিচ্চ”—অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবদ্বের প্রবেশ হইলে অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং, ব্যাপ্তির লক্ষণে বা ব্যাপ্তিতে সংসর্গাভাবদ্বের প্রবেশ অনর্থক ; শুধুমাত্র অভাবদ্বের প্রবেশের দ্বারাই লক্ষণ সম্বয় হয়।

জাগদীশী—ন চ বাচ্যমিত্যম্বয়ঃ, সংসর্গাভাববিশেষ ইতি, সদাতন-সংসর্গাভাব ইত্যর্থঃ। সংসর্গেতি স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংসর্গেণ যঃ প্রতিযোগ্যারোপঃ তজ্জন্তপ্রতীতিবিষয়ো যো অভাবঃ তদ্ব্যমিত্যর্থঃ। সংসর্গস্ত তাদাত্ম্যভিন্নো গ্রাহঃ তেন ভেদব্যাধাসঃ। প্রাগভাববৎ-সম্বয়োরপি উত্তরকালপূর্বকালৌ এব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধৌ ইতি তাভ্যামেব সম্বন্ধাভ্যাং প্রতিযোগ্যারোপঃ প্রাগভাববৎসম্বয়ো প্রত্যক্ষে হেতুরতস্তয়োঃ নাব্যাপ্তিরিতি প্রাচ্যামাশয়ঃ। ষষ্ঠীতমিতি, তথাচ চক্রকাদিপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। তত্র জন্তুর্হে নিয়মান্তরস্ত সাধ্য-সম্বন্ধিতাবচ্ছেদকরূপবদ্বাদিস্বরূপস্ত ইত্যর্থঃ ইতি কেচিৎ। নমু অভাব-বুদ্ধৌ প্রতিযোগ্যারোপস্য হেতুর্হে মানাভাবাং উক্তসংসর্গাভাববৎষষ্ঠীত-ব্যাপ্তিলক্ষণস্য অসম্ভবঃ কথঞ্চিৎ অভাবলৌকিকপ্রত্যক্ষং প্রতি আরো-পস্য হেতুতাস্বীকারেহপি অতীন্দ্রিয়সাধ্যকে ব্যক্তিচারিণি অভিব্যাপ্তিঃ,

তত্র হেতুসমানাধিকরণসাধ্যাভাবস্য অতীন্দ্রিয়তয়া নিরুক্তসংসর্গাভাবঃ-
 বিরহাৎ অত আহ বক্ষ্যতে চেতি । ভেদভিন্নাভাবঃ সংসর্গাভাবঃ,
 সদাতনত্ববিশিষ্টঃ তদেব অত্যন্তাভাবঃ, ভেদত্বঃ সংসর্গবিধয়া
 তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবত্বম্, অনুযোগিতাবিশেষো বেত্য-
 ভিপ্রায়ঃ । যন্তু ভেদত্বাদিবং সংসর্গাভাবত্বমপি অখণ্ডোপাধিরিতি,
 তন্তুচ্ছং ভেদত্বাদিবং অখণ্ডস্য সংসর্গাভাবত্বস্য অনুভবেন অবিশয়ী-
 করণাৎ, তাত্ত্বিকব্যবহারস্ত ভেদভিন্নাভাবত্বাদিনাপি উপপত্তেঃ । বস্তু-
 গতিমনুরূপ্যাহ অনুপদমিতি । বিবেচয়িষ্যতে ইতি “তদপি বা ন
 উপাদেয়ম্” ইত্যাদি গ্রন্থেন ইতি শেষঃ । সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন
 প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিতং লক্ষণমভিপ্রোক্ত্যাহ প্রয়োজনবিরহেতি ।
 ধূমাদিসমানাধিকরণস্য বহ্যাদিভেদস্য প্রতিযোগিসমানাধিকরণত্বাদেব
 তমাদায় অব্যাপ্তিবিরহাৎ ইতি ভাবঃ । ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয়লক্ষণে
 সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাঘটিতত্বাৎ তদভিপ্রোক্ত্যাহ
 অব্যাপ্তিচ্ছেতি । তাদাত্ম্যেন গবাদেঃ সাধ্যতায়াং তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্না-
 ত্যন্তাভাবাপ্রসিদ্ধ্যা সান্ন্যাবহাদৌ অব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ । ইদমপি অভাব-
 বৃত্তিরভাবো ন অধিকরণস্বরূপঃ, ন বা ধর্ম্মাত্ম্যতাভাব এব ধর্ম্মিণো
 ভেদ ইতি মতেন, অন্যথা পটাদিভেদরূপস্য ঘটভেদাত্ম্যতাভাবস্য পট-
 ত্বাত্ম্যতাভাবস্য বা পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতায়া এব তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-
 ত্বাৎ অব্যাপ্তিবিরহাৎ ইতি ধ্যেয়ম্ ।

অনুবাদ : ‘ন চ’ শব্দের ‘বাচ্যম্’ ইত্যাদির সহিত অর্থ হয় হইবে ;
 ‘সংসর্গাভাববিশেষ’ ইত্যাদি (হইল) সদাতন (অর্থাৎ নিত্য) সংসর্গাভাব,
 ইহাই অর্থ । ‘সংসর্গ’ ইত্যাদি (হইল) যপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে যে
 প্রতিযোগ্যারোপ তৎকর্ত্ত প্রতীতি বিষয় যে অভাব তাহাই, ইহাই অর্থ ।
 সংসর্গকে, কিন্তু, তাদাত্ম্য ভিন্ন (রূপে) গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে
 ভেদের প্রসঙ্গ আসে না । প্রাগভাব (এবং) ধ্বংসাত্ম্যবেরও উত্তরকাল
 (এবং) পূর্বকালই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হওয়ার ঐ দুই সম্বন্ধের দ্বারা
 প্রতিযোগ্যারোপ প্রাগভাব (এবং) ধ্বংসাত্ম্যবের প্রত্যকে কারণ (হয়),

সেজন্য ইহাদের ক্ষেত্রে অব্যাপ্তি হয় না—প্রাচীনরা ইহা বলেন। ‘বাচ্যত্ব’ ইত্যাদি, স্তূত্যাং চক্রাদি প্রসঙ্গ, ইহাই ভাব। সেহলে, জন্তুস্বৈ সাধ্য-সম্বন্ধিতাবচ্ছেদক রূপবহাদিগ্নরূপ নিয়মান্তরের (প্রবেশ হইলে ক্ষতি নাই) ইহাই অর্থ, কেহ কেহ এরূপ বলেন। যদি বলা যায়, অভাববৃত্তিতে প্রতি-যোগ্যারোপের কারণস্বৈ প্রমাণাত্মক বশতঃ উক্ত সংসর্গাত্মকবৃত্তিতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অসম্ভব হয়, (কারণ), কথঞ্চিৎ অভাবের লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি আরোপের (অর্থাৎ প্রতিযোগ্যারোপের) কারণতা স্বীকার করিলেও অতীন্দ্রিয় সাধ্যকহলে ব্যভিচারী হেতুতে অতিব্যাপ্তি হয়, তথায় হেতুসমানাধিকরণ সাধ্যাত্মক অতীন্দ্রিয় বলিয়া (অসংকেতুতে সাধ্যাত্মক কল্পিত হয় না বলিয়া) পূর্বোক্ত সংসর্গাত্মক সম্ভব হয় না ; সেজন্য বলা হইল ‘বাক্যতে চ’ ইত্যাদি। সংসর্গাত্মক (হইল) ‘ভেদভিন্নাত্মক’ ; এবং তাহাতেই অত্যন্তাত্মক (হইল) সদাতনত্ববিশিষ্ট ; এবং ভেদত্ব (হইল) সংসর্গবিধয়া তাদাত্ম্যাব-চ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাত্মক, অথবা অনুযোগিতা বিশেষ, ইহাই অভিপ্রায়। যাহারা বলেন ভেদত্বাদি সদৃশ সংসর্গাত্মকত্বও অথগোপাধি ইত্যাদি, তাহারা তুচ্ছ ; (কারণ) ভেদত্বাদির দ্বারা সংসর্গাত্মকত্বের অথও অনুভবের দ্বারাই অবিবর্তিত হয় ; তাত্ত্বিকব্যবহারের ভেদভিন্নাত্মকত্বাদির দ্বারা উপপত্তি হয়। বস্তুগতি অনুসরণ করিয়া বলা হইল ‘অনুপদম্’ ইত্যাদি। ‘বিবেচয়িত্বতে’ ইত্যাদি (হইল) ‘তদপি বা ন উপাদেয়ম্’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা এইরূপে শেষে (বিবেচিত হইবে)। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈধি-করণ্যবৃত্তি লক্ষণকে অভিপ্রায় করিয়া বলা হইল ‘প্রয়োজনবিরহ’ ইত্যাদি। ধূমান্দিগমানাধিকরণ বহ্যাদি ভেদের প্রতিযোগিসমানাধিকরণত্ব বশতঃই তাহাকে (সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধকে) গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি হয় না বলিয়াই (‘প্রয়োজনবিরহ’ শব্দ), ইহাই ভাব। ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকত্বলীল লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবৃত্তিত্ব বশতঃ তদভিপ্রায়ে বলা হইল ‘অব্যাপ্তিচ্ছ’ ইত্যাদি। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গবাদি সাধ্যাত্মক তৎসম্বন্ধ-বচ্ছিন্ন অত্যন্তাত্মকের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সাদৃশ্যত্বাদিতে অব্যাপ্তি হয়, ইহাই অর্থ। অভাববৃত্তি অভাব অধিকরণরূপ নয়, অথবা ধর্মাত্মকত্বের ধর্মীয় ভেদ নয়, ইত্যাদি মতের দ্বারা এইরূপই হয় ; অন্তর্ভাব, পটাদিভেদরূপ ঘট-ভেদাত্মকত্বের অথবা পটত্বাত্মকত্বের পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতারই তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বশতঃ অব্যাপ্তিবিরহ হয় বলিয়া (অভাববৃত্তি অভাব-

অধিকরণ স্বরূপ নয় ইত্যাদি মতের দ্বারা বলিতে হইবে) — এইরূপ চিন্তনীয়।

ব্যাখ্যা : ‘ন চ’ শব্দের সহিত ‘বাচ্যম্’ শব্দের অর্থ হয় হইবে, অর্থাৎ সংসর্গাভাবজ্ঞাতাবটক নিয়মবটিক বলা যায় না। অত্যন্তাভাব হইল একপ্রকার সংসর্গাভাব, বা অত্যন্তাভাব হইল সংসর্গাভাববিশেষ; অর্থাৎ সদাতন বা নিত্যসংসর্গাভাব হইল অত্যন্তাভাব। সংসর্গাভাব কি ? তাহা হইল, স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক (‘স্ব’ অর্থে সংসর্গাভাব) সম্বন্ধে যে প্রতিযোগ্যারোপ, সেই আরোপ-জ্ঞাত প্রতীতিবিষয় যে অভাব তাহাই হইল সংসর্গাভাব। ভূতলাদিতে ঘটসংসর্গাভাব আছে বলিলে ‘স্ব’ অর্থাৎ যে সংসর্গাভাব তাহার প্রতিযোগী হইবে ঘট, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে ‘সংযোগ’; এই সংযোগসম্বন্ধে যে প্রতিযোগ্যারোপ, এই আরোপ জ্ঞাত যে প্রতীতি, সেই প্রতীতিবিষয় যে অভাব — অর্থাৎ যদি থাকিত তাহা হইলে উপলব্ধি হইত, না থাকার ফলে উপলব্ধি হইতেছে না, এই উপলব্ধি না হওয়াই হইল প্রতীতিবিষয় অভাব — এই প্রতীতিবিষয় অভাবই হইল সংসর্গাভাব। এস্থলে যে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে সেই সম্বন্ধ বা সংসর্গ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ব্যতীত হইবে, অর্থাৎ স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধকে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ধরিলে চলিবে না; এবং এইরূপ হইলেই, অর্থাৎ স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বা সংসর্গকে তাদাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধরূপে গ্রহণ করিলেই ভেদ অর্থাৎ অন্তোন্তাভাবের প্রসঙ্গ আসিবে না, অর্থাৎ সংসর্গাভাবের সহিত অন্তোন্তাভাব পৃথক্কৃত হইবে। কিন্তু, তাহা হইলে প্রাগভাব এবং ধ্বংসভাব — (উভয়েই সংসর্গাভাব) — ইহাদের ক্ষেত্রে কি হইবে ? কারণ, উৎপত্তির পূর্বে প্রাগভাবের প্রতিযোগী, এবং ধ্বংসের পর ধ্বংসভাবের প্রতিযোগী, অনস্তিত্ব সম্পন্ন বলিয়া ইহারা কোন্ সম্বন্ধে থাকে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না, ফলে ইহাদের স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ কি হইবে ? এবং ইহাদের স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ নির্ধারিত না হইলে প্রাগভাবের এবং ধ্বংসভাবের ক্ষেত্রে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যারোপজ্ঞাত প্রতীতিবিষয় অভাবরূপ যে সংসর্গাভাবের লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহা প্রযুক্ত হয় না, ফলে অব্যাপ্তি হয়। ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, উত্তরকাল এবং পূর্বকাল হইল প্রাগভাব এবং ধ্বংসভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এবং এই দুই সম্বন্ধে প্রতিযোগ্য-

রোপই হইল ঐ দুই অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ ; সুতরাং অব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই। ইহাই প্রাচীনদের মত। কিন্তু এইভাবে সংসর্গাভাবকে ব্যাখ্যা করিলে ইহা জন্ততাঘটক নিয়মঘটিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ এখানে চক্রক-দোষ উপস্থিত হয়। কারণ, ব্যাপ্তির প্রসঙ্গে আসিল ব্যাপ্তির লক্ষণস্থিত অত্যন্তাভাবের প্রসঙ্গ, অত্যন্তাভাব হইতে সংসর্গাভাব, সংসর্গাভাব হইতে সংসর্গারোপ জন্ত প্রতীতিবিষয়ক অভাব, এই সংসর্গারোপ আবার জন্তপদার্থ বলিয়া জন্ততার ঘটক যে ব্যাপ্তি সেই ব্যাপ্তির প্রসঙ্গ আবার আসিয়া পড়ে, এবং এইরূপে চক্রক-দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু, দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে, ঐ প্রকার চক্রকদোষ হয় না, কারণ, এই ব্যাপ্তিকে সিদ্ধান্তলক্ষণীয় জন্ততার ঘটক না বলিয়া অজ্ঞ নিয়মের বা ব্যাপ্তির দ্বারা ব্যাপ্তিকে বা জন্ততাকে বলা হইবে। ‘তৎসম্ভাব্যবৃত্তি’রূপ বা ‘সাধ্যবদন্তাবৃত্তি’রূপ নিয়মই সেন্থলে ব্যাপ্তির ঘটক বলা হইবে, অর্থাৎ অত্যন্তাভাবঘটিত জন্ততাঘটক নিয়মকে ব্যাপ্তির ঘটক সেন্থলে বলা হইবে না। পুনরায়, নিয়মান্তর বা অজ্ঞ নিয়মের দ্বারাও ব্যাপ্তিকে বলা যাইতে পারে। সাধ্যসম্বন্ধিতাবচ্ছেদকরূপবদ্বাদিস্বরূপ বা হেতুতাবচ্ছেদকরূপবদ্বাদিস্বরূপ (সাধ্যসম্বন্ধী হইল হেতু) যে নিয়ম সেই নিয়মই ব্যাপ্তির ঘটক, জন্ততাঘটক নিয়ম ব্যাপ্তির ঘটক নয়। এইরূপে ব্যাপ্তির ঘটক প্রসঙ্গে জন্ততাঘটক নিয়মকে অস্বীকার করিলে আর চক্রক-দোষ হয় না। কারণ, ‘সংসর্গারোপজন্ত’ পদার্থটি তখন আর জন্ততাঘটক নিয়মের অন্তর্গত হইয়া ব্যাপ্তি নির্ভর হইবে না, কেননা, ব্যাপ্তির ঘটক এবং জন্ততাঘটক নিয়ম এক নয়। কেহ কেহ এইরূপও বলেন, অর্থাৎ এই দ্বিতীয় প্রকার নিয়মের কথাও বলেন ; সুতরাং চক্রক-দোষ ঘটিবার আশঙ্কা আর থাকে না। এখানে অবশ্য বলা যায় যে, পূর্ব-বর্ণিত সংসর্গাভাবত্বের লক্ষণ শুদ্ধ নহে। কারণ, অভাববুদ্ধিতে যে প্রতিযোগ্যারোপের কথা বলা হইয়াছে সেই প্রতিযোগ্যারোপের প্রতি হেতু বা কারণ কি ? এই প্রতিযোগ্যারোপের কারণের প্রমাণাভাব হয়, অর্থাৎ কোনো কারণ নাই ; সুতরাং, উক্ত সংসর্গাভাবত্বঘটিত ব্যাপ্তির লক্ষণই অসম্ভব। কেননা, প্রতিযোগ্যারোপের হেতুত্ব প্রমাণাভাব বলতঃ সংসর্গাভাবের লক্ষণই যখন অসম্ভব এবং অশুদ্ধ তখন সেই সংসর্গাভাবঘটিত “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-সমানাধিকরণাত্ম্যভাব……” ইত্যাদি যে ব্যাপ্তির লক্ষণ তাহাও অসম্ভব। কোনো কোনো লৌকিক অভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অবশ্য

প্রতিযোগ্যারোপের হেতুতা স্বীকার করা যায় ; 'ইহা এখানে থাকিলে প্রত্যক্ষ করা যাইত', এইরূপ প্রতিযোগ্যারোপ সম্ভব, কেননা, প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ গোচর এবং অভাবের প্রতীতি স্পষ্ট করার জন্যই এই প্রতিযোগ্যারোপ । কিন্তু, অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় সাধ্যকস্থলে যদি একটি ব্যভিচারী হেতু গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ ব্যভিচারী হেতু এবং অলৌকিক সাধ্যকে ধরিয়া যদি কোনো স্থল কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে, হেতুধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যাইবে না ; কারণ, সাধ্য অতীন্দ্রিয় বলিয়া তদভাবও প্রত্যক্ষগোচর নয়, কলে সাধ্যাভাব ধরা যায় না । অসম্ভেদস্থলে হেতুধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে অতিব্যাপ্তি হইবে, অর্থাৎ সংসর্গাভাবত্বের উক্ত লক্ষণ দুটো হইবে । ইহাতে পূর্বোক্ত সংসর্গাভাবত্ব অসম্ভব হওয়ার কলে সংসর্গাভাবত্বটিত ব্যাপ্তির লক্ষণও অসম্ভব হইয়া যাইবে । এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই দীর্ঘিতিকার বলিলেন 'বক্ষ্যতে চ' ইত্যাদি, অর্থাৎ এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে । দীর্ঘিতিকার এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, সংসর্গাভাবের প্রতিযোগ্যারোপ জনিত প্রতীতি-বিষয় অভাবরূপ যে লক্ষণ তাহা অর্থার্থ । প্রকৃতপক্ষে 'সংসর্গাভাবের লক্ষণ ইহা নহে ; 'সংসর্গাভাবত্বের' প্রকৃত লক্ষণ হইল 'ভেদভিন্নাভাবত্ব' ; ভেদ অর্থাৎ অন্তোগ্রাভাব ব্যতীত যে অভাব তাহাই সংসর্গাভাব । এবং সদাতনত্ব বা নিত্যত্ব বিশিষ্ট সংসর্গাভাবই হইল অত্যন্তাভাব । আর, ভেদত্ব বা অন্তোগ্রাভাবত্ব কি ? সংসর্গ-বিষয়া বা সংসর্গসম্বন্ধীয় (সংসর্গ অর্থে সম্বন্ধ, অর্থাৎ সম্বন্ধ সম্প্রকিত) তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবত্বই হইল ভেদত্ব । অর্থাৎ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব তাহাই হইল ভেদ বা অন্তোগ্রাভাব । অবশ্য, অহুযোগিতাবিশেষও বলা যায় ; তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবত্ব অথবা অহুযোগিতাবিশেষরূপ হইল ভেদত্ব । এখানে কেহ কেহ বলেন যে, ভেদত্ব যেরূপ অথগোপাধি, সেইরূপ সংসর্গাভাবও অথগোপাধি । কিন্তু, জগদীশ বলিতেছেন যে, এই মত ভুল ; কারণ, অন্তোগ্রাভাবত্বের বা ভেদত্বের দ্বারা সংসর্গাভাবত্বের অথগোপাধিত্ব অসম্ভব বিরুদ্ধ, সংসর্গাভাবত্বের অথগোপাধিত্ব অসম্ভবের দ্বারাই অবিবর্তীকৃত হয় । তাত্ত্বিকদের অর্থাৎ প্রাচীনদের ব্যবহারেও ভেদভিন্নাভাবত্বাদির, অর্থাৎ সংসর্গাভাবত্বাদির অথগোপাধিত্ব উপলব্ধি হয় না । প্রকৃত অর্থ নির্ধারণের জন্যই, অর্থাৎ প্রকৃত পথ নির্ধারণের অঙ্গরোধেই 'অহুগদম্' শব্দ

ব্যবহার করা হইয়াছে, অর্থাৎ পরে বিবেচনার দ্বারা প্রকৃত গতি বা চিন্তাধারা নির্ধারিত হইবে। “সিদ্ধান্তলক্ষণ” গ্রন্থের দীর্ঘিভিত্তিকার পরিশেষে দীর্ঘি-
 তিকার ‘তদপি বা ন উপাদেশম্’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা ঐ প্রশ্নের, অর্থাৎ
 ব্যাপ্তিতে সংসর্গাভাবত্বের অগ্রবেশে ক্ষতি হয় না এই প্রশ্নের বিবেচনা
 করিয়াছেন, এবং সংসর্গাভাবত্বের অগ্রবেশে যে প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্ষতি
 নাই তাহাই নির্ধারণ করিয়াছেন। বরং ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবত্ব নিবেশ
 করিলে নিবেশের অপ্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয় এবং অব্যাপ্তি হয়। কিঞ্চিৎ
 পরেই বলা হইবে যে, হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীর প্রতিযোগীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, বা অভাবীর প্রতিযোগিতাটি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ-
 বচ্ছিন্ন হইবে, এবং হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটি প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইবে।
 এখন অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে, যথা “বহিমান্ ধুমাং” প্রভৃতি স্থলে যখন
 ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ পদ উপাদেশ, তখন হেত্বাদিকরণে বা
 ধুমাদি সমানাদিকরণে যে অভাব ধরা হইবে তাহা অন্তোক্তাভাব হইতে পারে
 না। কারণ, ধুমাদিকরণে বহির ভেদ স্বীকার করিয়া অন্তোক্তাভাব ধরিলে
 সেই অন্তোক্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে ‘বহি’; এবং ‘বহি’ যেহেতু ধুমাদি-
 করণে বা ধুমাদিসমানাদিকরণে থাকে সূত্রাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটি (এস্থলে
 বহিভেদরূপ অন্তোক্তাভাবটি) আর প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইল না,
 প্রতিযোগিসমানাদিকরণ অভাব হইয়া পড়ে। কলে, ঐ অভাব অর্থাৎ
 অন্তোক্তাভাব ধরা যায় না; আর, অন্তোক্তাভাব ধরা সম্ভব না হইলে অবশ্যই
 সংসর্গাভাব ধরিতে হইবে। সূত্রাৎ, ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবত্বের উল্লেখ
 বা প্রবেশ নিম্নপ্রয়োজন, শুধুমাত্র অভাবত্বের উল্লেখের দ্বারাই সংসর্গাভাবত্ব
 প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা রক্ষা হয়। পুনরায়, ব্যাপ্তির লক্ষণে শুধুমাত্র
 অভাবত্বের উল্লেখ করিলে যেহেতু অন্তোক্তাভাব ধরা যাইতে পারে সেজন্য
 “বহিমান্ ধুমাং” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থলে হেত্বাদিকরণে বহ্যাদি ভেদের প্রতিযোগী
 ‘বহি’ থাকিয়া যায় বলিয়া এইরূপ প্রসিদ্ধ সম্বন্ধস্থলে প্রতিযোগিবৈষদিক-
 করণের অভাব বলতঃ সাধ্যতাব লক্ষণের ষটক না হওয়ার অব্যাপ্তির
 আশঙ্কা হয় না; সূত্রাৎ সংসর্গাভাব নিবেশ নিম্নপ্রয়োজন। এইরূপে
 অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তিতে সংসর্গাভাবত্বের উল্লেখ প্রয়োজনহীন।
 অপরদিকে, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবত্বের উল্লেখ
 থাকিলে অব্যাপ্তি হয়। ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণে বা ব্যাপ্তিতে

‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ অনুপাদেয়। একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক,—
 যথা “গোঃ সান্নাবস্থ্যং” এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সাধ্য ‘গো’ হেত্বধিকরণে
 বা সান্নাবিবতে তাদাত্ম্যাসম্বন্ধে থাকে, অর্থাৎ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য। ‘বেহেতু সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতার নিরূপক
 অভাব হেত্বধিকরণে ধরিতে হইবে, সুতরাং, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে
 অর্থাৎ তাদাত্ম্যাসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাকাতাব হেত্বধিকরণে ধরিতে হইবে।
 কিন্তু “গোঃ সান্নাবস্থ্যং” এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ
 সান্নাবস্থ্যধিকরণে তাদাত্ম্যাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অত্যস্তাভাবত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়;
 কারণ, অত্যস্তাভাব কখনও তাদাত্ম্যাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হয়
 না, এবং এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গা-
 ভাবত্বের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে এক্ষেত্রে আর অত্যস্তাভাব ধরার প্রশ্ন
 ওঠে না; শুধুমাত্র অভাবত্বের উল্লেখ থাকিলে এক্ষেত্রে অত্যস্তাভাব না
 ধরিয়া অন্তোক্তাভাব ধরা যাইতে পারে, এবং অব্যাপ্তি পরিহার করা যাইতে
 পারে; কিন্তু, সংসর্গাভাবত্বের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলে অব্যাপ্তি অপরিহার্য
 হইয়া পড়ে। এস্থলে অবশ্য একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—যে মতে
 অভাবানুযোগিক অভাবপ্রতিযোগিক ভেদ অধিকরণস্বরূপ, অথবা ধর্ম্মাত্ম-
 স্তাভাব ধর্ম্মীয় ভেদসূচক, সেই মত গ্রহণ করিলে চলিবে না। কারণ, ঐ
 মত গ্রহণ করিলে হেত্বধিকরণ সান্নাবতে পটত্বাত্ম্যস্তাভাব, ঘটভেদাত্ম্যস্তা-
 ভাব, মঠত্বাত্ম্যস্তাভাব প্রভৃতি অত্যস্তাভাব আছে, তাহাতে অভাবান্তরের
 ভেদ আছে; ভেদটি অধিকরণস্বরূপ হইলে অত্যস্তাভাবস্বরূপ হইবে, এবং
 প্রতিযোগিতাটি তাদাত্ম্যাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে। অর্থাৎ অভাবানুযোগিক
 ভেদ অধিকরণস্বরূপ হইলে ঐ ভেদ হেতুমিষ্ট উক্ত প্রকার অত্যস্তাভাবাত্মক
 হইয়া যাইবে। আবার, ধর্ম্মের অত্যস্তাভাব হইলে ধর্ম্মীয় ভেদ হয় বলিয়া
 হেত্বধিকরণ সান্নাবতে যদি অশব্দ, বৃক্ষত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অত্যস্তাভাব ধরা
 যায় (যাহা অবশ্যই আছে) তাহা হইলে হেত্বধিকরণে বা সান্নাবতে তৎতৎ
 ধর্ম্মী, অর্থাৎ অশব্দ, বৃক্ষ প্রভৃতির ভেদ স্বীকৃত হয়; এবং এই ভেদ তাদাত্ম্য-
 প্রতিযোগিক বলিয়া হেতুমিষ্ট অনবস্থ্যধির অত্যস্তাভাবও তাদাত্ম্য
 প্রতিযোগিক হইয়া যায়। সেইজন্যই বলা হইল, ঐ মত গ্রহণ করিলে এস্থলে
 চলিবে না। এইভাবেই বিষয়টি চিন্তা করিতে হইবে।

দীধিতি—অথ জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ, বিশেষগুণবান্ মনোহস্ত-
দ্রব্যত্বাৎ, জাতিমান্ ভাবত্বাদিত্যাদৌ সমবায়েন জ্ঞানাদেঃ সাধ্য-
তান্নামতিব্যাপ্তিঃ ; সাধ্যশূন্যানামপি হেতুমতাং বিষয়বিশেষগণৈ-
কার্ধসমবায়ৈঃ সাধ্যবত্বাদিতি চেষ্টৈজ্ঞবন্, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধেন প্রতিযোগিনো বদধিকরণং সম্বন্ধি বা তদ্বৃ্ত্তিত্বাভাবস্যোক্ত-
ত্বাৎ।

অনুবাদ : অনন্তর “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ”, “বিশেষগুণবান্ মনোহস্ত-
দ্রব্যত্বাৎ”, “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” ইত্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে জ্ঞানাদি সাধ্য-
তাতে অতিব্যাপ্তি (হয়) ; (কারণ) সাধ্যশূন্য হেতুমৎ সমূহের বিষয়ত্ব
বিশেষগত্ব, একাৰ্ধসমবায় (ইত্যাদির সম্বন্ধের) দ্বারা সাধ্যবত্ত্ব বশতঃ
(অতিব্যাপ্তি হয়), এরূপ যদি বলা যায়, (তবে বলা হইবে)—এরূপ হয়
না ; (কারণ) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর যে অধিকরণ অথবা
সম্বন্ধী তদ্বৃ্ত্তিত্বাভাবের উক্তিত্ব বশতঃ (এরূপ হয় না)।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবত্বের উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন প্রমাণ
করিয়া দীধিতিকার ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রতিযোগিবৈরধিকরণ্য সম্পর্কিত অপর
একটি সমস্তার ইঙ্গিত “অথ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দিতেছেন। “জ্ঞানবান্
দ্রব্যত্বাৎ” “বিশেষগুণবান্ মনোহস্তদ্রব্যত্বাৎ”, “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” এই
শ্লোকলি প্রত্যেকেই অসম্বন্ধেতুশ্ল। কারণ, ‘জ্ঞান’ সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতে
 থাকে, দ্রব্যত্বাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে (অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন দ্রব্যে) থাকে না,
সুতরাং ‘দ্রব্যত্ব’ হেতু ‘জ্ঞান’ সাধ্যের ব্যাভিচারী ; ‘বিশেষগুণ’ সমবায়সম্বন্ধে
কিতি, অপ, ভেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মাতে থাকে, কিন্তু মন ব্যতীত
দ্রব্যত্বাধিকরণ অর্থাৎ মনোহস্তদ্রব্যত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ কাল এবং দিক্
ইহারাও হয়, অথচ কালে এবং দিকে কোনো ‘বিশেষগুণ’ থাকে না, কলে
‘মনোহস্তদ্রব্যত্ব’ হেতু ‘বিশেষগুণ’ সাধ্যের ব্যাভিচারী, কাল এবং দিক্ হইল
ব্যাভিচারী শ্ল ; ‘জাতি’ সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্য-গুণ-কর্মে থাকে, কিন্তু দ্রব্য-গুণ-
কর্ম, সামান্য, সমবায় এবং বিশেষ এই ছয়টি পদার্থ ভাবপদার্থ বলিয়া
‘ভাবত্ব’ শুধু যে দ্রব্য-গুণ-কর্মে থাকে তাহা নহে, এই ছয়টি পদার্থতেই
‘ভাবত্ব’ থাকে, কলে, ভাবত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ সামান্য, সমবায় ও
বিশেষ ইহারাও হয়, অথচ সামান্তে, সমবায় বা বিশেষে জাতি থাকে না।

একম্ ‘ভাবত্ব’ হেতু ‘জাতি’ সাধ্যের ব্যভিচারী, সামান্ত, সমবায় ও বিশেষ হইল ব্যভিচারী স্থল। এইরূপে “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ”, “বিশেষণবান্ মনোহন্তদ্রব্যত্বাৎ”, “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” স্থলগুলি প্রত্যেকেই অসদ্ব্যুৎপন্ন। কিন্তু, এই স্থলগুলিতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ” স্থলে ‘জ্ঞান’ সমবায়সম্বন্ধে অবশ্য দ্রব্যত্বাধিকরণে অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন দ্রব্য থাকে না, কিন্তু, সমস্ত দ্রব্যই যেহেতু জ্ঞানের বিষয় সেজন্য বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞান সমস্ত দ্রব্যে সহজেই থাকিতে পারে, এবং এই সম্বন্ধে আত্মা ভিন্ন অন্য দ্রব্যে আর জ্ঞানের অভাব ধরা যায় না। কলে, আত্মা ভিন্ন অন্য দ্রব্যে ‘জ্ঞান’ অর্থাৎ সাধ্য থাকিয়া যাওয়ার জ্ঞানাভাব বা সাধ্যাভাব অন্ত দ্রব্যে ধরা যায় না, অন্ত অভাব ধরিতে হয়; কলে, হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ার অসদ্ব্যুৎপত্তিতে লক্ষণ সম্বয়ের জন্য অতিব্যাপ্তি হয়। “বিশেষণবান্ মনোহন্তদ্রব্যত্বাৎ” স্থলে সাধ্য ‘বিশেষণ’ হেত্বধিকরণ কালে এবং দিকে সমবায় সম্বন্ধে না থাকিলেও কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে কালে এবং দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে দিকে থাকিতে পারে; এইরূপে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ কালে ও দিকে ‘বিশেষণ’ সাধ্যের অভাব আর ধরা যায় না, হেত্বধিকরণে বা মনোহন্তদ্রব্যে অন্ত অভাব ধরিতে হইবে, কলে, অসদ্ব্যুৎপত্তিতে এইভাবে লক্ষণ সম্বয়ের জন্য অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” স্থলে সামান্ত, সমবায় এবং বিশেষ এই তিন ভাব-পদার্থে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে জাতি সমবায়সম্বন্ধে অবশ্য থাকে না, কিন্তু একাৰ্ধ-সমবায়সম্বন্ধে থাকিতে পারে। একাৰ্ধসমবায় হইল সমবায়ের স্বাত্মক সম্বন্ধ, ইহাও অবশ্য সমবায়, এই স্বাত্মকসম্বন্ধ হইল স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। ‘যথা ‘রসাৎ পৃথক্’, ‘রূপমেকম্’ ইত্যাদি প্রতীতিতে ‘রস’, ‘রূপ’ ইহার ঞ্গ, আবার, ‘পৃথক্ একম্’, ইহার ঞ্গ; কিন্তু ঞ্গে তো কোনো ঞ্গ থাকিতে পারে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে থাকে কি করিয়া? ‘রসাৎ পৃথক্’, ‘রূপমেকম্’ ইত্যাদি প্রতীতিকে তো অযথার্থ বলা যায় না, কারণ এবিধ প্রতীতি সকলেরই হয়, এবং ইহা সর্বসম্মত। ইহারই উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, উক্ত প্রকার স্থলে যে ঞ্গ ঞ্গেতে থাকে তাহা একাৰ্ধসমবায়সম্বন্ধে থাকে, ইহাও এক প্রকার সমবায়সম্বন্ধই; এবং এই একাৰ্ধসমবায় হইল সমবায়ের স্বাত্মকসম্বন্ধ। স্ব + আত্মক = স্বাত্মক, অর্থাৎ নিজের মধ্যেই নিজের এক প্রকার সম্বন্ধবিশেষ, ইহা স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। একাৰ্ধসমবায়ের সংজ্ঞা হইল—“একাৰ্ধসমবায়:

‘তাদাত্ম্যপ্রতিযোগিত্ব এতৎ অন্ততরসম্বন্ধেন সমবায়বৎস্বরূপঃ’—অর্থাৎ একাৰ্ধ-সমবায় হইল তাদাত্ম্য এবং প্রতিযোগিত্ব এই দুই সম্বন্ধের অন্ততর সম্বন্ধের দ্বারা, অর্থাৎ এই দুইটির মধ্যে যে কোনো একটির দ্বারা সমবায়বৎ, অর্থাৎ এই দুইটির একটি সম্বন্ধের দ্বারা সমবায়সম্বন্ধ বাহাতে থাকে তদ্বৎ হইল একাৰ্ধ-সমবায়সম্বন্ধ। এখন, জাতি সমবায়সম্বন্ধে সমবায়ের থাকে না, কিন্তু তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সমবায় সমবায়ের আছে; জাতি-সমবায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সমবায়ের থাকে, এবং এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকাই হইল একাৰ্ধসমবায়সম্বন্ধে থাকা, অর্থাৎ একাৰ্ধসমবায়সম্বন্ধে জাতি সমবায়ের থাকে। আরও, ‘বিশেষ’ সমবায়সম্বন্ধে পরমাণুতে থাকে, সুতরাং সেক্ষেত্রে সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী হইল বিশেষ, অর্থাৎ বিশেষে সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্ব থাকিল; আবার, জাতি সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য-গুণ-কর্মে থাকে, এক্ষেত্রে সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী হইল জাতি, অর্থাৎ জাতিতে সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্ব থাকিল। এইরূপে সমবায়ের প্রতিযোগিত্ব জাতিতেও থাকে এবং বিশেষেও থাকে, সুতরাং এই প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধে জাতি বিশেষে থাকিতে পারে; কিন্তু এই প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধও এক প্রকার সমবায়সম্বন্ধবিশেষ, এবং ইহা হইল একাৰ্ধ-সমবায়; অর্থাৎ একাৰ্ধসমবায়সম্বন্ধে এইরূপে জাতি বিশেষে থাকিতে পারে। পুনরায়, দ্রব্য-গুণ-কর্মে জাতি সমবায়সম্বন্ধে থাকাতে জাতিতে সমবায়ের প্রতিযোগিত্ব থাকে বলিয়া প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধে জাতি সমবায়েরও থাকিতে পারে, এবং এই প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধও হইল একাৰ্ধসমবায়সম্বন্ধ। এই প্রকারে একাৰ্ধসমবায়সম্বন্ধে জাতি সামান্ত, সমবায় এবং বিশেষেও থাকিতে পারে। তাহা হইলে, হেত্বধিকরণে অর্থাৎ ভাবত্বাধিকরণে অর্থাৎ সামান্ত-সমবায়-বিশেষে জাতির অভাব আর ধরা যাইবে না, অন্ত অভাব ধরিতে হইবে, কলে, অসঙ্কেতস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাওয়ার অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এইভাবে “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণে (অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন দ্রব্যো) বিষয়ত্বাসম্বন্ধে সাধ্য অর্থাৎ ‘জ্ঞান’ থাকিয়া যাওয়ার, “বিশেষগুণবান্ মনোহস্তদ্রব্যত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণে (অর্থাৎ কালে ও দিকে) বিশেষগুণ-সম্বন্ধে সাধ্য অর্থাৎ ‘বিশেষগুণ’ থাকিয়া যাওয়ার, এবং “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণে (অর্থাৎ সামান্ত, সমবায় ও বিশেষে) একাৰ্ধসমবায়সম্বন্ধে সাধ্য অর্থাৎ ‘জাতি’ থাকিয়া যাওয়ার উক্ত অসঙ্কেতস্থলগুলিতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব ধরা গেল না, কলে প্রত্যেক স্থলেই অতিব্যাপ্তি দোষ

উপস্থিত হয়।

এই প্রকার অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করিয়া দীধিতিকার তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, ঐরূপ আশঙ্কা হয় না, কারণ, প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবটিকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবটিকে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হইতে হইবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু, কোন্ সম্বন্ধে প্রতিযোগীকে ধরিয়া প্রতিযোগিব্যাধিকরণ ধরিতে হইবে, অর্থাৎ হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবকে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব ধরিতে হইলে প্রতিযোগিব্যাধিকরণের প্রতিযোগীকে কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইতে হইবে তাহা এ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। এক্ষণে সেইজন্য বলা হইতেছে যে, প্রতিযোগিব্যাধিকরণের প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। প্রতিযোগিব্যাধিকরণের প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিলে উক্ত অসদ্ব্যবহারে হেতুধিকরণে সহজেই সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হইবে, এবং অতিব্যাপ্তিও বারণ হইবে। “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ” স্থলে সাধ্য হইল ‘জ্ঞান’; হেতুধিকরণে অর্থাৎ দ্রব্যে জ্ঞানাতাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব চিন্তা করিলে সেই অভাবের প্রতিযোগী হইবে ‘জ্ঞান’, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সমবায়; কারণ, জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে আত্মাতে থাকে। সুতরাং, সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে জ্ঞানাতাব আত্মা ভিন্ন দ্রব্যে অবশ্যই থাকে, এবং ইহাতে হেতুধিকরণে বা দ্রব্যে সাধ্যাভাব গ্রহণ সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। “বিশেষগুণবান্ মনোহুদ্রব্যত্বাৎ” স্থলে সাধ্য হইল ‘বিশেষগুণ’; হেতুধিকরণে বা মনোহুদ্রব্যে সাধ্যাভাব বা বিশেষগুণাভাব চিন্তা করিলে সেই অভাবের প্রতিযোগী হইবে ‘বিশেষগুণ’ এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সমবায়; কারণ, বিশেষগুণ গুণের দ্বারা দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধেই স্বাভাবিকভাবে থাকে। সুতরাং, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে ‘বিশেষগুণ’ অবশ্যই হেতুধিকরণে অর্থাৎ কালে ও দিকে থাকে না; এইরূপে হেতুধিকরণে অর্থাৎ কালে ও দিকে বিশেষগুণাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। “জ্ঞাতিমান্ ভাবত্বাৎ” স্থলেও সাধ্য ‘জ্ঞাতি’ দ্রব্য-গুণ-কর্মে সমবায়সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে থাকে; হেতুধিকরণে অর্থাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্ম ব্যতীত ভাবপদার্থে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞাতি থাকে না বলিয়া দ্রব্য-গুণ-কর্ম ব্যতীত

ভাবপদার্থরূপ হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব চিন্তা করা যায়, এবং অতিব্যাপ্তিও হয় না। এইরূপে উক্ত সমস্ত অসদ্ব্যবহারগুলিতেই অতিব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিব্যাদিকরণের প্রতিযোগীকে গ্রহণ করিলে উক্ত স্থলগুলিতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হইবে, এবং হেতুমন্নিষ্ট সেই অভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাবও হইবে। এখন, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিব্যাদিকরণের প্রতিযোগীকে গ্রহণ করার বিষয়টি দীর্ঘতিকাির ভিন্ন ভাষার প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর যে অধিকরণ, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগী যাহাতে থাকে তাহাতে, অথবা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর সহিত যাহার সম্বন্ধ হয় সেই সম্বন্ধী বা অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব যদি হেতুমন্নিষ্ট অভাবে থাকে, অথবা তদধিকরণ বা তৎসম্বন্ধি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব যদি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবে থাকে, তাহা হইলেই হেতুমন্নিষ্ট অভাবটিকে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব বলা যাইবে। “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ” স্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণে জ্ঞানাভাব গ্রহণ করা আমাদের উদ্দেশ্য ; (কারণ, অসদ্ব্যবহারে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিলে অতিব্যাপ্তি হইবে না), এই অভাবের বা জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী যে জ্ঞান তাহা আত্মাতে স্বাভাবিকভাবে সমবায়সম্বন্ধে থাকে ; তাহা হইলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। এই সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগী জ্ঞানের অধিকরণ হইল আত্মা, এই অধিকরণে অর্থাৎ আত্মাতে বৃত্তি হয় জ্ঞান, এবং জ্ঞানেতে থাকে উক্ত সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগ্যধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা ; এবং এই বৃত্তিতার অভাব, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব আত্মা ভিন্ন অন্ত দ্রব্য বা দ্রব্যত্বাধিকরণে অর্থাৎ হেত্বধিকরণবৃত্তি জ্ঞানাভাবে থাকিয়া যায়, কলে ঐ অভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইয়া যায়। এইরূপে “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ” এই অসদ্ব্যবহারে সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হয়, এবং তাহা অর্থাৎ সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায়, এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকায় আর উক্ত অসদ্ব্যবহারে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এইরূপে নিবেদন করার বিষয়তাসম্বন্ধে আত্মা ভিন্ন অন্ত দ্রব্য জ্ঞানের অস্তিত্ব আর চিন্তা করা যায় না, কলে “বিশেষণগুবান্ মনোহন্তদ্রব্যত্বাৎ” স্থলে মনোহন্তদ্রব্যত্বাধি-

করণে অর্থাৎ কালে এবং দিকে কালিকবিশেষণভাসম্বন্ধে এবং বৈশ্বিক-বিশেষণভাসম্বন্ধে বিশেষণভূতের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” স্থলেও এইভাবে বিষয়তা, বিশেষণতা এবং একার্থসম্বায় সম্বন্ধে ত্রব্য-গুণ-কর্ম ব্যতীত ভাবপদার্থসমূহে জাতির অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। সুতরাং, উক্ত তিনটি স্থলেই হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব সাধ্যাভাব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। এইজন্যই দীর্ঘিতিকার বলিলেন যে, প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ বা সম্বন্ধি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব বৃত্তিতে হইবে।

দীর্ঘিতি—ভবতি চৈবম্ অন্ত্যোক্ত্যভাবোহপি প্রতিযোগ্যসমানা-ধিকরণঃ।

অনুবাদ : এবং এইরূপে অন্ত্যোক্ত্যভাবেও প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ (সম্বত) হয়।

ব্যাখ্যা : প্রতিযোগী যে ক্ষেত্রে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে সে ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীকে ধরা যায় না, কারণ, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হয়। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কোনো বস্তু কোনো বস্তুতে থাকে না, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কোনো বস্তুর অধিকরণ বলিয়া কিছু হয় না। যথা, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ষট ষটে থাকে একরূপ বলা যায় না, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ষট হইল ষটের সম্বন্ধী। সেইজন্যই দীর্ঘিতিকার বলিলেন —“সম্বন্ধিবেতি”—অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবটি যদি অন্ত্যোক্ত্যভাব ধরা যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে তাদাত্ম্য ; এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হইলেও প্রতিযোগীর সম্বন্ধীর অপ্রসিদ্ধি হয় না, কলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগীর সম্বন্ধীর অভাব ধরা সম্ভব হইবে, এবং লক্ষণ সময়েরও কোনো অন্ত্রবিধা হইবে না। এইভাবে হেত্বধিকরণে অন্ত্যোক্ত্যভাব ধরিলেও অর্থাৎ অন্ত্যোক্ত্য-ভাবের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিবৈধিকরণ্য দৃষ্টি হয়।

জাগদীশী—নহু. বিষয়তয়া বৃত্ত্যানিয়ামকত্বমতে জ্ঞানাভাবস্ত
পপনাদৌ সহজত এব প্রতিযোগিব্যাধিকরণত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিরত আহ
বিশেষগুণ ইতি ; অত্র ব্যাভিচারনिरूपकः कालो दिक् च तत्र काले
कालिकेन दिशि च दैशिकेन सङ्गন্ধेन विशेषगुणस्तु सङ्गात् तदभावो
न प्रतियोगिव्याधिकरण इति भवति अतिव्याप्तिः । विशेषपदम्
ब्याभिचारद्वरक्षायै ; द्रव्यादादित्युक्तौ सङ्गक्षसामाञ्चन विशेषगुणस्तु
मनसि असङ्गात् नातिव्याप्तिसम्भवः, कालोपाधितादिगुपाधिरस्तु अपि
मनसि असङ्गात्, अत्रथा मनसः कालोपाधिरपि स्त्रादत उक्त
मनोहञ्चेति । यस्तु मूर्तमात्रस्तु दिगुपाधिः महादिग्वृत्तितायाम्
अवच्छेदकत्वं, न तु अधिकरणत्वं इति प्राचां मते सङ्गक्षसामाञ्चन एव
तस्तु विशेषगुणानधिकरणत्वात् मनोहञ्चपदमिति, तन्मन्दम् एवम् ;
अवच्छेदकतासङ्गন্ধेनैव मनसो विशेषगुणवद्वायाः संभवेन मनोहञ्च-
पदवैयर्थ्यापत्तेः । अत्र च द्रव्याधिकरणे घटौदौ अतीततत्त्वव्याप्य-
भावसङ्गक्षसामान्येन प्रतियोगिव्याधिकरण इति ध्येयम् । नहू स्वमते
दिक्कालयोरौश्वरानतिरिक्तत्वात् अत्र व्याप्तिरेव इत्यत आह जातीति ।
न च जातेः व्याप्यवृत्तितया तत्साध्याके प्रतियोगिवैयर्थ्यधिकरण्या-
प्रवेशात् एव नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । समवायेन अव्यापकद्वग्रह-
दशायामपि सङ्गक्षसामान्येन प्रतियोगिवैयर्थ्यधिकरण्यघटितव्यापक-
ज्ञानात् समवायेन जात्यनुमितिपत्तेरेव प्रकृते अतिव्याप्तिपदार्थत्वात्,
जात्यादेरपि प्रागुक्तव्याप्यवृत्तिविरहात् । अतिव्याप्तिं योजयति
साध्यशून्येति । विशेषगता, दिक्कृता, कालिकी च ; एकार्थेति,
समवायस्तु अपि स्वात्मक एव स्वरूपसङ्गक्ष इति । तत्रापि जात्येकार्थ-
समवायोहञ्चि इत्याशयः, जातिः सतीतिवत्, समवायः सन् इति
प्रतीतेः अविशेषात् । भावत्वात् समवेतत्वात् इत्यपि केचित् ।

अनुवाद : यदि बला वाय, विषयतार वृत्तानियामकत्वमते ज्ञानाभाव
पपनान्दिते सहजेइ प्रतियोगिव्याधिकरणत्वं वनतः अतिव्याप्ति हय ना, सेज्ज
बला हईल 'विशेषगुण' इत्यादि ; एहले व्याभिचारनिरूपक (हईल) काल

এবং দিক্, তাহাতে কালে কালিকসম্বন্ধে এবং দেশে দৈশিকসম্বন্ধে বিশেষণওণ
 ব্যাক্য তদভাবে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হয় না, ইহাতে অতিব্যাপ্তি হয়।
 ব্যভিচারত্ব রক্ষার জন্ত ‘বিশেষ’ পদ ; ‘দ্রব্যত্বাৎ’ এই উক্তিভেদে সম্বন্ধসামান্ত্রের
 দ্বারা বিশেষণওণ মনে থাকে না বলিয়া অতিব্যাপ্তি সম্ভব হয় না ; (কারণ)
 কালোপাধিত্বের দ্বারা দিগুপাধিত্বও মনে থাকে না বলিয়া, অগ্ৰদ্বার মনের
 কালোপাধিত্বও থাকুক, সেজন্ত বলা হইল ‘মনোহন্ত’ ইত্যাদি। কিন্তু বাহারা
 (বলেন) মূর্ত্যমাত্রের দিগুপাধিত্ব (হইল) মহাদিগ্‌বৃত্তিতাতে অবচ্ছেদকত্ব,
 ইত্যাদি প্রাচীন মতে সম্বন্ধসামান্ত্রের দ্বারাই তাহার (মনের) বিশেষ-
 ণের অনধিকরণত্ব বশতঃ ‘মনোহন্ত’ পদ ইত্যাদি, তাহা মন্দই ; (কারণ)
 অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধের দ্বারাই মনের বিশেষণবস্তুর সম্ভবের দ্বারা ‘মনোহন্ত’
 পদের ব্যর্থতাপত্তি হয়। এবং এস্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণ ঘটাদিতে অতীত তৎ
 তৎ ব্যক্ত্যভাবে সম্বন্ধসামান্ত্রের দ্বারা প্রতিযোগিব্যাধিকরণ (হয়), ইত্যাদি
 চিন্তনীয়। যদি বলা যায়, স্বমতে (দীর্ঘিতিমতে) দিক্‌কালের ঈশ্বরানতি-
 রিক্তত্ব বশতঃ এস্থলে ব্যাপ্তিই (হয়) ইত্যাদি, সেজন্ত বলা হইল ‘জাতি’
 ইত্যাদি। জাতির ব্যাপ্যবৃত্তিতার জন্ত তৎসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈরধি-
 করণের অগ্রবেশ বশতঃই অতিব্যাপ্তি হয় না, ইত্যাদি বলা যায় না।
 (কারণ) সমবায়সম্বন্ধে অব্যাপকত্বগ্রহদশাতেই সম্বন্ধসামান্ত্রের দ্বারা প্রতি-
 যোগিবৈরধিকরণঘটিত ব্যাপকত্বজ্ঞান বশতঃ সমবায়সম্বন্ধে জাত্যহুতির
 আপত্তিই প্রকৃতপক্ষে অতিব্যাপ্তিপদার্থ হয় বলিয়া, এবং জাত্যাদিরও প্রাপ্তক
 ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বিরহ হয় বলিয়া। ‘সাধ্যশূন্য’ ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি যোজনা
 করা হইতেছে। বিশেষণতা (হইল) দিক্‌কৃত্য এবং কালিকী (অর্থাৎ
 দৈশিকবিশেষণতা বা দৈশিক স্বরূপসম্বন্ধ এবং কালিকবিশেষণতা বা কালিক
 স্বরূপসম্বন্ধ) ; একার্থ ইত্যাদি (হইল) সমবায়েরও স্বাত্মকই স্বরূপসম্বন্ধ,
 ইত্যাদি। সেস্থলেও জাতির একার্থসমবায় আছে, এইরূপ চিন্তা করা হয় ;
 “জাতিঃ সতি” ইত্যাদির দ্বারা “সমবায়ঃ সন্” ইত্যাদি প্রতীতিতে অবিশেষ
 হয় বলিয়া (জাতির একার্থসমবায় হয়)। ‘ভাবত্বাৎ’ (কণার তাৎপৰ্য্য
 হইল) সমবেতত্বাৎ, এইরূপও কেহ কেহ বলেন।

ব্যাখ্যা : ‘সংযোগ’, ‘সমবায়’ প্রভৃতি সম্বন্ধগুলিকে সাধারণতঃ দুই
 ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা, বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধ এবং বৃত্ত্যানিয়ামক-
 সম্বন্ধ। যে সকল সম্বন্ধের দ্বারা এক পদার্থ অপর পদার্থে বৃত্তি হয় সেই সকল

সম্বন্ধের নাম বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধ ; বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধের কলিতার্থ হইল আধার-
 আধেয়ভাবত্ব, অর্থাৎ যে সম্বন্ধের দ্বারা আধার-আধেয়ত্ব নিরূপিত হয়
 তাহাকে বৃত্তিনিয়ামক-সম্বন্ধ বলে। অপরদিকে, যে সকল সম্বন্ধের দ্বারা
 আধার-আধেয়ত্ব নিরূপিত হয় না, অর্থাৎ যে সকল সম্বন্ধের দ্বারা কোনো
 পদার্থ অপর পদার্থে বৃত্তি হয় না, সেই সকল সম্বন্ধ হইল বৃত্তানিয়ামক-সম্বন্ধ।
 সংযোগ, সমবায়, কালিক এবং স্বরূপ সম্বন্ধ (এবং কোনো কোনো মতে
 বাচ্যত্ব ও শব্দশব্দ্যত্ব সম্বন্ধ) হইল বৃত্তিনিয়ামক-সম্বন্ধ ; ইহা ব্যতীত অন্ত
 সমস্ত সম্বন্ধই হইল বৃত্তানিয়ামক-সম্বন্ধ। এইরূপ হইলে বিষয়তাসম্বন্ধ হইল
 বৃত্তানিয়ামক-সম্বন্ধ, এবং এই সম্বন্ধে কোনো পদার্থ অন্ত পদার্থে বৃত্তি হয় না,
 বা থাকে না। সুতরাং “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ” স্থলে বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞান
 আত্মা ভিন্ন অন্ত দ্রব্যে আর থাকিতে পারে না, কলে জ্ঞানাভাব অর্থাৎ
 সাধ্যাভাব গগনাদি দ্রব্যে, অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন সমস্ত দ্রব্যে অর্থাৎ হেতুধি-
 করণে সহজেই থাকিয়া যায়, এবং এই হেতুমন্নিষ্ঠ সাধ্যাভাব বা জ্ঞানাভাব
 প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।
 “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ” স্থলে একরূপ কথা বলা যায় বলিয়া “বিশেষণবান্
 মনোহন্তদ্রব্যত্বাৎ” এই স্থলান্তর অনুসরণ করা হইল। “বিশেষণবান্
 মনোহন্তদ্রব্যত্বাৎ” স্থলে মন ভিন্ন-দ্রব্যত্বাদিকরণ হইল ক্ষিতি, অপ., তেজ,
 মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্ ও দেহী ; ইহাদের মধ্যে কাল এবং দিক্ ভিন্ন অন্ত
 দ্রব্যে বিশেষণ থাকে, সুতরাং এস্থলে কাল এবং দিক্ হইল ‘মনোহন্ত-
 দ্রব্যত্ব’রূপ অসম্বন্ধতুর ব্যভিচারী স্থল। এই কালে এবং দিকে কালে
 কালিকসম্বন্ধে ও দিকে দৈশিকসম্বন্ধে বিশেষণ থাকিতে পারে বলিয়া ঐ দুই
 ব্যভিচারী স্থলে অর্থাৎ হেতুধিকরণে আর সাধ্যাভাব বা বিশেষণাভাব ধরা
 যায় না ; অর্থাৎ কাল এবং দিক্‌রূপ হেতুধিকরণে সাধ্যাভাব বা বিশেষণা-
 ভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হয় না। কেননা, হেতুধিকরণে (কালে ও
 দিকে) বিশেষণাভাব ধরিলে ঐ অভাবের প্রতিযোগী যে বিশেষণ তাহা
 কালিক এবং দৈশিক সম্বন্ধে হেতুধিকরণে (কালে ও দিকে) থাকিয়া যায়,
 এবং এইজন্য অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে সাধ্য ধরা হইয়াছে ‘বিশেষণ’,
 কেবলশূণ্য নহে ; সাধ্যে এই ‘বিশেষ’ পদ ব্যভিচারত্ব রক্ষার জন্য নিবেশ
 করা হইয়াছে। ‘কেবলশূণ্য’ সাধ্য করিলে, অর্থাৎ স্থলটিকে “শূণ্যবান্
 মনোহন্তদ্রব্যত্বাৎ” এইরূপ বলিলে ‘শূণ্য’ বা সাধ্য সমবায়সম্বন্ধে প্রত্যেক

দ্রব্যোতেই থাকিতে পারে, মনোহন্ত্র সকল দ্রব্যোতেই ‘গুণ’ স্বাভাবিকভাবেই থাকিতে পারে ; এমন কি, ‘গুণ’ মনেতেও স্বাভাবিকভাবে থাকে । সুতরাং ‘গুণ’ সাধ্য সহজেই সম্বন্ধসামান্তের দ্বারাই, অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধের দ্বারাই দ্রব্যত্বাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ দ্রব্যে থাকায় “গুণবান্ মনোহন্ত্র-দ্রব্যত্বাৎ” স্থলটি আর অসন্ধেতুস্থল হইবে না, সন্ধেতুস্থল হইয়া যাইবে, কলে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ আর আসিবেই না ; কারণ, সন্ধেতুতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাইবে, দোষের প্রশ্ন উঠিবে না । এই কারণেই ‘বিশেষগুণ’কে সাধ্য করা হইল, এবং কালে ও দিকে ‘বিশেষগুণ’ থাকে না বলিয়া স্থলটি অসন্ধেতুস্থল হইল, বা ‘মনোহন্ত্র-দ্রব্যত্ব’ হেতুটি ‘বিশেষগুণ’ সাধ্যের ব্যাভিচারী হেতু হইল । এই ব্যাভিচারত্ব রক্ষার জন্যই সাধ্যে ‘বিশেষ’ পদ দেওয়া হইয়াছে । এস্থলে হেতু হইল ‘মনোহন্ত্রদ্রব্যত্ব’, শুধুমাত্র ‘দ্রব্যত্ব’ নহে ; হেতু যদি শুধুমাত্র ‘দ্রব্যত্ব’ হইত তাহা হইলে ‘মন’ দ্রব্য বলিয়া মনও হেত্বধিকরণ হইত ; এবং মনে স্বাভাবিকভাবেই বিশেষগুণ থাকে না বলিয়া বিশেষগুণাভাব বা সাধ্যাভাব মনে বা হেত্বধিকরণে সহজেই থাকিয়া যাইত, এবং তাহাতে “বিশেষগুণবান্ দ্রব্যত্বাৎ” এই অসন্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিত না, কেননা, স্বাভাবিকভাবেই হেত্বধিকরণে বা মনে সাধ্যাভাব বা বিশেষগুণাভাব থাকায় অসন্ধেতুতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি হয় না । মনের দিক্ উপাধিত্ব আছে এরূপ কথাও বলা যায় না ; (মনের দিক্ উপাধিত্ব স্বীকার করিলে অবশ্য বিশেষগুণ বৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে মনে থাকিয়া যাওয়ার উক্ত প্রকার অতিব্যাপ্তি আর হয় না ; কিন্তু মনের দিক্ উপাধিত্ব স্বীকৃত নয় ।) কারণ, মনের যে কালোপাধিত্ব নাই তাহা সর্বজন স্বীকৃত । মনের কালোপাধিত্ব যেমন হয় না, সেইরূপ মনের দিশুপাধিত্বও নাই । আর, মনের দিশুপাধিত্ব আছে একথা বলিলে মনের কালোপাধিত্ব থাকিতেই বা বাধা কি ? কিন্তু মনের কালোপাধিত্ব কখনই সম্ভব হয় না । সুতরাং, মনের কালোপাধিত্ব যেমন সম্ভব নয়, সেইরূপ দিশুপাধিত্বও সম্ভব নয় ; অতএব, মনে ‘বিশেষগুণ’ কোনো প্রকারেই থাকা সম্ভব নয় ; এই-জন্যই মন ব্যতীত অন্ত্র দ্রব্যকে হেত্বধিকরণ ধরা হইয়াছে, এবং হেতু ‘মনোহন্ত্রদ্রব্যত্ব’ ধরা হইয়াছে । কোনো কোনো প্রাচীন নৈয়ায়িক এস্থলে ভিন্ন মত পোষণ করেন । তাঁহারা বলেন যে, মূর্ত্তদ্রব্য মাত্রেই যখন

দিশুপাধিহ আছে, তখন মন মূর্ত্তব্রব্য বলিয়া তাহারও দিশুপাধিহ আছে ; কিন্তু মূর্ত্তব্রব্যের যে দিশুপাধিহ তাহা ষণ্ডিকের উপাধিহ নহে, তাহা মহা-
দিগ্‌বৃত্তিতাভে অবচ্ছেদকত্ব । অর্থাৎ মহাদিককে অবচ্ছেদ করিয়া মূর্ত্তব্রব্য
থাকে ; এইজন্য মূর্ত্তব্রব্যের যে দিশুপাধিহ তাহা অবচ্ছেদকত্ব, অধিকরণত্ব
নহে ; অর্থাৎ দিগধিকরণে মূর্ত্তব্রব্য থাকে না, দিগবচ্ছেদে থাকে, এবং এইজন্য
সম্বন্ধসামান্তের দ্বারাই অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধেই মন বিশেষণের অধিকরণ
হয় না ; এবং মনে ‘বিশেষণ’ না থাকিলে মনে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে
(‘ব্রব্যত্ব’কে হেতু ধরিলে মনও হেত্বধিকরণ হয়) বিশেষণগাভাব অর্থাৎ ,
সাধ্যগাভাব থাকায় অতিব্যাপ্তি আর হয় না । এই নিমিত্তই ‘মনোহন্ত’ পদ
হেতুতে নিবেশ করা হইয়াছে । কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে এই মত মন্দ,
অর্থাৎ অসমর্থ । কারণ, তাহা হইলে অবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে মনে ‘বিশেষণ’
থাকুক না কেন, এবং তাহা থাকিতে বাধাই বা কি ? এইরূপে অবচ্ছেদকত্ব-
সম্বন্ধে মনে ‘বিশেষণ’ থাকার ফলে (অর্থাৎ থাকা সম্ভব হয় বলিয়া)
‘মনোহন্ত’ পদের ব্যর্থতাপত্তি হয়, অর্থাৎ ‘মনোহন্ত’ পদ নিবেশ অপ্রয়ো-
জনীয় হইয়াছে এরূপ অসঙ্গত কথা বলিতে হয় । কেননা, অবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে
‘বিশেষণ’ মনে থাকিয়া গেলে হেতু ‘মনোহন্তব্রব্যত্ব’ বলার প্রয়োজন কি ?
‘ব্রব্যত্ব’ বলিলেই তো হয় ; নয়টি ব্রব্যের মধ্যে কাল, দিক্ ও মন সর্বত্রই
তাহা হইলে ‘বিশেষণ’ থাকিতে পারে । এইরূপে অবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে মনে
‘বিশেষণ’ থাকিলে ‘মনোহন্ত’ পদের ব্যর্থতাপত্তি হয় বলিয়া জগদীশ
বলিলেন যে, প্রাচীনদের ঐরূপ বক্তব্য মন্দ । এখন, “বিশেষণগাবান্-
মনোহন্তব্রব্যত্বাৎ” এই অসঙ্কেতস্থলে কালে এবং দিকে বিশেষণতাসম্বন্ধে
‘বিশেষণ’ বা সাধ্য থাকিয়া যাওয়ার হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ মনোহন্তব্রব্যত্বা-
ধিকরণে, অর্থাৎ মন ভিন্ন অন্ত ব্রব্যে সাধ্যগাভাব ধরা যাইবে না, অন্ত অভাব
ধরা যাইবে, এবং সেজন্য লক্ষণ সম্বন্ধ হওয়ার ফলে অতিব্যাপ্তি হইবে ।
কিন্তু, প্রশ্ন হইল, মন ভিন্ন অন্ত ব্রব্যে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সাধ্যগাভাব ধরা
সম্ভব না হওয়ার অন্ত অভাব ধরিয়া লক্ষণ সম্বন্ধের ফলে যে অতিব্যাপ্তির
চিন্তা করা হইতেছে সেই অতিব্যাপ্তি চিন্তার জন্য অন্ত কি অভাব ধরা
যাইবে ? মন ভিন্ন ব্রব্যত্বাধিকরণে অর্থাৎ মন ভিন্ন ব্রব্যে তো কোনো
অভাবই ধরা সম্ভব হইতেছে না, এবং ইহাতে স্থলটিই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে ।
এইজন্যই জগদীশ বলিতেছেন যে, উক্ত স্থলে মন ভিন্ন ব্রব্যত্বাধিকরণে অর্থাৎ

ঘটাদি দ্রব্যে অতীত তৎ তৎ ব্যক্তির (অর্থাৎ অতীত তৎ তৎ ঘটাদি ব্যক্তির)
 অভাব ধরা সম্ভব হয় । অতীতকালাবচ্ছেদে যে ঘট ছিল তাহার অভাব
 অবশ্যই আছে, কারণ, এককালাবচ্ছেদে যে পদার্থ থাকে তাহা অন্ত-
 কালাবচ্ছেদে থাকিতে পারে না । এইরূপে বর্তমান কালে অতীত ঘটাদি-
 ব্যক্তির অভাব সহজেই থাকে, এবং ঐ অভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাবও
 হইবে ; সম্বন্ধসামান্তের দ্বারাই অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধের দ্বারাই এরূপ হইতে
 পারে । এবং এইভাবে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ব্যতীত অন্ত প্রতিযোগি-
 ব্যাদিকরণ অভাব ধরিয়া “বিশেষগুণবান্ মনোহন্তদ্রব্যত্বাৎ” স্থলে অতিব্যাপ্তি
 চিন্তা করা যাইতে পারে । এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, দীধিতিকার
 কালের ও দিকের পৃথক দ্রব্যত্ব স্বীকার করেন নাই ; তাহার মতে কাল ও
 দিক ঐশ্বর্য হইতে অনতিরিক্ত, অর্থাৎ ইহার ঐশ্বর্যই । সুতরাং, স্বমতে,
 অর্থাৎ দীধিতিমতে কাল ও দিক যখন ঐশ্বর্যই, তখন মনোহন্তদ্রব্যত্বাধিকরণ
 কাল ও দিক হইবে না, কলে মনোহন্ত সমস্ত দ্রব্যেই বিশেষগুণ স্বাভাবিক-
 ভাবে থাকায় “বিশেষগুণবান্ মনোহন্তদ্রব্যত্বাৎ” স্থলটি সন্দেহতুল্য হইয়া
 যাইবে, এবং মনোহন্তদ্রব্যত্বাধিকরণ কালে ও দিকে বিশেষগুণসম্বন্ধে বিশেষ-
 গুণের অস্তিত্ব চিন্তা করিয়া অতিব্যাপ্তি প্রদান করা সম্ভব হইবে না । এইরূপ
 আশঙ্কা করা যায় বলিয়াই “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” এই স্থলান্তর অনুসরণ করা
 হইল । অর্থাৎ “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” এই অসন্দেহতুল্য স্থলে ‘জাতি’ সাধোর
 অভাব হেত্বধিকরণে ধরা যায় না । দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায় ও
 বিশেষ হইল ভাবপদার্থ, এবং এই সকল পদার্থেই ভাবত্ব থাকে, অর্থাৎ ঐ
 ভাবপদার্থগুলিই হইল ভাবত্বের অধিকরণ বা হেত্বধিকরণ । তন্মধ্যে দ্রব্য-
 গুণ-কর্মে জাতি সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এবং সামান্য, সমবায় ও বিশেষে
 জাতি একাধিসমবায়সম্বন্ধে থাকে । এইরূপে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা
 যায় না ; ঐ ভাবপদার্থগুলিতে বা হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বা
 সমবায়সম্বন্ধে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব চিন্তা করিলে সেই অভাব অর্থাৎ
 সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইবে না । কারণ, যে হেত্বধিকরণে
 (অর্থাৎ ভাবপদার্থগুলিতে) জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব সাধ্যাভাবচ্ছেদকসম্বন্ধে
 বা সমবায়সম্বন্ধে চিন্তা করা হইবে, সেই হেত্বধিকরণেতেই (অর্থাৎ সেই
 ভাবপদার্থগুলিতেই) ঐ অভাবের (অর্থাৎ সাধ্যাভাবের বা জাত্যভাবের)
 প্রতিযোগী যে জাতি বা সাধ্য তাহাও সমবায়সম্বন্ধে এবং একাধিসমবায়-

সম্বন্ধে থাকিয়া যাওয়ার হেত্বধিকরণে উক্ত সাধ্যাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায়, প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হয় না। সাধ্য ভিন্ন অন্ত বস্তুর অভাব হেত্বধিকরণে বা ভাবপদার্থগুলিতে ধরিলে সেই হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাব প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হইবে, এবং অসন্ধেতুস্থলে লক্ষণ সম্বয়ের কালে অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এস্থলে অবশ্য আপত্তি করা যায় যে, “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” হইল ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, এবং সেজন্ত এস্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের’ প্রবেশ অপ্রয়োজনীয়। তাহা হইলে, হেত্বধিকরণে অর্থাৎ সামান্ত, সমবায় ও বিশেষে (ইহারাও ভাবপদার্থ, সূত্রাৎ ইহারাও হেত্বধিকরণ) ‘জাতি’ বা সাধ্যের অভাব আছে, কেননা, সমবায়সম্বন্ধে ‘জাতি’ দ্রব্য-গুণ-কর্মে থাকে, সামান্ত-সমবায়-বিশেষে থাকে না; সূত্রাৎ সমবায়সম্বন্ধে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায়। হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবকে যখন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, এবং এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যেহেতু সমবায়, সে কারণ সমবায়সম্বন্ধে সাধ্যের বা জাতির অভাব হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায়; এইরূপে অসন্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। কিন্তু, এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ, “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” স্থলে ‘জাতি’ সাধ্যটি ‘ভাবত্ব’ হেতুর অব্যাপক; এবং ‘জাতি’ সাধ্যের এই অব্যাপকত্ব বশতঃ স্থলটি অসন্ধেতুস্থল। সাধ্যের এই অব্যাপকত্ব সমবায়সম্বন্ধে হইয়াছে, অর্থাৎ ‘জাতি’ সাধ্য স্বাভাবিকভাবে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এবং এই সমবায়সম্বন্ধে ‘জাতি’ সাধ্যের অব্যাপকত্বগ্রহদশাতেই, অর্থাৎ এইরূপ অসন্ধেতুস্থলীয় জ্ঞানদশাতেই এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে, যেস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য অপ্রয়োজনীয়, সেস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যধিগত লক্ষণ প্রযুক্ত হইয়া যায় এবং অসন্ধেতুস্থলে সাধ্যাহুমিতি অর্থাৎ জাত্যাহুমিতি সম্ভব হইয়া যায়। হেত্বধিকরণ ভাবপদার্থে সম্বন্ধসামান্তের দ্বারা, অর্থাৎ যে কোনো সম্বন্ধের দ্বারা সাধ্য বা জাতি থাকিয়া যায়,—দ্রব্য-গুণ-কর্মে জাতি সমবায়সম্বন্ধে, এবং সামান্ত-সমবায়-বিশেষে জাতি একাধর্মসমবায়সম্বন্ধে ভাবপদার্থে থাকিয়া যায়—এবং সেজন্ত হেত্বধিকরণে সাধ্য ভিন্ন অন্ত পদার্থের অভাব ধরিতে হয়। হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, এস্থলে জাতি অর্থাৎ সাধ্য সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। এই সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্য ভিন্ন যে কোনো বস্তুর

অভাব হেত্বধিকরণে ধরা যাইতে পারে। এইরূপে গুণ-কর্মের অভাব হেত্ব-
 ধিকরণে ধরা যাইতে পারে। গুণ-কর্ম সমবায়সম্বন্ধে শুধুমাত্র দ্রব্যে থাকে,
 আর কোথাও সমবায়সম্বন্ধে থাকে না, অর্থাৎ গুণ-কর্ম গুণ, কর্ম, সামান্ত্র-
 সমবায় ও বিশেষে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না; ফলে হেত্বধিকরণে (গুণ-কর্ম-
 সামান্ত্র-সমবায়-বিশেষও হেত্বধিকরণ) গুণ-কর্মের সমবায় সম্বন্ধে অর্থাৎ
 সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অভাব হেত্বধিকরণে থাকে, এবং গুণ-কর্মের অধিকরণ
 অর্থাৎ গুণ-কর্মাভাবের প্রতিযোগীর অধিকরণ যে দ্রব্য সেই দ্রব্যে গুণ-
 কর্মাভাব থাকে না; এইভাবে হেত্বধিকরণে গুণ-কর্মাভাব প্রতিযোগিবাধি-
 করণ অভাব হইয়া যায়। এই গুণ-কর্মাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল
 গুণ-কর্মত্ব, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘জাতিত্ব’, ফলে হেতুমন্নিষ্ট অভাবের
 প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয়। এইভাবে “জাতিমান্
 ভাবত্বাৎ” এই অসদ্ব্যবস্থায় সাধ্যের অব্যাপকত্ব জ্ঞানবশ্বাতেই ব্যাপ্যবৃত্তি-
 স্থল হইলেও প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণাঘটিত লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যায়, এবং
 সাধ্যের অব্যাপকত্ব থাকিলেও লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে সাধ্যানুসঙ্গি বা জাতানু-
 সঙ্গি সম্ভব হইয়া যায়। এইরূপ হওয়াতে, অর্থাৎ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণা-
 ঘটিত স্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণাঘটিত লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অসদ্ব্যবস্থাতে
 সাধ্যানুসঙ্গি সম্ভব হওয়াতে যে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয় তাহাই এস্থলে অতি-
 ব্যাপ্তি শব্দের অর্থ, সুতরাং অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না, থাকিয়াই যায়।
 উপরন্তু “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” স্থলটি প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্যবৃত্তিস্থল নহে;
 “আত্মত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ” প্রভৃতি স্থল ব্যতীত সমস্ত স্থলই হইল অব্যাপ্যবৃত্তি-
 স্থল। সুতরাং “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” হইল অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল, এবং তাহাতে
 প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণাঘটিত লক্ষণই প্রযুক্ত হইবে; এবং তাহা হইলে
 অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে, বারণ হইবে না। এইরূপে দীর্ঘিতিকার
 “সাধ্যশূন্য” ইত্যাদি কথার দ্বারা “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ”, “বিশেষগুণবান্
 মনোহস্তদ্রব্যত্বাৎ”, “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” স্থলগুলিতে অতিব্যাপ্তি বোঝনা
 করিতেছেন; অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থলগুলিতে হেত্বধিকরণ সাধ্যশূন্য হইলেও
 সম্বন্ধান্তরের দ্বারা হেত্বধিকরণে সাধ্য থাকিয়া যাওয়ার উক্ত অসদ্ব্যবস্থায়-
 গুলিতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যায় না বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয়।
 “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ” স্থলে বিষয়ত্বসম্বন্ধে, “বিশেষগুণবান্ মনোহস্তদ্রব্যত্বাৎ”
 স্থলে বিশেষগুণতাসম্বন্ধে, এবং “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” স্থলে একাধিকসমবায়-

সম্বন্ধে হেতুধিকরণে সাধ্য থাকিয়া যাওয়ার উক্ত স্থলগুলিতে অভিযান্ত্রিক হয়। তদ্ব্যতীত বিশেষণতা হইল কালিকবিশেষণতা এবং দৈনিকবিশেষণতা ; কাল এবং দিকরূপ মনোহস্তদ্রব্যাদ্যধিকরণে বিশেষণত্বের সমবায়সম্বন্ধে অভাব থাকিলেও কালে কালিকবিশেষণতা এবং দিকে দৈনিকবিশেষণতা সম্বন্ধে বিশেষণ থাকিতে পারে। একাধিকসমবায় হইল সমবায়েরই এক প্রকার স্বাতন্ত্র্যসম্বন্ধ, অর্থাৎ ইহাও এক প্রকার সমবায়সম্বন্ধ, এবং ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষ। তাহাছাড়া এবং প্রতিযোগিত্ব ইহাদের যে কোনো একটির দ্বারা সমবায়রূপই হইল একাধিকসমবায়। এইরূপ স্থলেও, অর্থাৎ এইপ্রকার সমবায়-রূপেতেও জাতির একাধিকসমবায় আছে, ইহাই বক্তব্য। ‘জাতি সতি’ এই প্রতীতির দ্বারা জাতি জাতিতে তাহাছাড়া সম্বন্ধে থাকে, এই তাহাছাড়া হইল একাধিকসমবায় ; এই প্রকারে ‘সমবায়ঃ সন্’ এই প্রতীতিরও অবিশেষ হয়, অর্থাৎ এই প্রতীতিও সিদ্ধ হয়। ‘জাতি’ সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম থাকে বলিয়া জাতিতে সমবায়ের প্রতিযোগিত্ব থাকে, এবং এই প্রতিযোগিত্ব-সম্বন্ধে জাতি জাতি ও বিশেষে থাকে ; ‘সমবায়ঃ সন্’ এই প্রতীতির দ্বারাই জাতির সমবায় থাকে সিদ্ধ হয়। তাহাছাড়া সমবায়ের আছে, “জাতিমান্ ভাবত্বাৎ” স্থলে কেহ কেহ ‘ভাবত্বাৎ’ শব্দের অর্থ ‘সমবেত্বাৎ’ করিয়াছেন। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও বিশেষ এই ছয়টি ভাবপদার্থ বলিয়া ইহাদের মধ্যে ‘ভাবত্ব’ আছে ; অপরদিকে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি সমবায়ী পদার্থ বলিয়া ইহাদের মধ্যে ‘সমবেত্ব’ আছে। ‘ভাবত্ব’ অর্থে ‘সমবেত্ব’ গ্রহণ করিলে সমবায় বাদ পড়িয়া যায়, আর ‘ভাবত্ব’ গ্রহণ করিলে সমবায়ও ধরা পড়ে, ইহাই পার্থক্য ; মূল বিষয়ের বা বক্তব্যের কোনো ক্ষতি হয় না।

জাগদীশী—প্রতিযোগিত্ব, তথাচ জ্ঞানাত্তভাবস্ত তাদৃশেন সমবায়সম্বন্ধেন ঘটাদৌ প্রতিযোগিব্যাদিকরণত্বাৎ ন অভিযান্ত্রিক : । ন চ তাদৃশযৎকিঞ্চিৎসম্বন্ধেন প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্যভাবোক্তৌ বহিসামান্যভাবস্ত অপি ধুমবৎ পর্বতাবচ্ছেদেন মহানসীয়সংযোগেন প্রতিযোগ্যসামান্যধিকরণত্বাৎ বহিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ, স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যেন তথাছাড়া চ জাতিমান্

জ্ঞাতিত্বাদিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, সমবায়েন জাত্যভাবশ্চৈব তাদাত্ম্যেন জ্ঞাতিমস্তদেদ্বাং তস্মৈ চ স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাদাত্ম্যসম্বন্ধেন যৎ জ্ঞাতিসম্বন্ধি তদ্বৃতিত্বেন প্রতিযোগিব্যাধিকরণত্বাভাবাৎ ইতি বাচ্যম্ । স্বপ্রতিযোগিৎ যাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নং তাদৃশসম্বন্ধেন যৎপ্রতিযোগিসম্বন্ধি তদ্বৃতিত্বাভাবস্ত উক্তত্বাৎ সংযোগসামান্যাবচ্ছিন্নবহ্যভাবপ্রতিযোগিতায়াং মহানসীয়সংযোগত্বাদিবিশিষ্টানবচ্ছেদ্যতয়া বহ্যভাবস্ত পৰ্ব্বতাদৌ মহানসীয়সংযোগেন প্রতিযোগিসামান্যাদিকরণ্যভাবেহপি অব্যাপ্তিবিরহাৎ ইতি ধ্যেয়ম্ । ননু সমবায়াত্তবচ্ছিন্নবহ্যভাবমাদায় ধূমাদৌ অব্যাপ্তিবারণার্থমগ্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বেন প্রতিযোগিৎ নিবেশনীয়ং তথাপি কপিসংযোগবতস্তাদাত্ম্যেন সাধ্যতায়াম্ এতদ্বৃক্তত্বাদৌ অব্যাপ্তিঃ, ভেদমাত্রস্ত এব স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাদাত্ম্যেন সম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যধিকরণ্যপ্রসিদ্ধ্যা অত আহ সম্বন্ধি বেতি । এতদেব ঘটয়তি ভবতি চেতি, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগিসম্বন্ধিত্ববিবক্ষণেন । ন চ তাদাত্ম্যেন বস্তুমাত্রস্ত এব ব্যাপ্যবৃতিত্বাৎ তাদৃশসম্বন্ধেন সাধ্যতায়াম্ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যপ্রবেশাৎ ইদমযুক্তমিতি বাচ্যম্ । মূলাত্তবচ্ছেদেন কপিসংযোগবস্ত্বেদস্ত বৃক্তাদৌ স্বয়মঙ্গীকারাৎ, তাদাত্ম্যেন কপিসংযোগবতোহপি অব্যাপ্যবৃতিত্বাৎ । ন চ এবং প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাব ইত্যগ্রিমনির্ধৰ্বে অপি অপ্ৰতিকারঃ । প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধেন যৎ যৎ প্রতিযোগিসম্বন্ধিনঃ তৎ তৎ ব্যক্তিহাবচ্ছিন্নভেদকূটবিশিষ্টহেতুমবৃতিত্বস্ত এব তত্র বক্তব্যত্বাৎ । বস্তুতস্ত তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন অপি ন কস্তচিৎ প্রাপ্তব্যাপ্যবৃতিত্বম্, অতো যথাশ্রুতমেব সম্যক্ । কেচিত্তু প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতায়াং যজ্ঞত্বাবচ্ছিন্নত্বৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাব ইত্যাদি বক্ষ্যমাণনির্ধৰ্ষস্ত তাদাত্ম্যেন সাধ্যতায়াং ব্যভিচারিণি অতিব্যাপ্তিঃ অতঃ প্রতিযোগ্যনধিকরণত্বপরিত্যজ্য প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিৎ অবশ্যং তত্র নিবেশ্যম্ ইत्याশয়েন সম্বন্ধিত্বযুক্তমিত্যাহ : ।

অনুবাদ : ‘প্রতিযোগিতা’ ইত্যাদি, সূত্রাং জ্ঞানাদি অভাবের তাদৃশ সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদিতে প্রতিযোগিব্যাধিকরণত্ব বশতঃ অতিব্যাপ্তি হয় না। তাদৃশ যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধে প্রতিযোগিসামান্যাদিকরণ্যাত্তাব (এই) উক্তিভেৎ বহিসামান্ত্যাত্তাবেরও ধূমবৎ পৰ্বতাবচ্ছেদে মহানসীম সংযোগের দ্বারা প্রতিযোগ্যসামান্যাদিকরণত্ব বশতঃ “বহিমান্ ধূমাং” ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি (হয়) ; এবং স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধসামান্ত্যের দ্বারা ঐরূপ উক্তিভেৎ (অর্থাৎ প্রতিযোগিসামান্যাদিকরণ্যাত্তাব উক্তিভেৎ) “জাতিমান্ জাতিত্বাং” ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি (হয়) ; (কারণ), সমবায়সম্বন্ধে জাত্যাত্তাবেরই তাদাত্ম্যসম্বন্ধের দ্বারা জাতিমৎ ভেদত্ব বশতঃ এবং তাহার স্বপ্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধের দ্বারা যাহা জাতিসম্বন্ধী তদ্ভূক্তিত্বের দ্বারা প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণত্বাত্তাব বশতঃ (অতিব্যাপ্তি হয়)—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) স্বপ্রতিযোগিত্ব তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাদৃশ সম্বন্ধে যাহা প্রতিযোগিসম্বন্ধী তদ্ভূক্তি-ত্বাত্তাবের উক্তত্ব বশতঃ (এরূপ বলা যায় না) ; (এইরূপ উক্তিভেৎ, অর্থাৎ উক্তত্ব বশতঃ) সংযোগসামান্ত্যাবচ্ছিন্ন বহ্যতাবপ্রতিযোগিতাতে মহানসীম-সংযোগত্বাদিবিশিষ্ট অনবচ্ছেদ্যতা বশতঃ বহ্যতাবের পৰ্বতাদিতে মহানসীম সংযোগের দ্বারা প্রতিযোগিসামান্যাদিকরণ্যাত্তাবেই অব্যাপ্তি বিরহ হয় বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না)—ইত্যাদিরূপ চিন্তনীয়। যদি বলা যায়, সমবায়ত্বাবচ্ছিন্ন বহ্যতাব গ্রহণ করিয়া ধূমাদিতে অব্যাপ্তি বারণের জন্ত অগ্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের দ্বারা প্রতিযোগিত্ব নিবেশনীয়, তথাপি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘কপিসংযোগবতঃ’ সাধ্যকস্থলে ‘এতদ্ভূক্ত্যাদিতে’ অব্যাপ্তি (হয়), (কারণ) ভেদমাত্রেরই স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যাদিকরণের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া (অব্যাপ্তি হয়), সেজন্ত বলা হইল ‘সম্বন্ধি বা’ ইত্যাদি। ‘ভবতি চ’ ইত্যাদি (অর্থাৎ), এবং প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিসম্বন্ধিত্ব বিবক্ষণের দ্বারা এইরূপই ঘটয়া থাকে। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বস্তুমাত্রেরই ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ তাদৃশ সম্বন্ধে সাধ্যতাতে প্রতিযোগিবৈধিকরণ্যের অপ্ৰবেশ বশতঃ ইহা শব্দজ, এরূপ বলা যায় না। (কারণ) বৃক্ষাদিতে মূলান্তবচ্ছেদে কপিসংযোগবস্ত্ত্বের নিজের (রশ্মনাথের) অঙ্গীকার বশতঃ, (এবং) তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কপিসং-যোগবতেরও অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ (এরূপ বলা যায় না)। এবং “প্রতি-যোগান্যাদিকরণহেতুময়িতাত্তাব” ইত্যাদি অগ্রিম নির্ধার লক্ষণেও অপ্রতিকার:

(হয়), এরূপ বলা যায় না । (কারণ) “প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বৎ
 ১৭ প্রতিযোগিসম্বন্ধিনঃ তত্ত্ব্যক্তিহাবচ্ছিন্ন-ভেদকূটবিশিষ্ট-হেতুমত্বিত্ব”
 ইহারই সেশ্বে বক্তব্যত্র বশতঃ (এরূপ বলা যায় না) বস্তুতঃপক্ষে, তাৎপা-
 সম্বন্ধের দ্বারাও প্রাপ্তব্য ব্যাপ্যবৃত্তি কাহারও হয় না, সুতরাং বধাত্তই
 বধার্থ । কেহ কেহ কিন্তু—‘প্রতিযোগানধিকরণহেতুমগ্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতি-
 যোগিতাতে যদ্ব্যবচ্ছিন্নত্বংসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভাবাভাব’ ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ
 নিরর্থক লক্ষণের তাৎপা সম্বন্ধে ব্যাভিচারী সাধ্যকত্বে অতিব্যাপ্তি (হয়),
 সেক্ষত্বে ‘প্রতিযোগানধিকরণত্ব’ পরিত্যাগ করিয়া ‘প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্ব’ সেশ্বে
 অবশ্য নিবেশনীয়, ইত্যাদি অভিপ্রায়ের দ্বারা ‘সম্বন্ধিত্ব’ উক্ত হইয়াছে,—
 এরূপ বলেন

ব্যাখ্যা : হেতুমগ্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব বলিতে প্রতিযোগি-
 বৈয়ধিকরণের প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে ;
 এবং তাহা হইলেই “জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ”; “বিশেষগুণবান্ মনোহন্তদ্রব্যত্বাৎ”
 এবং “জ্ঞাতিমান্ ভাবত্বাৎ” স্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণে, মনোহন্তদ্রব্যত্বাধিকরণে
 এবং ভাবত্বাধিকরণে অর্থাৎ উক্ত স্থলগুলির হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ
 প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে জ্ঞান, বিশেষগুণ এবং জ্ঞাতির অভাব ধরা যায়
 (এক্ষেত্রে প্রত্যেক স্থলেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়) ;
 এবং এইরূপে অসম্বন্ধেত্বে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হওয়ায় অতি-
 ব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না । এখন প্রশ্ন হইল, প্রতিযোগিসামান্য-
 করণ্যভাব অর্থাৎ প্রতিযোগ্যসামান্যধিকরণ্য বা প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য
 যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, না সামান্যতঃ প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে ? প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে যৎ-
 কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে গ্রহণ করিলে “বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে
 অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে ; কারণ, পর্তুতে ‘বহি’ সংযোগসম্বন্ধে থাকে, এবং
 মহানসেও ‘বহি’ সংযোগসম্বন্ধে থাকে, কিন্তু পর্তুতীয় সংযোগ এবং
 মহানসীয় সংযোগ ভিন্ন । যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতি-
 যোগিবৈয়ধিকরণ্য চিন্তা করিলে পর্তুতে বহ্যভাব সম্ভব হইবে ; কারণ, বহ্য-
 ভাবের প্রতিযোগী হইল ‘বহি’, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল
 সংযোগ, এবং মহানসীয় সংযোগ হইল যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-
 সম্বন্ধ । এই যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ মহানসীয় সং-

বোগসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ অর্থাৎ বহুাধিকরণ হইল মহানস, এই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব নিশ্চয়ই পক্ষতে আছে ; কারণ মহান-সরূপ অধিকরণে যৎকিঞ্চিৎ সংযোগসম্বন্ধে মহানসীর বহির বৃত্তিতা থাকে, এবং মহানসীর বহির বৃত্তিতা অবশ্যই পক্ষতাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা নহে, অর্থাৎ এই মহানসীর বহির বৃত্তিতা অবশ্যই পক্ষতরূপ অধিকরণে থাকে না । সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, এক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎ সংযোগ-সম্বন্ধে বহুাভাব পক্ষতে বা ধূমাধিকরণে বা হেত্বাধিকরণে থাকিয়া যায় ; এইরূপে “বহিমান্ ধূমাং” এই প্রসিদ্ধ সঙ্কেতস্থলে হেত্বাধিকরণে প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তি অনিবার্য হইয়া পড়ে । যৎ-কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, এক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎ মহানসীর সংযোগ-সম্বন্ধে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ অভাব ধরাতেই ঐরূপ অব্যাপ্তি হইল ।

অপরদিকে, সামান্ততঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈষয়িকরণ্য চিন্তা করিলে “বহিমান্ ধূমাং” স্থলে অবশ্য অব্যাপ্তি হইবে না ; কারণ, সামান্ততঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বলিলে “বহিমান্ ধূমাং” স্থলে পক্ষতীর সংযোগও গণ্য হইয়া যায়, এবং তাহাতে সামান্ততঃ সংযোগসম্বন্ধে প্রতি-যোগীর অধিকরণ অর্থাৎ বহির অধিকরণ পক্ষতও হয়, কিন্তু পক্ষতাধিকরণে যে বহির বৃত্তি হয় এবং তাহাতে যে বৃত্তিতা থাকে তদভাব পক্ষতে থাকে না, অর্থাৎ পক্ষতে বহুাভাব ধরা সম্ভব হয় না ; এইরূপে সঙ্কেতস্থলে হেত্বাধিকরণে সাধ্যাভাব না থাকায় অস্ত্র অভাব চিন্তা করিয়া লক্ষণ সমন্বয় হইবে, এবং অব্যাপ্তি আর হইবে না । কিন্তু, সামান্ততঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে “জাতিমান্ জাতিত্বাং” এই অসঙ্কেতস্থলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায় । “জাতিমান্ জাতিত্বাং” স্থলে সাধ্য হইল ‘জাতি’, এবং হেতু হইল ‘জাতিত্ব’ ; জাতি থাকে দ্রব্য-গুণ-কর্মে, এবং জাতিত্ব থাকে জাতিতে, ইহাতে হেতু এবং সাধ্যের সামানাধিকরণ্য হয় না, এবং এই সামানাধিকরণ্যের অভাব বশতঃই স্থলটি অসঙ্কেতস্থল । জাতি স্বভাবতঃ সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এই সমবায়-সম্বন্ধে জাতি কিন্তু জাতিতে থাকে না, কেননা, জাতিতে জাতি স্বীকার করিলে অনবস্থা হয় । জাতিতে যদি জাতি না থাকে তাহা হইল “জাতি-মান্ জাতিত্বাং” এই অসঙ্কেতস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না ; কারণ, ‘জাতিত্ব’ হেতু বলিয়া হেত্বাধিকরণ হইল জাতি এবং সাধ্যও হইল জাতি । সুতরাং, জাতিতে জাতি না থাকিলে হেত্বাধিকরণে সাধ্যাভাব পাওয়া গেল ;

এইভাবে সাধারণ নিয়মে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ার এই অসম্ভেদ-
 স্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু, ধর্ম্মীর ভেদ ও ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব
 এক বা অভিন্ন, এবং ইহা সর্ব্বস্বীকৃত ; জাতিমান্ হইল জাতিধর্ম্মী (কেননা,
 জাতিরূপ ধর্ম্ম বাহাতে থাকে তাহাই জাতিধর্ম্মী), জাতিমতে জাতিরূপ ধর্ম্ম
 থাকে, সুতরাং জাতিমান্ হইল জাতিধর্ম্মী। জাতিতে জাতিমতের ভেদ
 আছে, কেননা, জাতি এবং জাতিমান্ এক নয়, ভিন্ন ; সুতরাং জাতি এবং
 জাতিমান্ ভিন্ন বলিয়া জাতিতে জাতিমতের ভেদ বা অন্তোন্তাভাব স্বীকৃত।
 এখন, ধর্ম্মীর ভেদ যখন ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব হয় তখন জাতিমতের ভেদে
 জাতির অত্যন্তাভাব অবশ্যই স্বীকৃত হইবে (জাতিমান্ হইল ধর্ম্মী, এবং
 জাতি হইল ধর্ম্ম)। সুতরাং, জাতিতে জাতিমতের ভেদ স্বীকৃত হওয়াতেই
 জাতিরও অত্যন্তাভাব স্বীকৃত হইল। জাতিতে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে জাতির
 বা সাধ্যের এই যে অত্যন্তাভাব, এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইল
 জাতি, এবং জাতিমৎ ভেদের বা অন্তোন্তাভাবের প্রতিযোগী হইল জাতি-
 মৎ। ভেদ বা অন্তোন্তাভাব তাদাত্ম্যপ্রতিযোগিক অভাব বলিয়া উক্ত
 অন্তোন্তাভাবের বা ভেদের প্রতিযোগী যে জাতিমৎ তাহা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে
 থাকে ; অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ তাদাত্ম্যও হইয়া যায়।
 এখন, এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগীর
 অর্থাৎ জাতির যে সম্বন্ধী অর্থাৎ জাতি, তদ্বিকল্পিত বৃত্তিতার অভাব অর্থাৎ
 জাতি নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেত্বধিকরণে অর্থাৎ জাতিতে থাকে না ;
 কারণ, জাতিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জাতি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব থাকে কি
 করিয়া ? জাতিতে জাতি-নিরূপিত বৃত্তিতাই থাকে। সুতরাং, এইরূপ
 হইলে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বেরূপ সমবায় হয়, সেইরূপ তাদাত্ম্যও
 স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইয়া যায়। অতএব, তাদাত্ম্যও সামান্ততঃ
 স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের অন্তর্গত হওয়ার তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে
 অর্থাৎ জাতিতে জাতির অভাব প্রতিযোগিব্যাধিকরণে অভাব হইল না, এবং
 তাহা হইলে আর সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে ধরা গেল না। অভাবান্তর গ্রহণ
 করিলে, অর্থাৎ সাধ্য ব্যতীত অন্য প্রতিযোগিব্যাধিকরণে অভাব হেত্বধিকরণে
 ধরিলে লক্ষণ সম্ভব হইয়া যায় ; এইরূপে “জাতিমান্ জাতিত্বাৎ” এই
 অসম্ভেদস্থলে সামান্ততঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়-
 যিকরণের প্রতিযোগীকে গ্রহণ করার কালে অতিব্যাপ্তি দোষ উপস্থিত হয়।

সুতরাং প্রশ্ন হইল, প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের প্রতিযোগীকে যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে, না, সামান্ততঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে? উত্তর স্থলেই পূর্বোক্ত প্রকার অনুবিধার সৃষ্টি হয়। এইরূপ সমস্তার সমাধানের জন্য জগদীশ বলিতেছেন যে, প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের প্রতিযোগিতাটি বাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য চিন্তা করা হইতেছে সেই অভাবীয় প্রতিযোগিত্ব বা স্বপ্রতিযোগিত্ব বাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, তাদৃশ সম্বন্ধে বাহা প্রতিযোগীর সম্বন্ধী, সেই সম্বন্ধনিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই হইবে প্রতিযোগিব্যয়ধিকরণ অভাব। এইরূপ হইলে পর্ত্তে যে মহানসীর সংযোগসম্বন্ধে বৃত্তিতার অভাব ধরিয়া বহ্যভাবে চিন্তা করা হইয়াছে তাহা আর হয় না। কারণ, এস্থলে বহ্যভাবে যে প্রতিযোগিত্ব আছে তাহা স্বরূপতঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সামান্ততঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন; কেননা, পর্ত্ত, গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতিতে যে বহিঃসংযোগ থাকে তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ সংযোগরূপে চিন্তা করা হয় না, এবং তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ সংযোগের স্বাভাবিক প্রতীতিও হয় না। সুতরাং “বহিমান্ ধুমাৎ” স্থলে স্বপ্রতিযোগিত্ব সংযোগসামান্তাবচ্ছিন্ন বলিয়া অর্থাৎ সংযোগস্বরূপ সামান্ত স্বর্ধ্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সংযোগসামান্ত, এবং পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। কারণ, স্বপ্রতিযোগিত্ব সংযোগসামান্তসম্বন্ধে উক্ত বহিঃপ্রতিযোগীর অধিকরণ পর্ত্ত, গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতি বহ্যধিকরণের সম্ভাব্য সমস্ত স্থলগুলিই হইবে; এবং তাহা হইলে মহানসীর সংযোগসম্বন্ধে বহিবৃত্তিতার অভাব পর্ত্তে আর ধরা যাইবে না, কারণ, স্বপ্রতিযোগিত্ব সংযোগসামান্তসম্বন্ধে অধিকরণনিরূপিত বৃত্তিতা পর্ত্ত, গোষ্ঠ, মহানস, চত্বর প্রভৃতি সকলেতেই আছে; এইরূপে পর্ত্তাদিতে পূর্বপ্রকার যৎকিঞ্চিৎ সংযোগসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ধরিয়া মহানসীর সংযোগের দ্বারা বহ্যভাবে প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্যভাব হইলেও অব্যাপ্তি আর হয় না। ঠিক এইভাবেই “জাতিমান্ জাতিত্বাৎ” স্থলেও আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, এস্থলে সমবায়সম্বন্ধে জাতিতে জাতির অভাবই স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করা হইতেছে, এবং এই অভাবীয় প্রতিযোগিত্ব বা এস্থলে স্বপ্রতিযোগিত্ব হইল সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, এই সমবায়সম্বন্ধে প্রতিযোগীর বা জাতির অধিকরণ হইল

দ্রব্য-গুণ-কর্ম, এই অধিকরণ-নিরূপিত অর্থাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্ম-নিরূপিত বৃত্তিভাৱ অভাব হেত্বধিকরণে বা জাতিতে 'জাতির্নাতি' অভাব অবশ্যই আছে ; সুতরাং জাতিতে জাতির অভাব প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হইবে, এবং এইরূপে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ জাতিতে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ সাধ্যাভাব অর্থাৎ জাত্যভাব ধরা সম্ভব হয় । ইহাতে অসন্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হওয়ার এবং ঐ সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না । প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের বিষয়টি এই ভাবেই চিন্তা করিতে হইবে ।

পুনরায়, হেত্বধিকরণে যে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব ধরিতে হইবে সেই হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবটি কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে তাহা বলা হয় নাই ; হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবটি প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হইবে ইহা ঠিক, কিন্তু অভাবটি কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হইবে ? কোনো বিশেষ সম্বন্ধ যখন নির্দ্ধারণ করা হয় নাই তখন যে কোনো সম্বন্ধে হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবকে ধরা যাইতে পারে । তাহা হইলে, "বহিমান্ ধূমাং" স্থলে পর্বতাদিতে বহি সংযোগসম্বন্ধ থাকে, কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে বহির অভাব পর্বতাদিতে সকল সময়ই আছে । সুতরাং, পর্বতাদি হেত্বধিকরণে সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্যভাব ধরিলে সেই হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহিত্ব' এবং সাধ্য বহি হওয়ার সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'বহিত্ব' ; কলে হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং ইহাতে এই প্রসিদ্ধ সন্ধেতুস্থলে লক্ষণ সম্বয় না হওয়ার জন্য অব্যাপ্তি হইয়া যায় । এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া অগ্রে হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করা হইয়াছে ; অর্থাৎ এবিধ অনুবিধা নিরসনের জন্য কিঞ্চিৎ পরেই বলা হইবে যে হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবটিকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে । এরূপ হইলে "বহিমান্ ধূমাং" স্থলে সমবায়সম্বন্ধে বহ্যভাব পর্বতাদিতে ধরা যায় না ; কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, সমবায় নহে ; এই সংযোগসম্বন্ধে পর্বতাদি হেত্বধিকরণে বহ্যভাব ধরা যায় না (কারণ, সংযোগসম্বন্ধে পর্বতাদিতে বহি সকল সময়ই থাকে), অন্য অভাব ধরিতে হইবে, এবং তাহাতে আর লক্ষণ সম্বয়ের অনুবিধা হয় না, কলে অব্যাপ্তিও হয় না । কিন্তু, এতৎসঙ্গেও হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্য-

তাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিলেও “কপিসংযোগবদ্বান্ এতদ্ভৃক্ষ-
 দ্বাং” স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এস্থলে সাধ্য হইল ‘কপিসংযোগবৎ’,
 এবং হেতু হইল ‘এতদ্ভৃক্ষ’; হেত্বধিকরণ হইল ‘এতদ্ভৃক্ষ’, এবং সাধ্য
 অর্থাৎ কপিসংযোগবৎ তাহাও বৃক্ষ; সুতরাং, সাধ্য ‘কপিসংযোগবৎ’ হেত্ব-
 ধিকরণ ‘এতদ্ভৃক্ষে’ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে, অর্থাৎ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য। প্রত্যেক ভেদ বা অন্তোক্ত্যভাবের ক্ষেত্রেই প্রতিযোগি-
 তাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য; কিন্তু ভেদমাত্রেরই যে স্বপ্রতিযোগিতাব-
 ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধ (অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক ভেদের যে স্ব স্ব
 প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধ) সেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধের অধিকরণের
 অপ্রেসিদ্ধি হয়। কারণ, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কোনো বস্তু কোনো বস্তুতে
 থাকে না; ‘এই ঘট’ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘এই ঘট’ থাকে এক্রপ প্রতীতি
 হয় না; ‘ঘট’ ভূতলাদি দেশে থাকিতে পারে, এবং সেইরূপ প্রতীতিও
 হয়, কিন্তু ‘ঘট’ ‘ঘটে’ই থাকে এই প্রতীতির প্রসিদ্ধি নাই। এইরূপে
 তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রেসিদ্ধি বশত: “কপিসংযোগবদ্বান্ এতদ্ভৃক্ষ-
 দ্বাং” স্থলে অব্যাপ্তি হয়; কারণ, উক্ত স্থলে সাধ্য ‘কপিসংযোগবৎ’
 তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য। এই তাদাত্ম্য-
 সম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রেসিদ্ধি বশত: হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের তাদাত্ম্যসম্বন্ধা-
 বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্ব সম্ভব হয় না; কেননা, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতুমুনিষ্ঠ
 অভাবের প্রতিযোগীর অধিকরণের প্রসিদ্ধি নাই; এই কারণে হেতুমুনিষ্ঠ
 অভাবীর প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিলেও
 “কপিসংযোগবদ্বান্ এতদ্ভৃক্ষদ্বাং” স্থলে অব্যাপ্তি হয়। এইরূপ আশঙ্কা
 করিয়াই দীধিতিকার বলিলেন “সম্বন্ধি বেতি”, অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণ
 বলিতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ-নিরূপিত বা
 সম্বন্ধি-নিরূপিত (অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর সম্বন্ধি-
 নিরূপিত) বৃত্তিতার অভাব বৃত্তিতে হইবে। তাহা হইলে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে
 সাধ্যকস্থলগুলিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রেসিদ্ধি হইলেও তাদাত্ম্য-
 সম্বন্ধে সম্বন্ধীর অপ্রেসিদ্ধি হয় না; এবং উক্ত সম্বন্ধিনিরূপিত বৃত্তিতার অভাব
 হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবে থাকিলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবটিকে প্রতিযোগি-
 ব্যধিকরণ অভাব বলা যাইবে। এইরূপে “কপিসংযোগবদ্বান্ এতদ্ভৃক্ষদ্বাং”
 স্থলেও আর অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, এইরূপ হইলে, এস্থলে সাধ্যতাব-

ক্ষেত্রক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অভাব অর্থাৎ অন্তোক্ত্যভাব হেতুধিকরণে বা এতৎক্ষে-
 ত্রমিতি হইবে। ‘এতৎক্ষে’ ঘটপটাদির ভেদ বা অন্তোক্ত্যভাব আছে ;
 এই ভেদের প্রতিযোগী যে ঘটপটাদি সেই ঘটপটাদির প্রতিযোগিতাবক্ষেত্রক
 তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বন্ধী হইল ঘটপটাদি (কারণ, ঘটপটাদি যেহেতু ঘটপটাদিই,
 সেজন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটপটাদির সম্বন্ধী ঘটপটাদিই), এবং ঐ ভেদ বা
 অন্তোক্ত্যভাবের প্রতিযোগিতাবক্ষেত্রক হইল ঘট, পট ই প্রভৃতি, এবং
 সাধ্যতাবক্ষেত্রক হইল ‘কপিসংযোগবৎ’ ; এই প্রকারে হেতুময়িষ্ঠ অভাবটি
 প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয়, এবং প্রতিযোগিতানবক্ষেত্রক সাধ্যতাব-
 ক্ষেত্রক হওয়ায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এইভাবে প্রতিযোগিতা-
 বক্ষেত্রসম্বন্ধ যেস্থলে তাদাত্ম্য সেস্থলে প্রতিযোগিতাবক্ষেত্রকসম্বন্ধে ‘প্রতি-
 যোগীর অধিকরণ’ না বলিয়া ‘প্রতিযোগীর সম্বন্ধী’ বলিতে হইবে, এবং
 প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে সেস্থলে প্রতিযোগিতাবক্ষেত্রক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে
 প্রতিযোগীর সম্বন্ধিত্বের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, প্রতিযোগীর অধিকরণত্বের
 দ্বারা বুঝিলে চলিবে না। তাদাত্ম্যসম্বন্ধের ক্ষেত্রে এইরূপই ঘটিয়া থাকে।
 এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবক্ষেত্রক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগীর সম্বন্ধিত্ব
 গ্রহণ করার কথা বলার জগ্গই দীধিতিকার বলিলেন—“ভবতি চৈবম্ অন্তোক্ত্য-
 ভাবোহপি প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণঃ”—অর্থাৎ অন্তোক্ত্যভাবের ক্ষেত্রেও
 এই প্রকারে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ সঙ্গত হয়। এস্থলে অবশ্য আপত্তি
 করা যায় যে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বস্তুমাত্রই অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই হইল ব্যাপ্য-
 বৃত্তি, এবং এই ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে প্রতিযোগি-
 বৈয়ধিকরণের নিবেশ অপ্রয়োজনীয় ; তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে ব্যাপ্য-
 বৃত্তিত্ব বশতঃ যদি তথ্য ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য অনিবেশ
 হয়, তাহা হইলে, “কপিসংযোগবদ্বান্ এতৎক্ষত্বাৎ” প্রভৃতি পূর্বোক্ত
 তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের সঙ্গতি রক্ষার জন্ত
 এতাদৃশ প্রচেষ্টার প্রয়োজন কি ? সুতরাং এই প্রচেষ্টা অবৃক্ত এবং নিরর্থক।
 এইরূপ আপত্তির উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, যদ্যপি ‘কপিসংযোগবৎ’
 এবং বৃক্ষ একই বস্তু, অর্থাৎ যাহা ‘কপিসংযোগবৎ’ তাহাই বৃক্ষ, তথাপি
 বৃক্ষের মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগবত্তের ভেদ আছে ; বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে
 কপিসংযোগ থাকায় অগ্রাবচ্ছিন্ন বৃক্ষই ‘কপিসংযোগবৎ’ মূলাবচ্ছেদে কপি-
 সংযোগ না থাকায় মূলাবচ্ছিন্ন বৃক্ষ ‘কপিসংযোগবৎ’ নহে ; এবং এই কারণে

এতদ্ব্যক্তের মূল্যবোধে কপিসংযোগের ভেদ আছে, এবং এই ভেদ দীর্ঘিতিকার নিজেই পরে স্বীকার করিয়াছেন। এই ভেদ স্বীকৃত হইলে “কপিসংযোগবদ্বান্ এতদ্ব্যক্তদ্বাং” স্থলটি তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যকস্থল হইলেও আর ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থল হইল না, অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থল হইল, কেননা, সাধ্য “কপিসংযোগবৎ” হেতুধিকরণ এতদ্ব্যক্তের কিঞ্চিদেধাবচ্ছিন্ন থাকে, নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে না। এবং ইহা অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল হইলে এস্থলে প্রতিযোগিবৈরধিকরণের প্রয়োজনীয়তা নাই এ কথা আর বলা যায় না। সুতরাং উক্ত আপত্তি অনর্থক। পুনরায়, দীর্ঘিতিকার অগ্রে “প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুময়িষ্ঠাভাব” ইত্যাদি প্রকার যে নির্ণয় ব্যাপ্তির লক্ষণ করিয়াছেন তাহারও অপ্ৰতিকারত্ব আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ তাহাও অযথার্থ হইয়া পড়ে। কারণ, উক্ত নির্ণয় লক্ষণে “প্রতিযোগ্যনধিকরণ...” ইত্যাদিতে ‘অধিকরণ’ শব্দটি নিবেশ করা হইয়াছে, কিন্তু ‘সম্বন্ধী’ শব্দের কোনো নিবেশ নাই; ‘সম্বন্ধী’ শব্দের নিবেশ নির্ণয় লক্ষণে না থাকায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে উক্ত লক্ষণের ব্যর্থতা উপস্থিত হয়;—এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ, সেস্থলে অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে লক্ষণে “প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধেন যৎ যৎ প্রতিযোগিসম্বন্ধিনঃ তত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নভেদকূটবিশিষ্টহেতু-সম্বৃত্তিত্ব” —এরূপ বলিলেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে সম্বতি রক্ষা হইবে; সুতরাং নির্ণয় লক্ষণের অপ্ৰতিকারত্বরূপ আপত্তি করা যায় না। আর, বস্তুতঃ পক্ষে তাদাত্ম্যসম্বন্ধেও পূর্বোক্ত ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব কাহারও হয় না। সমবায়সম্বন্ধে আত্মত্বাদি সাধ্য এবং জ্ঞানবদ্বাদি হেতু ধরিলে, অর্থাৎ “আত্মত্ববান্ জ্ঞানবদ্বাং” ইত্যাদিরূপ স্থলেই প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব থাকে, তন্নিয় অন্ত সম্বন্ধ স্থলই অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল;—এ সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলগুলিতে ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব আছে বলিয়া এরূপ স্থলে প্রতিযোগিবৈরধিকরণের অপ্ৰবেশ বশতঃ এতাদৃশ আলোচনা নিরর্থক এরূপ কথা বলা চলে না; সে কারণ যাহা আছে তাহাই ঠিক, বা যথাক্রমেই সম্যক্; অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ-নিরূপিত বা সম্বন্ধি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুময়িষ্ঠ অভাবে থাকিলে হেতুময়িষ্ঠ উক্ত অভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইবে।

এস্থলে কেহ কেহ কিন্তু বলেন যে, “প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুময়িষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতায়াং স্বকর্মাভচ্ছিন্নত্ববৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নম্বোভয়াভাব” ইত্যাদি বাক্য-

মাণ নিরর্থ লক্ষণে তাৎপর্য্যসম্বন্ধে সাধ্যতাতে ব্যভিচারী হলে বা অসম্বন্ধে-
 হলে অতিব্যাপ্তি হয়; সেইজন্যই নিরর্থ লক্ষণে ‘প্রতিযোগ্যনধিকরণত্ব’
 পরিত্যাগ করিয়া ‘প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্ব’ অবশ্যই নিবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ
 নিরর্থ লক্ষণে “প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমিষ্টাভাব...” ইত্যাদি না বলিয়া
 “প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিহেতুমিষ্টাভাব...” ইত্যাদিরূপ বলিতে হইবে; এবং এই
 প্রকার অতিপ্রায়েই “সম্বন্ধিত্ব” ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতিযোগি-
 তাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ-নিরূপিত বা সম্বন্ধি-নিরূপিত বৃত্তি-
 তার অভাব ইত্যাদিরূপ কথা দীর্ঘিতিকার বলিয়াছেন।

দীর্ঘিতি—তদ্বিশিষ্টস্ত চ হেত্বধিকরণবৃত্তিত্বং বাচ্যং ;

অনুবাদ : এবং তদ্বিশিষ্ট (প্রতিযোগিসামান্যনধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট
 অভাবে) হেত্বধিকরণবৃত্তিত্ব বলিতে হইবে ;

ব্যাখ্যা : প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর যে অধিকরণ
 তদ্বৃত্তিত্বাভাব, বা প্রতিযোগীর যে সম্বন্ধী তদ্বিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব ধরিতে
 হইবে, এরূপ বলা হইল। এই অভাবটিকে দীর্ঘিতিকার ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’
 বলিলেন; এই ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’ কথার অর্থ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-
 সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন অধিকরণ-নিরূপিত যে বৃত্তিত্বাভাব,
 অর্থাৎ প্রতিযোগিসামান্যনধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট যে অভাব তাহাই হইল
 ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’। এখন, দীর্ঘিতিকারের বক্তব্য হইল যে, এই ‘তদ্বিশিষ্টা-
 ভাব’টিকে অবশ্যই হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব হইতে হইবে, অন্তর্ভাষ্য, অর্থাৎ
 ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’টি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব না হইলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়।
 কারণ, “কপিসংযোগী এতদ্বক্ষ্যাত্” হলে গুণাদিতে অর্থাৎ গুণ, কর্ম
 প্রভৃতিতে কপিসংযোগের অভাব অবশ্যই আছে, এবং এই অভাব প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমবায়সম্বন্ধে কপিসংযোগাধিকরণ
 বৃদ্ধাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্ব কপিসংযোগাভাবে থাকিলেও গুণাদিবৃত্তি কপি-
 সংযোগাভাবে তদ্বৃত্তিত্ব নাই, কলে কপিসংযোগাভাবটি প্রতিযোগিসামান্যন-
 ধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট হইবে (কেননা, ‘কপিসংযোগ’ও হইল এক প্রকার

সংযোগ, গুণাদিতে সমবায়সম্বন্ধে সংযোগের অভাব স্বাভাবিকভাবেই থাকে, সুতরাং গুণাদিতে কপিসংযোগের অভাব বা কপিসংযোগাভাব থাকিবেই); এবং সাধ্য যেহেতু এস্থলে ‘কপিসংযোগ’ সেজন্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক আর এক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না, কেননা, কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘কপিসংযোগত্ব’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল এস্থলে ‘কপিসংযোগত্ব’; এইভাবে এইরূপ সম্বন্ধতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ার অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’টি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব হইলে আর ঐরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এস্থলে হেত্বধিকরণ হইল ‘এতদ্ব্যক্কে’, ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’টিকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব ধরিলে এই ‘এতদ্ব্যক্কে’ বা হেত্বধিকরণে ‘কপিসংযোগাভাব’রূপ অভাব ধরা যাইবে না, কারণ “কপিসংযোগী এতদ্ব্যক্কেত্বাৎ” স্থলটি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল হওয়ার এক্ষেত্রে ‘প্রতিযোগিব্যধিকরণ’ বিশেষণ উপাদেয়; এবং ‘কপিসংযোগাভাব’ যেহেতু প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব নয়, ইহা প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব, অর্থাৎ প্রতিযোগিসমানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট কপিসংযোগাভাবটি হেত্বধিকরণে বা এতদ্ব্যক্কে যেহেতু নাই, সেজন্য কপিসংযোগাভাব হেত্বধিকরণে ধরা যায় না; হেত্বধিকরণে অভাবাস্তর ধরিলে অর্থাৎ ঘটপটাদির অভাব ধরিলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যায়, এবং লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না। সেইজন্যই দীর্ঘিতিকার বলিলেন যে, ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’টিকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব হইতে হইবে।

জাগদীশী—নমু কপিসংযোগাভাবস্থাপি গুণাদৌ প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণত্বাৎ কপিসংযোগ্যেতদ্বাদিত্যাদাবব্যাপ্তিরত আহ তদ্বিশিষ্টস্য ইতি। প্রতিযোগিসমানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্টস্য ইত্যর্থঃ। তথা চ হেতুমতি বুদ্ধাদৌ সংযোগবদ্ধ্বিত্ত্বাভাববিশিষ্টঃ সংযোগাভাবো নাস্তীতি ন অব্যাপ্তিঃ, বিশিষ্টনিক্রুপিতাধেয়ত্বমপি অতিরিক্তমিত্যাশয়েন ইদম্। যদ্বা তদ্বিশিষ্টস্য ইত্যস্য হেত্বধিকরণেহত্বয়ঃ, তত্র যষ্ঠ্যর্থোহধিকরণত্বং তেন প্রতিযোগিসমানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্টস্য অধিকরণং যদ্ব্যধিকরণং তদ্ব্যধিকরণমভাবে বাচ্যম্ ইত্যর্থঃ। যন্তপি প্রতিযোগ্য-

সমানাধিকরণং হেতুবিশেষণীকৃত্য প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্যবিশিষ্টো যো হেতুঃ তদধিকরণবৃত্ত্যভাবস্য প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বব্যাখ্যায়।
এব সংযোগী এতৎবাদিত্যাদৌ ন অব্যাপ্তিসম্ভাবনা, বৃক্ষস্য প্রতিযোগি-
বৈয়ধিকরণ্যাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণত্বাভাবাৎ, তথাপি কৰ্ম্মণি চ সংযোগা-
ভাবঃ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ ইতি অগ্রিমমূলশ্রবসেন হেতুসমানাধি-
করণাভাবসৈব্য বিশেষণং, প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণত্বদলম্, অত
এতাবান্ প্রয়াস ইতি অবধেয়ম্ ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, গুণাদিতে কপিসংযোগাভাবেরও প্রতি-
যোগ্যসমানাধিকরণত্ব বশতঃ “কপিসংযোগী এতৎবাৎ” ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি
হয়, সেইজন্তই বলা হইল ‘তদ্বিশিষ্ট’ ইত্যাদি। ‘প্রতিযোগ্যসমানাধি-
করণ্যভাববিশিষ্ট’ ইহাই অর্থ (‘তদ্বিশিষ্ট’ কথার ইহাই অর্থ)। সুতরাং
হেত্বধিকরণ বৃক্ষাদিতে সংযোগবৃত্তিত্বাভাববিশিষ্ট সংযোগাভাব না থাকায়
অব্যাপ্তি হয় না ইত্যাদি, বিশিষ্ট-নিরূপিত আধেয়ত্বও অতিরিক্ত এই মতের
দ্বারা ইহা (বুঝিতে হইবে)। অথবা, ‘তদ্বিশিষ্ট’ ইত্যাদির হেত্বধিকরণের
সহিত অম্বর (হয়), তাহাতে বস্তুার্থ (হইল) অধিকরণত্ব, তদ্বারা প্রতি-
যোগ্যসমানাধিকরণ্যভাববিশিষ্ট অধিকরণ, যাহা হেত্বধিকরণ, তদ্বৃত্তিত্বা-
ভাব বলা যায়, ইহাই অর্থ। যদিও প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণত্বকে হেতুর
বিশেষণ করিয়া প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্যবিশিষ্ট যে হেতু তদধিকরণবৃত্ত্য-
ভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব ব্যাখ্যার দ্বারাই বৃক্ষের প্রতিযোগিবৈয়-
ধিকরণ্যাবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণত্ব হয় না বলিয়া “সংযোগী এতৎবাৎ” ইত্যাদিতে
অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না, তথাপি “কৰ্ম্মণি চ সংসর্গাভাবঃ প্রতিযোগ্য-
সমানাধিকরণঃ” ইত্যাদি অগ্রিম মূল গ্রন্থের শ্রবসের দ্বারা হেতুসমানাধিকরণা-
ভাবেরই বিশেষণ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণত্ব হওয়ার এইরূপ প্রয়াসের
প্রয়োজন হইল, এইরূপ অবধারণ করাই উচিত।

ব্যাখ্যা : প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ-নিরূপিত
তদ্বৃত্তিত্বাভাব বা প্রতিযোগীর সম্বন্ধ-নিরূপিত তদ্বৃত্তিত্বাভাব গ্রহণ করার
কথা বলা হইয়াছে। দীর্ঘত্বিকার বলিতেছেন যে, এই অত্যাটিকে একটি
বিশিষ্টাভাবরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, এই অত্যাটিকে হইল প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ অধিকরণ-

নিরূপিত বৃত্তিভাব ; এইভাবে ইহা একটি বিশিষ্টাভাব হওয়ার দীর্ঘতিকা
ইহাকে ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’ ইত্যাদিরূপে বলিলেন । দীর্ঘতিকাগ্রন্থের ‘তদ্বিশিষ্ট’
কথার অর্থ হইল ‘প্রতিযোগিসামান্যাদিকরণ্যভাববিশিষ্ট’, অর্থাৎ প্রতিযোগীর
অধিকরণে থাকে না যে অভাব সেই অভাবই ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’ ; ইহাই
দীর্ঘতিকাগ্রন্থের ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’ কথার অর্থ । এখন, এই বিশিষ্টাভাবটিকে
অবশ্যই হেত্বাদিকরণবৃত্তি অভাব হইতে হইবে ; অন্তর্থাৎ, অর্থাৎ এই বিশিষ্টা-
ভাবটিকে হেত্বাদিকরণবৃত্তি অভাব না ধরিয়া অন্ত কোনো অধিকরণবৃত্তি
অভাব ধরিলে দোষ হইবে । যথা, “কপিসংযোগী এতদ্ভক্ষ্যং” বা “কপিসংযোগী
এতদ্ভক্ষ্যং” প্রভৃতি স্থলে সাধ্য হইল ‘কপিসংযোগ’, এই কপিসংযোগের
অভাব বা সাধ্যাভাব গুণাদিতে, অর্থাৎ গুণ, কর্ম প্রভৃতিতে আছে, এবং
তাহা প্রতিযোগিব্যাদিকরণই হয়, কারণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধে
কপিসংযোগাদিকরণ বৃক্ষাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্ত্ব গুণাদিনিষ্ঠ কপিসংযোগাভাবে
নাই, সুতরাং গুণকর্মাদিনিষ্ঠ কপিসংযোগাভাবটি প্রতিযোগিসামান্য-
করণ্যভাববিশিষ্টই হইয়া যায় । এইরূপ হইলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং
সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন হয় না, এক হইয়া যায় ; কারণ, এস্থলে সাধ্য হইল
‘কপিসংযোগ’, এবং উক্তরূপ প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাবের প্রতিযোগীও
হইল ‘কপিসংযোগ’, কলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক না
হওয়ার এইরূপ সঙ্কেতস্থলে লক্ষণ যায় না, এবং অব্যাপ্তি হইয়া যায় । কিন্তু,
এই তদ্বিশিষ্টাভাবটি হেত্বাদিকরণবৃত্তি অভাব হইলে আর ঐরূপ অব্যাপ্তি
হইবে না । কারণ, হেত্বাদিকরণ হইল এস্থলে ‘এতদ্ভক্ষ্য’, এতদ্ভক্ষ্যে কপি-
সংযোগাভাব ধরিলে সেই অভাব প্রতিযোগ্যসামান্যাদিকরণ অভাব হইবে না,
প্রতিযোগ্যসামান্যাদিকরণ অভাব হইয়া যাইবে, কেননা, বৃক্ষের মূলবচ্ছেদে
কপিসংযোগাভাব থাকিলেও বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ (অর্থাৎ
কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী) থাকিয়া যায় ; কলে হেত্বাদিকরণ এতদ্ভক্ষ্যে
যটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি অন্ত প্রতিযোগ্যসামান্যাদিকরণ অভাব ধরিতে হইবে
(কারণ, দীর্ঘতিকা ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’ বলিতে হেত্বাদিকরণবৃত্তি প্রতিযোগ্যসমা-
ন্যাদিকরণ অভাব বলিয়াছেন) । পুনরায়, “কপিসংযোগী এতদ্ভক্ষ্যং” প্রভৃতি
স্থলে ‘অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল হওয়ার এরূপ স্থলে “প্রতিযোগিবৈয়াদিকরণ্য”
বা “প্রতিযোগ্যসামান্যাদিকরণ” বিশেষণ অবশ্য উপাধের বলিয়া এস্থলে হেত্ব-
াদিকরণ এতদ্ভক্ষ্যে যটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব

ধরিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই হেতুমিষ্ট অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ও সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন হইবে (অর্থাৎ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে), লক্ষণ সময়ের কোনো বাধা থাকিবে না, অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকিবে না। সেইজন্যই দীধিতিকার বলিলেন,—“তদ্বিশিষ্টং চ হেত্বধিকরণবৃত্তিত্বং বাচ্যং”—অর্থাৎ তদ্বিশিষ্টাভাবটিকে হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগিব্যাধিকরণ্যভাব বা প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্যভাব-বিশিষ্টাভাব বৃত্তিতে হইবে; শুণাদিতে কপিসংযোগাভাবটি প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্যভাববিশিষ্টাভাব অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যাধিকরণ্যভাব হইলেও তাহা হেত্বধিকরণবৃত্তি হয় না; সেইজন্য শুণাদিতে কপিসংযোগাভাব ধরিয়া এক্ষণে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা যায় না। এক্ষেত্রে অবশ্য একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে—সাধারণতঃ বিশিষ্টসত্তার ও কেবলসত্তার অধিকরণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সত্তারূপে তাহারা এক এবং অনতিরিক্ত, অর্থাৎ তাহাদের আধেয়ত্বের কোনো ভিন্নত্ব থাকে না; কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়টিকে অন্তরূপে চিন্তা করিতে হইবে, এক্ষেত্রে ‘তদ্বিশিষ্টং’ কথার মধ্যে যে বিশিষ্টাভাব ধরার কথা বলা হইয়াছে সেই বিশিষ্টাভাব এবং কেবল-অভাবের অধিকরণ তো ভিন্ন ভিন্ন হইবেই, উপরন্তু ইহাদের আধেয়ত্বকেও অতিরিক্তত্ব বা ভিন্নত্বরূপে চিন্তা করিতে হইবে। কারণ, হেত্বধিকরণবৃত্তি যে বিশিষ্টাভাব এবং শুণাদিবৃত্তি যে অভাব তাহারা অভাবরূপে এক এবং অনতিরিক্ত হইলে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব কপিসংযোগাভাবস্বরূপ হইয়া যায়, কলে হেতুমিষ্ট অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক এক, হইয়া যাওয়ায় পুনরায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। সেইজন্যই বলা হইল ‘বিশিষ্ট-নিরূপিত-আধেয়ত্বমপ্যতিরিক্তম্’ ইত্যাদি, অর্থাৎ বিশিষ্টনিরূপিত আধেয়ত্বকেও এক্ষেত্রে অতিরিক্তত্ব বা ভিন্নত্বরূপে চিন্তা করিতে হইবে। অর্থাৎ হেত্বধিকরণবৃত্তি যে বিশিষ্টাভাব এবং অন্ত অধিকরণবৃত্তি যে অভাব তাহাও এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বা পৃথক পৃথক হইবে।

‘যথা’ ইত্যাদির দ্বারা জগদীশ এখানে অন্ত একটি উপায় নির্দ্ধারণের কথা বলিতেছেন। ‘তদ্বিশিষ্ট’ অর্থে যে তদ্বিশিষ্টাভাব অর্থাৎ প্রতিযোগিসামান্য-ধিকরণ্যভাববিশিষ্ট যে অভাব সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ বিশেষণটি হেত্ব-ধিকরণবৃত্তি অভাবের বিশেষণ না হইয়া যদি হেত্বধিকরণের বিশেষণ হয় তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হয়, এবং পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি দোষও আর হয়

না। ‘তদ্বিশিষ্ট’ শব্দে যে ৬ষ্ঠী বিভক্তি আছে তাহা হেত্বধিকরণের সহিত
অধ্বয় করিতে হইবে, অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট যে হেত্বধিকরণ তাহার অভাব বা
তদ্বৃ্ত্তি অভাব—এরূপ হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যাধিকরণ যে হেত্বধিকরণ
তদ্বৃ্ত্তি যে অভাব ইত্যাদিরূপ অর্থ করিতে হইবে। দীর্ঘিতিগ্রন্থের ‘তদ্বিশিষ্ট’
কথাটি হইল ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’; এই তদ্বিশিষ্টাভাবটি হইল প্রতিযোগিতা-
বচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণ-নিরূপিত-
বৃত্তিত্বাভাববিশিষ্ট যে অভাব হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব সেই অভাব, এবং সেই
অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া লক্ষণ সম্বয়
করিতে হইবে। ‘তদ্বিশিষ্ট’ কথাটি হেত্বধিকরণের বিশেষণ হইলে উক্তরূপ
অধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাববিশিষ্ট যে হেত্বধিকরণ, অর্থাৎ প্রতিযোগি-
ব্যধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণই ধরিতে হইবে, এবং সেই
হেত্বধিকরণবৃত্তি যে অভাব সেই অভাবটিই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং
অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে, যথা “কপিসংযোগী এতদ্ভক্ষত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে
হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব ধরিতে হইবে (অর্থাৎ, ঐ অভাবীয়
অধিকরণটি প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্যভাববিশিষ্ট-অভাবাধিকরণ হইবে,
অর্থাৎ ঐ অধিকরণে প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্য থাকিবে না, প্রতিযোগিবৈয়-
ধিকরণ্য থাকিবে); এরূপ হইলে লক্ষণ সম্বয়ের কোনে) অনস্বীকৃত্য হইবে
না। বিষয়টিকে এইভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।

পুনরায়, “যন্তপি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা জগদীশ এক্ষেত্রে অপর একটি
উপায় নির্দ্ধারণের কথা বলিতেছেন। ‘প্রতিযোগ্যসামান্যধিকরণত্ব’কে যদি
হেতুর বিশেষণ করা যায়, তাহা হইলে, প্রতিযোগ্যসামান্যধিকরণ্যবিশিষ্ট যে
হেতু সেই হেতুর অধিকরণবৃত্তি যে অভাব সেই অভাবই গ্রহণ করিতে হইবে;
এবং সেই অভাব গ্রহণ করিলেই হেতুমগ্নিষ্ট অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক
সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হইবে এবং লক্ষণও ঠিক থাকিবে। ‘প্রতিযোগ্য-
সামান্যধিকরণ্যবিশিষ্ট’ কথার অর্থই হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাববিশিষ্ট অর্থাৎ
“তদ্বিশিষ্ট”। এইভাবে ‘তদ্বিশিষ্ট’কে হেত্বধিকরণের বিশেষণ না করিয়া
হেতুর বিশেষণ করিলেও সামঞ্জস্য রক্ষা হয় এবং “সংযোগী এতদ্ভক্ষত্বাৎ” বা
“কপিসংযোগী এতদ্ভক্ষত্বাৎ” প্রভৃতি স্থলে অব্যাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে না।
কারণ, হেত্বধিকরণ এতদ্ভক্ষের মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগ্যভাব চিন্তা করিয়া

হেত্বধিকরণে বা এতদ্ব্যক্কে কপিসংযোগাভাব ধরিলে হেত্বধিকরণ প্রতিযোগ্য-
 সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট (বা প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যবিশিষ্ট) হেতুর অধিকরণ
 হইবে না, তাহা প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুর অধিকরণ হইয়া
 যাইবে, কেননা, কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী ‘কপিসংযোগ’ এতদ্ব্যক্কে
 (এতদ্ব্যক্কের অগ্রাবচ্ছেদে) থাকে। ফলে হেত্বধিকরণ এতদ্ব্যক্কে ঘটাব্য,
 ঘটাব্য প্রভৃতি অভাবান্তর গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাহা হইলেই লক্ষণ
 সমন্বয় সম্ভব হয়, অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। কিন্তু, এরূপ করা যায় না;
 অর্থাৎ ‘তদ্বিশিষ্ট’কে হেতুর বিশেষণ করিয়া সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব হইলেও
 এরূপ করা যাইবে না। কারণ, মূলকার গবেষণোপাধ্যায় স্বয়ং হেত্বধিকরণবৃত্তি
 অভাবের সহিতই ‘তদ্বিশিষ্ট’ পদের অর্থ করিতে হইবে এইরূপ অভিপ্রায়
 প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে মূলকার যখন বিশেষব্যাপ্তির প্রসঙ্গ
 আলোচনা করিয়াছেন তখন তিনি দেখাইয়াছেন যে, “কর্ম্মণি চ সংযোগা-
 ভাবঃ প্রতিযোগিব্যধিকরণঃ”, অর্থাৎ গুণকর্ম্মাদিতে সংযোগাভাব প্রতি-
 যোগিব্যধিকরণ বা প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ হয়; এবং সেজন্য “সংযোগী
 সত্ত্বাৎ” এই অসদ্ব্যক্কেতুহলে ‘তদ্বিশিষ্ট’ পদকে হেতুর সহিত বা হেত্বধিকরণের
 সহিত অর্থ করিলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়, কিন্তু হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের
 সহিত ‘তদ্বিশিষ্ট’ পদের অর্থ করিলে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।
 “সংযোগী সত্ত্বাৎ” হলে হেতু হইল ‘সত্তা এবং হেত্বধিকরণ হইল দ্রব্য-গুণ-
 কর্ম্ম; হেত্বধিকরণ-গুণ-কর্ম্ম সংযোগাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব বা
 প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ অভাব হয়, কিন্তু হেত্বধিকরণ দ্রব্যে (‘সত্তা’
 হেতু বলিয়া ‘গুণ-কর্ম্ম’ যেসকল হেত্বধিকরণ, সেইরূপ ‘দ্রব্য’ও হইল হেত্ব-
 ধিকরণ) সংযোগাভাব কখনও প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না, কেননা,
 দ্রব্যের এক অংশে সংযোগাভাব থাকিলেও অপর অংশে সংযোগ থাকিয়া
 যাইতে পারে। ফলে হেত্বধিকরণে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব ব্যতীত
 অন্য কোনো প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ধরিলেই এই অসদ্ব্যক্কেতুহলে লক্ষণ
 সমন্বয় হইয়া যাইবে এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে, কিন্তু ‘তদ্বিশিষ্ট’কে
 যদি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিত অর্থ করা যায়, তাহা হইলে, গুণ-
 কর্ম্মরূপ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তি যে অভাব, অর্থাৎ সংযোগাভাব,
 তাহাই ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’ হইতে পারে। এবং এইরূপে হেত্বধিকরণে সং-
 যোগাভাব বা সাধ্যাভাব গ্রহণ করা সম্ভব হওয়ায় সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক

হইয়া যায়, এবং এই অসম্বন্ধত্বলৈ আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এই প্রসঙ্গে গবেষণোপাখ্যায় স্বয়ং ‘তদ্বিশিষ্ট’ পদকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিত অমর করার কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং স্বয়ং মূলকারের যখন ইহাই অভিপ্রায় তখন ‘তদ্বিশিষ্ট’ পদকে হেতুর সহিত বা হেত্বধিকরণের সহিত অমর করার প্রয়াস নিরর্থক; ‘তদ্বিশিষ্ট’ পদকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিত অমর করিতে হইবে। এই বিষয়টি এইভাবেই চিন্তা করিতে হইবে।

দীর্ঘিতি—তদ্বৃত্তিভিন্নত্বস্ত নার্থঃ, অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকব্যভিচারিণি অতিপ্রসঙ্গাৎ। অত্র সামান্যধিকরণ্যবত্তে ন তদভাববস্তুং, প্রতীতেরন্তুথৈবোপপাদিতত্বাদিতি অমরসাৎ প্রতিযোগিবৈষ্ম-ধিকরণ্যেত্যাদি বিশেষণং বক্ষ্যতি, তচ্চ হেত্বধিকরণে বোধ্যং, প্রতিযোগ্যনধিকরণীভূতহেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবোতি পুনরভাবান্তার্থ-নির্কৰ্ণঃ।

অনুবাদ : কিন্তু তদ্বৃত্তিভিন্ন অর্থ নহে, (কারণ) অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক ব্যভিচারী স্থলে অতিপ্রসঙ্গ হয়। এই অমরস হওয়ার অন্ত সামান্য-ধিকরণ্যবত্তে তদভাববস্তু হয় না, (একরূপ) প্রতীতি হইলেও অন্তরূপ উপ-পাদিত্ব বশতঃ ‘প্রতিযোগিবৈষ্মধিকরণ্য’ ইত্যাদি বিশেষণ বলা হইয়াছে, এবং তাহা হইলে হেত্বধিকরণে (‘তদ্বিশিষ্ট’ বিশেষণ উপাধেয়) বৃত্তিতে হইবে, ‘প্রতিযোগ্যনধিকরণীভূতহেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাব’ ইত্যাদি পুনরায় অভাবান্ত (পর্য্যস্ত) নির্কৰ্ণ (অর্থ)।

ব্যাখ্যা : ‘তদ্বিশিষ্টাভাব’ কথাটিকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিত অমর করিতে হইবে, একরূপ সিদ্ধান্ত করার পর দীর্ঘিতিকার অন্ত আশঙ্কার কথা চিন্তা করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। সংযোগাভাব হইল প্রতি-যোগিসামান্যধিকরণ অভাব, অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে এই অভাব ধরা যায় না; কিন্তু তদ্বৃত্তিভিন্ন অভাব অর্থাৎ সংযোগবৃত্তিভিন্ন অভাব “কপি-সংযোগী এতদ্বাক্ত্যাৎ” ইত্যাদিরূপ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ধরা যায়।

‘তদ্বৎ’ হইল সংযোগবৎ, তদ্বৎস্তি হইল তদ্বৎস্তি যে অভাব অর্থাৎ সংযোগ-বৎস্তি যে অভাব, অর্থাৎ সংযোগবৎস্তি যে সংযোগাভাব তাহা, তস্তিন্ন যে অভাব, অর্থাৎ সংযোগবৎস্তি যে সংযোগাভাব সেই সংযোগাভাব তিন্ন যে অভাব তাহাই হইল তদ্বৎস্তিভিন্ন অভাব, বা তদ্বৎস্তিভিন্নত্বের ইহাই অর্থ। এস্থলে সংযোগাভাবটি এতদ্বক্ষে সংযোগবৎস্তি অভাব হয় বলিয়া এই অভাব ধরা যায় না, তস্তিন্ন অভাব ধরিতে হইবে। এইরূপে হেত্বধিকরণে বা এতদ্বক্ষে তদ্বৎস্তিভিন্ন অভাব অর্থাৎ কপিসংযোগাভাব তিন্ন অস্ত্র অভাব ধরা সম্ভব হইবে, এবং তাহাতে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকিবে না। এইরূপ হইলে ‘তদ্বিশিষ্ট’ পদের অর্থ সম্পর্কে যে জটিল আলোচনা পূর্বে করা হইল তাহার প্রয়োজন হয় না, অনেক সহজেই সমস্তার সমাধান হয়। কিন্তু দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে, এরূপ করা যায় না, কারণ, এরূপ করিলে ব্যাভিচারী স্থলে, অর্থাৎ অসদ্বৈতস্থলে অতিপ্রসঙ্গের বা অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। যথা, “সংযোগী সত্বাৎ” এই অসদ্বৈতস্থলে সংযোগাভাবরূপ অভাবটি অর্থাৎ সাধ্যাভাবটি সংযোগবৎস্তি (অর্থাৎ তদ্বৎস্তি) অভাব হইয়া যায়, সংযোগবৎস্তি ভিন্ন অভাব হয় না, ফলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ সত্যধিকরণে অভাবান্তর গ্রহণ করিতে হয়, এবং সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক হয় না; এইভাবে এই অসদ্বৈতস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব না হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। সুতরাং, তদ্বৎস্তিভিন্ন অভাব চিন্তা করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যায় না।

পুনরায়, প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্য যাহাতে থাকে তাহাতে তাহার অভাব ধরা যায় না, কেননা, এরূপ করিলে অন্বয়স হয়, অর্থাৎ ইহা অমুভব বিরুদ্ধ। অর্থাৎ যে অভাবে প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্য থাকে সেই অভাবে প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্যাভাব ধরা যায় না, ইহা অমুভব বিরুদ্ধ; কপি-সংযোগাভাবে প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্য থাকে, সুতরাং তাহাতে (কপি-সংযোগাভাবে) প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্যাভাব থাকিতে পারে না, এবং সেজন্য কপি-সংযোগাভাব প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট অভাব হইতে পারে না। যদি বলা যায়, প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্য এবং তাহার অভাব একই অধিকরণে থাকিতে পারে, এবং এরূপ প্রতীতি সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে বলা হইবে, ইহার বিপরীত প্রতীতিও হইতে পারে, এবং তাহাতে দোষেরও উদ্ভব হইতে পারে (জাগদীশ্বর গ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

ইহা বিদ্যুতভাবে বলা হইবে)। সুতরাং এইভাবে লক্ষণ সম্বন্ধ করা যায় না। সেইজন্যই লক্ষণে ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ নিবেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ গদ্যলোপাখ্যায় “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্য...” ইত্যাদিরূপে লক্ষণটিকে ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ঘনিয়াই লক্ষণ সম্বন্ধ করিতে হইবে, এবং প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে হেতুধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিতই অধ্যয় করিতে হইবে। “অভাবাত্ত” পর্য্যন্ত, অর্থাৎ “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্যংসমানাধিকরণাত্ত্যক্তাভাব...” এই “অভাব” পর্য্যন্ত লক্ষণাংশের ইহাই বথার্থ অর্থ বা নিরর্থ অর্থ।

জাগদীশী—নমু ভেদস্ত ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া প্রতিযোগিসমানাধিকরণ-
ভিন্নত্বোক্তো চ প্রাপ্তক্যাপ্তিবারণসম্ভবে তদ্বিশিষ্টস্ত ইত্যাদিকং
বিফলমত আহ তদ্বং বৃত্তীতি। প্রতিযোগিমহত্তিভিন্নত্বমিত্যর্থঃ।
অত্রৈতি অঙ্গরসাং ইতি অঙ্গরঃ ন তদভাববস্তুমিতি, তথাচ সংযোগী
সম্বাদিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। নমু সংযোগাভাবে গুণে ন
সংযোগসামানাধিকরণ্যম্ ইতি প্রতীতিবলাদেব গুণাবচ্ছেদেন সং-
যোগাভাবে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাবসম্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিরত
আহ প্রতীতেরিতি। উক্তপ্রতীতে: সংযোগাভাবনিষ্ঠস্য সংযোগ-
সামানাধিকরণ্যস্য অবচ্ছেদকত্বাভাবমেব গুণাদৌ সংযোগানধিকরণী-
ভূতগুণবৃত্তিত্বমেব বা সংযোগাভাবাদৌ অবগাহতে ইতি ভাবঃ।
বক্ষ্যতি মূলকারঃ। তচ্চ তদপি হেতুধিকরণ ইতি তেন কপিসংযোগা-
ভাবস্য প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাবচ্ছেদকীভূতগুণাত্তবচ্ছিন্নত্বেনপি
কপিসংযোগী এতদ্বাদিত্যাদৌ ন অব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। নমু হেতুধি-
করণে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বং প্রতিযোগিসামানা-
ধিকরণ্যানবচ্ছেদকীভূতহেতুধিকরণবৃত্তিত্বমিতি যাবৎ তচ্চ ব্যাপ্য-
বৃত্তেরবচ্ছেদকত্ববিরহাৎ, অপ্ৰসিদ্ধং গুরুতরঞ্চ ইত্যত আহ প্রতিযোগ্য-
নধিকরণ ইতি।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, এবং ভেদের ব্যাপ্যবৃত্তিতার দ্বারা প্রতি-
যোগিসমানাধিকরণভিন্নত্ব উক্তিভেদে পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হওয়ার
সি—১৭

‘তদ্বিশিষ্ট’ ইত্যাদি বিকল, সেইজন্যই বলা হইল ‘তদ্ব্যবৃতি’ ইত্যাদি । প্রতিযোগিমত্বভিন্নত্ব ইহাই অর্থ । ‘অত্র’ ইত্যাদি ‘অন্যরসায়’ ইত্যাদিতে অহর (হইবে), ‘তদ্ব্যবৃতি’ নহে ইত্যাদি, সুতরাং “সংযোগী সত্ত্বাৎ” ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়, ইহাই ভাব । যদি বলা যায়, শুণে সংযোগাভাবে সংযোগসামান্যাদিকরণ্য থাকে না এই প্রতীতির জন্যই শুণাবচ্ছেদে সংযোগাভাবে প্রতিযোগিসামান্যাদিকরণ্যভাব থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না, সেইজন্যই বলা হইল ‘প্রতীতেঃ’ ইত্যাদি । উক্ত প্রতীতির দ্বারাই শুণাদিতে সংযোগাভাবনিষ্ঠ সংযোগসামান্যাদিকরণ্যের অবচ্ছেদকত্বাভাবই অথবা সংযোগাভাবাদিতে সংযোগানাদিকরণীভূত শুণবৃত্তিই উপলব্ধি হয়, ইহাই ভাব । মূলকার (এইরূপ) বলিয়াছেন । এবং ত্রাহাতে তাহা হইলেও ‘হেত্বধিকরণ’ ইত্যাদির দ্বারা কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগিবৈরধিকরণ্যাবচ্ছেদকীভূত শুণাত্তবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও “কপিসংযোগী এতদ্ব্যবৃতি” ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব । যদি বলা যায়, হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিবৈরধিকরণ্যাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব, প্রতিযোগিসামান্যাদিকরণ্যাবচ্ছেদকীভূত-হেত্বধিকরণবৃত্তিত্ব ইত্যাদি দ্বাবৎ (বিশেষণ) তাহা ব্যাপ্যবৃত্তিহলে অবচ্ছেদকত্ব না থাকার জন্য অপ্রসিদ্ধ, গুরুতর (ইত্যাদি) হয়, সেইজন্যই বলা হইল ‘প্রতিযোগানাদিকরণ’ ইত্যাদি ।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘তদ্বিশিষ্ট’ কথাটির অর্থ প্রসঙ্গে অন্য একটি উপায়ের কথা এখানে বলা হইতেছে । অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকত্বের প্রতিযোগিসামান্যাদিকরণ অভাব ধরা যায় না, কারণ, প্রতিযোগীর অধিকরণবৃত্তি যে অভাব সেই অভাব ভিন্ন যে অভাব তাহাই প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব (দীর্ঘতিনিগ্রহে যে ‘তদ্ব্যবৃতিভিন্নত্ব’ কথাটি আছে তাহার অর্থই এই প্রকার) ; কিন্তু প্রতিযোগিসামান্যাদিকরণ অভাব ভিন্ন যে অভাব তাহা ধরা যায় । “কপিসংযোগী এতদ্ব্যবৃতি” হলে এতদ্ব্যবৃতি ‘কপিসংযোগাভাব’রূপ অভাব ধরা যায় না, কারণ, কপিসংযোগাভাবটি কপিসংযোগবৃত্তি কপিসংযোগাভাব হইয়াছে, সুতরাং তন্নিমিত্ত অভাব ধরিলে যদিও অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না তথাপি “সংযোগী সত্ত্বাৎ” এই অসম্বন্ধত্বহলে অতিব্যাপ্তি হয় । “সংযোগী সত্ত্বাৎ” হলে সংযোগাভাবটি দ্রব্যে সংযোগবৃত্তি হওয়ার শুণকর্ত্তেও এই অভাব থাকিয়া যায়, ফলে সংযোগাভাবটি প্রতিযোগিব্যাদিকরণ হয় না, অর্থাৎ সংযোগবৃত্তি ভিন্ন হয় না, সুতরাং অন্য অভাব গ্রহণ করিতে

হয়, অতাবান্তর গ্রহণ করিলেই এই অসদ্ব্যবস্থায়, অর্থাৎ “সংযোগী সদ্ভাৱ” এই অসদ্ব্যবস্থায় লক্ষণ চলিয়া যায়, এবং অভিযান্ত্রিক হয়। অতএব, ‘প্রতিযোগিব্যাদিকরণ’ শব্দের ‘তদ্ব্যবস্থায়’রূপ অর্থ করা যায় না। এক্ষেত্রে একটি অসদ্ব্যবস্থায় অগলাপ হয়, অর্থাৎ অসদ্ব্যবস্থায় হয় ; কেননা, যে হেতুসামান্য-ধিকরণ অভাবে প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ থাকে সেই অভাবে প্রতিযোগি-সামান্যধিকরণের অভাব থাকিতে পারে না, এই দুইটি হইল পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম। একই অধিকরণে দুই বিরুদ্ধ ধর্ম থাকে কি করিয়া? এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মকে একত্র রাখা যায় না, ইহা অসম্ভব বিরুদ্ধ, এরূপ করিলে অসদ্ব্যবস্থায় হয়। দীর্ঘিতিগ্রহে “সামান্যধিকরণ্যবতো ন তদভাববস্তু” কথার সহিত “অসদ্ব্যবস্থায়” শব্দের অর্থ হইবে ; অর্থাৎ “সামান্যধিকরণ্যবতো ন তদভাববস্তু অসদ্ব্যবস্থায়” এইরূপ হইবে। এখানে অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, ইহাতে অসদ্ব্যবস্থায় হয় না ; কারণ, ‘সংযোগাভাবে শুণে ন সংযোগসামান্যধিকরণ্যম্’ এই প্রতীতির দ্বারা শুণাদিবৃত্তি যে সংযোগাভাব তাহাতে সংযোগসামান্যধিকরণ্য নাই। বুদ্ধে কপিসংযোগ আছে এবং কপিসংযোগের অভাবও আছে বলিয়া বুদ্ধ-বৃত্তি কপিসংযোগাভাবে প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্য থাকিলেও শুণাদিবৃত্তি কপিসংযোগাভাবে প্রতিযোগিসামান্যধিকরণের ভেদ থাকিতে পারে, এই-রূপ প্রতীতি অসম্ভাবিক নয়, এবং ইহাতে “সংযোগী সদ্ভাৱ” হলে অভি-যান্ত্রিক আশঙ্কাও থাকে না। কারণ, হেতুধিকরণ দ্রব্যে ‘সংযোগ’ থাকিলেও হেতুধিকরণ শুণ-কর্মে ‘সংযোগ’ থাকে না, এবং ইহার দ্বারা শুণ-কর্ম-নিরূপিত সংযোগাভাব প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ অভাব হয় না ; কেননা, সমগ্র হেতুধিকরণ, অর্থাৎ দ্রব্য-শুণ-কর্ম একত্রে ধরিলে হেতুধিকরণে দ্রব্যে সংযোগাভাব প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ অভাব হয় বটে (কারণ, শুণ-কর্মে সংযোগাভাব থাকে, কিন্তু দ্রব্যে সংযোগ অর্থাৎ সংযোগাভাবের প্রতি-যোগী থাকে), কিন্তু শুণমাত্র শুণাবচ্ছেদে বা শুণমাত্র শুণ-কর্মাবচ্ছেদে যে সংযোগাভাব (অর্থাৎ দ্রব্যকে বাদ দিয়া শুণমাত্র শুণকর্মরূপ হেতুধিকরণে যে সংযোগাভাব) তাহা অবশ্যই প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব, প্রতিযোগি-সামান্যধিকরণ অভাব নয়, কারণ, শুণ-কর্মে সংযোগ কখনও থাকে না। এইভাবে হেতুধিকরণে ‘সংযোগাভাব’ বা সাধ্যাভাব দ্বারা সম্ভব হয়, এবং এইরূপে সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইয়া যাওয়ার “সংযোগী সদ্ভাৱ” এই অসদ্ব্যবস্থায় আর লক্ষণ সম্ভব হয় না, এবং অভিযান্ত্রিক

আশঙ্কাও আর থাকে না। কিন্তু, এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ একই অধিকরণে দুই বিরুদ্ধ ধর্মের প্রতীতি সম্ভব এ কথা বলা যায় না; কারণ, এইরূপ প্রতীতি বলপূর্বক করা হয়, ইহা সহজসিদ্ধ প্রতীতি নহে। আর, বলপূর্বক এইরূপ প্রতীতি সম্ভব হয় বলিলে ইহার বিপরীত প্রতীতিও সম্ভব হয় বলিতে পারা যায়। যথা, এখানে আমাদের প্রতীতি হইল গুণ বা গুণ-কর্ম সংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব নহে; ইহার বিপরীত প্রতীতি—যথা, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ সংযোগাভাবে গুণবৃত্তি বা গুণ-কর্মবৃত্তি নাই—এইরূপ প্রতীতিও সম্ভব হইতে পারে। এবং এইপ্রকার বিপরীত প্রতীতি স্বীকার করিলে পুনরায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে; কারণ, ইহাতে হেত্বধিকরণে যে অভাবটি ধরা হইল তাহাতে “গুণবৃত্তিহাভাব” বুঝাইল, কিন্তু প্রতিযোগিব্যধিকরণ সংযোগাভাবরূপ সাধ্যাভাব বুঝাইল না, অল্প অভাব ধরিলে “সংযোগী সত্ত্বাৎ” এই অসম্বত্ত্বুলে হেত্বধিকরণে আর সাধ্যাভাব ধরা গেল না, কলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। পুনরায়, এক্ষেত্রে অপর একটি বিপরীত প্রতীতি হইতে পারে; সংযোগাভাবে যে সংযোগ-সামানাধিকরণ্য তাহা অব্যাবচ্ছেদে থাকে, কিন্তু গুণাভবচ্ছেদে থাকে না; অতএব গুণাদিতে বা গুণ-কর্মে সংযোগাভাবনিষ্ঠ সংযোগসামানাধিকরণ্যের অবচ্ছেদকত্বের অভাব আছে এরূপ প্রতীতিও সম্ভব হইতে পারে। এরূপ হইলে ঐ অভাবের, অর্থাৎ সংযোগাভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য সম্ভব হয় না, কলে এই অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। সুতরাং এইভাবে লক্ষণ সম্বয় করা যায় না, ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ বিশেষণের দ্বারাই লক্ষণের সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে। সেইজন্যই দীর্ঘিতিকার বলিলেন “প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যোত্যাদিবিশেষণং বক্ষ্যতি”—অর্থাৎ মূলকার গজ্ঞেশোপাখ্যায় লক্ষণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অর্থাৎ “প্রতিযোগিসমানাধিকরণ” এই বিশেষণটি বলিয়াছেন, বা নিবেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ ঐ সকল কারণে ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ বিশেষণের দ্বারাই লক্ষণের সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে, এবং মূলকার নিজেই তাহা বলিয়াছেন।

এইভাবে হেত্বধিকরণে ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ বিশেষণ নিবেশ করিলে আর কোনো অসুবিধা হয় না। পূর্বোক্ত বিপরীত প্রতীতির ক্ষেত্রে গুণাদিতে গুণাভাবচ্ছিন্ন সংযোগাভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য স্বীকার করা হইয়াছিল, তাহাতেও কোনো অসুবিধা হয় না। কারণ, “কনিসংযোগী

এতদ্বাং বা এতদ্ভুক্তদ্বাং” হলে হেত্বধিকরণ এতৎ এ বা এতদ্ভুক্তে কপিসং-
যোগাত্মক ধরা বাইবে না, কেননা, তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেত্বধি-
করণ হয় না এবং তদ্ভুক্তি অভাব হয় না, এবং অন্ত অভাব ধরিলে
আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। আবার, “সংযোগী সম্বাং” হলে গুণা-
ভবচ্ছেদে সংযোগাত্মক প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হওয়ার হেত্বধিকরণে,
অর্থাৎ গুণকর্মরূপ সত্তাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে সংযোগাত্মক প্রতিযোগি-
ব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়, কলে গুণ-কর্মরূপ হেত্বধিকরণ প্রতিযোগি-
ব্যধিকরণ হেত্বধিকরণ হওয়ার এবং তদ্ভুক্তি অভাব অর্থাৎ সংযোগাত্মক
সাধ্যাত্মক হওয়ার এই অসঙ্কেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং সেজন্য অতি-
ব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

এখন, হেত্বধিকরণে ‘প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য’ বিশেষণ দেওয়ার অর্থ হইল
হেত্বধিকরণটি প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন হইল, আবার, ইহার
অর্থ হইল প্রতিযোগিসামান্যধিকরণের অনবচ্ছেদকীভূত হেত্বধিকরণবৃত্তি যে
অভাব। কিন্তু, এইরূপ অর্থ করিলে অনুবিধা হয়; অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তি-
সাধ্যকহলে প্রতিযোগিসামান্যধিকরণের অবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়;
আবার, কেহ কেহ বলেন প্রতিযোগিসামান্যধিকরণ্যহল সকল সময়েই
অব্যাপ্যবৃত্তিহল বলিয়া অবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি হয় না; এইরূপে বিষয়টি
ভুক্তর বা জটিল হইয়া যায়। সেইজন্যই বলা হইল ‘প্রতিযোগ্যনধিকরণী-
ভূত’ ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রতিযোগ্যনধিকরণীভূত হেত্বধিকরণবৃত্তি যে অভাব
সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতা—ইত্যাদি।

দ্বীধিতি—মনু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নস্য বস্য কস্যচিৎ,
তৎসামান্যস্য, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকযৎকিঞ্চিদবচ্ছিন্নস্য বা অনধি-
করণমুক্তম্; আত্মে অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক্যব্যাপ্তিঃ একপ্রতিযোগ্যধি-
করণস্য অপি তদ্ব্যক্ত্যন্তরানধিকরণত্বাৎ, দ্বিতীয়ে সংযোগসামান্য-
তাববান্ জব্যত্মতাববান্ বা সম্বাদিত্যাদ্যতিব্যাপ্তিঃ, সাধ্যাত্মক-
বতো জব্যস্য তৎপ্রতিযোগিসংযোগবিশেষত্বতাববান্ নিত্যত্বাদি-

বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাত্মকতৎপ্রতিযোগিনোহধিকরণত্বাৎ চ স্বাভাবা-
ভাবাত্মকস্য বিশিষ্টস্যাপি দ্রব্যত্বস্য দ্রব্যত্বানতিরেকাৎ ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের যে কোনোটির, অথবা তৎসামান্তের, অথবা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম তদবচ্ছিন্নের অধিকরণত্ব উক্ত হইয়াছে, (তাহা হইলে বলা হইবে) প্রথম-টিতে অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে একপ্রতিযোগ্যধিকরণেরও তদাত্ম্যস্তরের অনধিকরণত্ব বশতঃ অব্যাপ্তি হয় ; দ্বিতীয়টিতে “সংযোগসামান্ত্রাভাববান্ সত্বাৎ”, অথবা “দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাৎ” স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় ; (কারণ) সাধ্যাভাবাধিকরণ দ্রব্যের তৎপ্রতিযোগী সংযোগবিশেষাভাববিশিষ্ট নিত্য-ত্বাবিশিষ্ট দ্রব্যত্বাভাবাত্মক তৎপ্রতিযোগীর অধিকরণত্ব বশতঃ, এবং স্বাভাবাভাবাত্মক বিশিষ্টদ্রব্যত্বেরও দ্রব্যত্বের অনতিরেক বশতঃ (অতিব্যাপ্তি হয়) ।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে যে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদটি আছে তাহাকে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্য’ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্তর্ধায় “গুণকর্ম্মান্ত্রবিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” এবং “ভূতত্বমূর্ত্ত্বাভাববান্ মূর্ত্ত্বত্বাৎ” স্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় । পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে । এই “প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন” শব্দটিকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে সেই আলোচনাই দীর্ঘমতীকার বর্তমান প্রসঙ্গে করিতেছেন । প্রথমতঃ ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন’ বলিতে যে কোনো (যন্ত কস্তচিৎ) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নব্যক্তিকে ধরিতে পারা যায় ; দ্বিতীয়তঃ ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন’ অর্থে তৎসামান্ত্র অর্থাৎ যাবৎ বা সকল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নব্যক্তিকে ধরা যায় ; এবং তৃতীয়তঃ ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন’ অর্থে যৎকিঞ্চিৎ অবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নব্যক্তিকে ধরিতে পারা যায় । সুতরাং, ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ পদের যে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্য’ অর্থ করা হইয়াছে সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের কোন্ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার অসামানাধিকরণ্য বৃত্তিতে হইবে ? উক্ত তিনটি অর্থের যে কোনো অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন তাহাতে দোষ হয় ।

প্রথমতঃ, যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন অর্থে ‘যন্ত কন্তচিৎ’ অর্থাৎ যে কোনো প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নব্যক্তিকে ধরা যায় তাহা হইলে “কপিসংযোগী এতদ্ভক্ষ্যাত্” এই সঙ্কেতস্থলে অব্যাপ্তি হয়। এতদ্ভক্ষে সেই বৃক্ষান্তর্গত কপিসংযোগ আছে, কিন্তু অত্র বৃক্ষান্তর্গত বা অত্র পর্যাবৃত্ত-গত যে কপিসংযোগ, অর্থাৎ যে কোনো বা ‘যন্ত কন্তচিৎ’ কপিসংযোগ তাহার অভাব অবশ্যই এতদ্ভক্ষে আছে। এতদ্ভক্ষের মূল্যবচ্ছেদে যে কপিসংযোগের অভাব আছে সেই কপিসংযোগাতাবের অধিকরণ হইল একব্যক্তি, অর্থাৎ এতদ্ভক্ষ ; সুতরাং এতদ্ভক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকায় মূল্যবচ্ছেদে কপিসংযোগাতাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইল না। কিন্তু অত্র যে কপিসংযোগ আছে, অর্থাৎ তত্ত্ব ব্যক্তান্তর যে কপিসংযোগ তাহা এতদ্ভক্ষে নাই, অর্থাৎ এতদ্ভক্ষ তত্ত্ব ব্যক্তান্তর কপিসংযোগের অধিকরণ হইতে পারে না, অনধিকরণ হইয়া যায়, কলে এতদ্ভক্ষে যে তত্ত্বব্যক্তান্তর কপিসংযোগাতাব থাকে তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়। এইভাবে এতদ্ভক্ষে কপিসংযোগাতাব (তত্ত্বব্যক্তান্তর কপিসংযোগাতাব) প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যাওয়ার সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে কপিসংযোগত্ব ; এবং এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকও যেহেতু কপিসংযোগত্ব, সুতরাং, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ার এই সঙ্কেতস্থলে লক্ষণ যায় না, এবং অব্যাপ্তি হইয়া যায়।

পুনরায়, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের দ্বিতীয় অর্থ যদি গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ তৎসামান্ত বা যাবৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নব্যক্তি এই অর্থ যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে “সংযোগসামান্ত্যাতাববান্ সত্বাৎ” এবং “ত্রব্যত্বাতাববান্ সত্বাৎ” এই দুইটি অসঙ্কেতস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন অর্থে যাবৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নব্যক্তি এই অর্থও গ্রহণ করা যায় না। আগামীশীগ্রহ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিবৃত করা হইতেছে।

জাগদীশী—কস্যচিৎ ইতি, অনধিকরণমিতি পরেণ অধরঃ।

তদ্ব্যক্ত্যন্তরেতি, প্রতিযোগিব্যক্ত্যন্তরেতি অর্থঃ। স্বমতে সংযোগ-
সামান্যতাবস্য কেবলাধমিহাৎ তৎসাধ্যকসত্তাদিকং সন্ধেতুরেব অন্তঃ।
সাধ্যান্তরমাহ দ্রব্যত্বাভাবোতি। যত্নপি দ্রব্যত্বাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিহাৎ
তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাপ্রবেশাৎ ইদম্ অসঙ্গতম্। ন চ
অত্র কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নদ্রব্যত্বাভাবঃ সাধ্যঃ, স চ গুণাত্তবচ্ছেদেন কালে
এব অব্যাপ্যবৃত্তিরিতি বাচ্যম্। তথা সতি তস্য কেবলাধমিহাৎ
তৎসাধ্যকসত্তাদেঃ সন্ধেতুশ্চেন তত্র অতিব্যাপ্তেরূপপত্তানোচিতত্বাৎ,
তথাপি সন্ধে হেতৌ দ্রব্যত্বাভাবস্য ব্যভিচারগ্রহদশায়ামপি প্রতিযোগি-
সামান্যানধিকরণসম্বন্ধনিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং দ্রব্যত্বাভাব-
বহুম্ ইত্যাকারকব্যাপকতাজ্ঞানাদমুমিত্যাপত্তিরেব অত্র অতিব্যাপ্তি-
শব্দার্থঃ। বস্তুতঃ দ্রব্যত্বাভাবস্য অপি ন প্রাপ্তকব্যাপ্যবৃত্তিহমিতি
ধ্যোয়ম্। প্রথমে সাধ্যে অতিব্যাপ্তিঃ গ্রাহয়তি সাধ্যাভাববত ইতি।
তৎপ্রতিযোগীতি, তস্য সংযোগাত্মনঃ সাধ্যাভাবস্য যঃ প্রতিযোগী
সংযোগবিশেষাভাবঃ তদ্বহাৎ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ে অতিব্যাপ্তিঃ যোজয়তি
নিত্যত্বাদীতি। নিত্যবৃত্তিহবিশিষ্টং যদ্রব্যত্বং তদভাবাত্মকো যঃ সাধ্য-
ভাবস্য প্রতিযোগী তদধিকরণত্বাৎ, সাধ্যাভাববতো দ্রব্যস্য ইতি পূৰ্বেণ
অন্বয়ঃ। নহু বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবো ন দ্রব্যত্বস্বরূপস্য সাধ্যাভাবস্য
প্রতিযোগী, কিন্তু নিত্যত্বাদি বিশিষ্টদ্রব্যত্বস্য এব, ইতি দ্রব্যত্বং প্রতি-
যোগিব্যধিকরণমেব ইত্যত আহ স্বাভাবোতি, স্বং নিত্যবৃত্তিহবিশিষ্ট-
দ্রব্যত্বং।

অনুবাদ : ‘কন্তুচিং’ ইত্যাদি পরের ‘অনধিকরণত্ব’ ইত্যাদির সহিত
অমর হইবে। স্বমতে (দীর্ঘিতিমতে) সংযোগসামান্যতাব কেবলাধরী
বলিয়া তৎসাধ্যক সত্তাদি সন্ধেতুই, সেইজন্য ‘দ্রব্যত্বাভাব’ ইত্যাদি সাধ্যাত্তর
বলা হইল। যদিও দ্রব্যত্বাভাবের ব্যাপ্যবৃত্তিহ বস্তুতঃ তৎসাধ্যকে
প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের প্রবেশ না হওয়ার ইহা অসঙ্গত—এখানে কালিক-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন দ্রব্যত্বাভাব সাধ্য হইলে, এবং তাহা গুণাত্তবচ্ছেদের দ্বারা
কালেই থাকার অব্যাপ্যবৃত্তি (হয়) ইত্যাদি বলা যায় না, (কারণ) তাহা

হইলে, তাহার (ঐ সাধ্যের) কেবল্যবয়স্ক বস্তুতঃ তৎসাধ্যক সত্তাবিহীন সত্ত্বত্বের দ্বারা তদ্ব্যাপ্তির উপস্থাপন অসম্ভব হইবে ;—তথাপি সত্ত্ব-
হেতুতে তদ্ব্যাপ্ত্যবস্থার ব্যক্তিগতজ্ঞানবশাতেও ‘প্রতিবোগিসাধ্যাত্মানবিকরণ-
সম্বয়বিশিষ্টতাব প্রতিবোগিতানবচ্ছেদক তদ্ব্যাপ্ত্যবস্থাবত’ (সাধ্যতাবচ্ছেদক)-
ইত্যাকার ব্যক্তিগতজ্ঞান হওয়ায় অসম্ভবত্বের আপত্তি হয়, ইহাই এখানে অতি-
ব্যাপ্তি শব্দের অর্থ। বস্তুতঃপক্ষে তদ্ব্যাপ্ত্যবস্থাবত পূর্বোক্ত ব্যাপ্যবৃত্তি নাই,
এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। ‘সাধ্যতাবত’ ইত্যাদির দ্বারা প্রথম সাধ্যে
অতিব্যাপ্তি গ্রহণ করা হইতেছে। ‘তৎপ্রতিবোগী’ ইত্যাদি, সেই সংযোগাত্মক
সাধ্যতাবতের প্রতিবোগী যে সংযোগবিশেষতাব তদ্ব্যাপ্তি বস্তুতঃ (অতিব্যাপ্তি-
হয়) ইহাই অর্থ। ‘নিত্যত্বাদি’ ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয়ে অতিব্যাপ্তি
বোঝনা করা হইতেছে। নিত্যবৃত্তিবিধিষ্ট যে তদ্ব্যাপ্তি তদ্ব্যাপ্ত্যবস্থাবত
তাবতের যে প্রতিবোগী তদবিকরণত্ব বস্তুতঃ (অতিব্যাপ্তি হয়), ‘সাধ্যতাব-
বত’ ইহা পূর্বের ‘তদ্ব্যাপ্তি’ পদের সহিত অসম্বদ হইবে। যদি বলা যায়,
বিশিষ্টতদ্ব্যাপ্ত্যবস্থাব তদ্ব্যাপ্ত্যবস্থাব সাধ্যতাবতের প্রতিবোগী নয়, কিন্তু নিত্যত্বাদি-
বিশিষ্টতদ্ব্যাপ্ত্যবস্থাবই (প্রতিবোগী) ইত্যাদিতে তদ্ব্যাপ্তি প্রতিবোগিব্যাপ্তিকরণই
হয় ইত্যাদি সেইজন্যই বলা হইল “স্বাভাব” ইত্যাদি ; ‘স্ব’ হইল নিত্যবৃত্তি-
বিশিষ্টতদ্ব্যাপ্তি।

ব্যাখ্যা : গদ্যেশোপাখ্যায় কৃত ব্যাপ্তির লক্ষণের “প্রতিবোগ্যসমানা-
ধিকরণ” পদের ‘প্রতিবোগী’ পদটি ‘প্রতিবোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ অর্থে গ্রহণ-
করিতে হইবে তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন, ‘প্রতিবোগি-
তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ পদটি কোন্ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে সেই বিষয়ে
আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ, প্রতিবোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থে ‘বস্তু কন্তুচিং’ বা যে কোনো
প্রতিবোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে ধরা যাইতে পারে। এই অর্থ গ্রহণ-
করিলে “কপিসংযোগী-এতৎকর্তৃত্বং” বলে হেতুধিকরণ এতৎকর্তৃক অস্ত্র
বৃক্ষাভ্যুগত কপিসংযোগের যে অভাব আছে তাহা অস্ত্র বৃক্ষাভ্যুগত বা
পদার্থাভ্যুগত কপিসংযোগের অসমানাধিকরণ হয়, এবং সেজন্য অব্যাপ্তির
আশঙ্কা হয়। সুতরাং, প্রতিবোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থে যে কোনো বা
‘বস্তু কন্তুচিং’ প্রতিবোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যক্তিকে ধরিতে পারা যায় না।
দ্বিতীয়ে গ্রহণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিস্মৃত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবাক্যটির অর্থে 'তৎসামান্য' বা 'সাম্য' প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবাক্যবাক্যটিকে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু, এরূপ অর্থ করিলে "সংযোগাত্তাবান্ সম্যং" এবং "দ্রব্যত্বাত্তাবান্ সম্যং" এই দুইটি অসদ্ব্যবহারে অভিযান্ত্রিক হইয়া যায়। জগদীশ বলিতেছেন যে, এই দুইটি স্থলের মধ্যে "সংযোগাত্তাবান্ সম্যং" স্থলটিকে সদ্ব্যবহার বলা যাইতে পারে। কারণ, সম্যকে, অর্থাৎ দীর্ঘতমতে দ্রব্য সংযোগসামান্যতাব থাকে, সুতরাং, দ্রব্য সংযোগসামান্যতাব স্বীকার করিলে হেতুধিকরণ বা সত্তাধিকরণ দ্রব্য-গুণ-কর্মে সংযোগসামান্যতাব স্বীকৃত হয়, এবং স্থলটি কেবলান্বয়-স্থল হইয়া যায়, কলে ইহা সদ্ব্যবহাররূপে স্বীকৃত হয়। এরূপ হইলে এস্থলে আর অভিযান্ত্রিক প্রসঙ্গ আসে কিরূপে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই দীর্ঘতমতার সাধ্যান্তর বা দ্বিতীয় স্থল অনুসরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ "দ্রব্যত্বাত্তাবান্ সম্যং" এই স্থলান্তর অনুসরণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য আশঙ্কা হইতে পারে যে, "দ্রব্যত্বাত্তাবান্ সম্যং" স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, এবং ব্যাপ্যবৃত্তি বশতঃ এই স্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ উপাদেশ নয়, কেবলমাত্র অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলেই 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ উপাদেশ, সুতরাং এই স্থলানুসরণ অসঙ্গত। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কালিক-সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাত্তাবকে সাধ্য করিয়া স্থলটিকে অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল করা যাইতে পারে; কারণ, কালিকসম্বন্ধে দ্রব্যত্বাধিকরণ কালে বেরূপ দ্রব্য থাকে সেইরূপ দ্রব্যত্বের অনধিকরণ গুণাত্তবচ্ছেদে কালেতেই কালিকসম্বন্ধবাক্যটির দ্রব্যত্বাত্তাবটি স্বরূপসম্বন্ধে থাকিয়া যায়, কলে কালিকসম্বন্ধে দ্রব্যত্ব ও দ্রব্যত্বাত্তাব কালে থাকে; এইভাবে দ্রব্যত্বাত্তাব অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে, এবং তাহা হইলে "দ্রব্যত্বাত্তাবান্ সম্যং" স্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ নিবেশ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতেও হয় না, অর্থাৎ এইভাবে স্থলটিকে অব্যাপ্যবৃত্তি স্থল করিয়া 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ নিবেশ করা সম্ভব হইলেও স্থলটি কেবলান্বয়স্থল বলিয়া সদ্ব্যবহাররূপে গণ্য হয়, এবং সে কারণে এস্থলে অভিযান্ত্রিক চিন্তা অসঙ্গত হয়। তথাপি কিন্তু, 'সত্তা' হেতু 'দ্রব্যত্বাত্তাব' সাধার ব্যক্তিকারী, কারণ, সাধারনভাবে সত্তাধিকরণ দ্রব্য (হেতুধিকরণে) 'দ্রব্যত্বাত্তাব' বা সাধ্যাত্তাব থাকে না। এই স্থলে এইরূপ ব্যক্তিকারক থাকিলেও লক্ষণ সম্বন্ধ হইয়া যায়। কারণ, হেতুধিকরণ বা সত্তাধিকরণ গুণ-কর্মে সাধ্যাত্তাব বা দ্রব্যত্বাত্তাবাত্তাব ধরা যায় না বলিয়া

হেতুধিকরণে অন্ত অভাব ঘটিতে হয়, এবং সেই অভাবান্তরটি অবশ্যই প্রতি-
 যোগিব্যতিকরণ অভাব ; এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক অবশ্যই সাধ্য-
 ভাবচ্ছেদক ‘দ্রব্যত্বাভাবত্ব’ হইতে ভিন্ন, কলে এই ব্যতিচারী স্থলে এইরূপ
 ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হওয়ার, অর্থাৎ লক্ষণ সম্বন্ধ সম্ভব হওয়ার অতিব্যাপ্তির
 সম্ভাবনা হয় ; অতিব্যাপ্তি শব্দের এইপ্রকার অর্থই এস্থলে করিতে হইবে ।
 অথবা প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যত্বাভাবের পূর্বোক্ত প্রকার ব্যাপ্যবৃত্তিই হয় না ।
 বিষয়টি এইরূপ ভাবেই চিন্তা করিতে হইবে ।

“সংযোগাভাববান্ সত্বাৎ” স্থলে হেতুধিকরণ বা সত্তাধিকরণ দ্রব্যে সাধ্য-
 ভাব অর্থাৎ সংযোগাভাবাভাব (বাহা সংযোগরূপ) থাকে, সাধ্যাভাবের
 বা সংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল সংযোগাভাবত্ব, এই
 প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নকে যাবৎ অর্থে গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ যাবৎ
 সংযোগাভাবত্ববচ্ছিন্ন প্রতিযোগিক অভাব গ্রহণ করিলে সেই অভাব হেতু-
 ধিকরণ দ্রব্যে প্রতিযোগিব্যতিকরণ অভাব হইবে না । কারণ, দ্রব্যে যে
 সংযোগাভাবাভাব (বাহা সংযোগরূপ) থাকে তাহা তৎ তৎ সংযোগাভাব
 প্রতিযোগিক অভাব, অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগাভাবাভাবরূপ অভাবের প্রতি-
 যোগী হইবে সংযোগবিশেষাভাব । এইরূপে, দ্রব্যে সংযোগাভাবাভাবরূপ
 অভাবটি আর প্রতিযোগিব্যতিকরণ অভাব হইল না, প্রতিযোগিসমানাধি-
 করণ অভাব হইয়া গেল । কারণ, দ্রব্যে যে রূপ সংযোগবিশেষাভাবাভাব
 আছে, সেইরূপ সংযোগবিশেষাভাবও (সংযোগবিশেষাভাবাভাবের
 প্রতিযোগী) দ্রব্যে আছে । (অর্থাৎ, সহজ কথায়, দ্রব্যের এক অংশে
 সংযোগ থাকে, আবার অপর অংশে সংযোগ থাকে না ।) কল কথ্য এই
 যে, সংযোগরূপ যে সাধ্যাভাব (অর্থাৎ সংযোগাভাবাভাব) তাহার
 প্রতিযোগী যে রূপ সংযোগসামান্ভাব হইয়া, সেইরূপ সংযোগবিশেষাভাবও
 হয় ; সংযোগবিশেষাভাব কোনো দ্রব্যে বা বুদ্ধে থাকে, অথচ সংযোগরূপ
 সাধ্যাভাবও (সংযোগাভাবাভাব) কোনো দ্রব্যে বা বুদ্ধে থাকে, কলে
 সংযোগরূপ সাধ্যাভাব অর্থাৎ সংযোগাভাবাভাব প্রতিযোগিব্যতিকরণ
 অভাব হয় না, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায়, এবং এইরূপ
 হওয়ার সাধ্যাভাব আর লক্ষণের ঘটক হয় না, হেতুধিকরণে অভাবান্তর
 গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সন্নিবেশ করিতে হয়, এবং তাহা করিলেই অতিব্যাপ্তি
 হইয়া যায় ।

“দ্রব্যদ্ব্যভাববান্ সত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ দ্রব্যো সাধ্যা-
 ভাব বা দ্রব্যদ্ব্যভাবাভাব অর্থাৎ দ্রব্যদ্ব্যবস্থাপন অভাব থাকে। এই সাধ্যা-
 ভাবের অর্থাৎ দ্রব্যদ্ব্যভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল দ্রব্যদ্ব্যভাবত্ব,
 এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নকে যাবৎ অর্থে গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ যাবৎ
 দ্রব্যদ্ব্যভাবত্ববচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা অভাব গ্রহণ করিলে সেই অভাব অর্থাৎ
 দ্রব্যদ্ব্যভাবাভাব, বাহা দ্রব্যদ্ব্যবস্থাপন অভাব, তাহা দ্রব্যদ্ব্যবস্থাপন হওয়ার দ্রব্যো
 থাকে। দ্রব্যদ্ব্যবস্থাপন এই অভাবের (অর্থাৎ দ্রব্যদ্ব্যভাবাভাবের) প্রতিযোগী
 বেক্ষণ দ্রব্যদ্ব্যভাব হইতে পারে, সেইরূপ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্ব্যভাব
 এবং জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্ব্যভাব ইহারাও এই অভাবের (দ্রব্যদ্ব্যবস্থাপন
 অভাবের, অর্থাৎ দ্রব্যদ্ব্যভাবাভাবের) প্রতিযোগী হইতে পারে; কারণ,
 দ্রব্যদ্ব্যবস্থাপন যে অভাব, অর্থাৎ সাধ্যাভাব (বা দ্রব্যদ্ব্যভাবাভাব), তাহা
 নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্ব্যবস্থাপন এবং জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্ব্যবস্থাপন উভয়েই হইতে
 পারে। বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা বেক্ষণ সত্তারূপে অনতিরিক্ত, সেইরূপ
 নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্ব্যভাব, জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্ব্যভাব এবং দ্রব্যদ্ব্য ইহারাও দ্রব্যদ্ব্য-
 রূপে অনতিরিক্ত; আবার, নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্ব্যভাব এবং জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-
 দ্রব্যদ্ব্য ইহারা দ্রব্যদ্ব্যরূপে অনতিরিক্ত হইলেও ইহাদের অধিকরণ ভিন্ন ভিন্ন,
 এবং সেই কারণে নিত্যদ্রব্যো বা হেত্বধিকরণে (নিত্যদ্রব্যও দ্রব্য বলিয়া
 তাহা সত্তাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ) জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্ট দ্রব্যদ্ব্যভাব থাকে, এবং
 জন্তদ্রব্যো বা হেত্বধিকরণে (জন্তদ্রব্যও দ্রব্য বলিয়া তাহা সত্তাধিকরণ বা
 হেত্বধিকরণ) নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্ব্যভাব থাকে, কলে দ্রব্যদ্ব্যভাবটিকে
 আর প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবরূপে ধরা যায় না, ইহা প্রতিযোগি-
 সমানাদিকরণ অভাব হইয়া যায় (কেননা, নিত্যদ্রব্যো জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-
 দ্রব্যদ্ব্যভাব এবং জন্তদ্রব্যো নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্ব্যভাব থাকার দ্রব্যো
 দ্রব্যদ্ব্যভাব থাকে, এবং স্বাভাবিকভাবে দ্রব্যো দ্রব্যদ্ব্যও [অর্থাৎ দ্রব্যদ্ব্য-
 ভাবের প্রতিযোগী] থাকে; কলে, দ্রব্যদ্ব্যভাব ও তাহার প্রতিযোগী
 দ্রব্যদ্ব্য উভয়েই দ্রব্যো এইভাবে থাকিয়া যাওয়ার দ্রব্যদ্ব্যভাব প্রতিযোগি-
 সমানাদিকরণ অভাব হইয়া যায়)। এইভাবে দ্রব্যদ্ব্যভাব প্রতিযোগি-
 ব্যধিকরণ অভাব না হওয়ার হেত্বধিকরণ দ্রব্যো দ্রব্যদ্ব্যভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব
 ভিন্ন অন্য প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব বহিতে হয়; তাহা হইলেই, অর্থাৎ
 হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব না ধরিয়া অভাবাত্তর গ্রহণ করিলেই এই অসম্বৎস-

স্থলে, অর্থাৎ “দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাৎ” স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় এবং অভিয্যাপ্তি হইয়া যায়। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব (নিত্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব বা জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব) দ্রব্যত্বস্বরূপ সাধ্যাভাবের, অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবাভাবরূপ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী নয়, ইহা নিত্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ অভাবের, অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাবের বা জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ অভাবের, অর্থাৎ জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাবের প্রতিযোগী। তাহা হইলে, অর্থাৎ বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব কেবলমাত্র বিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ অভাবের, অর্থাৎ বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাবের প্রতিযোগী ইহা স্বীকৃত হইলে ঐ অভাবটি অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবাভাবটি বা সাধ্যাভাবটি প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইয়া যাইবে, এবং তাহাতে হেত্বাদিকরণ দ্রব্যে সাধ্যাভাবকে (দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে) প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাবরূপে ধরা সম্ভব হওয়ায় এই অসম্বৎস্থলে আর লক্ষণ সমন্বয় হইবে না, এবং ফলে অভি-
 ব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকিবে না। এইরূপ বলা যাইতে পারে বলিয়াই, অর্থাৎ এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়াই দীর্ঘিতিকার বলিলেন—“স্বাভাবা-
 ভাবাত্মকস্ত” ইত্যাদি। ‘স্ব’ অর্থে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব (বা জন্তবৃত্তিত্ব-
 বিশিষ্টদ্রব্যত্ব), ‘স্বাভাব’ হইল নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব (বা জন্তবৃত্তিত্ব-
 বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব); স্বাভাবাভাব অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব
 (বা জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব) হইল আত্মকস্বরূপ, অর্থাৎ দ্রব্যত্ব-
 স্বরূপ, আর দ্রব্যত্ব হইল দ্রব্যত্বাভাবাভাবস্বরূপ; সুতরাং নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-
 দ্রব্যত্বাভাব (বা জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব) দ্রব্যত্বাভাবাভাবেরও, অর্থাৎ
 সাধ্যাভাবেরও প্রতিযোগী হয়, এবং একজন্ত দ্রব্যত্বাভাবাভাবটি প্রতিযোগি-
 ব্যাদিকরণ অভাবরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। আরও, বিশিষ্টসত্তার
 এবং কেবলসত্তার অধিকরণ ভিন্ন হইলেও সত্তারূপে তাহারা যেরূপ অনতি-
 রিক্ত, ঠিক সেইরূপ ভাবেই বিশিষ্টদ্রব্যত্বের এবং কেবলদ্রব্যত্বের অধিকরণ
 ভিন্ন হইলেও দ্রব্যত্বরূপে তাহারা এক এবং অনতিরিক্ত। সুতরাং “দ্রব্য-
 ত্বাভাববান্ সত্বাৎ” স্থলে হেত্বাদিকরণ দ্রব্যে দ্রব্যত্বাভাবাভাবরূপ অভাব প্র-
 তিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হয় না, প্রতিযোগিসমান্যাদিকরণ অভাবই হয়, ফলে
 এস্থলে অভিয্যাপ্তি ব্যরণ হয় না, থাকিয়াই যায়।

জাগদীশী—ন চ নিত্যবৃত্তিবিশিষ্টদ্রব্যাব্যভাবস্ত অভাবো ন নিত্যবৃত্তিবিশিষ্টদ্রব্যঃ, বিশিষ্টস্ত অনতিরিক্ততয়া জন্তদ্রব্যোহপি নিত্যবৃত্তিবিশিষ্টদ্রব্যস্ত অভাবো নাস্তি ইতি অতিপ্রসঙ্গাৎ, কিন্তু নিত্যৈকবাদিকমেব ইতি ন অতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্। বিশিষ্টাধিকরণতয়াঃ প্রতীতিনিয়ামকতয়া এব অতিপ্রসঙ্গভঙ্গে দ্রব্যত্বমপেক্ষ্য নিত্যানন্তসংখ্যাপরিমাণাদৌ তাদৃশাব্যবহকল্পনায়াং গৌরবাৎ অভাবাব্যভাবস্ত এব প্রতিযোগিব্যমিতি সিদ্ধান্তপ্রবাদাৎ চ। নহু এবমপি নিখিলাভাবস্ত এব স্বাশ্রয়তত্ত্ব্যক্তিবৃত্তিবিশিষ্টং যৎ স্বং তদভাবাত্মকস্বপ্রতিযোগিনা সহ সমানাধিকরণত্বাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাপ্রসিদ্ধৌ ন অতিব্যাপ্তিঃ, একব্যক্তিমাত্রবৃত্তীনাং গুণাভাবকাত্তাবানামপি পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্টস্ত স্বস্ত যোহভাবস্তাদৃশপ্রতিযোগিনা সাক্ষং সামানাধিকরণ্যাৎ।

অনুবাদ : বিশিষ্টের অনতিরিক্ততার দ্বারা জন্তদ্রব্যেও নিত্যবৃত্তিবিশিষ্টদ্রব্যত্বের ‘অভাবো নাস্তি’ ইত্যাদি প্রতীতি হয় বলিয়া নিত্যবৃত্তিবিশিষ্টদ্রব্যাব্যভাবের অভাব নিত্যবৃত্তিবিশিষ্টদ্রব্যত্ব হয় না, কিন্তু নিত্যগত একত্বাহিঁ (হয়), ইহাতে অতিব্যাপ্তি হয় না, এরূপ বলা যায় না। (কারণ) বিশিষ্টাধিকরণতার প্রতীতিনিয়ামকের দ্বারাই দ্রব্যত্বের অপেক্ষা; নিত্যের অনন্ত সংখ্যা পরিমাণাদিতে তাদৃশ অব্যবহ কল্পনায় গৌরব হয় বলিয়া, এবং অভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ এই সিদ্ধান্তপ্রবাদ বশতঃ (এরূপ বলা যায় না)। যদি বলা যায়, এইরূপেই নিখিল অভাবেরই স্বাশ্রয় তত্ত্ব্যক্তিবৃত্তিবিশিষ্ট যে অভাব (য) তদভাবাত্মক স্বপ্রতিযোগীর সহিত সমানাধিকরণত্ব বশতঃ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধির দ্বারাই অতিব্যাপ্তি হয় না; একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি গুণাভাবক অভাবসমূহেরও পূৰ্ব্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট অভাবের যে অভাব তাদৃশ প্রতিযোগীর সহিত সামানাধিকরণ্য বশতঃ (অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়)।

ব্যাখ্যা : “দ্রব্যাব্যভাববান্ সত্বাৎ” এই অসদেত্বহলে প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ অভাব ধরা সম্ভব না হওয়ার যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় সেই অতিব্যাপ্তি সম্পর্কে জাগদীশ দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। “ন চ” ইত্যাদি

কবার ঘরা জগদীশ সেই বিদ্বত আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। “দ্রব্যদ্বা-
ভাববান্ সত্যং” হুগলি আলোচনা করার সময় নিত্যবৃত্তিস্ববিশিষ্ট দ্রব্যদ্বাভাবা-
ভাব (অর্থাৎ সাধ্যাভাব) ধরা হইয়াছিল ; এই দ্রব্যদ্বাভাবাভাব দ্রব্যদ্বয়রূপ
বা নিত্যবৃত্তিস্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বয়রূপ। কিন্তু, ইহা হয় না, অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিস্ব-
বিশিষ্টদ্রব্যদ্বাভাবের অভাব নিত্যবৃত্তিস্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বয়রূপ হয় না। কেননা-
তাহা হইলে বিশিষ্ট এবং কেবল অনতিরিক্ত বলিয়া, অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিস্ব-
বিশিষ্টদ্রব্যদ্বয় এবং কেবলদ্রব্যদ্বয় এক ও অনতিরিক্ত বলিয়া জন্তদ্রব্যোও নিত্য-
বৃত্তিস্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বয়ের অভাবের অভাব থাকে এই প্রতীতি সম্ভব হইতে
পারে। অর্থাৎ নিত্যদ্রব্যো বা জন্তদ্রব্যো বৈরূপ দ্রব্যদ্বাভাবাভাব চিন্তা করা
যায়, সেইরূপ জন্তদ্রব্যো নিত্যবৃত্তিস্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বাভাবাভাব চিন্তা করা যাইবে
না কেন? কারণ, বিশিষ্টদ্রব্যদ্বয় ও কেবলদ্রব্যদ্বয় স্বরূপতঃ অভিন্ন, সুতরাং
নিত্যবৃত্তিস্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বাভাবাভাব জন্তদ্রব্যো আছে এরূপ প্রতীতি হইতে
পারে। কিন্তু এরূপ প্রতীতি অসঙ্গত, ইহা কখনও হইতে পারে না। এরূপ
না হইলে, অর্থাৎ এরূপ প্রতীতি অসঙ্গত হইলে নিত্যবৃত্তিস্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বা-
ভাবাভাব কেবলদ্রব্যদ্বয়রূপ না হইলে, বা অনতিরিক্ত না হইলে নিত্যবৃত্তি-
স্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বাভাবাভাবটি কি? উত্তরে বলা হইবে, ইহা ‘নিত্যগত-একত্ব,’
অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিস্ববিশিষ্ট ইহা একটি বিশেষ অভাব। তাহা হইলে, “দ্রব্য-
দ্বাভাববান্ সত্যং” হুগলে অতিব্যাপ্তি আর হয় না, কারণ, এরূপ হইলে
নিত্যবৃত্তিস্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বাভাব জন্তদ্রব্যো এবং জন্তবৃত্তিস্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বাভাব
নিত্যদ্রব্যো আর ধরা সম্ভব হয় না, এবং সেকারণে দ্রব্যদ্বাভাবাভাবকে প্রতি-
যোগিসমানাধিকরণ অভাব আর বলিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত হুগলে
অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। কিন্তু, না, এইভাবে এই হুগলের
অতিব্যাপ্তি ব্যর্থ হয় না; কারণ, বিশিষ্ট এবং কেবল স্বরূপতঃ অভিন্ন
হইলেও তাহাদের অধিকরণ ভিন্ন ভিন্ন, ইহা প্রতীতিসিদ্ধ বা সর্কসিদ্ধ ; এবং
সেই কারণে জন্তদ্রব্যো নিত্যবৃত্তিস্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বাভাবাভাব চিন্তা করা যায় না,
কেননা, জন্তদ্রব্যবৃত্তিস্ববিশিষ্ট অধিকরণতা এবং, নিত্যদ্রব্যবৃত্তিস্ববিশিষ্ট
অধিকরণতা ভিন্ন ভিন্ন। আরও, নিত্যবৃত্তিস্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বাভাবাভাব, যাহা
নিত্যবৃত্তিস্ববিশিষ্টদ্রব্যদ্বয়রূপ, তাহাকে ‘নিত্যগত-একত্ব’ বলিলে সেই
‘নিত্যগত-একত্ব’র সংখ্যা এবং পরিমাণ অনন্ত সংখ্যক হইবে, অর্থাৎ নিত্য-
গত-একত্বের সংখ্যা থাকিবে তাহার প্রত্যেকেই ‘নিত্যগত-একত্ব’ হইবে, কহে

গৌরব দোষ উপস্থিত হইবে; সুতরাং ইহাকে ‘নিত্যগত একত্ব’ বলা সমীচীন হইবে না। যদি বলা যায়, এই গৌরব কলমুখ গৌরব, অর্থাৎ এই গৌরব স্বীকার করিলে ‘অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা’ বারণ হয়, সুতরাং এই গৌরব ইষ্ট, ইহা স্বীকার করাই উচিত, সেইজন্যই পুনরায় বলা হইল অভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ হয়; উদয়নাচার্য্য তাঁহার “শ্রাবকুসুমাজলি” গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন, এবং তাহা সকল নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকৃত। সুতরাং, নিত্যবৃত্তিভ্রবিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবের অভাব নিত্যবৃত্তিভ্রবদ্রব্যত্বস্বরূপই হইবে, ইহার অন্তর্থা হয় না, এবং “দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাৎ” স্থলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়।

পুনরায়, “নহ” ইত্যাদির দ্বারা জগদীশ তর্কালঙ্কার “দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাৎ” স্থলে যে অতিব্যাপ্তি দেওয়া হইয়াছে সেই সম্পর্কে আর একটি আপত্তির কথা উত্থাপন করিতেছেন। স্বাশ্রয়তত্ত্ব্যক্তিবৃত্তিভ্রবিশিষ্ট যে অভাব সেই অভাবাত্মক স্বপ্রতিযোগীর অর্থাৎ অভাব-প্রতিযোগীর সামানাধিকরণ্য থাকায় নিখিল অভাবই, অর্থাৎ সকল বা যাবতীয় অভাবই প্রতিযোগিসামানাধিকরণ অভাব হইয়া যাইবে, প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব বলিয়া আর কিছু হইবে না, কলে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের একান্ত অগ্রসিদ্ধি বশতঃ উক্ত স্থলে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ আর আসিবে না। “স্বাশ্রয়তত্ত্ব্যক্তিবৃত্তিভ্রবিশিষ্টঃ যৎ যৎ তদভাবাত্মকস্বপ্রতিযোগী” কথাটি ব্যাখ্যা করা যাক—‘স্ব’ অর্থে এস্থলে অভাব; স্বাশ্রয় বা তদাশ্রয় হইল তৎ তৎ অভাবের আশ্রয় বা অধিকরণ; ‘তদভাবাত্মকস্বপ্রতিযোগী’ হইল হেতুসামানাধিকরণ যে তৎ তৎ অভাব তদভাবাত্মক যে অভাব তাহা, অর্থাৎ সেই অভাবই (তদভাবাত্মক অভাবই) হইল ‘স্বপ্রতিযোগী’ বা হেতুসামানাধিকরণ অভাবপ্রতিযোগী বা হেতুসামানাধিকরণ তৎ তৎ অভাবব্যক্তির প্রতিযোগী; এই প্রতিযোগীর সহিত সামানাধিকরণ্য হইল ঐ তৎ তৎ অভাবের অধিকরণের সহিত হেত্ব-ধিকরণের সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ ঐ তৎ তৎ অভাবের অধিকরণ হেত্ব-ধিকরণ হইয়া যায়। ধরা যাক ভূতলে ঘটাব আছে, এই ঘটাবের বেক্রপ ভূতলে আছে সেইরূপ অন্তান্ত স্থানেও আছে; কিন্তু, ভূতলবৃত্তিভ্রবিশিষ্ট ঘটাবের প্রতিযোগী বেক্রপ ঘট, সেইরূপ সেই ঘটাবের (ভূতলবৃত্তিভ্রবিশিষ্ট ঘটাবের) অভাবও হইল ভূতলবৃত্তিভ্রবিশিষ্ট ঘটাবের প্রতিযোগী। অন্তান্ত বা তৎ তৎ অধিকরণবৃত্তিভ্রবিশিষ্ট এই ঘটাবাভাব হইল ভূতলবৃত্তিভ্রবিশিষ্ট

ঘটাত্মবের অভাবাত্মক স্বপ্রতিযোগী (অর্থাৎ ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাত্মবের প্রতিযোগী), এবং এই প্রতিযোগী অভাবাত্মক, অর্থাৎ ইহাও অভাব । অর্থাৎ, তৎ তৎ অধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাত্মাব্যবস্থাপ্রতিযোগী হইল স্বাভাবিকতত্ত্ব-
 ত্ত্ববৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে অভাব সেই অভাবাত্মক স্বপ্রতিযোগী । ভূতলবৃত্তিত্ব-
 বিশিষ্ট ঘটাত্মাব থাকে ভূতলে, কিন্তু তাহার প্রতিযোগী (ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-
 ঘটাত্মবের প্রতিযোগী) ঘটাত্মাব্যবস্থাপ্রতিযোগী অধিকরণ যে অল্প দ্রব্য সেই
 অল্প দ্রব্যোতেও থাকিয়া যায়, এবং অল্প অধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাত্মবের
 প্রতিযোগী যে ঘটাত্মাব্যবস্থাপ্রতিযোগী তাহা ভূতলে থাকিয়া যায় ; ইহাতে ঘটাত্মাব
 এবং তাহার প্রতিযোগী ঘটাত্মাব্যবস্থাপ্রতিযোগী ভূতলাদি দ্রব্যে অর্থাৎ একই
 অধিকরণে থাকিয়া যায় ; ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাত্মাবটি এইভাবে প্রতি-
 যোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায় । ঘটাত্মাব, ঘটাত্মাব প্রভৃতি সমস্ত
 অভাবের ক্ষেত্রেই এই প্রকারে সকল অভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ হইয়া
 যায়, প্রতিযোগিব্যবস্থাপ্রতিযোগী অভাব বলিয়া আর কিছু হয় না, অর্থাৎ নিম্নলি
 অভাবই প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায় । এইরূপ ভাবে প্রতি-
 যোগিব্যবস্থাপ্রতিযোগী অভাবের অপ্রসিদ্ধি ঘটিলে “দ্রব্যত্বাভাববান্ সৎ” হলে
 অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ আর আসিবে না । প্রতিযোগিব্যবস্থাপ্রতিযোগী অভাবের
 অপ্রসিদ্ধি অবশ্য একভাবে বারণ করা যায় ; একব্যক্তিমাাত্রবৃত্তি-অভাব
 ধরিলে ঐ অপ্রসিদ্ধি নিষেধ করা যাইতে পারে । যথা, দ্রব্যত্বাভাবাত্মক
 অভাব, যাহা দ্রব্যত্বরূপ, তাহা দ্রব্যে থাকে ; আবার, দ্রব্যে গুণাত্মাব্যবস্থাপ্রতিযোগী
 রূপ অভাব, যাহা গুণরূপ, তাহাও থাকে ; দ্রব্যে এই গুণাত্মাব্যবস্থাপ্রতিযোগী
 অভাব হইল একব্যক্তিমাাত্রবৃত্তি-অভাব, অর্থাৎ এই অভাব একব্যক্তিমাাত্রবৃত্তি
 বা দ্রব্যব্যক্তিমাাত্রবৃত্তি-অভাব । দ্রব্যত্বাভাবাত্মবের সমানাধিকরণ অভাব
 হইল গুণাত্মাব্যবস্থাপ্রতিযোগী, কেননা, উভয় অভাবই (দ্রব্যত্বাভাবাত্মাব
 এবং গুণাত্মাব্যবস্থাপ্রতিযোগী) দ্রব্যে থাকায় উভয় অভাবেরই অধিকরণ হইল দ্রব্য ;
 এই দ্রব্যত্বাভাবাত্মবের (যাহা দ্রব্যত্বরূপ) সমানাধিকরণ অর্থাৎ তৎ-
 সমানাধিকরণ গুণাত্মাব্যবস্থাপ্রতিযোগী হইল গুণাত্মাব ; এই গুণাত্মাবরূপ
 প্রতিযোগী দ্রব্যে থাকে না (কারণ, দ্রব্যে কখনও গুণাত্মাব থাকে না),
 সুতরাং, দ্রব্যত্বাধিকরণে গুণাত্মাব্যবস্থাপ্রতিযোগিব্যবস্থাপ্রতিযোগী অভাব হইয়া
 যায়, এবং এইভাবে প্রতিযোগিব্যবস্থাপ্রতিযোগী অভাবের প্রসিদ্ধি সম্ভব হয় । কিন্তু,
 এইভাবেও হয় না ; কারণ, এইরূপ হইলে বলা হইবে যে, দ্রব্যে যে ক্ষণে

গুণরূপ অভাব (অর্থাৎ গুণাভাবাভাব) ধরা হইবে তাহার পূর্কক্ষণবৃত্তি-
বিশিষ্ট যে গুণরূপ অভাব (অর্থাৎ গুণাভাবাভাব) সেই অভাবের
প্রতিযোগী যে গুণাভাব তাহা বর্তমান ক্ষণে দ্রব্যে থাকিতে পারে, ফলে গুণ-
রূপ অভাবটি (অর্থাৎ গুণাভাবাভাবটি) দ্রব্যত্বাধিকরণে প্রতিযোগিসমানাধি-
করণ অভাব হইয়া যায় ; এইরূপে, পুনরায় প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের
অপ্রসিদ্ধি হয়। প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের এইরূপে অপ্রসিদ্ধি ঘটিলে
“দ্রব্যত্বাভাবান্ সত্বাৎ” স্থলে আর অতিব্যাপ্তির চিন্তা করা যায় না।

জাগদীশী—ন চ. বক্ষ্যমাণখণ্ডশঃ প্রসিদ্ধ্যা গগনাত্যভাব এব
প্রতিযোগিব্যাধিকরণঃ, তস্ম্যপি নিত্যবৃত্তিহাবিশিষ্টো যো গগনাত্যভাবঃ
তদভাবাত্মকেন স্বপ্রতিযোগিনা সমং সমানাধিকরণত্বাৎ, গগনাত্যভাব-
স্যৈব সংযোগাদিসম্বন্ধেন অভাবত্বাবচ্ছিন্নাভাবতয়া খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধ্যাপি
তস্য প্রতিযোগিব্যাধিকরণত্বাসম্ভবাচ্চ, এতেন নিত্যত্বাদিবিশিষ্টস্য
গগনাত্যস্তাভাবস্য যোহভাবঃ তদভাবত্বং ন গগনাত্যভাবস্ত তস্ম্য
কেবলাদ্বয়িতয়া জন্তেহপি নিত্যবৃত্তিহাবিশিষ্টস্য গগনাত্যভাবস্ত অভাবো
নাস্তীতি প্রতীতিপ্রসঙ্গাৎ কিন্তু নিত্যত্বাদেবেব তথাহ্মিত্যুক্তাবপি ন
নিস্তার ইতি চেৎ

অনুবাদ : বক্ষ্যমাণ খণ্ডশের প্রসিদ্ধি হওয়ায় গগনাত্যভাবও প্রতি-
যোগিব্যাধিকরণ (অভাব হয়), এরূপ বলা যায় না ; (কারণ) তাহারও
নিত্যবৃত্তিহাবিশিষ্ট যে গগনাত্যভাব তদভাবাত্মক স্বপ্রতিযোগীর সহিত
সামানাধিকরণ্য বশতঃ, এবং গগনাত্যভাবের সংযোগাদি সম্বন্ধে অভাবত্বাব-
চ্ছিন্নাভাবত্বের দ্বারা খণ্ডশের প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও তাহার (গগনাত্যভাবের)
প্রতিযোগিব্যাধিকরণত্ব অসম্ভব হয় বলিয়া (গগনাত্যভাব প্রতিযোগিব্যাধিকরণ
অভাব হয় না)। ইহাতে নিত্যত্বাদিবিশিষ্ট গগনাত্যস্তাভাবের যে অভাব
তদভাবত্ব গগনাত্যভাব হয় না, (কারণ) তাহা কেবলাদ্বয়ী বলিয়া জন্তেও
নিত্যবৃত্তিহাবিশিষ্ট গগনাত্যভাবের ‘অভাবো নাস্তি’ (এই অভাব) প্রতীতি হয়
বলিয়া নিত্যত্বাদিতেও তথ্যত্বের উক্তিতেও কিন্তু নিস্তার নাই।

ব্যাখ্যা : খাণ্ডয়তত্ত্ব্যক্তিবিশিষ্ট অভাব ধরিয়া নিখিল অভাবের
প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় বলিলেও গগনাত্যভাবের প্রতিযোগি-

বৈয়ধিকরণ্য থাকিতে পারে এরূপ বলা যায় ; কারণ, সাধারণভাবে গগনের কোথাও বৃত্তিতা না থাকায় গগনের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে ; “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” ইত্যাদি প্রকরণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা পরে বলা হইয়াছে । সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে যে গগনাতাবপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণীভূত ষৎকিঞ্চিৎ ব্যক্ত্যুযোগিকত্ব যে উভয়াভাব সেই উভয়াভাব-রূপ গগনাতাব যে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হয় তাহা “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” প্রকরণে প্রমাণ করা হইয়াছে ; সুতরাং গগনাতাব প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণ অভাব হইতে পারে । কিন্তু, তৎসঙ্গেও গগনাতাবকে প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণ অভাব বলা যাইবে না ; কারণ, সামান্ততঃ গগনাতাব এবং নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাতাব স্বরূপতঃ এক এবং অভিন্ন ; কলে নিত্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টগগনাতাবের যে অভাব এবং তাহার যে অভাব, অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টগগনাতাবাতাবের যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগী হইল নিত্য-বৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাতাবাতাব যাহা গগনাতাবস্বরূপ ; সুতরাং গগনাতাবের প্রতিযোগী যে রূপ গগন হয়, সেইরূপ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাতাবাতাবও গগনাতাবের প্রতিযোগী হয়, কলে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ জ্ঞানদ্রব্যে গগনাতাবের প্রতিযোগী নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাতাবাতাব থাকিয়া যায়, এবং অনুরূপভাবে নিত্যদ্রব্যে জ্ঞানবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাতাবাতাবরূপ গগনাতাবের প্রতিযোগী থাকিয়া যায় । এইভাবে হেত্বধিকরণে গগনাতাব এবং তাহার প্রতিযোগী নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাতাবাতাব বা জ্ঞানবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাতাবাতাব দুইই থাকিয়া যাওয়ায় গগনাতাবটি প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায় । পুনরায়, অভাব কখনও কোথাও সংযোগসম্বন্ধে থাকে না বলিয়া সংযোগসম্বন্ধে অভাবের অভাব সর্বত্রই থাকে ; আবার সাধারণভাবে গগন কোথাও থাকে না বলিয়া গগনের অভাবও সর্বত্র থাকে, এবং সেজ্ঞান সংযোগসম্বন্ধে অভাবের অভাব গগনাতাবস্বরূপ হয় । এইরূপে সংযোগসম্বন্ধে অভাবাতাব ও গগনাতাব এক হইলে গগনাতাবের প্রতিযোগী যে রূপ গগন হয় সেইরূপ অভাবও (অভাবাতাবের প্রতিযোগী) গগনাতাবের প্রতিযোগী হইয়া যায় । কলে, হেত্বধিকরণে গগনাতাব ধরিলে তদ্ব্যয় কোনো না কোনো অভাব থাকিয়া যায় বলিয়া সেই অভাব, যাহা গগনাতাবের প্রতিযোগিস্বরূপ, তাহাও থাকিয়া যায় । সুতরাং গগনাতাব প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হয় না, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া

যায়। অর্থাৎ যৎশ গগনাভাব স্বীকার করিলেও সেই গগনাভাবের প্রতিযোগিবৈধিকরণ্য অসম্ভব হয়। আবার বলা যাইতে পারে যে, নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাব গগনাভাবস্বরূপ হয় বলিয়া গগনাভাব কেবলাদ্বয়ী হইয়া যায়। এইভাবে গগনাভাব কেবলাদ্বয়ী হওয়ায় তাহা জন্তেতেও থাকে, অর্থাৎ জন্তে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাবাভাবাভাব থাকে বলা যায়, এবং অল্পরূপভাবে নিত্যেও জন্তবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাবাভাবাভাব থাকে বলা যায়। এইরূপে নিত্য এবং জন্ত সমস্ত পদার্থে গগনাভাবাভাবাভাব (যাহা গগনাভাবস্বরূপ) থাকে, এই অভাবের প্রতিযোগী গগনাভাবাভাব (যাহা গগনস্বরূপ) কোথাও থাকে না, ফলে গগনাভাবাভাবাভাবরূপ (যাহা গগনাভাবস্বরূপ) এই অভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইয়া যায়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, গগনাত্ত্বাভাবের অভাবের অভাব, অর্থাৎ গগনাভাবাভাবাভাব গগনাভাবস্বরূপ হয় না, ইহা 'একত্ব', ইহা একটি পৃথক পদার্থ, এবং এই কারণে উক্ত প্রকারে গগনাভাবকে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব বলা যায় না, ইহা বলিলেও 'সংযোগেন অভাবো নাস্তি' এই অভাবটি গগনাভাবস্বরূপ হওয়ায় গগনাভাবের প্রতিযোগী অভাবও হয়, সেই অভাবের সামান্যাদিকরণ্য থাকে, অতএব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয়; সুতরাং এস্থলে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অস্বচিত। এইভাবে সকল প্রকারে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে কোনরূপেই অতিব্যাপ্তি প্রদান করা সম্ভব হয় না।

জাগদীশী—অত্র নব্যাঃ যথাক্রমস্য প্রাপ্তক্রমেণ প্রতিযোগিব্যাদিকরণাভাবস্য অপ্রসিদ্ধ্যা বহিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ সর্বত্রাসম্ভবঃ স্যাদতো যৎকিঞ্চিৎস্বপ্রতিযোগিত্বং যাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নং তাদৃশ সম্বন্ধেন স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যাদিকরণং যৎ সাধনাদিকরণং তন্নিষ্ঠাভাবস্য সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বমেব লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকে প্রবেশনীয়ম্। তথা চ সন্ধেহুস্থল ইব দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাদিত্যত্র অপি সংযোগেন ঘটাত্ত্বাভাব এব প্রতিযোগিব্যাদিকরণঃ তদীয়ং হি ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিত্বং যাদৃশসংযোগ-

সম্বন্ধেনাবচ্ছিন্নং তাদৃশসংযোগসম্বন্ধেন সাধনবতো দ্রব্যস্য তদীয়প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যানধিকরণত্বমক্ষতমেব । ন চ এরমপি
তদীয়স্য সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বস্য অপ্ৰ-
সিদ্ধ্যা ন সঙ্গতিরিত্তি পূর্বক্ষণবৃত্তিাদিবিশিষ্টস্য ঘটাত্তভাবস্য
অভাব এব তৎপ্রসিদ্ধেঃ ইত্যাহঃ । স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নস্বনিরূপ-
কাভাবপ্রতিযোগিসামান্ত্রানধিকরণীভূতহেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগি-
তাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বক্ষণ্যাবচ্ছিন্নভোভয়াভাব ইত্যগ্রিম-
লক্ষণাভিপ্রায়েণ ইদং, সংযোগেন ঘটাত্তভাবস্য এব প্রতিযোগিবৈয়ধি-
করণ্যসৌলভ্যাদিত্যপি বদন্তি ।

অনুবাদ : এখানে নব্যগণ একরূপ বলেন,—যথাশ্রুত পূর্বোক্তক্রমে
প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যভাবের অপ্ৰসিদ্ধি হইলে “বহিমান্ ধূমাৎ” ইত্যাদি
সর্বত্র অসম্ভব হয় (প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যভাব অসম্ভব হয়) ; সেইজন্য
(বলা হইতেছে) যৎকিঞ্চিৎ স্বপ্রতিযোগিত্ব যাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (হইবে)
তাদৃশ সম্বন্ধে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্ত্রের অনধিকরণ যে
হেত্বধিকরণ তন্নিস্তাভাবের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানব-
চ্ছেদকত্বই লক্ষণস্থিত সাধ্যতাবচ্ছেদকে প্রবেশনীয় হইবে । সুতরাং,
সদেতুস্থলের দ্বারা “দ্রব্যত্বাভাববান্ স্বহাৎ” ইত্যাদি এইরূপ স্থলেও সংযোগ-
সম্বন্ধে ঘটাদির অভাবই প্রতিযোগিব্যধিকরণ (হয়), (ইহাতে) তদীয়
ঘটিনিষ্ঠ প্রতিযোগিত্ব যাদৃশ সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন তাদৃশ সংযোগ-
সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ দ্রব্যের তদীয় ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্ত্রের
অনধিকরণত্ব’ অক্ষতই (থাকে) । এইরূপ হইলে, তদীয়ের (ঘটাব্যবহারের)
সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূত স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বের অপ্ৰসিদ্ধি হওয়ার
সঙ্গতি হয় না, একরূপ বলা যায় না ; (কারণ) পূর্বক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট ঘটাত্ত-
ভাবের অভাবই ইহাতে প্রসিদ্ধ হয় ; (নব্যগণ) এইরূপ বলেন । আরও,
স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন স্বনিরূপকাভাবপ্রতিযোগিসামান্ত্রানধিকরণীভূত
হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবপ্রতিযোগিতাসামান্ত্রে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব, যক্ষণ্য-
বচ্ছিন্নত্ব (এই) উভয়াভাব (গ্রহণ করিতে হইবে) ইত্যাদি অগ্রিম লক্ষণ
অভিপ্রায়েণ দ্বারা এই সংযোগসম্বন্ধে ঘটাব্যবহারই প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য

সুলভ (হয়) ; ইহাও (নব্যগণ) বলেন ।

ব্যাখ্যা : এইভাবে স্বাক্ষত, অর্থাৎ ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন তৎসামান্তের অনধিকরণত্ব’ লক্ষণে নিবেশ করার ব্যাপারে পূর্বোক্তক্রমে, অর্থাৎ ‘স্বাক্ষয়তত্ত্ব্যক্তিবিশিষ্ট অভাব’ ধরিয়া প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের যে অগ্রসিদ্ধির কথা বলা হইল তাহাতে “বহিমান্ ধুমাং” ইত্যাদি সম্বন্ধত্ব-স্থলেও এবং সর্বত্রই প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের অগ্রসিদ্ধি ঘটয়া যাইবে । “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে ধূমাধিকরণ পর্ত্তাদিতে ঘটাদির অভাব ধরা যায়, এবং এই অভাব প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব ; পর্ত্তাদিতে যেরূপ ঘটাব্যাব ধরা যায়, সেইরূপ স্বাক্ষয়তত্ত্ব্যক্তিবৃত্তিবিশিষ্ট যে ঘটাব্যাব তাহাও ধরা যায়, এবং তাহার প্রতিযোগী স্বাক্ষয়তত্ত্ব্যক্তিবৃত্তিবিশিষ্ট ঘটাব্যাবের অভাবও হয় । অতএব ঘটাব্যাবের প্রতিযোগী যেরূপ ঘট হয় সেইরূপ স্বাক্ষয়তত্ত্ব্যক্তিবৃত্তিবিশিষ্ট ঘটাব্যাবাভাবও ঘটাব্যাবের প্রতিযোগী হয়, এবং তাহার সমান্যধিকরণ পর্ত্তাদি হইয়া যায় । প্রতিযোগিরূপ এই স্বাক্ষয়তত্ত্ব্যক্তিবৃত্তিবিশিষ্ট ঘটাব্যাবাভাব অতিরিক্ত পদার্থ, এবং ইহা পর্ত্তাদিতে থাকিয়া যায় ; ঘটাব্যাবের প্রতিযোগী যে ঘট তাহা পর্ত্তাদিতে না থাকিলেও স্বাক্ষয়তত্ত্ব্যক্তিবৃত্তিবিশিষ্ট ঘটাব্যাবাভাব পর্ত্তাদিতে (অর্থাৎ ধূমাধিকরণে) থাকিয়া যায়, ফলে ঘটাদির অভাবও প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হইতে পারে না, এবং এইরূপ হইলে লক্ষণ সমন্বয় অসম্ভব হইয়া যাইবে । এই কারণে নব্য নৈয়ায়িকগণ এস্থলে বলেন যে, ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন তৎসামান্তের অনধিকরণত্ব’ এই প্রকার ব্যাখ্যা অভিপ্রেত নহে ; এই কথার প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য্য হইল ‘যৎকিঞ্চিৎ স্বপ্রতিযোগিত্ব, অর্থাৎ যে অভাবপ্রতিযোগিত্বটি যাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে তাদৃশ সম্বন্ধে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নসামান্তের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক’ তাহাই লক্ষণের ঘটক হইবে । ‘স্ব’ পদে এক্ষেত্রে হেত্বধিকরণে অভিপ্রেত যে তৎ তৎ অভাবব্যক্তি ধরা হইবে সেই অভাবকে বলা হইয়াছে, এবং সেই অভাবীয় কোনো একটি প্রতিযোগিতাই ‘স্বপ্রতিযোগিত্ব’ শব্দের অর্থ । “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে হেত্বধিকরণে ঘটপটাদির অভাব ধরাই অভিপ্রেত, এইরূপ ঘটাব্যাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘ঘটত্ব’, এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নসামান্তের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিত্ব ঘটে আছে,

অভিপ্রেত অভাব হইবে। এই অভাবের প্রতিযোগী হইল ঘটাব্যভাব (বাহ্য ঘটরূপ), এই ঘটাব্যভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, সুতরাং এখানে বাদৃশ সম্বন্ধ হইবে স্বরূপসম্বন্ধ, এবং সাধ্য যেহেতু ‘দ্রব্যভাব’ সেজন্য সাধ্য-
 তাবচ্ছেদকসম্বন্ধও হইল এখানে স্বরূপসম্বন্ধ, ফলে সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতস্বরূপ-
 সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বের অপ্রসিদ্ধি আর এখানে ঘটবে না এবং লক্ষণের
 সঙ্গতিও রক্ষা হইবে। নব্য নৈয়ায়িকগণ এইরূপভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা
 করেন।

পুনরায়, সংযোগসম্বন্ধে ঘটাব্য ধরিয়াও এক্ষেত্রে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য
 সম্ভব হয়। স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন স্বনिरূপক যে অভাব, সেই অভাবের
 প্রতিযোগিসামান্যের অনধিকরণীভূত হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতি-
 যোগিতালামান্বে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব যদ্ব্যবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়ভাব ধরিয়া
 হেত্বধিকরণে সংযোগসম্বন্ধে ঘটপটাদির অভাব ধরিয়া প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য
 রক্ষা হয়। পরে “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” প্রকরণে এইভাবেই ব্যাপ্তির
 লক্ষণ করা হইবে, এবং তাহাতে সমস্ত প্রকার সঙ্গতিও রক্ষা করা সম্ভব
 হইবে। নব্যগণ এইরূপও বলেন।

সুতরাং, “দ্রব্যভাববান্ সত্ত্বাৎ” স্থলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়,
 কোনোরূপেই বারণ হয় না।

দীর্ঘিতি—তৃতীয়ে কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাদিত্যাদাব-
 ব্যাপ্তিঃ, সাধ্যাভাবানাং কপিসংযোগানাং গুণানামধিকরণশ্চাত্মনন্তৎ-
 প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকগুণসামান্যভাবত্বাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বাৎ।

অনুবাদ : তৃতীয়ে “কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ” ইত্যাদিতে
 অব্যাপ্তি হয় ; (কারণ) সাধ্যাভাব কপিসংযোগ (বাহ্য গুণস্বরূপ বলিয়া)
 গুণের অধিকরণ আত্মতে তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক গুণসামান্যভাবত্বাব-
 চ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব বশতঃ (অব্যাপ্তি হয়)।

ব্যাখ্যা : তৃতীয়তঃ, ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-
 প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ’ কথার মধ্যে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ অর্থে

যদি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ এই অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে ‘কপিসংযোগাভাবান্ আত্মত্বাৎ’ স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। এই স্থলে হেতু হইল ‘আত্মত্ব’, হেত্বধিকরণ হইল আত্মা, সাধ্য হইল ‘কপিসংযোগাভাব’, সাধ্যাভাব হইল কপিসংযোগাভাবাভাব যাহা কপিসংযোগস্বরূপ ; কপিসংযোগ আত্মাতে কখনই থাকে না, সুতরাং হেত্বধিকরণে কপিসংযোগরূপ অভাব (অর্থাৎ সাধ্যাভাব) ধরা সম্ভব হয় না। কিন্তু, ‘সংযোগ’ যেহেতু একপ্রকার গুণ, সেজন্য ‘কপিসংযোগও’ গুণস্বরূপ হয়, কলে, কপিসংযোগরূপ অভাব (কপিসংযোগাভাবাভাব বা সাধ্যাভাব) গুণস্বরূপ অভাব হয়। ‘গুণ’ আত্মাতে থাকে, সুতরাং গুণ-স্বরূপ অভাব (যাহা কপিসংযোগরূপ অভাব, অর্থাৎ সাধ্যাভাব) আত্মাতে বা হেত্বধিকরণে থাকে। ‘গুণ’ হইল গুণাভাবাভাবস্বরূপ, এই গুণাভাবাভাবের, অর্থাৎ গুণরূপ অভাবের প্রতিযোগী হইল ‘গুণাভাব’ ; গুণাভাব আত্মাতে কখনই থাকে না বলিয়া গুণস্বরূপ অভাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইল। কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগী হইল কপিসংযোগাভাব, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল কপিসংযোগাভাবত্বাবচ্ছিন্ন ; এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ আত্মা না হইলেও গুণস্বরূপ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল গুণাভাবত্ব, এই যৎকিঞ্চিৎ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ধরিয়া গুণাভাবাভাব অর্থাৎ গুণস্বরূপ অভাব হেত্বধিকরণ আত্মাতে প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইল, এবং ইহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবও হইল ; এইভাবে সঙ্কেতস্থলে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তি হইয়া যায়। সুতরাং, ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ কথাটিকে যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্নরূপেও গ্রহণ করা যায় না।

জাগদীশী—তৃতীয়ে চ অব্যাপ্তিঃ দর্শয়তি কপীতি । প্রাচ্য মতে সংযোগসামান্যভাবসাধ্যকম্ আত্মত্বং বিরুদ্ধম্, অতঃ কপিসংযোগ-সামান্যভাব উক্তঃ । বৃক্ষাদাব্যুৎপত্তিকালাবচ্ছেদেন গুণসামান্যভাব-

সদ্বাৎ বৃক্ষাদিকং পরিত্যজ্য আত্মত্বং হেতুরুক্তং, যত্বপি বৃক্ষাদেঃ স্বসমবেতকপিসংযোগাত্মকভাবেপ্রতিযোগিনঃ সমবেতসামান্যভাবেস্তদ্রব্যমাত্রসমবেতভাবেস্য চ অনধিকরণত্বাৎ বৃক্ষাদেঃপি হেতুত্বায়াম্ অব্যাপ্তিঃ সম্ভবত্যেব তথাপি সত্তাদ্রব্যত্বয়োরেব সমবেতভাবেস্তদ্রব্যমাত্র-সমবেতভাবেয়োঃ অভাবত্বং লাঘবাৎ ন তু কপিসংযোগাত্মকসমবেত-মাত্রস্য তথাৎ গৌরবাদিত্যাশয়ঃ। গুণসামান্যভাবেস্য সংযোগ-স্বরূপভাবেপ্রতিযোগিত্বম্ আবিষ্কর্তৃং গুণানামিত্যুক্তং তৎপ্রতিযোগি-তেতি কপিসংযোগীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকে ইত্যর্থঃ। ন চ গুণ-সামান্যভাবেস্য অভাবো দ্রব্যত্বমেব লাঘবাৎ ন তু গুণো গৌরবাদতঃ সংযোগপ্রতিযোগিত্বং ন তু গুণসামান্যভাবেস্যেতি বাচ্যং। ঘটাদৌ উৎপত্তিদিশায়াং গুণসামান্যভাবেস্যৈব সত্বেন দ্রব্যত্বস্য তদভাবত্বাসম্ভ-বাদভাবাবেবস্য প্রতিযোগিত্বনিয়মাচ্ছেতি ভাবঃ।

অনুবাদ : এবং তৃতীয়ে ‘কপি’ ইত্যাদির দ্বারা অব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাচীনমতে সংযোগসামান্যভাবেসাধ্যক আত্মত্ব বিরুদ্ধ, সেইজন্য কপিসংযোগসামান্যভাবে উক্ত (হইয়াছে); উৎপত্তিকালাবেচ্ছেদে বৃক্ষাদিতে গুণসামান্যভাবে থাকায় বৃক্ষত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া আত্মত্ব হেতু উক্ত (হইয়াছে); যদিও বৃক্ষাদির স্বসমবেত কপিসংযোগাত্মক অভাবের প্রতিযোগী সমবেতসামান্যভাবে এবং দ্রব্যমাত্রসমবেতসামান্যভাবে অনধিকরণত্ব বশতঃ বৃক্ষাদিরও হেতুত্ব থাকায় অব্যাপ্তি সম্ভব হয়, তথাপি লাঘব বশতঃ সমবেতভাবে (এবং) দ্রব্যমাত্রসমবেতভাবে (এই) উভয়ের অভাবত্ব সত্তা (এবং) দ্রব্যত্ব (এই) উভয় হওয়ার কপিসংযোগাত্মক সমবেতমাত্রের তদাত্ম (অভাবত্ব) হয় না, (কারণ, ইহাতে) গৌরব হয়, এইজন্য (‘বৃক্ষত্ব’ হেতু গ্রহণ করা হয় নাই)। গুণসামান্যভাবে সংযোগস্বরূপ অভাবপ্রতিযোগিত্ব আবিষ্কারের নিমিত্ত ‘গুণানাম্’ ইত্যাদি উক্ত (হইয়াছে), তৎপ্রতিযোগিতা ইত্যাদি (অর্থাৎ তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক) হইল কপি-সংযোগীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, ইহাই অর্থ। গুণসামান্যভাবে অভাব লাঘব বশতঃ দ্রব্যত্বই (হয়), কিন্তু গৌরব হওয়ার গুণ হয় না, সেজন্য গুণ-সামান্যভাবে সংযোগপ্রতিযোগিত্বও হয় না, এরূপ কিন্তু বলা যায় না।

(কারণ) বটাদিতে উৎপত্তিপ্রশ্নে গুণসামান্যতাব থাকায় দ্রব্যত্বের তদ-
ভাবত্ব অসম্ভব হয় বলিয়া এবং অভাবাতাবের প্রতিযোগিত্ব নিয়ম বলতঃ
(একরূপ বলা যায় না), ইহাই ভাব ।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকব্যাখ্যা’ অর্থে ‘যৎ-
কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্ন’ এই অর্থ গ্রহণ করিলেও যে দোষ
হয় তাহাই এখানে আলোচনা করা হইতেছে । এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে
“কপিসংযোগাতাববান্ আত্মত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি হয় । কপিসংযোগাতাবা-
ভাব কপিসংযোগস্বরূপ, কপিসংযোগস্বরূপ এই অভাব গুণস্বরূপ অভাব হয়
বলিয়া কপিসংযোগস্বরূপ অভাবের প্রতিযোগী গুণাতাবও হয় ; গুণাতাব
হেত্বধিকরণ আত্মত্ব থাকে না বলিয়া আত্মত্ব গুণস্বরূপ অভাব, যাহা
কপিসংযোগস্বরূপ অভাব, অর্থাৎ সাধ্যাতাব, প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব
হয় । এইরূপে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ সাধ্যাতাব সম্ভব হওয়ার
“কপিসংযোগাতাববান্ আত্মত্বাৎ” এই সঙ্কেতস্থলে অব্যাপ্তি হয়, (দীর্ঘিতি-
এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে) । প্রাচীন নৈয়ায়িকদের
মতে দ্রব্য সংযোগসামান্যতাব থাকে না, সেজন্য আলোচ্য স্থলটি
“সংযোগসামান্যতাববান্ আত্মত্বাৎ” করা গেল না, স্থলটি “কপিসংযোগা-
ভাববান্ আত্মত্বাৎ” এইরূপ করিতে হইল । স্থলটি “কপিসংযোগাতাববান্
বৃক্ষত্বাৎ” এইরূপ করা হইল না কেন ? ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন
যে, ‘বৃক্ষত্ব’ হেতু হইলে যেহেতু উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে দ্রব্য গুণসামান্যতাব
থাকে সূত্রের বৃক্ষেও উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে গুণসামান্যতাব থাকিয়া যায় ;
কলে কপিসংযোগস্বরূপ, যাহা গুণস্বরূপ, সাধ্যাতাবের প্রতিযোগী গুণাতাব
বৃক্ষে বা হেত্বধিকরণে থাকায় গুণস্বরূপ, যাহা কপিসংযোগস্বরূপ, সাধ্যাতাব
হেত্বধিকরণে ধরা যাইবে না, এবং তাহা হইলে অব্যাপ্তি প্রদানও এক্ষেত্রে
সম্ভব হইবে না । সেইজন্য স্থলটি “কপিসংযোগাতাববান্ বৃক্ষত্বাৎ” না
ধরিয়া স্থলটি “কপিসংযোগাতাববান্ আত্মত্বাৎ” ধরা হইল । পুনরায়,
সাধ্যাতাব, অর্থাৎ কপিসংযোগাতাবাতাব, যাহা কপিসংযোগস্বরূপ, তাহা
যে রূপ গুণস্বরূপ হয়, সেইরূপ একইভাবে সমবেতস্বরূপও হইতে পারে ।
সংযোগ দ্রব্যে সর্বদাই সমবায়সম্বন্ধেই থাকে, দ্রব্যসমবেত-সংযোগ সমবেত-
স্বরূপও হওয়ার কপিসংযোগও সমবেতস্বরূপ হয় । হেত্বধিকরণ বৃক্ষে
এইভাবে সমবেতস্বরূপ অভাব, যাহা কপিসংযোগস্বরূপ সাধ্যাতাব,

থাকিয়া যায় ; সমবেত ও কপিসংযোগ একই হওয়ার বৃক্ষে সমবেত থাকে বলিয়া কপিসংযোগও অর্থাৎ সাধ্যাভাবও থাকিয়া যায় । কিন্তু বৃক্ষে সমবেতাভাব থাকে না । এই সমবেতাভাব হইল সাধ্যাভাব, অর্থাৎ কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিস্বরূপ ; কারণ, কপিসংযোগাভাবাভাবের অর্থাৎ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী হইল ‘কপিসংযোগাভাব’, কপিসংযোগ সমবেতস্বরূপ হওয়ায় কপিসংযোগাভাবও সমবেতাভাবস্বরূপ হয়, কলে, ‘কপিসংযোগাভাবাভাবের বা সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী সমবেতাভাবও হয় । এই সমবেতাভাব বৃক্ষে বা হেত্বধিকরণে কখনই থাকে না, সুতরাং সমবেতরূপ অভাব, অর্থাৎ যাহা সাধ্যাভাবস্বরূপ, তাহা হেত্বধিকরণ বৃক্ষে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় । এইরূপে হেত্বধিকরণ বৃক্ষে প্রতিযোগিব্যধিকরণ সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় “কপিসংযোগাভাববান্ বৃক্ষত্বাৎ” এই সঙ্কেতস্থলেও অব্যাপ্তি হইয়া যায় । এক্ষেত্রে ‘সমবেত’কে সামান্ত্রতঃ সমবেতরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে, অথবা দ্রব্যে যে ‘সমবেত’ থাকে তাহাকে ধরিয়া শুধুমাত্র দ্রব্য-সমবেতরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে, এই উভয় ‘সমবেত’ই কপিসংযোগাত্মক অভাব হইবে । কিন্তু, এইভাবে এই স্থলে অব্যাপ্তি প্রদান সম্ভব হইলেও ইহা ঠিক হইবে না ; কারণ কপিসংযোগ সমবেতস্বরূপ হইলেও সমবেতাভাবাভাব, যাহা কপিসংযোগাভাবাভাবস্বরূপ বা সাধ্যাভাবস্বরূপ তাহা সমবেতস্বরূপ হয় না, তাহা সত্তাস্বরূপ ; সেইরূপ দ্রব্যসমবেতাভাবাভাবও দ্রব্যত্বস্বরূপ হয়, দ্রব্যসমবেতস্বরূপ হয় না । ইহাতে লাঘব হয় ; সমবেতাভাবাভাবকে সমবেতস্বরূপ, এবং দ্রব্যসমবেতাভাবাভাবকে দ্রব্য-সমবেতস্বরূপ বলিলে গোরব হয় । এই গোরব দোষ পরিহারের জন্ম সমবেতাভাবাভাবকে সত্তা, এবং দ্রব্যসমবেতাভাবাভাবকে দ্রব্যত্ব বলিলেই যথার্থ হয় । এবং এইরূপ হইলে কপিসংযোগরূপ সাধ্যাভাব সমবেতস্বরূপ না হইয়া সত্তাস্বরূপ বা দ্রব্যত্বস্বরূপ হইয়া যাইবে ; কারণ, কপিসংযোগাভাবাভাব ও সমবেতাভাবাভাব এক হয় না, অর্থাৎ কপিসংযোগাভাবাভাব সমবেতস্বরূপ হয় না ; কপিসংযোগাভাবাভাব কপিসংযোগস্বরূপ হয়, কিন্তু সমবেতাভাবাভাব সত্তাস্বরূপই হয় । ইহা হইলে ‘সমবেতাভাব’কে আর কপিসংযোগরূপ অভাবের প্রতিযোগী বলা যাইবে না, কলে বৃক্ষে কপিসংযোগ বা সাধ্যাভাব সম্ভব হইলেও তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে না, এবং ইহার দ্বারা “কপিসংযোগাভাববান্ বৃক্ষত্বাৎ” স্থলে আর

অব্যাপ্তি প্রদান করা যাইবে না। এই কারণেই কপিসংযোগরূপ অভাবের প্রতিযোগিরূপে গুণাভাবকেই ধরিতে হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যেই দীর্ঘিতি-
 গ্রন্থে “গুণানামধিকরণস্য” ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। পুনরায়, গুণসামান্ধ্য-
 ভাবের অভাবকে, অর্থাৎ গুণাভাবাভাবকে গুণস্বরূপ না বলিয়া দ্রব্যত্বস্বরূপ
 বলা যাইতে পারে; কারণ, গুণ স্বরূপ দ্রব্যে থাকে সেইরূপ দ্রব্যত্বও দ্রব্যে
 থাকে, সুতরাং গুণাভাবাভাব দ্রব্যত্বস্বরূপ হউক, এবং ইহাতে লাঘব হয়,
 গুণাভাবাভাবকে গুণস্বরূপ চিন্তা করিলেই বরং গৌরব হয় (কারণ, ‘দ্রব্যত্ব’
 একপ্রকার, কিন্তু ‘গুণ’ চব্বিশ প্রকার)। ইহা স্বীকার করিলে সংযোগা-
 ভাবাভাব, যাহা সংযোগস্বরূপ, তাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ সংযোগস্বরূপ
 অভাবের প্রতিযোগী আর গুণাভাব হইতে পারিবে না, কলে উক্ত অমুমিতি
 স্থলে গুণাভাবকে কপিসংযোগরূপ অভাবের, অর্থাৎ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী
 ধরা যাইবে না, এবং তাহা হইলে সাধ্যাভাবটি আর হেত্বধিকরণে প্রতি-
 যোগিবাধিকরণ অভাব হইবে না, এবং উক্ত অব্যাপ্তিও আর প্রদান করা
 যাইবে না। কিন্তু এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ গুণাভাবাভাবকে দ্রব্যত্বস্বরূপ
 বলা যায় না। কারণ, উৎপত্তিকালে সকল দ্রব্যেই গুণাভাব বা গুণসামান্ধ্য-
 ভাব থাকে, ইহা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু, উৎপত্তিকালে দ্রব্যে গুণসামান্ধ্য-
 ভাব থাকিলেও দ্রব্যত্ব অবশ্যই দ্রব্যে থাকিবে, দ্রব্যত্বাভাব কখনই দ্রব্যে
 থাকিবে না। এখন, গুণাভাবাভাব যদি দ্রব্যত্বস্বরূপ হয়, তাহা হইলে
 উৎপত্তিকালে দ্রব্যে গুণাভাবাভাব আছে স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা
 স্বীকার করিলে উৎপত্তিকালে দ্রব্যে গুণ আছে তাহা প্রকরাস্তরে স্বীকৃত
 হইয়া যায়; কিন্তু ইহা হয় না, বা স্বীকার করা যায় না, ইহা অসম্ভব।
 আরও, অভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ হয়, ইহা স্বীকৃত নিয়ম বা সিদ্ধান্ত,
 এই সকল কারণে গুণাভাবাভাবকে দ্রব্যত্বস্বরূপ বলা যায় না, গুণস্বরূপই
 বলিতে হইবে। ইহাই তাৎপর্য।

দীর্ঘিতি—মৈবম্, যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবহিঃসামান্য-
 করণস্বং হেতুমতঃ তদনবচ্ছেদকত্বস্তা উক্তত্বাৎ।

অনুবাদ : এরূপ নহে, যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে (থাকিবে) তদনবচ্ছেদকত্ব উক্তির দ্বারা (পূর্বোক্ত দোষ হইবে না) ।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘প্রতিযোগিসমানাধিকরণ’ কথার মধ্যে ‘প্রতিযোগী’ শব্দে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ অর্থ গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছিল । এই ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ শব্দের অর্থ যন্ত কস্তচিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন, তৎসামান্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন, বা যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্ন যাহাই ধরা হউক না কেন তাহাতেই দোষ হয় ; অর্থাৎ এই তিনটি অর্থের কোনো অর্থেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকে গ্রহণ করা যায় না । সেইজন্যই দীর্ঘত্বিকার বলিলেন “মৈবম্”, অর্থাৎ এই তিনটির কোনোটিই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের প্রকৃত অর্থ নয় । তাহা হইলে প্রকৃত অর্থটি কি ? উত্তরে দীর্ঘত্বিকার বলিতেছেন যে, যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে থাকিবে সেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তাহাই লক্ষণের ঘটক হইবে, এবং ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’কে এইরূপ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে । “বহিমান্ ধুমাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণ পর্বতাদিতে ঘটাদির অভাব আছে, ঘটভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘ঘটত্ব’, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল ঘটত্বাবচ্ছিন্ন, এই ঘটত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণ পর্বতাদিতে আছে ; এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিত্ব’, স্মৃতরাং লক্ষণ ঠিক থাকিল । ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ শব্দের এইরূপ অর্থ করিলে “কপিসংযোগী এতদ্ভক্ষত্বাৎ”, “সংযোগাভাববান্ বা দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাৎ”, “কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ” প্রভৃতি স্থলগুলিতে লক্ষণ সমন্বয়ের কোনো অসুবিধা হয় না, এবং কোনো দোষও হয় না । “কপিসংযোগী এতদ্ভক্ষত্বাৎ” স্থলে এতদ্ভক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকার জন্য কপিসংযোগাভাব এতদ্ভক্ষে ধরা যায় না, কারণ, কপিসংযোগত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে থাকে না, অর্থাৎ কপিসংযোগের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় না, স্মৃতরাং বৃক্ষান্তরীয় কপিসংযোগের অভাবও এতদ্ভক্ষে গ্রহণ করা যায় না । এতদ্ভক্ষে ঘটপটাদির অভাব সহজেই ধরা যায়, এই ঘটপটাদিনিষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইল এতদ্ভক্ষ বা হেত্বধিকরণ ; এই

অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ঘটন, পটন প্রভৃতি, এবং এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘কপিসংযোগত্ব’, কলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ার লক্ষণ ঠিক থাকে, অব্যাপ্তিও হয় না। “সংযোগাভাবান্ সত্বাৎ” এবং “দ্রব্যত্বাভাবান্ সত্বাৎ” স্থলে সংযোগাভাবাভাবের (সাধ্যাভাবের) প্রতিযোগী হইল ‘সংযোগাভাবত্ব’, এবং দ্রব্যত্বাভাবাভাবের (সাধ্যাভাবের) প্রতিযোগী হইল ‘দ্রব্যত্বাভাবত্ব’; এবং ইহাদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল যথাক্রমে ‘সংযোগাভাবত্বাবচ্ছিন্ন’ এবং ‘দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্ন’। হেত্বধিকরণ বা সস্তাধিকরণ গুণকর্মে সংযোগাভাব এবং দ্রব্যত্বাভাব থাকিয়া ঘটনার কলে হেত্বধিকরণ সংযোগাভাবত্বাবচ্ছিন্নের এবং দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের) অধিকরণ হইয়া যায়, অনধিকরণ হইল না; এবং ‘সংযোগাভাবত্ব’ ও ‘দ্রব্যত্বাভাবত্ব’ উভয়েই যথাক্রমে উভয়স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকও হইল এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল না। ইহাতে অসন্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় করা গেল না, এবং সেজন্য অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকিল না। “কপিসংযোগাভাবান্ আত্মত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণ আত্মাতে কপিসংযোগাভাব থাকে বলিয়া হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব, অর্থাৎ কপিসংযোগরূপ সাধ্যাভাব, আত্মাতে থাকে না, ঘটপটাদি অন্ত বস্তুর অভাব ধরিলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইবে আত্মা বা হেত্বধিকরণ, ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ঘটন, পটন প্রভৃতি, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘কপিসংযোগাভাবত্ব’; কলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন হইয়া যায়, এবং প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ার লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।

জাগদীশী—যাদৃশেতি। তথা চ গুণসামান্ধ্যভাবনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতায়্য অবচ্ছেদকং যদগুণসামান্ধ্যভাবঃ হেতুমতস্তদবচ্ছিন্নানধিকরণেহপি কপিসংযোগাভাবত্বত্ব তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বাৎ তদ্রূপেণ সাধ্যতায়্যাম্ আত্মত্বহেতৌ নাব্যাপ্তিঃ। দ্রব্যত্বা-

ভাববান্ সত্বাদিত্যাদৌ তু দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণং যৎ হেতুমতঃ
 তন্নিষ্ঠাভাবস্ত তাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকমেব দ্রব্যত্বাভাবত্বমতো
 নাতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। ন চ বহিমান্ তৎপৰ্বতত্বাদিত্যাদৌ
 তত্ত্বহিসংযোগসম্বন্ধেন সাধ্যতায়াম্ অব্যাপ্তিঃ, তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটাত্ত-
 ভাবপ্রতিযোগিনঃ তেন সম্বন্ধেন অধিকরণাপ্রসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্।
 যৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতানিরূপিতস্বরূপসম্বন্ধেন
 যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্য্যভাববৎ হেতু-
 মতঃ তেন সম্বন্ধেন তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ।
 ঘটত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্য্যশ্চৈব তত্ত্বহিনিরপিতসংযোগসম্বন্ধা-
 বচ্ছিন্নাধিকরণতানিরূপিতস্বরূপসম্বন্ধেন অভাবস্ত হেতুমতি সত্বেন
 তাদৃশসম্বন্ধেন ঘটাত্তভাবস্ত এব প্রতিযোগিব্যধিকরণত্বসম্ভবাৎ।

অনুবাদ : যাদৃশ ইত্যাদি। সূত্রায়ং গুণসামান্য্যভাবনিষ্ঠ প্রতি-
 যোগিতার অবচ্ছেদক যে গুণসামান্য্যভাবত্ব হেত্বধিকরণে তদবচ্ছিন্নের
 অনধিকরণত্ব থাকিলেও কপিসংযোগাভাবত্বের তাদৃশ প্রতিযোগিতা-
 নবচ্ছেদকত্ব থাকায় তদ্রূপে সাধ্যতার দ্বারা আত্মত্ব হেতুতে অব্যাপ্তি হয় না।
 “দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাৎ” ইত্যাদিতে, কিন্তু, দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ
 যে হেত্বধিকরণ তন্নিষ্ঠাভাবের তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকই দ্রব্যত্বাভাবত্ব
 (হয়), সেজন্য অতিব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব। “বহিমান্ তৎপৰ্বতত্বাৎ”
 ইত্যাদিতে তৎ তৎ বহিসংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতার দ্বারা অব্যাপ্তি হয়, (কারণ)
 তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাত্তভাবের প্রতিযোগীর তৎসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি
 হয় (সেজন্য অব্যাপ্তি হয়), এরূপ বলা যায় না। (কারণ) যে প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-নিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধে যাদৃশ প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাসামান্য্যভাব হেত্বধিকরণে থাকিলে
 তৎসম্বন্ধে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব বলা যায় বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না)।
 ঘটত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাসামান্য্যেরই তৎ তৎ বহিনিরূপিত সংযোগ-
 সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-নিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধে অভাব হেত্বধিকরণে থাকায়
 তাদৃশ সম্বন্ধে ঘটাদির অভাবেরই প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব সম্ভব হয় বলিয়া
 (ঐরূপ বলা যায় না)।

ব্যাখ্যা : মূল ব্যাপ্তির লক্ষণে “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ” কথাটির মধ্যে “প্রতিযোগী” শব্দটিকে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ অর্থে গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছিল, এবং ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ কথাটিকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে সেই প্রসঙ্গে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের তিন প্রকার অর্থ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা গেল উক্ত তিন প্রকার অর্থের কোনোটিই নির্দোষ নহে। পরিশেষে দীর্ঘাতিরিক্ত বলিলেন যে, বাদ্যন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেতুধিকরণে থাকিলে তাহা প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে হইবে, এবং তাহা হইলেই লক্ষণ ঠিক হইবে; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের ইহাই বর্ণার্থ অর্থ বা তাৎপর্য। ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ কথার এইরূপ অর্থ করিলে “কপিসংযোগী এতদ্ভুক্তদ্বাং”, “সংযোগাতাববান্ সম্বাং”, “ব্রহ্মত্বাতাববান্ সম্বাং”, “কপিসংযোগাতাববান্ আত্মত্বাং” প্রভৃতি স্থলগুলিতে আর কোনো দোষের উদ্ভব হয় না। “কপিসংযোগী এতদ্ভুক্তদ্বাং” স্থলে হেতুধিকরণ এতদ্ভুক্ত সাধারণভাবে কপিসংযোগাতাব বা সাধ্যতাব ধরা সম্ভব না হওয়ার অভাবান্তর ধরিয়া, অর্থাৎ ঘটপটাদি অন্ত বস্তুর অভাব ধরিয়া বাদ্যন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেতুধিকরণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যায়, অব্যাপ্তিও হয় না। হেতুধিকরণ আত্মাতে কপিসংযোগাতাবাতাব, বাহা গুণস্বরূপ, সেই গুণস্বরূপ অভাব ধরিয়াও লক্ষণের সঙ্গতি রক্ষা করা যায়। আত্মাতে গুণ থাকে, গুণ হইল গুণাতাবাতাব, বাহা গুণস্বরূপ অভাব; এই গুণস্বরূপ অভাবের, অর্থাৎ গুণাতাবাতাবের প্রতিযোগী হইল ‘গুণাতাব’, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘গুণাতাবত্ব’; গুণাতাব (গুণাতাবাতাবের প্রতিযোগী) আত্মাতে থাকে না বলিয়া আত্মা বা হেতুধিকরণ গুণসামান্যতাবত্বাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের) অনধিকরণ হইল। কিন্তু এরূপ হইলেও গুণসামান্যতাবনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার (অর্থাৎ গুণাতাবের) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ‘গুণসামান্যতাবত্ব’, ‘কপিসংযোগাতাবত্ব’ নহে, এবং তাহা হইলেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যায়। অর্থাৎ কপিসংযোগাতাবাতাবকে গুণস্বরূপ ধরিলেও এই গুণস্বরূপ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে হেতুধিকরণ (অর্থাৎ আত্মা), তাহা প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যাওয়ার লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তিও হয় না।

“দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাৎ” স্থলে দ্রব্যত্বাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘দ্রব্যত্বাভাবত্ব’, হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ দ্রব্যে দ্রব্যত্ব থাকায় দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্নের (দ্রব্যত্বাভাবাভাবরূপ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের) অনধিকরণ হইল হেত্বধিকরণ। দ্রব্যত্বাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল দ্রব্যত্বাভাবত্ব, সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল এস্থলে দ্রব্যত্বাভাবত্ব; কলে ঐ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণে, বা সত্তাধিকরণে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব না হওয়ায় এই অসদ্ব্যুৎপাদে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিল না। “সংযোগাভাববান্ সত্বাৎ” স্থলেও এইভাবে অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু লক্ষণের এই প্রকার অর্থ করিলে “বহিমান্ তৎপর্বতত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে অনুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, লক্ষণে যে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ’ বলা হইয়াছে সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নটিকে অর্থাৎ প্রতিযোগিতাকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, অর্থাৎ ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ হেত্বধিকরণ’ এইরূপ বুঝিতে হইবে। লক্ষণে এইরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নের নিবেশ পরে করা হইবে। “বহিমান্ তৎপর্বতত্বাৎ” এই অর্থমিতি স্থলে সাধ্য হইল ‘তৎবহিপ্রতিযোগিক-সংযোগসম্বন্ধে বহি’ এবং হেতু হইল ‘তৎপর্বতত্ব’; সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল ‘তৎবহিপ্রতিযোগিকতৎপর্বতত্বাভাবপ্রতিযোগিক-সংযোগসম্বন্ধ’, সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল না। তাহা হইলে হেত্বধিকরণ তৎপর্বতে ঘটাদির অভাব ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইলে ঘটাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরা সম্ভব হয় না। কারণ, ঘটাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগী সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধেই হয়, ‘তৎবহিপ্রতিযোগিক-তৎপর্বতত্বাভাবপ্রতিযোগিক-সংযোগসম্বন্ধেই হয় না; শুধু তাহাই নহে, ‘তৎবহিপ্রতিযোগিক-তৎপর্বতত্বাভাবপ্রতিযোগিক-সংযোগসম্বন্ধে কেবলমাত্র তৎবহির অধিকরণ তৎপর্বতে সম্ভব হয়, ইহা ভিন্ন এই সম্বন্ধে অন্য কেহ অন্য কোনো অধিকরণে থাকে না। সুতরাং, এই অর্থমিতি স্থলে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগীর ‘তৎবহিপ্রতিযোগিক-তৎপর্বতত্বাভাবপ্রতিযোগিক সংযোগসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্র-

সিদ্ধি হয়, এবং সেজন্য এই অমুমিতি স্থলে হেতুমিষ্ট অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরা কখনই সম্ভব হইবে না, কলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু, না, এই স্থলে এইপ্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ষৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-(সাধ্যতাবচ্ছেদক)-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত-অধিকরণতা-প্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হইবে (বা যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণতা সামান্ত্যভাব হেত্বধিকরণে থাকিবে—ইহা একই কথা) সেই সম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হেত্বধিকরণে থাকাই লক্ষণের ঘটক হইবে, অর্থাৎ সেই সম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলেই লক্ষণ ঠিক থাকিবে। আলোচ্য অমুমিতি স্থলে ‘ষৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন’ বলিতে ‘তৎবহিঃপ্রতিযোগিক-তৎপর্কতানুযোগিক-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন’ ধরা হইল; এই তৎবহিঃপ্রতিযোগিক-তৎপর্কতানুযোগিক-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত-অধিকরণতা-প্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্নের (ঘটনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের) অধিকরণতার অভাব বা অধিকরণতা সামান্ত্যভাব হেত্বধিকরণ তৎপর্কতে আছে (অর্থাৎ হেত্বধিকরণ তৎপর্কত ঘটত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইল); এই সম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘ঘটত্ব’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিঃত্ব’, ইহাতে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হইল, এবং ঘটনিষ্ঠ এই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবও হইল, কলে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হওয়ার অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিল না।

জাগদীশী—তাদৃশাভাববন্ধ চ হেতুমতো নিরবচ্ছিন্নবিশেষণত্বেনৈব বাচ্যম্, অতঃ কপিসংযোগাধিকরণত্বাভাবস্ত বন্ধবৃত্তিৎসেহপি নাব্যাপ্তিঃ। অত্র প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্নত্বং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন এব গ্রাহ্যং তেন অয়ঃপিণ্ডস্ত অপি কালিকাদিসম্বন্ধেন যজ্ঞম্ভবিশিষ্টতৃণাদিকং সংযোগেন তন্ত্রাধিকরণৎসেহপি ধূমবান্ বহ্নেঃ ইত্যাদৌ নাতিব্যাপ্তিঃ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন তদবচ্ছিন্নত্বনিবেশে তু প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বম্ ইত্যত্র অবচ্ছেদকত্বং সাধ্যতাব-

চ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেইন এব গ্রাহ্যম্, অগ্রথা বিবয়িতাসম্বন্ধেইন রূপত্বাব-
চ্ছিন্নস্ত জ্ঞানাদে: পৃথিব্যাদৌ সমবায়েন অভাবস্ত সত্বাং রূপবান্
পৃথিবীত্বাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তিপ্ৰসঙ্গাৎ। বস্তুত: সাধ্যতাবচ্ছেদকতা-
ঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নং যৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বং তন্নিরূপিতশরূপসম্বন্ধেইন
এব নিরূপ্তপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বস্ত অভাব: সাধ্যতাবচ্ছেদককথর্থে
বক্তব্যঃ, তেন বহিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ যত্র বহিহাদিনিরূপিতসম-
বায়াদিসম্বন্ধেইন বহিহাদে: সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বং তত্র তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নস্ত
প্রতিযোগিব্যাধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বস্ত অপ্র-
সিদ্ধাবপি ন ক্তিরিতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ : এবং হেতুধিকরণের তাদৃশাভাববস্তুকে (প্রতিযোগি-
তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাভাববস্তুকে) ‘নিরবচ্ছিন্ন’ বিশেষণের দ্বারা
বলিতে হইবে, তাহা হইলে, কপিসংযোগাধিকরণত্বাভাবের বৃক্ষবৃতিত্ব
ধাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদককথ্যাবচ্ছিন্নত্বকে
সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে কালিকাদিসম্বন্ধে
যজ্ঞমত্ববিশিষ্ট ত্বাদি সংযোগের দ্বারা অহঃপিণ্ডেরও তাহার অধিকরণত্ব
ধাকিলেও “ধূমবান্ বহুঃ” স্থলে অভিব্যাপ্তি হয় না। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
কতাঘটকসম্বন্ধে তদবচ্ছিন্নত্ব নিবেশে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব হইলেও কিন্তু
এস্থলে অবচ্ছেদকত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে,
অগ্রথায় বিবয়িতাসম্বন্ধে রূপত্বাবচ্ছিন্ন জ্ঞানাদির পৃথিব্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধে
অভাব থাকায় “রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ” ইত্যাদিতে অব্যাপ্তিপ্ৰসঙ্গ হয়। বস্তুত:-
পক্ষে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব তন্নিরূ-
পিত শরূপসম্বন্ধেই সাধ্যতাবচ্ছেদককথর্থে পূর্বোক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের
অভাব বলিতে হইবে, তাহা হইলে “বহিমান্ ধূমাৎ” ইত্যাদিতে যেস্থলে
বহিহাদি-নিরূপিত সমবায়াদি সম্বন্ধে বহিহাদির সাধ্যতাবচ্ছেদকত্ব (হয়)
সেস্থলে তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগি-
তাবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি হইলেও ক্তি নাই, এইরূপ অবধারণ করিতে
হইবে।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ

যে হেত্বধিকরণ তাহাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে হইবে এইরূপ বলা হইয়াছে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ কথার অর্থ হইল হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অভাব থাকিতে হইবে। এখন বলা হইতেছে যে, হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অভাবকে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ এই অভাবনিষ্ঠ অধিকরণকে (হেত্বধিকরণকে) নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হইতে হইবে। তাহা হইলেই “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষস্বাং” স্থলে হেত্বধিকরণ এতদ্বৃক্ষে ‘কপিসংযোগাতাব’ আর ধরা সম্ভব হইবে না, কারণ, এতদ্বৃক্ষের মূলদেশে কপিসংযোগের অভাব থাকিলেও অগ্রদেশে কপিসংযোগ থাকায় কপিসংযোগাতাব এতদ্বৃক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিল না ; কলে ঘটপটাদির অভাব হেত্বধিকরণে বা এতদ্বৃক্ষে ধরিতে হইবে, এবং এই অভাব নিরবচ্ছিন্নভাবেই হেত্বধিকরণে থাকিবে, তাহাতে লক্ষণ সমন্বয়ও সম্ভব হইবে, অব্যাপ্তিও হইবে না। অন্তর্ধার, হেত্বধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন অভাব ধরার কথা না বলিলে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে যে কোনো অভাব ধরা সম্ভব হইলে এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগাতাব ধরা যাইত, এবং এইরূপে সচেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব (কপিসংযোগাতাব) ধরা সম্ভব হওয়ার অব্যাপ্তি হইয়া যাইত। কিন্তু এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন বিশেষণ নিবেশ করিলে আর ঐরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

পুনরায়, লক্ষণে যে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ কথাটি আছে সেখানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্নত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে। ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্নত্ব’ কথার অর্থ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্য ; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবিশিষ্ট যাহা তাহাতেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্য থাকে (যথা, ঘটাতাবের ক্ষেত্রে ‘ঘটত্ব’ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম, এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবিশিষ্ট হইল ‘ঘট’, সুতরাং, ঘটে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্য থাকে, এইরূপ ব্রূজিতে হইবে)। এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্যকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, অন্তর্ধার, যে কোনো সম্বন্ধে ধরিলে বা সম্বন্ধ সামান্তের দ্বারা ধরিলে “ধূমবান্ বহুঃ” এই প্রসিদ্ধ অসচেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অসচেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব ধরিতে হইবে ; সাধ্য হইল এস্থলে ‘ধূম’, কিন্তু যে কোনো সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্যকে ধরা সম্ভব হইলে কালিকসম্বন্ধেও ধরা

বায়, কালিকসম্বন্ধে ধূমাতাবীয় (অর্থাৎ সাধ্যাতাবীয়) প্রতিযোগিতাব-
 ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্য সমস্ত জ্ঞান পদার্থেই থাকে, তৃণাদি পদার্থেও থাকে এবং
 কালিকসম্বন্ধে এই তৃণাদি পদার্থ হেতুধিকরণ বা বহ্যধিকরণ অয়ঃপিণ্ডেও
 থাকে ; সুতরাং কালিকসম্বন্ধে ধূমাতাবীয় (সাধ্যাতাবীয়) প্রতিযোগিতাব-
 ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্য অয়ঃপিণ্ডে থাকিয়া যাওয়ার ধূমের অভাব আর অয়ঃপিণ্ডে
 বা হেতুধিকরণে ধরা গেল না, কলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়া যায়। কিন্তু
 প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্যকে সাধ্যাতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলে
 আর ঐরূপ অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, এখানে ‘ধূম’ সাধ্যের সাধ্যাতাব-
 ছেদক ‘ধূমত্ব’ বলিয়া সাধ্যাতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল এখানে সমবায়
 (কেননা, ধূমত্ব সমবায়সম্বন্ধেই থাকে) ; এই সমবায়সম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্য-
 তাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধূমাতাবীয় (সাধ্যাতাবীয়) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-
 ধর্মবৈশিষ্ট্য ধূমে থাকে (কারণ ঐ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবিশিষ্ট হইল ধূম),
 এই ধূমের অভাব (অর্থাৎ সাধ্যাতাব) হেতুধিকরণ অয়ঃপিণ্ডে সংযোগ-
 সম্বন্ধে আছে, কলে হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্য-
 তাবচ্ছেদক উভয়েই ‘ধূমত্ব’ হওয়ার এই অসম্বন্ধত্বই লক্ষণ যায় না, এবং
 অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। এখানে অবশ্য বলা যায় যে, প্রতিযোগি-
 তাবচ্ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্যকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলেও ঐ
 অতিব্যাপ্তি ঘটিবে না। কারণ, ধূমাতাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম ‘ধূমত্ব’
 সমবায়সম্বন্ধে থাকায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেও হইল এখানে
 সমবায়, সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
 কতাধর্মবৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিলেও দোষ হয় না। কিন্তু, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
 কতাঘটকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করা সম্ভব হইলেও
 লক্ষণে যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যাতাবচ্ছেদক গ্রহণ করার কথা আছে
 সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের যে অবচ্ছেদকত্ব তাহাকে সাধ্যাতাব-
 ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে অবশ্যই ধরিতে হইবে, নতুবা “রূপবান্ পৃথিবীদ্বাং” হলে
 অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। রূপের অভাব চিন্তা করিলে রূপাতাবের প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছেদক হইবে ‘রূপত্ব’ ; রূপত্বকে বিবরিতাসম্বন্ধে ধরিলে প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে হইবে বিবরিতাসম্বন্ধ ; বিবরিতাসম্বন্ধে সমস্ত
 পদার্থই জানে থাকে, সমবায়সম্বন্ধে জানের অভাব পৃথিবীতে আছে, প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকবিবরিতাসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্যের

অভাবও সেইভাবে পৃথিবীতে থাকিয়া যায় ; এই অভাবের প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদক হইল ‘রূপত্ব’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল ‘রূপত্ব’, ফলে এই সঙ্কেত-
স্থলে হেতুময়িত্ত অভাবীর প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ
করা সম্ভব না হওয়ার অব্যাপ্তি হইয়া যায় । কিন্তু, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকের
অবচ্ছেদকত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলে আর এই অব্যাপ্তি হয়
না । ‘রূপ’ সাধ্য হওয়ার এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘রূপত্ব’, এবং রূপত্ব
সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায় ; এই
সমবায়সম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে হেতুময়িত্ত প্রতিযোগি-
তানবচ্ছেদকের অবচ্ছেদকত্ব ধরিলে পৃথিবীতে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে রূপত্বা-
বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিক অভাব ধরা যায় না, কারণ, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন রূপত্বা-
বচ্ছিন্ন অভাবের অধিকরণ পৃথিবী হয় না, অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে রূপত্বরূপ
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অধিকরণ হইল রূপ, সেই রূপ হেত্বধিকরণে বা
পৃথিবীতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, ফলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক
সম্ভব হওয়ার আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না । সেইজন্য বলা হইল
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্যকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে না ধরিয়া
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলেও ‘প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বের
অবচ্ছেদকত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে । কিন্তু, প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিয়া
পুনরায় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বের অবচ্ছেদকত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা-
ঘটকসম্বন্ধে ধরা অপেক্ষা শুধুমাত্র প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবৈশিষ্ট্যকে সাধ্য-
তাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলে সকল দিক রক্ষা হয়, লক্ষণ সমন্বয়েরও কোনো
অনুবিধা হয় না, এবং তাহাতে লাঘবও হয় ।

আরও, “বহিমান্ ধূমাৎ” এই প্রসিদ্ধ স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘বহিত্ব’
সমবায়সম্বন্ধে থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায় ; কিন্তু
এস্থলে সামান্ত্রতঃ সমবায়সম্বন্ধকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ না বলিয়া বহি
বহিত্বপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ বলা যায় তাহা
হইলে এই স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায় । কারণ, ধূমাধিকরণে ঘটাবির অভাব
তাহা হইলে ধরা যায় না ; কেননা, ঘটানিষ্ঠ অভাবীর প্রতিযোগিতা-
বচ্ছেদকতাতে বহিত্বপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধের অভাব হয়, বহিত্বপ্রতি-
যোগিক সমবায়সম্বন্ধে কেবলমাত্র বহিত্বই বহিতে থাকিতে পারে, অন্ততঃ এই

সম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি হয়, কলে এই সম্বন্ধে ঘটাস্তভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অনধিকরণ হেতুধিকরণ ধরা সম্ভব না হওয়ার অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে, উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাকে (এস্থলে ঘটাস্তভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাকে, অর্থাৎ ঘটস্থনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাকে),—সাধ্যতাবচ্ছেদক-তাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকে থাকিবে,—এইরূপ বুলিতে হইবে। এই স্থলে বহিঃপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটস্থনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অভাব সাধ্যতাবচ্ছেদক বহিতে আছে। সুতরাং এইভাবে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হওয়ার লক্ষণ সম্বন্ধের কোনো অন্ত্রবিধা হয় না, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। অর্থাৎ তাৎপর্য্য হইল যে, বহিঃপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে বহিঃস্থনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতাই থাকিবে, অন্ত্র কোনো অবচ্ছেদকতা থাকিবে না, অন্ত্র সকল অবচ্ছেদকতারই এই স্বরূপসম্বন্ধটি ব্যাধিকরণ সম্বন্ধ হইবে; সুতরাং হেতুমগ্নিষ্ঠ আস্তভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অভাব বহিঃপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক বহিঃস্থ থাকিবে, এবং কলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না।

জাগদীশী—অত্র যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মে তাদৃশপ্রতিযোগিতাপ্রমাধিকরণীভূতযদ্যদ্যাক্তিনিষ্ঠাধিকরণতানবচ্ছেদকত্বস্ত অধিকরণতাবচ্ছেদকত্বস্ত চ দ্বয়োর্ব্যতিরেকস্তত্ত্ব্যক্তিভেদকূটবস্তুমেব যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বমিত্যস্ত অর্থো বোধ্যঃ। তেন ধূমবদিত্যাদিপ্রতীতে: অবশুঃপ্ৰাপ্তিঃ পর্বতত্বাদিতত্ত্বদ্ব্যর্থবিশিষ্টতত্ত্বদ্ব্যর্থবচ্ছিন্নাধিকরণতাব্যক্তিভিরেব উপপত্তৌ ধূমত্বাভ্যুপধর্ম্মাবচ্ছিন্নাধিকরণতায়্যং মানাভাবাৎ ধূমাদিসামান্যভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকং যজ্জ্বম্বাদিকং তদবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাপ্রসিদ্ধাবপি ধূমবান্ বহ্নেরিত্যাদৌ নাতিব্যাপ্তিঃ, ধূমাধিকরণতত্ত্ব্যক্তিভেদকূটবস্তুমাদ্যৈব ধূমসামান্যতাবস্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবৈয়ধিকরণ্যসম্ভবাদিতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ : এখানে বাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবর্ণে তাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়ের অধিকরণীভূত যং যং ব্যক্তিনিষ্ঠ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব এবং (সামান্ততঃ) অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব (এই) উভয়ের অভাব থাকিবে, তত্ত্ব্যক্তিভেদকূটবদ্ধই বাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব, ইহার এইরূপ অর্থ বৃত্তিতে হইবে। ইহার দ্বারা ‘ধুমবৎ’ ইত্যাদি প্রতীতিতে অবশ্য স্বীকার্য পর্ততদ্বাদি তত্ত্বার্থবিশিষ্ট তত্ত্বধূমত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণতাব্যক্তিসমূহেরই উপপত্তি হয় বলিয়া ধূমত্বাদি অশব্দধূমত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার প্রমাণের অভাব হওয়ার ধূমত্বাদিরূপ যে ধূমাদিসামান্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তদবচ্ছিন্ন অধিকরণত্বের অগ্রসিদ্ধি হইলেও “ধূমবান্ বহেঃ” ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না ; (কারণ) ধূমাদিকরণ তত্ত্ব্যক্তিভেদকূটবদ্ধ গ্রহণের দ্বারাই ধূমসামান্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবৈয়ধিকরণ্য সম্ভব হয় বলিয়া (অতিব্যাপ্তি হয় না), এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : “ধূমবান্ বহেঃ” এই প্রসিদ্ধ অসদ্ব্যবহারে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব অর্থাৎ ধূমত্বাব গ্রহণ করিতে হইবে, অশব্দার্থ অতিব্যাপ্তি হইবে। সাধারণভাবে বহুধিকরণ অয়োগোলকে ধূমত্বাব গ্রহণ করা যায়, এবং তাহাতে অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু, পর্ততে যে ধূম আছে তাহা মহানস, চত্বর প্রভৃতিতে নাই, বা মহানসে যে ধূম আছে তাহা পর্তত চত্বরাদিতে নাই, অর্থাৎ পর্ততে যে ধূম আছে তাহা পর্ততীয়-ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত অধিকরণতার দ্বারা, এবং মহানসে যে ধূম আছে তাহা মহানসীয়-ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত অধিকরণতার দ্বারা উপপত্তি হয়। অর্থাৎ পর্ততে আছে পর্ততীয়-ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তাপ্রতিযোগিক অধিকরণতা, মহানসে আছে মহানসীয়-ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তাপ্রতিযোগিক অধিকরণতা ইত্যাদি। সুতরাং পর্তত, গোষ্ঠ প্রভৃতিতে যে পৃথক পৃথক ধূম থাকে তাহা সামান্ততঃ ধূমত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়ত্বপ্রতিযোগিক অধিকরণতানিরূপিত ধূম নহে ; ইহা অবশ্য স্বীকার্য বিষয় এবং সেজন্য সামান্ততঃ ধূমত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার কোনো প্রমাণ নাই বলিয়া ইহার অগ্রসিদ্ধি ঘটে। ব্যাপ্তির লক্ষণে বাদৃশ অর্থাৎ বেক্রপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ, সেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে। এখন, সামান্ততঃ ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণতার যদি অগ্রসিদ্ধি ঘটে তাহা হইলে হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে ধূমত্বাবচ্ছিন্ন

অভাব ধরা যায় কিরূপে ? অয়োগোলকে ধুমত্বাবচ্ছিন্নের অভাব না ধরিয়া অন্য অভাব ধরিলেই অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এইরূপ অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা বারণের জন্যই বলা হইতেছে যে, যাদৃশ অর্থাৎ যেরূপ প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকধর্ম্মে তাদৃশ অর্থাৎ তদ্রূপ বা সেইরূপ প্রতিযোগিতার আশ্রয়ের অধিকরণীভূত যৎ যৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ অধিকরণতার অনবচ্ছেদকত্ব এবং সামান্যতঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব এই উভয়ভাব থাকিলেই তাহা তৎ তৎ ব্যক্তিভেদ-কূটবান্ যে হেত্বধিকরণ তাহাই, অর্থাৎ এই তৎ তৎ ব্যক্তিভেদকূটবদ্বয় হইবে যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব। এস্থলে যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম, অর্থাৎ ধুমত্বাবচ্ছিন্ন অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম হইল ‘ধুমত্ব’ ; এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মে প্রতিযোগিতার আশ্রয় যে ধুম সেই আশ্রয়ের অধিকরণীভূত যৎ যৎ ব্যক্তি ধরিয়া, অর্থাৎ পর্বত, গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি যৎ যৎ ব্যক্তি ধরিয়া সেই তৎ তৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তানবচ্ছেদকত্ব ধুমত্বে আছে। কারণ, পর্বতাদি তত্ত্বব্যক্তিনিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব পর্বতীয় ধুমত্বাদিতেই থাকিবে, সামান্যতঃ ধুমত্বে তাদৃশ অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব থাকিবে, সেজ্জন্ত পর্বতীয় ধুমবান্ এই প্রতীতির অনুরোধে পর্বতীয় ধুমত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা স্বীকার আছে। অতএব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম ধুমত্বে স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত যৎ যৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব ধুমত্বে আছে, অর্থাৎ উক্ত যৎ যৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ বা পর্বত, চত্বরাদিনিষ্ঠ অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব ধুমত্বে আছে। আবার, সামান্যতঃ ধুমত্বাবচ্ছিন্নআধেয়ত্বপ্রতিযোগিক অধিকরণতার অপ্রসিদ্ধি বশতঃ এই অধিকরণতাবচ্ছেদকত্বের অভাব ধুমত্বে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মে থাকিলেও, অর্থাৎ এই অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব ধুমত্বে থাকিলেও সামান্যতঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্বের অভাব ধুমত্বে আছে, সুতরাং এই অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব এবং অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব এতদুভয়ভাব তাহা হইলে ধুমত্বে থাকিয়া যায় (উক্ত অনবচ্ছেদকত্ব ধুমত্বে আছে, উক্ত সামান্যতঃ অবচ্ছেদকত্বের অভাব ধুমত্বে আছে, ফলে উভয়কে একত্রে ধরিয়া এতদুভয়ভাব ধুমত্বে আছে)। হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে তাদৃশ পর্বতাদি তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নের ভেদ আছে, অর্থাৎ উক্ত তত্ত্ব ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নের ভেদকূট অর্থাৎ ভেদসমূহ অয়োগোলকে আছে ; ফলে অয়োগোলকে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সামান্যতঃ ধুমত্বাবচ্ছিন্নের অভাব থাকিয়া যায়। এইভাবে হেত্ব-

ধিকরণ অয়োগোলকে ধূমাতাব বা সাধ্যাতাব সম্ভব হওয়ার আর অতি-
ব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিল না ; এবং এই ধূমাতাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবই
হয়, কেননা, অয়োগোলকে ধূমাতাবীয় প্রতিযোগী, অর্থাৎ ধূম কখনই থাকে
না। 'বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের অনধিকরণ' বলিতে বিবরণটি
এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

জাগদীশী—নমু অত্র প্রতিযোগিত্বাদিকং নাতিরিক্তঃ পদার্থঃ,
'প্রতিযোগিত্বাদিকং তু স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ' ইত্যাদি উত্তরগ্রন্থবিবোধে,
কিন্তু স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ, স চ যদি প্রতিযোগিস্বরূপঃ তদা বহিমানু
ধূমাদিত্যাদৌ সর্বত্রাসম্ভবঃ, ঘটাদিস্বরূপস্তৈব ঘটাত্তাবপ্রতিযোগিত্বস্ত
ঘটত্বাবচ্ছিন্নবৎ দ্রব্যত্ব-সমবেতত্ব-জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্নতয়া তাদৃশাবচ্ছেদকীভূত-
জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্নস্ত হেতুমতি সত্ত্বাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণাতাবাপ্রসিদ্ধেঃ ।
ন চ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপমেব প্রতিযোগিত্বমিতি অদোষঃ ; সম-
বায়েন বহুঃ সাধ্যত্বে ধূমাদাবতিব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাৎ, সমবায়াবচ্ছিন্নবহু-
তাবস্ত বহিষ্করূপং যৎ প্রতিযোগিত্বং সমবায়বৎ সংযোগস্তাপি তদব-
চ্ছেদকসম্বন্ধতয়াস্তদবচ্ছেদকীভূততাদৃশসম্বন্ধেন সাধনবতঃ প্রতিযোগ্য-
নধিকরণত্বাভাবাৎ । প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূতযৎকিঞ্চিৎসম্বন্ধেন
প্রতিযোগ্যনধিকরণত্বোক্ত্যা তদ্বারণে তু সংযোগেন বহিসাধ্যকে
ধূমাদৌ অব্যাপ্তিঃ, সমবায়াবচ্ছিন্নবহুতাবস্তৈব সমবায়েন প্রতিযোগি-
ব্যধিকরণস্ত বহিষ্করূপং যৎ প্রতিযোগিত্বং তস্ত এব সংযোগসম্বন্ধে-
নাপি অবচ্ছিন্নত্বাৎ ইতি চেৎ ; অত্র বদন্তি, প্রতিযোগিস্বরূপং তদব-
চ্ছেদকস্বরূপং বা যৎ প্রতিযোগিত্বং তদপি কস্মচিৎ অভাবস্ত কেনচিৎ
ধর্ম্মেণ সম্বন্ধেন বা অবচ্ছিন্নং ব্যবহারবলাৎ, ন তু সর্ব্বেণ সম্বন্ধেন ধর্ম্মেণ
বা, সমবায়াবচ্ছিন্নবহুতাবপ্রতিযোগিত্বং সংযোগাবচ্ছিন্নমিত্যাदि-
ব্যবহারাভাবাৎ । তথা চ, যদভাবীয়যৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন
যদভাবীয়যৎপ্রতিযোগিতানিরূপিতাবচ্ছেদকীভূতত্বস্যাবচ্ছিন্নাসম্বন্ধিত্বং
হেতুমতঃ তদভাবীয়তৎপ্রতিযোগিতানিরূপিতাবচ্ছেদকতাশূন্যত্বং
সাধ্যতাবচ্ছেদকে নিবেশমিতি অদোষঃ, যৎপ্রতিযোগিতেত্যপহার

বাদৃশপ্রতিযোগিতেত্যভিধানাদেব তাদৃশার্থলাভাৎ । ন চ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপং যদি প্রতিযোগিত্বং তদা যদভাবীয়বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন তদভাবীয়তাদৃশপ্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্নস্ত অনধিকরণত্বং হেতুমতঃ ইত্যেব সম্যক্ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বপ্রবেশো ব্যর্থ ইতি বাচ্যম্ ; বহিধুমোভয়বান্ বহ্নেরিত্যাদৌ অতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ, হেতুমদ্বাত্রস্ত এব বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবপ্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাদিতি অস্বদৃশচরণাঃ ।

অনুবাদ : “প্রতিযোগিত্বাদিকং তু স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ” ইত্যাদি উত্তর-গ্রন্থের (পরবর্তী গ্রন্থের) বিরোধ হয় বলিয়া প্রতিযোগিত্বাদি এস্থলে কিন্তু স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ, এবং ইহা (প্রতিযোগিত্ব) যদি প্রতিযোগিস্বরূপ হয়, তাহা হইলে, ঘটাদিস্বরূপ ঘটাস্ত্যভাবপ্রতিযোগিত্বেরই ঘটত্বাবচ্ছিন্নের দ্বারা তদবচ্ছিন্ন-সমবেতত্ব-জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্নতার দ্বারা তাদৃশাবচ্ছেদকীভূত জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্নের হেত্বধিকরণে থাকার জন্য প্রতিযোগিব্যাধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া “বহিমান্ ধূমাৎ” ইত্যাদি সর্বত্র অসম্ভব হয় । এবং প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপ ইত্যাদিও অদোষ নহে ; (কারণ) সমবায়াবচ্ছিন্ন বহ্যভাবের বহিঃস্বরূপ যে প্রতিযোগিত্ব (তাহার) সমবায়ের দ্বারা সংযোগেরও তদবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব থাকে বলিয়া তদবচ্ছেদকীভূত তাদৃশ সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগ্যানধিকরণত্বের অভাব বশতঃ সমবায়সম্বন্ধে ‘বহি’ সাধ্যাত্তে ধূমাদিতে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ হয় বলিয়া (অদোষ হয় না) । (ইহা) বারম্বার জগত্ কিম্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধে প্রতিযোগ্যানধিকরণত্ব উক্তিভেদে সংযোগসম্বন্ধে ‘বহি’ সাধ্যকস্থলে ধূমাদিতে অব্যাপ্তি হয়, (কারণ) সংযোগসম্বন্ধে হইলেও সমবায়সম্বন্ধে সমবায়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিব্যাধিকরণ বহ্যভাবেরও বহিঃস্বরূপ যে প্রতিযোগিত্ব তাহারও অবচ্ছিন্নত্ব বশতঃ (অব্যাপ্তি হয়) ;—ইত্যাদি যদি বলা যায়, (ইহার উত্তরে) এস্থলে বলা হইতেছে,—কোনো অস্ত্যভাবের যে প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগিস্বরূপ বা তদবচ্ছেদকস্বরূপ (যাহাই হউক) তাহাও ব্যবহারে অনুসারে কোনো সম্বন্ধের বা কোনো বর্ণের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন (হইবে), সমবায়াবচ্ছিন্ন বহ্যভাবপ্রতিযোগিত্ব সংযোগাবচ্ছিন্ন এইরূপ ব্যবহার হয় না বলিয়া সকল.

সম্বন্ধের বা (সকল) ধর্মের দ্বারা কিন্তু (অবচ্ছিন্ন) হইবে না। সুতরাং হেত্বধিকরণে বদভাবীয় বৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বদভাবীয়-বৎপ্রতিযোগিতা-নিরূপিত-অবচ্ছেদকীভূতধর্মাবচ্ছিন্নের অসম্বন্ধিত্ব (থাকিবে) তদভাবীয় তৎপ্রতিযোগিতানিরূপিত-অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধ সাধ্যতাবচ্ছেদকে নিবেশ করিতে হইবে, ইহাতে দোষ হয় না, (কারণ) ‘বৎপ্রতিযোগিতা’ ইত্যাদি পরিহার করিয়া ‘বাদৃশপ্রতিযোগিতা’ ইত্যাদি নিবেশ বশতঃই তাদৃশ অর্থলাভ হয় বলিয়া (দোষ হয় না)। প্রতিযোগিত্ব যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপ (হয়), তাহা হইলে, বদভাবীয় বাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে তদভাবীয় তাদৃশ প্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব এইরূপই সম্যক (হয়), (এবং) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব (হেত্বধিকরণে) প্রবেশ ব্যর্থ (হয়), এরূপ বলা যায় না ; (কারণ, তাহা হইলে) “বহিঃশুমোভয়বান্ বহেঃ” ইত্যাদিতে অভিব্যাপ্ত্যাপত্তি হয়, হেত্বধিকরণমাত্রেরই বহিঃশুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নের অধিকরণত্ব থাকে বলিয়া (অভিব্যাপ্তি হয়), ইহা আমার পূজ্যপাদ গুরু অভিমত ।

ব্যাখ্যা : ‘অত্র’ অর্থাৎ এস্থলে, অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে যে ‘বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ’ এরূপ কথা বলা হইয়াছে সেস্থলে ‘প্রতিযোগিতা’ বা ‘প্রতিযোগিত্ব’ শব্দটির স্বরূপ কি তাহাই এস্থলে আলোচনা করা হইতেছে। ‘প্রতিযোগিত্ব’ কি প্রতিযোগিস্বরূপ ? অথবা ইহা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ ? ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাই বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় । সাধারণতঃ ‘ঘটো নাস্তি’ এই অভাব বধন চিন্তা করা হয় তখন এই অভাবের প্রতিযোগী হইল ‘ঘট’, এবং ঘটে এই ঘটনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিত্ব থাকে ; এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিত্বকে একটি অতিরিক্ত পদার্থরূপেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু জগদীশ এস্থলে বলিতেছেন যে ‘প্রতিযোগিত্ব’ অতিরিক্ত পদার্থ নহে ; কারণ, দীর্ঘিতিকার তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থে “প্রতিযোগিত্বাধিকং তু স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ” ইত্যাদি কথার দ্বারা প্রতিযোগিত্বকে স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ বলিয়াছেন ; সুতরাং প্রতিযোগিত্বকে অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকার করা যায় না ।

প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিস্বরূপ বলিলে কতি কি ? উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিস্বরূপ বলিলে “বহিঃশুমোভয়বান্”

ইত্যাদি স্থলে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সর্বত্রই লক্ষণ সমন্বয় অসম্ভব হইয়া যাইবে। “বহিমান্ ধূমাং” স্থলে ঘটপটাদির অভাব হেত্বধিকরণে ধরিয়া ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয়; প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিস্বরূপ বলিলে এরূপ ক্ষেত্রে ঘটাব্যবহাতির প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগিস্বরূপ, অর্থাৎ ঘটস্বরূপ হইবে। এখন, ঘটত্ব যেরূপ ঘটে থাকে, সেইরূপ দ্রব্যত্ব, সমবেতত্ব, জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতিও ঘটে থাকে (ঘট দ্রব্য বলিয়া ঘটে দ্রব্যত্ব থাকে, ঘট সমবেত পদার্থ বলিয়া ঘটে সমবেতত্ব থাকে, ঘট জ্ঞেয় বস্তু বলিয়া ঘটে জ্ঞেয়ত্ব থাকে); কলে ঘটাব্যবহাতির প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যেরূপ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন, সমবেতত্বাবচ্ছিন্ন, জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইহারও ঘটাব্যবহাতির প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হয়। পর্যন্ত, গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতিতেও দ্রব্যত্ব, সমবেতত্ব, জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি থাকিয়া যাওয়ার কলে পর্যন্তাদি হেত্বধিকরণ দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন সমবেতত্বাবচ্ছিন্ন, জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রভৃতির অনধিকরণ হয় না, কলে হেত্বধিকরণ পর্যন্তাদিতে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের প্রসিদ্ধিই হয় না; এবং সমস্ত সন্ধেতুস্থলেই এইরূপে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি ঘটিয়া যাওয়ার সন্ধেতুস্থলে সর্বত্রই লক্ষণ সমন্বয় অসম্ভব হইয়া যাইবে। সেইজন্য প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিস্বরূপ বলিতে পারা যায় না।

প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপও বলা যায় না, ইহাতেও দোষ হয়। প্রতিযোগিত্ব যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ হয়, তাহা হইলে, সমবায়সম্বন্ধে বহিকে সাধ্য ধরিয়া সংযোগসম্বন্ধে ধূমকে হেতু ধরিলে সেই স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। সমবায়সম্বন্ধে ‘বহি’ সাধ্য, এবং সংযোগসম্বন্ধে ‘ধূম’ হেতু হইলে স্থলটি অসন্ধেতুস্থল হয়; কারণ সমবায়সম্বন্ধে ‘বহি’ বহ্যবস্তুবে থাকে, সংযোগসম্বন্ধে ধূমাদিকরণ পর্যন্তাদিতে থাকে না, কলে ‘ধূম’ হেতুটি সাধ্য-ব্যভিচারী হইয়া যাওয়ার স্থলটি অসন্ধেতুস্থল হয়। এখন, সমবায়সম্বন্ধে বহ্যভাবের (সাধ্যভাবের) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিত্ব’, প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ হওয়ার প্রতিযোগিত্বও হইল ‘বহিত্ব’; ঠিক এইভাবেই সংযোগসম্বন্ধেও বহ্যভাবের প্রতিযোগিত্ব (প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ বলিয়া) হইল ‘বহিত্ব’; এই দুই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অভাবীর বহিত্বস্বরূপ যে প্রতিযোগিত্ব তাহা কিন্তু ভিন্ন বা পৃথক নহে, ইহার এক বা অন্তঃ, কেননা, উভয়ই হইল ‘বহিত্ব’, বহিত্বরূপে ইহার অভিন্ন।

এইরূপ হইলে সংযোগসম্বন্ধে বহিঃপ্রাবচ্ছিন্নের অধিকরণ হেত্বধিকরণ পরীতাদি হওয়ায় সমবায়সম্বন্ধে বহ্যভাবীয় প্রতিযোগিতা যে বহিঃ সেই বহিঃপ্রাবচ্ছিন্নেরও অধিকরণ পরীতাদি হইয়া যায় ; অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে বহ্যভাবীয় বহিঃস্বরূপ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকীভূত সংযোগসম্বন্ধে বহিঃপ্রাবচ্ছিন্নের আধেয়ত্বপ্রতিযোগিক অধিকরণতা হেত্বধিকরণ পরীতাদিতে থাকিয়া যায় ; সমবায়সম্বন্ধে বহ্যভাবরূপ সাধ্যাভাব অসদ্ব্যবস্থায় হেত্বধিকরণে ধরা সম্ভব ইহাতে না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যায় । এস্থলে সংযোগ এবং সমবায় এই উভয় সম্বন্ধে বহ্যভাব ধরিয়াই তদভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বহিঃ করা হইয়াছে, এবং তদ্বারা উক্ত স্থলে অতিব্যাপ্তি প্রদানও সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু যদি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ একরূপ বলা যায়, তাহা হইলে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধে, অর্থাৎ এস্থলে সমবায়সম্বন্ধে, বহ্যভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ পরীতাদিতে থাকে, এবং ইহাতে হেত্বধিকরণে বহ্যভাবরূপ সাধ্যাভাব গ্রহণ সম্ভব হওয়ায় এই অসদ্ব্যবস্থায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না, অতিব্যাপ্তিটি বারণ হইয়া যায় । কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিয়া এস্থলের অতিব্যাপ্তি এইভাবে বারণ হইলেও সংযোগসম্বন্ধে ‘বহিঃ’কে সাধ্য এবং ‘ধুমঃ’কে হেতু করিলে সেস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় । কারণ, সংযোগসম্বন্ধে “বহিঃমান ধূমাং” স্থলে হেত্বধিকরণ পরীতাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বহ্যভাবীয় প্রতিযোগিতা যে ‘বহিঃ’ সেই বহিঃপ্রাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব থাকিয়া যায়, এক্ষেত্রে এই সমবায়সম্বন্ধে হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ ; এইরূপে হেত্বধিকরণ পরীতাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বহিঃরূপ প্রতিযোগী থাকিয়া যাওয়ায় হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হয় বলিয়া এবং এই সাধ্যাভাব (বহ্যভাব) প্রতিযোগিব্যতিকরণ অভাব হওয়ায় এই সদ্ব্যবস্থায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় । সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্যভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ প্রতিযোগিতা যে বহিঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাস্বরূপ বহিঃও সেই বহিঃ ; বহিঃস্বটি যেরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধরূপে সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, সেইরূপ সংযোগসম্বন্ধের দ্বারাও বহিঃস্বটি অবচ্ছিন্ন । এইজন্যই এস্থলেও অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় ।

তাহা হইলে, এইভাবে ‘প্রতিযোগিতা’ বহিঃ প্রতিযোগিতাস্বরূপ বা প্রতি-

‘প্রতিযোগিতা’ পদার্থটির প্রকৃত স্বরূপ কি ? ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রতিযোগিতাটি প্রতিযোগিতা-স্বরূপ বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ বাহাই হউক না কেন, ব্যবহারের দ্বারাই প্রতিযোগিতা পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। কোনো অভাবের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ঘটাব্যবস্থা, বা পটাব্যবস্থা, বা মণ্ডাব্যবস্থা প্রতিযোগিতাদি স্থলে, অর্থাৎ এইরূপ কোনো যৎকিঞ্চিৎ অভাবের ক্ষেত্রে, কেনচিৎ ধর্মের দ্বারা, অর্থাৎ ঐ ঐ অভাবের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মের দ্বারা এবং কোনো সম্বন্ধের দ্বারাই প্রতিযোগিতাটি অবচ্ছিন্ন হইবে, কিন্তু সমস্ত ধর্মের দ্বারা বা সমস্ত সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে না ; ব্যবহার অনুসারেই এইরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে ধর্ম স্বাভাবিক সেই যৎকিঞ্চিৎ ধর্মের দ্বারা, যথা, ঘটাব্যবস্থায় ‘ঘটন’ ধর্মের দ্বারা, কিন্তু দ্রব্যত্ব, জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা নহে, এবং কেনচিৎ সম্বন্ধের দ্বারা, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে অভাবাদি হইবে ব্যবহার অনুসারে সেই অভাবস্থলে সেই সম্বন্ধকেই স্বাভাবিকভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপে গ্রহণ করিয়া সেই যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধের দ্বারা, যথা, সংযোগসম্বন্ধে ঘটাব্যবস্থায় সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা, সমবায়সম্বন্ধে ঘটাব্যবস্থায় সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা, কিন্তু অগ্নি সম্বন্ধের দ্বারা নহে, প্রতিযোগিতাটি অবচ্ছিন্ন বৃত্তিতে হইবে ; কারণ, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহুভাবের প্রতিযোগিতা ও সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহুভাবের প্রতিযোগিতা এক নহে, এবং এরূপ ব্যবহারও হয় না। সুতরাং ব্যবহার অনুসারেই প্রতিযোগিতাটির স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। এই কারণেই ব্যাপ্তির লক্ষণে বলিতে হইবে—ঘটাব্যবস্থা যৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ঘটাব্যবস্থা যৎপ্রতিযোগিতানিরূপিত অবচ্ছেদকীভূতধর্মাবচ্ছিন্নের, অর্থাৎ বাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অসম্বন্ধিত্ব, অর্থাৎ অনধিকরণত্ব হেতুধিকরণে থাকিবে, তদাব্যবস্থা তৎপ্রতিযোগিতানিরূপিত অবচ্ছেদকতত্ত্বত্ব, অর্থাৎ তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব, সাধ্যতাবচ্ছেদকে থাকিতে হইবে ; ‘প্রতিযোগিতা’ পদের এই প্রকার অর্থ লাভের জন্যই ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘যৎপ্রতিযোগিতা’ না বলিয়া ‘বাদৃশপ্রতিযোগিতা’ এইরূপ বলা হইয়াছে।

সুতরাং প্রতিযোগিতাকে প্রতিযোগিতাস্বরূপ বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপে যে অর্থেই গ্রহণ করা হউক না কেন ব্যবহার অনুসারেই আলোচ্যস্থলে তাহার স্বরূপ নির্ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ হইলে বলা যায় যে,

প্রতিযোগিত্ব যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ হয়, তাহা হইলে, ব্যাপ্তির লক্ষণে যদ্যভাবীর বাদুশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপে তদ্যভাবীর তাদুশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ না বলিয়া তদ্যভাবীর তাদুশ প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ এরূপ বলা হউক না কেন? বরং প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ বলিলে এইরূপ বলাই সমীচীন হইবে। কিন্তু এরূপ বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে, ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব’ এই নিবেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। লক্ষণের এই ব্যর্থতাপত্তি বারণের জন্যই জগদীশ বলিলেন—“ন চ, বাচ্যম্”—অর্থাৎ, এরূপ বলা যায় না। পুনরায়, প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ বলিলেও লক্ষণে “প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব” এইরূপ নিবেশ করিতে হইবে, অন্তর্ধায়, “বহিঃশুমোভয়বান্ বহুঃ” এই অসদ্ব্যবহারে অভিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়া যাইবে। এই স্থলে বহিঃশুমোভয়াভাবের অর্থাৎ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগিত্বটি বহিঃশুমোভয়ত্বস্বরূপ হওয়ার বহি এবং শুম উভয়েতেই প্রতিযোগিত্ব থাকে; এস্থলে হেতু হইল বহি, হেত্বধিকরণ ধরা হইল অয়োগোলক, হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে প্রতিযোগিত্বাত্মক বহির অধিকরণত্ব থাকে, অনধিকরণত্ব থাকে না, কলে এই অসদ্ব্যবহারে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ার অভিব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, সাধ্যাভাবের অর্থাৎ বহিঃশুমোভয়াভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিঃশুমোভয়ত্ব’, এই বহিঃশুমোভয়াবচ্ছিন্নের অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ অয়োগোলক হয় না, কারণ, ‘বহিঃশুম’ এতদুভয় একত্রে অয়োগোলকে থাকে না, কলে হেত্বধিকরণে এইভাবে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ার অভিব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না। লক্ষণে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ’ এইরূপ নিবেশের দ্বারা এই অভিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হইল। সুতরাং, লক্ষণে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব’ নিবেশের প্রয়োজনীয়তা আছে, এইরূপ নিবেশ ব্যর্থ নহে। ‘প্রতিযোগিত্ব’ সম্পর্কে এইরূপ বক্তব্য জগদীশ তর্কালঙ্কারের শুক্ল অভিমত, সেইজন্যই জগদীশ গ্রন্থে “ইতি অম্বদ্ব্যবহারঃ” এইরূপ বলা হইয়াছে।

দীর্ঘিতি—অত্র চ গ্রাহসামান্যধিকরণে হেতুর্বাচনঃ সম্বন্ধঃ
প্রবিষ্টন্তেন সম্বন্ধেন যো হেতুমান্ তত্র বর্তমানভূম্যভাবস্য, সাধ্যস্য চ
বাচনঃ সম্বন্ধঃ প্রবিষ্টঃ তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নায়ান্ত প্রতিযোগিতান্না অন-
বচ্ছেদকত্বং বোধ্যম্। তেন ধূমসমবায়িনিষ্ঠাভাবস্য সংযোগাবচ্ছিন্ন-
প্রতিযোগিতান্নাঃ ধূমসংযোগিনিষ্ঠাভাবস্য চ সমবায়াবচ্ছিন্নপ্রতি-
যোগিতান্না অবচ্ছেদকত্বেনাপি বহ্নিভস্য ন ক্ষতিঃ। যদা সাধ্যতা-
বচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্বং হেতুমতো বক্তব্যম্।

অনুবাদ : এবং এখানে গ্রাহসামান্যধিকরণে হেতুর যে রূপ সম্বন্ধ
প্রবিষ্টে (হইয়াছে) সেই সম্বন্ধে যে হেতুমান্ (অর্থাৎ হেতুধিকরণ) ওয়ার
বর্তমান অভাবের এবং সাধ্যের যে রূপ সম্বন্ধ প্রবিষ্ট তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতি-
যোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব ব্রূষিতে হইবে। তাহার দ্বারা ধূমসমবায়িনিষ্ঠ
সংযোগাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার এবং ধূমসংযোগিনিষ্ঠ সমবায়াবচ্ছিন্ন প্রতি-
যোগিতার অবচ্ছেদকত্ব বহ্নিতে থাকিলেও ক্ষতি নাই। অথবা, সাধ্যতা-
বচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব হেতুধিকরণে (থাকিবে) বলা যায়।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির মূল লক্ষণের শেষাংশে যে “.....তেন সমং তন্ত
সামান্যধিকরণম্ ব্যাপ্তিঃ” ইত্যাদি কথা আছে, অর্থাৎ লক্ষণে যে ‘সামান্য-
ধিকরণ্য’ কথাটি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাকেই এখানে অর্থাৎ দীর্ঘিতিগ্রহে
‘গ্রাহসামান্যধিকরণ্য’ বলা হইয়াছে; ‘অত্র’ অর্থাৎ এখানে, এই ‘অত্র’
কথার অর্থ হইল লক্ষণঘটকীভূত; অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে যে ‘সামান্যধিকরণ্য’
কথাটি গ্রহণ করা হইয়াছে সেই ‘সামান্যধিকরণ্য’ সম্পর্কেই এখানে বলা
হইয়াছে। অহুমিতি সম্ভব হইতে হইলে হেতুর সহিত সাধ্যের সামান্যধিকরণ্য
হেতুধিকরণে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ হেতুধিকরণ হইবে হেতু এবং সাধ্যের
সমান অধিকরণ; এই সমান অধিকরণে, অর্থাৎ সামান্যধিকরণে হেতুর
যে রূপ সম্বন্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছে সেই সম্বন্ধে, অর্থাৎ হেতু যে সম্বন্ধে হেতুধিকরণে
আছে সেই সম্বন্ধে, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে হেতুমান্, অর্থাৎ ঐ
হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বাহ্য হেতুধিকরণ হইবে সেই হেতুধিকরণে আছে যে
অভাব, সাধ্যের যে রূপ সম্বন্ধ উক্ত সামান্যধিকরণে প্রবিষ্ট হইয়াছে তৎ-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হেতুময়িষ্ঠ উক্ত অভাবী
প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব ব্রূষিতে হইবে; অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদক-

সম্ভাব্যছিন্ন হেতুমিষ্টাভাবীর সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্ভাব্যছিন্ন প্রতিবোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক লক্ষণের ঘটক হইবে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

এইরূপ হেতুতাবচ্ছেদকসম্ভাব্যছিন্ন হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবীর সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্ভাব্যছিন্ন প্রতিবোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক লক্ষণের ঘটক হইলে আর কোনো অনুবিধা হয় না। “বহিমান্ ধূমাং” এই প্রসিদ্ধ স্থলে হেতু ‘ধূম’ এবং সাধ্য ‘বহি’ উভয়েই সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে থাকে। কিন্তু হেতুর অধিকরণ যদি সমবায়সম্বন্ধে ধরা যায় তাহা হইলে সমবায়সম্বন্ধে হেতুর বা ধূমের অধিকরণ যে ধূমাবয়ব সেই ধূমাবয়বে বা হেত্বধিকরণে সংযোগসম্বন্ধে বহির অভাব থাকে। কলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যাওয়ার এই প্রসিদ্ধ সন্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। আরও, সংযোগসম্বন্ধে হেতু বা ধূম অবশ্যই পর্কতাহিতে থাকে; কিন্তু এই পর্কতাহিতে বা হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে বহির বা সাধ্যের অভাব অবশ্যই আছে, সুতরাং এইভাবে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যাওয়ার পুনরাঙ্ক এই সন্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিবোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিঃ’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল ‘বহিঃ’, কলে হেতুসমানাধিকরণে (হেতুমিষ্ট) অভাবীর প্রতিবোগিতা-নবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব না হওয়ার এই প্রসিদ্ধ স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু গ্রাহসামান্যধিকরণে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমিষ্ট অভাবীর সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্ভাব্যছিন্ন প্রতিবোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক লক্ষণের ঘটক হইলে আর ঐ প্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ ধরিতে হইবে বলিলে সমবায়সম্বন্ধে ধূমের বা হেতুর অধিকরণ ধূমাবয়বকে আর ধরা যাইবে না, সংযোগসম্বন্ধে (“বহিমান্ ধূমাং” স্থলে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, কেননা, এস্থলে গ্রাহসামান্যধিকরণে হেতু বা ধূম সংযোগসম্বন্ধেই প্রবিষ্ট হইয়াছে) পর্কতাহিকেই ধূমের অধিকরণ ধরিতে হইবে। এই পর্কতাহি হেত্বধিকরণে সংযোগসম্বন্ধে বহি থাকিয়া যাওয়ার সংযোগসম্বন্ধে পর্কতাহিতে ঘটাব্যবহার, পটাব্যবহার প্রভৃতি অভাবীর প্রতিবোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকে অর্থাৎ বহিঃ থাকে; আবার, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমিষ্ট অভাবীর প্রতিবোগিতাকে ধরিতে হইবে বলিলে পর্কতাহি হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে বহির বা সাধ্যের অভাব ধরিতে পারা যায় না (সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল

এখানে সংযোগ, কারণ, ‘বহিঃ’ সাধ্য এখানে গ্রাহ্যসামান্যধিকরণে সংযোগসম্বন্ধেই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে) ; সংযোগসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বহিঃ অভাব পর্ত্তাদিতে ধরা সম্ভব না হওয়ার হেতুধিকরণে ঘটাব্যবহিত্য প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে বা বহিঃকে থাকে না ; এইভাবে এই সঙ্কেতস্থলে হেতুধিকরণে সাধ্যতাব্যবহিত্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব থাকি সম্ভব না হওয়ার আর উক্ত উভয়প্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না । এইজন্যই দীপ্তিতিকার বলিলেন “ন ক্ষতি :” ইত্যাদি, অর্থাৎ, ধূমসমবায়িনিষ্ঠ অভাবের সংযোগাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার এবং ধূমসংযোগিনিষ্ঠ অভাবের সমবায়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব বহিতে থাকিলেও, অর্থাৎ এই উভয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ‘বহিঃ’ হইলেও ক্ষতি নাই ; ‘বাদৃশ’ শব্দের অনুপ্রবেশের দ্বারাই সমস্ত অন্বিধা দূর হয় ।

‘যদা’ ইত্যাদির দ্বারা দীপ্তিতিকার ব্যাপ্তির লক্ষণের অন্ত একটি কল্প অনুসরণ করিয়াছেন । ‘বাদৃশ’ ইত্যাদির দ্বারা না বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে প্রতিযোগিতার অসম্বন্ধিত্ব হেতুধিকরণে থাকিবে, হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে তদভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হেতুধিকরণে ধরিলেই লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হইবে । “বহিঃসাধ্যং ধূমাৎ” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে ঘটাব্যবহিত্য প্রতিযোগিতা যে ঘট, সেই ঘটের অসম্বন্ধিত্ব হেতুধিকরণ পর্ত্তাদিতে থাকে (অর্থাৎ, পর্ত্তাদিতে ঘটাব্যবহিত্য থাকায় বা ঘট না থাকায় ঘটের সম্বন্ধ থাকে না, অর্থাৎ পর্ত্তাদিতে ঘটের অসম্বন্ধিত্ব থাকে), অর্থাৎ এখানে সংযোগসম্বন্ধে ঘটাব্যবহিত্য (তদভাবীয়) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘ঘটত্ব’, এই ঘটত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘বহিঃ’ হইতে ভিন্ন, কলে তদভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরা সম্ভব হওয়ার লক্ষণ সমন্বয় হয়, এবং এই স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না । এইভাবে দীপ্তিতিকার এই প্রসঙ্গে অন্ত একটি উপায়ের কথা বলিলেন ।

জাগদীশী—গ্রাহ্যসামান্যধিকরণ্য ইতি, পরামর্শবিষয়সাধ্যসামান্যধিকরণ্য ইত্যর্থঃ । সম্বন্ধবিশেষেণৈব সাধ্যসাধনয়োঃ সামান্যধিকরণ্যজ্ঞানাৎ অনুমিতিস্তৎজ্ঞানপ্রতিবন্ধকতয়া এব বিরোধস্ত হেত্বে-

ভাসমিতি মতেন ইদং । যদিচ যেন কেনাপি সম্বন্ধেন সাধ্যসাধনয়োঃ সামানাধিকরণ্যজ্ঞানাৎ অনুমিতিঃ, স্বব্যাপকসাধ্যসম্বন্ধিতামাত্র বা ব্যাপ্তিঃ, ব্যাপকত্বদলে সাধ্যসাধনয়োঃ সম্বন্ধবিশেষপ্রবেশাদেব অতি-
ব্যাপ্তিপ্রসঙ্গভঙ্গাদিতি বিভাব্যতে, তদা পরামর্শেন সাধনস্ত, অনুমিত্যা
চ সাধ্যস্ত, গ্রাহ্যং যৎপক্ষতাবচ্ছেদকেন সাক্ষং সামানাধিকরণ্যং, তত্র
প্রবিষ্টো যাদৃশঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থো বোধ্যঃ । ধূমবান্ বহ্নেরিত্যাদৌ মহা-
নসীমসংযোগেন সন্ধেতৌ সংযোগমাত্রেন তত্ত্বস্তামাদায় অব্যাপ্তিঃ, এবং
দ্রব্যত্বসাধ্যকে ঘটাস্থযোগিকসমবায়সম্বন্ধেন সত্তাদিহেতৌ সমবায়মাত্রেন
হেতুমস্তামাদায় অপি ইত্যতো ‘যৎসম্বন্ধ’ ইত্যপহায় ‘যাদৃশসম্বন্ধ’ ইত্যা-
ক্তম্ । সাধ্যস্য চ ইতি, গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে প্রবিষ্ট ইতি অর্থঃ ।
ধূমাধিকরণে তত্ত্বৎসংযোগেন বহ্ন্যভাবসম্বন্ধং বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ
অব্যাপ্তিরতো ‘যাদৃশ’ ইত্যুক্তম্ ।

অনুবাদ : গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্য ইত্যাদি, পরামর্শবিষয় সাধ্যসামানা-
ধিকরণ্য ইত্যাদি অর্থ । সম্বন্ধবিশেষের দ্বারাই সাধ্যসাধনের সামানাধি-
করণ্য জ্ঞান হওয়ায় অনুমিতি (হয়), তদজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতার দ্বারাই
বিরোধের হেতুভাসত্ব (হয়), এই মতের দ্বারা ইহা (বলা হইল) । যদিও
যে কোনও সম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যসাধনের সামানাধিকরণ্য বশতঃ অনুমিতি
(হয়), অথবা স্বব্যাপক সাধ্যসম্বন্ধিতামাত্র (হইল) ব্যাপ্তি, ব্যাপকত্বদলে
সাধ্য-সাধনের সম্বন্ধবিশেষ প্রবেশের দ্বারাই অতিপ্রসঙ্গ ভঙ্গ হয়, এইরূপ চিন্তা
করা যায় ; তাহা হইলেও পরামর্শের দ্বারা হেতুর, এবং অনুমিতির দ্বারা
সাধ্যের পক্ষতাবচ্ছেদকের সহিত যে গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্য (হয়) তদ্বায়
যাদৃশ সম্বন্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ অর্থ বৃত্তিতে হইবে । “ধূমবান্ বহ্নেঃ”
ইত্যাদিতে মহানসীম সংযোগসম্বন্ধে সন্ধেতুতে সংযোগমাত্রের দ্বারা হেতুমত্ব
গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি (হয়), এবং দ্রব্যত্ব সাধ্যকে ঘটাস্থযোগিক সমবায়-
সম্বন্ধে সত্তাদি হেতুতে সমবায়মাত্রের দ্বারা তত্ত্বত্ব গ্রহণ করিয়াও (অব্যাপ্তি)
হয়, সেজন্য ‘যৎসম্বন্ধ’ ইত্যাদি পরিহার করিয়া ‘যাদৃশসম্বন্ধ’ ইত্যাদি উক্ত
(হইয়াছে) । ‘সাধ্যস্ত চ’ ইত্যাদি ‘গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে প্রবিষ্ট’
ইত্যাদির সহিত অর্থ (হইয়াছে) । ধূমাধিকরণে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধের

দ্বারা বহ্যভাবে থাকায় “বহির্মান ধূমাৎ” ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি (হয়),
সেজন্য “বাদৃশ” ইত্যাদি উক্ত (হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা : ‘গ্রাহ্যসামান্যিকরণ্য’ ইত্যাদি দীর্ঘিতিগ্রহ ব্যাখ্যা করা
হইতেছে। ‘গ্রাহ্যসামান্যিকরণ্য’ কথার অর্থ হইল পরামর্শবিষয়ীভূত সাধ্য-
সাধনের সামান্যিকরণ্য। সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষের যে জ্ঞান তাহাই
হইল পরামর্শ বা পরামর্শজ্ঞান ; এই পরামর্শই হইল অহুমিতির কারক, যথা,
‘বহির্ব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পৰ্বতঃ’ এই পরামর্শজ্ঞানের দ্বারাই পৰ্বতে বহির
অহুমিতি সম্ভব হয়। এইরূপ পরামর্শজ্ঞানের মধ্যে হেতু ও সাধ্যের
সামান্যিকরণ্যের জ্ঞান আছে। পরামর্শজ্ঞানের বিষয়ীভূত হেতু-সাধ্যের যে
সামান্যিকরণ্য সেই সামান্যিকরণ্যের কথাই এখানে বলা হইতেছে, ইহা
অন্ত জ্ঞানের বা সামান্ত্যতঃ জ্ঞানের বিষয়ীভূত সামান্যিকরণ্য নহে। সম্বন্ধ-
বিশেষের দ্বারা সাধ্য ও হেতুর সামান্যিকরণ্যের জ্ঞান হইলে অহুমিতি
সম্ভব হয় ; ‘সম্বন্ধবিশেষ’ কথার অর্থ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এবং হেতু-
তাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ; যে কোনো সম্বন্ধের দ্বারা হেতু ও সাধ্যের সামান্যিকরণ্য
হইলেই অহুমিতি সম্ভব হয় না ; সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যের সহিত হেতু-
তাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুর সামান্যিকরণ্য হইলেই অহুমিতি সম্ভব হয়। কিন্তু,
এইরূপ সামান্যিকরণ্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধকজ্ঞান থাকিলে অহুমিতি সম্ভব হয়
না, অহুমিতির বিরোধ হয় ; অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যের সহিত
হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুর সামান্যিকরণ্য না ধরিয়া অন্য প্রকারসম্বন্ধের
দ্বারা সামান্যিকরণ্য চিন্তা করিলে অহুমিতি হয় না, এবং অহুমিতি না
হওয়ার জন্য হেত্বাভাস হয়, এই হেত্বাভাসকে বিরোধ-হেত্বাভাস বলে।
এইজন্যই, অর্থাৎ এইপ্রকার দোষের আশঙ্কা নিরাকরণের জন্যই ‘ইদং’
অর্থাৎ “অত্র চ গ্রাহ্যসামান্যিকরণ্যো” ইত্যাদি দীর্ঘিতিগ্রহের অবতারণা ;
অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষের দ্বারাই হেতু-সাধ্যের সামান্যিকরণ্য চিন্তা করিয়া
অহুমিতি করিতে হইবে, এইরূপ বক্তব্যের উদ্দেশ্যেই এই প্রসঙ্গ উদ্ভূত
হইয়াছে। এখানে বলা বাইতে পারে যে, যে কোনো সম্বন্ধের দ্বারা হেতু-
সাধ্যের সামান্যিকরণ্যজ্ঞান হইতে, অথবা ব্যাপক (অর্থাৎ হেতুব্যাপক,
‘হ’ অর্থে হেতু) সাধ্যসম্বন্ধিতামাত্ররূপ যে ব্যাপ্তি তাহা হইতে অহুমিতি
হইতে পারে। যথা, “বটদ্ববান্ পটদ্বাৎ” এই অসম্বন্ধেই হলে হেত্বিকরণ পটে
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধবিসম্বন্ধে “বটদ্ব”র বা সাধ্যের অভাব থাকায় সাধারণ-

ভাবে লক্ষণ সম্বয় হয় না, কিন্তু কালিকসম্বন্ধে ‘ঘটক’ এবং ‘পটক’ একই অধিকরণে থাকিতে পারে, অর্থাৎ ইহাদের সামান্যাদিকরণ্য কালে বা অন্ত কোনো জন্ত দ্রব্যে থাকিতে পারে ; আবার, এই কালিকসম্বন্ধে পটকের ব্যব্যাপক সাধ্যসম্বন্ধিত্বও সম্ভব হইতে পারে ; এবং কালিকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ পটে ‘ঘটক’ বা সাধ্যও থাকিতে পারে ; এবং এইরূপ হইলে অসদ্ব্যবহারে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ার অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় । কিন্তু ব্যাপকসম্বন্ধে, অর্থাৎ ব্যাপকসম্বন্ধের মধ্যে হেতু-সাধ্যের সম্বন্ধবিশেষ নিবেশ করিলে আর এইরূপ অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি হয় না । হেতুভাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণসম্বন্ধটি, এবং সাধ্যভাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধটি যে ব্যাপকসম্বন্ধ, সেই ব্যাপকসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশেষ, অর্থাৎ সাধ্য-ভাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এবং হেতুভাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, এই দুই সম্বন্ধ নিবেশ করিলে যে কোনো সম্বন্ধে হেতু-সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্য চিন্তা করা সম্ভব হইবে না, সেজন্য উক্ত প্রকার অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকিবে না ; এই ভাবেই বিষয়টি চিন্তা করিতে হইবে, অর্থাৎ পরামর্শের দ্বারা হেতুর এবং অহুমিতির দ্বারা সাধ্যের পক্ষভাবচ্ছেদকের সহিত সামান্যাদিকরণ্য বৃত্তিতে হইবে । “বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে ‘সংযোগেন বহির্ব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্বতঃ’ এই পরামর্শজ্ঞান থাকে, এই পরামর্শে সংযোগসম্বন্ধটি সামান্যাদিকরণ্যের দ্বারাই পর্বতে ধূমের প্রতীতি হয় ; পরামর্শসম্বন্ধটি এই সম্বন্ধের দ্বারা, এস্থলে সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা, পক্ষভাবচ্ছেদকের সহিত হেতুর সামান্যাদিকরণ্য বৃত্তিতে হইবে । অপরদিকে, ‘সংযোগেন পর্বতো বহিমান্’ এই অহুমিতিতে সংযোগসম্বন্ধের দ্বারাই পর্বতে বহির প্রতীতি হয় ; অহুমিতিতে এই সম্বন্ধের দ্বারা, এস্থলে সংযোগ-সম্বন্ধের দ্বারা পক্ষভাবচ্ছেদকের সহিত সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্য বৃত্তিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যেই দীর্ঘিতিগ্রন্থে “বাদৃশঃ সম্বন্ধঃ” ইত্যাদিরূপ বলা হইয়াছে ; ‘বাদৃশঃ সম্বন্ধঃ’ হইল বেক্রম সম্বন্ধ, অর্থাৎ হেতুর ক্ষেত্রে পরামর্শ-সম্বন্ধটি সম্বন্ধ, এবং সাধ্যের ক্ষেত্রে অহুমিতিসম্বন্ধটি সম্বন্ধের দ্বারাই পক্ষভা-বচ্ছেদকের সহিত ইহাদের (হেতু-সাধ্যের) সামান্যাদিকরণ্য বৃত্তিতে হইবে । এই অভিপ্রায়েই ‘বাদৃশঃ সম্বন্ধঃ’ অর্থাৎ বেক্রম সম্বন্ধ বলা হইয়াছে । “ধূমবান্ বহুঃ” এই স্থলে হেতুকে অর্থাৎ বহিকে মহানগীর সংযোগসম্বন্ধে (বা এইরূপ কোনো বিশেষ সম্বন্ধে) বসিলে স্থলটি সন্দেহভূত হয় ; কারণ, মহানগীর সংযোগসম্বন্ধে বহি কেবলমাত্র মহানসেই থাকিবে অতএব থাকিবে না, কিন্তু

ধূম মহানস ভিন্ন অন্তঃপ্রৱণ থাকিবে (কারণ, ধূমকে কোনো বিশেষ সম্বন্ধে ধরা হয় নাই) কলে ধূম বা এতুলে সাধ্য ব্যাপক হইয়া যাওয়ার স্থলটি সঙ্কেত-স্থল হইবে। এই সঙ্কেতস্থলে সংযোগমাত্রের দ্বারা, অর্থাৎ সামান্ত্রতঃ সংযোগসম্বন্ধে যদি হেত্বধিকরণকে ধরা হয়, অর্থাৎ সামান্ত্রতঃ সংযোগসম্বন্ধ-বচ্ছিন্ন হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতা যদি ধরা হয়, তাহা হইলে হেত্ব-ধিকরণ বা বহ্যধিকরণ অরোগোলকে ধূমের অভাব সামান্ত্রতঃ সংযোগসম্বন্ধে ধরা যাইবে, এবং তাহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব অর্থাৎ ধূমাভাব ধরা সম্ভব হওয়ার এইপ্রকার সঙ্কেতস্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। “দ্রব্যত্ববান্ সত্বাৎ” এই স্থলেও হেতুকে বা সত্তাকে ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে ধরিলে স্থলটি সঙ্কেতস্থল হইবে। ঘটানুযোগিক সত্তা বলিতে ঘটে যে সত্তা আছে সেই সত্তাই গ্রহণ করিতে হইবে, গুণ-কর্ম বা অন্তঃপ্রবণ যে সত্তা আছে তাহা শুদ্ধ সমবায়সম্বন্ধে আছে, ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে নাই, সুতরাং সেই সত্তাকে গ্রহণ করা যাইবে না ; এই কারণে ‘দ্রব্যত্ব’ সাধ্য ঘটানুযোগিক সত্তার ব্যাপক হইয়া যাওয়ার স্থলটি সঙ্কেতস্থল হইয়া যাইবে। ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে সত্তাকে হেতু ধরিলে হেত্বধিকরণ হইবে ঘট (কারণ, ঘটে যে সত্তা থাকে কেবলমাত্র সেই সত্তাই ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এবং সেই সত্তাকেই হেতু ধরা হইয়াছে) ; এই হেত্বধিকরণ ঘটে সামান্ত্রতঃ সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব থাকে না, (দ্রব্যত্বকে ঘটে থাকিতে হইলে ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে থাকিতে হইবে, কেননা, ঘটে কাহাকেও থাকিতে হইলে তাহাকে ঘটানু-যোগিক সম্বন্ধেই থাকিতে হইবে, সামান্ত্রতঃ সম্বন্ধে থাকিলে চলিবে না), এইরূপে হেত্বধিকরণে সামান্ত্রতঃ সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ার এইরূপ সঙ্কেতস্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু বাদৃশ সম্বন্ধে হেত্ব-ধিকরণনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতা বলিলে ঐরূপ অব্যাপ্তি হয় না। বাদৃশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণকে ধরিলে “ধূমবান্ বহেঃ” স্থলটিতে মহানসীয় সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ মহানসে সামান্ত্রতঃ ধূমাভাব ধরা যায় না, কারণ, মহানসে ধূম থাকিয়াই যায় ; ঠিক এইভাবেই ‘বাদৃশ সম্বন্ধ’ বলিলে “দ্রব্যত্ববান্ সত্বাৎ” স্থলে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ ঘটানু-যোগিক সমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ ঘটে দ্রব্যত্বের অভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব ধরা যায় না ; কারণ, দ্রব্যত্ব সামান্ত্রতঃ সমবায়সম্বন্ধে ঘটে না থাকিলেও ঘটানু-যোগিক সমবায়সম্বন্ধে ঘটে অবশ্যই থাকে, কলে হেত্বধিকরণ ঘটে দ্রব্যত্বাত্মক

বা সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ার এই সন্দেহস্থলে আর অব্যাপ্তি হয় না। এইরূপে এই দুইটি স্থলে যাদৃশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণকে গ্রহণ করার অব্যাপ্তি হইল না। এই কারণেই ‘সংসদ্ব’ অর্থাৎ যে কোনো সম্বন্ধ না বলিয়া দীধিতিকার ‘যাদৃশ সম্বন্ধ’ অর্থাৎ যেকোন সম্বন্ধ (অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ইত্যাদি যেকোন সম্বন্ধ) এইরূপ কথা বলিলেন।

দীধিতিগ্রন্থের ‘সাধ্যস্ত চ’ ইত্যাদি কথা ঐ স্থলের ‘গ্রাহ্যসামান্যাদিকরণ্যে প্রবিষ্টঃ’ ইত্যাদির সহিত অম্বয় করিতে হইবে ; অর্থাৎ, দীধিতিগ্রন্থে ‘গ্রাহ্য-সামান্যাদিকরণ্যে হেতোর্যাদৃশঃ সম্বন্ধঃ প্রবিষ্টঃ’ ইত্যাদি যেরূপ বলা হইয়াছে সেইভাবেই ‘গ্রাহ্যসামান্যাদিকরণ্যে সাধ্যস্ত চ যাদৃশঃ সম্বন্ধঃ প্রবিষ্টঃ’ ইত্যাদি বলিতে হইবে। যাদৃশ সম্বন্ধে অর্থাৎ যেরূপ সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে সাধ্যের প্রবেশ হইয়াছে সেই সম্বন্ধে সাধ্যকে না ধরিলে যেরূপ ‘বহিমান্ ধূমাৎ’ স্থলে হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে বহির বা সাধ্যের অভাব সম্ভব হয়, ঠিক সেই-ভাবেই একই স্থলে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হয়। যথা, হেত্বধিকরণ পর্ত্ত হইলে সেই হেত্বধিকরণে মহানসীম সংযোগ-সম্বন্ধে বা চত্বরীয় সংযোগসম্বন্ধে বহির অভাব ধরা সম্ভব হইতে পারে, ইহার দ্বারা হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যাওয়ার সন্দেহস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কিন্তু যাদৃশ সম্বন্ধে সাধ্যকে ধরিতে হইবে বলিলে এস্থলে সংযোগদ্ব-বিশিষ্ট সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যকে বা ‘বহি’কে ধরিতে হইবে ; এইরূপ যাদৃশ সম্বন্ধে বা সংযোগদ্ববিশিষ্ট সংযোগসম্বন্ধে বলিলে মহানসীম বা চত্বরীয় সংযোগসম্বন্ধে বহির বা সাধ্যের অভাব পর্ত্তরূপ হেত্বধিকরণে ধরা সম্ভব হইবে না, কারণ, মহানসীম, চত্বরীয়, পর্ত্তীয় প্রভৃতি সমস্ত সংযোগই সংযোগদ্ববিশিষ্টসংযোগ। হেত্বধিকরণে সাধ্যের ‘যাদৃশঃ সম্বন্ধঃ প্রবিষ্টঃ’ ইত্যাদি কথার দ্বারাই এইরূপ অব্যাপ্তি বারণ হয়, এইজন্যই ‘যাদৃশঃ’ ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

এই দীধিতিগ্রন্থের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে যাইলে প্রায় হয়—হেতু-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমান্ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবহির প্রতিযোগিতা, এই বলিলেই হইত, “গ্রাহ্যসামান্যাদিকরণ্যে” ইত্যাদি গুরুতরভাবে কেন দীধিতিকার বলিলেন ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ‘সাধ্যসামান্য-ধিকরণ্য’ কথার অর্থ হইল সাধ্যাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা ; এই সাধ্যাধিকরণ

এবং বৃত্তিতা যদি বিশেষ কোনো সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করা হয় তাহা হইলে বিরোধের হেতুভাসম্বন্ধ থাকে না, কারণ, সাধ্যাসামান্যাদিকরণ্যই হইল বিরোধ, এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্বরূপেই বিরোধের হেতুভাসম্বন্ধ স্বীকৃত। যথা, “ঘটত্ববান্ পটত্বাৎ” স্থলে ঘটত্বাদিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব-জ্ঞান পটত্বে থাকার কালে ঘটত্বাদিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বরূপ সামান্যাদিকরণ্য-জ্ঞান (অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান) হয় না, কালে ‘ঘটত্ববান্’ এই অল্পমিতিও হয় না। এস্থলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটত্বের অধিকরণতা-নিরূপিত সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব পটত্বে ধরিলেই অসামান্যাদিকরণ্য থাকিবে; কিন্তু কালিকসম্বন্ধে ঘটত্ব-দিকরণ-নিরূপিত কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিলে ঘটত্বসামান্যাদিকরণ্য পটত্বে থাকিবে, ইহাতে ঘটত্বের অসামান্যাদিকরণ্য পটত্বে থাকিতে পারে না বলিয়া ঘটত্বসামান্যাদিকরণ্যরূপ বিরোধের হেতুভাসম্বন্ধও থাকে না। অতএব, সাধ্যাদিকরণ ও তদ্বিরূপিত বৃত্তিতাকে সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; সেই সম্বন্ধবিশেষই দীধিতিকার “গ্রাহ্যসামান্যাদিকরণ্যে” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন।

এক্ষেত্রে অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, সাধ্যাসামান্যাদিকরণ্যকে বিরোধ না বলিয়া সাধ্যব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী যে হেতু, সেই হেতুকে যদি বিরোধ বলা যায় তাহা হইলে সামান্যাদিকরণ্যে কোনো সম্বন্ধ নিবেশ না করিলেও চলে। “ঘটত্ববান্ পটত্বাৎ” এই বিরোধস্থলে সাধ্য হইল ‘ঘটত্ব’, এই ‘ঘটত্ব’রূপ সাধ্য ঘটে আছে, ঘটে পটত্বাভাব নিরত, অর্থাৎ সকল সময়ে থাকে, কালে ঘটত্বের ব্যাপকীভূত অভাব পটত্বাভাব হয়। এই অভাবের প্রতিযোগিত্ব পটত্বে আছে, সুতরাং ঘটত্বব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্ব ‘পটত্ব’ হেতুতে আছে; সেই জ্ঞান, অর্থাৎ ঘটত্বব্যাপকীভূত অভাবীর প্রতিযোগিত্বজ্ঞান ‘ঘটত্ববান্’ অল্পমিতির প্রতিবন্ধক হয়, কারণ, ‘ঘটত্ব’রূপ সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী যে হেতু, অর্থাৎ ‘পটত্ব’, সেই হেতুমান্ পক্ষ-পরামর্শের পর আর ‘ঘটত্ববান্’ অল্পমিতি হইতে পারে না, সুতরাং সামান্য-দিকরণ্যাদিতে সম্বন্ধ প্রবেশের প্রয়োজন নাই; অর্থাৎ সাধ্যাসামান্যাদিকরণ্যে সম্বন্ধবিশেষ নিবেশ না করিয়া বলা যায়, “স্বব্যাপকসাধ্যসম্বন্ধিতামাত্রং ব্যাপ্তিঃ”। ‘স্ব’ পদ হইল হেতু, হেতুব্যাপক যে সাধ্য, অর্থাৎ হেতুঘটিত প্রতিযোগিব্যাদিকরণ্যভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যভাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে সাধ্য, সেই সাধ্যসম্বন্ধিত্বই হইল ব্যাপ্তি। এইরূপ বক্তব্যের বিকল্পে বলা যায়

যে, সাধ্যসামান্যাদিকরণে সম্বন্ধবিশেষ নিবেশ না করিয়া বা সাধ্যসম্বন্ধিত্বকে সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা নিরসিত না করিয়া যদি যে কোনো সম্বন্ধে ধরা হয়, তাহা হইলে, সাধ্যাদিতে কোনো বিশেষ সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত না হওয়ার এক সম্বন্ধে সামান্যাদিকরণ্যজ্ঞান হইয়া অল্প সম্বন্ধে সাধ্যাহুমিতির আপত্তি হইতে পারে। পূর্বোক্ত প্রকার বস্তুব্যয়ের বিরুদ্ধে এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্যাপকত্ববলে অর্থাৎ “ব্যাপকসাধ্যসম্বন্ধিতামাত্রঃ ব্যাপ্তিঃ” এই লক্ষণে তদ্ব্যগ্ৰীভাব (হেতুব্যগ্ৰীভাব) প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকস্বরূপ ব্যাপকত্ব মধ্যে যে হেতুমান্ সেই হেতুমতে যে সম্বন্ধ প্রবিষ্ট আছে সেই সম্বন্ধে হেতুমান্, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমান্, এবং প্রতিযোগিতাটি যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, নিবেশ করিলেই অল্প সম্বন্ধে সাধ্যাহুমিতির আপত্তি (অর্থাৎ অতিপ্রসঙ্গজনিত আপত্তি) আর করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইল, এইভাবে বিষয়টির সমাধান সম্ভব হইলে দীর্ঘিতিকারের “গ্রাহ্যসামান্যাদিকরণে হেতোর্বাদ্ধসম্বন্ধঃ প্রবিষ্টঃ” ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য কি? ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, যদি পূর্বোক্তরূপে চিন্তা করা হয়, তাহা হইলে, পরামর্শের সহিত হেতুর, এবং অহুমিতির সহিত সাধ্যের গৃহীত যে পক্ষতাবচ্ছেদকের সহিত সামান্যাদিকরণ্য, তথায় যে সম্বন্ধের প্রবেশ হইয়াছে সেই সম্বন্ধে হেতুমান্, এবং সাধ্যের যে সম্বন্ধ প্রবেশ হইয়াছে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা নিবেশ করিতে হইবে। যথা, “সংযোগেন বহিঃব্যাপ্যধুমবান্ পর্কতঃ” এই পরামর্শে ধূমসামান্যাদিকরণ্য পক্ষতাবচ্ছেদকে অর্থাৎ পর্কতত্বে আছে; ধূমাদিকরণ হইল পর্কত, তাহাতে পর্কতত্ব আছে, সূত্রের সংযোগ-সম্বন্ধে ধূমাদিকরণবৃত্তিস্বরূপ সামান্যাদিকরণ্য পর্কতত্বে আছে, কলে পক্ষতাবচ্ছেদকের সহিত হেতুর সামান্যাদিকরণ্য সংযোগসম্বন্ধ প্রবিষ্ট হওয়ার “সংযোগেন হেতুমান্” বলিতে কোনো বাধা হয় না। এইভাবে “সংযোগেন পর্কতো বহিঃমান্” এই অহুমিতিতেও সংযোগসম্বন্ধে বহিঃসামান্যাদিকরণ্য পক্ষতাবচ্ছেদকে (পর্কতত্বে) থাকার কলে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা বলিতে আর কোন অন্ত্রবিধা হয় না। ইহাই দীর্ঘিতিগ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য। এ বিষয়ে অধিক বিস্তারের আর প্রয়োজন নাই।

জাগদীশী—তেন সম্বন্ধেন যো হেতুমানিত্যস্ত ফলমাহ ধূম-
সমবায়ীতি । প্রতিযোগিতায়া ইতি, অবচ্ছেদকত্বেহপি বহিষ্কৃত্য ন
ক্ষতিরিত্যর্থঃ । সাধ্যস্ত চেত্যাদে: ফলমাহ ধূমসংযোগীত্যাди । নম্
তাদাত্ম্যেন গবাদে: সাধ্যত্বে সান্নাদৌ অব্যাপ্তিস্তত্র সাধনবল্লিষ্ঠান্যোক্তা-
ভাবপ্রতিযোগিতায়া: সাধ্যতাবচ্ছেদক-তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বে মানা-
ভাবস্ত স্বয়মেব বৌদ্ধাধিকারটিপ্পত্তামুক্তত্বাৎ, এবং ধনী চৈত্রত্বাৎ
ইত্যাদৌ বৃত্তানিয়ামক-স্বস্বামিহাদিসম্বন্ধেন ধনাদে: সাধ্যতান্যামপি
তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাপ্রসিদ্ধিরত আহ, যদ্বিতি । যন্তু প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন তৎ বৈয়ধিকরণ্যং প্রবেশ্য পুন: প্রতি-
যোগিতায়া: সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ববিবক্ষায়াং গৌরবমতো ‘যদ্বা’
ইত্যাদিকল্প ইতি, তন্তুচ্ছং, সম্বন্ধান্তরাবচ্ছিন্নতত্তদনন্তপ্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদকভেদকূটঘটিতত্বেন ‘যদ্বা’ ইত্যাদিকল্পশ্চেব গুরুতরত্বাদিত্যাহ : ।

অনুবাদ : ‘তেন সম্বন্ধেন যো হেতুমান্’ ইত্যাদি ইহার কল বলা
হইতেছে—‘ধূমসমবায়ী’ ইত্যাদি । ‘প্রতিযোগিতায়া’ ইত্যাদি ‘অবচ্ছেদক-
ত্বেহপি বহিষ্কৃত্য ন ক্ষতি ;’ ইত্যাদির (সহিত) অর্থ (হইবে) । ‘সাধ্যস্ত চ’
ইত্যাদির কল বলা হইতেছে—‘ধূমসংযোগী’ ইত্যাদি । যদি বলা যায়,
তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গবাদির সাধ্যত্বে সান্নাদিতে অব্যাপ্তি (হয়), (কারণ),
সেস্থলে হেতুমিষ্ট অন্তোক্তাভাবপ্রতিযোগিতার সাধ্যতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্য-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের প্রমাণাভাব (হয়, তাহা) স্বয়ংই (দীর্ঘিতিকার নিজেই)
বৌদ্ধাধিকারটিপ্পনীতে বলিয়াছেন বলিয়া (অব্যাপ্তি হয়), এবং “ধনী
চৈত্রত্বাৎ” ইত্যাদিতে বৃত্তানিয়ামক স্বস্বামিহাদিসম্বন্ধে ধনাদির সাধ্য-
তাতেও তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বের অপ্রসিদ্ধি (হয়)—সেইজন্য বলা
হইল ‘যদ্বা’ ইত্যাদি । ষাহারা (বলেন) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে
তৎবৈয়ধিকরণ্যকে প্রবেশ করাইয়া পুনরায় সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব বলায়
গৌরব হয়, সেজন্য ‘যদ্বা’ ইত্যাদি কল্প (বলা হইল) ইত্যাদি, ষাহারা
(সেই মত) তুচ্ছ ; (কারণ) সম্বন্ধান্তরাবচ্ছিন্ন তৎ তৎ অনন্ত প্রতিযোগি-
তাবচ্ছেদক ভেদকূটঘটিতত্বের দ্বারা ‘যদ্বা’ ইত্যাদি কল্পেরই গুরুতরত্ব হয় ;
ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা : দীর্ঘিতিগ্রন্থের ‘ভেন সম্বন্ধেন যো হেতুমান্’ কথাটির তাৎপর্য ‘ধুমসমবারিনিষ্ঠাভাবস্ত সংযোগাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়াঃ’ ইত্যাদি কথার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; আবার, ‘সাধ্যস্ত চ’ ইত্যাদি কথার তাৎপর্য ‘ধুমসমবারিনিষ্ঠাভাবস্ত সংযোগাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়াঃ’ ইত্যাদি কথার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । (দীর্ঘিতিগ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে) । ‘সংযোগাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়াঃ’ এবং ‘সমবারাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতায়াঃ’ দীর্ঘিতিগ্রন্থের যে এই দুইটি ‘প্রতিযোগিতায়াঃ’ শব্দ আছে ইহাদের সহিত ‘অবচ্ছেদকত্বেহপি বহিঃস্থ ন কতিঃ’ এই কথার অর্থ হইবে ; অর্থাৎ ‘সংযোগাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়া অবচ্ছেদকত্বেহপি বহিঃস্থ ন কতিঃ’, এবং ‘সমবারাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়া অবচ্ছেদকত্বেহপি বহিঃস্থ ন কতিঃ’, এইরূপ হইবে ।

‘যথা’ ইত্যাদির দ্বারা দীর্ঘিতিকার যে ব্যাপ্তির লক্ষণের পৃথক একটি কল্পাসূরণ করিয়াছেন জগদীশ ‘নহু’ ইত্যাদি কথার দ্বারা তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতেছেন । সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব যে হেত্বধিকরণে আছে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীর প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া লক্ষণ সম্বয় করিতে হইবে — দীর্ঘিতিকারের ‘যথা’ প্রকল্পে ইহাই বলা হইয়াছে । এইরূপ হইলে “বহি-মান্ ধুমাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণ পর্ত্ততাদিতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে বহিরূপ প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব থাকে না বলিয়া (কারণ, বহিঃসংযোগসম্বন্ধে পর্ত্ততাদিতে থাকে) পর্ত্ততাদি হেত্বধিকরণে বহ্যতাব ধরা যায় না ; এবং সমবার প্রভৃতি সম্বন্ধ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ না হওয়ার সমবারাদি সম্বন্ধেও পর্ত্ততাদি হেত্বধিকরণে বহ্যতাব ধরা সম্ভব হইলেও সংযোগসম্বন্ধে বহির অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় না, সেজন্য প্রতিযোগিতাতে আর সাধ্য-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিতে হয় না, কলে হেত্বধিকরণে অভাবান্তর ধরিলেই লক্ষণ সম্বয় হইয়া যায় । আবার, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাব বলার সমবারসম্বন্ধে সুধাবরবকে হেত্বধিকরণরূপে ধরাও যাইবে না, পর্ত্ততাদিকেই হেত্বধিকরণরূপে ধরিতে হইবে, কলে লক্ষণ সম্বয়ের আর কোনো অনুবিধা হয় না । দীর্ঘিতিকারের ‘যথা’ প্রকল্পের তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য জগদীশ দুইটি স্থলের উল্লেখ করিয়াছেন ; “গোঃ সান্ন্যাবস্থাত্” এবং “যনী চৈত্রস্থাত্” এই দুইটি স্থলাসূরণের দ্বারা ‘যথা’ প্রকল্পের

যে বিশেষ তাৎপর্য আছে তাহা জগদীশ তর্কালঙ্কার বুঝাইতে চাহিয়াছেন। “গোঃ সান্নাবস্থাৎ” এই ব্যাপ্যবৃত্তি সত্ত্বেতুস্থলে সাধ্য হইল ‘গো’, হেতু ‘সান্নাবস্থাৎ’ এবং হেত্বধিকরণ হইল ‘সান্নাবৎ’, ‘গো’ সাধ্য হেত্বধিকরণ সান্নাবতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে, কলে এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। এখন, ব্যাপ্তির লক্ষণ অনুসারে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব ধরিতে হইলে এস্থলে সেক্ষপ অভাব ধরা যায় না; কারণ অত্যন্তাভাব যেহেতু কখনও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হয় না, সেজন্য হেত্বধিকরণ সান্নাবতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) প্রতিযোগিতাক কোনো অভাব ধরাই সম্ভব হয় না, এই অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয়। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অত্যন্তাভাবত্বের অপ্রসিদ্ধি হওয়ায় হেত্বধিকরণে অন্তোন্তাভাববচি-ত অভাব ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয়ের চেষ্টাও এস্থলে করা যায় না, কারণ, দীধিতিকার স্বয়ং তাঁহার বোদ্ধাধিকারটিপ্পনীতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অন্তোন্তাভাববচি-ত অভাবীয় প্রতিযোগিতাকে অস্বীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অন্তোন্তাভাববচি-ত প্রতিযোগিতার প্রমাণের অভাব হয় ইহা দীধিতিকার নিজেই বলিয়াছেন, সুতরাং অন্তোন্তাভাববচি-ত অভাবও এস্থলে হেত্বধিকরণে ধরা যায় না। তথাপি অন্তোন্তাভাব অথও উপাধির ঘটক বলিয়া এক্ষণ স্থলেও অন্তোন্তাভাবের প্রসিদ্ধি হইতে কোনো বাধা নাই এক্ষণ কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন; এবং এক্ষণ কথা বলা যাইতে পারে বলিয়াই জগদীশ “ধনী চৈত্রস্থাত্” এই দ্বিতীয় স্থলটির উল্লেখ করিলেন। “ধনী চৈত্রস্থাত্” স্থলে সাধ্য হইল ‘ধন’, হেতু ‘চৈত্রস্থাত্’, এবং হেত্বধিকরণ হইল ‘চৈত্র’। চৈত্র নামক ব্যক্তির ধন আছে বলিয়াই সে ধনী; চৈত্র হইল ধনের অধিকারী, অর্থাৎ ধনের স্বামী, সুতরাং ‘ধন’ বা সাধ্য চৈত্রে স্বনামিসম্বন্ধে আছে। এই স্বনামিসম্বন্ধটি হইল বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধ, এবং ইহা সর্বসম্মত। বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে কোনো অভাব ধরা যায় না বলিয়া এই সম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্ত্যানিয়ামকস্বনামিসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতার অপ্রসিদ্ধি হয়; কলে এই প্রকার সত্ত্বেতুস্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘বাদৃশ’ শব্দের নিবেশ করিয়াও লক্ষণ সমন্বয় করা যায় না। কিন্তু লক্ষণটিকে যদি—‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব যে হেত্বধিকরণে থাকে’—এইভাবে করা যায় তাহা হইলে আর উক্ত স্থলগুলিতে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা

আর হয় না। “গোঃ সান্নাবস্থ্যং” হলে হেত্বধিকরণ সান্নাবতে তাহা সান্নাবস্থ্য-সম্বন্ধে ‘গো’ ভিন্ন কোনো বস্তুরই কোনো সম্বন্ধ থাকে না, অর্থাৎ তাহা সান্নাবস্থ্য-সম্বন্ধে সান্নাবতে ‘গো’ ভিন্ন অন্য বস্তুর অসম্বন্ধিত্ব থাকে ; কলে হেত্বধিকরণ সান্নাবতে যে বস্তুর অসম্বন্ধিত্ব থাকে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুময়িষ্ঠ সেই বস্তু-নিরূপিত প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া সহজেই লক্ষণ সমন্বয় করা যায়। আবার, “ধনী চৈত্ৰস্থ্যং” হলেও হেত্বধিকরণ চৈত্রে স্বামিত্বসম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধনের অভাব (সাধ্যতাব) ধরা সম্ভব না হইলেও স্বামিত্বসম্বন্ধে ‘ধন’ ভিন্ন অন্য বস্তুর অসম্বন্ধিত্ব ধরা যায়, কলে চৈত্রে স্বামিত্বসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে বস্তুর অসম্বন্ধিত্ব আছে হেত্বধিকরণে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই বস্তু-নিরূপিত অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়। এইভাবে লক্ষণে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব’ নিবেশের দ্বারা উক্ত দুইটি স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়। এই কারণেই দীপ্তিতিকার “যদা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্বং হেতুমতো বক্তব্যম্” এইরূপ কথা বলিলেন।

কেহ কেহ দীপ্তিতিকারের এই ‘যদা’ প্রকল্পের অন্তপ্রকার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। এই সকল ব্যক্তিদের মতে ব্যাপ্তির লক্ষণে যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে ধরিয়া পুনরায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সেই প্রতিযোগিতাকে ধরার কথা বলা হইয়াছিল তাহাতে গৌরব হয়, সেইজন্য লাঘব বলতঃই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব হেত্বধিকরণে ধরিতে হইবে এরূপ বলা হইল। ইহাতে লক্ষণে যে একবার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের নিবেশ, এবং পুনরায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের নিবেশ করা হইয়াছিল তাহা আর করিতে হয় না, অর্থাৎ দুইবার এইরূপ সম্বন্ধ নিবেশের প্রয়োজন হয় না, একবার সম্বন্ধ নিবেশের দ্বারাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব’ এইরূপ নিবেশের দ্বারাই লক্ষণের সঙ্গতি রক্ষা হয়, এবং ইহাতে লাঘবও হয় ; এবং এই লাঘবের জন্যই দীপ্তিতিকার ‘যদা’ ইত্যাদি কল্প অতুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে, এই মত তুচ্ছ, ইহা গ্রহণযোগ্য নহে ; কারণ, লাঘব হয় বলিয়াই দীপ্তিতিকার এই ‘যদা’ কল্পের অতুসরণ করিয়াছেন এরূপ বলিলে সম্বন্ধান্তরের দ্বারা বিভিন্ন সম্বন্ধ ধরা যায়, এবং

তদ্বারা অসংখ্য বা অনন্তসংখ্যক প্রতিযোগী সম্ভব হওয়ার সেই অনন্তসংখ্যক প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেটকূট লক্ষণের মধ্যে আসিয়া পড়ে, কলে লক্ষণটি, অর্থাৎ ‘যদ্বা’ ইত্যাদির দ্বারা উক্ত ব্যাপ্তির বিকল্প লক্ষণটি গুরুতর হইয়া পড়ে। সুতরাং লাববের জন্ত দীধিতিকার ‘যদ্বা’ প্রকল্পের অনুসরণ করিয়াছেন ইহা বার্থ নহে; পূর্বোক্তপ্রকার স্থলগুলিতে অব্যাপ্তি বারণের জন্তই দীধিতিকার এইরূপ ‘যদ্বা’ কল্পের অনুসরণ করিয়াছেন ইহা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

দীধিতি—তথা চ সম্বন্ধভেদেন প্রতিযোগিতা ন বিশেষণীয়া, এবং স্থিতে। সামান্যাদিকরণ্যাদৌ ‘সম্বন্ধিত্বং’ নিবেশনীয়াং, ন তু অধিকরণত্বং, তথা চ ধর্ম্মিণোহপি ব্যাপ্যত্বং ব্যাপকত্বঞ্চ নির্বহতি, তথা হি তাদাত্ম্যেন সম্বন্ধেন ধুমবতঃ সম্বন্ধিনি মহানসে বর্তমানো যোহন্তোন্তাভাবস্তস্ত তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্না বা প্রতিযোগিতা, তদনবচ্ছেদকবহ্নিমত্তাবচ্ছিন্নস্ত বহ্নিমত্ততাদাত্ম্যেন সম্বন্ধিনি মহানসে, ধুমবত্ততাদাত্ম্যেন সম্বন্ধিত্বম্। এবং ধর্ম্মিণৌ ধর্ম্মব্যাপ্যত্ব-ব্যাপকত্বে বোধে। অতএব জলাদীনাং পৃথিবীদ্বাভাবব্যাপ্যত্বং তত্র তত্রোক্তং সম্বন্ধতে।

অনুবাদ : সুতরাং, সম্বন্ধভেদের দ্বারা (পৃথক পৃথক সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধভেদের দ্বারা) প্রতিযোগিতাকে বিশেষণীয় করিতে হইবে না; এইরূপ হইলে সামান্যাদিকরণ্যাদিতে ‘সম্বন্ধিত্ব’ নিবেশ করিতে হইবে, কিন্তু অধিকরণত্ব নয়; সুতরাং ধর্ম্মীরও ব্যাপ্যত্ব এবং ব্যাপকত্ব নীকীহ হয়; তাহাতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধুমবতের সম্বন্ধী মহানসে বর্তমান যে অন্তোন্তাভাব তাহার তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তদনবচ্ছেদক বহ্নিমত্তাবচ্ছিন্নের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বহ্নিমত্তের সম্বন্ধী মহানসে ধুমবতের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব (ধাকে)। এইরূপে ধর্ম্মীর ব্যাপকত্বে ধর্ম্মের ব্যাপ্যত্ব বুঝিতে হইবে। অতএব তত্র তত্রোক্ত জলাদির পৃথিবীদ্বাভাবব্যাপ্যত্ব সঙ্গত হয়।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণকে “সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্য-সম্বন্ধিত্বং” এইভাবে বলিলে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে না, এবং তাহা হইলে বিভিন্ন অল্পমিতিস্থলে যে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হয় সেই ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ আর প্রতিযোগিতাতে নিবেশ করিতে হইবে না, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ প্রতিযোগিতাতে আর দিতে হইবে না ; সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব বলিলেই সকল দিক রক্ষা হইবে। এইরূপ হইলে ব্যাপ্তির লক্ষণের পরবর্তী অংশে হেত্বধিকরণে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকের যে সামান্যধিকরণ্য থাকার কথা বলা হইয়াছে সেই ‘সামান্যধিকরণ্য’ স্থলেও ‘সামান্যধিকরণ্য’ না বলিয়া ‘সম্বন্ধিত্ব’ কথাটি নিবেশ করিতে হইবে ; অর্থাৎ ঐ স্থলে ‘অধিকরণত্ব’ না বলিয়া সম্বন্ধিত্ব বলিতে হইবে। অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব যে হেত্বধিকরণে আছে, হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সম্বন্ধিত্বই ব্যাপ্তি, এইরূপ বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই লক্ষণ ঠিক থাকিবে, এবং তাহাই লক্ষণের ঘটক হইবে। এরূপ হইলে ধর্ম্মীরও ব্যাপ্যত্ব ব্যাপকত্ব নির্বাহ হয়, অর্থাৎ সম্ভব হয়। “বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে ‘বহি’ এবং ‘ধূম’ হইল ধর্ম্ম, এবং পর্তত, মহানস প্রভৃতি হইল ধর্ম্মী ; পর্তত, মহানস প্রভৃতি বহি-বিশিষ্ট, ধূমবিশিষ্ট হয় বলিয়াই বহি, ধূম হইল পর্তত, মহানস প্রভৃতির ধর্ম্ম, এবং পর্তত, মহানস প্রভৃতি হইল ধর্ম্মী। এখন, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বহিমৎ-মহানসকে সাধ্য, এবং ধূমবৎ-মহানসকে হেতু ধরা যায়, এইরূপ হেতু-সাধ্য স্থল সঙ্কেতস্থল হইবে। এস্থলে সাধ্য এবং হেতু উভয়কেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে ; হেত্বধিকরণ ধূমবৎ-মহানসে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটপটাদির ভেদ বা অস্ত্রোক্তাভাব থাকায় ঘটপটাদিরূপ প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব ধূমবৎ-মহানসে বা হেত্বধিকরণে থাকে, হেত্বধিকরণে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঐ ঘটপটাদিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি ; সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল এস্থলে বহিমৎ, এই সাধ্যতাবচ্ছেদক ঘটত্ব পটত্বরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন ; প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক এই যে সাধ্যতাবচ্ছেদক এই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত অর্থাৎ বহিমৎ-মহানসের সহিত হেতুর বা ধূমবৎ-মহানসের সম্বন্ধিত্ব (তাদাত্ম্যসম্বন্ধে) আছে, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হয়,

কোনো দোষ হয় না।

এইভাবেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্মীকে সাধ্য, অথবা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্মীকে হেতু ধরিয়া অহুমিতি সম্ভব হয়। পরকতাদিতে ধুম, বহি থাকে, সুতরাং ধুম, বহি উভয়েই পরকতাদির ধর্ম, এবং পরকতাদি হইল ধুম, বহি উভয়ের ধর্মী। অতএব, ধর্মকে অর্থাৎ বহিকে সাধ্য করিয়া ধর্মীকে অর্থাৎ ধুমবৎকে (পরকতাদিকে) হেতু করা যায়, অর্থাৎ “বহিমান্ ধুমবতঃ” এইরূপ অহুমিতি সম্ভব হয়, এবং তাহাতে ধর্মের অর্থাৎ বহির ব্যাপকত্ব, এবং ধর্মীর অর্থাৎ ধুমবতের (পরকতাদির) ব্যাপ্যত্ব সম্ভব হয়; বিপরীতভাবে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বহিমৎকে (পরকতাদিকে) সাধ্য করিয়া ধুমকে হেতু করা যায়, এবং তাহাতে “বহিমতঃ ধুমাং” এই অহুমিতিও সম্ভব হয়, এবং এক্ষেত্রেও ধর্মের অর্থাৎ ধুমের ব্যাপ্যত্ব এবং ধর্মীর ব্যাপকত্ব অর্থাৎ বহিমতের ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়। উভয় অহুমিতিস্থলের উভয় হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ধুমবদধিকরণে এবং ধুমাধিকরণে ঘটাদির তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অসম্বন্ধিত্ব থাকে, এবং হেত্বধিকরণে ঘটাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সম্বন্ধিত্বও থাকে, ফলে লক্ষণ সমন্বয়ও হয়।

ব্যাপ্তির লক্ষণে সম্বন্ধিত্ব নিবেশের ফলে এইরূপে ধর্মীর ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়, অর্থাৎ ধর্মকে সাধ্য এবং ধর্মীকে হেতু ধরিয়া অহুমিতি সম্ভব হয়। কিন্তু অনেকে ধর্মীর ব্যাপকত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ইহা অপসিদ্ধান্ত, যথার্থ বা সঠিক সিদ্ধান্ত নহে। এই মত নিরসনের জন্তই দীর্ঘতীকার “অতএব জলাদীনাং” ইত্যাদি গ্রন্থ অহুসরণ করিলেন। মূলকার গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার “ব্যতিরেকী” প্রভৃতি গ্রন্থে (ভত্র তত্রোক্ত) “পৃথিবীত্বাভাববান্ জলাং” এই প্রকার অহুমিতি করিয়াছেন। এই অহুমিতি-স্থলে ‘জল’কে হেতু না ধরিয়া ‘জলত্ব’কে হেতু ধরিলেও হেত্বধিকরণ জল হইতে পারিত, এবং হেত্বধিকরণ জলে পৃথিবীত্বাভাব বা সাধ্য থাকায় লক্ষণ সমন্বয়ের কোনো অশুবিধা হইত না। কিন্তু মূলকার ‘জলত্ব’ অর্থাৎ ধর্মকে (জলের ধর্ম হইল জলত্ব) হেতু না করিয়া ধর্মীকে অর্থাৎ ‘জল’কে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতু করিয়াছেন। জলে পৃথিবীত্বাভাব থাকায় জলে অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতুতে সাধ্যসম্বন্ধিত্ব থাকে, ফলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বরূপসম্বন্ধে ঘটাতাব, পটাতাব প্রভৃতির অসম্বন্ধিত্ব জলে বা হেতুতে ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়। এইভাবে ধর্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বয়ং মূলকার কর্তৃক স্বীকৃত। সুতরাং ইহাকে

অপসিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না।

জাগদীশী—সম্বন্ধভেদেন, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন। নমু সম্বন্ধ-
বিশেষণ সাধ্যসাধনয়োঃ সামানাধিকরণ্যপ্রবেশে তাদাত্ম্যেন হেতু-
সাধ্যভাবেহব্যাপ্তিঃ, তাদৃশসম্বন্ধেন হেতুসাধ্যোরধিকরণ্যপ্রসিদ্ধেরত
আহ, ‘এবং স্থিত’ ইতি। সম্বন্ধবিশেষস্ত অত্র নিবেশে ‘স্থিত’ ইত্যর্থঃ।
সামানাধিকরণ্যাদৌ ইতি আদিপদেন হেতুসামানাধিকরণ্যপ্রবিষ্ট-
হেতুধিকরণত্বস্ত পরিগ্রহঃ। প্রয়োজনমাহ, তথা চেতি। ধর্ম্মিণোহপি
ইতি, তাদাত্ম্যেন ব্যাপ্যত্বং ব্যাপকত্বঞ্চ নির্বহতীত্যর্থঃ, অন্যথা তাদাত্ম্যেন
হেতোঃ সাধ্যস্ত চ অধিকরণ্যপ্রসিদ্ধ্যা ন তন্নির্বাহ ইতি ভাবঃ।
যোহন্তোত্তাভাব ইতি, যোহভাব ইত্যেব বক্তুমুচিতম্, অন্যোন্യാভাব-
নিবেশে বৈয়র্থ্যাদিতি ধ্যেয়ম্। তদনবচ্ছেদকবহ্নিমত্তেতি, বহ্নিমত্ত্ব-
বহ্ন্যধিকরণত্বং, তচ্চ অধিকরণব্যক্তীনাং ভেদেহপি অভিন্নমিত্যাশয়েন
ইদম্। অত্র সাধ্যসাধনয়োরিব তদীয়সম্বন্ধয়োঃপি ভেদেন ব্যাপ্তে-
র্ভেদাৎ, তাদাত্ম্যেন হেতুসাধ্যকস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্য-
তাদাত্ম্যমেব ব্যাপ্তির্বক্তুমুচিতা, লাঘবাদিতি বদন্তি। এবমিতি,
সামানাধিকরণ্যাদৌ সম্বন্ধিত্ব নিবেশে কৃত ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মিণ ইতি,
বস্তুন ইত্যর্থঃ। তথা চ ‘গোঃ সান্নাবজ্ঞাৎ’, বহ্নিমানু ধূমবত ইত্যাদৌ
তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন ব্যাপকতা, ব্যাপ্যতাপি সঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ : ‘সম্বন্ধভেদেন’ (হইল) সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন। যদি
বলা যায়, সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা সাধ্যহেতুর সামানাধিকরণ্য প্রবেশে তাদাত্ম্য-
সম্বন্ধে হেতু-সাধ্যের অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতু-
সাধ্যভাবে অব্যাপ্তি হয়, সেইজন্য বলা হইল ‘এবং স্থিত’ ইত্যাদি।
এখানে ‘স্থিত’ (কথার অর্থ হইল) সম্বন্ধবিশেষের নিবেশে, ইহাই অর্থ।
‘সামানাধিকরণ্যাদৌ’ ইত্যাদি ‘আদি’ পদের দ্বারা হেতুসামানাধিকরণ্যে

প্রবিষ্ট হেত্বাধিকরণত্বকে গ্রহণ করা হইয়াছে। (ইহার) প্রয়োজন বলা হইতেছে, ‘তথা চ’ ইত্যাদি। ‘ধম্মিণোহপি’ ইত্যাদি (হইল) তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে ব্যাপ্যত্ব এবং ব্যাপকত্ব নির্কাহু হয়, ইহাই অর্থ; অন্তথা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে হেতুর এবং সাধ্যের অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তাহা নির্কাহু হয় না, ইহাই ভাব। ‘যোহস্তোক্তাভাবঃ’ ইত্যাদি, ‘যোহভাবঃ’ এইরূপ বলাই উচিত, অস্তোক্তাভাবত্বের নিবেশ ব্যর্থ, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ‘তদনব-চ্ছেদকবহ্নিমত্’ ইত্যাদি, ‘বহ্নিমত্’ (হইল) বহ্নাধিকরণত্ব; এবং সেই অধিকরণব্যক্তিসমূহের ভেদেও (অধিকরণ) অভিন্ন (হয়), এইজন্ত ইহা (বলা হইল)। এস্থলে সাধ্য-হেতুর ত্রায় তদীয় সম্বন্ধের ভেদের দ্বারাও ব্যাপ্তির ভেদ হয় বলিয়া তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতুসাধ্যকস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যতাদাত্ম্যই ব্যাপ্তি, (এইরূপ বলাই উচিত), লাঘবের জন্তই এইরূপ বলা সঙ্গত। ‘এবং’ ইত্যাদি, সামান্যাদিকরণাদিতে সম্বন্ধিত্ব নিবেশ করা হইলে—এইরূপ অর্থ। ‘ধম্মিণঃ’ ইত্যাদি বস্তুর—ইহাই অর্থ। সূত্রাং “গোঃ সান্ন্যবস্তাং”, “বহ্নিমান্ ধূমবতঃ” ইত্যাদিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্যাপকতা, ব্যাপ্যতাও সঙ্গত হয়, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যাঃ দীর্ঘিতিগ্রন্থের ‘সম্বন্ধভেদেন’ কথার অর্থ হইল সাধ্যতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধভেদের দ্বারা; অর্থাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে প্রতিযোগিতা লক্ষণে ধরার কথা আছে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন অহুমিতিস্থলে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্য-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধভেদের দ্বারা বলিতে হয়; কিন্তু সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব বলিলে এইরূপ সম্বন্ধ-ভেদের দ্বারা প্রতিযোগিতাকে আর বলিতে হয় না। আরও, ব্যাপ্তির লক্ষণে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীর প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্য-তাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামান্যাদিকরণের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতু-সাধ্য করিলে অনুবিধা হয়। কারণ, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হয়; যথা, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘ঘট’ ঘটে থাকে, অর্থাৎ ঘটের অধিকরণ ঘট এরূপ বলা যায় না, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘট ‘ঘটের’ সম্বন্ধিত্ব থাকে এইরূপই বলিতে হইবে। এইভাবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হওয়ায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতু-সাধ্য করিলে সেই অহুমিতিস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কিন্তু লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব বলিলে আর এরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

এইজগত্বে দীধিতিগ্রহে “এবং স্থিতে” ইত্যাদি বলা হইল ; অর্থাৎ সম্বন্ধ-
বিশেষের নিবেশের দ্বারা, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যাতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধবিশেষ প্রতিযোগিতাতে নিবেশের কথা লক্ষণে বলা হইলে, তাদাত্ম্য-
সম্বন্ধে হেতু-সাধ্য স্থলে উক্ত প্রকার অনুবিধার সৃষ্টি হয়। ব্যাপ্তির লক্ষণে
হেতুমণিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যাতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্য-
তাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যের কথা বলা হইয়াছে ;
দীধিতিকারের ‘যথা’ ইত্যাদি কল্পের দ্বারা বলা হইতেছে যে সেই ‘সামানা-
ধিকরণ্য’ কথার পরিবর্তে লক্ষণে ‘সম্বন্ধিত্ব’ কথা নিবেশ করিতে হইবে,
নতুবা, হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ তাদাত্ম্য হইলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণের
অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সামানাধিকরণ্য সম্ভবই হইবে না। দীধিতিগ্রহে
‘সামানাধিকরণ্যাদৌ’ ইত্যাদিতে যে ‘আদি’ পদের নিবেশ করা হইয়াছে
তদ্বারা ‘সামানাধিকরণ্য’ কথার মধ্যে যে হেত্বধিকরণ কথটি নিহিত আছে
সেই হেত্বধিকরণকে বোঝান হইয়াছে। ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘সামানাধিকরণ্য’
কথার পরিবর্তে ‘সম্বন্ধিত্ব’ নিবেশ করিলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধারণ হেতু-সাধ্য-
স্থলে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি জনিত অনুবিধা তো দূর হয়ই, উপরন্তু লক্ষণে
সম্বন্ধিত্ব নিবেশের দ্বারা ধর্ম্মীরও ব্যাপ্যত্ব এবং ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়, অর্থাৎ
তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘বহুমৎ-মহানস’কে সাধ্য, এবং ‘ধুমবৎ-মহানস’কে হেতু
ধরিয়া অনুমিতি সম্ভব হয়। লক্ষণে ‘সম্বন্ধিত্ব’ নিবেশের দ্বারা এইরূপ
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়াই দীধিতিগ্রহে “তথা চ” ইত্যাদি বলা হইয়াছে ;
অর্থাৎ “তথা চ” ইত্যাদির দ্বারা লক্ষণে ‘সম্বন্ধিত্ব’ নিবেশের ইঙ্গিত দেওয়া
হইয়াছে। লক্ষণে ‘সামানাধিকরণ্য’ কথার পরিবর্তে ‘সম্বন্ধিত্ব’ নিবেশ না
করিলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব,
ব্যাপকত্ব নির্বাহ সম্ভব হইত না। দীধিতিগ্রহে যে ‘যোহন্তোক্তাভাবঃ’
কথটি আছে তাহার তাৎপর্য্য হইল, হেত্বধিকরণে যে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব
ধাকিবে সেই প্রতিযোগিতাক অস্তোক্তাভাব বা সেই প্রতিযোগীর ভেদ
হেত্বধিকরণে ধরিয়া লক্ষণ সম্বন্ধ করিতে হইবে, হেত্বধিকরণে সেই প্রতি-
যোগিতাক অস্তোক্তাভাব ধরা যাইবে না। কারণ, হেতুমণিষ্ঠাভাবীয়
প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিতে হইবে, দীধিতিকার অন্য পরেই
ইহা বলিয়াছেন ; আরও, অস্তোক্তাভাব কখনও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতি-
যোগিতাক অভাব হয় না, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অস্তোক্তাভাবের প্রসিদ্ধি

হয় না। সেইজন্যই দীর্ঘিভিকার হেতুধিকরণে অন্তোন্তোভাব ধরার কথা বলিলেন। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন এখানে ‘যোহন্তোন্তোভাবঃ’ কথার পরিবর্তে ‘যোহভাবঃ’ নিবেশ করিলেই চলে, বিশেষরূপে ‘অন্তোন্তোভাব’ কথাটি নিবেশের আবশ্যকতা নাই, ‘অন্তোন্তোভাব’ কথাটি এখানে ব্যর্থ। অর্থাৎ জগদীশের বক্তব্য হইল হেতুধিকরণে অন্তোন্তোভাব বা অত্যন্তোভাব যে কোনো অভাব ধরা ধাইতে পারে ; কিন্তু অত্যন্তোভাবীয় প্রতিযোগিতা যেহেতু তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না, সেজন্য হেতুধিকরণে ভেদ বা অসম্বন্ধিত্ব গ্রহণ করিয়াই লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। সেইজন্যই জগদীশ বলিলেন যে দীর্ঘিভিগ্রহে ‘যোহন্তোন্তোভাবঃ’ স্থলে ‘যোহভাবঃ’ নিবেশ করিলেও হয়, বিশেষরূপে ‘অন্তোন্তোভাব’ কথার উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। দীর্ঘিভিগ্রহে যে ‘তদনবচ্ছেদকবহ্নিমত্ব’ কথাটি আছে তাহার অর্থ হইল ‘তদনবচ্ছেদক-বহ্ন্যধিকরণত্ব’ ; এখানে ‘বহ্নিমত্ব’ কথার অর্থ হইল ‘বহ্ন্যধিকরণত্ব’ ; বহ্নির অধিকরণ যদিও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি অধিকরণত্বরূপে সমস্ত অধিকরণই এক এবং অভিন্ন ; অর্থাৎ ‘বহ্নিমত্ব-পর্বত’, ‘বহ্নিমত্ব-মহানস’ প্রভৃতি ভিন্ন হইলেও পর্বত, মহানস প্রভৃতি সকলেই বহ্নির অধিকরণ হওয়ায় অধিকরণত্বরূপে ইহার। এক এবং অভিন্ন ; এখানে ‘বহ্নিমত্ব’ কথার ইহাই তাৎপর্য। ভিন্ন ভিন্ন অহুমিতিস্থলে হেতু-সাধ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় যেরূপ ব্যাপ্তিও ভিন্ন হয়, সেইরূপ হেতু-সাধ্যের সম্বন্ধভেদেও ব্যাপ্তির ভেদ হয় ; অর্থাৎ হেতু-সাধ্যের সম্বন্ধ ভিন্ন হইলেও ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়। সেইজন্যই ‘অত্র’ অর্থাৎ এখানে, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘বহ্নিমত্ব-মহানস’ এবং তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে ‘ধুমবত্ব-মহানস’ সাধ্য-হেতু স্থলে (বা বিপরীতভাবে হেতু-সাধ্য স্থলে) হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্যতাদাত্ম্য তাহাই ব্যাপ্তি, এইরূপ বলাই উচিত, এবং ইহাতে লাভবও হয়। দীর্ঘিভিগ্রহে ‘এবমিতি’ কথাটি আছে, ইহার অর্থ হইল ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘সামান্যধিকরণ্য’দি স্থলে ‘সম্বন্ধিত্ব’ নিবেশ করিলে এইরূপ হয়,—ইহাই ‘এবমিতি’ কথার মর্মার্থ। ‘ধর্ম্মিণঃ’ কথার অর্থ হইল ‘বস্তনঃ’ ; ধর্ম্মীর ব্যাপকত্ব হয় কথার অর্থ হইল বস্তুর ব্যাপকত্ব হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়। এইভাবে ‘ধর্ম্মীর অর্থাৎ বস্তুর ব্যাপ্যত্ব সম্ভব হয় বলিয়া “গোঃ সামান্যবস্তাৎ”, “বহ্নিমান্ ধুমবতঃ” ইত্যাদিরূপ অহুমিতি সম্ভব হয়। এইরূপে ধর্ম্মীর ব্যাপকত্ব ও ধর্ম্মের ব্যাপ্যতা, এবং ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব ও ধর্ম্মীর ব্যাপ্যতা সম্ভব হয় ; ইহাই ভাব।

জাগদীশী—ন চ উক্তমতদ্বয় এব পৰ্বতানুযোগিকসংযোগাদিনা
বহ্যাদে: সাধ্যতান্নাং তত্ত্বদ্ব্যবস্থাপ্তিঃ, তাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধেন প্রতিযোগিনো যদধিকরণং তদন্যত্বস্ত, সাধ্যতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধেন যৎপ্রতিযোগিসম্বন্ধি তদন্যত্বস্ত চ, হেতুমত্যাশ্রয়িত্ব-
বাচ্যম্; তাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতানিরূপিত-
বিশেষণতাবিশেষণে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতানি-
রূপিতবিশেষণতাবিশেষণে বা, তাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্না
ধিকরণতাসামান্য্যাবস্থোক্তত্বাৎ । অন্যথা কালিকাদিসম্বন্ধেন সৰ্ব্বশ্চৈব
হেতুমতঃ প্রতিযোগ্যধিকরণতাবস্থাৎ প্রতিযোগ্যনধিকরণ হেত্বধিকরণ-
প্রসিদ্ধে: ।

অনুবাদ : উক্ত মতদ্বয়েই পৰ্বতানুযোগিক সংযোগাদির দ্বারা বহ্যাদির
সাধ্যতাতে তৎ তৎ ধ্বমে অব্যাপ্তি হয়, (কারণ) তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধে প্রতিযোগীর যে অধিকরণ তদন্যত্বের, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে
যে প্রতিযোগিসম্বন্ধী তদন্যত্বের হেত্বধিকরণে অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া (অব্যাপ্তি
হয়)—এরূপ বলা যায় না ; (কারণ) তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধা-
বচ্ছিন্ন অধিকরণতানিরূপিত বিশেষণতাবিশেষণসম্বন্ধে, অথবা, সাধ্যতা-
বচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতানিরূপিত বিশেষণতাবিশেষণসম্বন্ধে তাদৃশ
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাসামান্য্যাবস্থার লক্ষণই (অব্যাপ্তি
হয় না) । অন্তর্ধায় কালিকাদিসম্বন্ধে সকল হেত্বধিকরণেরই প্রতিযোগ্যধি-
করণতাবস্থা থাকায় প্রতিযোগ্যনধিকরণ হেত্বধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হয় ।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণ সংক্রান্ত দুইটি মতের কথা বলা হইয়াছে ।
প্রথমতঃ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য ধরিয়া হেতু-
মগ্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ
করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে; এবং দ্বিতীয় মতটি হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে ধরিলে হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগি-
তাতে পুনরায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ না করিয়াই হেতু-
মগ্নিষ্ঠ উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের প্রতিযোগি-
তানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করিলেই চলিবে ।

এই দুইটি মতেই পর্কতানুযোগিক সংযোগসম্বন্ধে বহ্যাদির সাধ্যতাতে তৎ-
 তৎ ধূমে অব্যাপ্তি হয়; অর্থাৎ “পর্কতো বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে পর্কতানু-
 যোগিকসংযোগসম্বন্ধে যদি বহিকৈ সাধ্য ধরা হয়, এবং তৎ ধূমকে হেতু ধরা
 হয় তাহা হইলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। প্রথম মত অনুসারে হেতুময়িষ্ঠ
 অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিতে
 হইবে। এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল পর্কতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধ-
 এই পর্কতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে (অর্থাৎ পর্কতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধে) প্রতিযোগীর
 যে অধিকরণ সেই অধিকরণের, অর্থাৎ প্রতিযোগীর সম্বন্ধিত্বের অপ্ৰসিদ্ধি
 হইবে; কেননা, পর্কতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে পর্কতীয়-বহি-
 ব্যতীত অল্প কেহ থাকিতে পারে না বলিয়া অল্প কোনো অভাবীয়
 প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্বও সম্ভব হয় না; এবং এই অপ্ৰসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি
 হয়। দ্বিতীয় মত অনুসারে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুময়িষ্ঠ
 অভাবীয় প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এস্থলে সাধ্যতা-
 বচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ পর্কতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধে, পর্কতীয়-বহি ব্যতীত
 আর কেহ থাকিতে পারে না বলিয়া অভাবীয় প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্বের
 অপ্ৰসিদ্ধি হয়, এবং এই অপ্ৰসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়;—কিন্তু না, এইরূপ
 অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত দুইটি কল্পে দুইটি বিভিন্ন
 সম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাসামান্যতাব
 বলিলেই আর ঐরূপ অব্যাপ্তি হইবে না। প্রথম কল্পে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (অর্থাৎ পর্কতানু-
 যোগিকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) আধেয়ত্বনিরূপিত অধিকরণতা-প্রতিযোগিক
 স্বরূপসম্বন্ধে (বিশেষণতাবিশেষ্যসম্বন্ধে) তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন
 অধিকরণতাসামান্যতাবাবৎ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবীয়
 সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 হেত্বধিকরণে ধরিলেই লক্ষণ সম্বয় হইবে। দ্বিতীয় কল্পে, সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (পর্কতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) আধেয়ত্বনিরূপিত
 অধিকরণতা-প্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন
 অধিকরণতাসামান্যতাবাবৎ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবীয়
 প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া লক্ষণ সম্বয় সম্ভব হইবে।

এইভাবে উক্ত দুইটি কল্পেই অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যাইবে।

এইরূপ আধেয়ত্ব-নিরূপিত অধিকরণতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে অধিকরণতাসামান্তাভাব ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় না করিলে অন্তত্ব আরও অনুবিধার সৃষ্টি হয়। যথা, কালিকসম্বন্ধে সাধ্য ধরিয়া অহুমিতি করিলে যে কোনো হেত্বধিকরণেই অভাবীয় প্রতিযোগীর অধিকরণতা থাকিয়া যাইবে কেননা, কালিকসম্বন্ধে সমস্ত কিছুই কাল এবং জন্ত পদার্থে থাকে। কলে হেতুমিষ্ট অভাবীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ হেত্বধিকরণ আর হইতেই পারিবে না (কারণ, কালিকসম্বন্ধে সর্বত্রই এবং হেত্বধিকরণে তদ্বিগ্ণাভাবীয় প্রতিযোগীর অধিকরণতা থাকিয়া যাইবে)। এইভাবে প্রতিযোগ্যনধিকরণ হেত্বধিকরণের অগ্রসিদ্ধি হওয়ার কালিকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে কোনো অহুমিতিই সম্ভব হইবে না। কিন্তু উক্ত প্রকার আধেয়ত্ব-নিরূপিত অধিকরণতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে অধিকরণতাসামান্তাভাব গ্রহণ করিলে কালিকসম্বন্ধে সাধ্য গ্রহণ করিয়াও অহুমিতি সম্ভব হয়।

জাগদীশী—ননু তাদাত্মেন ধর্ম্মিণো ? ধর্ম্মব্যাপ্যতায়ামপসিদ্ধান্ত ইত্যত আহ, অতএবেতি। ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপ্যতাদেবেত্যর্থঃ। ‘তত্র তত্র’, ব্যতিরেক্যাদি গ্রন্থে ইত্যাদি।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপ্যতাতে অপসিদ্ধান্ত (হয়) ইত্যাদি, সেইজন্য বলা হইল, ‘অতএব’ ইত্যাদি ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপ্যত্ব বলতঃই (এইরূপ হয়) ইহাই অর্থ। ‘তত্র তত্র’ (ইহার অর্থ হইল) ব্যতিরেক্যাদি গ্রন্থে ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা : এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপ্যতাতে অপসিদ্ধান্ত হয়। “বহিমান্ ধুমবতঃ” এই স্থলে ধুমধর্ম্মী যে ‘ধুমবৎ’ তাহারই ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে; ইহা না করিয়া ধর্ম্মের অর্থাৎ ধূমের ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করাই সঠিক সিদ্ধান্ত হইবে, অর্থাৎ “বহিমান্ ধুমাৎ” এইরূপ অহুমিতি হওয়াই সঙ্গত হইবে; এইরূপ অনেকে বলিতে পারেন। এই আশঙ্কা করিয়াই দীর্ঘিতিকার ‘অতএব’ ইত্যাদি গ্রন্থানুসরণ করিলেন। মূলকার গবেশোপাখ্যায় তাঁহার “ব্যতিরেকী” প্রভৃতি গ্রন্থে স্বয়ং “পৃথিবীস্বাভাববান্ জলাৎ” এইরূপ অহুমিতির দ্বারা ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ

এখানে ‘জলদ্ব’কে হেতু না করিয়া তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘জল’কে হেতু করিয়াছেন ; সুতরাং ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকারে অপসিদ্ধান্ত হয় না। দীর্ঘিতিগ্রহে ‘তত্র তত্র’ কথার দ্বারা ‘ব্যতিরেকী’ প্রভৃতি গ্রন্থের কথা বলা হইয়াছে। দীর্ঘিতিগ্রহ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

দীর্ঘিতি—যথা চ যাদৃশেন সম্বন্ধেন হেতোর্ব্যাপ্যতা গৃহীতা তাদৃশেন সম্বন্ধেন তস্মৈ পক্ষবিশিষ্টত্বজ্ঞানে, যাদৃশেন সম্বন্ধেন চ সাধ্যস্ত্ব ব্যাপকত্বমবগতং তাদৃশেনৈব সাধ্যপক্ষয়োর্বিশিষ্টানুমিতিঃ। তেন ন ধুমাবয়বে সংযোগেন, ন বা সমবায়েন পৰ্ব্বতে বহ্নিধীঃ, তথৈবাবগতব্যাপকতাঘটকসম্বন্ধেন ব্যাপ্যস্তাভাবঃ সিদ্ধ্যভীতি, কথমন্তথা সমবায়েন বহ্নিবিরহিণি মহানসে সংযোগেন, সংযোগেন বা বহ্নিবিরহিণি স্বাবয়বে, ধুমঃ সমবায়েন ন নিবৰ্ত্ততে, নিবৰ্ত্ততে চ সংযোগেন বহ্নিবিরহিণি সংযোগেন, ইতি নিয়ম উপপত্ততে ? তথা চ তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন জলাদীনাং ব্যাপ্যত্বগ্রহাদ্ব্যাপকনিবৃত্ত্যা তাদাত্ম্যেনৈব তেষামভাবঃ সিদ্ধ্যতি, স এব চাত্মোক্তাভাবঃ, ইথম্বেব চ তাদাত্ম্যাবৃক্ষশিংশপয়োর্ব্যাপ্তিনিশ্চয় ইতি সঙ্গচ্ছতে।

অনুবাদ : এবং, যেভাবে, যাদৃশ সম্বন্ধের দ্বারা হেতুর ব্যাপ্যতা গৃহীত (হয়), তাদৃশ সম্বন্ধে তাহার (হেতুর) পক্ষবিশিষ্টত্বজ্ঞানে, এবং যাদৃশ সম্বন্ধে সাধ্যের ব্যাপকত্ব অবগত (হওয়া যায়), তাদৃশ সম্বন্ধের দ্বারাই সাধ্য-পক্ষের বিশিষ্টানুমিতি (হয়)। তাহাতে সংযোগসম্বন্ধে ধুমাবয়বে, অথবা সমবায়সম্বন্ধে পৰ্ব্বতে বহ্নিজ্ঞান হয় না; সেইভাবেই ব্যাপকতাঘটক-সম্বন্ধের দ্বারা (ব্যাপকতাভাবের দ্বারা) ব্যাপ্যতাভাব সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি; অন্তর্ধার, সমবায়সম্বন্ধে বহ্নিবিরহীন মহানসে সংযোগসম্বন্ধে ধূমের অভাব থাকে না, অথবা সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিবিরহীন ধুমাবয়বে (স্বাবয়বে) সমবায়-সম্বন্ধে ধূমের অভাব থাকে না, কিন্তু সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিবিরহীন ধুমাবয়বে সংযোগসম্বন্ধে ধূমের অভাব থাকে, এই নিয়ম কিরূপে উপপাদিত হয় ? সুতরাং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জলাদির ব্যাপ্যত্বজ্ঞান বশতঃ ব্যাপকতাভাবের দ্বারা

তাদাত্ম্যসম্বন্ধে তাহার (জলাদির) অভাব (ব্যাপ্যতাব) সিদ্ধ হয়, এবং তাহাই অন্তোক্ত্যভাব; এবং ইহাতেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বৃক্ষশিংশপার ব্যাপ্তিনিশ্চয় (হয়), এইভাবে (বিষয়টি) সঙ্গত হয়।

ব্যাখ্যা : “পৃথিবীত্বাভাববান্ জলাৎ” এই স্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘জল’কে হেতু ধরিয়া জলের ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, এবং ইহা স্বয়ং গণেশো-পাধ্যায় কর্তৃক স্বীকৃত। কিন্তু জল যেহেতু সমবায়সম্বন্ধে জলের অবয়বে থাকে সেজন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে না ধরিয়া সমবায়সম্বন্ধে জলকে ধরিয়াও জলের ব্যাপ্যত্ব সম্ভব হয়, এবং তদ্বারা পৃথিবীতে জলের অভাবও ধরা সম্ভব হয়। সুতরাং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকারের আবশ্যকতা নাই, এবং তজ্জন্য পূর্ব পূর্ব গ্রন্থানুসরণেরও প্রয়োজন নাই। এইরূপ পূর্বপক্ষের কথা চিন্তা করিয়াই দীপ্তিতিকার “যথা চ” ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিলেন। মূলকার গণেশোপাধ্যায় প্রথমে অস্থায়ী দৃষ্টান্ত গ্রহণ পূর্বক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহার ‘ব্যতিরেকী’ গ্রন্থে পরে ব্যতিরেকি-পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাপকতাঘটকসম্বন্ধে ব্যাপকতাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যতাঘটক-সম্বন্ধে ব্যাপ্যতাব সিদ্ধ করিয়াছেন। এবং সেই প্রসঙ্গে ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব যেহেতু তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই গ্রহণ করা হইয়াছে সেজন্য পরবর্তী কালে সমবায়-সম্বন্ধে ব্যাপ্যত্ব গ্রহণ করা যায় না। এইজন্যই দীপ্তিতিকার বলিতেছেন “যাদৃশেন সম্বন্ধেন” ইত্যাদি। কোনো অহুমিতিস্থলে, অর্থাৎ কোনো হেতু-সাধ্যস্থলে যে রূপ সম্বন্ধে হেতুর ব্যাপ্যতা গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধে হেতুর পক্ষবিশিষ্টত্বজ্ঞানে যে রূপ সম্বন্ধে সাধ্যের ব্যাপকত্ব গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধের দ্বারাই সাধ্য-পক্ষের বিশিষ্টাহুমিতি হয়। এস্থলে ‘পক্ষবিশিষ্ট’ শব্দের অর্থ হইল ‘পক্ষবিষয়ক’, অর্থাৎ এস্থলে পক্ষবিষয়ক অহুমিতির কথাই বলা হইতেছে। সাধ্য-পক্ষের বিশিষ্টাহুমিতি হইল ‘পক্ষবিশেষক-সাধ্যপ্রকারক অহুমিতি’ এবং ‘সাধ্যবিশেষক-পক্ষপ্রকারক অহুমিতি’; এই উভয়ই হইল সাধ্য-পক্ষের বিশিষ্টাহুমিতি। কারণ প্রাচীনমতে পক্ষবিশেষক জ্ঞানের জ্ঞায় পক্ষপ্রকারক জ্ঞানও অহুমিতির প্রতি কারণ; ‘বহিব্যাপ্যধুমবান্ পর্বতঃ’ এই পরামর্শ যে রূপ অহুমিতির কারণ হয়, সেইরূপ ‘বহিব্যাপ্যধুমঃ পর্বতে’ এই জ্ঞানও, অর্থাৎ এই পরামর্শটিও অহুমিতির কারণ হয় (‘বহিমান্ ধূমাৎ’ এই অহুমিতিস্থলটি ধরা হইয়াছে)। পক্ষবিশিষ্ট শব্দের অর্থ পক্ষবিশেষক পরামর্শমাত্র হইলে ‘বহিব্যাপ্যধুমবান্ পর্বতঃ’ এই পরামর্শই পাওয়া যায়,

পক্ষবিশেষণক অর্থাৎ ‘বহির্ব্যাপ্যধুমঃ পর্কতে’ এই পরামর্শ পাওয়া যায় না; এইজন্যই জগদীশ বলিলেন ‘পক্ষবিষয়ক ইত্যর্থঃ’, অর্থাৎ পক্ষবিষয়ক বলিলে পক্ষবিশেষণক পরামর্শ (বহির্ব্যাপ্যধুমবান্ পর্কতেঃ) এবং পক্ষবিশেষণক পরামর্শ (বহির্ব্যাপ্যধুমঃ পর্কতে) উভয়কেই ধরা যায়, কেননা, উভয়স্থলেই ‘পক্ষ’ বিষয় হইয়াছে। অতএব উভয় পরামর্শের দ্বারাই অমুমিতি হইতে পারে। ‘পক্ষঃ সাধ্যবান্’ (পর্কতো বহিমান্) এবং ‘সাধ্যং পক্ষে’ (বহিঃ পর্কতে) ইত্যাকারক উভয়ামুমিতিই বিশিষ্টামুমিতি। পক্ষকে বিষয় করিয়া এস্থলে অমুমিতি করা হইতেছে বলিয়া ইহা বিশিষ্টামুমিতি। পক্ষে যে সন্ধে হেতুর ব্যাপ্যতা গ্রহণ করা হইবে, এবং যে সন্ধে সাধ্যেরও ব্যাপকত্ব পক্ষে গ্রহণ করা হইবে, সেই সন্ধেই বিশিষ্টামুমিতি হইবে, অন্য সন্ধে ধরিলে হইবে না। এই কারণেই বহিঃধুম সাধ্য-হেতু স্থলে ধুমাবয়বকে পক্ষ ধরিলে সেস্থলে সংযোগসন্ধে বহির জ্ঞান হয় না, কেননা, ধুমাবয়বে ধুম সমবায়সন্ধে থাকায় হেতুর ব্যাপ্যতা সমবায়সন্ধে গ্রহণ করা হইয়াছে, ফলে সাধ্যের বা বহির ব্যাপকত্ব সংযোগসন্ধে ধরিলে বহ্যামুমিতি হয় না। আবার, পর্কতে ধুম সংযোগসন্ধে থাকায় তথায় হেতুর ব্যাপ্যতা সংযোগসন্ধে হয়, সুতরাং সমবায়সন্ধে পর্কতে বহির জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপকত্ব সেক্ষেত্রে সমবায়সন্ধে ধরা যায় না। এইভাবেই, অর্থাৎ এইরূপ হয় বলিয়াই ব্যাপকতাঘটকসন্ধে ব্যাপ্যতাব সিদ্ধ হয়। বহিঃধুম সাধ্য-হেতু হইলে ‘বহিঃ’ হইল ‘ব্যাপক’, এবং ‘ধুম’ হইল ‘ব্যাপ্য’। বহিঃধুম স্বভাবতঃ সংযোগসন্ধেই পর্কতাদিতে থাকে, সেজন্য এস্থলে ব্যাপকতাঘটক এবং ব্যাপ্যতাঘটক উভয় সন্ধেই হইল সংযোগসন্ধে। ব্যাপকতাঘটক সংযোগসন্ধে ব্যাপকতাব অর্থাৎ বহ্যতাব যেখানে থাকে সেখানে ব্যাপকতাঘটক সংযোগসন্ধে ব্যাপ্যতাব অর্থাৎ ধুমতাবও থাকিবে। এইভাবে যাদৃশ সন্ধে ব্যাপকতাবের দ্বারা যাদৃশ সন্ধে ব্যাপ্যতাব সিদ্ধ হয়, তাদৃশ তাদৃশ সন্ধেই সাধ্য-পক্ষের বিশিষ্টামুমিতি হইবে; ইহাই নিয়ম। এবং এইরূপ নিয়ম বশতঃই সমবায়সন্ধে মহানসাদিতে বহির অভাব ধরিলে তথায় সংযোগসন্ধে ধুমের অভাব ধরা যায় না, কেননা, সংযোগসন্ধে মহানসাদিতে ধুমের অভাব কখনই থাকে না; আবার, সংযোগসন্ধে ধুমাবয়বে বহির অভাব ধরিলে তথায় (ধুমাবয়বে) সমবায়সন্ধে ধুমের অভাব ধরা যায় না, কেননা, সমবায়সন্ধে ধুমাবয়বে ধুম সকল সময়েই থাকে। কিন্তু,

সংযোগসম্বন্ধে ধূমাবয়বে বহির অভাব ধরিলে তদ্ব্যয় (ধূমাবয়বে) সংযোগ-
সম্বন্ধে ধূমেরও অভাব ধরা যায়; ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, যে সম্বন্ধে
ব্যাপকত্ব সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ব্যাপকত্বের দ্বারাই যে সম্বন্ধে ব্যাপ্যত্ব সেই
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্যত্বাব সিদ্ধ হয় বলিয়াই এরূপ হয়। তাহা না হইলে
এইরূপ নিয়ম উপপাদিত হইত না। “পৃথিবীত্বাভাববান্ জলাৎ” স্থলে জলের
ব্যাপ্যতা তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই গ্রহণ করা হইয়াছে; তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জলাদির এই
ব্যাপ্যত্বজ্ঞান হয় বলিয়াই ব্যাপকত্বের দ্বারা (অর্থাৎ পৃথিবীত্বাভাব-
ত্বের অর্থাৎ পৃথিবীত্বের দ্বারা) - ব্যাপ্যত্বাব অর্থাৎ জলাদির অভাব
অর্থাৎ ভেদ সিদ্ধ হয়। এই ব্যাপ্যত্বাব অর্থাৎ জলাদির অভাব তাদাত্ম্য-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া ইহা অত্যন্তাভাব নহে, ইহা ভেদ বা অন্তোক্তাভাব।
“বৃক্ষঃ শিংশপার্য্যঃ” এই অনুমিতিতেও এইভাবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে শিংশপান্তে
ব্যাপ্যত্বজ্ঞান সম্ভব হয়, এবং তাহাতে ব্যাপ্তিও হয়। এইরূপভাবেই
সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করিতে হইবে।

জাগদীশী—নহু সমবায়েন জলাদৌ পৃথিবীত্বাভাবব্যাপ্যত্বপরতয়া
এব তদগ্ৰন্থসঙ্গতিরিত্যাশঙ্ক্য, পৃথিবীত্বাদৌ জলাদিভেদসাধনার্থং তদু-
পন্যাসো ন স্তাৎ, ব্যাপকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নব্যাপকত্বাবেন ব্যাপ্যতা-
ঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নব্যাপ্যত্বাবশ্চৈব সিদ্ধেরিত্যয়িদৃষ্টান্তপূর্ব্বকং পরি-
হরতি, যথা চ ইতি। পক্ষবিশিষ্টেতি, পক্ষবিষয়ক ইত্যর্থঃ, প্রাচ্য-
মতে পক্ষকিশ্লেষকজ্ঞানশ্চৈব পক্ষপ্রকারকজ্ঞানস্তাপি কারণত্বাৎ।
ধূমাবয়ব ইতি, ন বহির্দীরিত্যয়ঃ। ধূমাবয়বে সমবায়েন তাদৃশ-
ধূমবৎপ্রহেহপি ন বহ্যনুমিতিঃ, পূর্ব্বতে চ সংযোগেন ধূমবৎপ্রহেহপি
ন সমবায়েন বহ্যনুমিতিরিত্যর্থঃ। কথমিতি, নিয়ম উপপত্তত ইতি
পরেণ অয়ঃ। মহানসে সংযোগেন ইতি, ন নিবর্ত্ততে ইত্যয়ঃ, ন
সংযোগাবচ্ছিন্নত্বাভাবোহনুমিতৌ ভাসত ইতি তদর্থঃ। নিবর্ত্ততে
চ ইতি, ধূম ইতি পূর্ব্বকং অয়ঃ। তাদাত্ম্যেন এব ইতি, সমবায়েন
ব্যাপ্যত্বানন্ত সমবায়েন জলস্তাত্ম্যত্বাভাব এব সিদ্ধোদিতি, জল-

ভেদসাধনার্থং তদগ্ৰহাবতারো ন স্ত্যাং ইতি ভাবঃ । নহেতাবতাহপি
তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন জলাভাবঃ সিদ্ধঃ, ন তু জলান্তোগ্রাভাব ইতি
তদোষতাবদবস্থ্যম্ অত আহ, স এব চেতি । ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপ্যে
প্রাচাং সংবাদমুপপত্তস্ত ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপকস্ব তমাহ ইথম্বেব চেতি ।
তাদাত্ম্যেন ব্যাপ্তের্ব্যবস্থাপনেনৈবেত্যর্থঃ । তথা চ ‘বৃক্ষঃ শিংশপায়া’
ইত্যত্র ব্যাপ্তেন্নিশ্চয়ঃ প্রামাণিক ইতি ভাবঃ ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, সমবায়সম্বন্ধে জলাদিতে পৃথিবীত্বাভাবের
ব্যাপ্যত্ব বশতঃই তদগ্ৰহ সঙ্গতি (হয়) এই আশঙ্কায় পৃথিবীত্বাদিতে
জলাদির ভেদ সাধনের জন্য তদুপপত্তাস অপ্রয়োজনীয়, (সেইজন্য) অধ্বয়ি-
দৃষ্টান্তপূর্বক ব্যাপকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ব্যাপকতাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যতাঘটক-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্যতাভাবই সিদ্ধ হওয়ায় ইহা (ঐ আশঙ্কা) পরিহার করা
হইতেছে,—‘যথা চ’ ইত্যাদি । ‘পক্ষবিশিষ্ট’ ইত্যাদি, পক্ষবিষয়ক ইহাই
অর্থ ; প্রাচীনদের মতে পক্ষবিশেষ্যকজ্ঞানের দ্বায় পক্ষ-প্রকারকজ্ঞানেরও
কারণত্ব (হয়) । ‘ধূমাবয়ব’ ইত্যাদি, ‘ন বহিধিঃ’ ইত্যাদিতে অধ্বয়
(হইবে) । ধূমাবয়বে সমবায়সম্বন্ধে ধূমবস্তুজ্ঞান হইলেও তাদৃশ (সমবায়-
সম্বন্ধে) বহুত্বমিতি হয় না, এবং সংযোগসম্বন্ধে পক্ষতে ধূমবস্তুজ্ঞান হইলেও
সমবায়সম্বন্ধে বহুত্বমিতি হয় না, ইহাই অর্থ । ‘কণম্’ ইত্যাদি, ‘নিয়ম
উপপত্ততঃ’ ইত্যাদি পরের সহিত অধ্বয় (হইবে), সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন
স্বাভাবিক অত্বমিতি ভাসমান হয় না, ইহাই তাহার অর্থ । ‘নিবর্ততে চ’
ইত্যাদি, ‘ধূমঃ’ ইত্যাদি পূর্বের সহিত অধ্বয় (হইবে) । ‘তাদাত্ম্যেন এব’
ইত্যাদি (হইল), সমবায়সম্বন্ধে ব্যাপ্যতাতে কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে জলের
অত্যন্তাভাব (পৃথিবীতে) সিদ্ধ হয় ইত্যাদি, জলভেদসাধনের জন্য
তদগ্ৰহানুসরণ না হউক, ইহাই ভাব । যদি বলা যায়, এক্রপ হইলেও তাদাত্ম্য-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন জলাভাব সিদ্ধ হয়, কিন্তু জলান্তোগ্রাভাব (সিদ্ধ) হয় না,
ইত্যাদি তদবস্থায় সেই দোষ (হয়), সেজন্য বলা হইল ‘স এব চ’ ইত্যাদি ।
ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপ্যত্ব স্বীকারে প্রাচীনদের মত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্ব
হয়, সেইজন্য বলা হইল ‘ইথম্বেব চ’ ইত্যাদি । তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্যাপ্তির
ব্যবস্থাপনার দ্বারা (ইহা হয়) ইহাই অর্থ । সুতরাং ‘বৃক্ষঃ শিংশপায়াঃ’

ইত্যাদি এখানে ব্যাপ্তিনিষ্ঠ প্রামাণিক, ইহাব ভাব।

ব্যাখ্যা : পৃথিবীতে জলাদির ভেদ প্রতিপাদনের জন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়া “পৃথিবীত্বাভাবান্ জলাৎ” এই অহুমিতির দ্বারা পৃথিবীতে জলের ভেদ সাধন করা হইয়াছে। কিন্তু, এখানে বলা যাইতে পারে যে, সমবায়সম্বন্ধের দ্বারাই জলাদিতে পৃথিবীত্বাভাবের ব্যাপ্যতা সম্ভবপর হয়। সমবায়সম্বন্ধে জল জলের অবয়বে থাকে; সুতরাং সমবায়সম্বন্ধেই জল পৃথিবীত্বাভাবের ব্যাপ্য হয়। এইভাবে সমবায়সম্বন্ধে জলাদির ব্যাপ্যত্ব সম্ভব হওয়ায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকারের দ্বারা পৃথিবীতে জলের ভেদ সাধনের প্রয়োজন কি? সুতরাং পৃথিবীতে জলের ভেদ সাধনের জন্য মূলকারের ধর্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকার সম্পর্কিত যে গ্রন্থাহুসরণ তাহা অনাবশ্যক হউক। এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়াই দীপ্তিতিকার “ধ্বা চ” ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিলেন। প্রথমে অধ্বয়দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া সাধ্যব্যাপ্য হেতুর সাহায্যে সাধ্যাহুমিতি করিতে হয়; পরে ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপকাত্বের দ্বারা ব্যাপ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে হয়, ইহাই নিয়ম। এক্ষেত্রেও মূলকার সেইভাবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়া “পৃথিবীত্বাভাবান্ জলাৎ” এই অধ্বয়ী দৃষ্টান্তের সাহায্যে সাধ্যাহুমিতি করিয়াছেন, এবং পরে ঐ ব্যাপকাত্বের দ্বারা তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই ব্যাপ্যাত্ব সিদ্ধ করিলেন। সুতরাং, তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই জলাদির ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়া পৃথিবীতে জলের ভেদ সাধন করিতে হইবে, অন্য সম্বন্ধে করিলে চলিবে না; অতএব গল্পেশোপাধায়ের উক্ত প্রকার গ্রন্থাহুসরণ নিরর্থক নহে; এইরূপে মূলকারের উক্ত প্রকার গ্রন্থাহুসরণের আনর্থক্য পরিহার করা যাইবে। এখানে সাধ্য-পক্ষের যে বিশিষ্টাহুমিতি করা হইয়াছে তাহা ‘পক্ষবিশেষক সাধ্যপ্রকারক’ এবং ‘সাধ্যবিশেষক পক্ষবিশেষক’ এই উভয়প্রকার অহুমিতি। পরামর্শজ্ঞানের দ্বারা যেরূপ অহুমিতি সম্ভব হয়, প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতে সাধ্যবিশেষক পরামর্শজ্ঞানের দ্বারাও সেইরূপ অহুমিতি সম্ভব হয়। এখানে সাধ্য-পক্ষের যে বিশিষ্টাহুমিতি ধরা হইয়াছে তাহা পক্ষবিশেষক অহুমিতি এবং সাধ্যবিশেষক অহুমিতি উভয়ই; দীপ্তিগ্রন্থের ‘পক্ষবিশিষ্ট’ কথাটির অর্থ যে ‘পক্ষবিষয়ক’ তাহা জগদীশ এই জন্যই স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; দীপ্তিগ্রন্থ ব্যাখ্যা করার সময় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। নিয়ম হইল যে,

যে রূপে যে রূপে সৎকে হেতুর ব্যাপ্যতা এবং সাধ্যের ব্যাপকত্ব স্বীকার করা হইবে সেইরূপে সৎকেই বিশিষ্টাভুমিতি করিতে হইবে, অসৎ সৎকে বিশিষ্টাভুমিতি করিলে চলিবে না। এইরূপে নিয়ম বশতঃই ধূমাবয়বে ধূম সমবায়সৎকে থাকিলেও তৎসংযোগসৎকে বহুভুমিতি হয় না, এবং পর্বতাদিতে সংযোগসৎকে ধূম থাকিলেও তৎসংযোগসৎকে বহুভুমিতি সম্ভবপর হয় না; কেননা, ধূম-বহিঃ হেতু-সাধ্য স্থলে ধূমের ব্যাপ্যতা এবং বহির ব্যাপকত্ব উভয়ই সংযোগসৎকে স্বীকার করা হয়। এইভাবেই বলা যায় “পৃথিবীত্যাভাববান্ জলাৎ” স্থলে তাদাত্ম্যসৎকে জলের ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়াই জলের তাদাত্ম্যসৎস্বাভাবচ্ছিন্ন অभाव পৃথিবীতে সিদ্ধ হয়। এস্থলে প্রশ্ন করা যায় যে, ইহাতে তাদাত্ম্যসৎকে জলাভাব সিদ্ধ হয়, কিন্তু অস্ত্রোক্তাভাব সিদ্ধ হইল কোথায়? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কাতেই দীর্ঘিতিকার বলিলেন “স চ এব অস্ত্রোক্তাভাবঃ”, অর্থাৎ উক্ত তাদাত্ম্যসৎস্বাভাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে জলাভাব তাহাই অস্ত্রোক্তাভাব, অর্থাৎ জলাস্ত্রোক্তাভাব বা জলভেদ; এবং এইভাবেই পৃথিবীতে জলের ভেদ সাধিত হয়। এইপ্রকার সিদ্ধান্তের দ্বারা যে রূপে ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ “বহিমান্ ধূমবতঃ” স্থলে যে রূপে ধূমবতের বহিঃব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ হয়, প্রাচীনদের মতে সেইরূপে ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্বও সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ “গৌঃ সান্নাবস্থাৎ” স্থলে গবাদির সান্নাব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপে হয় বলিয়াই তাদাত্ম্যসৎকে ব্যাপ্তি নির্ণয় সম্ভব হয়; এবং তাদাত্ম্যসৎকে ব্যাপ্তি নির্ণয় হয় বলিয়াই “বৃক্ষঃ শিংগপায়াঃ” ইত্যাদিরূপে অহুমিতিও সম্ভব হয়। এইরূপে অহুমিতিতে যে ব্যাপ্তি তাহা নিশ্চয়-ব্যাপ্তি, এবং তাহা প্রামাণিক।

দীর্ঘিতি—অতএব গোত্বদ্বারা হ্রস্বসান্নায়াং ‘যত্র সান্নাদি সা গো’-রিত্তি তাদাত্ম্যেন গোর্ব্যাপকত্বগ্রহে সান্নাদিনা তাদাত্ম্যেন গোঃ, তাদাত্ম্যেন গোর্ব্যতিরেকাচ্চ সান্নাদিব্যতিরেকঃ সিদ্ধ্যতি।

অনুবাদ : অতএব, গোত্বদ্বারা জ্ঞানাভাব দশায় ‘যত্র সান্নাদি সা গোঃ’ ইত্যাদি (হয়), তাদাত্ম্যসৎকে ‘গো’ এর ব্যাপকত্বজ্ঞানে সান্নাদি

৫ হেতুর) দ্বারা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গৌ', এবং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গৌ' এই ব্যতিরেক বশতঃ সান্ন্যাসদ্বির ব্যতিরেক সিদ্ধ হয়।

ব্যাখ্যা : তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্মীর ধর্মব্যাপ্যত্ব বেরূপ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্বও সিদ্ধ হয়। "ইয়ং গৌঃ সান্ন্যাসব্ধাৎ" হলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গৌ' হইল সাধ্য, এবং 'সান্ন্যাসব্ধ' হইল হেতু ; এস্থলে 'গৌ' হইল ব্যাপক এবং ধর্মী, আর, 'সান্ন্যাসব্ধ' হইল ব্যাপ্য এবং ধর্ম। এই অল্পমিতি-স্থলে 'গৌ' এর বা ধর্মীর সান্ন্যাসব্ধব্যাপকত্ব বা ধর্মব্যাপকত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, এবং ইহা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হইয়াছে। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্মীর ব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারা এইরূপ অল্পমিতি না করিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদককে গ্রহণ করিয়াও এই অল্পমিতি সম্ভব হইতে পারে। তাহা করিলে এই অল্পমিতিতে সাধ্য হইবে 'গোত্ব', এই 'গোত্ব' জাতিরূপ ; এবং 'গোত্ব' যেহেতু উল্লেখ্যমান জাতি সেকারণে ইহার উপর আর একটি ধর্মের স্বরূপতঃ ভান হইবে, অর্থাৎ 'গোত্বত্ব' এইরূপ হইতে পারিবে। সাধ্য 'গোত্ব' হওয়ার সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে 'গোত্বত্ব' ; উল্লেখ্যমান জাতির স্বরূপতঃ ভান হওয়ার জন্যই 'গোত্বত্ব' ভান সম্ভব হইবে, অর্থাৎ 'গোত্ব' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপে 'গোত্বত্বকে' গ্রহণ করা যাইবে। এইরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক ব্যাপ্তির সাহায্যেই "ইয়ং গৌঃ সান্ন্যাসব্ধাৎ" এই অল্পমিতি সম্ভব হইবে (জাগদীশীগ্রহ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ বিবরে বিস্তৃতরূপে বলা হইবে)। সুতরাং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্মীর ব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারা এই-প্রকার অল্পমিতি করার আবশ্যকতা কি ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এই সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ 'গোত্বত্ব' বিষয়টি হইল 'গবেতরাবৃত্তিত্ব', অর্থাৎ 'গৌ' হইতে ইতর বা ভিন্ন বাহ্য তাহাতে অবৃত্তিত্বই হইল 'গোত্বত্ব'। কিন্তু এইরূপ গবেতরাবৃত্তিত্বরূপ যে 'গোত্বত্ব' সেই গোত্বত্বের জ্ঞান যদি কাহারও না থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পক্ষে 'গোত্বত্ব'রূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকের সাহায্যে অল্পমিতি করা সম্ভব নয় ; তাহাকে উক্ত প্রকার ধর্মীর ব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারাই "গৌঃ সান্ন্যাসব্ধাৎ" এই অল্পমিতি করিতে হইবে। সেই-জন্যই বলা হইল "অতএব গোত্বত্বাভ্যুৎপাদনশায়াৎ" ইত্যাদি, অর্থাৎ গোত্বত্ব-জ্ঞান না থাকিলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে উক্ত প্রকার অল্পমিতিই করিতে হইবে। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গৌ'তে ব্যাপকত্বজ্ঞান হইলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গৌ'তেই 'গৌঃ' এই অল্পমিতি সম্ভব হইবে।

এইরূপে অপরী দৃষ্টান্তের দ্বারা যেৰূপ “ইয়ং গোঃ সান্নাবস্থ্যং” এই অহুমিতিতে ‘গো’এর সান্নাদিব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের দ্বারাও ইহা সিদ্ধ হয়। এখানে ‘গো’ সাধ্য হইল ব্যাপক, এবং ‘সান্নাবস্থ্য’ হেতু হইল ব্যাপ্য; সুতরাং গবাতাব থাকিলে সান্নাবস্থ্যভাক থাকিয়া যার বলিয়া ব্যাপকাতাবের দ্বারা ব্যাপ্যাতাবও সিদ্ধ হয়, এবং এইভাবেই ধর্মীর ধর্মব্যাপকতা সিদ্ধ হয়।

জাগদীশী—ধর্মিণো ধর্মব্যাপকত্বে যুক্তিমপ্যাহ অতএবেতি। ধর্মিণো ধর্মব্যাপকত্বাদেবেত্যর্থঃ। ননু ‘ইয়ং গো’ ইত্যনুমিতির্গবেতরানুত্তিরূপায়াঃ শুদ্ধগোহনিরূপিতব্যাপ্তেজ্ঞানাং সমবায়েন নিরবচ্ছিন্নগোহসাধ্যকৈব ভবিষ্যতি, সাধ্যবদানুত্তিরূপায়া অপি ব্যাপ্তেরনুমিতিহেতুত্বস্তাণ্ণে বাচ্যত্বাদতস্তাদৃশানুমিত্যনুরোধাৎ ধর্মিণো ধর্মব্যাপকত্বস্বীকারোহনুচিত ইত্যত উক্তং গোহত্বেতি। গোহত্বং গবেতরানুত্তিরূপ, তথা চ গবেতরানুত্তিরূপায়া গোহব্যাপ্তেরজ্ঞানদশায়াম্ উৎপন্নায়াম্ ‘ইয়ং গো’ ইত্যনুমিতে: গোহবিধেয়ত্বাসম্ভবাৎ গোবিধেয়কত্বেমেবেতি, তদনুরোধাৎ অবশ্যং ধর্মিণো ধর্মব্যাপকত্বং বাচ্যমিতি ভাবঃ।

অনুবাদ : ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্বে বৃত্তিই বলা হইতেছে, ‘অতএব’ ইত্যাদি। ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্ব বশতঃই, ইহাই অর্থ। যদি বলা যায়, গবেতরানুত্তিরূপ শুদ্ধগোহনিরূপিত ব্যাপ্তিজ্ঞান বশতঃ সমবায়সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন ‘গোহ’ সাধ্যকের দ্বারাই “ইয়ং গোঃ” এই অহুমিতি হইবে, (এবং) অগ্রে উক্ত সাধ্যবদানুত্তিরূপ ব্যাপ্তিরও (এই) অহুমিতির হেতুত্ব থাকে বলিয়া তাদৃশ অহুমিতির অনুরোধ বশতঃ ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্ব স্বীকার অনুচিত হয়, সেজন্য বলা হইল ‘গোহত্ব’ ইত্যাদি। ‘গোহত্ব’ (হইল) গবেতরানুত্তিরূপ, সুতরাং গবেতরানুত্তিরূপ গোহব্যাপ্তির অজ্ঞানদশায় উৎপন্ন “ইয়ং গোঃ” ইত্যাদি অহুমিতির ‘গোহ’বিধেয়ত্ব অসম্ভব।

হওয়ায় 'গো'বিধেয়কত্বই (সম্ভব) হয়, তদনুরোধ বশতঃ ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্ব অবশ্য বলিতে হইবে, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : “ইয়ং গোঃ সান্নাবস্থাৎ” এই অহুমিতিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘গো’ হইল সাধ্য, এবং সান্নাবস্থাৎ হইল হেতু, এই অহুমিতিতে হেত্বধিকরণ সান্নাবতে ‘গো’এর অহুমিতি হয়। ‘গো’ হইল ধর্মী, এবং ‘সান্নাবস্থাৎ’ হইল ধর্ম, সুতরাং এরূপ স্থলে ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্ব স্বীকৃত হয়, এবং ধর্মীর এই ধর্মব্যাপকত্ব তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সিদ্ধ হয়। কিন্তু, এই স্থলে সান্নাবতে ‘গো’ অহুমিতি সম্ভব করিবার জন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্মব্যাপকত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন কি? সমবায়সম্বন্ধে “গোত্ববান্ সান্নাবস্থাৎ” এইরূপ অহুমিতির দ্বারাই সান্নাবতে ‘গো’ অহুমিতি সম্ভব হয়। ‘গোত্বত্ব’ হইল গবেতরা-বৃত্তিত্ব (অর্থাৎ গো হইতে ভিন্ন বা ইতর বস্তুতে অবৃত্তিত্বই হইল গবেতরা-বৃত্তিত্ব), এই গবেতরাবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্তির দ্বারাই শুদ্ধ গোত্ব-নিরূপিত ব্যাপ্তি-জ্ঞান সম্ভব হয়, কলে ‘গোত্ব’ এই সাধ্য গ্রহণ করিয়া “গোত্ববান্ সান্নাবস্থাৎ” এই অহুমিতি সম্ভব হয়, এবং সান্নাবতে ‘গোত্ব’ অহুমিতি সিদ্ধ হয়। সাধ্য ‘গোত্ব’ হইল জাতিস্বরূপ, এই ‘গোত্ব’ যেহেতু উল্লেখ্যমান জাতি সেজন্ত ইহাতে আর একটি ধর্মের অবশ্যই ভান হইবে, অর্থাৎ ‘গোত্ব’ এর ধর্ম ‘গোত্বত্ব’ এইরূপ হইতে পারিবে। ইহার দ্বারা ‘গোত্ব’ সাধ্য হইলে সাধ্য-তাবচ্ছেদক ‘গোত্বত্ব’ সিদ্ধ হইবে। এই গোত্বত্বরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকের সাহায্যে হেতুময়িষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে, এবং সান্নাবতে ‘গোত্ব’ অহুমিতি সম্ভব হইবে। ‘গোত্ব’ সাধ্য এবং ‘সান্নাবস্থাৎ’ হেতু উভয়েই সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সমবায়সম্বন্ধেই এই অহুমিতি সম্ভব হইবে। এখানে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে, ‘গোত্ব’ সাধ্য গোত্বত্বাবচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহা নিরবচ্ছিন্ন হয় না; কলে লক্ষণ সমন্বয় করার সময় হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামান্য-ধিকরণ্য চিন্তা করিলে সেই সাধ্য কখনও নিরবচ্ছিন্ন হইবে না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যাইবে যে, এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত-লক্ষণীয় ব্যাপ্তি গ্রহণ না করিয়া “সাধ্যাবলম্ব্যবৃত্তিত্ব”রূপ যে ব্যাপ্তি সেই ব্যাপ্তির দ্বারাই লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হইবে, অর্থাৎ গবেতরাবৃত্তিত্বরূপ সাধ্যাবলম্ব্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টে গোত্বের স্বরূপতঃই ভান হইবে। সুতরাং ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্ব স্বীকার করিয়া তাদাত্ম্য-

সম্বন্ধে সান্ন্যাসভে 'গো' অহুমিতি সিদ্ধ করার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে, 'গবেতরারূপিত্ব'রূপ অর্থাৎ 'গোত্বত্ব'রূপ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান যদি কোনো ব্যক্তির নাই হয়, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি 'গোত্ব' ব্যাপ্তির দ্বারা "গোত্ববান্ সান্ন্যাসত্বাৎ" এই অহুমিতি করিবে কিরূপে? এই 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ দশায়, অর্থাৎ গবেতরারূপিত্বরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকা কালীন অবস্থায় 'গোত্ব' বিধেয়ক অহুমিতি সম্ভব হয় না। কিন্তু তদবস্থাতেও 'গো' এর জ্ঞান থাকিয়া যায় বলিয়া 'গো' বিধেয়ক অহুমিতি সম্ভব হয়, ইহাতে কোনো বাধা থাকে না। সেইজন্যই দীর্ঘিতি-গ্রহে "অতএব গোত্বত্বাৎগ্ৰহদশায়াৎ" ইত্যাদি বলা হইল; অর্থাৎ 'গোত্বত্ব' এর অজ্ঞান দশায় "ইয়ং গোঃ" এই অহুমিতিকে সিদ্ধ করিবার জন্যই ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য।

জাগদীশী—ননু তাদাত্ম্যেন গোঃ সাধ্যাচ্ছেপি গোত্বং হেতু-
মন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকমিত্যাকারকব্যাপ্তিধিয়োহনুমিতি-
হেতুত্বাৎ, তত্র চ ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকবিধয়েব গোত্বত্বগ্রহস্থাপেক্ষিতত্বাৎ,
তদগ্রহে গোবিধেয়কানুমিতিরপ্যনুপপন্নতাত্ আহ, আদীতি। আদিনা
পক্ষধর্ম্মতাপরিগ্রহঃ; তথা চ গবেতরারূপিত্বরূপব্যাপ্তেঃ সান্ন্য-
ব্যাপকতাগ্রহে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতয়োপস্থিতিপ্রৌব্যোহপি তদ্বিশিষ্টস্ত যত্র
ন পক্ষধর্ম্মতাদীঃ। তত্রৈব "অয়ং গোঃ" ইত্যনুমিতেগোবিধেয়কত্ব-
মাবশ্যকমিতি তদনুরোধেনৈব তাদাত্ম্যেন ব্যাপকত্বং বাচ্যমিত্যাশয়ঃ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গোঃ' এর সাধ্যত্ব হইলেও
'গোত্বং হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকম্' ইত্যাকার ব্যাপ্তিজ্ঞানের
অহুমিতিহেতুত্ব বশতঃ, এবং তথার ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে 'গোত্বত্ব' জ্ঞানের
অপেক্ষা হয় বলিয়া তদগ্রহে ('গোত্বত্ব' এর অগ্রহে) 'গো' বিধেয়ক অহু-
মিতিও উপপন্ন হয় না, এইজন্য বলা হইল 'আদি' (অর্থাৎ গোত্বত্বাদি)
ইত্যাদি। আদি (পদের) দ্বারা পক্ষধর্ম্মতা গ্রহণ করা হইয়াছে; সুতরাং
'গবেতরারূপিত্ব'রূপ ব্যাপ্তিতে সান্ন্যব্যাপকতাগ্রহে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতার
উপস্থিতি প্রব হইলেও তদ্বিশিষ্টের (গোত্বত্ববিশিষ্টের) যেখানে পক্ষধর্ম্মতা-
জ্ঞান থাকে না সেস্থলেই 'অয়ং গোঃ' এই অহুমিতিতে 'গো' বিধেয়কত্ব

আবশ্যক হয়, তদনুরোধেই তাহা আশঙ্ক্যে ব্যাপকত্ব বলা হইয়াছে, ইহাই অভিপ্রায়।

ব্যাখ্যা : তাহা আশঙ্ক্যে ‘গোঃ’ সাধ্য হইলে বা ‘গো’তে সাধ্যত্ব থাকিলে, অর্থাৎ “ইয়ং গোঃ” বা “অয়ং গোঃ” এই অহুমিতি হইলেও ‘গোত্বং হেতুমসিদ্ধাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং’ এই জ্ঞান অহুমিতির কারণ হইবে, কেননা, তদ্ব্যবচ্ছিন্ন বিধেয়ক অহুমিতির প্রতি, অর্থাৎ গোত্বাবচ্ছিন্ন বিধেয়ক “ইয়ং গোঃ” এই অহুমিতির প্রতি তদ্ব্যবচ্ছেদে (গোত্বব্যবচ্ছেদে) ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব-জ্ঞান কারণ হইবে। ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান হইল তদ্ব্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ হেতুমসিদ্ধ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান, এবং ইহা গোত্বধর্মিক হইবে ; তাহা হইলে, এই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানের ধর্মী হইল গোত্ব, এবং এই জ্ঞানের ধর্মিতা আছে গোত্বে, কলে, ধর্মিতাবচ্ছেদক হইবে গোত্বত্ব। অতএব, ধর্মিতাবচ্ছেদক গোত্বত্বরূপে গোত্বে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান হওয়ার ‘গোত্বত্ব’এর অগ্রহণশায়, অর্থাৎ ‘গোত্বত্ব’এর অজ্ঞানদশায় কিরূপে অহুমিতি সম্ভব হয়? আর, যদি বলা যায়, “গোত্বং হেতুমসিদ্ধাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং” এই জ্ঞানে ‘গোত্বত্ব’এর গ্রহ বা জ্ঞান হয় না, তাহা হইলে, ‘গো’বিধেয়ক অহুমিতিই হইতে পারে না, কারণ, ‘গোত্বত্ব’রূপ ধর্মিতাবচ্ছেদকজ্ঞান ভিন্ন গোত্বধর্মিতাক ব্যাপ্তিবৃদ্ধি হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্ক্যেই দীর্ঘত্বিকার ‘আদি’ পদের নিবেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ‘গোত্বত্বাভ্যগ্রহণশায়ং’ ইত্যাদিতে ‘গোত্বত্বাদি’ কথার মধ্যে ‘আদি’ পদ দিয়াছেন। ‘আদি’ পদের দ্বারা পক্ষধর্মতাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ হইলেও, অর্থাৎ ‘গবেত্তরাবৃত্তিত্ব’রূপ ব্যাপ্তিতে সান্নাতির ব্যাপকতাজ্ঞানে ধর্মিতাবচ্ছেদকতাক পক্ষধর্মতার অহুপ্রবেশ বা উপস্থিতি অনিবার্য বা দ্রব হইলেও ‘গোত্বত্ব’বিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান থাকিবে না—এরূপ ক্ষেত্র থাকিলেও থাকিতে পারে, অর্থাৎ ঐ ভাবে ‘গোত্বত্ব’বিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞানের অভাববিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। এইরূপ ‘গোত্বত্ব’বিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান থাকিবে না এরূপ ক্ষেত্র যদি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে, সেইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যই “ইয়ং গোঃ” ইত্যাদিরূপ ‘গো’বিধেয়ক অহুমিতিই হইবে, ‘গোত্ব’বিধেয়ক বা ‘গোত্ব’সাধ্যক অহুমিতি সেক্ষেত্রে হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্র হইতে পারে এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়াই এখানে তাহা আশঙ্ক্যে ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাই

এইদের অভিপ্রায় ।

জাগদীশী—যন্তু শুদ্ধগোহাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতিং প্রতি নিরবচ্ছিন্নগোহনিষ্ঠবিশেষ্যতাকমেব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানং হেতু-
রতো গোহত্বাগ্রহেহপি গোহে সান্নাদিব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বগ্রহসম্ভবাৎ
গোসাধ্যকানুমিতের্নানুপপত্তিঃ, অভাবলৌকিকপ্রত্যক্ষ এবাধিকরণ-
তাবচ্ছেদকরূপেণ তদুপস্থিতিঃ হেতুত্বাদিতি মতং, তন্তুচ্ছং, ব্যাভিচার-
জ্ঞানাপ্রতিবধ্যতয়া তাদৃশব্যাপকতাগ্রহস্য অনুমিত্যহেতুত্বাদনুত্থা তুল্য-
যুক্ত্যা শুদ্ধগোহবিধেয়কানুমিতিং প্রতি নিরবচ্ছিন্নগোহবিশেষ্যতাকস্য,
প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমিষ্ঠাভাবাপ্রতিযোগিত্বজ্ঞানস্য, হেতুত্বাৎ ‘অয়ং
গো’ ইত্যনুমিতেগোহত্বানুপস্থিতাবপি গোহরূপধর্মসাহ্যকত্বস্য ত্বর্বা-
রত্বাপত্তেরিতি দিক্ ।

প্রাধিক্ত গোতাদাত্মস্য সান্নাব্যাপকত্বগ্রহাদেব গোস্তাদাত্ম্যেন
সিদ্ধিসম্ভবাৎ ন তদনুরোধেন গোস্তাদাত্ম্যেন ব্যাপকত্বস্বীকারো যুক্তঃ,
সম্বন্ধগতব্যাপকত্বগ্রহাদেব সম্বন্ধিনোহনুমিতের্মিশ্রাদিসম্মতত্বাৎ অত
উক্তং গোহত্বাত্তগ্রহদশায়ামিতি ; গোতাদাত্ম্যত্বাত্তগ্রহদশায়ামিতি তদর্থ
ইত্যাহঃ ; তচ্চিস্ত্যম্ । গোহত্বাত্তগ্রহদশায়ামিত্যস্য গোহত্বেনাগ্রহো
যস্যাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা গোহত্বাধিনিশ্চয়দশায়ামিত্যর্থঃ, তথা চ তদানীময়ং
গৌরিত্যানুমিত্যর্থঃ ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপকত্বমবশ্যং স্বীকার্যমিত্যপি বদন্তি ।
গৌরিতি, সিদ্ধান্তীতি পরেণাশ্রয়ঃ । গোহ্যতিরেকাদিতি, তাদাত্ম্যে-
নেত্যনুমুখ্যতে ।

অনুবাদ : শুদ্ধ গোহাবচ্ছিন্ন-বিধেয়ক অনুমিতির প্রতি নিরবচ্ছিন্ন
গোহনিষ্ঠ বিশেষ্যতাক প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানই কারণ, সুতরাং
গোহত্বজ্ঞান না হইলেও গোহে সান্নাদিব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান সম্ভব হওয়ার
‘গো’সাহ্যক অনুমিতিতে অনুপপত্তি হয় না, অভাবলৌকিকপ্রত্যক্ষেই অধি-
করণতাবচ্ছেদকরূপে তদুপস্থিতি কারণ হয় বলিয়া এইরূপ হয়—যাহারা কিন্তু
এই মত বলেন তাহা (এই মত) তুচ্ছ ; (কারণ) ব্যাভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য
হয় না বলিয়া তাদৃশ ব্যাপকতাজ্ঞান অনুমিতির কারণ হয় না, অন্তর্ধার, তুল্য

যুক্তির দ্বারা শুদ্ধ ‘গোত্ব’বিধেরক অহুমিত্তির প্রতি নিরবচ্ছিন্নগোত্ববিশেষ্যভাক
প্রতিযোগ্যনধিকরণ হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবের অপ্রতিযোগিতাজ্ঞানের হেতুত্ব
(কারণত্ব) বশতঃ গোত্বত্বাদির অহুপস্থিতি সম্বন্ধে “অয়ং গোঃ” এই অহুমিতি
হয় বলিয়া গোত্বরূপ ধর্মসাধ্যকত্বের দুর্ব্বারত্বাপত্তি হয়—(সেইজন্য এই মত
তুচ্ছ)—ইহাই দিক ।

প্রাচীনেরা কিন্তু,—গো-তাদাত্ম্যের সাম্ব্যাপকত্ব স্বীকার বশতঃই
তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘গো’এর (অহুমিতি) সিদ্ধ হয় বলিয়া তদনুরোধে তাদাত্ম্য-
সম্বন্ধে ‘গো’এর ব্যাপকত্ব স্বীকার যুক্তিযুক্ত নহে, সম্বন্ধগত ব্যাপকত্ব-
এহ বশতঃই সম্বন্ধীর অহুমিতি মিশ্রাদি সম্মত বলিয়া সেইজন্য বলা হইল
‘গোত্বত্বাত্মগ্রহদশায়াম্’ ইত্যাদি, ‘গোতাদাত্ম্যত্বাত্মগ্রহদশায়াম্’ ইহাই তাহার
অর্থ,—এরূপ বলেন ; ইহা চিন্তনীয় । ‘গোত্বত্বাত্মগ্রহদশায়াম্’ ইত্যাদি ইহার
‘গোত্বত্বেন অগ্রহো যস্মাৎ’ এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা ‘গোত্ববানশিচয়দশায়াম্’ এই
অর্থ (হয়) ; সুতরাং, সেইকালে ‘অয়ং গোঃ’ এই অহুমিতি (হয়), এই
অর্থেই ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্ব অবশ্য স্বীকার্য, এইরূপও বলা হয় । ‘গোঃ’
ইত্যাদি ‘সিদ্ধিতি’ ইত্যাদি পরের সহিত অবয়ব হইবে । ‘গোব্যতিরেকাৎ’
ইত্যাদি তাদাত্ম্যসম্বন্ধের দ্বারাই অহুসরণ করিতে হইবে ।

ব্যাখ্যা : “ইয়ং গোঃ” এই অহুমিতিতে পক্ষধর্মিতার দ্বারা ‘গোত্ব’এর
অহুপ্রবেশ অনিবার্য হওয়ার এই অহুমিতি ‘গোত্ব’সাধ্যক অহুমিতি হইয়া
যায় ; গোত্বত্বাবচ্ছিন্ন ‘গোত্ব’সাধ্যক এই অহুমিত্তির ক্ষেত্রে যদি কাহারও
গোত্বত্বের জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে, গোত্বত্বের অগ্রহ দশায় ‘গোত্ব’সাধ্যক
অহুমিতি সম্ভব হয় না, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘গো’সাধ্যক অহুমিতিই সেক্ষেত্রে
হইয়া থাকে । অর্থাৎ ধর্মীর ধর্মব্যাপকতা স্বীকারের দ্বারাই সেরূপ ক্ষেত্রে
অহুমিতি সম্ভব হয় । এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো কোনো নৈয়ায়িক
বলেন যে, ‘গোত্বত্ব’ এর জ্ঞান না থাকিলেও এরূপ ক্ষেত্রে ‘গো’সাধ্যক
অহুমিতি, অর্থাৎ শুদ্ধগোত্বাবচ্ছিন্ন বিধেরকাহুমিতি সম্ভব হইতে পারে ।
‘যত্নু’ ইত্যাদির দ্বারা জগদ্বীশ এই সকল নৈয়ায়িকদের মত আলোচনা
করিতেছেন । এই অহুমিতি ‘গো’সাধ্যক অহুমিতি হইলে হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবীর
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারাই অহুমিতি
করিতে হয়, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘গোত্ব’ হওয়ার অহুমিত্তির ক্ষেত্রে ‘গোত্বত্ব’
এর জ্ঞান আবশ্যক হইয়া পড়ে । ‘যত্নু’বাহিগণ বলিতেছেন যে, এই অহুমিত্তির

ক্ষেত্রে হেতুমিষ্ঠ অভাবীর প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিত্তা নিরবচ্ছিন্ন-গোত্বনিষ্ঠ-বিশেষ্যতাক যে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান, অর্থাৎ গোবৃত্তি সান্নাদিব্যমিষ্ট প্রতিযোগিব্যাদিকরণভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব-জ্ঞান, তাহাই ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান হইতে পারে ; তাহা হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকরূপে 'গোত্বত্ব' এর জ্ঞান এই অমুমিতির ক্ষেত্রে আর আবশ্যক হইবে না। নিরবচ্ছিন্ন-গোত্বনিষ্ঠ-বিশেষ্যতাক প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্ট হইবে 'গোত্ব', এই গোত্বাবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামান্য-ধিকরণ্যই হইবে ব্যাপ্তি, এবং এই ব্যাপ্তিজ্ঞানই 'গো'সাধ্যক অমুমিতির প্রতি কারণ হইবে। সুতরাং 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহদশাতেও এইভাবে 'গো'-সাধ্যক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে "ইয়ং গোঃ" এই অমুমিতি সম্ভব হইবে। এখানে বলিতে পারা যায় যে, যেখানে 'গোত্ব'এর প্রতীতি হয় সেখানে 'গোত্বত্ব'এর ভান সহজেই এবং স্বভাবতঃই হয়, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রেও 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ থাকে না ; ইহার উত্তরে 'যন্তু'বাদিগণ বলেন যে, এইরূপ ধর্মের ভান সর্বক্ষেত্রে হয় না। কেবলমাত্র অব্যবলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই এইরূপ ধর্মের ভান হইতে পারে, অন্তত্ব হয় না। ভূতলে ঘটাব্যব আছে বলিলে ভূতলে ঘটাব্যবের যে লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় সেই ঘটাব্যবের বা অব্যবের অধিকরণ হইল ভূতল, অধিকরণতাবচ্ছেদকরূপে ভূতলে ভূতলত্বের ভান হয়, এইরূপ ধর্মের ভান অন্তত্ব হয় না ; সুতরাং 'গোত্ব' এর উপর 'গোত্বত্ব' এর ভান হইবে না। অতএব 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ দশাতেও গোত্বত্ব-ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান হইয়া 'গো'সাধ্যক অমুমিতির দ্বারা "ইয়ং গোঃ" এই অমুমিতি সম্ভব হয়। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে, এই মত তুচ্ছ, অর্থাৎ এই মত গ্রহণ করা যায় না। কারণ, 'যন্তু'বাদিগণের এই অমুমিতির প্রতি কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন-গোত্বনিষ্ঠ-বিশেষ্যতাক-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহা ব্যাভিচারজ্ঞানের প্রতি-বধ্য নয়। নিয়ম হইল যে, ব্যাভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য হইবে ব্যাপ্তিজ্ঞান, এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইবে ব্যাভিচারজ্ঞান ; যেমন, সাধ্যতাব্যব-বৃত্তিহেতুজ্ঞান হইল ব্যাপ্তিজ্ঞান, এবং তাহার প্রতিবন্ধক হইল সাধ্যতাব্যব-বৃত্তিহেতুজ্ঞান, ইহা ব্যাভিচারজ্ঞান, এই ব্যাভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য হইল সাধ্য-তাব্যববৃত্তিহেতুজ্ঞানরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান। অন্ত ব্যাপ্তির ক্ষেত্রেও এইরূপ প্রতি-বধ্য-প্রতিবন্ধক ভাব নির্ণীত হয়। যথা, আলোচ্য স্থলে 'গোত্ব' হেতুমিষ্ঠা-

ভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং' এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইল 'গোত্বং
হেতুমসিদ্ধাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকং' এই ব্যাভিচারজ্ঞান, এবং 'গোত্বং
হেতুমসিদ্ধাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং' এই জ্ঞানটি, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তি-
জ্ঞানটি এস্থলে প্রতিবধ্য হইবে। ব্যাভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য হইলেই ব্যাপ্তি-
জ্ঞান অহুমিত্তির কারণ হইবে, যে ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যাভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য হয়,
না তাহা অহুমিত্তির কারণ হইতে পারে না। বর্তমান স্থলে গোত্ববৃত্তি,
অর্থাৎ গোত্বদ্বানবচ্ছিন্ন শুদ্ধগোত্বনিষ্ঠ বিশেষ্যাতক সান্নাদিবসিদ্ধি প্রতি-
যোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান ব্যাভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য
হয় না; কারণ, এস্থলে ব্যাভিচারজ্ঞান হইল 'গোত্বং হেতুমসিদ্ধাভাবপ্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকং' এই জ্ঞান, এই জ্ঞানে গোত্বত্বের জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু
ব্যাপ্তিজ্ঞানে গোত্বত্বের জ্ঞান হয় নাই, ব্যাপ্তিজ্ঞানে 'গোত্ববৃত্তি হেতুমসিদ্ধাভাব
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান' হইয়াছে, এই অসমানপ্রকারক বিশেষ্যক-
জ্ঞানের প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব নাই। গোত্ববৃত্তি সান্নাদিবসিদ্ধাভাবপ্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানকে ব্যাভিচারজ্ঞান বলা যায় না, সাধ্যতাবচ্ছেদক-
ধর্মিক, অর্থাৎ গোত্বধর্মিক ব্যাভিচারজ্ঞানই প্রতিবন্ধক হইবে, তাহা হইলে
গোত্বধর্মিক ব্যাপ্তিজ্ঞানই (ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানই) প্রতিবধ্য হইবে,
এবং ইহাই অহুমিত্তির প্রতি কারণ হইবে। অতএব এস্থলে, অর্থাৎ গোত্ববৃত্তি
সান্নাদিবসিদ্ধাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানটি ব্যাভিচারজ্ঞানের প্রতি-
বধ্য না হওয়ায় ইহা অহুমিত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে না। আর যদি
ইহা স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে, তুল্য বৃত্তির দ্বারা গোত্ববিধেয়ক অহু-
মিত্তিও গোত্বত্বের অগ্রহ দশায় অর্থাৎ গোত্বত্বের অজ্ঞান কালে হইতে
পারে। সুতরাং, 'যত্তু'বাদিগণের,—'নিরবচ্ছিন্ন-গোত্বনিষ্ঠ-বিশেষ্যাতক-
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক'রূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা 'গোত্বত্ব'এর অগ্রহ দশায়
'ইয়ং গোঃ' এই অহুমিত্তি হয়,—এরূপ কথা স্বীকার করা যায় না। এই-
ভাবেই এই বিষয়টির দিগ্‌দর্শন করা হইল।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এস্থলে অন্তরূপ বলেন; তাঁহাদের মতে তাদাত্ম্য-
সম্বন্ধে 'গো', এবং শুদ্ধ 'গো' ইহারা একই, এই উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য
নাই। শুদ্ধ 'গো' বলিতে যাহা বোঝা যায় তাহাই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো',
আবার তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো' বলিতে যাহা বোঝা যায় তাহাই শুদ্ধ 'গো';
সুতরাং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো' এবং শুদ্ধ 'গো' এক বা অভিন্ন। এখন, তাদাত্ম্য-

সম্বন্ধে ‘গো’কে বা ধর্মীকে সাধ্য ধরিয়া অহুমিতি করিলে “গোঃ সান্ন্যাসন্যং” স্থলে গো-তাদাত্ম্যের, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধেরও ব্যাপকত্ব স্বীকার হইয়া যায়। সম্বন্ধের (অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাদাত্ম্যসম্বন্ধের) ব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারাই ‘তাদাত্ম্যসম্বন্ধে “গোঃ” এই অহুমিতি সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ সম্বন্ধের ব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারাই সম্বন্ধীর ব্যাপকত্বও স্বীকৃত হইয়া যায়। সম্বন্ধের ব্যাপকত্বের দ্বারা সম্বন্ধীর ব্যাপকত্ব যে সিদ্ধ হয় তাহা মিশ্রগণ কর্তৃক স্বীকৃত। সুতরাং, এরূপ হইলে ‘গোত্বত্ব’ এর অগ্রহ দশাতেও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘গো’কে ধরিয়া সম্বন্ধের ব্যাপকত্বের দ্বারা সম্বন্ধীর ব্যাপকত্ব স্বীকার করিয়া “ইয়ং গোঃ” এই অহুমিতি সিদ্ধ হইতে পারে; “ইয়ং গোঃ” এই অহুমিতি করার ক্ষেত্রে ‘গো’ এর ব্যাপকত্ব পৃথকরূপে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা নাই। অতএব, ‘গোত্বত্ব’ এর জ্ঞান না হইলেও, অর্থাৎ ‘গোত্বত্ব’ এর অগ্রহ দশাতেও সম্বন্ধের ব্যাপকত্ব গ্রহণের দ্বারা সম্বন্ধীর ব্যাপকত্ব স্বীকার করিয়া “ইয়ং গোঃ” এই অহুমিতি সিদ্ধ হয়। দীধিতিকারের “গোত্বত্বাভ্যগ্রহ-দশায়াম্” কথার ইহাই তাৎপর্য। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের ইহাই অভিमत। জগদীশের বক্তব্য হইল যে, প্রাচীনদের এই অভিमत বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

পুনরায়, দীধিতিকারের “গোত্বত্বাভ্যগ্রহদশায়াম্” কথার অস্ত্র আর এক প্রকার অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। “গোত্বত্বেন অগ্রহো যস্মাৎ”— অর্থাৎ যাহা ইহাতে ‘গোত্বত্ব’ এর অগ্রহ হয়—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা ‘গোত্বত্বাভ্যগ্রহদশা’ শব্দের অর্থ ‘গোত্বত্বাধিনিশ্চয়দশা’ করা যায়। যে জ্ঞানের দ্বারা অস্ত্র কোনো জ্ঞানের বাধা হয় সেই জ্ঞানটি বাধনিশ্চয়জ্ঞান। ‘গোত্বত্ব’রূপ জ্ঞানের বাধা হইল ‘গোত্বত্বাভাববান্’ এই জ্ঞান; সুতরাং, ‘গোত্বত্বাভাববান্’ এই জ্ঞান হইল গোত্বত্বাবচ্ছিন্ন গোত্বজ্ঞানের বাধনিশ্চয়। কোনো ক্ষেত্রে এইরূপ ‘গোত্বত্বাভাববান্’ জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ এই বাধনিশ্চয়-জ্ঞান হইলে, সেই বাধনিশ্চয়দশায় ‘গোত্বত্ব’ এর অগ্রহ অবশ্যই হয়। এইরূপ বাধনিশ্চয়দশায় যে ‘গোত্বত্ব’ এর অগ্রহ, তৎকালে অর্থাৎ সেই ‘গোত্বত্ব’ এর অগ্রহ দশায় ‘গোত্ব’ এর অগ্রহ বশতঃ “গোঃ” এই অহুমিতি সম্ভব হয় না। সুতরাং সেইরূপ অবস্থায় ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারাই “ইয়ং গোঃ” এই অহুমিতি সিদ্ধ করিতে হয়। ঐরূপ অবস্থায় ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্ব স্বীকার অনিবার্য হইয়া পড়ে, এবং এইরূপ স্বীকারের দ্বারাই

ভংকালে “ইয়ং গৌঃ” এই অল্পমিতি সাধন করা সম্ভব হয়। অনেকে এ বিষয়ে এরূপ মত পোষণ করেন।

দীর্ঘিতিগ্রহে ‘গৌঃ’ শব্দটি পরবর্তী ‘সিদ্ধ্যতি’ এই শব্দের সহিত অধর হইবে। ‘গোব্যতিরেকাৎ’ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্যতিরেক পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অধরী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্বও স্বীকার করিয়া যে রূপ “ইয়ং গৌঃ” এইরূপ অল্পমিতি সম্ভব হয়, সেইরূপ ব্যতিরেক পদ্ধতির দ্বারাও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্যাপকাত্ম্যের দ্বারা ব্যাপ্যাত্ম্য সিদ্ধ করিয়া “ইয়ং গৌঃ সান্ন্যবস্থাৎ” স্থলে সাধ্যব্যাপকত্ব, অর্থাৎ গোব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গবাত্ম্য যেখানে থাকে সেখানে সান্ন্যবস্থার অভাব থাকে। ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও অবশ্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই ব্যাপকাত্ম্যের দ্বারা ব্যাপ্যাত্ম্য সিদ্ধ করিতে হইবে; অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গবাত্ম্যের দ্বারা সান্ন্যবস্থার অভাব সিদ্ধ হইবে। সেইজন্যই জগদীশ বলিলেন “তাদাত্ম্যেন অল্পবজ্যতে” ইত্যাদি।

দীর্ঘিতি—এবং সংযোগেন গগনাদিরপি জব্যত্বব্যাপকত্বং। বৃত্ত্যানিয়ামকসংযোগমাত্রস্ত্যাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধরূপত্বে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্বাভিধানে বা, পৃথিবী-ত্বাদিব্যাপকত্বমপি, তদভাববতোহপি পৃথিব্যাদেঃ সংযোগেন তৎসম্বন্ধিত্বাৎ, সিদ্ধিরপি তস্মৈ তথৈব, ন তু বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধেন, তেনাসম্বন্ধিত্বাৎ অব্যাপকত্বাৎ চ, ব্যক্তীভবিস্ত্যতি চেদমুপরিষ্টাৎ।

অনুবাদ : এবং এই সংযোগসম্বন্ধে গগনাদিরও জব্যত্বব্যাপকত্ব (হয়)। বৃত্ত্যানিয়ামক সংযোগমাত্রের অভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ-রূপত্বে, অথবা, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্ব গ্রহণে (গগনাদির) পৃথিবীত্বাদিব্যাপকত্বও (হয়), তদভাববান্ (গগনাত্ম্যবান্) হইলেও পৃথিব্যাদিতে সংযোগসম্বন্ধে (বৃত্ত্যানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে) তৎসম্বন্ধিত্ব স্বীকার (পৃথিবীত্বাদির ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়); তাহাতেই (বৃত্ত্যানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধেই) তাহার (“যটো গগনবান্” এই অল্পমিতির) সিদ্ধি হইলেও

(পৃথিবীত্বাদির ব্যাপকত্ব হয়) ; কিন্তু, বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধে হয় না, (কারণ) সেই সম্বন্ধে অসম্বদ্ধিত্ব এবং অব্যাপকত্ব বশতঃ (হয় না) ; ইহা (পরে) বলা হইবে ।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘সামানাধিকরণ্য’ স্থলে ‘সম্বদ্ধিত্ব’ নিবেশ করিলে কিরূপ কললাভ হয় সেই প্রশ্নে বলা হইতেছে যে, ইহার দ্বারা গগনাদিরও দ্রব্যত্বব্যাপকত্ব সম্ভব হয় ; অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘সম্বদ্ধিত্ব’ নিবেশ করিলে “গগনবান্ দ্রব্যত্বাৎ” এরূপ অহুমিতি করা সম্ভব হয় । সাধারণতঃ গগন কোথাও থাকে না, বা গগন কোথাও বৃত্তি হয় না, কলে হেত্বধিকরণ বা দ্রব্যত্বাধিকরণ দ্রব্যে গগন থাকিতে পারে না, এবং এইরূপ অহুমিতিও হইতে পারে না । কিন্তু, বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগন সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সংযোগী, এই বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে, তাহা হইলে, গগন হইল দ্রব্যের সম্বন্ধী (বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে সম্বন্ধী) । এইভাবে গগন দ্রব্যের সম্বন্ধী হওয়ার “গগনবান্ দ্রব্যত্বাৎ” এই অহুমিতি হইতে আর বাধা থাকে না । কিন্তু, এখানে প্রশ্ন হইল, এইরূপ বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনকে দ্রব্যের সম্বন্ধী ধরিয়া এই অহুমিতি করিলে লক্ষণ সমন্বয় হইবে কিরূপে ? কারণ, বৃত্তানিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার প্রসিদ্ধি হয় না, কলে হেতুমন্নিষ্ঠ-অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক আর ধরা সম্ভবই হইবে না, এবং এই কারণে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব না হওয়ার অব্যাপ্তির আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, এইরূপ অহুমিতিও করা যাইবে না । কিন্তু কোনো কোনো মতে বৃত্তানিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা স্বীকার করা হয়, সেই মত অহুসরণ করিলে বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ দ্রব্যে যে কোনো বস্তুর অভাব ধরিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ তদভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘গগনত্ব’কে ধরা চলিবে, এবং তাহা হইলে লক্ষণ সমন্বয়ও সম্ভব হইবে, “গগনবান্ দ্রব্যত্বাৎ” এই অহুমিতিও করা চলিবে । ইহা হইল বর্ত্তমান দীর্ঘিতিগ্রন্থের প্রথম কল্প । দ্বিতীয় কল্পানুসারে বৃত্তানিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অপ্রসিদ্ধি স্বীকার করিয়াও ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘সামানাধিকরণ্য’ স্থলে ‘সম্বদ্ধিত্ব’ গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয় । “গগনবান্ দ্রব্যত্বাৎ” স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য ধরিয়া হেত্বধিকরণ দ্রব্যে বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনো সম্বন্ধে, অর্থাৎ সামান্ত্রতঃ সংযোগসম্বন্ধে শুণাদির অভাব বা সমবার-

সম্বন্ধে ঘটপটাদির অভাব ধরা বাইতে পারে। এইরূপ সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গুণাত্তভাবের বা ঘটাত্তভাবের প্রতিযোগী যে গুণাদি বা ঘটাদি, সেই প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব বৃত্ত্যানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে থাকে (অর্থাৎ গুণাদিরূপ বা ঘটাদিরূপ প্রতিযোগী সাধ্যতাবচ্ছেদক বৃত্ত্যানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে সম্বন্ধী হয় না)। ইহাতে সংযোগসম্বন্ধে গুণাত্তভাবীর বা সমবায়সম্বন্ধে ঘটাত্তভাবীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে গুণত্ব বা ঘটত্ব তাহা গগনত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন হয়, এইরূপে হেতুমন্নিষ্ট অভাবীর প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হওয়ার লক্ষণ সম্বন্ধ সম্ভব হয়। “গগনবান্ ভ্রব্যত্বাৎ” শ্লোকের দ্বারা “গগনবান্ পৃথিবীত্বাৎ” শ্লোকে এইভাবে লক্ষণ সম্বন্ধ করা যায়। হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে পূর্বোক্ত প্রকারে সামান্ততঃ সংযোগসম্বন্ধে গুণের বা সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অভাব ধরিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্ত্যানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে ঐ অভাবীর প্রতিযোগীর সহিত হেত্বধিকরণে অসম্বন্ধিত্ব স্বীকার করিয়া উক্ত অভাবীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে গুণত্ব বা ঘটত্ব তাহার সহিত সাধ্যতাবচ্ছেদক গগনত্বের ভেদ সিদ্ধ হয়, এবং এইভাবে লক্ষণ সম্বন্ধ সম্ভব হয়।

এখানে অবশ্য বলা বাইতে পারে যে, পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে গগনাত্তাব সকল সময়েই থাকে, ইহাতে ‘গগনাত্তাব’ অর্থাৎ সাধ্যাত্তাব পৃথিবীতে বা হেত্বধিকরণে স্বভাবতঃই থাকিয়া যায় বলিয়া সন্ধেতুতে সাধ্যাত্তাব লক্ষণের ঘটক হইয়া যায়, কলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, পৃথিবীতে গগনাত্তাব থাকিলেও বৃত্ত্যানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব থাকে, এবং সেই সম্বন্ধ গ্রহণের দ্বারাই পৃথিবীত্বের ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়; সেইজন্যই দীর্ঘাতিকার বলিলেন “তদভাববতোহপি” ইত্যাদি। এইভাবে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব স্বীকার করিলে “ঘটো গগনবান্” এইরূপ অসম্বন্ধিত্ব হউক না কেন—এইরূপ কণা বলা বাইতে পারে বলিয়াই দীর্ঘাতিকার বলিলেন “সিদ্ধিরপি” ইত্যাদি; অর্থাৎ বৃত্ত্যানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে ঐরূপ অসম্বন্ধিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, ইহাতে কোনো বাধা হয় না; কিন্তু বৃত্ত্যানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে ঐরূপ অসম্বন্ধিত্ব হইতে পারিবে না। কারণ, বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে পৃথিবীর সহিত গগনের সম্বন্ধিত্ব থাকে না, এবং বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে পৃথিবীত্বের ব্যাপকত্বও সম্ভব হয় না।

অবশ্য বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধেও গগন পৃথিবীতে থাকিতে পারে ; অল্প পরেই, অর্থাৎ “কালো ঘটবান্ মহাকালস্বাৎ” ইত্যাদি কল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হইবে ।

জ্ঞানদীপী—এবঞ্চতি, সামানাধিকরণ্যাদৌ সম্বন্ধিৎপ্রবেশে চ ইত্যর্থঃ । সংযোগন্ধেন সংযোগমাত্রস্ত প্রাতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধক্ষে বৃত্তানিয়ামকসংযোগস্তাপি তৎ সর্বসিদ্ধমতো ‘মাত্র’পদম্ । ‘সম্বন্ধ-রূপত্বে’ ইতি, অত্থথা তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রাতিযোগিতাকাভাবাপ্রসিদ্ধ্যাঃ গগনাদেঃ পৃথিবীত্বব্যাপকত্বং দুর্ঘটমেব স্তাৎ, ইতি ভাবঃ । তাদৃশ-সম্বন্ধস্ত প্রাতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বেপি দ্বিতীয়কল্পানুসারেণ ব্যাপকত্বং সম্পাদয়তি, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন ইতি । তথা চ সম্বন্ধান্তরাবচ্ছিন্ন-ঘটাত্তাবমাদায়ৈব লক্ষণসমম্বয় ইতি ভাবঃ । দ্রব্যত্বস্ত গগনাসংযুক্ত-বিভ্যন্তরে তদ্বিভাচারাৎ হেতুস্তরমাহ, পৃথিবীত্বাদিতি । ‘ব্যাপকত্বমপি’ ইতি ‘গগনাদে’রিত্তি পূর্বেণ অম্বয়ঃ ।

নহু উৎপত্তিকালে জ্ঞাত্ত, প্রলয়কালে নিত্যস্ত পৃথিবীমাত্রস্ত গগনাভাবস্বাৎ কথং তস্ত পৃথিবীত্বব্যাপকত্বম্ অত আহ, তদভাবব-তোহপি ইতি, গগনাদেবভাববতোহপি । সংযোগেন ইতি, বৃত্তা-নিয়ামকসংযোগেন ; তৎসম্বন্ধিৎ, গগনাদিসম্বন্ধিৎ ।

নহু এবং নিরুক্তব্যাপ্তিজ্ঞানাত্ ঘটৌ গগনবান্ ইত্যনুমিতিঃ প্রমা-স্যাদত আহ, সিদ্ধিরপি ইতি । তথৈব, বৃত্তানিয়ামকসংযোগেন এব, তথা চ তাদৃশসম্বন্ধেন গগনানুমিতেঃ প্রমাত্তম্ ইষ্টমেব ইতি ভাবঃ ।

‘তেনাসম্বন্ধিৎ’ ইতি ; যেন সম্বন্ধেন সাধ্যসাধনসামানাধিকরণ্য-পরামর্শে ভাসতে, তেন এব সম্বন্ধেন সাধ্যানুমিতেঃ কলস্বাৎ ইতি ভাবঃ । সামানাধিকরণ্যধিয়ৌ হেতুত্বস্য, তদংশে সম্বন্ধবিশেষনিবেশস্য বা অনঙ্গীকারমতেহপি আহ, অব্যাপকত্বাচ্ছেতি । ‘তেন’ ইত্যনুম্বজ্যতে ; তথা চ তাদৃশসম্বন্ধেন সাধ্যস্য হেতুব্যাপকত্বং গৃহ্যতে তেনৈব সম্বন্ধেন

সাধ্যসিদ্ধিঃ ফলম্, অতো বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধেন সাধ্যস্য হেতুব্যাপকত্বা-
সম্ভবাদেব ন তেন সম্বন্ধেন সাধ্যস্য প্রমাতুমিতিরिति ভাবঃ ।

নমু বৃত্তিনিয়ামকসংযোগেনাপি গগনস্য পৃথিবীত্বাদিব্যাপকত্ব-
দুর্ব্বারং, তাদৃশসম্বন্ধেন গগনসম্বন্ধ্যপ্রসিদ্ধ্যা গগনাভাবস্য প্রতিযোগিব্য-
ধিকরণত্বাভাবাৎ, তাদৃশাভাবান্তরপ্রতিযোগিত্বস্য চ গগনাদৌ অসম্বাৎ
অত আহ ব্যক্তীত্যাदि । ইদং বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধেন গগনাদেব-
ব্যাপকত্বং, তথা চ নিরুক্তপ্রতিযোগিকত্বম্ ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণং
প্রতিযোগ্যসামান্যধিকরণ্যং বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধেন গগনাভাবেহপি
স্থাস্যতি ইতি ভাবঃ ।

অনুবাদ : ‘এবং চ’ ইত্যাদি, সামান্যধিকরণাদিতে এবং সম্বন্ধিত্ব-
প্রবেশে, ইহাই অর্থ । সংযোগত্বের দ্বারা সংযোগমাত্রের প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদকসম্বন্ধত্বে বৃত্তিনিয়ামকসংযোগেরও তত্ত্ব (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব)-
সর্বসিদ্ধ, সেইজন্য ‘মাত্র’পদ । ‘সম্বন্ধরূপত্বে’ ইত্যাদি, অন্তর্ধায় তাদৃশসম্বন্ধা-
বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের অপ্ৰসিদ্ধি বশতঃ গগনাদির পৃথিবীত্ব-
ব্যাপকত্ব দুর্ব্বটই হয়, ইহাই ভাব । দ্বিতীয় কল্পাহুসারে তাদৃশ সম্বন্ধের
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বেও ব্যাপকত্ব সম্পাদিত হয়, ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধেন’ ইত্যাদি । সুতরাং সম্বন্ধান্তরাবচ্ছিন্ন ঘটাদির অভাব গ্রহণের
দ্বারাই লক্ষণ সমন্বয় (হয়), ইহাই ভাব । বিভাস্তরে গগনাসংযুক্তিতে
তদ্ব্য (জ্রব্যত্বের) ব্যভিচার হওয়ার হেতুস্তর বলা হইল, ‘পৃথিবীত্বাৎ’
ইত্যাদি । ‘ব্যাপকত্বম্’ ইত্যাদি ‘গগনাদেঃ’ ইত্যাদি পূর্ব্বের সহিত অম্বয়
(হইবে) ।

যদি বলা যায়, উৎপত্তিকালে জন্তের (জন্ত পৃথিবীতে) এবং প্রলয়কালে
নিত্যের (নিত্য পৃথিবীতে) পৃথিবীমাঝেই গগনাভাব থাকিয়া যাওয়ার
তাহার (গগনের) পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব কিরূপে (হয়) ? সেইজন্য বলা
হইল, ‘তদভাববতোহপি’ ইত্যাদি, (ইহার অর্থ) ‘গগনাত্মকভাববতোহপি’ ।
‘সংযোগেন’ ইত্যাদি (হইল) বৃত্তিনিয়ামকসংযোগেন ; ‘তৎসম্বন্ধিত্বাৎ’
(হইল) গগনাদিসম্বন্ধিত্বাৎ ।

যদি বলা যায়, এইরূপ নিরুক্ত ব্যাখ্যাজান বশতঃ “বটো গগনবান্”

এই অমূল্যমিতি প্রমা হউক, সেইজন্য বলা হইল ‘সিদ্ধিরপি’ ইত্যাদি। তথৈব (হইল) ‘বৃত্তিনিয়ামকসংযোগেন এব’ (তথাই, অর্থাৎ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধের দ্বারাই); সুতরাং তাদৃশ সম্বন্ধে গগনামূল্যমিতির প্রমা হইটাই, ইহাই ভাব।

‘ভেনাসম্বন্ধিত্বাৎ’ (অর্থাৎ সেই সম্বন্ধে অসম্বন্ধিত্ব বশতঃ) ইত্যাদি (হইল) যে সম্বন্ধের দ্বারা পরামর্শে সাধ্যসামান্যাদিকরণ্য ভাসমান হয়, সেই সম্বন্ধের দ্বারাই সাধ্যামূল্যমিতির কলত্র বশতঃ ইহাই ভাব। সামান্যাদিকরণ্য-জ্ঞানে (এই ব্যাপ্তিজ্ঞানে) অথবা তদংশে সম্বন্ধবিশেষ নিবেশের কারণত্ব অনঙ্গীকার করিলেও (অব্যাপকত্ব) হয়, সেইজন্যই বলা হইল, ‘অব্যাপক-ত্বাচ্চ’ ইত্যাদি। (সেইজন্যই) ‘তেন’ ইত্যাদি অনুসরণ করা হইতেছে; সুতরাং যেরূপ সম্বন্ধে সাধ্যের হেতুব্যাপকত্ব গ্রহণ করা হয়, সেই সম্বন্ধের দ্বারাই সাধ্যাসিদ্ধি কল (হয়), সেইজন্য বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যের হেতু-ব্যাপকত্ব অসম্ভব হয় বলিয়া সেই সম্বন্ধে সাধ্যের প্রমাণমিতি হয় না, ইহাই ভাব।

যদি বলা যায়, তাদৃশ সম্বন্ধে (বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে) গগনসম্বন্ধীর অপ্রসিদ্ধি বশতঃ গগনভাবের প্রতিযোগিব্যাদিকরণত্বের অভাব হওয়ার, এবং গগনাদিতে তাদৃশ অভাবান্তরের প্রতিযোগিত্ব না থাকার বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধের দ্বারাও গগনের পৃথিবীত্বাদি ব্যাপকত্ব দুর্ব্বার হয়, সেইজন্য বলা হইল ‘ব্যক্তী’ ইত্যাদি। ‘ইদং’ (ইহার অর্থ হইল), বৃত্তিনিয়ামক-সম্বন্ধে গগনাদির অব্যাপকত্ব, সুতরাং ‘প্রতিযোগিত্ব’ ইত্যাদির দ্বারা বক্ষ্যমাণ প্রতিযোগ্যসামান্যাদিকরণ্য বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধে গগনভাবেও থাকিয়া যায়, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘সামান্যাদিকরণ্য’ স্থলে ‘সম্বন্ধিত্ব’ নিবেশের তাৎপর্য ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করা হইতেছে বলিয়াই দীর্ঘাতিকার ‘এবং চ’ ইত্যাদি বলিলেন। দীর্ঘাতিগ্রহে “বৃত্তিনিয়ামকসংযোগমাত্র” ইত্যাদি কথার মধ্যে ‘মাত্র’ পদ নিবেশ করা হইয়াছে, যদি এই ‘মাত্র’ পদ নিবেশ না করা হইত তাহা হইলে সামান্ত্রতঃ সংযোগসম্বন্ধে, অর্থাৎ সংযোগ-ত্বাবচ্ছিন্ন সংযোগসম্বন্ধে অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ গ্রহণের অর্থই উপলব্ধি হইত। সামান্ত্রতঃ সংযোগ বা সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন সংযোগ বলিতে নিখিল সংযোগ হয় বলিয়া তাহা বৃত্তিনিয়ামক ও বৃত্ত্যানিয়ামক উভয়ই হয়,

কিছু সামান্ত্রিকতঃ বৃত্ত্যানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাক অভাবের যে অপ্রসিদ্ধি হয় তাহা সর্বসিদ্ধ ; এবং এই অপ্রসিদ্ধি বলতঃ গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব কোনোপ্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারিত না, গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব সিদ্ধি ইহাতে দুইট হইয়া পড়িত। কিন্তু ‘মাত্র’ পদ নিবেশের দ্বারা যে মত অল্পসারে বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রসিদ্ধি হয় সেই মত গ্রহণ করিয়া গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব সিদ্ধি সম্ভব করা গেল, অন্ততঃ ইহা হইত না। এই উদ্দেশ্যেই এখানে ‘মাত্র’ পদের নিবেশ করা হইয়াছে। যদি একান্তই বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রসিদ্ধি কোনোক্রমেই স্বীকার না করা হয় তাহা হইলেও গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয় ; এবং এই উদ্দেশ্যেই দীর্ঘিতিগ্রহে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে’ ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয় কল্প অহুসরণ করা হইয়াছে (দীর্ঘিতিগ্রহ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিশদভাবে বলা হইয়াছে)। দ্বিতীয় কল্প অহুসরণের দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈষয়ধিকরণ্যকে ধরিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমগ্নিষ্ট-অভাবীর প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা হইয়াছে। “গগনবান্ পৃথিবীত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে গগনভাব ধরা যায় না, কেননা, সাধ্যতাবচ্ছেদক-বৃত্ত্যানিয়ামক-সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব থাকায় গগনভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না ; ফলে এই সন্ধেতুস্থলে সাধ্যভাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ার অভাবান্তর ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়। ইহাতে হেত্বধিকরণে বৃত্ত্যানিয়ামক ব্যতীত অল্প সম্বন্ধের দ্বারা, অর্থাৎ সম্বন্ধান্তরের দ্বারা ঘটপটাদির অভাব ধরা বাইতে পারে। এইরূপে হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদির অভাব চিন্তা করিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে (এক্ষেত্রে সমবায়সম্বন্ধে) প্রতিযোগিবৈষয়ধিকরণ্য ধরা যাইবে, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্ত্যানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে ঘটপটাদির অভাব হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবই হইবে ; সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ঘটাদি তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘গগনত্ব’ হইতে ভিন্ন হইবে, ফলে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হইবে, গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্বও সিদ্ধ হইবে। গগনে ব্যাপকত্ব সিদ্ধির অন্ত দীর্ঘিতিকার “গগনবান্ ত্রব্যত্বাৎ” স্থলটি ছাড়াও অপর একটি স্থল, অর্থাৎ “গগনবান্ পৃথিবীত্বাৎ” এই স্থল গ্রহণ করিয়াছেন ; ইহার কারণ হইল ‘ত্রব্যত্ব’ সকল ত্রব্যেই অর্থাৎ নয়টি ত্রব্যেই থাকে। নয়টি

দ্রব্যের মধ্যে গগন, কাল, দিক্ ও আত্মা হইল বিভূ, অর্থাৎ সর্বব্যাপক ; বিভূদ্রব্য একে অন্তের সম্বন্ধী হইতে পারে না ; অর্থাৎ গগন, কাল, দিক্ ও আত্মা ইহার কেহ কাহারও সম্বন্ধী হইতে পারে না । এই কারণে “গগন-বান্ দ্রব্যত্বাৎ” স্থলে হেতুধিকরণ কালে ও দিকে গগনের কোনো সম্বন্ধেই সম্বন্ধিত্ব না থাকায় (ইহার বিভূদ্রব্য বলিয়া) ‘দ্রব্যত্ব’ হেতুটি ব্যভিচারী হইয়া যায় ; এই আশঙ্কাতেই দীর্ঘিতিকার “গগনবান্ পৃথিবীত্বাৎ” এই দ্বিতীয় স্থলটি অম্লসরণ করিলেন । ‘দীর্ঘিতিগ্রহে’ ‘ব্যাপকত্বম্’ কথাটির সহিত পূর্বের ‘গগনাদি’ কথার অম্ল হয় হইবে ।

বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে গগনের অভাব সকল সময়েই থাকে ; বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব থাকিলেও উৎপত্তিকালে জন্ত-পৃথিবীতে গগন থাকে না । উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে কোনো জন্ত-দ্রব্যেই কোনো সম্বন্ধে কেহ সম্বন্ধী হইতে পারে না, স্মৃতরাং জন্ত-পৃথিবীতেও উৎপত্তিকালে কেহ থাকে না, অর্থাৎ গগনও থাকে না । আবার, প্রলয়কালে নিত্যদ্রব্যে কেহ থাকে না, ফলে নিত্য-পৃথিবীতেও, অর্থাৎ পৃথিবী-পর-মাণ্ডতেও বা ক্ষিতি-পরমাণ্ডতেও প্রলয়কালে কেহ থাকে না, অর্থাৎ গগনও থাকে না । ইহার দ্বারা পৃথিবীমাতেই গগনাত্মাব সিদ্ধ হইয়া যায় ; কিন্তু এরূপ হইলে গগনাদির পৃথিবীদ্রব্যাপকত্ব সম্ভব হইবে কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে, পৃথিবীতে গগনের অভাব স্বাভাবিকভাবে থাকিলেও, অর্থাৎ পৃথিবী তদভাববান্ বা গগনাত্মাববান্ হইলেও তদভাববতে অর্থাৎ গগনাত্মাববতে অর্থাৎ পৃথিবীতে বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনের সম্বন্ধিত্ব সম্ভব হয় । সামান্ততঃ সংযোগসম্বন্ধে বা অন্ত কোনো সম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব সম্ভব না হইলেও বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব সম্ভব হয় ; এবং ইহার দ্বারা গগনাদির পৃথিবীদ্রব্যাপকত্বও সিদ্ধ হয় ।

এইরূপ হইলে বলা যায় যে, এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা, অর্থাৎ বৃত্তানিয়ামক-সম্বন্ধে গগনাদির পৃথিবীদ্রব্যাপকত্বরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা “ঘটো গগনবান্” অর্থাৎ “ঘটো গগনবান্ ঘটত্বাৎ” এই অম্লমিতি হউক, এবং এই অম্লমিতি প্রমাহুমিতি হউক ; ইহারই উত্তরে দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন “সিদ্ধিরপি” ইত্যাদি, অর্থাৎ “ঘটো গগনবান্, ঘটত্বাৎ” এই অম্লমিতি সিদ্ধ হয় । “তথৈব”, তাহার দ্বারাই, অর্থাৎ সেই সম্বন্ধের দ্বারাই, অর্থাৎ বৃত্তানিয়ামক সংযোগ-

সম্বন্ধের দ্বারাই এইরূপ অহুমিতি সিদ্ধ হয়। এইরূপ বৃত্তানিয়ামক সংযোগ-সম্বন্ধে ঘটে গগনানুহুমিতি প্রমাহুমিতিই হয়, এবং ইহা ইটাই, অর্থাৎ এইরূপ অহুমিতি অভিপ্রেতই হয়।

দীর্ঘিতিগ্রন্থের “ভেনাসম্বন্ধিত্বাৎ” কথাটির তাৎপর্য হইল, সাধ্য-সাধনের পরামর্শ যে সম্বন্ধে হয় সেই সম্বন্ধেই পক্ষে সাধ্যানুহুমিতির কল হয় ; অন্য সম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে হয় না। বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য-হেতুর পরামর্শ হইলে বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধেই সাধ্যানুহুমিতি হইবে, এবং সেই অহুমিতি বর্ষা অহুমিতি বা প্রমাহুমিতিই হইবে। “ঘটো গগনবান্ ঘটত্বাৎ” স্থলেও বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য-হেতুর পরামর্শ স্বীকার করিয়া ঘটে সাধ্যানুহুমিতি বা গগনানুহুমিতি সম্ভব হইবে, এবং ইহা প্রমাহুমিতিই হইবে ; কিন্তু, বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য-হেতুর পরামর্শ স্বীকার করিলেও অন্য সম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে ঘটে গগনানুহুমিতি কখনই সম্ভব হইবে না, এবং হইলে তাহা প্রমাহুমিতিও হইবে না। সামান্যাদিকরণ্যবর্তিত ব্যাপ্তিজ্ঞানে (অর্থাৎ, হেতুমিষ্ট অভিধাতব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামান্যাদিকরণ্যই ব্যাপ্তি—এই সামান্যাদিকরণ্যবর্তিত ব্যাপ্তিজ্ঞানে) সামান্যাদিকরণ্যজ্ঞানের অহুমিতির প্রতি হেতুত্ব বা কারণত্ব হয় (অর্থাৎ সামান্যাদিকরণ্যজ্ঞান অহুমিতির প্রতি কারণ হয়), এবং তৎপক্ষে অর্থাৎ সামান্যাদিকরণ্যাংশে সাধ্য-হেতুতে যে সম্বন্ধবিশেষের নিবেশ হয়, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ও হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের নিবেশ হয়, তাহারও অহুমিতির প্রতি কারণত্ব হয় (অর্থাৎ সাধ্য-হেতুতে নিবিষ্ট সম্বন্ধবিশেষও অহুমিতির প্রতি কারণ হয়)। এই মত অনস্বীকার করিলে বা অস্বীকার করিলে সামান্যাদিকরণ্যজ্ঞানের অহুমিতির প্রতি কারণত্ব যে কোনো সম্বন্ধে ধরা বাইতে পারে, এবং তাহা হইলে বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধেও পৃথিবীতে গগনানুহুমিতি সম্ভব হইতে পারে। এই আশঙ্কাতেই দীর্ঘিতিগ্রন্থে “অব্যাপকত্বাচ্চ” ইত্যাদি বলা হইল। অর্থাৎ এইরূপ যে কোনো অহুমিতির কারণত্ব স্বীকার করিলে সাধ্যের হেতু-ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয় না, এবং এই অব্যাপকত্ব বশতঃ অহুমিতিও হইতে পারে না। সেইজন্যই বলা হইল “ভেনাসম্বন্ধিত্বাৎ” ; অর্থাৎ যে কোনো সম্বন্ধে ধরিলে, যথা আলোচ্য স্থলে বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে অহুমিতির কারণত্ব ধরিলে, বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের অসম্বন্ধিত্ব বশতঃ

পৃথিবীতে গগনানুমিতি সম্ভব হয় না। সুতরাং তাদৃশ সম্বন্ধে সাধ্যের হেতু-
ব্যাপকত্ব গ্রহণ করা হয়, তাদৃশ সম্বন্ধের দ্বারা ই সাধ্যাসিদ্ধি, অর্থাৎ সাধ্যানু-
মিতির কল হয়; অর্থাৎ আলোচ্য স্থলে বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনের
(সাধ্যের) পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব (হেতুব্যাপকত্ব) গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া
ঐ সম্বন্ধেই, অর্থাৎ বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধেই পৃথিবীতে গগনানুমিতির কল
হইবে, বৃত্তানিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনানুমিতির কল হইবে না। বৃত্তি-
নিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে এস্থলে সাধ্যের, অর্থাৎ গগনের হেতুব্যাপকত্ব, অর্থাৎ
পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব অসম্ভব হয় বলিয়াই এই বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে
সাধ্যের বা গগনের প্রমাদানুমিতি সম্ভব হয় না। ইহাই এস্থলের বক্তব্য বিষয়।

পুনরায়, বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনের পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব দুর্ব্বার
হইতে পারে, অর্থাৎ অনিবার্য হইতে পারে। বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে
গগন কোথাও থাকে না বা গগনের কোনো সম্বন্ধিত্ব হয় না বলিয়া ঐ সম্বন্ধে
গগনসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি হয়; এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ গগনাতাবের প্রতিযোগি-
ব্যাদিকরণত্বের অভাব হয়, অর্থাৎ গগনাতাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব
হইতে পারে না (বৃত্তিনিয়ামক সংযোগের দ্বারা গগনাতাবের প্রসিদ্ধি না
হইলে গগনাতাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাবও হইতে পারে না) ; ইহাতে
‘গগনাতাব’ বা সাধ্যাতাব আর লক্ষণের ঘটক হইল না। কলে, হেত্বাদিকরণ
পৃথিবীতে বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে (অর্থাৎ সামান্ত্রিকতঃ সংযোগসম্বন্ধে)
ঘটপটাদির অভাব ধরিলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব,
পটত্ব প্রভৃতি তাহা সাধ্যাতাবচ্ছেদক ‘গগনত্ব’ হইতে ভিন্ন হইবে, এবং হেত্ব-
াদিকরণ পৃথিবীতে ঘটপটাদির অভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাবও হইবে।
এইভাবে হেতুমগ্নিত তাদৃশ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অভাবীয় প্রতি-
যোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যাতাবচ্ছেদক সম্ভব হওয়ার ইহা লক্ষণের ঘটক হইবে,
এবং লক্ষণ সম্বন্ধও সম্ভব হইবে। এইরূপ হইলেই বৃত্তিনিয়ামক সংযোগ-
সম্বন্ধে “গগনবান্ পৃথিবীত্বাৎ” এই অনুমিতি সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ ইহা প্রমাদানু-
মিতি হইবে, এবং বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধেও গগনের পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব
সম্ভব হইবে। দীর্ঘিতিগ্রন্থের প্রথম কল্প অনুসারে এইভাবে বৃত্তিনিয়ামক
সংযোগসম্বন্ধে গগনের পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় কল্প অনুসারে
সমবায়সম্বন্ধে যেহেতু গগনাতাবের কোনো প্রসিদ্ধি হয় না সেজন্য সমবায়-
সম্বন্ধে গগনাতাব ঘটা সম্ভব না হওয়ার সমবায়সম্বন্ধে গগনাতাব বা সাধ্যাতাব

লক্ষণের ঘটক হয় না (অর্থাৎ, হেতুধিকরণ পৃথিবীতে সমবায়সম্বন্ধে সাধ্যাতাব ধরা যায় না) ; সুতরাং সমবায়সম্বন্ধে হেতুধিকরণে ঘটাদির অভাব চিন্তা করা যাইতে পারে। আবার, সাধ্যাতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্তিনিরামক সংযোগসম্বন্ধে গগনে কোনো সম্বন্ধিত্বও সম্ভব নয়, বৃত্তিনিরামক সংযোগসম্বন্ধে গগন কোথাও থাকে না বলিয়া এই সম্বন্ধে গগনের সম্বন্ধিত্বেরও অপ্রসিদ্ধি হয়, এই সম্বন্ধিত্বের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া এই সম্বন্ধে গগনের অসম্বন্ধিত্বও অসম্ভব হয়, কলে সমবায়সম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ট ঘটান্ততাবীর প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যাতাবচ্ছেদক সম্ভব হয়, এবং এইরূপে লক্ষণ সমন্বয়ের দ্বারা বৃত্তিনিরামক সংযোগসম্বন্ধে গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ বলা যাইতে পারে বলিয়াই দীর্ঘাতিভিকার বলিলেন, “ব্যক্তি” ইত্যাদি। অর্থাৎ এইরূপ হইতে পারে না, এবং পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হইবে। দীর্ঘাতিগ্রন্থে “চেষ্ম” ইত্যাদি কথার মধ্যে যে “ইদম্” শব্দ আছে তাহার অর্থ হইল ‘বৃত্তিনিরামকসম্বন্ধে গগনাদির ব্যাপকত্ব’ ; অর্থাৎ বৃত্তিনিরামক সংযোগসম্বন্ধে গগনাদির এই ব্যাপকত্ব সাধারণভাবে স্বীকার্য হইলেও অন্তভাবে গগনাদির ব্যাপকত্ব সম্ভব হইতে পারে না, পরে “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” ইত্যাদি কল্পে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। সুতরাং, এইভাবে প্রতিযোগিত্ব, অর্থাৎ বৃত্তিনিরামক সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গগনাতাবীর যে প্রতিযোগিত্ব, সেই প্রতিযোগিত্ব প্রভৃতির দ্বারা বক্ষ্যমাণ যে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য বা প্রতিযোগ্যসামান্যধিকরণ্য তাহা বৃত্তিনিরামক সংযোগসম্বন্ধে গগনাতাবেও থাকিয়া যায়, অর্থাৎ বৃত্তিনিরামক সংযোগসম্বন্ধে গগনাতাবও প্রতিযোগিব্যধিকরণ্য অভাব হইয়া যায়। ইহাই এস্থলের বক্তব্য বিষয়।

দীর্ঘাতি—মহাষ্ট্রজ্যোতিরিক্তজ্যোত্বককালমাত্রবৃত্তিধর্মস্ত বিশেষণ-
তাবিশেষণাব্যাপ্যবৃত্তি কিমপি ব্যাপকং ন ত্রাৎ, স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন
প্রতিযোগিনোহসম্বন্ধিনি কালে বর্তমানস্তাতাবস্য প্রতিযোগি-
তান্নাৎ তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বস্য, তেন সম্বন্ধেন যৎপ্রতিযোগিসম্বন্ধি-
তদন্তত্বস্য চ কালেহসম্ভবাৎ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যাত্মক কালমাত্রবৃত্তি-
ধর্মের বিশেষণতাবিশেষ সম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি (সাধ্য), কোনো প্রকারে
ব্যাপক না হউক, আবচ্ছেদকসম্বন্ধে (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে) প্রতি-
যোগীর অসম্বন্ধী কালে বর্তমান অভাবের প্রতিযোগিতাতে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব
(সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব), এবং সেই সম্বন্ধে যে প্রতিযোগিসম্বন্ধী
তদন্তত্ব কালে অসম্ভব বলিয়া (অব্যাপ্তি হয়)।

ব্যাখ্যা : পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তির লক্ষণে হয় প্রতিযোগিতা-
বচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে ধরিয়া হেতুমিষ্ট অভাবীর
প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিতে হইবে,
অথবা, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে ধরিতে হইবে।
কিন্তু বর্তমান স্থলে দীধিতিকার “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” এই অনুমিতি
স্থলে (সদ্ব্যবহারে) উক্ত দুইটি লক্ষণের একটিও প্রয়োগ না হওয়ায় সম্ব-
দুতে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন। দ্রব্য
হইল নয়টি, তন্মধ্যে অষ্টদ্রব্য হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক দ্রব্যাত্মক যে
পদার্থটিতে, অর্থাৎ অষ্টপ্রকার দ্রব্যকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট যে দ্রব্যটিতে কাল-
মাত্রবৃত্তিধর্ম থাকে তাহা হইল কাল; সেই কালমাত্রবৃত্তিধর্ম, অর্থাৎ শুধুমাত্র
কালে বৃত্তি হইবে বা থাকিবে যে ধর্ম তাহা মহাকালত্বরূপ ধর্ম; কারণ এই
মহাকাল দ্রব্যাত্মক পদার্থ, ইহা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, দিক্,
দেহী ও মন হইতে পৃথক এবং অতিরিক্ত; এই অষ্টদ্রব্য হইতে অতিরিক্ত
কালমাত্রবৃত্তিধর্মবিশিষ্ট যে দ্রব্য তাহা হইল কাল। অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত
দ্রব্যাত্মক এই যে কাল তাহা মহাকাল ও খণ্ডকাল দুইই হইতে পারে; কিন্তু
খণ্ডকালত্ব জন্তপদার্থেও বৃত্তি হয়, মহাকালত্ব বৃত্তি হয় শুধুমাত্র কালে, অর্থাৎ
শুধুমাত্র কালবৃত্তিধর্মই হইল মহাকালত্ব। এইরূপ কালমাত্রবৃত্তিধর্ম হইল
মহাকালত্ব—এই ‘মহাকালত্ব’ হইল হেতু। বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে অর্থাৎ
কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি কোনো পদার্থ, বাহা কোনো
প্রকারেই হেতুর ব্যাপক হয় না, তাহা সাধ্য; অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে ঘটপটাদি
অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থসমূহ ‘মহাকালত্ব’ হেতুর ব্যাপক কদাপি হয় না, সুতরাং
কালিকসম্বন্ধে ঘটপটাদি হইল সাধ্য, এবং পক্ষ হইবে ‘কাল’; অর্থাৎ স্থলটি
হইল “কালো ঘটবান্ পটবান্ বা মহাকালত্বাৎ”। এস্থলে সাধ্য ঘটপটাদি
হেতুর অব্যাপক হইলেও ইহা অসদ্ব্যবহার নহে, কারণ, পক্ষ হইল ‘কাল’।

এই “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” হলে হেত্বধিকরণ মহাকালে সংযোগাদির অভাব চিন্তা করিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সমবায়াদি সম্বন্ধে সংযোগাদির অভাব সংযোগাত্ত্বিকরণে থাকে না, হেত্বধিকরণ মহাকালে সংযোগাদির অভাব থাকে, কেননা, কাল সংযোগাদি প্রতিযোগীর অসম্বন্ধী ; কিন্তু, সাধ্য-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এখানে কালিকসম্বন্ধ হওয়ার কালিকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ মহাকালে কোনো অভাব ধরা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ মহাকালে কালিকসম্বন্ধ-বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাত্যবের অপ্রসিদ্ধি হয়। অপরদিকে, সাধ্যতাবচ্ছেদক-কালিকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের প্রসিদ্ধিই নাই। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে সমস্ত পদার্থই কালে থাকে, এবং তাহা হইলেই কালিকসম্বন্ধে কালে কোনো কিছুর অভাব ধরা যায় না। কালিকসম্বন্ধে কালে কোনো অভাব ধরা সম্ভব না হইলে সেই অভাব প্রতিযোগ্যধিকরণে নাই, হেত্বধিকরণে আছে, একরূপ কথা বলা যাইবে কিরূপে ? অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্য সম্ভব হয় না। এইরূপে “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” এই সম্বন্ধেতুই কোনো প্রকারেই লক্ষণ সম্বন্ধ হয় না হওয়ার অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়।

জাগদীশী—কালিকসম্বন্ধে গোষাদৌ সাধ্যে ঘটাদিকালো-পাখিমাঙ্গবৃত্তিঘটাদিহেতৌ নাব্যাপ্তিঃ, ভিন্নকালীনতত্ত্ব্যক্তিবাবচ্ছিন্না-ভাবস্তৈব ঘটাদৌ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যসম্ভবাদত উক্তম্ অষ্টদ্রব্য-তিরিক্তেতি। পৃথিব্যাদিচতুর্দ্রব্যতিরিক্তেতি তু জ্যায়ঃ, গগনাদেঃ কালত্ববিরহাদেব তদ্ব্যুদাস ইতি ধ্যেয়ম্। কৰ্ম্মাত্মকখণ্ডকালস্তাপি ভিন্ন-কালীনতত্ত্ব্যক্তিবাবচ্ছিন্নাভাবপ্রতিযোগ্যানধিকরণত্বপ্রসিদ্ধ্যা। তন্মাত্র-বৃত্তিস্পন্দঘটাদিহেতৌ নাব্যাপ্তিরতশ্চরমত্রব্যপদং। তথাবিধকালদ্বাদা-বপি উক্তাদিশা নাব্যাপ্তিরতো মাত্রপদং। স্বরূপসম্বন্ধে হেতুতালভায় ধর্ম্মপদম্, অন্তথা কালিকেন মহাকালদ্বাত্ত্বিকরণঘটাদৌ প্রতিযোগি-ব্যধিকরণাতীততত্ত্ব্যক্তিবাবচ্ছিন্নাভাবপ্রসিদ্ধ্যা নাব্যাপ্তিরিতি ধ্যেয়ম্। তাদৃশধর্ম্মস্ত মহাকালদ্বাদেঃ সমবায়াদিনা ব্যাপকত্বং সংযোগাত্ত্বব্যাপ্য-

বৃন্তে স্মৃষ্টমিত্যত উক্তং বিশেষণতাবিশেষণ ইতি ; কালিকবিশেষণ-
 তেত্যর্থঃ । ব্যাপ্যবৃত্তিপ্ৰমেয়ত্বাদেঃ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিতমেব
 কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নব্যাপকত্বং সম্ভবতি অত উক্তম্ অব্যাপ্যবৃত্তীতি ।
 তাদৃশসাধ্যং ঘটাদিকং দ্রব্যত্বাদিকং চ তদ্বতোহপি কালস্ত তদনধি-
 করণদেশাবচ্ছেদেন কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নতদভাববত্বাৎ ন হোবংবিধো
 বাচ্যত্বাদিতদনধিকরণদেশাপ্রসিদ্ধ্যা তদবচ্ছেদেন কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-
 বাচ্যত্বাভাবস্ত দৈশিকবিশেষণতয়া কালেহসম্ভবাদিতি ভাবঃ । ন
 স্ত্যাদিতি তথাচ কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাদিত্যাদৌ ব্যাপ্তিলক্ষণা-
 ব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ । প্রথমবিবক্ষানুসারেণ দোষঃ সঙ্গময়তি, স্বাব-
 ছেদকেতি ; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন ইত্যর্থঃ । কালে মহাকালে
 তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নস্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতকালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বস্ত, অসম্ভব
 ইতি পরেণাশ্রয়ঃ । দ্বিতীয়বিবক্ষানুসারেণ আহ তেন সম্বন্ধেন ইতি,
 সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতকালিকসম্বন্ধেন ইত্যর্থঃ ।

অনুবাদ : ঘটাদিতে ভিন্নকালীন তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন অভাবেরই
 প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য সম্ভব হয় বলিয়া কালিকসম্বন্ধে গোত্বাদি সাধ্যে
 ঘটাদিকালোপাধিমাত্রবৃত্তি ঘটত্বাদি হেতুতে অব্যাপ্তি হয় না ; সেজন্য বলা
 হইয়াছে ‘অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত’ ইত্যাদি । ‘পুৰিষ্যাত্ৰিচতুর্দ্রব্যাতিরিক্ত’ কিন্তু
 সঙ্গত (হয়), (কারণ) গণনাটির কালত্ববিরহ বশতঃই তাহা হয় না
 (অর্থাৎ, লক্ষণ সমন্বয় হয় না), ইত্যাদি চিন্তনীয় । কৰ্ম্মাত্মক খণ্ডকালেরও
 ভিন্নকালীন তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নাভাবের প্রতিযোগ্যনধিকরণত্বের প্রসিদ্ধি
 বশতঃ তন্মাত্রবৃত্তি স্পন্দত্বাদি হেতুতে অব্যাপ্তি হয় না, সেজন্য চরম ‘দ্রব্য’পদ ।
 সেইরূপ কালত্বাদিতেও উক্তপ্রকারে অব্যাপ্তি হয় না, সেজন্য ‘মাত্র’পদ ।
 স্বরূপসম্বন্ধে হেতুতা লাভের জন্য ‘ধর্ম্ম’পদ, অন্তর্ভাব কালিকসম্বন্ধে মহা-
 কালত্বাদির অধিকরণ ঘটাদিতে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ অতীত তৎ তৎ ব্যক্তি-
 ত্বাবচ্ছিন্নাভাবের প্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয় না, ইত্যাদি চিন্তনীয় ।
 সংযোগাদির অব্যাপ্যবৃত্তি বশতঃ তাদৃশ ধর্ম্ম মহাকালত্বাদির সমবায়াদি সম্বন্ধে
 ব্যাপকত্ব স্মৃষ্ট (হয়) ইত্যাদি, সেজন্য বলা হইল ‘বিশেষণতাবিশেষণ’
 ইত্যাদি, (অর্থাৎ) কালিকবিশেষণতা, ইহাই অর্থ । ব্যাপ্যবৃত্তি প্রমেয়ত্বাদি-

প্রতিযোগিবৈরধিকরণ্যাবটিত হইল, (এবং তাহাতে) কালিসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-
ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়, সেজন্য বলা হইল ‘অব্যাপ্যবৃত্তি’ ইত্যাদি। তাদৃশ সাধ্য
(অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য) (হইল) ঘটাদি এবং দ্রব্যত্ব প্রভৃতি, তদ্বান্ হইলেও
(ঘটবান্ ইত্যাদি হইলেও) কালের তদনধিকরণ দেশাবচ্ছেদে কালিক-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তদভাববস্তু থাকে বলিয়া (ঘটাদি অব্যাপ্যবৃত্তি); এবম্বিধ
বাচ্যত্বাদি (সাধ্য) তদনধিকরণ দেশের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তদবচ্ছেদে কালিক-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বাভাবের দৈনিকবিশেষণতাসম্বন্ধে কালে অসম্ভব বশতঃ নহে
(অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি নহে), ইহাই ভাব। ‘ন স্তাৎ’ ইত্যাদি—সুতরাং
“কালো ঘটবান্ মহাকালস্তাৎ” ইত্যাদিতে ব্যাপ্তির লক্ষণে অব্যাপ্তি (হয়),
ইহাই ভাব। প্রথম বিবক্ষাহুসারে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে, ‘স্বাবচ্ছেদক’
ইত্যাদি; ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন’, ইহাই অর্থ। কালে (অর্থাৎ)
মহাকালে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ) সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতকালিকসম্বন্ধা-
বচ্ছিন্নত্বের ইত্যাদি পরের ‘অসম্ভব’ (শব্দের) সহিত অদ্বয় হইবে। দ্বিতীয়
বিবক্ষাহুসারে (দোষ) বলা হইতেছে, ‘তেন সম্বন্ধেন’ ইত্যাদি, (অর্থাৎ)
সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতকালিকসম্বন্ধেন—ইহাই অর্থ।

ব্যাখ্যা: “অষ্টদ্রব্যাতিরিক্তদ্রব্যাত্মককালমাত্রবৃত্তিধর্মস্ত বিশেষণতা-
বিশেষণাব্যাপ্যবৃত্তি কিমপি ব্যাপকং ন স্তাৎ” ইত্যাদি দীধিতিগ্রন্থের ব্যাখ্যা
জগদীশ করিতেছেন। “অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত” ইত্যাদি কথাটির দ্বারা দীধিতিকার
বলিতেছেন যে, “কালো ঘটবান্ মহাকালস্তাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি হয়। ‘অষ্ট-
দ্রব্যাতিরিক্ত’ কথাটি বলার অর্থ কি? ‘অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত’ কথাটি না বলিলে
নয়টি দ্রব্যের যে কোনো একটিকে ধরা যায়, এবং ঘটপটাদিও দ্রব্যাত্মক-কাল
বলিয়া ঘটপটাদিকেও এইরূপে ধরা সম্ভব হয়; কালিকসম্বন্ধে ঘটপটাদি
অবশ্যই কালে থাকে, সুতরাং ঘটপটাদির কালোপাধিত্বও আছে। এই
দ্রব্যাত্মক ঘটপটাদি কালিকসম্বন্ধে কালমাত্রবৃত্তি হয়, এই কালমাত্রবৃত্তিধর্ম
হইল ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি। এই ‘ঘটত্ব’ প্রভৃতিকে যদি হেতু ধরা যায়,
এবং কালিকসম্বন্ধে ‘গোত্ব’ প্রভৃতি যদি সাধ্য হয়, তাহা হইলে,
হেতুধিকরণ ঘট, পট প্রভৃতিতে ভিন্নকালীন মঠ, চত্বরাদির অভাব ধরা
সম্ভব হয়। মঠ, চত্বরাদি কালে থাকিলেও যে কালে ঘট থাকে
তদ্বির অস্ত্র কালে যে মঠ, চত্বরাদি আছে (অর্থাৎ ভিন্নকালীন মঠ,
চত্বরাদি) সেই মঠ, চত্বরাদির অভাব ঘটে অবশ্যই থাকিতে পারে।

কালিকসম্বন্ধে সমস্ত পদার্থ কালে থাকে বলিয়া তৎকালাবচ্ছিন্ন সমস্ত পদার্থই তৎকালে থাকে, কিন্তু ভিন্নকালীন, অর্থাৎ অতীত কালীন পদার্থের অভাব বর্তমান কালাবচ্ছাদে অবশ্যই থাকে। এতৎকালাবচ্ছিন্ন এক বস্তুতে এতৎকালাবচ্ছিন্ন অন্য বস্তুর অভাব কখনই থাকিতে পারে না, কিন্তু ভিন্ন কালে বা অতীত কালে যে বস্তু ছিল তাহার অভাব অবশ্যই এতৎকালে আছে, অর্থাৎ অতীত কালীন বস্তুর অভাব বর্তমান কালে আছে; এবং এইরূপ হইলে অতীত কালীন ঘট যখন বর্তমান কালে থাকে না, তখন বর্তমান কালীন ঘটে অতীত কালীন ঘটের অভাবও থাকে। এইভাবে হেতুধিকরণ ঘটপটাদিতে অতীত কালীন ঘটপটাদির অভাব ধরা যায়, এবং এই অভাবীয় প্রতিযোগী যে ঘটপটাদি তাহা অতীত কালে থাকায় অতীত কালে এই ঘটপটাদিরূপ প্রতিযোগীর অভাব ছিল না; অর্থাৎ অতীতকালরূপ: প্রতিযোগ্যধিকরণে ঘটপটাদিরূপ প্রতিযোগীর অভাব না থাকায় বর্তমান কালীন ঘটপটাদিতে অর্থাৎ হেতুধিকরণে (ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতিকে হেতু ধরায় ঘটপটাদি হেতুধিকরণ হইবে) যে অতীত ঘটপটাদির অভাব তাহা প্রতিযোগিাব্যধিকরণ অভাব হইয়া যাইবে। এবং হেতুময়িষ্ঠ অর্থাৎ ঘটপটাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে, অর্থাৎ অতীত কালীন ঘটপটাদিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাক অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (কালিকসম্বন্ধে ‘গোত্ব’ প্রভৃতিকে সাধ্য ধরায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে কালিকসম্বন্ধ) সহজেই নিবেশ করা যায়, কারণ, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি যে হেতু তাহা কালমাত্রবৃত্তিধর্ম। এইরূপে লক্ষণ সম্বন্ধ সম্ভব হওয়ায় আর অব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু ‘অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত’ শব্দ নিবেশ করিলে যে কোনো দ্রব্য, অর্থাৎ ঘটপটাদি যে কোনো দ্রব্য ধরা যাইবে না, শুধুমাত্র ‘কাল’কেই ধরা যাইতে পারিবে। এই যে দ্রব্যাত্মক কাল, সেই কালমাত্রবৃত্তিধর্ম হইলে আর খণ্ডকালকেও ধরা যাইবে না, কারণ, খণ্ডকালমাত্রবৃত্তিধর্ম মহাকালত্ব নয়, অর্থাৎ খণ্ডকালত্ব কেবলমাত্র কালেতেই যে বৃত্তি হয় তাহা নহে, জন্ম-পদার্থেও খণ্ডকালত্ব থাকিতে পারে। শুধুমাত্র কালেতে বা কালেতে কেবলমাত্র মহাকালত্বই বৃত্তি হয়। এই মহাকালের ধর্ম হইল ‘মহাকালত্ব’, এবং এই ‘মহাকালত্ব’ই হেতু; এই ‘মহাকালত্ব’কে হেতু ধরিলে হেতুধিকরণ মহাকালে অতীত তৎ তৎ ব্যক্তির অভাব ধরা যায় না, কেননা, মহাকালের অতীত বর্তমান বিভাগ সম্ভব নয়; এবং, তাহা

হইলে “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” স্থল গ্রহণ করিলে অব্যাপ্তি হয়।
 এস্থলে জগদীশ নিজস্ব মত ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, “অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত”
 না বলিয়া ‘পৃথিব্যাদিচতুর্দ্রব্যাতিরিক্ত’ বলিলেও ক্ষতি হয় না। কারণ,
 ক্ষিতি, অপ্. তেজঃ ও মরুৎ এই চারিটি দ্রব্যকে বাদ দিলে ব্যোম্, দিক্,
 আত্মা ও মনের কখনও কালোপাধিত্ব থাকে না, সেজন্য কালে ইহারা বৃত্তি
 হয় না বলিয়া কালকেই ধরিতে হইবে, কারণ, কাল ব্যতীত গগন, আত্মা
 বা মনকে ধরিলে দ্রব্যাত্মক গগন, আত্মা ও মন কালমাত্রবৃত্তি হইবে না।
 সুতরাং ‘অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত’ না বলিয়া ‘পৃথিব্যাদিচতুর্দ্রব্যাতিরিক্ত’ বলিলেও
 অব্যাপ্তি থাকিরা যায়, বারণ হয় না। অর্থাৎ জগদীশের বক্তব্য হইল যে,
 দীধিতিকার ‘অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত’ না বলিয়া ‘পৃথিব্যাদিচতুর্দ্রব্যাতিরিক্ত’
 বলিলেও ক্ষতি হইত না—এই প্রকারেও বিষয়টি চিন্তা করা যায়। তৎপরে,
 পরবর্তী ‘দ্রব্য’পদ অর্থাৎ ‘অষ্টদ্রব্যাতিরিক্তদ্রব্যাত্মক.....’ ইত্যাদিতে দ্রব্য-
 ত্মক শব্দে যে ‘দ্রব্যো’র উল্লেখ আছে তাহার হেতু কি? ‘অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত’
 পদার্থটি দ্রব্য না হইয়া গুণ, কর্ম প্রভৃতিও তো হইতে পারে, অষ্টদ্রব্য হইতে
 অতিরিক্ত বা পৃথক হইলেই তো হইল। এইরূপে গুণাত্মক, কর্মাত্মক ইত্যাদি
 কালমাত্রবৃত্তিধর্ম হইবে গুণত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি, এবং গুণত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি
 হইবে হেতু, এবং হেতুধিকরণ হইবে গুণাত্মক-থওকাল, কর্মাত্মক-থওকাল
 প্রভৃতি। এইপ্রকার গুণাত্মক-থওকালে বা কর্মাত্মক-থওকালে ভিন্নকালীন
 (অতীত কালীন) তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নের—অর্থাৎ ভিন্নকালীন (অতীত
 কালীন) গুণত্বাবচ্ছিন্নের বা কর্মত্বাবচ্ছিন্নের—অভাব থাকিতে পারে, এবং
 এই অভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইবে, কারণ, এই অভাবীয় প্রতি-
 যোগী যে অতীত কালীন (বা ভিন্নকালীন) তৎ তৎ গুণকর্মব্যক্তি তাহা
 তৎ তৎ অধিকরণ ভিন্ন কালে থাকায় তৎ তৎ অধিকরণে তৎ তৎ ব্যক্তির
 অভাব থাকে না। এইরূপে কর্মাত্মক থওকালের ভিন্নকালীন তৎ তৎ
 ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নাভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের প্রসিদ্ধি বশতঃ তন্মাত্রবৃত্তি
 অর্থাৎ কালমাত্রবৃত্তি স্পন্দত্ব বা কর্মত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি হেতুতে আর অব্যাপ্তি
 হয় না। এইজন্যই ‘চরমদ্রব্য’পদ, অর্থাৎ পরবর্তী ‘দ্রব্যাত্মক’ শব্দে ‘দ্রব্য’পদ
 নিবেশ করা হইয়াছে। এই ‘দ্রব্যাত্মক’ শব্দ নিবেশের কালে আর গুণ-
 কর্মকে ধরা যাইবে না; অষ্টদ্রব্য হইতে অতিরিক্ত দ্রব্যাত্মক পদার্থ ‘কাল’ই
 হইবে, এবং তাহাতে পূর্ক বর্ণিত উপায়ে অব্যাপ্তি হইবে। পুনরায়,

‘কালবৃত্তি’ না বলিয়া ‘কালমাত্রবৃত্তি’ বলা হইল কেন ? ‘অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত-
 দ্রব্যাত্মক-কালমাত্রবৃত্তি’ না বলিয়া ‘অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত-দ্রব্যাত্মক-কালবৃত্তি’
 বলিলে ষট, পট প্রভৃতি দ্রব্যও কালিকসম্বন্ধে অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যাত্মক
 কালবৃত্তি হইয়া যায়। কারণ, ষট, পট প্রভৃতি দ্রব্য কালিকসম্বন্ধে কালে
 থাকায় তাহারা কালই, সুতরাং অন্ত্যন্ত অষ্টদ্রব্য হইতে তাহারা পৃথক ;
 এবং তাহারা যেহেতু দ্রব্য সেজন্য তাহারা দ্রব্যাত্মক, এবং কালে থাকে
 বলিয়া তাহারা কালবৃত্তি। এইরূপ কালবৃত্তিধর্ম যে ষটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি,
 তদধিকরণ ষটপটাদিতে ভিন্নকালীন তৎ তৎ ষটপটব্যক্তির অভাব ধরা যায়,
 এবং সেই অভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হওয়ায় উক্ত প্রকারে
 অব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু ‘কালমাত্রবৃত্তি’ বলিলে কালিকসম্বন্ধে ষটপটাদিকে
 ধরা যায় না ; কারণ ষটপটাদি কালবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু কালমাত্রবৃত্তি
 নহে। একমাত্র মহাকালই হইল কালমাত্রবৃত্তি ; ষটপটাদি কালেতেও
 বৃত্তি হয়, আবার অন্ত্যন্ত জন্ত-পদার্থেও কালিকসম্বন্ধে বৃত্তি হয়, কিন্তু মহা-
 কালত্ব শুধুমাত্র কালে বৃত্তি হয়, অন্তত্ব বৃত্তি হয় না। মহাকালের অতীত
 বর্তমানের বিভাগ না থাকায় উক্ত প্রকারে মহাকালে কোনো অভাব ধরা যায়
 না, কলে অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়। পুনরায়, স্বরূপসম্বন্ধে হেতুতা লাভের জন্ত
 ‘ধর্ম’ পদ, অর্থাৎ ‘কালমাত্রবৃত্তিধর্ম’ কবার মধ্যে যে ‘ধর্ম’ পদ আছে সেই
 ‘ধর্ম’ পদ নিবেশ করা হইয়াছে। আলোচ্যস্থলে হেতু হইল ‘মহাকালত্ব’,
 ‘মহাকালত্ব’ মহাকালে থাকে, অর্থাৎ মহাকালত্বের অধিকরণ হইল মহাকাল ;
 কিন্তু মহাকালত্ব তদধিকরণে কোন্ সম্বন্ধে থাকে ? মহাকালত্ব মহাকালে যদি
 কালিকসম্বন্ধে থাকে বলা যায়, তাহা হইলে, কালিকসম্বন্ধে মহাকালত্ব অন্ত
 পদার্থেও থাকিবে ; কারণ, মহাকালে ষটপটাদি সমস্ত পদার্থই কালিকসম্বন্ধে
 আছে, সেজন্য মহাকালত্বের অধিকরণ ষটপটাদিও হইবে। মহাকালত্বের,
 তদধিকরণে কালিকসম্বন্ধে থাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাতেই এতৎকাল, তৎকাল
 প্রভৃতি প্রসঙ্গ আসিয়া যায়, অন্ত্যন্ত শুদ্ধ মহাকালের মধ্যে এতৎকাল, তৎকাল,
 প্রভৃতি কোনো প্রভেদ নাই। এইরূপে মহাকালত্বের ষটাদিরূপ অধিকরণে।
 পূর্বোক্ত প্রকারে অতীত তৎ তৎ ব্যক্তিস্বাভিহিত্যভাব, অর্থাৎ অতীত কালীন
 তৎ তৎ ষটব্যক্তির অভাব প্রসিদ্ধ হয়, এবং এই অভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ
 অভাব হওয়ায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু, মহাকালত্ব যদি
 মহাকালে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, তাহা হইলে, ঐ অব্যাপ্তি ঐভাবে বারণ হয়

না ; কারণ, স্বরূপসম্বন্ধে মহাকালত্ব শুদ্ধ মহাকালেই থাকে বলিয়া স্বরূপ-
সম্বন্ধে মহাকালত্বের অধিকরণ হইল মহাকাল বা শুদ্ধ মহাকাল, ঘটপটাদি
নহে, ঘটপটাদিরূপ কাল নহে (অর্থাৎ মহাকাল শুদ্ধ মহাকালে থাকে,
ঘটপটাদিরূপ কালে থাকে না)। এই শুদ্ধ ‘মহাকাল’ গ্রহণের জন্তই
‘ধম্ম’ পদ নিবেশ করা হইয়াছে। যে কোনো পদার্থের ধম্ম সর্বদাই
তৎপদার্থে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে ; এই স্বরূপসম্বন্ধে ‘মহাকালত্ব’ হেতুকে বাহাতে
তদধিকরণ মহাকালে ধরা যায় তদ্ব্যজ্ঞাই এই ‘ধম্ম’ পদ নিবেশ করা হইয়াছে।
তৎপরে আছে ‘বিশেষণতাবিশেষণ অব্যাপ্যবৃত্তি’, ‘বিশেষণতাবিশেষণ’
হইল ‘কালিকসম্বন্ধে’ ; কিন্তু কালিকসম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি কেন ? অব্যাপ্য-
বৃত্তি সংযোগাদি সমবায় সম্বন্ধে থাকে, মহাকালে সমবায়সম্বন্ধে সংযোগ
শাকিতে পারে ; সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও তাহা সমবায়সম্বন্ধে
মহাকালে থাকার ফলে তাদৃশ ধম্মের অর্থাৎ মহাকালত্বের অর্থাৎ হেতুর
অব্যাপক হয় না। অর্থাৎ, অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগকে সমবায়সম্বন্ধে সাধ্য
করিলে তাহা ‘মহাকালত্ব’ হেতুর অব্যাপক হয় না ; কারণ, সমবায়সম্বন্ধে
ঘটপটাদির অভাব সহজেই প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হয় বলিয়া
সংযোগাদির ব্যাপকত্ব থাকিয়া যায়। এইজন্তই ‘বিশেষণতাবিশেষ’ সম্বন্ধে
অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। পুনরায়, প্রমেরত্ব, বাচ্যত্ব
প্রভৃতিকে কালিকসম্বন্ধে সাধ্য করিলে তৎসাধ্যকম্বলে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন
প্রমেরত্ব, বাচ্যত্ব প্রভৃতির ব্যাপকত্ব সম্ভব হইয়া যায় ; কারণ, প্রমেরত্ব,
বাচ্যত্ব প্রভৃতি ব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ বলিয়া ইহাদেরকে সাধ্য করিলে তৎ-
সাধ্যকম্বল ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকম্বল হইবে। ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকম্বলে ব্যাপ্তিতে
প্রতিযোগিবৈষধিকরণের আবশ্যকতা থাকে না ; কালিকসম্বন্ধে বাচ্যত্বাদিকে
সাধ্য ধরায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল কালিক, হেত্বধিকরণ মহাকালে এই
কালিকসম্বন্ধের অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের অগ্রসিদ্ধি নাই ; এবং সমস্ত
পদার্থই বাচ্যত্বের, প্রমেরত্বের অন্তর্গত হওয়ার বাচ্যত্ব, প্রমেরত্ব মহাকালত্বের
বা হেতুর অব্যাপক হইবে না। এইপ্রকারে ব্যাপ্যবৃত্তি প্রমেরত্বাদির
ব্যাপকত্ব সম্ভব হইয়া যায় বলিয়া ‘অব্যাপ্যবৃত্তি’ কথাটি উল্লিখিত হইয়াছে,
অর্থাৎ ‘বিশেষণতাবিশেষণ অব্যাপ্যবৃত্তি’ বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ কালিক-
সম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থকে সাধ্য ধরিতে হইবে, ব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থকে সাধ্য
ধরা চলিবে না। তাদৃশ সাধ্য হইল, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি

সাধ্য হইল ঘট, পট, দ্রব্যত্ব, গোধ, ঘটত্ব প্রভৃতি ; এতাদৃশ সাধ্যবান্ কৈ কাল, সেই কালেতে তদনধিকরণ, অর্থাৎ উক্ত প্রকার সাধ্যের অনধিকরণ দেশাবচ্ছেদে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তদভাব, অর্থাৎ ঘট, পট, গোধ, দ্রব্যত্ব প্রভৃতির অভাব সম্ভব হয় ; অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে উক্ত প্রকার অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যবান্ কালের তদনধিকরণ (উক্ত প্রকার সাধ্যের অনধিকরণ) দেশাবচ্ছেদে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তদভাবত্ব সম্ভব হয়। এবমিধ বাচ্যত্বাদি, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য গ্রহণ করিলে উক্ত প্রকার বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সাধ্যবান্ কালেতে তদনধিকরণ (উক্ত প্রকার সাধ্যের অনধিকরণ) দেশের অপ্রসিদ্ধি হয়, কারণ সকল পদার্থই বাচ্যত্ব প্রমেয়ত্বের অন্তর্গত হওয়ার বাচ্যত্ব প্রমেয়ত্বের অনধিকরণ কোনো দেশ সম্ভব হয় না ; এবং সেকারণে, অর্থাৎ প্রমেয়ত্বাদির অনধিকরণ দেশের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ প্রমেয়ত্বাদির অনধিকরণ দেশাবচ্ছেদে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্বাদির অভাব দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে কালে সম্ভব হয় না ; এবং এইভাবে কালে প্রমেয়ত্বাদির অভাব দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে অসম্ভব হয় বলিয়াই ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য গ্রহণ না করিয়া কালিকসম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ সাধ্য কোনো প্রকারেই ব্যাপক না হউক—‘কিমপি ব্যাপকং ন স্তাৎ’—ইত্যাদি বলা হইয়াছে, ইহাই ভাব।

সুতরাং কলকথা হইল “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি হয়। ব্যাপ্তির লক্ষণ সম্পর্কে দুইটি বিবক্ষা করা হইয়াছে, অর্থাৎ দুই প্রকার লক্ষণ করা হইয়াছে। প্রথম বিবক্ষা হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য ধরিয়া হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিতে হইবে ; এবং দ্বিতীয় বিবক্ষা হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে গ্রহণ করিতে হইবে।

“স্বাবচ্ছেদক” ইত্যাদি কথার দ্বারা প্রথম বিবক্ষানুসারে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে, অর্থাৎ “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হইতেছে ; এবং “তেন সম্বন্ধেন” ইত্যাদি কথার দ্বারা দ্বিতীয় বিবক্ষানুসারে দোষ প্রদর্শন বা উক্ত স্থলে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হইতেছে। ‘স্বাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ’ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ; ‘তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব’ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব। প্রথম বিবক্ষানুসারে হেতুধিকরণ মহাকালে কোনো অভাব কল্পনা করিলে নিত্যবস্তুর অভাব চিন্তা করিতে হয়, কারণ, অন্ত-

পদার্থ কালে থাকিবেই। নিত্যবস্তুর অভাবের প্রতিযোগী হইল নিত্যবস্তু, এই নিত্যবস্তু কালে না থাকায় নিত্যবস্তুরূপ প্রতিযোগীর অধিকরণ কাল হয় না, অর্থাৎ কাল নিত্যবস্তুরূপ প্রতিযোগীর অসম্বন্ধী। নিত্যবস্তুরূপ প্রতিযোগিসমূহ (নিত্যবস্তু সংখ্যায় বহু বলিয়া নিত্যবস্তুসমূহ) য য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কালাতিরিক্ত হইয়া থাকে; কাল নিত্যবস্তুর অসম্বন্ধী বলিয়া, অর্থাৎ নিত্যবস্তু কালে না থাকায় কালে বা মহাকালে অর্থাৎ হেতুধিকরণে নিত্যবস্তুর অভাব ধরা যায়; কিন্তু, হেতুময়িষ্ঠ বা মহাকালনিষ্ঠ এই অভাবীর প্রতিযোগিতাতে অর্থাৎ নিত্যবস্তুতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল কালিকসম্বন্ধ) নিবেশ করিতে হয়; কিন্তু নিত্যবস্তুতে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ সম্ভব হয় না, এবং এজন্য অব্যাপ্তি হয়। দ্বিতীয় বিবক্ষাহুসারে হেতুময়িষ্ঠ অভাবকে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইতে হইবে, এবং প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের প্রতিযোগীকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। এস্থলে হেতুধিকরণ মহাকালে নিত্যবস্তু বা নিত্যপদার্থ ভিন্ন অন্য কোনো পদার্থের অভাব যখন ধরা যায় না, তখন উক্ত অভাবকে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব বলিয়া গণ্য করিলে ঐ প্রতিযোগীকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, বা এস্থলে কালিকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ নিত্যপদার্থরূপ প্রতিযোগীকে কালিকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিত্যপদার্থকে কালিকসম্বন্ধে গ্রহণ করা যায় না, কলে অব্যাপ্তি হয়। এইরূপে “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” এই সঙ্কেতস্থলে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিবক্ষাহুসারে দুইটি ব্যাপ্তির লক্ষণের কোনোটিই প্রযুক্ত না হওয়ার অব্যাপ্তি হয়—ইহাই অর্থ।

জাগদীশী—নমু মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটাবাব এব মহাকালে প্রতিযোগিব্যাদিকরণঃ সুলভ ইতি। ন চ অত্র বিশেষণতাবিশেষণদেন মহাকালনিরূপিতবিশেষণতায়। এব বিবক্ষিতত্বাৎ তাদৃশসম্বন্ধেন নিরুক্তপ্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাপ্রসিদ্ধ্যেব উক্তাভাবস্তাপি প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাসম্ভব ইতি বাচ্যম্। তথা সতি কালবুদ্ধিধর্মশ্চ তাদৃশবিশেষণতয়া কিমপি ব্যাপকং ন স্তাদিত্যন্তেব সম্যক্তে, অষ্টদ্রব্যতিরিক্তত্বাভিধানশ্চ সন্দর্ভবিরোধাপত্তেঃ, স্বরূপসম্বন্ধেন গগনাদেবৃতিত্বে

তু ইত্যগ্রিমবিরোধাক্ত । মহাকালানুগ্ৰহবিশেষণতয়া গগনাদেবু'স্তিসংস্থেপি
 তাদৃশসম্বন্ধসামান্ত্রে মহাকালানুগ্ৰহবিশিষ্টঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকঙ্-
 বিরহাৎ তাদৃশঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাবশ্চৈব নিরুক্তক্রমেণ প্রতিযোগিব্যধি-
 করণত্বসম্ভবেন পূর্বমতশ্চৈব সম্যক্হাদিতি চেৎ, ন ; ইদানীং মহা-
 কালানুগ্ৰহবিশিষ্টো ঘটঃ, কালোহয়ং মহাকালানুগ্ৰহবিশিষ্টঘটবান্ ইত্যাদি
 প্রতীত্যা মহাকালস্তাপি তত্তৎকালোপাধ্যবচ্ছেদেন মহাকালানুগ্ৰহ-
 বিশিষ্টঘটবত্বাৎ, অন্যেভোক্তপ্রতীত্যা খণ্ডকাল এব বিশিষ্টঘটবত্বাবগাহনে
 বস্তুমাত্রশ্চৈব মহাকালেহসম্বন্ধপ্রসঙ্গাৎ ইদানীং তদানীমিত্যাदिপ্রতীতি-
 ব্যতিরেকেণ মহাকালবিষয়িণ্যাঃ প্রতীতে: স্বরসত: কুত্রাপি অসম্বাৎ ;
 ন চৈবং খণ্ডকালস্থাদিকরণত্বে মানাভাব: পটধ্বংসবিশিষ্টকাল:
 পটবদন্য ইত্যাদি প্রতীতে: প্রমাণানুরোধেনৈব খণ্ডকালস্তাপি তথা-
 হাদিতি সিদ্ধান্তানুসারিপস্থা: । পরে তু মহানসীমবহিঃস্থেন বহিঃঘটো-
 ভয়ত্বেন বা অবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকন্ত ধুমসামানাদিকরণ্যভাবস্য
 প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বং বহিঃস্থেহপ্যন্তীত্যব্যাপ্তিভিয়াহবশ্চ সাধ্যতাব-
 ছেদকতাহটকো য: সাধ্যবৃত্তিধর্ম: তদনবচ্ছিন্নত্বেনৈব হেতুসমানাদি-
 করণ্যভাবস্ত প্রতিযোগিতালক্ষণে প্রবেশনীয়া, প্রত্যেকমুভয়ত্র
 পর্যাপ্তিসম্বন্ধেনাসতো ধর্মস্য তাদৃশসম্বন্ধেন উভয়বৃত্তিভাসম্ভবেন হেতু-
 মল্লিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাপর্যাপ্ত্যধিকরণভিন্নত্বস্ত নিবেশা-
 যোগাৎ ; এবং চ প্রকৃতে মহাকালানুগ্ৰহবিশিষ্টঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাবস্ত
 প্রতিযোগিতায়া: সাধ্যতাবচ্ছেদকতাহটকেন মহাকালানুগ্ৰহবিশিষ্ট্য-
 রূপধর্ম্মেণ অবচ্ছিন্নত্বাৎ তাদৃশপ্রতিযোগিতাকাভাবমাদায় ন প্রতিযোগি-
 ব্যধিকরণ্যভাবস্ত প্রসিদ্ধিসম্ভাবনাপীতি প্রাহ: তচ্চিস্ত্যম্ । প্রমেয়বান্
 বাচ্যহাদিত্যাদৌ হেতুসমানাদিকরণ-তাদৃশ-প্রতিযোগিতাকাভাবাহ-
 প্রসিদ্ধ্যাহব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাৎ ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়,—মহাকালানুগ্ৰহবিশিষ্ট ঘটাবত্বই মহাকালে
 প্রতিযোগিব্যধিকরণ সুলভ (হয়), ইত্যাদি । এখানে ‘বিশেষণতাবিশেষ’

অঙ্কের দ্বারা মহাকালনিরূপিত বিশেষণতাই বলা হয় বলিয়া তাদৃশ সম্বন্ধের দ্বারা (মহাকালনিরূপিত বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধের দ্বারা) নিকৃষ্ট প্রতিযোগিবৈরধিকরণের অপ্ৰসিদ্ধি বশতঃ উক্ত অভাবেরও (মহাকালান্তত্ব-বিশিষ্টঘটাব্যবহারেরও) প্রতিযোগিবৈরধিকরণ্য অসম্ভব হয়, ইত্যাদি বলা যায় না। (কারণ) তাহা হইলে, “কালবৃত্তিধর্মস্ত তাদৃশবিশেষণতয়া কিমপি ব্যাপকং ন ত্রাং” ইত্যাদি ইহার সম্যক্ হওয়ার “অষ্টত্রব্যাতিরিক্ত” (এই) অভিধানের সন্দর্ভ বিরোধাপত্তি হয় বলিয়া, এবং “বরূপসম্বন্ধেন গগনাদে-বৃত্তিহে তু” ইত্যাদি অগ্রিম গ্রন্থের বিরোধ হয় বলিয়া (উক্ত অভাবের প্রতিযোগিবৈরধিকরণ্য অসম্ভব হয় ইত্যাদি বলা যায় না)। মহাকালীয়-বিশেষণতাসম্বন্ধে গগনাদির বৃত্তিমত্ব থাকিলেও তাদৃশ সম্বন্ধসামান্ত্রে মহা-কালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটদ্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ষয়ের বিরহ বশতঃ তাদৃশ ঘটদ্বাবচ্ছিন্নাভাবেরই পূর্বোক্ত ক্রমে প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব সম্ভব হওয়ার পূর্বমতেরই সম্যক্ হয় বলিয়া (মহাকালে মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাব্যবহারের প্রতিযোগিবৈরধিকরণ্য স্থূলভ হয়, যদি একরূপ বলা যায়),—তাহাও বলা যায় না; (কারণ) “ইদানীং মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঃ ঘটঃ”, “কালোহয়ং মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটবান্” ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা মহাকালেরও তৎ তৎ কালোপাধ্যবচ্ছেদে মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটবত্ব হয় বলিয়া; অন্তরায় খণ্ড-কালও বিশিষ্টঘটবত্বাবগাহনে বস্তুমাত্রেরই মহাকালে অসম্ব প্রসঙ্গ হয় বলিয়া (একরূপ বলা যায় না); ‘ইদানীং’, ‘তদানীং’ ইত্যাদি প্রতীতি ব্যতিরেকে মহাকালবিষয়ের প্রতীতির স্বয়ংসত্তা কুত্রাপি হয় না; (ইহাতে) খণ্ডকালের অধিকরণত্বের প্রমাণাভাব (হয়), একরূপ কথা বলা যায় না; (কেননা) “পটফলংসবিশিষ্টকালঃ পটবদন্তুঃ” ইত্যাদি প্রতীতির প্রমাত্ত্বের অহরোধের দ্বারাই খণ্ডকালেরও তথ্যত্ব (খণ্ডকালের অধিকরণত্ব) হয় বলিয়া; ইহাই সিদ্ধান্তানুসারী পন্থা। ‘মহানসীং বহিঃ’ বা ‘বহিঃপটোত্তরত্ব’ অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ধুমসামান্যধিকরণ্যাব্যবহারের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব বহি-
 স্তেও থাকে (বলিয়া) ইহাতে অব্যাপ্তি হয়, (স্থূলভাং) সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অধটক যে সাধ্যবৃত্তিধর্ম তদনবচ্ছিন্নত্বের দ্বারাই হেতুসামান্যধিকরণ্যাত্মবীর প্রতিযোগিতা লক্ষণে অবশ্য প্রবেশনীয়; এখানে পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে অল্পপন্থিত প্রত্যেক, উভয় তাদৃশসম্বন্ধের দ্বারা (পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধের দ্বারা) উভয়বৃত্তি অসম্ভব হওয়ার হেতুমিষ্টিতাব্যবহারপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাপর্য্যাপ্ত্যধিকরণতিরিক্ত

ধর্মের নিবেশ হয় না বলিয়া, এবং এইরূপ প্রকৃতিতে (অর্থাৎ এইরূপভাবে) মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘট্যাবচ্ছিন্নাভাবের প্রতিযোগিতার সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অঘটক মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্যরূপ ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্নত্ব বশতঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতাকাভাব গ্রহণের দ্বারা প্রতিযোগিব্যাদিকরণাভাবের প্রসিদ্ধির সম্ভাবনাও নাই, ইত্যাদি উক্তম কথা অন্তেরা বলেন—কিন্তু তাহা চিন্তনীয়। (কারণ) “প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ” ইত্যাদিতে হেতুসমানাধিকরণ-তাদৃশ প্রতিযোগিতাকাভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি প্রসঙ্গ হয় বলিয়া (তাহা চিন্তনীয়)।

ব্যাখ্যা : “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে যে অব্যাপ্তির কথা বলা হইল তাহা বারণের জন্য একটি উপায়ের কথা বলা যাইতে পারে। মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট হইল খণ্ডকালত্ববিশিষ্ট, কারণ, মহাকাল হইতে ভিন্ন বা অন্ত হইল খণ্ডকাল ; সেইজন্যই মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট হইল, খণ্ডকালত্ববিশিষ্ট। খণ্ডকালে যে ঘট থাকে তাহা হইল খণ্ডকালত্ববিশিষ্ট ঘট, অর্থাৎ মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘট। মহাকালে মহাকালত্ববিশিষ্ট তৎ তৎ ঘটব্যক্তির অভাব অবশ্যই ধরা যায় না ; কিন্তু মহাকালে খণ্ডকালত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট তৎ তৎ ঘটব্যক্তির অভাব চিন্তা করা যায়, কেননা, বিভিন্ন খণ্ডকালে যে সমস্ত ঘটব্যক্তি থাকে তাহা মহাকালে থাকে না। এবং মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট তৎ তৎ ঘটব্যক্তির অভাব হেত্বধিকরণে বা মহাকালে ধরিলে উক্ত হেতুমন্নিষ্ট মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাব্যাবচ্ছিন্নাভাবের প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইবে, কারণ, মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাব্যাবচ্ছিন্নাভাবের প্রতিযোগী যে মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘট তাহা তদধিকরণ মহাকাল ভিন্ন কালে বা খণ্ডকালে থাকে ; এইরূপে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব সুলভ হওয়ায় “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা আর হয় না। দীর্ঘিতিগ্রহে “বিশেষণতাবিশেষণাব্যাপ্যবৃত্তি” ইত্যাদি কথার মধ্যে যে ‘বিশেষণতাবিশেষ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা মহাকাল-নিরূপিত বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধকে ইঙ্গিত করার জন্যই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধ বলিতে কালিকসম্বন্ধকে না বুঝিয়া মহাকালনিরূপিত-সম্বন্ধকে বুঝিবার কথা বলা হইয়াছে। এবং, তাহা হইলে, মহাকালনিরূপিত বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে মহাকালে বা হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব ধরা সম্ভব হয় না, কারণ, মহাকালনিরূপিত বিশেষ-

বর্ণনাবিশেষসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়াকরণের অগ্রসিদ্ধি হয় ; সুতরাং হেত্ব-
করণ মহাকালে মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাব্যব প্রতিযোগিব্যাকরণ অভাব
হয় না, এবং অব্যাপ্তি বারণ হয় না ;—এরূপ কথা বলা যায় না ; কারণ,
তাহা হইলে “কালমাত্রবৃত্তিধর্মন্ত বিশেষবর্ণনাবিশেষব্যাপ্যবৃত্তি কিমপি
ব্যাপকং ন ত্রাৎ ইতি”—ইত্যাদিতে মহাকালীয় বিশেষবর্ণনাবিশেষ বা মহা-
কালীয় স্বরূপসম্বন্ধের বাধার্থ্য বীকৃত হইলে “অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত”, “দ্রব্যাত্মক”
প্রভৃতিতে যে ব্যাবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ; কারণ, উক্ত
ব্যাবৃত্তিগুলিতে স্পষ্টভাবেই মহাকালীয় বিশেষবর্ণনাবিশেষকে না ধরিয়া
কালিকবিশেষবর্ণনাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। পুনরায়, মহাকালীয় স্বরূপ-
সম্বন্ধের স্বীকারে “গগনাদেবুদ্ভিষে তু” ইত্যাদি প্রকার যে অগ্রিম গ্রহ
তাহাও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ; সুতরাং দীর্ঘিতিগ্রন্থের “বিশেষবর্ণনাবিশেষ”
শব্দের দ্বারা ‘মহাকালীয়-বিশেষবর্ণনাবিশেষ’ অর্থ গ্রহণ করা চলে না ; এবং
মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাব্যব হেত্বধিকরণ মহাকালে ধরিয়া “কালো ঘটবান্
মহাকালত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়। দীর্ঘিতিকারের অগ্রিম
গ্রহ যে বলা হইয়াছে মহাকালে গগনাদির বৃত্তি হয় তাহাতে গগনাদির
বৃত্তিমতে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক-মহাকালীয়-বিশেষবর্ণনাবিশেষসম্বন্ধে, মহা-
কালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব থাকে না, অর্থাৎ মহাকালে
মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাব্যব বা তাদৃশ ঘটত্বাবচ্ছিন্নতাব থাকে, এবং এই
অভাব পূর্বোক্ত প্রকারে প্রতিযোগিব্যাকরণ অভাব হয় ; এইরূপে মহা-
কালনিরূপিত বা হেত্বধিকরণ-নিরূপিত উক্ত অভাবের প্রতিযোগিব্যাকরণত্ব
সম্ভব হওয়ার পূর্বের মতটাই সম্যক হয়, অর্থাৎ “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ”
স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়।—এইরূপ কথা বলিলে, অর্থাৎ এইরূপ
ভাবে ঐ অব্যাপ্তি বারণ হওয়ার কথা বলিলে জগদীশ বলিতেছেন যে, তাহা
বলা যায় না, অর্থাৎ ঐরূপভাবে অব্যাপ্তি বারণ হয় না। কারণ, “ইদানীং
মহাকালান্তত্ববিশিষ্টো ঘটঃ”, “কালোহয়ং মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটবান্” ইত্যাদি
প্রকার যে প্রতীতি এইরূপ প্রতীতির দ্বারাই তৎ তৎ কালোপাধ্যবচ্ছেদে বা
কালাবচ্ছেদে মহাকালেরই মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটবৎ প্রতীতি হয়, অর্থাৎ
উক্ত প্রকার প্রতীতির দ্বারা ‘মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘট’ শব্দে মহাকালই যে
মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটবান্ সেই প্রতীতিই হয়। অন্তর্ভাষ, অর্থাৎ ইহা স্বীকার
না করিলে “ইদানীং মহাকালান্তত্ববিশিষ্টো ঘটঃ” ইত্যাদি প্রকার প্রতীতিতে

খণ্ডকালেরই যদি বিশিষ্টবটবত্তাজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঐরূপ প্রতীতির দ্বারা উক্ত প্রকার বিশিষ্ট বট, পট খণ্ডকালকেই যদি অবগাহন করে, তাহা হইলে বস্ত-
 মাত্রেয়ই মহাকালে অসম্ব প্রসঙ্গ আসিয়া যায়; অর্থাৎ ‘প্রত্যেক বস্তুই খণ্ডকালে থাকে, মহাকালে কেহ থাকে না’ এইরূপ জ্ঞানই হইয়া যায়। কেননা, ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডকালের ধারণার সাহায্যেই মহাকালের ধারণা হয় ইহা অস্বীকার করিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উক্ত প্রকার বিশিষ্ট বট, পট প্রতীতিতে তৎকালে কেবলমাত্র খণ্ডকালের ধারণা হয় বলিয়া মহাকালে কোনো বস্তু থাকে এরূপ প্রতীতি হয় না, এবং সেজন্য মহাকালের ধারণাও সম্ভব হয় না। ‘ইদানীং’, ‘তদানীং’ ইত্যাদি প্রকার প্রতীতি ব্যতীত মহাকাল-বিষয়ের প্রতীতি সম্ভব হয় না। ‘ইদানীং’, ‘তদানীং’ প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড প্রতীতির দ্বারাই মহাকালের প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং “মহাকালান্তত্ববিশিষ্টবটবান্” মহাকালই যে উক্ত প্রকার বিশিষ্টবটবান্ তাহাই বোধগম্য হয়। তাহা হইলে, অর্থাৎ এইরূপ বিভিন্ন খণ্ডকালের প্রতীতির দ্বারা মহাকালের প্রতীতি হইলে খণ্ডকালের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব? কারণ, সকল সময়েই বিভিন্ন খণ্ডকালের প্রতীতির দ্বারা মহাকালের প্রতীতিই ঘটবে, খণ্ডকালের প্রতীতি আর ঘটবে না; অর্থাৎ খণ্ডকালের অধিকরণত্বের প্রমাণাভাব হইবে। কারণ, সকল বস্তুই মহাকালে থাকিয়া যাইবে, খণ্ডকাল আর কাহারও অধিকরণ হইবে না। ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, “পটধ্বংসবিশিষ্টকালঃ পট-বদন্তঃ,” অর্থাৎ পটধ্বংসবিশিষ্টকাল পটবান্ কাল হইতে ভিন্ন; এই প্রকার এক কালের সহিত অন্য কালের যে ভেদ প্রতীতি তাহার দ্বারাই খণ্ডকালের প্রতীতি সম্ভব হয়। উক্ত প্রকার এক কালের সহিত অন্য কালের ভেদ প্রতীতি হইল স্বীকৃত প্রমা প্রতীতি, এবং উক্ত প্রতীতির প্রমাণত্বের দ্বারাই খণ্ডকালের অধিকরণত্বের প্রমাণ সম্ভব হয়। ইহাই সিদ্ধান্তান্তরসারী পন্থা, অর্থাৎ এই প্রকার অভিমতই হইল সুসিদ্ধান্তসম্মত অভিমত বা বৃত্তিপূর্ণ অভিমত। সুতরাং, “কালো বটবান্ মহাকলদ্বাং” স্থলে অব্যাপ্তি বারণ করা যায় না।

অপর কোনো কোনো নৈসারিক, এস্থলে, ‘মহাকালান্তত্ববিশিষ্টবটবান্’ হেতুধিকরণ মহাকালে ধরিয়া “কালো বটবান্ মহাকালদ্বাং” স্থলে অব্যাপ্তি বারণ করা যে সম্ভব হয় না, সে সম্পর্কে অন্তরূপ কথা বলেন। তাঁহাদের অভিমত হইল যে, হেতুসমানাধিকরণ অন্তর্ভুক্ত প্রতিবোগিতাতে বা হেতু-

মন্নিষ্ট অভাবীর প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অবটক (অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন) যে সাধ্যবৃত্তিধর্ম (অর্থাৎ সাধ্যনিষ্ঠধর্ম) তদনবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে; অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠধর্ম তদনবচ্ছিন্ন যে হেতুমন্নিষ্ট প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ব্যাপ্তির লক্ষণে নিবেশ করিতে হইবে। এইরূপ নিবেশ না করিলে “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে হেতুধিকরণ পর্যাতে মহানসীম বহির অভাব বা পর্যাতে বহিষটোভয়াভাব ধরা যায়। ইহাতে মহানসীম বহ্যতাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে মহানসীম বহিষ তন্মধ্যে বহিষ থাকে, আবার বহিষটোভয়াতাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে বহিষত্বত্ব তন্মধ্যেও বহিষ থাকে; কলে সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইবে ‘বহিষ’, এবং হেতুমন্নিষ্ট অভাবীর অর্থাৎ পর্যাতেনিষ্ঠ উক্ত প্রকার অভাবীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকও হইবে ‘বহিষ’, এবং তাহাতে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব না হওয়ার “বহিমান্ ধুমাং” এই সম্বন্ধে লক্ষণ সমর্থ হয় না বলিয়া অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। অর্থাৎ হেতুসমানাধিকরণে বা ধূমসমানাধিকরণে মহানসীম বহিষতাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বা বহিষটোভয়াতাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব বহিষে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকে থাকিয়া যায়, কলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ার “বহিমান্ ধুমাং” এই সম্বন্ধে লক্ষণ সন্নিবেশ করা যায় না বলিয়া অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, হেতুমন্নিষ্ট অভাবীর প্রতিযোগিতাতে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠধর্ম তদনবচ্ছিন্নত্ব’র প্রবেশ ঘটিলে আর ঐ অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, এস্থলে ‘বহিষ’ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক; মহানসীম-বহির ক্ষেত্রে মহানসীমত্ব, এবং বহিষটোভয়ের ক্ষেত্রে বহিষটোভয়ত্ব হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম। এইরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্মতদনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা ঘট, পট প্রভৃতিতে থাকিতে পারে, কিন্তু মহানসীম-বহিতে বহিষট এতদুভয়েতে থাকিতে পারে না, কলে পর্যাতে বা হেতুধিকরণে বহিষটোভয়াভাব বা মহানসীম-বহ্যতাব ধরা যাইবে না, ঘটপটাদির অভাব ধরিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই লক্ষণ সমর্থ হইবে, অব্যাপ্তিও আর হইবে না। ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘হেতুমন্নিষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাগ্ধ্যধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক’ নিবেশ করিয়া “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে পর্যাতে মহানসীম-বহ্যতাব ধরিয়া যে অব্যাপ্তি হয় তাহা ব্যর্থ করা যায় না। কারণ,

মহানসীম-বহ্যভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল মহানসীমত্ব ও বহিঃত্ব, এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা মহানসীমত্ব ও বহিঃত্ব এই উভয়েতে পর্যাপ্তিসম্বন্ধ থাকে, অর্থাৎ মহানসীমত্ব ও বহিঃত্ব উভয়ই এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্ত্যধিকরণ; কিন্তু উক্ত অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা বহিঃত্ব এবং মহানসীমত্ব এই দুইটিতে পৃথক পৃথক ভাবে থাকিয়া তবে উভয়েতে থাকে, প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক ভাবে না থাকিলে উভয়েতে পর্যাপ্তিসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক বহিঃত্ব হেতুমন্নিষ্ট অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন নয় বলিয়া (কেননা, পর্যাপ্ত্যধিকরণ বহিঃত্বও হয় বলিয়া) হেত্বধিকরণে উক্ত মহানসীম-বহ্যভাবরূপ অভাব গ্রহণ করিলে অব্যাপ্তি বারণ হয় না। কারণ, প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক ভাবে থাকিয়া উভয়েতে থাকার কালে যখন পর্যাপ্তি হয়, তখন সাধ্যতাবচ্ছেদক বহিঃত্ব হেতুমন্নিষ্ট অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্ত্যধিকরণ মহানসীমত্ব হইতে ভিন্ন হইয়া যায়, কেননা, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি পৃথক ভাবে মহানসীমত্বেও থাকে, কালে পৰ্বতে মহানসীম-বহির অভাব ধরা যায়, এবং অব্যাপ্তিও হয়। অর্থাৎ পর্যাপ্তি-সম্বন্ধে উভয়েতে প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে থাকে, একভাবে থাকে না বলিয়া ঐরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্ত্যধিকরণধর্মের পর্যাপ্তিসম্বন্ধে উভয়-বৃত্তিত্ব সম্ভব হয় না, এবং উক্তই ‘হেতুমন্নিষ্টাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক’ ব্যাপ্তিতে নিবেশ করিয়া পৰ্বতে মহানসীম-বহ্যভাব ধরিয়া যে অব্যাপ্তি প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বারণ হয় না। ব্যাপ্তিতে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্টধর্ম উদ্বলবচ্ছিন্ন হেতুমন্নিষ্ট প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক’ প্রবেশের দ্বারাই ঐ অব্যাপ্তি বারণ করিতে হইবে। এইরূপভাবেই প্রকৃতস্থলে, অর্থাৎ “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্ব্যং” স্থলে মহাকালান্তদ্ব্যবিশিষ্টাভাব মহাকালে ধরিয়া অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। কারণ, বলা হইয়াছে যে, হেতুমন্নিষ্ট অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্টধর্মাবচ্ছিন্ন নিবেশ করিতে হইবে। “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্ব্যং” স্থলে সাধ্য ‘ঘট’ বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘ঘটত্ব’। হেতুমন্নিষ্ট মহাকালান্তদ্ব্যবিশিষ্টাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘মহাকালান্তদ্ব্যবিশিষ্টা’ এবং ‘ঘটত্ব’; উদ্যম্যে ‘ঘটত্ব’ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক, এবং ‘মহাকালান্তদ্ব্যবিশিষ্টা’ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন

বা সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অঘটক সাধ্যনিষ্ঠধর্ম। মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্যরূপ ধর্ম
 ষটে আছে, এবং ষট বেহেতু সাধ্য সেইজন্যই ‘মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্য’ বা
 মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্যরূপ ধর্ম হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম; মহা-
 কালান্তত্ববৈশিষ্ট্য নিজে সাধ্যতাবচ্ছেদক নয় বলিয়া ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক
 ভিন্ন। এখন, হেতুময়িষ্টাভাবীর প্রতিযোগিতাকে ঐরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক
 ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্মের অনবচ্ছিন্ন হইতে হইবে। এস্থলে হেত্বধিকরণ মহাকালে
 মহাকালান্তত্ববিশিষ্টাভাবীর প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্য-
 নিষ্ঠধর্মাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ সম্ভব নয়; কারণ, আলোচ্য স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম হইল ‘মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্য’; এবং হেতুময়িষ্ট মহাকালান্ত-
 ত্ববিশিষ্টাভাবীর প্রতিযোগিতাতে উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অঘটক,
 অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ যে মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্যরূপ ধর্ম তাহার
 অবচ্ছিন্নত্বই থাকিয়া যায়, অনবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, কারণ, ঐ অভাবের প্রতি-
 যোগী হইল ‘মহাকালান্তত্ববিশিষ্টাভাব’, কলে প্রতিযোগিতাতে মহাকালান্তত্ব-
 বৈশিষ্ট্যরূপ ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব থাকিবেই। অতএব উক্ত অভাব হেত্বধিকরণে বা
 মহাকালে ধরা যায় না; কেননা, সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্মাবচ্ছিন্ন
 প্রতিযোগিতা গ্রহণ করার নির্দেশ লক্ষণে আছে। এইরূপে হেত্বধিকরণ
 মহাকালে উক্ত ‘মহাকালান্তত্ববিশিষ্টাভাব’ ধরা সম্ভব না হইলে উক্ত অভাব
 হেত্বধিকরণে ধরিয়া “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি বারণ
 সম্ভব হয় না, এবং পূর্বোক্ত কারণে উক্ত অভাব গ্রহণ করা অসম্ভব হওয়ার
 উত্থাকে আর প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব বলা যায় না; এবং “কালো ঘটবান্
 মহাকালত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়।—এইরূপ কথ্য অবশ্য কেহ
 কেহ বলেন; কিন্তু, ইহা চিন্তনীয়। অর্থাৎ, সূত্রভাবে চিন্তা করিলে এইরূপ
 অভিমত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, “প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ”
 স্থলে হেত্বধিকরণে তাদৃশ প্রতিযোগিতাকাত্তাবের অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক
 ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাত্তাবের প্রসিদ্ধি হয় না, এবং এই
 অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়। “প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক
 হইল ‘প্রমেয়ত্ব’; সমস্ত পদার্থই বেহেতু প্রমেয়ের বিষয় সেজন্য সমস্ত
 পদার্থতেই ‘প্রমেয়ত্ব’ বা সাধ্যতাবচ্ছেদক থাকে। কলে, ‘ঘটত্ব’, ‘পটত্ব’
 প্রভৃতি ধর্ম প্রমেয়ত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন হইলেও ইহারা প্রমেয়ের
 অন্তর্গত বলিয়া এই সকল ধর্মও সাধ্যনিষ্ঠধর্ম হয়। ইহাতে প্রমেয়ান্তর্গত

‘ঘটত্ব’, ‘পটত্ব’ প্রভৃতি ধর্মগুলি প্রমেরনিষ্ঠ (প্রমেরের বিষয় বা প্রমেরান্তর্গত বলিয়া প্রমেরনিষ্ঠ) বা সাধ্যনিষ্ঠ ‘ঘটত্ব’ ‘পটত্ব’ প্রভৃতি ধর্ম সাধ্যতাবচ্ছেদক বা প্রমেরত্ব হইতে ভিন্ন ; সুতরাং, “প্রমেরবান্ বাচ্যত্বাৎ” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম যে ঘটত্ব, পটত্বাদি তদনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকা-
 ভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় । এবং এই কারণেই “প্রমেরবান্ বাচ্যত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক-
 অভাব সম্ভব হয় না, কেননা, এরূপ স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম হইল নিখিল-পদার্থবৃত্তিধর্ম ; এবং এইজন্য “প্রমেরবান্ বাচ্যত্বাৎ” স্থলে “সাধ্যতাবচ্ছেদকভিন্ন-সাধ্যনিষ্ঠধর্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতা-
 বচ্ছেদক...” ইত্যাদি প্রকার ব্যাপ্তির লক্ষণে অব্যাপ্তি হয় । সেই কারণেই “সাধ্যতাবচ্ছেদকভিন্ন-সাধ্যনিষ্ঠধর্মানবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা” ধরিত্তা মহা-
 কালানুত্তরবিশিষ্টঘট্যভাবের প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব নিষেধ যুক্তিযুক্ত নহে ।

জাগদীশী—বস্তুতো যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টস্থানধি-
 করণত্ব হেতুমত ইত্যত্র অবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যমবশ্যং সাধ্যতাবচ্ছেদকতা-
 ঘটকসম্বন্ধেন এব বাচ্যং, অগ্রথা তপ্তায়ঃপিণ্ডস্তাপি কালিকসম্বন্ধেন
 যদুমত্ববিশিষ্টং বহ্যাদিকং সংযোগসম্বন্ধেন তদধিকরণতয়া ধূমবান্
 বহেরিত্যাদাবতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ ; এবং চ যত্র সমবায়েন ঘটত্ববিশিষ্টস্ত
 কালিকসম্বন্ধেন সাধ্যতা, তত্র মহাকালানুত্তরবিশিষ্টঘট্যাবচ্ছিন্নাভাবস্ত
 সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বম্
 অপ্রসিদ্ধং স্বরূপসমবায়াত্ম্যামেব তত্র তথাহ্যৎ । বিশিষ্টনিক্রুপিত-
 সমবায়স্য বা অনভ্যুপগমাৎ । অতস্তাদৃশাভাবমাদায় ন প্রসিদ্ধি-
 সম্ভব ইতি ধ্যেয়ম্ ।

অনুবাদ : বস্তুতঃপক্ষে, ‘যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের অনধি-
 করণত্ব হেত্বধিকরণে’ ইত্যাদি এস্থলে অবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যকে অবশ্য সাধ্যতাব-
 ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেই বলিতে হইবে, অগ্রথায় তপ্ত অয়ঃপিণ্ডেরও, কালিক-
 সম্বন্ধে বাহ্য ধূমত্ববিশিষ্ট বহ্যাদি, সংযোগসম্বন্ধে তদধিকরণতার দ্বারা ‘ধূমবান্

বহেঃ” ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্ত্যাপত্তি হয় ; এইরূপে যেখানে সমবায়সম্বন্ধে ঘটাবিশিষ্টের কালিকসম্বন্ধে সাধ্যতা, সেখানে মহাকালান্ত্রবিশিষ্টঘটাবচ্ছিন্নাভাবের সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অপ্রসিদ্ধ, (কারণ) স্বরূপসমবায়সম্বন্ধই তথ্য ঐরূপ হয় বলিয়া (সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হয় বলিয়া)। অথবা বিশিষ্টনিক্রুপিত সমবায়ের অন্ত্যাপগম হয় না বলিয়া। সেজন্য তাদৃশ অভাব গ্রহণের প্রসিদ্ধি সম্ভব হয় না— এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : পুনরায়, পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তির লক্ষণটিকে “বাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক” এইরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ নিবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে। ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের অনধিকরণ হেত্বধিকরণে’ থাকার অর্থই হইল ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ’ (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন আর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট একই কথা)। “বহিমান্ ধূমাং” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায়, কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিত্ব’, এবং ‘বহিত্ব’ সমবায়সম্বন্ধেই থাকে। এই সমবায়সম্বন্ধে ঘটাবচ্ছিন্ন, পটত্বাবচ্ছিন্ন প্রভৃতির অনধিকরণ হইল পরীতাদি হেত্বধিকরণ ; এই প্রকার ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ ‘বহিত্ব’ ভিন্ন, স্মৃতরাং লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তি হয় না। “ধূমবান্ বহেঃ” এই অসম্বন্ধস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক সমবায়সম্বন্ধে ধূমত্বাবচ্ছিন্নের বা ধূমত্ববিশিষ্টের বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইল হেত্বধিকরণ বা বহ্যধিকরণ বা অরোগোলক ; অর্থাৎ হেত্বধিকরণ অরোগোলকে ধূমত্বাবচ্ছিন্নাভাব সম্ভব হয় ; ‘ধূম’ যেহেতু সাধ্য, সেজন্য হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকার “ধূমবান্ বহেঃ” এই অসম্বন্ধস্থলে আর লক্ষণ যায় না, এবং অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নতে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধের নিবেশ না করিলে অনুবিধার স্রষ্ট হইতে পারে। কারণ, “ধূমবান্ বহেঃ” এই অসম্বন্ধস্থলে ধূমত্ব কালিকসম্বন্ধে বহিতে থাকিতে পারে, এবং তাহা হইলে কালিক-

সম্বন্ধে ধূমত্বাবচ্ছিন্ন বা ধূমত্ববিশিষ্ট হইবে বহি; এই বহি তদ্বিকরণে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ অয়োগোলকে সংযোগসম্বন্ধে থাকে। হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে বহি থাকার অর্থ হইল হেত্বধিকরণে ধূমত্ববিশিষ্ট বা ধূমত্বাবচ্ছিন্ন থাকা; এইরূপে হেত্বধিকরণে ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অস্তিত্ব সম্ভব হওয়ার হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব ধরা সম্ভব হইল না, কারণ, ধূম (ধূমত্বাবচ্ছিন্ন হইল ধূম) হইল সাধ্য; এই ধূম অয়োগোলকে না থাকিলেও কালিকসম্বন্ধে ধূমত্বাবচ্ছিন্ন হইল বহি, এই ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-বহি হেত্বধিকরণে থাকার অর্থ হইল সাধ্য হেত্বধিকরণে থাকা; এইভাবে অসদ্ব্যবহারে হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব ধরা সম্ভব না হইলে অল্প অভাব ধরিতে হয়, এবং তাহাতে “ধূমবান্ বহুঃ” এই প্রসিদ্ধ অসদ্ব্যবহারে লক্ষণ চলিয়া যাওয়ার অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। এইরূপ অতিব্যাপ্তি কালিকসম্বন্ধে ধূমত্ববিশিষ্ট-বহি গ্রহণের দ্বারা হইয়াছে। এইজন্যই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নতে সাধ্যাতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধের নিবেশ করিতে বলা হইয়াছে। “ধূমবান্ বহুঃ” স্থলে ‘ধূম’ ‘সাধ্য’ বলিয়া সাধ্যাতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায়, এই সমবায়সম্বন্ধে ধূমত্ববিশিষ্ট হইল ‘ধূম’, ‘বহি’ নহে; এই ‘ধূম’ হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে থাকে না, কলে হেত্বধিকরণে বা অয়োগোলকে ধূমাতাব বা সাধ্যাতাব সম্ভব হয় বলিয়া “ধূমবান্ বহুঃ” এই অসদ্ব্যবহারে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। সুতরাং, অবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যকে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে দ্বৈত অভাবের প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকবৈশিষ্ট্যকে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকে সাধ্যাতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। এইরূপভাবেই বলা যায় যে, “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণ মহাকালে ‘মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাতাব’ ধরা যায় না। এস্থলে সাধ্য হইল ‘ঘট’, তাহা কালিকসম্বন্ধে কালে থাকে, কিন্তু সাধ্যাতাবচ্ছেদক হইল ‘ঘটত্ব’, এবং ‘ঘটত্ব’ স্বাভাবিকভাবেই সমবায়সম্বন্ধে ঘটে অর্থাৎ সাধ্যে থাকে; সাধ্যাতাবচ্ছেদক ‘ঘটত্ব’ সমবায়সম্বন্ধে থাকায় এস্থলে সাধ্যাতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায়। সুতরাং, হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন এস্থলে অবশ্যই সমবায়সম্বন্ধে ধরিতে হইবে; কারণ, সাধ্যাতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেই হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকাবচ্ছিন্নকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু, এস্থলে সাধ্যাতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বায়সম্বন্ধে মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাতাবের (এই অভাবই হেত্বধিকরণ মহাকালে ধরা হইয়াছে) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের প্রসিদ্ধি হয় না।

‘কারণ, ‘মহাকালান্ত্রবিশিষ্টঘটাব্যবহর’ প্রতিযোগিতাব্যবহরক হইল ‘মহাকালান্ত্রবিশিষ্ট’ এবং ‘ঘটত্ব’ ; তদ্ব্যবহর ‘মহাকালান্ত্রবিশিষ্ট’ থাকে স্বরূপ-সম্বন্ধে, এবং ‘ঘটত্ব’ থাকে সমবায়সম্বন্ধে ; এবং একেত্রে মহাকালান্ত্রবিশিষ্ট-ঘটাব্যবহর প্রতিযোগিতাব্যবহরক স্বরূপ ও সমবায় সম্বন্ধে থাকে, শুধুমাত্র সমবায়সম্বন্ধের প্রসিদ্ধি ইহাতে হয় না। আবার, মহাকালান্ত্রবিশিষ্টঘটাব্যবহর প্রতিযোগিতাব্যবহরক ‘মহাকালান্ত্রবিশিষ্টঘটত্ব’ ধরিয়া ‘ঘটত্ব’ সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া প্রতিযোগিতাব্যবহরকসম্বন্ধে এতলে ‘বিশিষ্ট-সমবায়’সম্বন্ধ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ, বিশিষ্টনিরূপিত সমবায়-সম্বন্ধের অভ্যুপগম হয় না, অর্থাৎ ইহার প্রমাণ নাই। সুতরাং, যেহেতু এতলে অর্থাৎ “কালো ঘটবান্ মহাকালান্ত্রাৎ” স্থলে হেতুধিকরণ মহাকালে মহাকালান্ত্রবিশিষ্টঘটাব্যবহর প্রতিযোগিতাব্যবহরক স্বরূপ ও সমবায় সম্বন্ধে থাকে, সেজন্য উক্ত প্রতিযোগিতাব্যবহরকাবচ্ছিন্নতে সাধ্যতাব্যবহরকতাবটক সমবায়সম্বন্ধ নিবেশ করা যায় না। এইজন্য হেতুধিকরণে উক্ত অভাব অর্থাৎ ‘মহাকালান্ত্রবিশিষ্টঘটাব্যবহর’ ধরা যায় না ; অর্থাৎ হেতুধিকরণ মহাকালে ‘মহাকালান্ত্রবিশিষ্টঘটাব্যবহর’ ধরিয়া “কালো ঘটবান্ মহাকালান্ত্রাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি ব্যরণ সম্ভব হয় না। এই মতটি চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের উপদেশ।

জাগদীশী—কেচিত্ত্ব সাধ্যসাধনভেদেন ব্যাপ্তেভেদাৎ বিশিষ্ট-সাধ্যকস্থলে এব যাদৃশপ্রতিযোগিতাব্যবহরকাবচ্ছিন্নানধিকরণকং হেতুমত ইতি বক্তব্যম্ অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে তু যাদৃশপ্রতিযোগিতাব্যবহর-নধিকরণকং হেতুমত ইত্যেব লাঘবাৎ বক্তব্যম্। তথা চ শুদ্ধঘটন্ত সাধ্যতায়্যং মহাকালান্ত্রবিশিষ্টঘটাব্যবহরপ্রতিযোগিসমানাধিকরণ এব, প্রতিযোগিতা চ প্রতিযোগিতাব্যবহরকস্বরূপালাঘবাৎ, ন তু প্রতিযোগিস্বরূপা, তেবাং নানাঞ্চে ন গৌরবাদতো নৈকপ্রতিযোগ্য-নধিকরণতামাদায় সংযোগিএতদ্বাদিত্যাদাব্যাপ্তিরিত্যাহঃ, তচ্চিন্ত্যম্। কালো ঘটবান্ মহাকালান্ত্রাদিত্যাদাব্যাপ্তিবারণার্থম্ এবাবিশিষ্টসাধ্যক-স্থলেহপি প্রতিযোগিতাব্যবহরকাবচ্ছিন্নানধিকরণকংপ্রবেশন্ত প্রামাণিক-তয়া গৌরবন্ত অকিকিংকরাদিতি।

অনুবাদ : কেহ কেহ, কিন্তু—সাধ্য-সাধনভেদে ব্যাপ্তির ভেদে হয় বলিয়া লাঘব বশতঃ বিশিষ্টসাধ্যকস্থলেই যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-বচ্ছিন্নানধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে (থাকে) ইত্যাদি বলা উচিত, কিন্তু, অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে যাদৃশ প্রতিযোগিতাভ্রানধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে (থাকে), ইহাই বলা উচিত। সুতরাং শুদ্ধবটের সাধ্যতাতে মহাকালান্তত্ব-বিশিষ্টবটাতাবও প্রতিযোগিসমানাধিকরণই (হয়), এবং লাঘব বশতঃ প্রতিযোগিতা (হইল) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপা, কিন্তু প্রতিযোগিস্বরূপা নহে, (কারণ) তাহাদের (অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিযোগিদের) নানাভেদে দ্বারা গৌরব হয় বলিয়া ; সেজন্য, এক প্রতিযোগীর অনধিকরণতা গ্রহণ করিয়া “সংযোগী এতদ্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয় না—ইত্যাদি (কেহ কেহ) বলেন ;—(কিন্তু), তাহা চিন্তনীয়। (কারণ) “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি বারণের জন্য এই অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলেও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নানধিকরণত্ব প্রবেশের প্রামাণিকতার দ্বারা গৌরবের অকিঞ্চিৎকরত্ব হয়, ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা : “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণে ‘মহাকালান্তত্ববিশিষ্টবটাতাব’ ধরিয়; অব্যাপ্তি বারণ করা যে সম্ভব হয় না সে সম্পর্কে কেহ কেহ, অর্থাৎ কোনো কোনো নৈয়ায়িক অন্ত কথ্য বলেন। তাঁহাদের মতে সাধ্য-সাধন ভেদে অর্থাৎ হেতু-সাধ্য ভেদে ব্যাপ্তি অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সেজন্য তাঁহারা বলিতেছেন যে, বিশিষ্টসাধ্যকস্থলে অর্থাৎ “বিশিষ্টসত্তাবান্ ত্রব্যত্বাৎ” প্রভৃতি স্থলে ব্যাপ্তিতে “যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নানধিকরণত্বঃ হেতুমতঃ” ইত্যাদির প্রবেশ আবশ্যক। তন্নিমিত্ত অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তিতে “যাদৃশপ্রতিযোগিতাভ্রানধিকরণত্বঃ হেতুমতঃ” ইত্যাদির প্রবেশই যথেষ্ট, সর্বত্র “যাদৃশপ্রতিযোগিতাভ্রানধিকরণত্বঃ হেতুমতঃ” ইত্যাদির প্রবেশ অনাবশ্যক ; ইহাতে লাঘব হয়। “বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” স্থলে বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা অনতিরিক্ত বলিয়া ‘বিশিষ্টসত্তা নাস্তি’ এই অভাব গুণ-কর্মে থাকিলেও এই অভাবের প্রতিযোগিতার আশ্রয় বা অধিকরণ সত্তা হইয়া যায়, সেই সত্তার অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় না; কলে হেত্বধিকরণে বিশিষ্টসত্তাভাব বা সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব না হওয়ার ঐ অভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে ধরা যায় না, অন্ত অভাব ধরিতে হয় ; এই অসম্বন্ধস্থলে এইভাবে হেত্ব-

অধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ার অভাবান্তর ধরিলেই লক্ষণ সমর্থ হয়, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কিন্তু, ‘বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ’ বলিলে আর ঐরূপ দোষ হয় না; কারণ, বিশিষ্টসত্তারূপ প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন বলিলে শুধুমাত্র বিশিষ্টসত্তাই ধরা পড়ে, শুদ্ধসত্তা ধরা যায় না; বিশিষ্টসত্তারূপ প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন বিশিষ্টসত্তাই হয়, কেবলসত্তা হয় না। ইহাতে হেত্বধিকরণ শুধু-কথ্বে বিশিষ্টসত্তা বা সাধ্যের অভাব ধরিতে পারা যায়, অন্ত অভাব ধরিতে হয় না, এবং ইহাতে লক্ষণ সমর্থ হয় না, এবং এই অসঙ্কেতস্থলে অতিব্যাপ্তিও হয় না। কিন্তু, অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে, যথা “বহিমান্ ধূমাৎ” প্রভৃতি স্থলে ‘বাদৃশপ্রতিযোগিতাপ্রয়ানধিকরণত্বং হেতুমতঃ’ বলিলেই হয়; এইরূপ স্থলে ঘটপটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার আশ্রয় যে ঘটপট প্রভৃতি, তাহাদের অধিকরণ হেত্বধিকরণ বা ধূমাধিকরণ হয় না, ইহাতে লক্ষণ ঠিকই থাকে। “ধূমবান্ বহুঃ” স্থলে ধূমনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার আশ্রয় যে ধূম সেই ধূমের অধিকরণত্ব অর্থাৎ তদধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে বা বহুধিকরণে অর্থাৎ অরোগোলকে থাকে না, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে ধূমাভাব বা সাধ্যাভাব থাকে, কলে অসঙ্কেতস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি হইল না। সুতরাং, অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তিতে ‘বাদৃশপ্রতিযোগিতাপ্রয়ানধিকরণত্বং হেতুমতঃ’ কথার প্রবেশ হইলেই চলিবে; ইহাতে লাভব হয়, অন্তব্যয় গৌরব দোষ হয়। “কালো ঘটবান্ মহাকালত্য়াৎ” স্থলটিও অবিশিষ্টসাধ্যকস্থল, কারণ, এস্থলে সাধ্য হইল ‘শুদ্ধঘট’, ‘বিশিষ্টঘট’ নহে। এস্থলে মহাকালান্তস্থবিশিষ্টঘটাব্যবের প্রতিযোগিতা হইল ঘটত্বরূপ, কারণ, প্রতিযোগিতা হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপ, এই ঘটত্বরূপ প্রতিযোগিতার আশ্রয় হইল ‘ঘট’ বা ‘শুদ্ধঘট’, কোনো ‘বিশিষ্টঘট’ নহে, কেননা, ঘটত্বের আশ্রয় সকল সময় ‘সামান্ত ঘট’ বা ‘শুদ্ধঘট’ই হয়; এই ‘ঘট’রূপ প্রতিযোগিতাপ্রয়ের অনধিকরণ মহাকাল বা হেত্বধিকরণ হয় না, কেননা, মহাকালে সমস্ত পদার্থই থাকে, এবং ঘটও থাকে। আর, মহাকালে ঘটাব্যব চিন্তা করিলে থওকালে বা বিশিষ্টকালেও ঘটাব্যব চিন্তা করা সহজেই যাইবে, কলে প্রতিযোগীর অধিকরণেও ঐ অভাব থাকিয়া যাওয়ার হেতুময়িষ্ট মহাকালান্তস্থবিশিষ্টঘটাব্যব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব না হইয়া প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া পড়ে। সুতরাং ‘মহা-

কালান্তত্ববিশিষ্টবটাব্য' মহাকালে চিন্তা করিয়া "কালো বটবান্ মহা-
কালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। কিঞ্চিৎ পূর্বে বলা হইল যে,
প্রতিযোগিতা হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ; এ সম্পর্কে দুইটি মত
প্রচলিত আছে; একটি মতে অভাবীয় প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-
স্বরূপ, এবং অপর মতে অভাবীয় প্রতিযোগিতা হইল প্রতিযোগিস্বরূপ।
তন্মধ্যে প্রথম মতই যুক্তিসিদ্ধ; কারণ, অভাবীয় প্রতিযোগিতা যদি প্রতি-
যোগিস্বরূপ হয় তাহা হইলে "সংযোগী এতদ্ব্যৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয়। এই
স্থলটিতে সাধ্য হইল 'সংযোগ', 'সংযোগ' সকল সময়েই সমবায়সম্বন্ধে এতৎ,
তৎ, অন্ত, অপর প্রভৃতি দ্রব্যাদ্রয়ী। এই স্থলে হেতু হইল 'এতৎ', হেত্বধিকরণ
হইল এতৎ; এখন অভাবীয় প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিস্বরূপ হইলে সংযোগা-
ভাবের প্রতিযোগিতাও প্রতিযোগিস্বরূপ বা সংযোগস্বরূপ হইবে। কলে
হেত্বধিকরণ 'এতৎ'তে অন্ত এক প্রতিযোগীর বা অন্ত এক সংযোগের অভাব
ধরা যায়, কারণ, 'সংযোগ' ভিন্ন ভিন্ন, এবং বহু; সেজন্য চালনীয়স্তায়
অনুসারে এতৎ, তৎ, অন্ত, অপর প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যধিকরণেই অন্ত, অপর
প্রভৃতি সংযোগের অভাব ধরা সম্ভব হইয়া পড়ে, এবং ইহাতে হেত্বধিকরণে
সাধ্যাভাব সম্ভব হইয়া যাওয়ার এই সন্দেহস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়।
অভাবীয় প্রতিযোগীতেই প্রতিযোগিতা থাকে, এই প্রতিযোগিতা প্রতি-
যোগিস্বরূপ হইলে প্রতিযোগিব্যক্তিসমূহের নানাত্ব বা বহুত্ব বশতঃ গৌরব
দোষ হয়, এবং তাহাতে উক্ত প্রকারে হেত্বধিকরণে এক প্রতিযোগীর অনধি-
করণত্ব গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি হইয়া যায়। সেইজন্যই অভাবীয় প্রতিযোগিতাকে
প্রতিযোগিস্বরূপ না ধরিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ ধরিতে হয়। তাহাতে
উক্ত স্থলে সংযোগাভাবের প্রতিযোগিতা হইবে 'সংযোগত্ব', এবং এই
'সংযোগত্ব' হইল সংযোগসামান্তের ধর্ম, ইহা সকল সংযোগেই থাকে;
এবং এইরূপ হইলে আর একব্যক্তি সংযোগের অভাব অন্ত দ্রব্যে চালনীয়-
স্তায় অনুসারে ধরিতে পারা যায় না; কারণ এতৎদ্রব্যে যে সংযোগ আছে
তাহা অন্ত দ্রব্যাদ্রয়ী সংযোগ হইতে ভিন্ন হইলেও 'সংযোগত্ব' বা প্রতি-
যোগিতা প্রত্যেক সংযোগেই আছে; কলে ঐরূপে হেত্বধিকরণে বা এতৎ-
দ্রব্যে সংযোগাভাব ধরা যায় না, এবং অব্যাপ্তিও হয় না।

কিঞ্চিৎ লগদীশ বলিতেছেন যে, 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাদ্রয়ানধিকরণত্বং
হেতুশতঃ' ইত্যাদি প্রকার লাদব লক্ষণের সাহায্যে 'মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট-

ঘটাতাব' মহাকালে ধরিয়া "কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং" স্থলের অব্যাপ্তি-
বারণ সম্ভব নয় বলিয়া যে বলা হইয়াছে তাহা চিন্তনীয়, অর্থাৎ তাহা যুক্তি-
যুক্ত কিনা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এই অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে অপ্রয়ো-
জনীয় এবং নিষিদ্ধ 'বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বং হেতুমতঃ'
ইত্যাদি লক্ষণ প্রয়োগ করিয়াও যদি "কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং" স্থলের
অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হইত তাহা হইলে এই অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে, অর্থাৎ
"কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং" স্থলে উক্ত প্রকার অপ্রয়োজনীয় লক্ষণ
প্রয়োগজনিত যে গৌরব দোষ হয় তাহা অকিঞ্চিৎকর বা নগণ্য হইত;
কিন্তু, বিশিষ্টসাধ্যকস্থলীয় 'বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বং
হেতুমতঃ' ইত্যাদি লক্ষণ "কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং" এই অবিশিষ্ট-
সাধ্যকস্থলে প্রয়োগ করিয়া এইস্থলের অব্যাপ্তি বারণ করিলে ক্ষতি কি?
সুতরাং, 'কেচিচ্ছূ'বাদিগণের এইপ্রকার পথনির্দেশ বাহন্য মাত্র।

দীর্ঘিতি—ন চ তাদৃশসম্বন্ধেন হেত্বধিকরণীভূতবৎকিঞ্চিদ্ব্যক্ত্য-
বৃত্তিপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টপ্রতিযোগিসামান্যকত্বমেব বক্তব্যং;
তথা চ অবৃত্তিগগনাত্তাবদ্বারিকৈব তৎসিদ্ধিঃ, সম্ভাব্যধিকরণ-
কল্পাদৌ সমবায়েন জ্ঞানসামান্যস্য সংযোগসামান্যস্য চ অবৃত্তের্নাতি-
প্রসঙ্গঃ, ভূতত্বমুত্ত্বয়োভয়বিশিষ্টগুণকল্পান্ত্রবিশিষ্টসম্ভাব্যবিশিষ্ট-
সম্ভাদিকল্প ন মনোগুণাদিবৃত্তিঃ সংযোগসামান্যস্ত ন কিঞ্চিৎ জব্য-
বৃত্তি ইতি বাচ্যম্। বিশিষ্টস্যানতিরিক্তদ্বাং, সমবায়েন জাত্যে
সাধ্যত্বে মেরদাদাবতিব্যাপ্তিঃ জাতিমগ্নিষ্ঠতাদৃশাভাবপ্রতিযোগি-
ভায়া জাতিধ্বনানবচ্ছেদাং, জাতিশূন্ত্রে চ তাদৃশসম্বন্ধেন বৃত্তের-
প্রসিদ্ধেঃ, সংযোগাদিসাধ্যকগুণকল্পান্ত্রাদৌ, চাতিব্যাপ্তি অজব্যে
হেতুমতি তাদৃশসম্বন্ধেন বৃত্তেরপ্রসিদ্ধেঃ জব্যে চ সংযোগাদেরপি
বৃত্তেঃ।

অনুবাদ : তাদৃশ সম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত বৎকিঞ্চিৎ ব্যক্ত্যবৃত্তি প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগিসামান্যকত্বই বক্তব্য; এবং তাহাতে

অবুত্তি গগনাদির অভাবের দ্বারাই তৎসিদ্ধি (হয়) ; সম্ভাভ্যধিকরণ কর্ম্ম-
 দ্বিতে সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞানসামান্তের এবং সংযোগসামান্তের অবুত্তি বশতঃ
 অতিপ্রসঙ্গ হয় না ; ভূতত্বমূর্ত্ত্ত্বোভয়ত্ববিশিষ্ট গুণকর্ম্মান্তত্ববিশিষ্টসম্ভাভ্য-
 বিশিষ্টসম্ভাদি, কিন্তু, মনোগুণাদিবুত্তি নহে, সংযোগসামান্ত কিন্তু কিঞ্চিৎ-
 ত্রব্যাবুত্তি নহে,—এরূপ বলা যায় না । (কারণ) বিশিষ্টের অনতিরিক্তত্ব
 বশতঃ সমবায়সম্বন্ধে ‘জাতি’ সাধ্যত্বে মেয়দ্বাদিতে অতিব্যাপ্তি (হয়),
 জাতিময়িষ্ট তাদৃশাভাব প্রতিযোগিতাতে জাতিত্বের দ্বারা অনবচ্ছেদ হয়
 বলিয়া, এবং জাতিশূন্তে তাদৃশ সম্বন্ধে বুত্তির অপ্রসিদ্ধি বশতঃ, এবং হেত্ব-
 ধিকরণ অত্রব্যে তাদৃশ সম্বন্ধে বুত্তির অপ্রসিদ্ধি হয়, এবং ত্রব্যে সংযোগাদিরও
 বুত্তি হয় বলিয়া সংযোগাদিসাধ্যক গুণকর্ম্মান্তত্বাদিতে অতিব্যাপ্তি বশতঃ
 (এরূপ বলা যায় না) ।

ব্যাখ্যা : ‘ন চ তাদৃশসম্বন্ধেন’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দীর্ঘিতিকার
 সার্বভৌম মতের আশঙ্কা করিয়া তাহা নিবারণ করিতেছেন । সার্বভৌম
 মতানুসারে ব্যাপ্তির লক্ষণে “তাদৃশসম্বন্ধেন হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিদ্ব্যাক্ত্য-
 বুত্তিপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টপ্রতিযোগিসামান্তকত্ব” নিবেশ করা কর্তব্য,
 তাহা হইলে “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে আর অব্যাপ্তি হইবে না ।
 তাদৃশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত অর্থাৎ হেতুময়িষ্ট
 যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তিতে অবুত্তি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট যে প্রতিযোগিসামান্ত
 সেই প্রতিযোগিসামান্তকাভাবই হইল হেতুময়িষ্ট প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব ।
 হেত্বধিকরণে যে বস্তু বুত্তি হয় না, অর্থাৎ যে বস্তু অবুত্তি হয়—হেত্বধিকরণ-
 বচ্ছেদে না হইয়া হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তিতে অবুত্তি হইলেই হইবে—
 সেই বস্তুর অভাব হেত্বধিকরণে অবশ্যই আছে ; সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে
 সেই বস্তুরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন
 প্রতিযোগিসামান্তের অভাব হেত্বধিকরণে থাকাই হইল হেতুময়িষ্ট প্রতি-
 যোগিব্যধিকরণাভাব । প্রতিযোগিধৈর্যধিকরণের এই প্রকার ব্যাখ্যা
 করিলে “যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্ব-
 ধিকরণ” ইত্যাদি প্রকার লক্ষণের যে অনুবিধা ছিল তাহা আর থাকে না,
 এবং “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তিও বারণ হয় । কেননা,
 হেত্বধিকরণ মহাকালে গগন কখনও বুত্তি হয় না ; কলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সম্বন্ধে, এস্থলে কালিকসম্বন্ধে, হেত্বধিকরণ মহাকালে অবুত্তি যে গগন, (গগন

কোথাও কোনো সম্বন্ধেই বৃত্তি হয় না, এবং সেজন্য কালিকসম্বন্ধেও হয় না), সেই গগনান্ধাব-নিরূপিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগি-সামান্তের অভাব হেত্বধিকরণে বা মহাকালে থাকিয়া যায়, এবং সে কারণে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের প্রসিদ্ধি হওয়ার “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” হলে আর অব্যাপ্তি হয় না। ইহাতে “জ্ঞানবান্ সম্বাৎ” এই অসদেত্বহলে অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তিও হয় না। এখানে হেতু হইল ‘সত্তা’, হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ হইল দ্রব্য-গুণ-কর্ম; কিন্তু, সার্বভৌমসম্মত ব্যাপ্তির লক্ষণ অনুযায়ী হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি হইলেই চলিবে, সমগ্র হেত্ব-ধিকরণ না হইলেও চলিবে, কলে, এখানে ‘গুণ-কর্ম’ হইল যৎকিঞ্চিৎ হেত্ব-ধিকরণীভূতব্যক্তি (‘যৎকিঞ্চিৎ’ শব্দ থাকার কলে দ্রব্যরূপ সত্তাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ গ্রহণ না করিলেও চলিবে)। এই গুণ-কর্মরূপ যৎকিঞ্চিৎ সত্তা-ধিকরণীভূত বা হেত্বধিকরণীভূত ব্যক্তিতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, এখানে সমবায় সম্বন্ধে (জ্ঞান আত্মারূপ দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল সমবায়) জ্ঞান বৃত্তি হয় না, বা জ্ঞান অবৃত্তি হয়; কেননা, জ্ঞান শুধুমাত্র আত্মাতেই সমবায়সম্বন্ধে থাকে, আর কোথাও কোনো সম্বন্ধেই থাকে না। কলে, এই জ্ঞানান্ধাব-নিরূপিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগি-সামান্তান্ধাব যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণনিষ্ঠব্যক্তি গুণ-কর্মে থাকিয়া যায়, ইহাতে হেত্বধিকরণে জ্ঞানান্ধাব বা সাধ্যান্ধাব সম্ভব হওয়ার “জ্ঞানবান্ সম্বাৎ” এই অসদেত্বহলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। পুনরায়, “সংযোগী সম্বাৎ” এই অসদেত্বহলেও পূর্বোক্ত প্রকারে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ বা সত্তাধিকরণনিষ্ঠ যৎকিঞ্চিৎ গুণ-কর্মরূপ ব্যক্তিতে সাধ্যতাবচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধে (কারণ, সাধ্য ‘সংযোগ’ দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে) সংযোগ অবৃত্তি হয় (কেননা, দ্রব্য ব্যতীত ‘সংযোগ’ আর কোথাও থাকে না); কলে, হেত্বধিকরণ গুণ-কর্মে সংযোগা-ভাব বা সাধ্যান্ধাব সম্ভব হওয়ার এখানেও আর অতিব্যাপ্তি হয় না। আরও, “ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্ব্যভাবান্ মূর্ত্তত্বাৎ”, এবং “গুণকর্মাত্ত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” হলেও অতিব্যাপ্তি হয় না। “ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্ব্যভাবান্ মূর্ত্তত্বাৎ” এই অসদেত্ব-হলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ বা মূর্ত্ত্বাধিকরণনিষ্ঠ যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে ‘মন’ তাহাতে ভূতত্বমূর্ত্ত্ব এতদ্ব্যভাবের বৃত্তিভা থাকে না বা এতদ্ব্যভাব অবৃত্তি হয়; ইহাতে পূর্বপ্রকারে হেত্বধিকরণ মনে ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্ব্যভাব’ বা সাধ্যান্ধাব থাকায় এখানে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। অল্পরূপভাবে “গুণকর্মাত্ত্ব-

বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” এই অসদ্বৈতত্বলেনো হেত্বধিকরণীভূত বা জাত্যধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিংব্যক্তি গুণকর্মে গুণকর্মান্তত্ববিশিষ্টসত্তাবাবচ্ছিন্ন বা গুণকর্মান্তত্বসত্তাববিশিষ্ট যে প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগিসামান্ত বা গুণকর্মান্তত্ববিশিষ্টসত্তারূপ প্রতিযোগিসামান্ত অবুত্তি হয় ; এবং এইরূপে হেত্বধিকরণ গুণ-কর্মে সাধ্যাভাব বা গুণকর্মান্তত্ববিশিষ্টসত্তাভাব ধরা যায় বলিয়া এত্বলেনো অতিব্যাপ্তি হয় না। আরও, “সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ” এই সদ্বৈতত্বলেনো ঐরূপ সার্বভৌমত্বসম্বত ব্যাপ্তির লক্ষণের দ্বারা অব্যাপ্তির আশঙ্কাও নাই। এই ত্বলেনো হেত্বধিকরণ বা দ্রব্যত্বাধিকরণ যে দ্রব্য তাহাতে সকল সংযোগ যে সকল সময়েই থাকিবে এমন কোনো কথা নাই। ‘সংযোগ’ অবশ্য দ্রব্য ভিন্ন অস্ত্র কোথাও থাকে না ; কিন্তু, চালনীয়স্তায় অনুসারে এতৎ দ্রব্যে অস্ত্র সংযোগের অবুত্তিতা, অস্ত্র দ্রব্যে অপর সংযোগের অবুত্তিতা, অপর দ্রব্যে এতৎ সংযোগের অবুত্তিতা ধরিয়া দ্রব্যে সংযোগসামান্তের অবুত্তিতা সম্ভব হইতে পারে ; অথবা একটি দ্রব্যে কোনো এক বিশেষ সংযোগের অবুত্তিতা থাকিতে পারে ; ফলে, উভয়প্রকারেই দ্রব্যে বা হেত্বধিকরণে সংযোগের অবুত্তিতা বশতঃ হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় এই সদ্বৈতত্বলেনো অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, এই আশঙ্কা থাকে না, কেননা, সংযোগাভাব-নিরূপিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগিসামান্তের অভাব দ্রব্যে থাকে কি করিয়া ? কোনো বিশেষ সংযোগের অভাব কোনো বিশেষ দ্রব্যে থাকিলেও সংযোগত্বধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিসামান্তের অভাব দ্রব্যে থাকিবে এমন হয় না, দ্রব্যে কোনো না কোনো সংযোগ থাকিলেই সংযোগসামান্তের অভাব আর হইল না ; এবং এইভাবে সংযোগত্বধর্মবিশিষ্ট সংযোগসামান্তের অভাব দ্রব্যে না থাকিলেই আর হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিল না ; অর্থাৎ সংযোগসামান্ত কিঞ্চিং দ্রব্যে বা যৎকিঞ্চিং হেত্বধিকরণে অবুত্তি হয় এরূপ বলা যায় না, এবং তাহা হইলেই আর “সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ” ত্বলেনো অব্যাপ্তি হয় না। সুতরাং, ব্যাপ্তির লক্ষণে “তাদৃশসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিংব্যক্ত্যবুত্তিপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টপ্রতিযোগিসামান্তকত্ব” নিবেশ কর্তব্য।—কিন্তু, এরূপ বলা যায় না ; অর্থাৎ দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে, ব্যাপ্তির লক্ষণে ঐরূপ নিবেশ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, ব্যাপ্তির লক্ষণে ঐরূপ নিবেশ করিলে “গুণকর্মান্তত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” ত্বলেনো অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না, অতিব্যাপ্তি

ধাকিয়াই যায়, কেননা, বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা সত্তারূপে এক এবং অনতিরিক্ত, অতিরিক্ত নহে। কেবলসত্তার এবং বিশিষ্টসত্তার অনতিরিক্তত্ব বশতঃ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ বা জাত্যধিকরণনিষ্ঠ যৎকিঞ্চিৎ গুণকর্ম্মে যেহেতু সত্তা থাকে, সে কারণে বিশিষ্টসত্তাও থাকে ; কলে গুণ-কর্ম্ম বা হেত্বধিকরণে বিশিষ্টসত্তাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব না হওয়ায় “গুণকর্ম্মান্তত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” এই অসন্ধেতুস্থলে অভিব্যাপ্তি ধাকিয়াই যায়। আরও, জাতিমান্ মেয়ত্বাং বা প্রমেয়ত্বাং”স্থলে অভিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে ‘জাতি’ সাধ্য সমবায়-সম্বন্ধে ধরা হইয়াছে, সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল এস্থলে সমবায়। মেয়ত্বাধিকরণ বা প্রমেয়ত্বাধিকরণ হইল দ্রব্যাদি সমস্ত পদার্থই বা সপ্তপদার্থই। হেত্বধিকরণীভূত বা প্রমেয়ত্বাধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম তাহাতে জাতি থাকে বলিয়া দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে জাতি অবৃতি হয় না, কলে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মরূপ যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণব্যক্তিতে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব ধরা যায় না। অর্থাৎ, জাতিমন্নিষ্ঠ তাদৃশ প্রতিযোগিতা (জাতিমতে বা দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে আছে যে সমস্ত অভাব, জাতিমন্নিষ্ঠ তাদৃশ অভাবীয় প্রতিযোগিতা) জাতিত্বাবচ্ছিন্ন হয় না ; অর্থাৎ তাদৃশ অভাবীয় প্রতিযোগিতা (জাতিমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতা, বা দ্রব্যগুণকর্ম্মনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতা) জাতিত্বের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইলেই সেই প্রতিযোগিতাকাভাব আর জাতিত্বাবচ্ছিন্নাভাব বা জাত্যভাব হইবে না ; সহজ কথায় হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম সেই দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব ধরা যায় না। অপরদিকে, জাতিশূন্যে অর্থাৎ যেস্থলে ‘জাতি’ থাকে না অর্থাৎ সামান্ত, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে অর্থাৎ সামান্তাদিরূপ যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধের অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের বৃত্তিতারই প্রসিদ্ধি নাই ; কলে সামান্তাদিরূপ যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে কোনো অভাবই ধরা যাইবে না, এবং সমবায়সম্বন্ধে জাত্যভাবও ধরা যাইবে না। এইভাবে প্রমেয়ত্বাধিকরণের বা হেত্বধিকরণের কূড়াপি ‘জাত্যভাব’ বা সাধ্যাভাব গ্রহণ করা সম্ভব হয় না ; ইহাতে এই অসন্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় অভাবান্তর গ্রহণ করিতে হয়, এবং অভাবান্তর গ্রহণ করিলেই অসন্ধেতুস্থলে লক্ষণ সম্বয়ের কলে অভিব্যাপ্তি হইয়া যায়। আরও, “সংযোগী গুণকর্ম্মান্তত্বাং” এই

অসঙ্কেতস্থলেও সার্বভৌমকৃত লক্ষণ গ্রহণে অতিব্যাপ্তি হয়। এখানে হেতু হইল ‘গুণকর্ম্মান্তত্ব’, হেতুধিকরণ হইবে গুণকর্ম্মান্ত অর্থাৎ গুণ-কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থ, এবং সাধ্য হইল ‘সংযোগ’; ‘সংযোগ’ সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। গুণ-কর্ম্ম ভিন্ন পদার্থ ত্রব্যে অর্থাৎ ত্রব্যরূপ যৎকিঞ্চিং হেতুধিকরণে ‘সংযোগ’ থাকে, সংযোগ ত্রব্যে অবুত্তি হয় না, কারণ, সংযোগ সর্বদাই ত্রব্যাত্মকী; তাহা হইলে, হেতুধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিংব্যক্তি যে ত্রব্য তাহাতে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব গ্রহণ করা যায় না। এবং অপর দিকে, হেতুধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিংব্যক্তি সামান্তাদিতে সমবায়সম্বন্ধের প্রসিদ্ধি হয় না, কলে সমবায়সম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কোনো অভাব সামান্তাদিতে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ইহাতে সামান্তাদি-রূপ যৎকিঞ্চিং হেতুধিকরণে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব থাকে না; কলে হেতুধিকরণের কোথাও সাধ্যাভাব সম্ভব না হওয়ায় অসঙ্কেতস্থলে অতি-ব্যাপ্তি হইয়া যায়। এই প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়া সার্বভৌমকৃত লক্ষণ যে অধৌক্তিক এবং ত্রুটিপূর্ণ তাহা দীর্ঘিতিকার প্রমাণ করিলেন।

জাগদীশী—সার্বভৌমমতমাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে, ন চ ইতি। বাচ্যমিতি পরেণাশ্বয়ঃ। তাদৃশসম্বন্ধেনেতি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন ইত্যর্থঃ। ইদং চাবস্তীত্যস্ত প্রতিযোগিবৃত্ত্যা অদ্বিতং। তাদৃশপদস্ত প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধপরত্বে পুনরগ্রে প্রতিযোগিতাসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না গ্রাহা। তাদৃশসম্বন্ধেন ইত্যস্ত ফলমাহ সঙ্গাদীতি। বিষয়তায়্যা বৃত্ত্যানিয়ামকত্বমতে সম্ভবতি ঘটাদৌ জ্ঞানাভাবস্য সহজত এব প্রতি-যোগিবৈয়ধিকরণ্যং সম্ভবতীত্যতঃ সংযোগসামান্ত্যস্যেতি নাতিপ্রসঙ্গ ইতি জ্ঞানবান্ সংযোগবান্ বা সঙ্গাদিত্যাদৌ নাতিপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। সম্ভাবদ্বৃন্তিসামান্ত্যভাবস্ত সংযোগাদাবভাবাং উক্ত্যতিব্যাপ্তিবারণমেব যৎকিঞ্চিপদস্ত্যপি প্রয়োজনমিত্যবধেয়ম্। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-বিশিষ্টেত্যস্য ফলমাহ ভূতত্বেত্যাদি। স্বয়ং মনসঃ খণ্ডনাং ভূতত্ব-মূর্ত্ত্বোভয়সাধ্যকমূর্ত্ত্বস্য সঙ্কেতুতামাশঙ্ক্যাহ গুণকর্ম্মান্তত্বেত্যাদি।

বিশিষ্টান্তত্বং মনোগুণয়োঃ ক্রমেনাঙ্কিতম্ । ইদং চ বিশিষ্টস্যানতি-
রিক্তত্বং বিশিষ্টধর্মাবচ্ছিন্নাধেয়ত্বস্য অতিরিক্তত্বমিত্যভ্যুপেত্য অত্রথা
সাক্ষীভৌমমতে উভয়ত্বস্যৈকবিশিষ্টাপরত্বে ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়গুণকর্ম্মান্য-
ত্বসম্বয়োরতিরিক্ততয়া তয়োঃ সহজত এব মনোগুণান্তবৃত্তিতয়া প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টেত্যভিধানস্যাসঙ্গতিরিতি ধ্যেয়ম্ । সামান্য-
পদস্য ফলমাহ সংযোগসামান্যস্থিতি । তথা চ সংযোগী অব্যাব-
দিত্যাদৌ অব্যাপ্তিবারণার্থমেব সামান্যপদমিতি ভাবঃ ।

অনুবাদ : সাক্ষীভৌম মতের আশঙ্কা করিয়া ‘ন চ’ ইত্যাদির দ্বারা
(তাহা) নিরাস করা হইতেছে । ‘বাচ্যম্’ ইত্যাদি পরের সহিত অস্বয়
হইবে । ‘তাদৃশসম্বন্ধেন’ ইত্যাদি (হইল) ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন’ ইহাই
অর্থ । এবং ‘অবৃত্তি’ ইত্যাদি ইহার ‘প্রতিযোগী যে বৃত্তি’ তাহার সহিত
অস্বিত হইবে । ‘তাদৃশ’ পদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ গ্রহণে পুনরায়
অগ্রে ‘প্রতিযোগিতাসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন’ গ্রহণ করিতে হইবে ।
‘সম্বাৎ’ ইত্যাদিতে ‘তাদৃশসম্বন্ধেন’ ইত্যাদি ইহার কল বলা হইতেছে ।
বিষয়তাসম্বন্ধের বৃত্ত্যানিরামকত্বমতে সম্ববান্ ঘটাদিতে জ্ঞানাভাবের প্রতি-
যোগিবৈষয়ধিকরণ্য সহজেই সম্ভব হয় ইত্যাদি, সেজন্য ‘সংযোগসামান্তত্ব’
ইত্যাদি নাতিপ্ৰসঙ্গ ইত্যাদি, (অর্থাৎ ‘জ্ঞানবান্ সংযোগবান্ বা সম্বাৎ’
ইত্যাদিতে অতিপ্ৰসঙ্গ হয় না) ইহাই অর্থ । সম্বাববৃত্তিসম্বাসামান্তাভাবের
সংযোগাদিতে অবতাস হওয়ার উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই ‘সংকিঞ্চিৎ’
পদেরও প্রয়োজন, এইরূপ অবধান করিতে হইবে । ‘ভূতত্ব’ ইত্যাদির দ্বারা
‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট’ ইত্যাদি ইহার কল বলা হইতেছে । স্বয়ং
(দীধিতিকার) ‘মন’ গুণন করেন বলিয়া ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়সাধ্যক মূর্ত্ত্বত্বের
সঙ্গেতুতা আশঙ্কা করিয়া ‘গুণকর্ম্মান্তত্ব’ ইত্যাদি বলা হইল । বিশিষ্টান্তত্ব
মনগুণের সহিত ক্রমাগ্রে অস্বিত হইবে । বিশিষ্টধর্ম্মাবচ্ছিন্ন আধেয়ত্বের
অতিরিক্তত্ব ইত্যাদি (মত) গ্রহণ করিয়া বিশিষ্টের অনতিরিক্তত্ব (ধরা
হইরাছে), অন্তর্ভায়, সাক্ষীভৌমমতে উভয়ত্বের একবিশিষ্টাপরত্বে ভূতত্বমূর্ত্ত্বো-
ভয় (এবং) গুণকর্ম্মান্তত্ব সত্তা (ইহাদের) অতিরিক্ততার দ্বারা সহজেই
তাহাদের মনোগুণাদিতে অবৃত্তিতার দ্বারা ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট’

ইত্যাদি অভিধানের অসঙ্গতি (হয়), এইরূপ চিন্তনীয়। ‘সংযোগসামান্ত্র্য-
তু’ ইত্যাদিতে ‘সামান্ত্র্য’পদের কল বলা হইতেছে। সুতরাং ‘সংযোগী
স্বব্যবস্থাৎ’ ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি বারণের জন্তই ‘সামান্ত্র্য’ পদ, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : “ন চ তাদৃশসম্বন্ধেন” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দীর্ঘিতিকার
সার্কর্ভৌম মত গণন করিতেছেন। সার্কর্ভৌম মত অনুসারে ব্যাপ্তির লক্ষণে
‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ বস্ত্যবৃত্তি প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগিসামান্ত্র্যক যে অভাব তাহাই প্রতিযোগিব্যাদিকরণ
অভাব’ এরূপ নিবেশ করিলে “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে আর
অব্যাপ্তি হয় না। হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব গ্রহণ করাই
হইল কাম্য ; হেত্বধিকরণে যে বস্ত্যবৃত্তি হয় না তাহার অভাব অবশ্যই হেত্ব-
ধিকরণে থাকিবে। সুতরাং, ব্যাপ্তির লক্ষণে সোজাসুজি হেত্বধিকরণে
প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব গ্রহণের কথা না বলিয়া হেতুমৎ যৎকিঞ্চিৎ
ব্যক্তিতে—অর্থাৎ হেত্বধিকরণ হইয়াছে যে সমস্ত স্থল তাহাদের সকলকে না
ধরিয়াও তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যক্তিকে (স্থলকে) ধরিলেও চলিবে, এই
অর্থে—হেত্বধিকরণীভূত, অর্থাৎ হেত্বধিকরণ হইয়াছে যে সমস্ত স্থল,
তাহাদের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তিতে (অর্থাৎ স্থলেতে) যে বস্ত্যবৃত্তিতা নাই
বা যে বস্ত্যবৃত্তি হয় সেই যে বস্ত্য অর্থাৎ প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিসামান্ত্র্যের অভাব থাকাই হইল হেতুমন্নিষ্ট প্রতি-
যোগিব্যাদিকরণাভাব—এইভাবে সার্কর্ভৌম মতবাদিগণ বলেন। এস্থলে
প্রতিযোগিব্যাদিকরণ শব্দের অর্থ হইল হেত্বধিকরণ যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তিতে অবৃত্তি
যে প্রতিযোগী তাহা, প্রতিযোগীর অধিকরণ ভিন্ন যে হেত্বধিকরণ এই অর্থে
নহে। গগনের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অনধিকরণও অপ্রসিদ্ধ ; কিন্তু
প্রতিযোগিব্যাদিকরণ শব্দের অর্থ হেত্বধিকরণে অবৃত্তি যে প্রতিযোগী এইরূপ
করিলে গগন কোথাও বৃত্তি না হওয়ার গগনাভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ
অভাব হইতে পারে। এইরূপ হইলে “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে
হেত্বধিকরণ মহাকালে গগনের বৃত্তিতা না থাকায় সহজেই উক্ত প্রকারে হেত্ব-
ধিকরণে গগনাভাব ধরা যায়, এবং হেতুমন্নিষ্ট বা মহাকালনিষ্ট এই গগনাভাব
ঐক্যভাবে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইয়া যাওয়ার এই স্থলে অব্যাপ্তি
হয় না। ‘বাচ্যম্’ কথাটি পরের সহিত অর্থ হইবে, অর্থাৎ ‘ন চ বাচ্যম্’
এইরূপ হইবে। ‘তাদৃশসম্বন্ধেন’ কথার অর্থ হইল ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন’;

‘অবৃত্তি’ শব্দের অর্থ হইল প্রতিযোগীর অবৃত্তি, অর্থাৎ হেত্বধিকরণীভূত যৎ-
 কিঞ্চিংব্যক্তিতে বৃত্তি হয় না যে প্রতিযোগী, সেই বৃত্তির সহিত সাধ্যতাব-
 ছেদকসম্বন্ধের অধর্য হইবে, নতুবা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর
 অবৃত্তি, এইরূপ হইবে; অর্থাৎ প্রতিযোগীর সহিত অবৃত্তির অধর্য হইবে।
 ‘তাদৃশসম্বন্ধেন’ অর্থে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন’ এই অর্থও অবশ্য করা
 যায়; কিন্তু তাহা হইলে, অর্থাৎ দীর্ঘিতিগ্রহস্থিত ‘তাদৃশসম্বন্ধে’র অর্থ সাধ্য-
 তাবচ্ছেদকসম্বন্ধ না করিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ করিলে পুনরায়
 প্রতিযোগিতাতে অর্থাৎ হেতুময়িষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাব-
 ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নিবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ উক্ত প্রতিযোগিতাকে
 সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতারূপে গ্রহণ করিতে হইবে।
 (পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হয় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়থিকরণ্য
 গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়-
 থিকরণ্যকে গ্রহণ করিয়া প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের
 নিবেশ করিতে হইবে। তাহাই এখানে পুনরায় স্মরণ করা হইল।) “জ্ঞান-
 বান্ সস্তাং” বা “সংযোগবান্ সস্তাং” স্থলে ‘তাদৃশসম্বন্ধেন’ কথার কল বলা
 হইতেছে। এই দুইটি অসম্বন্ধেতুস্থলে সত্তাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ ঞ্ণ-কর্ম্মে,
 অর্থাৎ হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিংব্যক্তি যে ঞ্ণ-কর্ম্ম তাহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সমবায়সম্বন্ধে ‘জ্ঞান’ এবং ‘সংযোগ’ না থাকার জন্য সমবায়সম্বন্ধে বা
 সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিংঞকর্ম্মব্যক্তিতে (হেত্বধি-
 করণ বা সত্তাধিকরণ হইল দ্রব্য-ঞ-কর্ম্ম, সেজন্য, ঞ্ণ-কর্ম্ম হইল হেত্বধি-
 করণীভূত যৎকিঞ্চিংব্যক্তি) ‘জ্ঞান’ ও ‘সংযোগ’ অবৃত্তি হয়, এবং তজ্জন্য
 ‘জ্ঞান’ ও ‘সংযোগ’ সাধ্য হওয়ার হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যায়, এবং
 সেকারণে অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু, তাদৃশসম্বন্ধ না বলিলে অনুবিধার
 সৃষ্টি হইবে, কেননা, সকল পদার্থই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বিষয়তাসম্বন্ধে
 জ্ঞান সকল পদার্থেই থাকে, সেজন্য জ্ঞানাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব
 হয় না, অন্য অভাব, অর্থাৎ অন্য কোনো প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব (ঘট-
 পটাদির অভাব) ধরিতে হয়, এবং অভাবান্তর ধরিলেই অসম্বন্ধেতুস্থলে লক্ষণ
 সমন্বয়ের কলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু বিষয়তাসম্বন্ধ যেহেতু বৃত্তি-
 নিরামকসম্বন্ধ নহে, ইহা বৃত্ত্যানিরামকসম্বন্ধ, সেকারণে বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞান
 কোথাও বৃত্তি হয় না, কলে হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ ঘটাদি দ্রব্যে, ঞ্ণে,

কর্মে জ্ঞান বা সাধ্য বৃত্তি হয় না। এমন কি, জ্ঞানাদিকরণ আত্মাতেও বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞানের বৃত্তিতা থাকে না, আত্মাতে জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে থাকে। কলে, “জ্ঞানবান্ সত্বাৎ” এই অসন্ধেতুস্থলে সত্তাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে জ্ঞানের অবৃত্তি বশতঃ জ্ঞানাভাব সম্ভব হইয়া যায়, এবং সত্তাধিকরণ দ্রব্য-গুণ-কর্মে কুত্রাপি জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী জ্ঞান না থাকায় ঐ অভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হইয়া যায়। এইরূপে, এই অসন্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যাদিকরণ সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং অতিব্যাপ্তিও হয় না। “জ্ঞানবান্ সত্বাৎ” স্থলে ‘তাদৃশসম্বন্ধের’ অর্থ বিষয়তাসম্বন্ধ না ধরিয়া সাধ্যাতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ধরিলেও অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না; কারণ, সাধ্যাতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল এস্থলে সমবায়, সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞান আত্মাতে থাকিলেও গুণ-কর্মে থাকে না। গুণ-কর্ম হইল সত্তাধিকরণীভূত বা হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি; হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ-ব্যক্তিনিষ্ঠ, অর্থাৎ গুণ-কর্মনিষ্ঠ জ্ঞানাভাব বা সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যাদিকরণ অভাব হয়, এবং এইভাবে এস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। “সংযোগবান্ সত্বাৎ” স্থলেও সাধ্যাতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎগুণকর্ম-ব্যক্তিতে সংযোগের অর্থাৎ সাধ্যের বৃত্তিতা না থাকায় সত্তাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হয়, এবং সেজন্য অতিব্যাপ্তি হয় না। এস্থলে, সত্তাধিকরণের কিঞ্চিৎব্যক্তিতে সংযোগ বৃত্তি হয়, কিঞ্চিৎ-ব্যক্তিতে বৃত্তি হয় না, দীর্ঘিতিগ্রহে সার্বভৌম মত আলোচনা করার সময় বলা হইয়াছে “হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতে অবৃত্তি...” ইত্যাদি; এইরূপ ‘যৎকিঞ্চিৎ’ না বলিয়া যদি ‘হেত্বধিকরণীভূতব্যক্তিতে অবৃত্তি’ বা ‘হেত্বধিকরণে বৃত্তিতাসামান্ধ্যভাব’ বলা হয় তাহা হইলে “সংযোগবান্ সত্বাৎ” স্থলে অতি-ব্যাপ্তি হয়। কারণ, হেত্বধিকরণে বা সত্তাধিকরণে বা সত্তাবতে সংযোগের বৃত্তিতাসামান্ধ্যভাব সম্ভব নয়, বা সত্তাধিকরণীভূত ব্যক্তিসামান্ধ্যে, অর্থাৎ সত্তাধিকরণ হইয়াছে যে সকল ব্যক্তি তদ্ব্যক্তিসামান্ধ্যে, সংযোগের অবৃত্তিতা থাকে না, কারণ, দ্রব্যে সংযোগ থাকিবেই। হেত্বধিকরণীভূত বা সত্তাধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতেই সংযোগের অবৃত্তিতা সম্ভব হয়। সুতরাং লক্ষণের মধ্যে ‘হেত্বধিকরণীভূত ব্যক্তিতে বা ব্যক্তিসামান্ধ্যে অবৃত্তি’ কথা থাকিলে “সংযোগবান্ সত্বাৎ” স্থলে সত্তাধিকরণ দ্রব্যে সংযোগের অবৃত্তিতার অঙ্গসিদ্ধি হেতু (অর্থাৎ, সত্তাধিকরণীভূতব্যক্তিসামান্ধ্যে সংযোগের অবৃত্তিতার

অগ্রসিদ্ধি হেতু) অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে; কিন্তু ‘হেত্বধিকরণীভূত
 যৎকিঞ্চিব্যক্ত্যবৃত্তি’ বলিলে আর ঐরূপ অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না,
 কারণ সত্ত্বাধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিব্যক্তি যে গুণ-কর্ম তাহাতে সংযোগের
 অবৃত্তিতার প্রসিদ্ধি হয়; অথবা সংযোগের বৃত্তিতা থাকিলেও গুণ-কর্মে
 সংযোগের অবৃত্তিতা থাকে বলিয়া আর বিপত্তির সন্ভাবনা থাকে না, এবং
 এইজন্যই ‘যৎকিঞ্চিৎ’ পদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণে
 ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট’ পদ নিবেশের কালে “ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়বান্
 মূর্ত্ত্বাত্মং”, এবং “গুণকর্ম্মান্তত্ববিশিষ্টসত্ত্বাবান্ জাতেঃ” এই দুইটি অসন্ধেতুস্থলেও
 অতিব্যাপ্তি হয় না। মূর্ত্ত্বাত্মকরণ যৎকিঞ্চিব্যক্তি ‘মনে’ ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়ত্ব-
 বিশিষ্টাভাব বা সাধ্যাভাব থাকে, কেননা, মনে ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয় বৃত্তি হয় না;
 ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় এই অসন্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি
 হয় না। অপরদিকে জাত্যধিকরণ গুণ-কর্মে বিশিষ্টসত্ত্বাত্বাবচ্ছিন্ন সত্তা বৃত্তি
 হয় না, কালে, গুণকর্মে বা হেত্বধিকরণে বিশিষ্টসত্ত্বাত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগি-
 সামান্যকাত্বাব বা সাধ্যাভাব থাকায় “গুণকর্ম্মান্তত্ববিশিষ্টসত্ত্বাবান্ জাতেঃ”
 এই অসন্ধেতুস্থলেও অতিব্যাপ্তি হয় না। দ্বীধিতিগ্রহের “ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়ত্ব-
 বিশিষ্টগুণকর্ম্মান্তত্ববিশিষ্টসত্ত্বাবিশিষ্টসত্ত্বাদিকং তু ন মনোগণাদিবৃত্তিঃ”
 অংশটি “ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়ত্ববিশিষ্টঃ ন মনোবৃত্তিঃ”, এবং “গুণকর্ম্মান্তত্ববিশিষ্ট-
 সত্ত্বাত্ববিশিষ্টসত্তা ন গুণাদিবৃত্তিঃ” এইরূপে ‘মন’ এবং ‘গুণাদির’ সহিত
 ‘বিশিষ্ট’পদদ্বয়ের অম্বয় হইবে। এখন, “গুণকর্ম্মান্তত্ববিশিষ্টসত্ত্বাবান্ জাতেঃ”
 স্থলে একটি বিষয় উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা আছে। দ্বীধিতিকার এবং
 তৎসম্প্রদায়ের মতে বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা সত্তারূপে এক এবং অনতি-
 রিক্ত; কিন্তু ইহাদের অধিকরণ ভিন্ন, অর্থাৎ বিশিষ্টসত্তার এবং কেবলসত্তার
 অধিকরণ এক এবং অনতিরিক্ত নহে, পৃথক পৃথক। এবং এইজন্য, গুণ-
 কর্ম্মান্তত্ববিশিষ্টসত্তার যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ বিশিষ্টসত্তাত্ব, সেই বিশিষ্টসত্ত্বাত্বাবচ্ছিন্ন
 বা বিশিষ্টসত্ত্বাত্ববিশিষ্ট যে আধেয়তা তাহা কেবলসত্তা হইতে বা কেবলসত্তা-
 ত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা হইতে পৃথক বা ভিন্ন। এবং এই কারণেই লক্ষণে
 “যৎকিঞ্চিব্যক্ত্যবৃত্তি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন” এইরূপ বলা হইয়াছে।
 লক্ষণে এই ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের’ উল্লেখের কালেই ‘গুণকর্ম্মান্তত্ব-
 বিশিষ্টসত্ত্বাত্বাবচ্ছিন্ন’ যে সত্তা, অর্থাৎ শুধুমাত্র অব্যাকে আশ্রয় করিয়া যে সত্তা
 থাকে, সেই সত্তাই ধরা পড়ে, অন্য সত্তা ধরা পড়ে না। সেই কারণেই

হেত্বধিকরণ বা জাত্যধিকরণ গুণ-কর্মরূপ যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতে ‘গুণকর্মাত্ত্ব-
 বিশিষ্টসত্ত্বাবচ্ছিন্ন’ সত্তার অবুত্তিতা থাকায় গুণকর্মাত্ত্ববিশিষ্টসত্ত্বাবচ্ছিন্ন
 প্রতিযোগিসামান্ত্যের অভাব ধরা সম্ভব হয়, এবং ইহাতে হেত্বধিকরণে
 সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হওয়ার এস্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ হয়। অত্বেষ্য,
 লক্ষণে “প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নকাবচ্ছিন্ন” কথাটি না থাকিলে অনুবিধা হইত।
 কারণ, তাহা হইলে, হেত্বধিকরণে অবুত্তি প্রতিযোগিসামান্ত্যকাত্যাব গ্রহণের
 কথা থাকিত, এবং তাহাতে বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা সত্তারূপে এক ও
 অনতিরিক্ত বলিয়া গুণ-কর্মে (হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতে) সত্তাভাব
 গ্রহণ করা সম্ভব হইত না, কেননা, কেবলসত্তা গুণ-কর্মে আছে, এবং
 অনতিরিক্ত বশতঃ বিশিষ্টসত্তাও গুণ-কর্মে থাকিয়া যায় ; কলে গুণ-কর্মে
 বা হেত্বধিকরণে বিশিষ্টসত্তা ব্যতীত অস্ত্র অভাব চিন্তা করিতে হয়, এবং
 তাহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ার অতিব্যাপ্তি হইয়া
 যায়। কিন্তু, লক্ষণে “প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নকাবচ্ছিন্ন”ত্বের প্রবেশ থাকায়
 আর ঐ অনুবিধা হইল না। ইহাই হইল লক্ষণস্থিত “প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্ন-
 কাবচ্ছিন্ন” পদের উপযোগিতা। ইহা হইল দীধিতি সম্প্রদায়ের মত।
 কিন্তু, সার্কর্ভৌম মতে “উভয়ত্বম্ একবিশিষ্টাপরত্বম্”, এবং “বিশিষ্টং
 কেবলানন্তম্”, অর্থাৎ ‘উভয়ত্ব’ হইল একবিশিষ্ট অপরত্ব, এবং ‘বিশিষ্ট’ হইল
 কেবল হইতে অস্ত্র বা ভিন্ন। এইরূপ হইলে, ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্বত্বোভয়’ হইল ভূতত্ব-
 বিশিষ্টমূর্ত্ত্বত্ব, অর্থাৎ তাহা শুদ্ধ মূর্ত্ত্বত্ব নহে ; তাহা হইলেই মূর্ত্ত্বত্বাধিকরণ ‘মন’
 বাদ পড়িয়া যায়, কেননা, মনে মূর্ত্ত্বত্ব থাকিলেও সেই মূর্ত্ত্বত্ব ভূতত্ববিশিষ্ট-
 মূর্ত্ত্বত্ব নহে ; এবং ইহাতে সহজেই মূর্ত্ত্বত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ ‘মনে’
 ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্ত্বত্বাভাব অর্থাৎ উভয়ত্বাভাব প্রতীত হয় ; লক্ষণস্থিত “প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছিন্নকাবচ্ছিন্ন” পদের সাহায্যে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি
 ‘মনে’ ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্বত্বোভয়বচ্ছিন্নকাবচ্ছিন্নাত্ত্বাব’ আর বলিতে হয় না।
 এইরূপেই, গুণকর্মাত্ত্ববিশিষ্টসত্তা কেবলসত্তা হইতে ভিন্ন বা অস্ত্র বলিয়া
 সহজেই হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি গুণ-কর্মে গুণকর্মাত্ত্ববিশিষ্টসত্তার
 অবুত্তিতা বশতঃ গুণ-কর্মে বিশিষ্টসত্তাভাব প্রতীত হয় ; এবং তজ্জন্ত ‘বিশিষ্ট-
 সত্তাত্ত্বাবচ্ছিন্নাত্ত্বাব’ এইরূপ বলিয়া গুণ-কর্মে বিশিষ্টসত্তাভাব গ্রহণের প্রয়োজন
 হয় না। এইপ্রকারে লক্ষণস্থিত “প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নকাবচ্ছিন্ন” পদটি ব্যর্থ ও
 অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এস্থলে যখন সার্কর্ভৌম মতের আলোচনা করা

হইতেছে তখন সকল বিষয়ই সার্কর্ভৌম মত অনুসারেই আলোচনা করা উচিত ; সমালোচনার ক্ষেত্রে সার্কর্ভৌম মত গ্রহণ না করিতেও পারা যায়। এখানে যেহেতু সার্কর্ভৌম মতের সমালোচনা না করিয়া এই মত বিশ্লেষণ করা হইতেছে, তখন, সব কিছুই ঐ মত অনুসারেই হওয়া উচিত। কিন্তু, সকল বিষয় সার্কর্ভৌম মত অনুসারে গ্রহণ করিলে ‘উভয়ত্ব’ এবং ‘বিশিষ্টে’র অর্থও সার্কর্ভৌম মত অনুযায়ী উক্তরূপ গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাহাতে পূর্বোক্ত প্রকারে লক্ষণস্থিত “প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন” পদের অসঙ্গতি প্রতিপাদিত হয়। সেইজন্যই জগদীশ বলিতেছেন যে, এখানে ‘উভয়ত্ব’ এবং ‘বিশিষ্ট’ পদের অর্থ সার্কর্ভৌম মত অনুসারে গ্রহণ করিলে চলিবে না ; দীর্ঘিতিকার এবং তৎসম্প্রদায়ের মতানুযায়ী “ভূতত্বমূর্ত্ত্বোভয়ত্ব” এবং “ভূতকর্ম্মাত্ত্ববিশিষ্টসত্তা” পদ দুইটিকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই লক্ষণস্থিত “প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন” পদের তাৎপর্য্য রক্ষিত হইবে। দীর্ঘিতিকারের এই ক্রটিটুকু থাকিয়া যায়, এবং জগদীশ তাহা ঐরূপ ভাবে সংশোধন করার চেষ্টা করিলেন।

সার্কর্ভৌমমতসম্বন্ধে ব্যাপ্তির লক্ষণের শেষাংশে যে ‘সামান্ত’ পদ আছে, অর্থাৎ “.....প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টপ্রতিযোগিসামান্তকত্ব” ইহাতে যে ‘সামান্ত’ পদ আছে তাহার উপযোগিতা প্রদর্শনের জন্যই “সংযোগ-সামান্তত্ব ন কিঞ্চিৎপ্রব্যাবৃত্তি” ইত্যাদি বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, “সংযোগী প্রব্যত্বাৎ” হলে সার্কর্ভৌমকৃত লক্ষণে অব্যাপ্তি হয় না, এবং লক্ষণের ‘সামান্ত’ পদটির দ্বারাই ঐ অব্যাপ্তি হইতে পারে না। এই স্থলটি সন্দেহস্থল, এখানে প্রব্যত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ যৎকিঞ্চিৎপ্রব্যব্যাক্তিতে সেই প্রব্যনিষ্ঠ যৎকিঞ্চিৎ-সংযোগ ব্যতীত অন্ত সংযোগের অভাব থাকিতে পারে। ‘সংযোগ’ অবশ্যই প্রব্যনিষ্ঠর, কিন্তু, এক বা একাধিক বিশেষ দ্রব্যে সমস্ত সংযোগ থাকিবে এমন কোনো কথা নাই ; কলে কোনো বিশেষ দ্রব্যে যে সংযোগ থাকে তত্ত্বিন্ন অন্ত সংযোগের অভাব সেই বিশেষ দ্রব্যে থাকিয়া যায় ; ইহাতে হেত্বধিকরণ দ্রব্যে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব থাকায় এই সন্দেহ-স্থলে অব্যাপ্তি হয়। অপরদিকে, এক দ্রব্যে অন্ত সংযোগাভাব, অন্ত দ্রব্যে অপর সংযোগাভাব এইরূপে চালনীরক্তায় অনুসারে দ্রব্যে সংযোগাভাব থাকিয়া যাইবে, কলে সন্দেহস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। কিন্তু, লক্ষণে ‘সামান্ত’ পদ থাকিলে আর ঐরূপ অব্যাপ্তি হইতে

পারে না। কারণ, হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিং ব্যক্তি ধরা গেল কোনোই বিশেষ দ্রব্য, তাহাতে অবুত্তি যে সংযোগ, অর্থাৎ সেই বিশেষ দ্রব্যে নাই যে সংযোগ, সেই সংযোগ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট, অর্থাৎ সংযোগাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগিসামান্য 'যাবৎ সংযোগ', এবং এই 'যাবৎ সংযোগ' হইল সংযোগত্ববিশিষ্ট; এই সংযোগত্ববিশিষ্ট বা সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন বা সংযোগত্বস্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিসামান্য হইবে সকল সংযোগ, এই সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিসামান্যের বা সকল সংযোগের অভাব কোনো দ্রব্যেই থাকে না। ইহাতে, চালনীয়স্তায় অনুসারে এক দ্রব্যে অন্য সংযোগাভাব ধরা সম্ভব হইলেও সেই এক দ্রব্যে যে সংযোগ আছে তাহার দ্বারা ই দ্রব্যে সংযোগসামান্যভাব নিরস্ত হইবে; এবং এক বিশেষ দ্রব্যে অন্য সংযোগাভাব থাকিলেই সেই সংযোগাভাবের প্রতিযোগী যৎকিঞ্চিংসংযোগ হইবে, সংযোগত্ববিশিষ্টপ্রতিযোগিসামান্য হইবে না। এইরূপে, সার্বভৌমরূত লক্ষণের সাহায্যে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হয়।

জাগদীশী—বিশিষ্টশ্চেতি বিশিষ্টনিরূপিতাধেয়ত্বস্য ইত্যর্থঃ। তথা চ বিশিষ্টসত্ত্বাবান্ জাতেরিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। ননু তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নযৎকিঞ্চিংহেত্বধিকরণনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদকপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকং সামান্যকাণ্ডেন বিবক্ষিতমতো নোক্তদোষ ইত্যত আহ সমবায়েন ইতি। ননু সমবায়েন জাতের্যোপ্যবুত্তিত্বাৎ তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যমেব ন দেয়ং, দেয়ং চ অব্যাপ্যবুত্তিসাধ্যকস্থলীয়নিরুক্তৌ সাধ্যতাবচ্ছেদকে ব্যাপ্যবুত্তিতানবচ্ছেদকবিশেষণমতো ন তত্র লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিরত আহ সংযোগাদীতি। গুণকর্ম্মাশ্চেতি একৈকোপাদানে তত্রপ্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যং প্রসিদ্ধমত উভয়োপাদানম্; অত্রব্যে গুণাদৌ সমবায়েন বুদ্ভে: প্রসিদ্ধে অত আহ হেতুমতীতি। অত্র বিশিষ্টনিরূপিতাধেয়ত্বস্য অতিরিক্তদ্বোপগমে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নদ্বোভয়াভাববদ্ধেত্বধিকরণযৎকিঞ্চিংব্যক্তিবুত্তিত্বসামান্যকত্বস্য বিবক্ষণারোক্তদোষ ইতি ইত্যম্বদগুরুচরণাঃ।

অনুবাদ : ‘বিশিষ্ট’ ইত্যাদি (হইল) ‘বিশিষ্টনিরূপিত-আধেয়ত্ব’, ইহাই অর্থ। নুতরাং “বিশিষ্টসত্ত্বান্ জাতেঃ” ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি (হয়), ইহাই ভাব। যদি বলা যায়, সামান্ত্রিক্যের দ্বারা তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ-অধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদক-প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকত্ব বলা হইয়াছে, সেজন্য উক্ত দোষ (অতিব্যাপ্তি দোষ) হয় না, ইত্যাদি, সেইজন্যই ‘সমবায়েন’ ইত্যাদি বলা হইল। যদি বলা যায়, ‘সমবায়েন জাতেঃ’ (ইত্যাদিতে) ব্যাপ্যবৃত্তি বশতঃ তৎসাধ্যকে প্রতি-যোগিবৈয়ধিকরণ্যই দেয় নহে, এবং অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীর পূর্বোক্ত প্রকারে (স্থলে) দেয়, (তথায়) সাধ্যতাবচ্ছেদকে ব্যাপ্যবৃত্তিতানবচ্ছেদক বিশেষণ (থাকে), সেজন্য, তথায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না, সেজন্য বলা হইল ‘সংযোগাদি’ ইত্যাদি। গুণকর্ম্মান্তত্ব ইত্যাদি, একৈকোপাদানে তথায় প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণের প্রসিদ্ধি হয়, সেজন্য উভয়োপাদান ; অত্রব্য-গুণাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তির প্রসিদ্ধি হয়, সেজন্য বলা হইল ‘হেতুমতি’ ইত্যাদি। এস্থলে, বিশিষ্টনিরূপিত-আধেয়ত্বের অতিরিক্তত্ব গ্রহণ করিয়া স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব-সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাবব-চ্ছেদধিকরণযৎকিঞ্চিৎব্যক্তিবৃত্তিত্ব-সামান্ত্রিক্যের বিবক্ষণ বশতঃ উক্ত দোষ হয় না, ইহাই আমার (জগদীশ তর্কালঙ্কারের) পূজাপাদ গুরুর অভিপ্রায়।

ব্যাখ্যা : সার্কর্ভৌমকৃত লক্ষণের সাহায্যে “কালো ঘটবান্ মহাকাল-ত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি যে বারণ হয় তাহা বলা হইল ; কিন্তু দীধিতিকার বলিতেছেন যে, তাহা হয় না, অর্থাৎ সার্কর্ভৌম মত অনুসারে ঐ অব্যাপ্তি বারণ হয় না, কেননা, ঐ লক্ষণ শুদ্ধ নহে, এবং তজ্জন্যই দীধিতিকার “ন চ—বাচ্যম্” ইত্যাদি কথার দ্বারা সার্কর্ভৌম মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সার্ক-র্ভৌমকৃত উক্ত লক্ষণের দ্বারা “বিশিষ্টসত্ত্বান্ জাতেঃ”, “জাতিমান্ মেয়ত্বাৎ”, “সংযোগী গুণকর্ম্মান্তত্বাৎ” স্থলগুলিতে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। “বিশিষ্টসত্ত্বান্ জাতেঃ” এই অস্কেতুস্থলে বিশিষ্টসত্ত্ব বা সাধ্য হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায়। কারণ, বিশিষ্টসত্ত্বা এবং কেবলসত্ত্বা এক ও অনতিরিক্ত ; হেত্বধিকরণীভূত বা জাত্যধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি গুণ-কর্ম্মে সত্ত্বা অবশ্যই থাকে ; এবং বিশিষ্টসত্ত্বার ও কেবলসত্ত্বার অনতিরিক্তত্ব বশতঃ সত্ত্বা গুণ-কর্ম্মে থাকার কালে বিশিষ্টসত্ত্বা বা সাধ্য হেত্বধিকরণে বা গুণ-কর্ম্মে থাকিয়া যায়, কালে অস্কেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব দ্বারা সম্ভব না হওয়ার

অতিব্যাপ্তি হয়। এখানে এই অতিব্যাপ্তির উত্তরে অবশ্য একটি কথা বলা যাইতে পারে। সার্বভৌমকৃত লক্ষণে যে ‘সামান্ত’ পদ আছে, অর্থাৎ “প্রতিযোগিসামান্তকত্ব” ইত্যাদিতে যে ‘সামান্ত’ পদ আছে তাহার অর্থ হইল ‘যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণীভূত- (বা যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণনিষ্ঠ)-অধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদকপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব’। এখানে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি হইল গুণ-কর্ম, এই গুণ-কর্ম আছে ঐ যৎকিঞ্চিৎ হেত্ব-ধিকরণনিষ্ঠ-অধিকরণতা (অধিকরণে থাকে অধিকরণতা); এই প্রকার অধিকরণতার দ্বারা অবচ্ছিন্ন শুধুমাত্র গুণকর্মই হইবে; এইরূপ অধিকরণতার নিরূপক হইল সত্তা, সেই সত্তাতে থাকিবে নিরূপকতা, এবং তাদৃশ অধিকরণতানিরূপকতাবচ্ছেদকধর্ম হইবে সত্তাত্ব, অত্র ধর্ম নহে; সুতরাং উক্ত তাদৃশ অধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদকধর্ম অবশ্যই সত্তাত্ব হইবে না এবং তাহা (অধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদকধর্ম) গুণ-কর্মের ধর্মও অবশ্যই হইবে না। লক্ষণের ‘সামান্ত’ পদের অর্থাৎ সামান্তকাণ্ডের দ্বারা ঐরূপ নিরূপকতানবচ্ছেদক প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদক যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক,—ইহাই লক্ষণের অর্থ হইবে; ইহাতে বিশিষ্টসত্তাটিকে যেকোন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয়, সেইরূপ গুণকর্মনিষ্ঠ যে অধিকরণতা সেই অধিকরণতার নিরূপকতানবচ্ছেদকও হয়; এবং তাহা হইলেই বিশিষ্টসত্তাভাব বা সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে সম্ভব হয়, কলে অতিব্যাপ্তি বারণ হয়। এইরূপ ভাবে “বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” স্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ করা যাইতে পারে বলিয়াই “জাতিমান্ মেয়ত্বাৎ বা প্রমেয়ত্বাৎ” এই স্থলাবস্থার গ্রহণ করা হইয়াছে। “জাতিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ” (‘মেয়ত্ব’ ও ‘প্রমেয়ত্ব’ একই কথা) স্থলে হেত্বধিকরণ বা প্রমেয়ত্বাধিকরণ হইল দ্রব্যাদি গুণপদার্থই। তদ্বাচ্যে দ্রব্য-গুণ-কর্মের যেহেতু জাতি থাকে সেজন্য দ্রব্য-গুণ-কর্মের জাত্যভাব গ্রহণ করা যায় না, অপরদিকে, সামান্ত, সমবায়, বিশেষ ও অভাবে যেহেতু সমবায়সম্বন্ধের প্রসিদ্ধি হয় না সে কারণে সামান্তাদিতে সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে (‘জাতি’ সাধ্য সমবায়সম্বন্ধে থাকার সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল সমবায়) জাত্যভাব গ্রহণ করা সম্ভবই হয় না, কেননা, সামান্তাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার প্রসিদ্ধিই নাই। কলে হেত্বধিকরণের কূত্রাপি দ্রব্য-গুণ-কর্ম এবং সামান্তাদিতে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব

ধরা যায় না। এইরূপে অসঙ্কেতস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ার অভিযান্ত্রিকি হয়। এস্থলে সাধ্যাভাবচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত বা প্রমেয়দ্ব্যধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিংব্যক্তিতে অবৃতি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট ‘জাতি’ এইভাবে হইতে পারে না, সুতরাং জাতিনিষ্ঠ প্রতিযোগিসামান্যকাতাব হেত্বধিকরণে গ্রহণ করা যায় না, অর্থাৎ সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকে না, কলে অভিযান্ত্রিকি হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায় যে, “জাতিমান্ প্রমেয়দ্ব্যং” স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, এবং এইরূপ স্থলে ‘প্রতিযোগিব্যধিকরণ’ বিশেষণ উপাধেয় নয়, অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অর্থাৎ যে স্থলে সাধ্যাভাবচ্ছেদক হইল ব্যাপ্যবৃত্তিতানবচ্ছেদক, বা সাধ্যাভাবচ্ছেদক যে স্থলে ব্যাপ্যবৃত্তিতাবচ্ছেদক নহে সেই সকল স্থলে ‘প্রতিযোগিব্যধিকরণ’ বিশেষণ উপাধেয়; সুতরাং, “জাতিমান্ প্রমেয়দ্ব্যং” এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে যখন প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য অল্পপাঠেয় তখন প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব গ্রহণ করার প্রসঙ্গে “জাতিমান্ প্রমেয়দ্ব্যং” এই স্থলান্তর গ্রহণের যৌক্তিকতা নাই, এবং ইহাতে অভিযান্ত্রিকি প্রদর্শনও এই কারণে অসম্ভব, এবং এই স্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ বিশেষণ দেওয়া না হইলে অভিযান্ত্রিকি হইবেই না। এইরূপ কথা বলা যায় বলিয়াই “সংযোগী গুণকর্ম্মান্তদ্ব্যং” এই স্থলান্তর গ্রহণ করা হইল। এই স্থলে সাধ্য হইল ‘সংযোগ’, হেতু হইল ‘গুণকর্ম্মান্তদ্ব্য’, এবং হেত্বধিকরণ বা গুণকর্ম্মান্তদ্ব্যধিকরণ হইল গুণকর্ম্মান্ত, অর্থাৎ গুণকর্ম্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ। এই স্থলটি অসঙ্কেতস্থল, সেকারণে লক্ষণ সমন্বয়ের ক্ষণে এস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরিতে হইবে, এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে অভিযান্ত্রিকি হইবে। হেত্বধিকরণ হইল এস্থলে গুণ-কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থ, অর্থাৎ দ্রব্য, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। সাধ্য অর্থাৎ ‘সংযোগ’ দ্রব্যে থাকে, ‘সংযোগ’ যেহেতু দ্রব্যাত্মী সেজন্য দ্রব্যে সংযোগাভাব থাকে না। দ্রব্যে ‘সংযোগ’ সমবায়সম্বন্ধে থাকে, সুতরাং সাধ্যাভাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব ইহাদের কেহ কোথাও সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তি হয় না, অর্থাৎ সামান্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার প্রসিদ্ধি নাই। সুতরাং তাদৃশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যাভাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, এস্থলে সমবায়সম্বন্ধে, হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিংব্যক্তিতে, অর্থাৎ এস্থলে সামান্যাদিতে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সংযোগের অবৃতি হয় বলা যায় না, অর্থাৎ সামান্যাদিতে

সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব গ্রহণ সম্ভব হয় না, এবং অত্রব্যে (অপর একটি হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিংব্যক্তিতে) সংযোগাভাব কখনই থাকে না, এইরূপে হেত্বধিকরণে বা গুণকর্ম্মান্যত্বাধিকরণে সাধ্যাভাব বা সংযোগাভাব সম্ভব না হওয়ার অন্য প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব গ্রহণ করিলেই অসম্বন্ধত্বস্থলে লক্ষণ সময়ের কালে অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এই স্থলটিতে হেতু হইল ‘গুণকর্ম্মান্যত্ব’, শুধু ‘গুণান্যত্ব’ বা শুধু ‘কর্ম্মান্যত্ব’ নহে। শুধু ‘গুণান্যত্ব’কে বা শুধু ‘কর্ম্মান্যত্ব’কে হেতু ধরিলে, অর্থাৎ ‘গুণকর্ম্মান্যত্ব’ এই উভয়োপাদান না করিয়া হয় ‘গুণান্যত্ব’, নতুবা ‘কর্ম্মান্যত্ব’ যে কোনো একটিকে উপাদান করিলে বা গ্রহণ করিলে অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, ‘গুণান্যত্ব’কে হেতু ধরিলে ‘কর্ম্ম’ হেত্বধিকরণ হইয়া যাইবে, এবং অপরদিকে ‘কর্ম্মান্যত্ব’কে হেতু ধরিলে ‘গুণ’ হেত্বধিকরণ হইয়া যাইবে; ‘গুণ’ কিংবা ‘কর্ম্ম’ যে কেহ যদি হেত্বধিকরণ হইয়া যায়, তাহা হইলে, সাধ্যাভাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি আর থাকে না, কারণ ‘গুণ’ ও ‘কর্ম্ম’ উভয়েতেই সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার প্রসিদ্ধি হয়। এবং গুণ কিংবা কর্ম্ম হেত্বধিকরণ হইলে গুণ কিংবা কর্ম্মরূপ হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিংব্যক্তিতে সংযোগের অবৃত্তিতা থাকার ফলে হেত্বধিকরণে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব গ্রহণ সম্ভব হয় বলিয়া সংযোগাভাবই হেতুমগ্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হওয়ার আর এস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না; সেইজন্যই ‘গুণান্যত্ব’ বা ‘কর্ম্মান্যত্ব’ ইহাদের একটিকে হেতু না ধরিয়া ‘গুণকর্ম্মান্যত্ব’ এই উভয়োপাদানের দ্বারা হেতু গ্রহণ করা হইয়াছে। দীর্ঘিতিগ্রন্থে “.....অত্রব্যো হেতুমতি তাদৃশ-সম্বন্ধেন.....” ইত্যাদিতে ‘অত্রব্য’ শব্দটি শুধুমাত্র উল্লেখ না করিয়া ‘হেতুমতি’ কথটিরও উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ‘অত্রব্যো হেতুমতি’ এইরূপ বলা হইয়াছে। শুধুমাত্র অত্রব্যো তাদৃশ সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যাভাবচ্ছেদক সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বলিলে যথার্থ হয় না; কারণ; গুণ-কর্ম্মও অত্রব্য, এবং গুণ-কর্ম্ম সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি হয় না, বৃত্তিতার প্রসিদ্ধিই হয়। এইজন্যই বলা হইল ‘হেতুমতি’ অর্থাৎ হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ শুধুমাত্র অত্রব্য হইলেই চলিবে না, অত্রব্য হইয়াছে যে হেত্বধিকরণ তাহাতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার প্রসিদ্ধি হয় না। ‘অত্রব্য’ শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য্য হইল যে, অত্রব্যে কখনও সংযোগাভাব থাকে না, থাকিলে অত্রব্যোই থাকিবে, সেইজন্যই অত্রব্যো সংযোগাভাব গ্রহণের কথা

বলা হইল; কিন্তু, শুধুমাত্র ‘অত্রব্য’ বলিলে বিপত্তির সম্ভাবনা থাকায় ‘অত্রব্যে হেতুমতি’ বলা হইল। এইরূপে “সংযোগী ষটপট্যস্তত্ব” হলে সার্বভৌমকৃত লক্ষণানুসারে অতিব্যাপ্তি হয়। এইভাবে রঘুনাথ বলিলেন যে, “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” হলে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের অগ্রসিদ্ধি বশতঃ যে অব্যাপ্তি হয় তাহা বারণের জন্য সার্বভৌমকৃত লক্ষণ গ্রহণ করা বৃত্তিযুক্ত নহে; কারণ, সার্বভৌমকৃত লক্ষণ পূর্বোক্ত প্রকারে দুই এবং ত্রুটিপূর্ণ, এবং তৎকাল উক্ত স্থলগুলিতে অতিব্যাপ্তি হয়। সুতরাং সার্বভৌমকৃত লক্ষণ অগ্রাহ্য।

এস্থলে জগদীশ তাঁহার গুরু ভবাবন্দ্য তর্কবাগীশের উপদেশ অনুসারে একটি পথ প্রদর্শন করিতেছেন, যাহার দ্বারা আলোচিত সমস্ত স্থলগুলির বিপত্তি দূর হইতে পারে। “স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাববচ্ছেদধিকরণসংকিঞ্চিব্যক্তিবৃত্তিত্ব-সামান্যকত্ব” লক্ষণে নিবেশ করিলে উক্ত স্থলগুলিতে আর কোনো অশুবিধা হয় না। স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব, অর্থাৎ হেতুধিকরণীভূত সংকিঞ্চিব্যক্তিনিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব থাকিলে সেই হেতুসমানাধিকরণ অভাব হইবে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব; ‘স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক’ পদে ‘স্ব’ পদে যে অভাবকে গ্রহণ করা হইয়াছে সেই অভাবই হইবে হেতুমিষ্ট প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব (‘স্ব’ অর্থে হেতুমিষ্ট অভাব ধরিতে হইবে)। এই অভাবের প্রতিযোগিতা-নবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বের সহিত হেতুর সামান্যধিকরণ্যই হইবে ব্যাপ্তি। “বহিমান্ ধূমাং” হলে হেতুধিকরণীভূত সংকিঞ্চিব্যক্তি যে পূর্বতাদি সেই পূর্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে ‘স্ব’ অর্থে ঘটপটাদির অভাব ধরিয়া ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, অর্থাৎ পূর্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে; অপরদিকে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগ হওয়ায় পূর্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে না, কিন্তু, ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব অর্থাৎ স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকায় কলে উভয়াভাব থাকিয়া যায়; এবং ‘স্ব’ পদে ঘটপটাদির অভাব ধরায় অন্ত এক্ষেত্রে ঘটপটাদির অভাব হইবে হেতুমিষ্ট প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব; এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ঘটত্ব

পটত্বাদি এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল বহিঃ, ইহাতে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হয়, এবং লক্ষণ সমন্বয়ও হয়, কোনো কতি হয় না। অপরপক্ষে, “ধূমবান্ বহেঃ” এই অসদ্ব্যবহারে হেত্বধিকরণীভূত ষৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে অযোগ্যলোক সেই অযোগ্যলোক-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্ত্রে ‘স্ব’ অর্থে ধূমতাব ধরিয়া স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব অর্থাৎ ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকিয়া যায় ; ‘ধূম’ সাধ্য সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল সংযোগ, এই সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব অযোগ্যলোক-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্ত্রে থাকে না, কিন্তু ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকার কালে উভয়তাব থাকিয়া যায়। তাহা হইলে এস্থলে ‘স্ব’ পদে যে ধূমতাব ধরা হইয়াছে তাহাই হেতুমগ্নিষ্ট প্রতিযোগিব্যতিকরণ অভাব ; কিন্তু ‘ধূম’ সাধ্য হওয়ার ধূমতাব অর্থাৎ সাধ্যতাব হেত্বধিকরণ বা বহুধিকরণ অযোগ্যলোকে থাকিয়া যায় ; হেত্বধিকরণে অসদ্ব্যবহারে সাধ্যতাব থাকিয়া যাওয়ার আর অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে এস্থলে ধূমত্ব, এবং ‘ধূম’ সাধ্য বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইবে ধূমত্ব, কালে হেতুমগ্নিষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং এইরূপে এই অসদ্ব্যবহারে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ার কালে কোনো দোষ হয় না। “জ্ঞানবান্ সংযোগবান্ বা সত্ত্বাৎ” এই অসদ্ব্যবহারে সত্ত্বাধিকরণীভূত ষৎকিঞ্চিৎব্যক্তি গুণ-কর্ম-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্ত্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব নাই ; কিন্তু ‘স্ব’ অর্থে জ্ঞানতাব বা সংযোগতাব ধরিয়া স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব, অর্থাৎ জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব বা সংযোগত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব গুণ-কর্ম-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্ত্রে থাকার কালে উভয়তাব থাকিয়া যায়, এবং জ্ঞানতাব বা সংযোগতাব প্রতিযোগিব্যতিকরণ অভাব হইয়া যায়, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব থাকার আর অতিব্যাপ্তি হয় না। “ভূতত্বমূর্ত্ত্বদ্ব্যভাববান্ মূর্ত্ত্ত্বাৎ” স্থলে মূর্ত্ত্ত্বাধিকরণীভূত ষৎকিঞ্চিৎব্যক্তি মন-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্ত্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে না ; কিন্তু ‘স্ব’ পদে “ভূতত্বমূর্ত্ত্ত্বদ্ব্যভাবতাব” ধরিয়া স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে, কালে উভয়তাব থাকে, এবং হেত্বধিকরণে ‘ভূতত্বমূর্ত্ত্ত্বদ্ব্যভাবতাব’ প্রতিযোগিব্যতিকরণ অভাব হইয়া যায় ; এই অভাব বেহেতু সাধ্যতাব সেক্ষত্রে অসদ্ব্যবহারে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব থাকার আর অতিব্যাপ্তি হয় না। গুণকর্মাত্ত্ববিবিশিষ্টসত্ত্বাবান্ “জ্ঞাতঃ” স্থলে

জাত্যধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি গুণ-কর্ম-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্ত্রে সাধ্য-
 তাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকে না ; কিন্তু ‘য’ পদে বিশিষ্ট-
 সত্ত্বাভাব ধরিলে প্রপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকায় উভয়তাব
 ঐ বৃত্তিতাসামান্ত্রে থাকিল, এবং বিশিষ্টসত্ত্বাভাব হেতুমন্নিষ্ট প্রতিযোগি-
 ব্যাধিকরণ অভাব হইল ; ইহাতে বিশিষ্টসত্ত্বাভাব বা সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে
 থাকায় আর অতিব্যাপ্তি হইল না । “সংযোগী দ্রব্যদ্বাং” এই সম্বন্ধেতুহলে
 দ্রব্যদ্ব্যধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎদ্রব্যব্যক্তিনিরূপিত বৃত্তিতাসামান্ত্রে সাধ্যতাব-
 ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব ধরা যায় না, এবং ‘য’ পদে ‘সংযোগা-
 ভাব’ ধরিলে সংযোগত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাবও ধরা যায় না, কেননা, দ্রব্যে কোনো
 না কোনো সংযোগ অবশ্যই থাকে বলিয়া সংযোগত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব দ্রব্যে
 থাকিবে না, অর্থাৎ সংযোগত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব দ্রব্য-নিরূপিতবৃত্তিতাসামান্ত্রে
 থাকিবে না, কলে উভয়তাব হইল না ; অর্থাৎ ‘য’ পদে ‘সংযোগাভাব’ না
 ধরিলে অন্য অভাব ধরিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই উভয়তাব
 পাওয়া যাইবে । ‘য’ পদে ‘সংযোগাভাব’ ধরা সম্ভব না হইলে সম্বন্ধেতুহলে
 হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হইতে পারে না, এবং তাহাতে হেত্বধিকরণে
 সাধ্যাভাব না থাকায় লক্ষণ সম্বয় সম্ভব হয়, অব্যাপ্তি হয় না । “জাতিমান্
 প্রমেয়দ্বাং” হলে প্রমেয়দ্ব্যধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি দ্রব্য-গুণ-কর্ম-
 নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে ‘য’ পদে জাত্যভাব ধরিলে জাতিত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব
 থাকে না, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবও থাকে না ;
 ইহাতে উক্ত বৃত্তিতাসামান্যে উভয়তাব ধরা যায় না, একমাত্র হেত্বধিকরণে
 ‘য’ বা সাধ্যাভাব না থাকায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিলেও অপরদিকে
 প্রমেয়দ্ব্যধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি সামান্ত্রাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে
 প্রপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব, অর্থাৎ জাতিত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে,
 এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তৎসম্বন্ধা-
 বচ্ছিন্নত্বাভাবও থাকে, ইহাতে উভয়তাবই থাকে ; কলে ‘য’ অর্থাৎ
 জাত্যভাব হেতুমন্নিষ্ট প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হয় ; এইভাবে এই
 অসম্বন্ধেতুহলে হেত্বধিকরণে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব থাকায় আর অতি-
 ব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না । “সংযোগী গুণকর্ম্যান্যদ্বাং” হলে গুণকর্ম্যান্যদ্বা-
 ধিকরণ যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি দ্রব্য-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে ‘য’ পদে ‘সংযোগা-
 ভাব’ ধরিলে সংযোগত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব ধরা যায় না, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-

সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবও ধরা যায় না ; ইহাতে ‘স্ব’ অর্থাৎ ‘সংযোগাভাব’ বা সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব না হওয়ার অসম্ভবত্বহলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব পাওয়া যায় না বলিয়া অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিলেও হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি সামান্যাদিনিরূপিত বৃত্তিতা-সামান্যে সংযোগত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব, এবং বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বলতঃ সাধ্যাভাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব উভয়ই থাকার ফলে ‘স্ব’ অর্থাৎ ‘সংযোগাভাব’ হেতুময়িষ্ঠ প্রতিযোগিব্যাধিকরণাভাব হইয়া যায় বলিয়া হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হয়, এবং অতিব্যাপ্তি হয় না । পরিশেষে, “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি মহাকাল-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে সাধ্যাভাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে না ; কিন্তু ‘স্ব’ অর্থে গগনাভাব স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব, অর্থাৎ গগনত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে বলিয়া উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং ‘স্ব’ অর্থাৎ গগনাভাব হেতুময়িষ্ঠ বা মহাকালনিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব হয় । এই অভাবের, অর্থাৎ গগনাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল গগনত্ব, এবং এস্থলে সাধ্যাভাবচ্ছেদক হইল ‘ঘটত্ব’, ইহাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ও সাধ্যাভাবচ্ছেদক ভিন্ন হওয়ায় এস্থলে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না । “ইত্যম্বদগুরুচরণাঃ” ইত্যাদির দ্বারা জগদীশ তর্কালঙ্কার তদীয় গুরু শ্রীভবানন্দ তর্কবাগীশের মতামুসারে উক্ত প্রকার লক্ষণের সাহায্যে কিরূপে সকল বিপত্তি দূর করিয়া “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি বারণ করা যায় তাহা দেখাইলেন । এই প্রকরণ অনুযায়ী লক্ষণ সমন্বয়ের প্রসঙ্গে “বিশিষ্টসত্ত্বাবান্ জাতেঃ” এই অসম্ভবত্বহলে যেভাবে লক্ষণ সমন্বয় করা হইয়াছে তাহাতে ‘বিশিষ্টসত্ত্বা-নিরূপিত আধেয়তা’, অর্থাৎ বিশিষ্টসত্ত্বা যে কেবলসত্ত্বা হইতে অতিরিক্ত তাহাই ধরা হইয়াছে, (অর্থাৎ বিশিষ্টসত্ত্বা এবং কেবলসত্ত্বা এক বা অনতিরিক্ত নহে, ইহার অতিরিক্ত), এবং এই মত গ্রহণ করিয়াই ভবানন্দ তর্কবাগীশের মতামুসারে “বিশিষ্টসত্ত্বাবান্ জাতেঃ” স্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ করা হইয়াছে । নচেৎ, বিশিষ্ট ও কেবল এক এবং অনতিরিক্ত হইলে অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না । সেইজন্যই বলা হইল “বিশিষ্টনিরূপিতাধেয়ত্বস্ত অতিরিক্তত্বোপগমে”—ইত্যাদি ।

ব্যাখ্যা : নব্যগণ এখানে, অর্থাৎ “কালো ষটবান্ মহাকালদ্বাং” হলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য এক প্রকার উত্তম উপায়ের কথা বলেন। তাঁহাদের মতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যধিকরণ স্বাং হেতুধিকরণক যে যে অভাব, তত্তির অভাবই প্রতিযোগ্যবিধিকরণ অভাব, বা তত্তিরই প্রতিযোগ্য-

বৈয়ধিকরণ্য। অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে প্রতিযোগীর বা যে সমস্ত প্রতিযোগীর অধিকরণ হইয়াছে যাবৎ হেত্বধিকরণ বা সকল হেত্বধিকরণ, সেই হেত্বধিকরণক যে অভাব, অর্থাৎ সেইরূপ হেত্বধিকরণে থাকে যে যে অভাব, তৎতৎ অভাব ব্যতীত যাবৎ অভাবই হইবে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব। “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে মহাকালে বা হেত্বধিকরণে সমস্ত জন্ত-পদার্থই থাকে ; জন্ত-পদার্থ প্রতিযোগিক অভাবের প্রতিযোগী যে জন্ত-পদার্থ তাহা মহাকালে, অর্থাৎ যাবৎ হেত্বধিকরণে থাকে ; সুতরাং জন্ত-পদার্থ প্রতিযোগিক অভাব ভিন্ন যে অভাব—যাহার প্রতিযোগী অবশ্যই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বা কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে না—সেই অভাবই হইবে এস্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব। এইভাবে মহাকালে গগনাতাব গ্রহণ করা যায় ; কারণ, গগনাতাবের প্রতিযোগী যে গগন তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে মহাকালে অর্থাৎ যাবৎ হেত্বধিকরণে থাকে না। এইরূপে এস্থলে গগনাতাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়, এবং এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ‘গগনত্ব’ সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘ঘটত্ব’ হইতে ভিন্ন ; এইরূপে লক্ষণ সম্বন্ধের কলে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে হেত্বধিকরণ পর্ত্তাদিতে : ধূমাতাব বা বহ্যাতাব চিন্তা করিলে ধূমাতাবীয় বা বহ্যাতাবীয় প্রতিযোগী যে ধূম বা বহি, সংযোগসম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই ধূমপ্রতিযোগীর বা বহিপ্রতিযোগীর অধিকরণ হয় যাবৎ হেত্বধিকরণ বা পর্ত্তাদি। সুতরাং, পর্ত্তাদিতে ধূমাতাব বা বহ্যাতাব ব্যতীত অন্ত সমস্ত অভাবই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে। “ধুমবান্ বহেঃ” স্থলে হেত্বধিকরণ অরোগোলকে বহ্যাতাব চিন্তা করিলে ঐ বহ্যাতাবীয় প্রতিযোগী যে বহি তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে অরোগোলকরূপ যাবৎ হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায় ; সুতরাং বহ্যাতাব ভিন্ন যে অভাব তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে ; কিন্তু হেত্বধিকরণ অরোগোলকে বহ্যাতাব ভিন্ন অভাবরূপে ধূমাতাবও ধরা যায়, এইরূপে হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব সম্ভব হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি হয় না।

লাঘব হওয়ার জন্ত নব্যগণের এই লক্ষণকে পরিবর্তন করিয়া—যৎ যৎ সম্বন্ধে স্বত্বধাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ, তৎ তৎ সম্বন্ধ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে তত্ত্বধাবচ্ছিন্নের সামান্যধিকরণ্যই ব্যাপ্তি—এইরূপ বলা যায়। ইহাতে “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” স্থলে হেত্বধিকরণ মহাকালে কালিক-

সম্বন্ধ ভিন্ন সম্বন্ধে কেহ থাকে না ; কলে, সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধে ষট্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ ষট্টের) অনধিকরণ হেত্বধিকরণ বা মহাকাল হইবে ; এই সংযোগ, সমবায় ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল কালিকসম্বন্ধ, এই কালিকসম্বন্ধে তত্ত্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নের, অর্থাৎ ষট্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ ষট্টের) সামান্যধিকরণ্য মহাকালে বা হেত্বধিকরণে থাকে, এই সামান্যধিকরণ্যই ব্যাপ্তি ; এবং মহাকালে সংযোগ বা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ষট্টাবচ্ছিন্নাতাব বা ষট্টাভাব হইল প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব । কিন্তু, এরূপ বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে, “ষট্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নবিশিষ্টব্রব্যাত্ত্ববান্ ষট্টাত্ত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি হয় । বলা হইয়াছে, যে সম্বন্ধে তত্ত্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ, সেই সম্বন্ধে ভিন্ন অস্ত্র যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সেই সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামান্যধিকরণই ব্যাপ্তি । তাহা হইলে, এই লক্ষণ অনুসারে প্রথমে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ভিন্ন কোন সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় তাহা দেখিতে হইবে ; পরে সেই সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন বা অস্ত্র যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, তৎসম্বন্ধে সাধ্যাসামান্যধিকরণ্য ধরিতে হইবে । কিন্তু, “ষট্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নবিশিষ্টব্রব্যাত্ত্ববান্ ষট্টাত্ত্বাৎ” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ ভিন্ন, অর্থাৎ এস্থলে সমবায়সম্বন্ধ ভিন্ন কোনো সম্বন্ধেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের, অর্থাৎ “ষট্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নবিশিষ্টব্রব্যাত্ত্বাৎ”র অনধিকরণ হেত্বধিকরণ অর্থাৎ ষট্ট হয় না । ‘ষট্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নবিশিষ্টব্রব্যাত্ত্ব’ সংযোগ বা স্বরূপসম্বন্ধে কোথাও থাকে না । ষট্টত্ব, পট্টত্ব, ব্রব্যত্ব, গুণত্ব, কৰ্ম্মত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি কোথাও কখনও সংযোগ বা স্বরূপসম্বন্ধে থাকে না ; এবং থাকে না বলিয়াই ঐ সম্বন্ধে উক্তরূপ পদার্থগুলির অধিকরণত্ব বা অনধিকরণত্বের প্রশ্নই আসে না । কোনো সম্বন্ধে কোনো পদার্থের কোথাও অধিকরণত্ব না থাকিলে সেই সম্বন্ধে সেই পদার্থের অনধিকরণত্বও সম্ভব নয় ; কাহারও অধিকরণ সম্ভব না হইলে তাহার অনধিকরণ চিন্তা করা যায় না । এইজন্য সংযোগ এবং স্বরূপসম্বন্ধে ‘ষট্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নবিশিষ্টব্রব্যাত্ত্বাৎ’র ষট্টে অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় না । আর, কালিকসম্বন্ধে ‘ষট্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নবিশিষ্টব্রব্যাত্ত্ব’ ষট্টে থাকিয়া যায় বলিয়া কালিকসম্বন্ধে ষট্টে ‘ষট্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নবিশিষ্টব্রব্যাত্ত্বাৎ’র অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় না, বরং অধিকরণত্বই সম্ভব হয় । অবশ্য তাহাঅ্যাসম্বন্ধে ‘ষট্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নবিশিষ্টব্রব্যাত্ত্বাৎ’র প্রসিদ্ধি হয় ; এবং এই তাহাঅ্যাসম্বন্ধে ষট্টে ‘ষট্ববৃত্তিাবচ্ছিন্নবিশিষ্টব্রব্যাত্ত্ব’ থাকে না বলিয়া ইহার অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় । এইরূপ বলিলে, অর্থাৎ তাহাঅ্যাসম্বন্ধে ষট্টে ‘ষট্ট-

বৃত্তিভবিশিষ্টপ্রমের'র অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় বলিলে “দধিত্ববিশিষ্টপ্রমের-
বান্ তুলদধিত্বাং” স্থলে অব্যাপ্তি হয়, এরূপ আপত্তি করা হইবে। দধিত্ব
কোনো নিজস্ব পরমাণু নাই, দুইয়ের পরমাণু সমবেত হইয়া দধিরূপ ধারণ
করে। দুই পরমাণু জ্যাক হইতে যখন জ্যাক বা ত্রসরেণু হয় তখন সেই
ত্রসরেণুই দধিত্ববিশিষ্ট হয়; এই ত্রসরেণুরূপ দধি হইতেই তুলদধির স্ফূটপাত
হওয়ায় ত্রসরেণুজ্যাক দধিতেও তুলদধিত্ব থাকে। এই ত্রসরেণু হইতে চতুরণু-
কাদিক্রমে পরিদৃশ্যমান তুলদধি হইয়া থাকে, এবং চতুরণুক দধি ত্রসরেণু
দধিতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এইরূপে পঞ্চরণুকাদি দধিও ক্রমান্বয়ে চতুরণু-
কাদি দধিতে সমবায়সম্বন্ধেই থাকে। এখন, প্রমের যেহেতু সমবায়সম্বন্ধে
থাকে সেজন্ত ‘দধিত্ববিশিষ্টপ্রমের’ও সমবায়সম্বন্ধে থাকিবে, অর্থাৎ সাধ্য-
তাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সমবায়। সুতরাং, সমবায় ভিন্ন সংযোগ এবং
স্বরূপসম্বন্ধে দধিত্ববিশিষ্টপ্রমের কোথাও থাকে না বলিয়া হেত্বধিকরণ তুল-
দধিতেও থাকে না। ইহাতে অধিকরণত্বের অগ্রসিদ্ধি বশতঃ সংযোগ ও
স্বরূপসম্বন্ধে অনধিকরণত্বও হয় না। কালিকসম্বন্ধে ‘দধিত্ববিশিষ্টপ্রমের’ তুল-
দধিতে থাকে বলিয়া কালিকসম্বন্ধে ‘দধিত্ববিশিষ্টপ্রমের’র অনধিকরণত্ব হয়
না। ‘দধিত্ববিশিষ্টপ্রমের’ হইল দধিস্বরূপ, দধি দধিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে ;
অর্থাৎ ‘দধিত্ববিশিষ্টপ্রমের’ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে তুলদধিতে থাকে, কলে তাদাত্ম্য-
সম্বন্ধে তুলদধিত্বের অনধিকরণত্ব থাকে না ; অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ‘দধিত্ব-
বিশিষ্টপ্রমের’র অনধিকরণ তুলদধি হয় না। সুতরাং এই অনধিকরণত্বের
অগ্রসিদ্ধি বশতঃ এই সন্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। এস্থলে অবশ্য বলা যায়
যে, ‘দধিত্ববিশিষ্টপ্রমের’ দধিস্বরূপ বলিয়া তাহা তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই থাকে,
অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল এস্থলে তাদাত্ম্য। এই তাদাত্ম্য ভিন্ন
সংযোগ এবং স্বরূপসম্বন্ধের অগ্রসিদ্ধি বশতঃ অনধিকরণত্ব অবশ্য হয় না, এবং
কালিকসম্বন্ধে সাধ্য হেত্বধিকরণে থাকায় কালিকসম্বন্ধেও অনধিকরণত্ব হয়
না। কিন্তু চতুরণুরূপ দধি ত্রসরেণুজ্যাক দধিতে সমবায়সম্বন্ধে থাকায়
সমবায়সম্বন্ধের প্রসিদ্ধি হয়; এবং অন্ত্যাবয়বী দধিতে সমবায়সম্বন্ধে
‘দধিত্ববিশিষ্টপ্রমের’ বা দধি থাকে না, কারণ, “সমবায়েন দ্রব্যবত্তিরত্বম্-
অন্ত্যাবয়বিত্বং”, অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে বাহ্য দ্রব্যবান্ নহে তাহাই
অন্ত্যাবয়বী দ্রব্য। যথা কপালধরে সমবায়সম্বন্ধে ঘট থাকে, কিন্তু, কপাল-
সংযোগের পর যে ঘট বা যে অন্ত্যাবয়বী ঘট তাহাতে আর সমবায়সম্বন্ধে ঘট

ধাকে না। এইরূপে অন্ত্যাবয়বী দ্বিধিতে সমবায়সম্বন্ধ না থাকায় অন্ত্যাবয়বী দ্বিধি বা হেত্বধিকরণ ‘দ্বিধিবিশিষ্ট প্রমেরের’ বা সাধ্যের সমবায়সম্বন্ধে অনধিকরণ হইয়া যায়; এইজন্যই ‘অন্ত্যাবয়বিত্ত্ব’ বলা হইল; অর্থাৎ স্থলটি “দ্বিধিবিশিষ্টপ্রমেরবান্ অন্ত্যাবয়বিত্ত্বলক্ষণদ্বিধিহাং” এইরূপ বলা হইল। অন্ত্যাবয়বিত্ত্ব দ্বিধিতে বা হেত্বধিকরণে আর সমবায়সম্বন্ধের অনধিকরণও থাকে না, কলে অব্যাপ্তি হয়; অর্থাৎ “যং যং সম্বন্ধেন যদ্ব্যবচ্ছিন্নানধিকরণং হেত্বধিকরণং.....” ইত্যাদি প্রকার লক্ষণ করিতে পারা যায় না; “সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যধিকরণবাবচ্ছেদধিকরণকো যো যন্তদন্তত্বং প্রতিযোগিবৈষয়ধিকরণঃ”—ইত্যাদি প্রকার লক্ষণই করিতে হয়। নব্যগণ এইরূপ উত্তম কথা বলেন; অর্থাৎ এইপ্রকার লক্ষণের সাহায্যে নব্য নৈয়ায়িকগণ যে, “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাং” স্থলের অব্যাপ্তি বারণ করিয়া থাকেন তাহা উত্তম এবং বুদ্ধিপূর্ণ।

দ্বীধিতি—মৈবম্, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিব্যক্ত্যানুযোগিকত্বসামান্যোত্তরাভাবস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ।

অনুবাদ : এরূপ নহে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে পূর্বোক্ত প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিব্যক্ত্যানুযোগিকত্বসামান্যোত্তরাভাবের বিবক্ষিতত্ব বলতঃ (আলোচ্য স্থলে অব্যাপ্তি হয় না)।

ব্যাখ্যা : দ্বীধিতির দ্বারা “নহু অষ্টপ্রব্যাতিরিক্তপ্রব্যাৎককালমাত্রবুদ্ধিধর্মস্ত...” ইত্যাদির দ্বারা “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাং” স্থলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা এক্ষণে নিরাস করার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, “মৈবম্”, অর্থাৎ ‘যা এরম্’—এরূপ নহে, অর্থাৎ ঐ অব্যাপ্তি প্রকৃতপক্ষে হয় না, এবং ঐ অব্যাপ্তি বারণের জন্য যে সকল প্রয়াস হইয়াছে তাহা উক্ত অব্যাপ্তি বারণের প্রকৃত উপায় নহে। ঐ অব্যাপ্তি বারণের প্রকৃত উপায় আছে, এবং তাহাই এখন বলা হইতেছে। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে পূর্বোক্ত প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ হেতুমিহা-

ভাবীয় যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্য এই উভয়াভাব যদি থাকে, অর্থাৎ, এই উভয়াভাব যদি সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসামান্যেতে থাকে তাহা হইলে এই হেতুমন্নিষ্ঠাভাবই হইবে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হেতুমন্নিষ্ঠাভাব, এবং এই অভাবের তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সামান্যধিকরণ্যই হইল ব্যাপ্তি। কোনো পদার্থ যখন অপর পদার্থে কোনো সম্বন্ধে থাকে তখন যে পদার্থটি থাকে তাহা হইল সেই সম্বন্ধের প্রতিযোগী, এবং যে পদার্থেতে থাকে তাহা হইল সেই সম্বন্ধের অনুযোগী। যথা, গুণ সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্য থাকে; তাহা হইলে, এস্থলে গুণ হইল সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী, এবং দ্রব্য হইল সমবায়সম্বন্ধের অনুযোগী; অর্থাৎ এক্রপ ক্ষেত্রে সমবায়সম্বন্ধেতে গুণের প্রতিযোগিকত্ব থাকে, এবং দ্রব্যের অনুযোগিকত্ব থাকে। এইভাবে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যেতে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় যাদৃশ-প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্য এই উভয়াভাব যদি থাকে, তাহা হইলে, এই হেতুমন্নিষ্ঠাভাবই হইবে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হেতুমন্নিষ্ঠাভাব, এবং এই অভাবের তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সামান্যধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে হেত্বধিকরণ পর্তাদিতে ঘটপটাদির অভাব থাকে; তাহা হইলে, এস্থলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ ঘটপটাদি অভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না (কারণ, ঘটপটাদি ভূতলাদিতে সংযোগসম্বন্ধে থাকার কলে সেই সংযোগসম্বন্ধে ঘটাদির প্রতিযোগিকত্ব থাকিতে পারে, বহিসংযোগসম্বন্ধে ঘটাদির প্রতিযোগিকত্ব থাকিতে পারে না); এবং এই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব বা পর্তানুযোগিকত্ব থাকে (কারণ, বহি সংযোগসম্বন্ধে পর্তেতে থাকে বলিয়া এই সংযোগের অনুযোগী হয় পর্তে); ইহাতে এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে পর্তানুযোগিকত্ব থাকিলেও ঘটাব্যবহী প্রতিক্রিয়াকত্ব না থাকার কলে উভয়াভাব পাওয়া গেল, এবং হেতুমন্নিষ্ঠ এই ঘটপটাদির অভাবই হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব; এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘বটত্ব’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল এস্থলে ‘বহিত্ব’, ইহার কারণ, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হয়, ব্যাপ্তি হয় না। “ধূমবান্ বহেঃ” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে ধূমা-

ভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে, কিন্তু হেতুধিকরণীভূত বৎকিঞ্চিৎ-
ব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব অর্থাৎ এস্থলে অযোগোলকাহুযোগিকত্ব থাকে না, কারণ,
ধূম অযোগোলকে না থাকার কলে ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগসম্বন্ধে অযোগোল-
কাহুযোগিকত্ব থাকে না ; ইহাতে উভয়াভাব পাওয়া যায়, এবং হেতুধিকরণ
অযোগোলকে ধূমাতাব বা সাধ্যাতাব সম্ভব হওয়ার অভিব্যাপ্তি হয় না।
“কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে মহাকালে গগনের বৃত্তিতা থাকে না,
কারণ, গগন কোনো সম্বন্ধে কোথাও থাকে না বলিয়া কালিকসম্বন্ধে মহা-
কালেও থাকে না। কলে, সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ট বা মহা-
কালনিষ্ট গগনভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না, এবং হেতুধি-
করণীভূত বৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব বা মহাকালানুযোগিকত্ব সাধ্যতাব-
চ্ছেদককালিকসম্বন্ধে থাকিলেও উভয়াভাব সিদ্ধ হয়, এবং হেতুমন্নিষ্ট ঐ
গগনভাবই হইবে প্রতিযোগিব্যাধিকরণাভাব। এই অভাবের প্রতিযোগি-
তাবচ্ছেদক হইল ‘গগনত্ব’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল এস্থলে ‘ঘটত্ব’ ;
ইহারা ভিন্ন। প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক এই যে সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ ‘ঘটত্ব’
এই ঘটত্বাবচ্ছিন্নের বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ ঘটের সহিত হেতুর
বা মহাকালত্বের হেতুধিকরণে বা মহাকালে সামান্যধিকরণ্য হয় ; কারণ,
মহাকালে কালিকসম্বন্ধে ঘট অবশ্যই থাকে, ইহাতে ব্যাপ্তি সম্ভব হয়, এবং
লক্ষণ সম্বন্ধ হয়। সুতরাং, “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে আর
অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। দীর্ঘিতিকার এইভাবে এস্থলের অব্যাপ্তিটি
বারণের ইঙ্গিত দিলেন ; অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে উক্ত প্রকার উভয়া-
ভাবের বিবক্ষিতত্ব বশতঃই, অর্থাৎ উভয়াভাব নিবেশের দ্বারাই “কালো
ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে উক্ত অব্যাপ্তিটি বারণ হইয়া যায়।

জাগদীশী—তাদৃশসামান্য ইত্যস্য পূর্ববদর্থো বোধ্যঃ, কুত্রচিৎ
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্য ইত্যেব পাঠঃ, বিবক্ষিতত্বাৎ ইতি
অভাবান্তেঃ মূলগ্রন্থেন ইত্যাদি। তথা চ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে
তাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বহেতুধিকরণীভূতত্বং-

কিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাবস্তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকীভূতসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যাদিকরণ্যং ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ । সম্বন্ধ-সামান্যে ইত্যুক্তৌ কালিকসম্বন্ধে ধূমপ্রতিযোগিকত্বায়ঃপিণ্ডানুযোগি-কত্বোভয়সম্বাৎ ধূমবান্ বহ্নেঃ ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ অতঃ সাধ্যতাবচ্ছেদক ইতি । সমবায়িনঃ সংযোগেন সাধ্যতায়্যং জ্ঞাতিমত্বাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতসমবায়াত্মকধর্ম্মে সমবায়িত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকত্বহেত্বদিকরণগুণাত্মনুযোগিকত্ব-উভয়সম্বন্ধেন সাধ্যতাবস্য লক্ষণাষ্টকত্বাৎ অতঃ সম্বন্ধপদং । যদ্ব্যবচ্ছিন্নসংসর্গতাকপ্রকৃত-সাধ্যকানুমিতিঃ ফলং তদ্ব্যবচ্ছিন্নসম্বন্ধসামান্য ইতি তু ফলিতার্থঃ । ষটীয়াসংযোগে পর্বতীয়সংযোগে বা হেতুমত্বানসানুযোগিকত্ব-বহ্নিত্ব-বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বোভয়াভাবসম্বাৎ বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ, অতঃ প্রথমং সামান্যপদং, তথা চ মহানসীয়াবহ্নিসংযোগ এব তাদৃশোভয়াভাববিরহাৎ নাব্যাপ্তিঃ । সংযোগসামান্য এব হেতু-মদয়োগোলকানুযোগিকত্বধূমত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বোভয়াভাবসম্বাৎ ধূমবান্ বহ্নেরিত্যাদৌ নাব্যাপ্তিঃ ।

অনুবাদ : ‘তাদৃশসম্বন্ধসামান্য’ ইত্যাদি ইহার পূর্ববৎ অর্থ বুঝিতে হইবে, কোথাও ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্য’ ইহাই পাঠ (আছে), ‘বিবক্ষিতত্বাৎ’ ইত্যাদি (হইল) অভাবান্ত মূলগ্রন্থের দ্বারা (বিবক্ষিতত্ব বশতঃ) ইত্যাদি । সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে তাদৃশপ্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) হেত্বদিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্য-নুযোগিকত্বসামান্য (এই) উভয়াভাব (থাকিলে) তাদৃশপ্রতিযোগিতানব-চ্ছেদকীভূত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামান্যাদিকরণ্য ব্যাপ্তি, ইহাই অর্থ । ‘সম্বন্ধসামান্য’ ইত্যাদি উক্তিতে কালিকসম্বন্ধে ধূমপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) অয়ঃপিণ্ডানুযোগিকত্ব (এই) উভয় থাকার ফলে “ধূমবান্ বহ্নেঃ” ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি (হয়), সেজন্য ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক’ ইহা (বলা হইল) । সমবায়ীর সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতাতে জ্ঞাতিমত্বাদিতে অতিব্যাপ্তি (হয়), (কারণ), সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতসমবায়াত্মকধর্ম্মে সমবায়িত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) হেত্বদিকরণগুণাত্মনুযোগিকত্ব (এই) উভয় থাকার ফলে সাধ্য-

স্তাবের লক্ষণের অষ্টকল্প হয় বলিয়া, সেজন্য ‘সম্বন্ধ’পদ। বন্ধনাবচ্ছিন্ন সংসর্গতাক প্রকৃতসাধ্যাহুযুক্তিকল্প তদ্ব্যবচ্ছিন্ন সম্বন্ধসামান্ত, ইহাই কিন্তু কলিতার্থ। ঘটীরসংযোগে, অথবা পর্ত্তীয়সংযোগে হেতুমগ্নহানসাম্বোধাগিকল্প (এবং) বহিঃস্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকল্প (এই) উত্তরাভাব থাকার কলে “বহিঃস্বান্ ধুমাং” ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি (হয়), সেজন্য প্রথম ‘সামান্ত’পদ; তাহা হইলে, (‘সামান্য’ পদ নিবেশ করিলে) মহানসীরবহিসংযোগেই তাদৃশোত্তরাভাব না থাকার অব্যাপ্তি হয় না। সংযোগসামান্তেই হেতুমগ্নযোগলকাত্মযোগিকল্প (এবং) ধুমস্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকল্প (এই) উত্তরাভাব থাকার জন্য “ধুমবান্ বহুঃ” ইত্যাদিতে অভিব্যাপ্তি হয় না।

ব্যাখ্যা : “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” স্থলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা বারণের জন্যই দীর্ঘিতিকার “মৈবন্” ইত্যাদি গ্রন্থের সূচনা করিয়াছেন। ব্যাপ্তির লক্ষণে “তাদৃশসম্বন্ধসামান্তে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্তে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকল্প-হেত্বধিকরণীভূতযৎ-কিঞ্চিব্যক্তাহুযোগিকল্পসামান্তোত্তরাভাব” নিবেশ করিলেই “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” স্থলের অব্যাপ্তি দূর হইয়া যায়। অর্থাৎ, দীর্ঘিতিগ্রন্থের “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” স্থলের অব্যাপ্তি দূর হইয়া যায়। দীর্ঘিতিগ্রন্থের “সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্তে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকল্প...” ইত্যাদি পার্থের পরিবর্তে কোনো কোনো গ্রন্থে “তাদৃশসম্বন্ধসামান্তে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকল্প.....” ইত্যাদি পাঠ আছে। যে সকল গ্রন্থে “তাদৃশসম্বন্ধসামান্তে.....” এইরূপ পাঠ আছে সেগুলি স্থলে “তাদৃশসম্বন্ধসামান্ত” কথার অর্থ পূর্ববৎ বৃত্তিতে হইবে; অর্থাৎ “তাদৃশসম্বন্ধসামান্ত” অর্থে “সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত” বৃত্তিতে হইবে। কোনো কোনো গ্রন্থে অবশ্য “সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত” এই পার্থেরই উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান গ্রন্থেও তাহাই আছে; যেস্থলে নাই, অর্থাৎ যেস্থলে “তাদৃশসম্বন্ধসামান্ত” পাঠ আছে সেস্থলে এইরূপই বৃত্তিতে হইবে। দীর্ঘিতিগ্রন্থের “বিবক্ষিতদ্বাং” অর্থাৎ “..... উত্তরাভাবস্ত বিবক্ষিতদ্বাং” কথার অর্থ হইল গদ্যেশোপাধ্যায়ের মূল গ্রন্থের “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণবৎসমানাধিকরণাত্যভাব.....” ইত্যাদিতে এই “অভাব” শব্দ পর্য্যন্ত কথার দ্বারা বিবক্ষিতদ্ব বশতঃ, অর্থাৎ ঐ “অভাব” পর্য্যন্ত কথার দ্বারা বলার কলেই অব্যাপ্তি বারণ হয়; অর্থাৎ গদ্যেশের মূল গ্রন্থের “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণবৎসমানাধিকরণাত্যভাব” পর্য্যন্ত গ্রন্থটিকে

“সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে নিক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকহেত্বধিকরণী-
 ভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্ত্রোভয়াভাব” এইভাবে বলিলে “কালো
 ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়। এবং সাধ্যতাব-
 ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে এই যে উভয়াভাব, এই উভয়াভাবান্তর্গত যে হেতু-
 মন্নিষ্ঠাভাব (অর্থাৎ যে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবী প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বাভাব
 সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে সেই হেতুমন্নিষ্ঠাভাব), সেই হেতুমন্নিষ্ঠা-
 ভাবী প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকা-
 বচ্ছিন্নের সহিত হেত্বধিকরণে হেতুসামান্যধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। দীর্ঘিতিগ্রহে যে
 ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে’ কথার উল্লেখ আছে তাহাতে ‘সাধ্যতাব-
 ছেদক’ শব্দের তাৎপর্য কি? অর্থাৎ কেবলমাত্র ‘সম্বন্ধসামান্ত্রে’ কথার
 উল্লেখ থাকিলে কি ক্ষতি হইত? কেবলমাত্র ‘সম্বন্ধসামান্ত্রে’ কথার উল্লেখ
 থাকিলে অবশ্যই ক্ষতি হইত, কেননা, তাহা হইলে, “ধূমবান্ বহেঃ” এই
 অসম্বন্ধেতুস্থলে ‘সম্বন্ধসামান্ত্র’ অর্থে যে কোনো সম্বন্ধকে ধরা যায় বলিয়া
 কালিকসম্বন্ধকেও ধরা যাইবে, ফলে ‘সম্বন্ধসামান্ত্র’ অর্থে যে কোনো সম্বন্ধরূপে
 কালিকসম্বন্ধে ধূমপ্রতিযোগিকত্ব, অর্থাৎ ধূমপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া
 যাইবে, প্রতিযোগিকত্বাভাব থাকিবে না; এবং হেত্বধিকরণীভূত বা বহ্যধি-
 করণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব, অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিরূপে অরোগোলক
 ধরিলে অরোগোলকাহুযোগিকত্ব কালিকসম্বন্ধে থাকিয়া যায়; কেননা,
 কালিকসম্বন্ধে ‘ধূম’ কালে এবং সমস্ত জন্তু-পদার্থেই থাকিবে, এবং অরো-
 গোলকেও থাকিবে। এই কালিকসম্বন্ধে ‘ধূম’ কালে এবং সমস্ত জন্তু-পদার্থতে
 থাকিতে পারে বলিয়াই কালিকসম্বন্ধেতে ধূমপ্রতিযোগিকত্ব থাকে, ধূমপ্রতি-
 যোগিকত্বাভাব থাকে না; ফলে কালিকসম্বন্ধে উভয়াভাব না থাকায় ‘ধূমা-
 ভাব’ আর হেতুমন্নিষ্ঠাভাব হইবে না, এবং প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবও
 হইবে না; ইহাতে অসম্বন্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে ধূমাত্তাব অর্থাৎ সাধ্যতাব
 সম্ভব না হওয়ার অতিব্যাপ্তি হইবে। কিন্তু, ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে’
 বলিলে আর ঐরূপ দোষ হয় না। কারণ, এস্থলে, অর্থাৎ “ধূমবান্ বহেঃ”
 স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল ‘সংযোগ’, ‘কালিক’ নহে; এই ‘সংযোগ-
 সম্বন্ধে’ ধূম অয়ঃপিণ্ডে থাকে না’ বলিয়া সংযোগসম্বন্ধেতে ধূমপ্রতিযোগিকত্ব
 থাকিলেও অয়ঃপিণ্ডানুযোগিকত্ব থাকে না; এবং ইহাতে উভয়াভাব সম্ভব
 হওয়ার হেত্বধিকরণে ধূমাত্তাব বা সাধ্যতাব সিদ্ধ হয়, এবং অতিব্যাপ্তি

হয় না।

পুনরায়, 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে' কথার মধ্যে 'সম্বন্ধ' শব্দের তাৎপর্য কি ? 'সাধ্যতাবচ্ছেদক' বলিলেই তো সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের অল্পভব হইবে, সুতরাং পৃথক ভাবে 'সম্বন্ধ' পদের উল্লেখ কেন ? "সমবায়ী জাতি-মত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সাধ্য হইল 'সমবায়ী' ; কিন্তু বলা হইয়াছে 'সমবায়িনঃ সংযোগেন সাধ্যতাব্যং', অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে সমবায়ীসাধ্যকস্থলে সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব বাহাদের আছে তাহারাই সমবায়ী ; অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি পদার্থ হইল সমবায়ী পদার্থ, কিন্তু ইহার সকলে সংযোগসম্বন্ধে থাকে না, ইহাদের মধ্যে দ্রব্যই কেবলমাত্র সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে ; এইভাবে সংযোগসম্বন্ধে 'সমবায়ী'কে সাধ্য ধরা হইয়াছে। সংযোগসম্বন্ধে 'সমবায়ী'কে সাধ্য ধরিলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সংযোগ। সাধ্য 'সমবায়ী' হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ সাধ্যবৃত্তিধর্ম হইল 'সমবায়িত্ব', এই সাধ্যতাবচ্ছেদক বা সমবায়িত্ব হইল সমবায়াত্মক ধর্ম ; অর্থাৎ 'সমবায়িত্ব' সমবায়ী সাধের সাধ্যবৃত্তিধর্মও বটে এবং সমবায়াত্মক-ধর্মও বটে, অর্থাৎ সাধারণভাবে সমবায়ীর ধর্মও বটে। কেননা, সমবায় বাহার আছে বা বাহাতে আছে সেই সমবায়ী, অর্থাৎ সমবায়ধর্মে ধর্মী হইল সমবায়ী, এইভাবে সমবায় হইল সমবায়ীর ধর্ম ; আবার, 'সমবায়িত্ব' হইল সমবায়ীর ধর্ম, ইহাতে 'সমবায়' এবং 'সমবায়িত্ব' এই দুইই সমবায়ীর ধর্ম হইয়া যায়, এবং 'সমবায়' ও 'সমবায়িত্ব' একই ব্যাপার হয়, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকটি বা 'সমবায়িত্ব'টি সমবায়াত্মকধর্মরূপে গণ্য হয়। 'সমবায়' যে পদার্থের যেরূপ ধর্ম, 'সমবায়িত্ব'ও সেই পদার্থের তদ্রূপ ধর্ম ; অর্থাৎ 'সমবায়িত্ব' হইল সমবায়াত্মকধর্ম। সমবায়সম্বন্ধে এক সমবায়ী অল্প সম-বায়িতে থাকে, অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে এক দ্রব্য অপর দ্রব্যে থাকে, যথা সমবায় সম্বন্ধে 'ঘট' কপালদ্বয়ে থাকে। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকে বা সমবায়িত্বতে অর্থাৎ সমবায়ের (কারণ, সমবায় ও সমবায়িত্ব একই পদার্থ) সমবায়ি-দ্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকত্ব বা সমবায়িপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, উক্ত প্রতিযোগিকত্বাভাব থাকে না ; অপরদিকে, জাতিমত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ যে দ্রব্য-গুণ-কর্ম সেই দ্রব্য-গুণ-কর্মে সমবায়সম্বন্ধে সমবায়ী থাকে বলিয়া সমবায়ের হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎপ্রাতিযোগিকত্ব অল্পযোগিকত্বও থাকে, কলে সমবায়ের উভয়াভাব সম্ভব হয় না, এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব

ধরা যায় না। এইরূপে “সংযোগেন সমবায়ী জাতিমহাৎ” এই অসম্বন্ধ-
 স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হইলেই তাহা
 লক্ষণের ঘটক হইত এবং অতিব্যাপ্তি নিবেদন হইত, তাহা না হওয়ার দোষ
 অপরিহার্য্য হয়। কিন্তু, কেবলমাত্র সাধ্যতাবচ্ছেদক না বলিয়া সাধ্যতাব-
 ছেদকসম্বন্ধ বলিলে আর ঐ দোষ হয় না; কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সম্বন্ধ হইল ‘সংযোগ’; সংযোগসম্বন্ধে সমবায়ী হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ-
 ব্যক্তি গুণ-কর্মে থাকে না; ফলে সংযোগসম্বন্ধেতে বা সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সম্বন্ধেতে সমবায়ীপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে, কিন্তু হেত্বধিকরণীভূত
 গুণাত্মকযোগিকত্ব থাকে না, ইহাতেই উভয়াভাব সিদ্ধ হইবে এবং হেত্বধি-
 করণে সমবায়ীর অভাব সিদ্ধ হইবে বা সাধ্যাভাব পাওয়া যাইবে, এবং
 তাহা হইলেই হেত্বধিকরণ গুণ-কর্মে সাধ্যাভাব বা সমবায়ীর অভাব থাকার
 ফলেই অতিব্যাপ্তি বারণ হইয়া যাইবে। এইজন্যই ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ’
 বলা হইল; অর্থাৎ প্রকৃত সাধ্যকালুমিতিটি যৎকিঞ্চিৎসংসর্গপর বা যৎকিঞ্চিৎ-
 বচ্ছিন্ন সম্বন্ধপর হইবে, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে অলুমিতি হইবে, তৎকিঞ্চিৎসংসর্গ
 হইবে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, এবং এই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে
 উভয়াভাব চিন্তা করিতে হইবে। “বহিমান্ ধুমাৎ” স্থলে প্রকৃত বহু-
 মিতিটি সংযোগস্বাবচ্ছিন্নসংসর্গতাক হইবে, ‘অর্থাৎ সংযোগেন বহিমান্’ এই
 অলুমিতিই হইবে; সুতরাং এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে ‘সংযোগ’,
 ইহাই কলিতার্থ।

আরও, বলা হইয়াছে ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে’, এস্থলের এই
 ‘সামান্য’ শব্দের কি প্রয়োজন? কেবলমাত্র ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ’ বলিলে
 মহানসে যে বহিসংযোগ তাহা মহানসীরসংযোগ, পরস্পরে যে বহিসংযোগ
 তাহা পরস্পর-সংযোগ, এবং ঘট, পট প্রভৃতি সংযোগসম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত থাকে
 বলিয়া তৎতৎ সংযোগ ঘটীর-সংযোগ, পটীর-সংযোগ প্রভৃতি হইবে, অর্থাৎ
 বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংযোগ ভিন্ন ভিন্ন রূপে গণ্য হইবে। ইহাতে “মহানসং বহিমাৎ
 ধুমাৎ” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে যে কোনো সংযোগ, কেননা,
 ‘সংযোগসামান্য’ যখন ধরা হইতেছে না তখন যে কোন সংযোগকেই
 সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ঘটীর-সংযোগে বা
 পরস্পর-সংযোগে (অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে) হেত্বধিকরণীভূতযৎ-
 কিঞ্চিৎব্যক্তিমহানসালুমিতি থাকে না; এবং বহিস্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকত্ব
 পরস্পর-সংযোগে থাকিলেও ঘটীর-সংযোগে বা পটীর-সংযোগে থাকে না,

আর থাকিলেও বটীয়, পৰ্বতীয় প্রভৃতি সংযোগে মহানসানুযোগিকত্ব না থাকিতে উভয়াভাব উক্তরূপ সংযোগে থাকিয়া যায় ; কলে হেত্বধিকরণ মহানসে বহিঃপ্রতিযোগিতাকাতাব বা বহ্যভাব বা সাধ্যভাব সম্ভব হইয়া যায়, ইহাতে “মহানসং বহিঃ প্রমাণং” এই সঙ্কেতস্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায় । কিন্তু ‘সম্বন্ধসামান্য’ বলিলে; অর্থাৎ ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্য’ বলিলে আর ঐরূপ দোষ হয় না । কারণ, ‘সংযোগসামান্য’ বলিলে কেবল বটীয়, পটীয়, পৰ্বতীয় সংযোগ নহে, মহানসীর-সংযোগও ধরিতে হয় ; এই মহানসীর-সংযোগসম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে বহিঃপ্রতিযোগিকত্ব থাকে এবং মহানসানুযোগিকত্বও থাকে, কলে উভয়াভাব ধরা যায় না, হেত্বধিকরণে অভাবান্তর ধরিয়া উভয়াভাব গ্রহণ করিতে হয় ; এবং তাহা হইলেই হেত্বধিকরণে সাধ্যভাব আর ধরিতে পারা যায় না, লক্ষণ সম্বন্ধ সম্ভব হয়, অব্যাপ্তিও হয় না । এইজন্যই প্রথম ‘সামান্য’ পদটির নিবেশ । এই ‘সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্য’ নিবেশের কলে “ধুমবান্ বহুঃ” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগসামান্যে হেত্বধিকরণীভূতবৎকিঞ্চিব্যক্তি-অয়োগোলকানুযোগিকত্ব এবং ধুমত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব এই উভয়াভাব থাকার হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে ধূমভাব বা সাধ্যভাব সম্ভব হওয়ার এই অসঙ্কেতস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না ।

জাগদীশী—সংযোগসামান্য এব সমবায়নিষ্ঠপৰ্বতানুযোগিক-ত্বস্য বহিঃপ্রতিযোগিকত্বস্য চ দ্বয়োঃ অভাবসম্বাৎ তথৈব অব্যাপ্তিঃ অতো সামান্যোভয়েতি সামান্যপদমুভয়ত্র অধিতমিতি ভাবঃ । তাদৃশোভয়াভাবশ্চ স্বরূপসম্বন্ধেন বোধ্যঃ, তেন সমবায়াদিনা তদুভয়াভাবশ্চ সম্বন্ধমাত্রে সঙ্কেপি সঙ্কেতো ন অব্যাপ্তিঃ । এতদবট-বান্ কালান্তরীয়তদবটত্বাৎ ইত্যাদৌ এতদবটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্টতদবটানুযোগিকত্বাপ্রসিদ্ধেঃ অভাবান্তরমাদায় অতিব্যাপ্তিঃ, গগনপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টমহাকালানুযোগিকত্বাপ্রসিদ্ধ্যা গগনাভাব-মাদায় প্রকৃতাব্যাপ্তিবারণাসম্ভবশ্চ স্যাৎ, অতো নিরুক্তপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টবৎকিঞ্চিংহেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্যভাবঃ পরিত্যজ্য তদুভয়সামান্যভাব উক্তঃ ।

অনুবাদ : সমবায়নিষ্ঠপৰ্বতানুভোগিকত্বের এবং বহিঃপ্রতিযোগিকত্বের (এই) স্বরের অভাব সংযোগসামান্ত্রেই থাকার জন্য সেখানেই অব্যাপ্তি (হয়), সেজন্য, ‘সামান্ত্রাভাব’ ইত্যাদি (বলা হইল), ‘সামান্ত্রপদ’ উভয়ই অস্থিত (হইবে), ইহাই ভাব । এবং তাদৃশ উভয়ভাব স্বরূপসম্বন্ধে বৃত্তিতে হইবে, তাহাতে সমবায়াদির দ্বারা তদুভয়ভাবের সঙ্কলনভুক্ত থাকিলেও সম্বন্ধভুক্তে অব্যাপ্তি হয় না । “এতদন্তবান্ কালান্তরীরতদন্তদ্বাং” ইত্যাদিতে এতদন্তদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টএতদন্তদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অভাবান্তর গ্রহণ করিয়া অতিব্যাপ্তি (হয়), এবং গগনপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টমহাকালানুভোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ প্রকৃত অব্যাপ্তি বারণ অসম্ভব হয় ; সেজন্য, “পূৰ্ব্বোক্তপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টযৎকিঞ্চিৎ-হেত্বধিকরণানুভোগিকত্বসামান্ত্রাভাব” পরিত্যাগ করিয়া তদুভয়সামান্ত্রাভাব বলা হইল ।

ব্যাখ্যা : বলা হইল যে, সাধ্যভাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবীর প্রতিযোগিকপ্রতিযোগিকত্ব এবং যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণানুভোগিকত্বসামান্ত্রে এতদুভয়ভাব গ্রহণ করিতে হইবে । কিন্তু প্রশ্ন হইল ‘সামান্ত্র’ পদ কেন দেওয়া হইল ? ‘সামান্ত্র’ পদ না দিলে “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে সাধ্যভাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে সমবায়নিষ্ঠ যে বহিঃপ্রতিযোগিকত্ব (সমবায়সম্বন্ধে বহিঃপ্রতিযোগিকত্ব থাকে, অতএব সমবায়সম্বন্ধে বহিঃপ্রতিযোগিকত্ব আছে) তাহার অভাব সংযোগসম্বন্ধে আছে । আবার, সমবায়নিষ্ঠ যে পর্বতানুভোগিকত্ব (সমবায়সম্বন্ধে পর্বতাদি তত্ত্ববয়বে আছে, সেজন্য সমবায়সম্বন্ধে পর্বতানুভোগিকত্ব আছে) তাহার অভাব সংযোগসম্বন্ধে আছে । এইজন্য “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য ‘সামান্ত্র’ পদ দিতে হইবে, এই ‘সামান্ত্র’ পদ দেওয়ার কালে সংযোগনিষ্ঠ বহিঃপ্রতিযোগিকত্ব বা পর্বতানুভোগিকত্ব এতদুভয়ের সাধ্যভাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে থাকিতে পারে না, এবং সেজন্য সাধ্যভাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ার অব্যাপ্তি হয় না । অর্থাৎ সমবায়নিষ্ঠ যে পর্বতানুভোগিকত্ব তাহা সাধ্যভাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকিবে না ; এবং বহিঃপ্রতিযোগিকত্বও সাধ্যভাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকিবে না, অর্থাৎ সমবায়নিষ্ঠ বহিঃপ্রতিযোগিকত্বও সাধ্যভাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকিবে না । কালে “বহিমান্ ধুমাং” স্থলে সাধ্যভাবচ্ছেদকসংযোগ-

সম্বন্ধেতে সমবায়নিষ্ঠ বহিঃপ্রতিযোগিকত্বের এবং সমবায়নিষ্ঠ বৎকিঞ্চিৎহেতুধিকরণীভূতপৰ্বতাধিব্যক্ত্যুৎযোগিকত্বের অভাব সিদ্ধ হয়, এবং তাহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেতে এতদুভয়াভাব সম্ভব হওয়ার পৰ্বতাধি হেতু-ধিকরণে বহিঃপ্রতিযোগিতাব বা বহ্যতাব অর্থাৎ সাধ্যতাব সম্ভব হওয়ার এইরূপ সন্দেহহলে অব্যাপ্তি হয়। এইপ্রকার আশঙ্কার জন্মই বলা হইল ‘সামান্তো-ভয়াভাব’; অর্থাৎ হেতুময়িতাভাবীর প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বসামান্ত এবং হেতুধিকরণীভূতযোগিকত্বসামান্ত এতদুভয়াভাব; ‘সামান্ত’ পদটি প্রতি-যোগিকত্ব এবং অহুযোগিকত্ব এই উভয়েরই সহিত অধিত হইবে। এইরূপ-ভাবে, ‘প্রতিযোগিকত্বসামান্ত’ এবং ‘অহুযোগিকত্বসামান্ত’ গ্রহণ করিলে সমবায়নিষ্ঠ-প্রতিযোগিকত্ব বা সমবায়নিষ্ঠ-অহুযোগিকত্ব ইত্যাদি প্রকার বিশেষ প্রতিযোগিকত্ব বা বিশেষ অহুযোগিকত্ব গ্রহণ করা যাইবে না, সাধারণ-ভাবে বা সামান্ততঃ প্রতিযোগিকত্ব বা অহুযোগিকত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে, সংযোগনিষ্ঠ বহিঃপ্রতিযোগিকত্বের বা পৰ্বতাভূযোগিকত্বের অভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধেতে থাকিবে না, সেজন্য অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকিবে না। এই প্রতিযোগিকত্ব বা অহুযোগিকত্ব যেহেতু স্বরূপ-পদার্থ সেজন্য তাহারা সকল সময়েই স্বরূপসম্বন্ধেই থাকিবে, স্বরূপসম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধে তাহারা থাকিবে না; কলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্তেতে সর্বদাই স্বরূপসম্বন্ধে অহুযোগিকত্ব বা প্রতিযোগিকত্ব চিন্তা করিতে হইবে। সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধেতে সেই প্রতিযোগিকত্বের এবং অহুযোগিকত্বের অভাব না থাকিলেও সমবায়সম্বন্ধে প্রতিযোগিকত্বের এবং অহুযোগিকত্বের অভাব সংযোগসম্বন্ধে থাকে, তাহাতে সন্দেহহলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়; সেইজন্যই প্রতিযোগিকত্বের এবং অহুযোগিকত্বের অভাব স্বরূপসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, কেননা, প্রতিযোগিকত্ব এবং অহুযোগিকত্ব সর্বদাই স্বরূপসম্বন্ধেই থাকে, স্বরূপসম্বন্ধে প্রতিযোগিকত্বের এবং অহুযোগিকত্বের অভাব সাধ্যতাব-চ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধেতে থাকে না, সেজন্য সন্দেহহলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

ব্যাপ্তির লক্ষণটিকে “তাদৃশসম্বন্ধসামান্তে তাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-বহিঃপ্রতিযোগিকত্বহেতুধিকরণীভূতবৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যুৎযোগিকত্বসামান্তোভয়া-ভাব.....” ইত্যাদিরূপে না বলিয়া লাম্ব করিবার জন্য “তাদৃশসম্বন্ধসামান্তে তাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবহিঃপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টবৎকিঞ্চিৎহেতুধিকর-

প্রত্যক্ষযোগিকত্বসামান্তাভাব.....” ইত্যাদিরূপে বলা যায়। অর্থাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীর প্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণাহু-
 যোগিকত্বসামান্ত্রোভাব না বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে হেতু-
 মন্নিষ্ঠাভাবীর প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হেত্বধিকরণাহুযোগিকত্বসামান্ত্রাভাব বলা
 যায়, এবং ইহাতে লাঘব হয়। “বহিমান্ ধূমান্” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সংযোগসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠবটপটাদির অভাবীর প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট পর্ত্তাদি-
 রূপহেত্বধিকরণাহুযোগিকত্ব থাকে না; কারণ, পর্ত্তাদিতে যেহেতু বট-
 পটাদির অভাব থাকে সে কারণে বটপটরূপ প্রতিযোগী পর্ত্ততে অবশ্যই থাকিবে
 না, অর্থাৎ পর্ত্ততীয়বহিসংযোগ বটপটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হইবে না; এবং
 এইরূপ হইলেই সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীর বটাদি
 প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট পর্ত্তাদিহেত্বধিকরণাহুযোগিকত্বসামান্ত্রা-
 ভাব থাকিবে, ইহাতে পর্ত্ততে বটপটাদির অভাবই প্রতিযোগিব্যধিকরণ
 অভাব হইবে, এবং ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ‘বটত্ব’ ‘পটত্ব’
 প্রভৃতি সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘বহিত্ব’ হইতে ভিন্ন হওয়ায় লক্ষণ সম্বয় হইবে।
 এইভাবে “ধূমবান্ বহেঃ” স্থলে হেত্বধিকরণ অয়োগোলকনিষ্ঠ ধূমাতাবীর-
 প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট অয়োগোলকাদিরূপহেত্বধিকরণাহুযোগিকত্ব-
 সামান্ত্রাভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকে। কারণ, অয়োগোলকে
 যেহেতু ধূম থাকে না সেজন্ত ধূমপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট অয়োগোলকাহু-
 যোগিকত্ব সংযোগসম্বন্ধে থাকে না, অর্থাৎ ইহার অভাব থাকে; ইহাতে
 হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব পাওয়া যায় বলিয়া আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে
 না। কিন্তু এইরূপ বলিলে, অর্থাৎ লক্ষণটিকে পূর্বোক্তরূপে পরিবর্তিত করিলে
 “এতদ্বটবান্ কালান্তরীয়-তদ্বটত্বাৎ” এই অসন্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা
 হয়। এই স্থলটি অসন্ধেতুস্থল, কারণ ‘এতদ্বটবান্’ হইল বর্ত্তমান কাল, কেননা,
 ‘এতদ্বট’ বা ‘এই বট’ এই কালেই থাকে, অন্ত কালে থাকে না, সুতরাং
 বর্ত্তমান কালেতে ‘এতদ্বট’ থাকে বলিয়া বর্ত্তমান কালই হইল ‘এতদ্বটবান্’,
 এবং সাধ্য হইল ‘এতদ্বট’, আর হেতু হইল ‘কালান্তরীয়-তদ্বটত্ব’, অর্থাৎ
 ভিন্ন কালে বা কালান্তরে (যাহা এই কাল বা বর্ত্তমান কাল নহে) যে বট
 আছে ও তাহাতে যে ‘বটত্ব’ সেই ‘বটত্ব’, অর্থাৎ ‘কালান্তরীয়-তদ্বটত্ব’
 হইল হেতু। এইরূপে, কালান্তরীয়-তদ্বটত্বাধিকরণ যে বট তাহাতে
 বর্ত্তমানকালীন এতদ্বটের সামান্যধিকরণ্য হয় না বলিয়া ইহা অসন্ধেতুস্থল।

এইরূপ স্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাবীরপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হেত্বধিকরণানুযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়। এই স্থলটি অসম্বৎসর বলিয়া এস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব পাইতে হইবে ; কিন্তু হেত্বধিকরণ যে কালান্তরীয়-তদ্বট তাহাতে সাধ্যের অর্থাৎ এতদ্বটের অভাব ধরিয়া হেতুমন্নিষ্ঠাবীরপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব অর্থাৎ এতদ্বটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট কালান্তরীয়তদ্বটানুযোগিকত্ব এরূপ বলা যায় না। কারণ, তদ্বট এবং এতদ্বট ভিন্ন কালে থাকায় তাহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতা থাকিতে পারে না ; অর্থাৎ এককালীনপদার্থবিশিষ্ট অন্তকালীনপদার্থ বা অন্তকালীনপদার্থবিশিষ্ট অপরকালীনপদার্থ হইতে পারে না। তাহা হইলে, সাধ্যপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ এতদ্বটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট কালান্তরীয়-তদ্বটানুযোগিকত্বের যখন প্রসিদ্ধি হয় না, তখন এতদ্বটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট-কালান্তরীয়তদ্বটানুযোগিকত্বাতাবের প্রসঙ্গও আসে না। সুতরাং, হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব বা এতদ্বটাতাব চিন্তা না করিয়া কালান্তরীয় অন্তপদার্থের অভাব গ্রহণ করিতে হইবে ; এইরূপে হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব গ্রহণ না করিয়া অভাবান্তর গ্রহণ করিলেই অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। কিন্তু, লক্ষণটিকে পরিবর্তন না করিলে এই দোষ হয় না, কারণ, সাধ্যাতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে অর্থাৎ এস্থলে কালিকসম্বন্ধসামান্ত্রে এতদ্বটপ্রতিযোগিক-কালান্তরীয়তদ্বটানুযোগিকত্ব, অথবা কালান্তরীয়তদ্বটানুযোগিকএতদ্বটপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না ; কেননা, কালিকসম্বন্ধসামান্ত্রে এককালীনঅনুযোগিকত্ব এবং ভিন্নকালীনপ্রতিযোগিকত্ব থাকিবে কিরূপে ? এইজন্যই সাধ্যাতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধসামান্ত্রে হেতুমন্নিষ্ঠাবীর-এতদ্বটপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণকালান্তরীয়তদ্বটানুযোগিকত্ব সামান্ত্রোত্তরাভাব থাকিয়া যায়, এবং ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব সম্ভব হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি হয় না।

আরও, প্রকৃতস্থলে, অর্থাৎ “কালো বটবান্ মহাকালদ্বাং” স্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাবীরগগনপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টহেত্বধিকরণমহাকালানুযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়। কারণ, গগন কোথাও থাকে না বলিয়া গগনের বৃত্তিতার প্রসিদ্ধি হয় না, এবং তজ্জন্য ‘গগনপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টহেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব’ সম্ভব হয় না। গগন কোথাও থাকিলে সেই বস্তুটি গগনবিশিষ্ট হইতে পারে ; গগন যেহেতু কোথাও থাকে না, এবং মহাকালেও থাকে

না; সুতরাং মহাকালানুযোগিকত্বটি গগনপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হইতে পারে না; এবং তাহা হইলে পুনরায় “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” হলে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব অসম্ভব হওয়ার অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এই স্থলটির, অর্থাৎ প্রকৃতস্থলটির বা “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলটির অব্যাপ্তি বারণের জন্যই এতাদৃশ প্রয়াস। কিন্তু, ব্যাপ্তির লক্ষণটিকে “হেতু-মন্নিষ্ঠাভাবীরপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্যতাব” ইত্যাদিরূপে গ্রহণ করিলে প্রকৃতস্থলেরই অব্যাপ্তি বারণ হয় না। সুতরাং লক্ষণের এইরূপ পরিবর্তন অযৌক্তিক। সেইজন্যই স্বীকৃতিকার লক্ষণটি “হেতু-মন্নিষ্ঠাভাবীরপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টহেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্যতাব” না বলিয়া উক্ত প্রতিযোগিকত্ব এবং উক্ত অনুযোগিকত্বসামান্যতাব বা তদুভয়সামান্যতাব বলিয়াছেন।

জাগদীশী—ন চ যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধসামান্যে হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিব্যক্ত্যানুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বস্ত তথাবিধসম্বন্ধসামান্যে বা যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বস্ত ব্যতিরেকঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বমেব সাধ্যতাবচ্ছেদকস্ত কথং নোক্তম্ ইতি বাচ্যম্। দ্রব্যবান্ প্রমেয়ত্বাৎ ইত্যাদৌ সংযোগেন সাধ্যতায়াম্ অতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ প্রমেয়ানুযোগিকসংযোগসামান্যস্ত এব দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বেন সাধ্যাভাবস্ত লক্ষণাঘটকত্বাৎ ইতি ধ্যেয়ম্। এবং চ কালিকসম্বন্ধসামান্যে মহাকালানুযোগিকত্বসত্ত্বেহপি গগনপ্রতিযোগিকত্ববিরহাৎ গগনাতাব এব ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ ইত্যাদৌ প্রতিযোগিব্যাধিকরণতয়া প্রসিদ্ধ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ : যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধসামান্যে হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিব্যক্ত্যানুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বের অথবা তথাবিধ সম্বন্ধসামান্যে (হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিব্যক্ত্যানুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে) যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের ব্যতিরেক (অর্থাৎ অভাব), তাদৃশপ্রতি-

যোগিতাবচ্ছেদকই সাধ্যতাবচ্ছেদক (ইত্যাদি) ইহার উক্তি হইবে না কেন?—ইত্যাদি বলা যায় না। (কারণ, তাহা হইলে), “ঋষ্যবান্ প্রমেরদ্বাং” ইত্যাদিতে সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতাতে অতিব্যাপ্ত্যাপত্তি হয়; (কেননা) প্রমেরদ্বাংযোগিকসংযোগসামান্তেরই ঋষ্যদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের দ্বারা সাধ্যতাব লক্ষণের অঘটক হয় না বলিয়া, ইত্যাদি চিন্তনীয়। এইভাবে, কালিকসম্বন্ধসামান্ত্রে মহাকালদ্ব্যযোগিকত্ব থাকিলেও গগনপ্রতিযোগিকত্ব না থাকায় “বটবান্ মহাকালদ্বাং” ইত্যাদিতে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবের দ্বারা গগনাতাবই প্রসিদ্ধ (হয়), ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : পুনরায় লক্ষণটিকে পরিবর্তন করিয়া অন্তরূপে বলা যায়। আলোচ্যমান লক্ষণের মধ্যে তিনটি মূল বক্তব্য রহিয়াছে : প্রথম—সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে, দ্বিতীয়—হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীরপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব, এবং তৃতীয়—হেত্বধিকরণাদ্ব্যযোগিকত্ব। এই তিনটি বিষয়ের দ্বারাই হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাবটি আমাদের কাছে পাইতে হইবে। তন্মধ্যে, দীর্ঘতিকা কর স্বয়ং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে পূর্বোক্ত প্রতিযোগিকত্ব এবং অদ্ব্যযোগিকত্বসামান্ত্রোক্ত্যভাব গ্রহণ করিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব নির্ধারণ করিয়াছেন। অপর এক সম্ভাব্য পূর্বোক্ত প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টঅদ্ব্যযোগিকত্বসামান্ত্র্যভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মত যে দোষযুক্ত তাহা দেখা গেল। আরও এক সম্ভাব্য পুনরায় লক্ষণটিকে পরিবর্তন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে লক্ষণটিকে “বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সম্বন্ধসামান্ত্রে হেত্বধিকরণীভূত-স্বংকিঞ্চিব্যক্ত্যদ্ব্যযোগিকত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বের অভাব”, অথবা, “হেত্বধিকরণীভূতস্বংকিঞ্চিব্যক্ত্যদ্ব্যযোগিকত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অভাব”—এইরূপে গ্রহণ করিলে লক্ষণটির লাঘব হয়। অর্থাৎ পরিবর্তিত লক্ষণটি সহজভাবে এইরূপ হইবে—হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীরপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধসামান্ত্রে হেত্বধিকরণাদ্ব্যযোগিকত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বের অভাব, অথবা, হেত্বধিকরণাদ্ব্যযোগিকত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীরপ্রতিযোগিকত্বের অভাব গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এই অভাব গ্রহণ সম্ভব হইলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীর প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব গ্রহণ করার সময় হেত্ব-

ধিকরণে যে অভাবটি ধরা হইয়াছে তাহাই হইবে হেতুমন্নিষ্ট প্রতিযোগিব্যাধি-
করণ অভাব, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাব-
চ্ছেদক সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সহিত হেত্বধিকরণে হেতুর সামান্য-
করণ্যই হইবে ব্যাপ্তি । “বহিমান্ ধূমাং” স্থলে হেতুমন্নিষ্ট ঘটাতাবীর প্রতি-
যোগিপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধসামান্ত্রে অর্থাৎ তদ্বিশিষ্টসংযোগসামান্ত্রে হেত্ব-
ধিকরণবৎকিঞ্চিব্যক্তিরূপপৰ্বতাত্মযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
সংযোগসম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত্বের অভাব থাকে ; কারণ, পৰ্বতাত্মযোগিকত্ববিশিষ্ট-
সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধত্ব ঘটাতাবীর প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধে
থাকে না ; অপরদিকে, হেত্বধিকরণপৰ্বতাত্মযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যতাব-
চ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধসামান্ত্রে হেতুমন্নিষ্ট ঘটাতাবীর প্রতিযোগিকত্ব
অবশ্যই থাকে না, অর্থাৎ অভাব থাকে ; ফলে, হেতুমন্নিষ্ট ঘটাতাবই হইবে
প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব ; এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল
‘ঘটত্ব’, এবং এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘বহিত্ব’, ইহার। ভিন্ন, স্তুতরাং
লক্ষণ সম্বন্ধ হয়, কোনো দোষ হয় না । “ধূমবান্ বহুঃ” স্থলে হেত্বধিকরণ-
অরোগোলকনিষ্টধূমাতাবীরপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে হেত্ব-
ধিকরণঅরোগোলকাত্মযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ
সেই সম্বন্ধত্বের অভাব আছে ; আবার, হেত্বধিকরণঅরোগোলকাত্ম-
যোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধসামান্ত্রে হেতু-
মন্নিষ্ট অর্থাৎ অরোগোলকনিষ্ট ধূমাতাবীর প্রতিযোগিকত্বের অভাব আছে,
ইহাতে হেত্বধিকরণ অরোগোলকে যে ধূমাতাব ধরা হইয়াছে তাহাই প্রতি-
যোগিব্যাধিকরণ অভাব । এবং এই ধূমাতাব বেহেতু সাধ্যাতাব সেজন্য ইহা
হেত্বধিকরণে থাকায় অসঙ্কেতস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হইল না, অর্থাৎ লক্ষণ
ঠিকই থাকে । কিন্তু, এইপ্রকার পরিবর্তিত লক্ষণে “সংযোগেন ত্র্যবান্
প্রমেরত্বাং” এই অসঙ্কেতস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় । অসঙ্কেতস্থলে সাধ্যাতাব
কাম্য বলিয়া এস্থলেও হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব বা ত্র্যবাতাব গ্রহণ করিতে
হইবে । এস্থলে ‘প্রমেরত্ব’ হইল হেতু, প্রমের হইল হেত্বধিকরণ ; সকল
পদার্থই প্রমের হয় বলিয়া সকল পদার্থই হেত্বধিকরণ হইতে পারে ।
যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণরূপে ত্র্যব্যকে ধরিলে হেতুমন্নিষ্ট বা ত্র্যবানিষ্ট ত্র্যবাতাবীর
প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সংযোগসম্বন্ধ (ত্র্যব্য সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া
ত্র্যবাতাবীর প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সম্বন্ধও হইবে সংযোগসম্বন্ধ) তদ্বিশিষ্ট

সংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে বৎকিকিংহেত্বধিকরণত্রব্যাহুযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্য-
 তাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত্বের অভাব থাকে না ; কারণ, ত্রব্যপ্রতি-
 যোগিকত্ববিশিষ্ট সংযোগসম্বন্ধ এবং হেত্বধিকরণত্রব্যাহুযোগিকত্ববিশিষ্ট
 সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ একই সম্বন্ধ, এখানে প্রতিযোগী, অহুযোগী,
 সাধ্য সকলই ত্রব্য হওয়ার সেই ত্র্যানিষ্ট যে সংযোগ তাহা একই, কলে এইরূপ
 প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধে অহুযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধের অভাব
 হয় না ; এবং সেজন্য হেত্বধিকরণে সাধ্যাত্তাব ধরা যায় না, অর্থাৎ ত্রব্যে
 ত্রব্যাত্তাব সম্ভব হয় না। আবার, বৎকিকিংহেত্বধিকরণরূপে গুণাদিকে ধরিলে
 গুণাদিনিষ্টত্রব্যাত্তাবীরপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সংযোগসম্বন্ধ
 সেই সম্বন্ধসামান্ত্রে হেত্বধিকরণগুণাহুযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সংযোগসম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত্বের অভাব থাকে না ; কারণ, গুণাদিনিষ্ট অভাব
 ত্রব্যাত্তাব হইলেও গুণাহুযোগিকসংযোগসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া ত্রব্যই
 ধরিতে হইবে, এবং সেই ত্রব্যপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধ হইল সংযোগসম্বন্ধ,
 আবার, সাধ্য ত্রব্য হওয়ার সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধও হইল সংযোগসম্বন্ধ।
 প্রতিযোগী এবং সাধ্য একই ব্যক্তি হওয়ার প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধ এবং
 অহুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধও একই হইবে, কলে প্রতিযোগিকত্ব-
 বিশিষ্টসম্বন্ধসামান্ত্রে আর অহুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বের অভাব
 থাকিবে না। এইরূপে কোনো প্রেমেরত্বাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে ত্রব্যাত্তাব
 বা সাধ্যাত্তাব ধরা সম্ভব হইবে না। অপরদিকে, প্রেমেরত্বাধিকরণ বা
 হেত্বধিকরণাহুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ যে সংযোগসম্বন্ধ (‘ত্রব্য’
 সাধ্য সংযোগসম্বন্ধে থাকার সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগসম্বন্ধ) সেই
 সম্বন্ধসামান্ত্রে প্রেমেরত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণনিষ্টত্রব্যাত্তাবীরপ্রতিযোগি-
 প্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, ইহার অভাব থাকে না ; কারণ, ‘ত্রব্য’ সাধ্য
 হওয়ার সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগসম্বন্ধ, এবং এই সংযোগসম্বন্ধই
 হইল হেতুমিষ্ঠাত্তাবীর ত্রব্যপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধ।
 সুতরাং হেত্বধিকরণাহুযোগিক বা প্রেমেরাহুযোগিকসংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে
 ত্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকত্বাত্তাব থাকিতে পারে না। এইরূপে এই
 অসদেত্বস্থলে কোনো প্রকারেই হেত্বধিকরণে সাধ্যাত্তাব গ্রহণ করা যায় না,
 এবং সেজন্য অতিব্যাপ্তি অনিবার্য হয়। এই কারণে লক্ষণের এতাদৃশ
 পরিবর্তনও হুক্তিযুক্ত নহে। সেইজন্যই দীর্ঘমিতিকার এইপ্রকার লক্ষণ স্বীকার

না করিয়া “সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে ষাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-
প্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তানুযোগিকত্বসামান্ত্রোভয়াভাবস্তা-
দৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ”
ইত্যাদি প্রকার লক্ষণ স্বীকার করিলেন। এইভাবেই, অর্থাৎ দীর্ঘিতিকৃত
এবম্প্রকার লক্ষণের দ্বারাই “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তিটি
বারণ হইবে। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধসামান্ত্রে
হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তানুযোগিকত্ব অর্থাৎ মহাকালানুযোগিকত্ব
থাকিলেও ষাদৃশ অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ট অভাবীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-
প্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ গগনাতাবীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগি-
কত্ব থাকে না; এইরূপে তাদৃশ অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্টগগনাতাবীর প্রতিযোগি-
তাবচ্ছেদক ‘গগনত্ব’ সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘ঘটত্ব’ হইতে ভিন্ন, এবং এই সাধ্য-
তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত অর্থাৎঘটের সহিত হেত্বধিকরণে বা মহাকালে
হেতুর বা মহাকালত্বের সামান্যধিকরণ্য থাকায় ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়, এবং
মহাকালে ‘ঘট’সাধ্যের অনুমিতি সম্ভব হয়। এইরূপে “কালো ঘটবান্
মহাকালত্বাৎ” স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ার আর অব্যাপ্তি দোষ হয় না।

জাগদীশী—ননু হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তানুযোগিকত্বং যদি
তদ্বৃত্তিঃ তদা ধূমবান্ বহ্নেঃ ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, ধূমপ্রতিযোগিকস্য
অপি সংযোগস্য কালিকসম্বন্ধেন অযোগোলকবৃত্তিত্বাৎ। যদি চ
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধস্য সংসর্গতানিয়ামকো যঃ সম্বন্ধঃ তেন হেত্বধি-
করণবৃত্তিঃসমেব তদনুযোগিকত্বং বাচ্যম্, তদা সংযোগেন দ্রব্যস্য
সাধ্যতামাং দ্রব্যজাত্যন্যতরদ্বাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, জাতৌ সমবায়েন
বৃত্ত্যপ্রসিদ্ধেঃ। ন চ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্যে
নিরুক্তোভয়াভাবত্বং বিবক্ষিতং, তত্র চ হেত্বধিকরণবৃত্তিঃ স্বরূপসম্বন্ধেন
এব বাচ্যম্ ইতি সাম্প্রতম্, অতএব ইত্যাদিবক্ষ্যমাণগ্রন্থাসঙ্গতিপ্রসঙ্গাৎ।
সমবায়শ্চৈকত্বেনপি তদবচ্ছিন্নাধিকরণতামাং নিরুক্তোভয়াভাবসম্বন্ধে
দ্রব্যং জাতেঃ ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্ত্যভাবাদিতি চেৎ, ন।

অনুবাদ : হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তানুযোগিকত্বকে যদি তদ্বৃত্তিঃ

(বলা যায়), তাহা হইলে, ‘ধুমবান্ বহেঃ’ ইত্যাদিতে ধুমপ্রতিযোগিক সংযোগেরও কালিকসম্বন্ধে অযোগোলকবৃত্তি বশতঃ অতিব্যাপ্তি (হয়)। এবং যদি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের সংসর্গতানিরাশক যে সম্বন্ধ তদ্বারা হেত্বধিকরণবৃত্তিই তদনুযোগিকত্ব বলা যায়, তাহা হইলে, জাতিতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সংযোগসম্বন্ধে দ্রব্যের সাধ্যতাতে ‘দ্রব্যজাত্যন্তর-দ্বাং’ (অর্থাৎ “দ্রব্যবান্ দ্রব্যজাত্যন্তরদ্বাং” ইত্যাদি স্থলে) অতিব্যাপ্তি (হয়)। সম্প্রতি, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্ত্রে নিরুক্ত উভয়াভাবত্ব বলা যায়, এবং সেস্থলে হেত্বধিকরণবৃত্তি স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারা (হয়)—এরূপ বলা যায় না ; (কারণ, তাহা হইলে), “অতএব” ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অসঙ্গতি প্রসঙ্গ আসিয়া যায় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)। সমবায়ের একত্ব থাকিলেও তদবচ্ছিন্নাধিকরণতার নিরুক্ত উভয়াভাব থাকায় “দ্রব্যং জাতেঃ” ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তির অভাব হয় ;—ইত্যাদি যদি বলা যায় (অর্থাৎ ‘অনুযোগিকত্ব’ শব্দের অর্থ যদি এরূপ বলা যায়), তাহা হইলে বলা হইবে, না, এরূপ বলা যায় না (অর্থাৎ ‘অনুযোগিকত্ব’ শব্দের এরূপ অর্থ করা যায় না)।

ব্যাখ্যা : দীধিতিকার যে “সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে নিরুক্ত-প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব- (অর্থাৎ, হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীরবাদনপ্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব)-হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যানুযোগিক-ত্বসামান্ত্রোভয়াভাবত্ব” —ইত্যাদি প্রকার লক্ষণ করিয়া “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” স্থলের অব্যাপ্তি বারণ করিলেন এই লক্ষণের মধ্যে ‘অনু-যোগিকত্ব’, ‘প্রতিযোগিকত্ব’, ‘নিরুক্ত’ (অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীর বাদন-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন), ‘যৎকিঞ্চিৎ’ প্রভৃতি শব্দগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

‘হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যানুযোগিকত্ব’ কথার মধ্যে ‘অনুযোগিকত্ব’ পদটির অর্থ কি ? ইহা কি বৃত্তি ? অর্থাৎ, যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যানুযোগিকত্ব কি যৎকিঞ্চিৎবৃত্তি ? হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তি হইল অনুযোগী, সেই অনুযোগীতে যে সম্বন্ধ থাকে তাহা হইল তদনুযোগিকসম্বন্ধ, এবং উক্ত অনু-যোগিকত্ব বা তদনুযোগিকত্ব হইল তৎসম্বন্ধত্ব। এখন, অনুযোগীতে সম্বন্ধ বৃত্তি হয়, ঐ বৃত্তিতেই থাকে বৃত্তিতা বা বৃত্তিত্ব, অর্থাৎ উক্ত সম্বন্ধেতে থাকে বৃত্তিত্ব ; সম্বন্ধেতে সম্বন্ধত্বও থাকে, বৃত্তিত্বও থাকে, ফলে, উক্ত সম্বন্ধত্ব এবং

উক্ত অহুযোগিবৃত্তিত্ব একই কথা। পুনরায়, উক্ত সম্বন্ধ এবং উক্ত অহুযোগিকত্ব একই ব্যাপার বলিয়া উক্ত অহুযোগিকত্ব এবং উক্ত অহুযোগিবৃত্তিত্ব একই কথা। এইভাবেই হেত্বধিকরণীভূতৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যহুযোগিকত্বকে তত্ত্বিত্ব বলা যায়; কিন্তু, তাহা বলিলে “ধূমবান্ বহেঃ” স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ, এস্থলে ধূমপ্রতিযোগিক যে সংযোগসম্বন্ধ তাহা সাধারণভাবে অরোগোলকাহুযোগিক হয় না, অর্থাৎ, সেই সংযোগসম্বন্ধ অরোগোলকাহুযোগিক সংযোগসম্বন্ধ নয়। তথাপি ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগ কালিকসম্বন্ধে অরোগোলকে বৃত্তি হয়; অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগেতে অরোগোলকাহুযোগিকবৃত্তিত্ব থাকে, ফলে উভয়াভাব সম্ভব না হওয়ার ধূম্যভাব বা সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণ অরোগোলকে থাকে না, এবং সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ার এই অসদ্ব্যবহারে অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে অবশ্য বলা যায় যে, সাধ্যাভাবচ্ছেদকসম্বন্ধের সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণবৃত্তিত্বই অহুযোগিকত্ব বলিলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। কোনো সম্বন্ধ যে সম্বন্ধে থাকে তাহাই সেই সম্বন্ধের সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধ; যথা, ‘সংযোগ’ থাকে সমবায়সম্বন্ধে সুতরাং সমবায়সম্বন্ধ হইল ‘সংযোগের’ সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধ। “ধূমবান্ বহেঃ” স্থলে সাধ্যাভাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগসম্বন্ধ, এবং ইহার সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধ হইল সমবায়সম্বন্ধ। ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগ অরোগোলকে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তি হয় না। অর্থাৎ এস্থলে ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগসম্বন্ধের বা সাধ্যাভাবচ্ছেদকসম্বন্ধের সংসর্গতানিয়ামক সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগের হেত্বধিকরণবৃত্তিত্ব বা অরোগোলকাহুযোগিকত্ব থাকে না, এবং অতিব্যাপ্তিও হয় না। কিন্তু, এরূপ হইলেও “দ্রব্যবান্ দ্রব্যজাত্যন্তরত্বাৎ” স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে ‘দ্রব্য’ হইল সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য, এবং ‘দ্রব্যজাত্যন্তরত্ব’ অর্থাৎ দ্রব্য এবং জাতি এতদন্তরত্ব হইল হেতু। ‘দ্রব্য’ সাধ্য সংযোগসম্বন্ধে থাকায় সাধ্যাভাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগসম্বন্ধ, এবং ইহার সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধ হইল সমবায়সম্বন্ধ। এই স্থলটি অসদ্ব্যবহার। হেত্বধিকরণে অর্থাৎ দ্রব্যে সাধ্য বা দ্রব্য সাধ্যাভাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধের সংসর্গতানিয়ামক সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তি হয়, যথা, কপালধরে ষট সমবায়সম্বন্ধ থাকে; সুতরাং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যায় না। আবার, জাতিত্বাধিকরণে বা জাতিতে সমবায়সম্বন্ধে কখনও কিছু থাকে না, অর্থাৎ জাতিতে সমবায়সম্বন্ধের বা সাধ্যাভাবচ্ছেদক-

সংযোগসম্বন্ধে সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ জ্ঞাতিতে সমবায়-
সম্বন্ধে বা সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যাত্তাব বা দ্রব্যাত্তাব ধরা যায় না।
এইরূপে হেত্বধিকরণে সাধ্যাত্তাব ধরা সম্ভব না হওয়ার “দ্রব্যবান্ দ্রব্যজাত্যন্য-
তরহাৎ” এই অসন্ধেতুত্বলৈ অভিব্যাপ্তি হয়। সুতরাং, হেত্বধিকরণীভূতবৎ-
কিকিংব্যক্ত্যহুবোগিকত্ব অর্থে তদ্ভূতিত্ব ধরা যায় না। পুনরায়, এখানে
‘অহুবোগিকত্ব’ অর্থে সাধ্যাত্তাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্ত্রে নিরুক্ত
উভয়াত্তাব বলিলে ঐ অভিব্যাপ্তি আর হয় না। অর্থাৎ ‘অহুবোগিকত্ব’
অর্থে সাধ্যাত্তাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত-অধিকরণতাসামান্ত্রে
নিরুক্ত উভয়াত্তাব বুদ্ধিতে হইবে। এইরূপ উভয়াত্তাব, অর্থাৎ ‘অহু-
বোগিকত্ব’ বা হেত্বধিকরণবৃত্তিত্ব স্বরূপসম্বন্ধেই থাকে, কারণ, ইহার স্বরূপ-
পদার্থবিশেষ; এবং ইহার স্বরূপসম্বন্ধে থাকায় সম্বন্ধ সম্পর্কিত আর কোনো
অনুবিধা হয় না। “বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে সাধ্যাত্তাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধা-
বচ্ছিন্ন-আধেয়তা বহিতে থাকে (পর্কত হইল অধিকরণ, এবং বহি হইল
আধেয়,—এইভাবে), এই আধেয়তা-নিরূপিত-অধিকরণতা পর্কতাদিতে
থাকে, এই অধিকরণতাসামান্ত্রে হেতুমন্নিষ্ঠ ঘটাত্তাবীয় প্রতিযোগিপ্রতি-
যোগিকত্ব থাকে না, কলে, হেত্বধিকরণাহুবোগিকত্ব ঐ আধেয়তা-নিরূপিত-
অধিকরণতাসামান্ত্রে থাকিলেও উভয়াত্তাব থাকে; এবং এই হেতুমন্নিষ্ঠ
ঘটাত্তাবই হইল এখানে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব—এইরূপে লক্ষণ
সম্বন্ধের কলে কোনো বিপত্তি হয় না। “ধূমবান্ বহুঃ” স্থলে
সাধ্যাত্তাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা থাকে ধূমে, এই আধেয়তা-
নিরূপিত-অধিকরণতা পর্কতাদিতে থাকিতে পারে, কিন্তু অয়োগোলকে
থাকে না, কেননা, অয়োগোলক ধূমের অধিকরণ হয় না; এবং এইজন্য
অয়োগোলক-নিরূপিত-অধিকরণতাসামান্ত্রে হেতুমন্নিষ্ঠ বা অয়োগোলকনিষ্ঠ
ধূমাত্তাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না, কলে, অয়োগোলক-
নিরূপিত-অধিকরণতাসামান্ত্রে হেত্বধিকরণাহুবোগিকত্ব থাকিলেও উক্ত
অয়োগোলক-নিরূপিত-অধিকরণতাসামান্ত্রে উভয়াত্তাব থাকিয়া যায়, এবং
হেতুমন্নিষ্ঠ ধূমাত্তাব বা সাধ্যাত্তাব লক্ষণের ঘটক হওয়ার এবং প্রতিযোগি-
ব্যধিকরণ অভাব হওয়ার আর অভিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু এরূপ বলা যায়
না; কারণ, সম্ভ্রুতি এইরূপ বলিয়া ‘অহুবোগিকত্ব’ শব্দের সঙ্গতি রক্ষা
করিলেও কিকিং পরে “অতএব” ইত্যাদি যে গ্রন্থ দীপ্তিকার উত্থাপন

করিয়াছেন সেই গ্রন্থের অসঙ্গতি হয়; সুতরাং এরূপ বলা যায় না। “অতএব” ইত্যাদি গ্রন্থে দীর্ঘিতিকার “দ্রব্যং জাতেঃ” এই অসঙ্কেতস্থলে অতিব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন। “দ্রব্যং জাতেঃ” স্থলে সাধ্য হইল ‘দ্রব্যত্ব’, এবং হেতু হইল ‘জাতি’; সাধ্য ‘দ্রব্যত্ব’ বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। সমবায়সম্বন্ধ সর্বত্র একই বলিয়া সর্বত্র সমবায়ের একত্ব থাকায় দ্রব্যে যে সমবায় থাকে এবং গুণ-কর্মে যে সমবায় থাকে তাহা একই সমবায়। ইহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে জাত্যধিকরণে বা হেত্বধিকরণে বা গুণ-কর্মে দ্রব্যত্বাত্মক ধরিয়া হেতুমিষ্ঠাভাবীয় যাদৃশপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বাভাব ধরা যায় না; কারণ, যে সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব দ্রব্যে থাকে, গুণ-কর্মেও সেই একই সমবায় থাকে (সমবায়ের একত্ব বশতঃ ইহা হয়), কলে, একই সমবায় গুণ-কর্মে থাকায় সেই সমবায়নিষ্ঠ দ্রব্যত্বও গুণ-কর্মে থাকিয়া যায়। আর, সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব বা গুণকর্মানুযোগিকত্ব অবশ্যই থাকে, অর্থাৎ উভয়াভাব থাকে না। অপরদিকে, হেত্বধিকরণ দ্রব্যে দ্রব্যত্ব স্বাভাবিকভাবেই থাকে, কলে, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে উভয়াভাব না হওয়ার হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যায় না, এবং তাহাতে এই অসঙ্কেতস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়; দীর্ঘিতিকার “অতএব” ইত্যাদি গ্রন্থে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু “সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাসামান্ত্রে নিরুক্তউভয়াভাবত্ব” বলিলে ঐ অতিব্যাপ্তি আর হয় না। কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত-অধিকরণতা থাকে দ্রব্যে, এই দ্রব্যনিষ্ঠ অধিকরণতাসামান্ত্রে হেতুমিষ্ঠ অর্থাৎ গুণ-কর্মনিষ্ঠ দ্রব্যত্বাভাবীয় (গুণ-কর্মে দ্রব্যত্বাভাব স্বভাবতঃই থাকে) প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিলেও ঐ অধিকরণতাসামান্ত্রে হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব বা গুণকর্মানুযোগিকত্ব থাকে না, অর্থাৎ দ্রব্যনিষ্ঠাধিকরণতাতে কখনও গুণাত্মকযোগিকত্ব থাকে না, কলে উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ইহাতে সম্ভব হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি হয় না। এই লক্ষণ অনুসারে দীর্ঘিতিকার কর্তৃক প্রদর্শিত অতিব্যাপ্তিটিও থাকে না বলিয়া গ্রন্থের অসঙ্গতি হয়। সুতরাং এরূপ বলা যায় না।

জাগদীশী—সংযোগঃ পর্বতে বহুঃ সম্বন্ধো, ন তু বহৌ পর্বতস্য, ইত্যাদিপ্রতীত্য। হি কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিককিঞ্চিদনুযোগিকসম্বন্ধসমু-

ভবসিদ্ধং কুত্রচিৎ এবং সংযোগাদৌ ন তু সৰ্বত্র, তচ্চ স্বরূপসম্বন্ধ-
বিশেষোহতিরিক্তো বেতি অন্যদেতৎ । তথা চ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ-
সামান্যে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকসম্বন্ধহেত্বধিকরণীভূতযৎ-
কিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকসম্বন্ধছোভয়াভাবস্য বিবক্ষণাৎ ধুমসংযোগস্য
অয়োগোলকানুযোগিকসংসর্গত্ববিরহাদেব ন অতিপ্রসঙ্গঃ । তত্র যথার্থ-
বিশিষ্টধীনিয়ামকশ্চেব তদনুযোগিকসম্বন্ধত্বাৎ ; এতেন বহিমান্ বহি-
রূপাদিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, পৰ্বতবহিসংযোগ এব বহিঃপ্রতিযোগি-
কহেত্বধিকরণীভূতবহ্যানুযোগিকছোভয়াভাববিরহেণ বহিসামান্যা-
ভাবস্ত লক্ষণাঘটকত্বাৎ ইতি অপাস্তং ; পৰ্বতবহিসংযোগস্য হেতু-
মহুত্বিচ্ছেদপি বহ্যানুযোগিকসম্বন্ধত্ববিরহেণ তাদৃশোভয়াভাবসত্বাৎ ।
ইদং তু অবধেয়ং, যত্র একসংযোগব্যক্ত্যা যৎপদার্থয়োঃ পরম্পরং
বিশিষ্টধীঃ প্রমা তত্র তয়োৱেকস্মিন্ সংযোগেন সাধ্যে তদীয়রূপাদৌ
ব্যভিচারিণি অতিব্যাপ্তিঃ, তদুভয়সংযোগস্য নিরুক্তোভয়াভাববিরহাৎ
ইতি ।

অনুবাদ : (পূৰ্ব্বপ্রকার বলা যায় না, কারণ,)—‘সংযোগ’ হইল
পৰ্বতে বহির সম্বন্ধ, কিন্তু বহিতে পৰ্বতের (সম্বন্ধ) নহে, ইত্যাদি প্রতীতির
দ্বারাই কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিকসম্বন্ধত্ব কিঞ্চিৎ অনুযোগিকসম্বন্ধত্ব অনুভবসিদ্ধ ;
কোনো কোনো স্থলে (এই সম্বন্ধ) হইল সংযোগাদি, কিন্তু, সৰ্বত্র নহে ;
এবং অন্তেরা স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ অতিরিক্ত নহে ইত্যাদি (বলেন) । সুতরাং,
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকসম্বন্ধত্ব হেত্বধি-
করণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকসম্বন্ধত্ব (এই) উভয়াভাব বলিলে ধুম-
সংযোগের অয়োগোলকানুযোগিকসংসর্গত্ব বিরহ হয় বলিয়া অতিপ্রসঙ্গ হয়
না । তদ্বার যথার্থবিশিষ্টধীনিয়ামকেরই তদনুযোগিকসম্বন্ধত্ব হয় বলিয়া
পৰ্বতবহিসংযোগই বহিঃপ্রতিযোগিকত্ব হেত্বধিকরণীভূতবহ্যানুযোগিকত্ব (এই)
উভয়াভাব বিরহের দ্বারা বহিসামান্যভাবের লক্ষণের অঘটকত্ব বলতঃ
“বহিমান্ বহিরূপাৎ” ইত্যাদি স্থলে অতিব্যাপ্তি ইহার দ্বারা অপগত হয় ;
(কারণ) পৰ্বতবহিসংযোগের হেতুমহুত্বিচ্ছ বাকিলেও বহ্যানুযোগিকসম্বন্ধত্ব
বিরহের দ্বারা তাদৃশ উভয়াভাব থাকে বলিয়া । কিন্তু ইহা অবধারণ করিতে
হয় যে, যেস্থলে একসংযোগব্যক্তির দ্বারা যে পদার্থদ্বয়ের পরম্পর বিশিষ্টধী

প্রমা (হয়) সেখানে তদুত্তরত্বের এক এই সংযোগের দ্বারা (সংযোগসম্বন্ধে) সাধ্যে তদীয়রূপাদিতে ব্যভিচারী স্থলে অভিব্যাপ্তি হয়, (কারণ), তদুত্তর-সংযোগের নিকট উভয়াভাব বিরহ হয় বলিয়া, ইত্যাদি ।

ব্যাখ্যা : পূর্বপ্রকার বলা যায় না ;— অর্থাৎ, ‘অনুযোগিকত্ব’ শব্দের অর্থ লইয়া পূর্বোক্ত প্রকার তর্কবিতর্ক নিফল । ঐরূপ বাদানুবাদের কলে প্রকৃত বক্তব্য অপসারিত হইয়া যায় । অনুযোগীতে যে সম্বন্ধ থাকে সেই সম্বন্ধ হইল অনুযোগিক সম্বন্ধ, ইহাই প্রকৃত বিষয় । পর্তেতে সংযোগসম্বন্ধে বহি থাকে, পর্তে হইল সংযোগের অনুযোগী, এবং বহি হইল সংযোগের প্রতিযোগী । এখন, এই সংযোগসম্বন্ধটি কাহার সম্বন্ধ ? ইহা কি পর্তেতে বহির সম্বন্ধ, না, বহিতে পর্তের সম্বন্ধ ? স্বভাবতঃই ইহা অর্থাৎ এই সংযোগসম্বন্ধটি হইল পর্তেতে বহির সম্বন্ধ, বহিতে পর্তের সম্বন্ধ নহে, ইহা অসুভবসিদ্ধ । এইপ্রকার স্বাভাবিক প্রতীতির দ্বারাই প্রতিযোগিকসম্বন্ধ বা প্রতিযোগিকত্ব, এবং অনুযোগিকসম্বন্ধ বা অনুযোগিকত্ব অসুভূত হয় ; কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ যে কোনো প্রতিযোগিকত্ব বা যে কোনো অনুযোগিকত্ব উক্ত প্রকার স্বাভাবিক অসুভবের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তজ্জন্ত অযথা বিচারের প্রয়োজন নাই । এখানে উদাহরণস্বরূপ সংযোগসম্বন্ধের অনুযোগিকত্ব (পর্তানুযোগিকত্ব) এবং প্রতিযোগিকত্ব (বহিপ্রতিযোগিকত্ব) কল্পনা করা হইয়াছে । ক্ষেত্র বিশেষে সমবায় প্রভৃতি অন্তান্ত সম্বন্ধেরও অনুযোগিকত্ব এবং প্রতিযোগিকত্ব থাকিবে । আবার, সর্বত্রই যে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধের অনুযোগিকত্ব বা প্রতিযোগিকত্ব এইরূপেই থাকিবে এমন কোনো কথা নাই । যথা, কেহ কেহ স্বরূপসম্বন্ধের ক্ষেত্রে অন্তপ্রকার বলেন ; অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধকে এরূপ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্বন্ধবিশেষরূপে গণ্য করার কথাও কেহ কেহ বলেন ; বাহা হউক সর্বক্ষেত্রেই কোনো সম্বন্ধেতে যে অনুযোগিকত্ব বা প্রতিযোগিকত্ব থাকে তাহা স্বাভাবিক অসুভবের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে । সুতরাং অনুযোগিকত্ব প্রতিযোগিকত্ব লইয়া অধিক বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই । তাহা হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকশব্দসামান্ত্রে নিকট-প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ বাদানুপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবাহিরপ্রতিযোগিকত্ব বা প্রতিযোগিকসম্বন্ধত্ব, এবং হেতুধিকরণীভূতব্যংকিঞ্চিব্যক্তানুযোগিকত্ব বা অনুযোগিকসম্বন্ধত্ব এই উভয়াভাব থাকিলে হেতুযুক্তি সেই অভাবটিই হইবে প্রতিযোগিব্যতিকরণ অভাব ; এবং ইহাতেই, অর্থাৎ

লক্ষণটিকে এইভাবে বলিলেই “ধুমবান্ বহেঃ” হলে আর অভিয্যাপ্তি হইবে না। কারণ, ইহাতে আর ধুমসংযোগে অরোগোলকানুযোগিকসংসর্গত্ব থাকে না; অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেতুমগ্নিষ্টধূমাতাবীরপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকিলেও হেত্বধিকরণঅরোগোলকানুযোগিকত্ব থাকে না (অর্থাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদকধূমীয়সংযোগসম্বন্ধে অরোগোলকানুযোগিকসম্বন্ধত্ব থাকে না), কলে উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং হেত্বধিকরণে ধূমাতাব বা সাধ্যাতাব লক্ষণের ঘটক হওয়ার আর অভিয্যাপ্তি হয় না। তাহা হইলে বিষয়টি কিরূপ হইল? যথার্থবিশিষ্টধীনিয়ামক, অর্থাৎ যথার্থবিশিষ্ট জ্ঞানের নিয়ামক যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই তদনুযোগিক সম্বন্ধত্ব বা উক্তরূপ অনুযোগিক সম্বন্ধত্ব থাকে, ইহাই প্রকৃত বক্তব্য বিষয়। এইরূপ সম্বন্ধত্বের দ্বারাই, অর্থাৎ এইপ্রকার অনুযোগিক সম্বন্ধত্বের দ্বারাই “বহিমান্ বহিরূপাৎ” হলের অভিয্যাপ্তি বারণ হয়। এই হলে সাধ্য হইল ‘বহি’, এবং হেতু হইল ‘বহিরূপ’; ‘বহি’ থাকে পক্ষতাদিতে, এবং ‘বহিরূপ’ বা হেতু থাকে বহিতে, সুতরাং ইহা অসদ্ব্যবহার। সাধ্য বহি পক্ষতাদিতে সংযোগসম্বন্ধে থাকার সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ। অসদ্ব্যবহারে হেত্বধিকরণে সাধ্যাতাব কাম্য হওয়ার এখানে বহিরূপাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে অর্থাৎ বহিতে (‘বহিরূপ’ বহিতে থাকে বলিয়া বহিরূপের অধিকরণ বা হেত্বধিকরণ হইল বহি) সাধ্যাতাব বা বহ্যাতাব চিন্তা করিতে হইবে; কিন্তু তাহা হয় না, অর্থাৎ বহিতে বহ্যাতাব সম্ভব হয় না। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে অর্থাৎ পক্ষত্বে যে বহিসংযোগ তাহাই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হওয়ার সেই সংযোগসামান্ত্রে হেতুমগ্নিষ্ট-বহ্যাতাবীরপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব বা বহিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, ইহার অভাব থাকে না, এবং হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিবহিব্যক্তানুযোগিকত্বও বা বহ্যানুযোগিকত্বও থাকিয়া যায়, ইহার অভাব থাকে না; এইরূপে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে উক্ত উভয়াভাব আর ধরা যায় না, কলে, হেত্বধিকরণে বহ্যাতাব বা সাধ্যাতাব ধরা যায় না, এবং এই অসদ্ব্যবহারে সাধ্যাতাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ার অভিয্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কিন্তু এই অভিয্যাপ্তি স্বাভাবিক অনুভবের দ্বারাই অপগত হয় (বা অপাত্ত হয়)। কেননা, পক্ষত্বে যে বহিসংযোগ সেই সংযোগের অর্থাৎ পক্ষতবহিসংযোগের হেতুমগ্নিষ্টত্ব থাকিলেও, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকপক্ষত-

বহিসংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণবহ্যহুযোগিকত্ব থাকার জন্য পর্কতবহি-
 সংযোগের হেতুমত্বস্তিত্ব থাকিয়া বার (হেতুমতে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে বা
 বহিরূপাধিকরণে অর্থাৎ বহিতে পর্কতবহিসংযোগ থাকার কালে ঐ
 সংযোগ বহিতে বৃত্তি হয়, অর্থাৎ ঐ সংযোগ হইল হেতুমত্বস্তিসংযোগ,
 এবং ঐ সংযোগে থাকে হেতুমত্বস্তিত্ব) বলিয়া পর্কতবহিসংযোগের
 হেতুমত্বস্তিত্ব থাকিলেও, উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকপর্কতবহিসংযোগসম্বন্ধে বহ্যহু-
 যোগিকসম্বন্ধত্ব বা বহ্যহুযোগিকত্ব থাকে না। কারণ, পর্কতবহিসংযোগ-
 সম্বন্ধে পর্কতাহুযোগিকত্ব থাকিতে পারে, বহ্যহুযোগিকত্ব থাকিতে পারে
 না, বরং বহিঃপ্রতিযোগিকত্ব থাকিতে পারে। পর্কতে বহিঃ যে সংযোগ-
 সম্বন্ধে থাকে সেই সংযোগের প্রতিযোগী বহিঃ এবং অহুযোগী পর্কত
 ইত্যাদিই হয়, বহিঃ কদাপি ঐ সংযোগের অহুযোগী হয় না, ইহা অমুভব
 সিদ্ধ এবং স্বাভাবিক প্রতীতি সিদ্ধ। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকপর্কত-
 বহিসংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণাহুযোগিকত্ব বা বহ্যহুযোগিকত্ব না থাকার
 কালে উভয়াভাব সিদ্ধ হয়, এবং উভয়াভাব সিদ্ধ হওয়ার কালে হেত্বধিকরণে
 বহ্যতাবীরপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবহিরূপপ্রতিযোগিকত্বাভাব প্রতিপাদিত
 হয়; ইহাতে হেত্বধিকরণে বহ্যতাব বা সাধ্যতাব সম্ভব হওয়ার
 “বহিমান্ বহিরূপাং” এই অসন্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না।
 এইভাবে স্বাভাবিক অমুভবের দ্বারাই ‘অহুযোগিকত্ব’ এবং ‘প্রতিযোগি-
 কত্ব’কে চিন্তা করিতে হইবে, এবং তাহার দ্বারাই, অর্থাৎ স্বাভাবিক
 প্রতীতির দ্বারাই ‘অহুযোগিকত্ব’ এবং ‘প্রতিযোগিকত্ব’ শব্দের অর্থ সঙ্গতির
 কালে লক্ষণ সম্বন্ধ হইবে এবং কোনো বিপত্তির আশঙ্কা থাকিবে না।
 দীর্ঘিতিকারের ইহাই অভিমত, এবং জগদীশ তাহাই ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু,
 দীর্ঘিতিকারের এবশ্রকার অভিমত প্রকাশের পর জগদীশ এই প্রসঙ্গে একটি
 আশঙ্কার কথা বলিলেন। যেস্থলে একসংযোগব্যক্তি, অর্থাৎ একই সংযোগ
 যে পদার্থবয়ের পরম্পর বিশিষ্টজ্ঞানের প্রমা হয় সেস্থলে তাহাদের, অর্থাৎ ঐ
 পদার্থবয়ের একটি সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য হইলে তদীয়রূপাদিতে ব্যভিচারী
 স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। বলা, “তৎমল্লবান্ তৎমল্লীরূপাং” স্থলে প্রথম
 মলের উপর দ্বিতীয় মল থাকার প্রথম মল মলবান্ হইয়াছে, সাধ্য ‘মল’
 সংযোগসম্বন্ধে থাকার সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ। হেতু হইল
 ‘মলীরূপ’, অর্থাৎ দ্বিতীয় মলের যে রূপ, অর্থাৎ দ্বিতীয় মলের মলীরূপ হইল

হেতু। ইহা “বহিমান্ বহিরূপাং” শব্দের দ্বারা অসম্ভবত্ব। এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ যে সংযোগ, অর্থাৎ মল্লীসংযোগ তাহার প্রকৃত অহুযোগী এবং প্রতিযোগী কে? বুদ্ধরত মল্লস্বর পরস্পর পরস্পরের উপর উপস্থিত হয়; ইহাতে কখনও প্রথম মল্ল সংযোগসম্বন্ধের অহুযোগী এবং দ্বিতীয় মল্ল সংযোগসম্বন্ধের প্রতিযোগী হয়, আবার পরক্ষণেই দ্বিতীয় মল্ল ঐ সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধের অহুযোগী এবং প্রথম মল্ল প্রতিযোগী হয়। ইহাতে উক্ত সংযোগের প্রকৃত অহুযোগী এবং প্রতিযোগী নির্ধারণ করা কঠিন, অহুতবের দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না; কারণ, বস্তুতঃপক্ষে উভয় মল্লই পর্যায়ক্রমে অহুযোগী এবং প্রতিযোগী হয়, স্বাভাবিক অহুতবের দ্বারা উভয় মল্লেরই অহুযোগিত্ব এবং প্রতিযোগিত্ব প্রতীত হয়। এরূপ অবস্থায় “বহিমান্ বহিরূপাং” শব্দের দ্বারা এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে প্রথম মল্লতে যে মল্লীসংযোগ সেই সংযোগের মল্লানুযোগিকসম্বন্ধ বা মল্লানুযোগিকত্ব না থাকায় ঐ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে উভয়াভাব চিন্তা করিয়া হেত্বধিকরণে বা মল্লীয়রূপাধিকরণে বা দ্বিতীয় মল্লতে সাধ্যতাব অর্থাৎ মল্লাভাব বা দ্বিতীয় মল্লাভাব গ্রহণ করিয়া অতিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। কারণ, উভয় মল্লতেই সংযোগের অহুযোগিত্ব এবং প্রতিযোগিত্ব দুইই থাকায় মল্লানুযোগিকত্ব এবং মল্লপ্রতিযোগিকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকিয়া যায়, ইহাদের কোনোটিরই অভাব থাকে না, এবং তাহাতে উভয়াভাব সম্ভব না হওয়ায় হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব গ্রহণ সম্ভব হয় না এবং অতিব্যাপ্তি বারণ করা যায় না। অর্থাৎ শুদ্ধ স্বাভাবিক অহুতবের দ্বারা অহুযোগী প্রতিযোগী নির্ধারণ এক্ষেত্রে সম্ভব নয়, এবং তদ্বারা অতিব্যাপ্তি বারণও সম্ভব নয়। এইরূপ আশঙ্ক্য কথ্য জগদীশ উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে ইহা খ্যেয়, অর্থাৎ চিন্তনীয়; অর্থাৎ অহুতবের কথা বলিলেও সর্বত্র আশঙ্কা দূর হয় না, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

দীর্ঘিতি—দুয়সংযোগে বহুত্বধিকরণারোপোলকানুযোগিকত্বত্ব
চৈত্রানুত্ববিশিষ্টৈতদ্বৎসংযোগে এতদ্বৎসংযোগেচৈত্রানুযোগিকত্বস্য,
তদ্বৎসংযোগেচৈত্রানুত্ববিশিষ্টৈতদ্বৎসংযোগে চ জাত্যধিকরণত্বানুযোগিকত্বস্য

বিরূপাৎ নাতিপ্রসঙ্গঃ ।

অনুবাদ : ধূমসংযোগে বহুধিকরণ অয়োগোলকানুযোগিকত্বের, চৈত্রান্তদ্বিবিধিষ্ট এতদণ্ডসংযোগে এতদণ্ডাধিকরণ চৈত্রানুযোগিকত্বের এবং গুণকর্তৃন্যদ্বিবিধিষ্টসত্তাসমবাসে জাত্যধিকরণগুণানুযোগিকত্বের বিরূপ হওয়ার অতিপ্রসঙ্গ হয় না ।

ব্যাখ্যা : দীর্ঘতীকৃত লক্ষণে ‘যৎকিঞ্চিৎ’ ‘নিরুক্ত’ (অর্থাৎ ‘বাদ্ধ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’) প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য দীর্ঘতীকার এই গ্রন্থে উত্থাপন করিলেন । “ধূমবান্ বহুঃ” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে, অর্থাৎ ধূমসংযোগে ধূমভাবীয়প্রতিযোগিকত্ব থাকে, এবং হেত্বধিকরণ বা বহুধিকরণ মহানসানুযোগিকত্ব, পৰ্বতানুযোগিকত্ব ইত্যাদিও থাকে, কারণ, পৰ্বত, মহানস ইত্যাদিতেও ধূম থাকে । যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণ না থরিলে যে কোনো হেত্বধিকরণ ধরা যায়, অর্থাৎ মহানস প্রভৃতি হেত্বধিকরণ ধরা যায়, এবং মহানস প্রভৃতি হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব ধূমসংযোগে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগে থাকিয়া যায় ; এবং হেত্বধিকরণরূপে এস্থলে অয়োগোলক গ্রহণ না করিলেও চলে । কলে, বহুধিকরণ বা হেত্বধিকরণঅয়োগোলকানুযোগিকত্ব গ্রহণ না করিলে তদভাব আর ধূমসংযোগে ধরা যায় না, ইহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধূমসংযোগে উভয়াভাব ধরা যায় না, এবং সাধ্যাভাব লক্ষণের ষটক না হওয়ার এই অসদ্ব্যপ্তি স্থলে অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি হয় ।

“চৈত্রান্তদ্বিবিধিষ্টএতদণ্ডবান্ এতদণ্ডাৎ” এই অসদ্ব্যপ্তি স্থলে সাধ্য হইল ‘চৈত্রান্তদ্বিবিধিষ্টএতদণ্ড’ এবং হেতু হইল ‘এতদণ্ড’ ; হেত্বধিকরণ হইল চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি ব্যক্তি । ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘নিরুক্ত’ পদ অর্থাৎ ‘বাদ্ধপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ পদ প্রয়োগ না করিলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ চৈত্রান্তদ্বিবিধিষ্ট-এতদণ্ডসংযোগসম্বন্ধে চৈত্রান্তদ্বিবিধিষ্টএতদণ্ডপ্রতিযোগিকত্ব থাকে এবং হেত্বধিকরণ বা এতদণ্ডাধিকরণ মৈত্রানুযোগিকত্ব থাকে, অর্থাৎ চৈত্রান্তদ্বিবিধিষ্টএতদণ্ডপ্রতিযোগিক সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণচৈত্রানুযোগিকত্ব গ্রহণ না করিলেও হয় ; কলে উভয়াভাব হয় না, ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব না হওয়ার অতিব্যাপ্তি হয় ।

“গুণকর্তৃন্যদ্বিবিধিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” এই স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবাস-

সবন্ধে ণগকর্মান্তত্ববিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্ব থাকে, এবং ণগানুযোগিকত্বও থাকে, কারণ, বিশিষ্টসত্তা ও কেবলসত্তা এক এবং অনতিরিক্ত বলিয়া সত্তা সমবায়সবন্ধে থাকে ; সুতরাং সমবায়ে ণগকর্মানুযোগিকত্ব থাকায় সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক হয় না, হেত্বধিকরণে অস্ত্র অভাব গ্রহণ করিলেই অসন্ধেতুহলে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘যংকিঞ্চিৎ’ ও ‘নিরুক্ত’ পদ দেওয়া হইয়াছে। জাগদীশী-গ্রন্থ ব্যাখ্যায় ইহা বিশদভাবে বলা হইতেছে।

জাগদীশী—যংকিঞ্চিদিত্যস্য ফলমাহ ধূমসংযোগ ইতি। অন্যথা মহানসানুযোগিকত্বধূমপ্রতিযোগিকত্বোভয়সৈব ধূমসংযোগে সন্ধেন ধূমাভাবস্য প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাভাবাং ধূমবান্ বহুঃ ইত্যাদৌ অতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ ইতি ভাবঃ। ষষ্ঠ্যান্তত্রয়ং বিরহাৎ ইত্যন্বয়ি। নিরুক্তপদস্য ছদ্ব্যতঃ ফলমাহ চৈত্রান্যত্বেতি। নিরুক্তপদানুকর্তৌ চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টৈতদদণ্ডবানেতদদণ্ডাদিত্যত্র চৈত্রবৃত্ত্যেতদদণ্ডসংযোগে এব চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টঃ এতদদণ্ডাভাবপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণীভূতচৈত্রানুযোগিকত্বোভয়াভাববিরহাৎ তাদৃশদণ্ডাভাবস্য লক্ষণাঘটকতয়া অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ ; তদুপাদানে তু চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টৈতদদণ্ডত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বস্য অভাবাদেব তত্র উভয়াভাবসম্ভব ইতি ন অতিব্যাপ্তি ইতি ভাবঃ। যদি চ প্রতিযোগিতাপ্রত্যাক্ষয়ং নানৈব ন তু একেতি মতে তদা চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টদণ্ডত্বাবচ্ছিন্নং যৎ চৈত্রাবৃত্তিদণ্ডনিষ্ঠং প্রতিযোগিত্বং তদাক্ষয়প্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণীভূতঃ চৈত্রানুযোগিকত্বোভয়াভাবস্য সংযোগসামান্যে এব সত্ত্বাং নিরুক্তপদং বিনাহপি ন অতিব্যাপ্তিঃ সম্ভবতীতি তদ্ব্যতীতসাধারণেন অতিব্যাপ্তিরক্ষণার্থমুক্তমেতদিতি। যদি অনুযোগিতাপ্রত্যাক্ষয়ং নানৈব ন তু একেতিমতং তদা দণ্ডসামান্যস্য হেতুত্বে এতদণ্ডপ্রতিযোগিকসংযোগসামান্য এব দণ্ডান্তরাধিকরণীভূতযংকিঞ্চিব্যক্তানুযোগিকত্বাভাবাদেব উভয়াভাবসদ্বাদিতি

ব্যাপ্তিবিরহঃ স্যাৎ অতো হেতাবেতদিত্তি । সংযোগেন সাধ্যতান্নাং
নিরুক্তপদস্য ব্যাবৃত্তিবৃদ্ধ্যুৎ । সমবায়েন সাধ্যতান্নাং তামাহ গুণ-
কল্পাশ্রয়েতি । ইদং চ সমবায়স্য স্বাধিকরণভেদেনাপি নানাস্থমভি-
প্রোত্য তসৈকত্বে তু তত্র গুণানুযোগিকত্ববিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্বো-
ভয়সম্বন্ধে অতিব্যাপ্তিতাবদবস্থ্যাৎ ।

অনুবাদ : ‘যৎকিঞ্চিৎ’ পদের কল বলা হইতেছে ‘ধূমসংযোগ’
ইত্যাদি । অন্তর্ভাব, মহানসামুযোগিকত্ব ধূমপ্রতিযোগিকত্ব উভয়েরই ধূম-
সংযোগে থাকায় ধূমাভাবের প্রতিযোগিবৈরধিকরণের অভাব বশতঃ
“ধূমবান্ বহেঃ” ইত্যাদিতে অতিপ্রসঙ্গ হউক, ইহাই ভাব । বষ্ঠ্যান্তর্যয়ের
‘বিরহাৎ’ ইহার সহিত অর্থ হয় ইহা আছে । কোশলে ‘নিরুক্ত’ পদের কল বলা
হইতেছে ‘চৈত্রান্তত্ব’ ইত্যাদি । ‘নিরুক্ত’ পদের অর্থক্ৰিতে ‘চৈত্রান্তত্ববিশিষ্ট-
এতদগুবান্ এতদগুৎ’ ইত্যাদি এস্থলে চৈত্রবৃত্তি এতদগুসংযোগেই
চৈত্রান্তত্ববিশিষ্টএতদগুতাবপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) হেত্বধিকরণী-
ভূতচৈত্রানুযোগিকত্ব (এই) উভয়াভাব না থাকায় তাদৃশ দগুতাব লক্ষণের
ঘটক হয় না বলিয়া অতিব্যাপ্তি হউক ; কিন্তু তদুপাধানে চৈত্রান্তত্ববিশিষ্ট-
এতদগুতাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অভাব বশতঃই সেস্থলে উভয়াভাব সম্ভব
(হয়) ইত্যাদি, (এবং) অতিব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব । এবং যদি
প্রতিযোগিতাপ্রত্যক্ষর নানাই, কিন্তু এক নয় ইত্যাদি মত (হয়), তাহা
হইলে, চৈত্রান্তত্ববিশিষ্টদগুতাবচ্ছিন্ন যে চৈত্রাবৃত্তিদগুনিষ্ঠপ্রতিযোগিকত্ব,
তাহার আশ্রয় যে প্রতিযোগিকত্ব (এবং) হেত্বধিকরণীভূতচৈত্রানুযোগিকত্ব
(এই) উভয়াভাব সংযোগসামান্যেই থাকায় কলে নিরুক্তপদ বিনাই
অতিব্যাপ্তি সম্ভব হয় না ইত্যাদি, (নুতরাং) তদ্ব্যবসায়ণের দ্বারা
অতিব্যাপ্তি রক্ষার জন্য ‘এতৎ’ ইত্যাদি উক্ত (হইল) । যদি অমুযোগিতা-
প্রত্যক্ষর নানাই, এক নয়, এই মত (হয়), তাহা হইলে, দগুসামান্যের
হেতুত্বে এতদগুপ্রতিযোগিকসংযোগসামান্যেই দগুস্তরাধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎ-
ব্যক্তানুযোগিকত্বাভাব বশতঃই উভয়াভাব ইত্যাদি থাকে বলিয়া ব্যাপ্তিবিরহ
হউক ; নুতরাং হেতুতে ‘এতৎ’ ইত্যাদি (পদ দেওয়া হইল) । সংযোগ-
সম্বন্ধে সাধ্যতাতে নিরুক্তপদের ব্যাবৃত্তি বলিয়া সমবায়সম্বন্ধে সাধ্যতাতে

‘জনকদ্বন্দ্ব’ ইত্যাদি হলে তাহা (নিরুক্ত পদের ব্যাখ্যাস্থি) বলা হইতেছে । এবং ইহা সমবায়ের ব্যাখ্যাকরণের দ্বারা ই নানাস্থ অভিপ্রায় করিয়া (বলা হইয়াছে), কিন্তু, তাহার একত্বে, সেহলে, জনস্বাভাবিকত্ব (এবং) বিশিষ্টসত্ত্বপ্রতিযোগিকত্ব উভয়াভাব থাকার তদবস্থার অভিব্যাপ্তি (হয়) বলিয়া (নানাস্থ অভিপ্রায় করা হইয়াছে) ।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘বৎকিকিং’ পদটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার জন্তই দীর্ঘভিত্তিকার ‘ধুমসংযোগ’ ইত্যাদি গ্রন্থের সূচনা করিলেন । ব্যাভিচারী হলে অভিব্যাপ্তি আনয়নের জন্তই লক্ষণে শুধুমাত্র ‘হেত্বধিকরণ’ না বলিয়া ‘বৎকিকিং হেত্বধিকরণ’ বলা হইয়াছে । ‘ধূমবান্ বহুঃ’ হলে হেত্বধিকরণ বা বহুধিকরণ মহানস, পক্ষত প্রভৃতিও হয়, এবং অরোগোলকও হয় । যে কোনো হেত্বধিকরণ গ্রহণ করিলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে বা ধূমসংযোগে হেত্বধিকরণ বা বহুধিকরণমহানসাহযোগিকত্ব এবং ধূমপ্রতিযোগিকত্ব উভয়ই থাকে, (কারণ, মহানস, পক্ষত প্রভৃতিতে ধূম থাকে), উভয়াভাব থাকে না, হেতুময়িষ্ট প্রতিযোগিব্যাধিকরণতাবরণে ধূমতাবকে বা সাধ্যতাবকে ধরা যায় না, এবং সেকারণে অন্ত অভাব ধরিলেই অভিব্যাপ্তি হয় । কিন্তু, ‘বৎকিকিং’ পদ লক্ষণে থাকার কলে ব্যাভিচারী হেত্বধিকরণটি ধরিতে হইবে, ‘বৎকিকিং’ পদের ইহাই তাৎপর্য ; ইহাতে পক্ষত, মহানস প্রভৃতিকে হেত্বধিকরণ বা বহুধিকরণ না ধরিয়া অরোগোলককেই ধরিতে হইবে, অর্থাৎ অরোগোলকই হইবে প্রকৃত উদ্ভিষ্ট ‘বৎকিকিংহেত্বধিকরণ’ ; এই অরোগোলকে ধূমতাব বা সাধ্যতাব থাকার কলে আর অভিব্যাপ্তি বা অভিপ্রসঙ্গ হইবে না । দীর্ঘভিত্তিকগ্রন্থে যে ‘বহুধিকরণারোগোলকাহযোগিকত্বত্ব’, ‘এতদগুণধিকরণচৈত্রাহযোগিকত্বত্ব’ এবং ‘জাত্যধিকরণগুণাহযোগিকত্বত্ব’ এই তিনটি বস্তু পদ রহিয়াছে, ঐ গ্রন্থে ইহাদের সহিত ‘বিরহাৎ’ এই পদের অর্থ হইবে ; অর্থাৎ উক্ত পদগুলির বিরহ বা অভাব বশতঃ য য হলে অভিব্যাপ্তি হয় না ।

‘নিরুক্ত’ অর্থাৎ লক্ষণস্থিত ‘যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবজ্জিহ্ব’ পদটির তাৎপর্য ‘চৈত্রাহযোগিকত্ব’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দীর্ঘভিত্তিকার কৌশলে ব্যাখ্যা করিলেন । “চৈত্রাহযোগিকত্ববিশিষ্টএতদগুণবান্ এতদগুণাৎ” হলটি হইল অসম্বন্ধত্ব-হল । চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ একটি এবং একই দণ্ড দ্বারা করিয়া আছে, একপ অবস্থার হেতু যে এতদগুণ তদধিকরণ বা হেত্বধিকরণ হইল

চৈত্র, বৈত্র প্রভৃতি সকলেই ; কিন্তু সাধ্য করা হইল চৈত্র ব্যতীত যে অন্ত
 তত্ত্ববিশিষ্টএতদ্বৎ, অর্থাৎ 'চৈত্রাত্ত্ববিশিষ্টএতদ্বৎ', সুতরাং হেতু অর্থাৎ
 এতদ্বৎ সাধ্যের ব্যাপক হওয়ার ইহা অসম্ভবত্ব হইল। হেত্বধিকরণে যে
 অভাবটি ধরিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং প্রতিযোগিব্যাহিকরণ অভাব পাওয়া
 যাইবে হেতুময়িষ্ট সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নকেই 'বাদৃশ-
 প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্ন'রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং 'নিরুক্ত' পদের
 অর্থও তাহাই। এই 'নিরুক্ত' পদ, অর্থাৎ 'বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-
 বচ্ছিন্ন' পদ লক্ষণে নিবেশ না করিলে কি ক্ষতি হয় ? এই পদ লক্ষণে নিবেশ
 না করিলে যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণে অবশ্যই যে কোনো অভাব ধরা যাইবে।
 ইহাতে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে এতদ্বৎসংযোগে—(তাহা চৈত্রবৃত্তিসংযোগই
 হউক আর মৈত্রবৃত্তিসংযোগই হউক, কারণ, এতদ্বৎসংযোগ চৈত্রেও থাকে
 এবং মৈত্রেও থাকে)—ধরা গেল চৈত্রবৃত্তিএতদ্বৎসংযোগে—চৈত্রাত্ত্ববিশিষ্ট-
 এতদ্বৎতাবপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে, তদতাব থাকে না, কারণ,
 চৈত্রাত্ত্ববিশিষ্ট যে এতদ্বৎ তাহা চৈত্রবিশিষ্টও বটে, তজন্ত চৈত্রের স্বত্বভেদেও
 এতদ্বৎ থাকার কলে চৈত্রাত্ত্ববিশিষ্টএতদ্বৎও চৈত্রের স্বত্ব পক্ষান্তরে
 থাকিয়া যায়। সেইজন্যই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ চৈত্রবৃত্তিএতদ্বৎ-
 সংযোগসম্বন্ধে (হেত্বধিকরণে চৈত্রাত্ত্ববিশিষ্টতাব প্রত্যা চিন্তা করিয়া)
 চৈত্রাত্ত্ববিশিষ্টএতদ্বৎতাবপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায় ; অপর-
 দিকে, উক্ত 'সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তিচৈত্রাত্ত্বযোগিকত্বও
 থাকে ; কলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ চৈত্রবৃত্তিএতদ্বৎসংযোগসম্বন্ধে
 উভয়তাব সম্ভব হয় না, এবং তাহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব ধরা সম্ভব
 হয় না বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, 'বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদককা-
 বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব' কথাটি লক্ষণে নিবেশ করিলে আর ঐ অতিব্যাপ্তি দোষ
 হয় না। কারণ, তাহা হইলে, চৈত্রাত্ত্ববিশিষ্টএতদ্বৎতাব বলিতে চৈত্রাত্ত্ব-
 বিশিষ্টএতদ্বৎতাবচ্ছিন্নচৈত্রাত্ত্ববিশিষ্টএতদ্বৎনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাকাতাব বুঝা
 যাইবে, অর্থাৎ চৈত্রাত্ত্ববিশিষ্টএতদ্বৎতাবচ্ছিন্ন যে দণ্ডাংশ তদতাবই বুঝা
 যাইবে, চৈত্রের স্বত্বস্থিত দণ্ডাংশ সমেত সমগ্র দণ্ডটিকে তখন বুঝা যাইবে
 না। এইরূপ হইলে, চৈত্রবৃত্তিওসংযোগে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে
 চৈত্রাত্ত্ববিশিষ্টএতদ্বৎতাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বতাব থাকিয়া যাইবে (কারণ,
 চৈত্র ব্যতীত অন্তের স্বত্বস্থিত দণ্ডাংশ চৈত্রবৃত্তিসংযোগে থাকিবে না),

ইহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে উভয়াভাব সম্ভব হইবে এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব অর্থাৎ চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদগুণতাব ধরা বাইরে, কলমে এই অসম্বন্ধত্বহলে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। ‘বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ অর্থাৎ ‘নিকৃক্ত’ পদটি নিবেশের জন্যই এইপ্রকার অতিব্যাপ্তি বারণ হয়।

“চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদগুণান্ এতদগুণাং” স্থলটিতে সাধ্য ধরা হইয়াছে ‘চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদগুণ’, কেবল দণ্ড নহে, এবং হেতু ধরা হইয়াছে ‘এতদগুণ’, কেবল দণ্ড নহে। সাধ্যে এবং হেতুতে এই ‘এতৎ’ শব্দ দীর্ঘত্বিকার কেন প্রয়োগ করিলেন? প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে অভাবীর প্রতিযোগীতে যে প্রতিযোগিতা থাকে তাহা প্রতিযোগী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন; অর্থাৎ প্রতিযোগিতার প্রতি আশ্রয় বা প্রত্যেক আশ্রয় যে প্রতিযোগী তাহা নানা বা ভিন্ন বলিয়া প্রতিযোগিতাও নানা বা ভিন্ন; যথা, ঘটাব্যবহার প্রতিযোগী যে ভিন্ন ভিন্ন ঘট সেই ভিন্ন ভিন্ন ঘট যে প্রতিযোগিতা তাহাও ভিন্ন ভিন্ন। এই মত গ্রহণ করিলে চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টদণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন চৈত্রাবৃত্তিদণ্ডনিষ্ঠ যে প্রতিযোগিত্ব বা প্রতিযোগিতা (অর্থাৎ চৈত্র ভিন্ন অন্যব্যক্তিতে যে দণ্ড আছে তদগুণকে অভাবরূপে চিন্তা করিয়া তদভাবীয় প্রতিযোগী যে তদগুণ সেই তদগুণনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা), সেই প্রতিযোগিতার আশ্রয় যে প্রতিযোগী তৎপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তিচৈত্রান্যযোগিকত্ব এই উভয়াভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসামান্যে অর্থাৎ এতদগুণসংযোগসামান্যে থাকে; ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি হয় না। এই অতিব্যাপ্তি বারণ ‘নিকৃক্ত’ পদ অর্থাৎ ‘বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ পদ ব্যতীতই সম্ভব হয়। কারণ, প্রতিযোগিতা পৃথক পৃথক হওয়ার বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ব্যক্তিতে যে বিভিন্ন দণ্ড আছে সেই দণ্ডভাবীয় ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডনিষ্ঠপ্রতিযোগী ভিন্ন ভিন্ন, এবং তৎ তৎ প্রতিযোগিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাও ভিন্ন ভিন্ন। তাহা হইলে, চৈত্রাবৃত্তিদণ্ডনিষ্ঠ অর্থাৎ চৈত্র ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড আছে তৎ তৎ দণ্ডনিষ্ঠপ্রতিযোগিতা অবশ্যই চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টদণ্ডত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা হইবে; এবং এই চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টদণ্ডত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতার আশ্রয় যে প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগিকত্ব (অর্থাৎ সেই প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব), এবং হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তিচৈত্রান্যযোগিকত্ব এই উভয়াভাব সাধ্যতাব-

জেহকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে অর্থাৎ এতদ্ব্যাপ্তিসংযোগসামান্যে থাকিয়া যায় ;
 এবং ইহাতে উক্তভাব সম্ভব হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি হয় না । অর্থাৎ
 লক্ষণে ‘নিরুক্ত’ পদ ব্যতীতই হেতুধিকরণে সাধ্যভাব অর্থাৎ চৈত্রান্য-
 বিশিষ্টদণ্ডভাব গ্রহণ সম্ভব হয় । প্রাচীন নৈয়ায়িকদের প্রতিযোগিতার
 নানাত্ব সম্পর্কিত মত নবোরা স্বীকার করেন না ; সুতরাং নব্য ও প্রাচীন
 সকলের সাধারণ মত অমুসারী বাহাতে এহলের অতিব্যাপ্তিটি ‘নিরুক্ত’
 পদের দ্বারাই বারণ হয় তজ্জন্যই সাধ্যে ‘এতৎ’ পদের নিবেশ । ‘চৈত্রান্য-
 বিশিষ্টএতদ্ব্যাপ্তি’ সাধ্য ধরিলে চৈত্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তিতে যে পৃথক দণ্ড আছে
 সেই দণ্ডভাবীর প্রতিযোগিতার ভিন্নতা বশতঃ সেই দণ্ডভাবীরপ্রতি-
 যোগিপ্রতিযোগিকত্বভাব আর ধরা যাইবে না, কারণ, এতদ্ব্যাপ্তি সাধ্য
 হওয়ার এক অংশ চৈত্রেতে এবং সেই দণ্ডেরই অপর অংশ চৈত্রে ভিন্ন
 অন্যেতে আছে বুঝিতে হইবে এবং চৈত্রান্যবিশিষ্টএতদ্ব্যাপ্তি তখন সেই
 একই দণ্ডের যে অংশ চৈত্রেতে নাই তাহাকেই ইঙ্গিত করিবে । ইহাতে
 দণ্ড একই হওয়ার সেই দণ্ডভাবীর প্রতিযোগীতে যে প্রতিযোগিতা তাহাও
 সেক্ষেত্রে একটিই হইবে ; অন্যদণ্ডপ্রতিযোগীতে যে প্রতিযোগিতা তাহা
 ভিন্ন হইবে, কিন্তু একই দণ্ডপ্রতিযোগীতে প্রতিযোগিতাও একটি হইবে, ভিন্ন
 হইবে না । কলে, চৈত্রান্যবিশিষ্টএতদ্ব্যাপ্তি পক্ষান্তরে চৈত্রবিশিষ্টএতদ্ব্যাপ্তি
 হওয়ার যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় তাহা ‘নিরুক্ত’ পদের দ্বারাই বারণ
 করিতে হয় । এই ‘এতৎ’ পদ সাধ্যে প্রয়োগের জন্যই প্রাচীন মত অমুসারে
 প্রতিযোগিতার ভিন্নতা স্বীকারের দ্বারা অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না ;
 প্রাচীনদেরকেও ‘নিরুক্ত’ পদ স্বীকারের দ্বারা অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে হয় ।
 আর, নবোরা প্রতিযোগিতার ভিন্নতা স্বীকার না করার তাহাদের তো
 ‘নিরুক্ত’ পদের সাহায্যেই এহলের অতিব্যাপ্তি বারণ করিতেই হয় । এইরূপে
 নব্য ও প্রাচীন উভয়েরই প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত অভিমত অমুসারে বাহাতে
 এহলের অতিব্যাপ্তিটি রক্ষা হয় তজ্জন্যই সাধ্যে ‘এতৎ’ শব্দের প্রয়োগ ;
 এবং উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ মত অমুসারে অতিব্যাপ্তিটি ‘নিরুক্ত’ অর্থাৎ
 ‘বাদৃশপ্রতিযোগিতাবজ্জেরকাবচ্ছিন্ন’ পদের দ্বারাই বারণ হইবে । ঠিক
 এইরূপেই অমুসারিতার প্রতি আশ্রয় ভেদে অর্থাৎ প্রত্যেক অমুসারী ভেদে
 অমুসারিতা যদি ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, পৃথক পৃথক
 প্রত্যেক দণ্ডেতেই এই অমুসারিতা পৃথক পৃথক হইবে ; এবং শুধুমাত্র দণ্ডকে

হেতু ধরিলে, অর্থাৎ ‘এতদণ্ড’ হেতু না হইয়া ‘বণ্ড’ হেতু হইলে, বণ্ডসামান্য-
তেই হেতু স্ব থাকিবে। তাহা হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকচৈত্রান্যস্ববিশিষ্ট-
এতদণ্ডসংযোগসম্বন্ধে এতদণ্ডপ্রতিযোগিকত্ব থাকিবে, কিন্তু তিরস্কাধি-
করণানুযোগিকত্ব থাকিবে না; অর্থাৎ এতদণ্ডপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বন্ধ-
সামান্যে তিরস্কাণ্ড বা বণ্ডান্তরাধিকরণীভূতবৎকিঞ্চিব্যক্তানুযোগিকত্ব থাকিবে
না (কেননা, তিরস্কাধিকরণানুযোগিকত্ব এতদণ্ডসংযোগে থাকার কোনো
সম্ভাবনা নাই), ইহাতে উভয়াভাব অবশ্যই সম্ভব হইবে; কিন্তু ইহাতে
হেতু এবং হেত্বধিকরণ অনির্দিষ্ট হওয়াতে ব্যাপ্তি হইবে না। এইরূপে
ব্যাপ্তির অভাব বা ব্যাপ্তিবিবাহ উপস্থিত হওয়াতেই হেতুতে ‘এতৎ’ শব্দের
প্রয়োগ, অর্থাৎ শুদ্ধ ‘বণ্ড’কে হেতু না ধরিয়া বা বণ্ডসামান্যকে হেতু না ধরিয়া
‘এতদণ্ড’কে হেতু ধরা হইয়াছে।

সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতাতে অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে ‘নিকৃষ্ট’
পদের কি প্রয়োজনীয়তা তাহা “চৈত্রান্তস্ববিশিষ্টএতদণ্ডবান্ এতদণ্ডাৎ” স্থলে
দেখান হইল। এক্ষণে, সমবারসম্বন্ধে সাধ্যতাতে ‘নিকৃষ্ট’ পদের তাৎপর্য
উল্লেখের জন্যই “গুণকর্ম্মান্তস্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” এই স্থলের উল্লেখ।
এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবারসম্বন্ধে গুণকর্ম্মান্তস্ববিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্ব
এবং হেত্বধিকরণ বা জাত্যধিকরণগুণানুযোগিকত্ব এতদুভয়ই থাকে, উভয়া-
ভাব থাকে না। কারণ, বিশিষ্টসত্তা ও কেবলসত্তা এক এবং অনতিরিক্ত
বলিয়া গুণকর্ম্মানুযোগিক সমবারসম্বন্ধে বিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া
যায় (কারণ, গুণকর্ম্মানুযোগিক সমবারসম্বন্ধে যেহেতু সত্তাপ্রতিযোগিকত্ব
আছে সেহেতু বিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্বও আছে, কেননা, সত্তা ও বিশিষ্ট-
সত্তা এক এবং অনতিরিক্ত); ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব পাওয়া যায়
না বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু ‘নিকৃষ্ট’ পদ অর্থাৎ ‘বাদ্গুণপ্রতিযোগি-
তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ পদ প্রয়োগ করিলে ঐ অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ,
গুণকর্ম্মান্তস্ববিশিষ্টসত্তাদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক সমবারসম্বন্ধে বিশিষ্টসত্তাদ্বাব-
চ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকিলেও গুণকর্ম্মানুযোগিকত্ব থাকে না, অর্থাৎ, সাধ্য-
তাবচ্ছেদক যে সমবারসম্বন্ধে বিশিষ্টসত্তাদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকে
তাহাতে গুণকর্ম্মানুযোগিকত্ব থাকে না, অথবা গুণকর্ম্মানুযোগিকসমবার-
সম্বন্ধে বিশিষ্টসত্তাদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না, কলে উভয়াভাব
থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে হেত্বধিকরণে বিশিষ্টসত্তাভাব বা সাধ্যতাব

সম্ভব হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি হয় না। ‘নিরুক্ত’ পদ লক্ষণে থাকার কলেই এই অতিব্যাপ্তি বারণ হইল। এস্থলে অবশ্য অধিকরণভেদে ‘সমবায়’ ভিন্ন ভিন্ন এই মতই গ্রহণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ স্বাধিকরণভেদে সমবায়ের নানাত্ব স্বীকারের দ্বারাই ‘নিরুক্ত’ পদের দ্বারা “গুণকক্ষ্মাত্ত্ববিশিষ্টসত্ত্বাবান্ জাতেঃ” স্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ হইয়াছে। এই মত স্বীকার না করিলে, অর্থাৎ অধিকরণ ভিন্ন হইলেও সমবায় সর্বত্র একই, অর্থাৎ দ্রব্যাদিকরণে যে সমবায় থাকে গুণাধিকরণেও সমবায় হিসাবে সেই একই সমবায় থাকে, এই মত স্বীকার করিলে এস্থলের অতিব্যাপ্তিটি বারণ হয় না। কারণ, যে সমবয়ে বিশিষ্টসত্ত্বাপ্রতিযোগিকত্ব থাকে সেই সমবায়ই, সমবায় হিসাবে এক বলিয়া অর্থাৎ সর্বত্র সমবায়ের একত্ব বশতঃ, গুণকক্ষ্মেও থাকার কলে সেই সমবায়সম্বন্ধে গুণানুযোগিকত্ব বা গুণকক্ষ্মানুযোগিকত্বও থাকে। অর্থাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে, সমবায়ের একত্ব বশতঃ, বিশিষ্টসত্ত্বাপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণ বা জাত্যধিকরণগুণানুযোগিকত্ব এতদুভয়ই থাকে, উভয়াভাব থাকে না; কলে, উভয়াভাব সম্ভব না হওয়ার হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব পাওয়া যায় না, এবং অতিব্যাপ্তি হয়। সুতরাং, অধিকরণভেদে সমবায়ের নানাত্বকে স্বীকার করিয়াই “গুণকক্ষ্মাত্ত্ববিশিষ্টসত্ত্বাবান্ জাতেঃ” স্থলে অতিব্যাপ্তিটি ‘নিরুক্ত’ পদের সাহায্যে বারণ করা হইয়াছে; অধিকরণভেদে সমবায়ের নানাত্ব স্বীকার না করিলে শুধুমাত্র ‘নিরুক্ত’ পদের দ্বারা এই অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না।

জাগদীশী—যত্বেপি ষাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নৈত্যাধ্যাক্তো বহিধুমোভয়বান্ ধুমাদিত্যত্র অব্যাপ্তিঃ, সংযোগসামান্য এব বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বধূমাধিকরণপৰ্বতানুযোগিকত্বোভয়াভাবসত্ত্বাৎ। ন চ ষাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবস্তাপ্রমাণাঃ সাংসর্গিকবিষয়ত্বমেব নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বং বক্তব্যং, তচ্চ পৰ্বতে বহিধুময়োঃ প্রত্যেকসংযোগস্য অপি অস্তুতি ন অব্যাপ্তিঃ; অন্যথা সংযোগেন পৰ্বতঃ বহিধুমোভয়বান্ ইত্যাদি প্রমাণা ত্বর্ঘটত্বাপত্তেঃ ইতি বাচ্যম্। তথা সতি অতএব ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণায়া বহিধুমোভয়বান্ বহ্নিরিত্যত্র অতিব্যাপ্তেরসঙ্গত্বাপত্তেঃ। বহ্নি-

ধুমোভয়বস্তাপ্রমানিয়ামকসংযোগমাত্রস্য এব হেত্বধিকরণীভূতায়ো-
গোলকানুযোগিকত্বাভাবেন বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবমাদায় এব
অতিব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ ।

অনুবাদ : যত্বপি—‘বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ ইত্যাদি
উক্তিতে “বহিধুমোভয়বান্ ধুমাং” ইত্যাদি এস্থলে অব্যাপ্তি (হয়), (কারণ)
সংযোগসামান্যেই বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) ধুমাধিকরণ-
পৰ্বতানুযোগিকত্ব উভয়াভাব থাকে বলিয়া (অব্যাপ্তি হয়) । বাদৃশপ্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রমার সাংসর্গিক বিষয়ত্বই নিরুক্তপ্রতিযোগি-
প্রতিযোগিকত্ব বলা উচিত, এবং তাহাতে পৰ্বতে বহিধুমের প্রত্যেক-
সংযোগই থাকে, ইহাতে অব্যাপ্তি হয় না ; অন্যথায় সংযোগসম্বন্ধে “পৰ্বতঃ
বহিধুমোভয়বান্” ইত্যাদি প্রমার দৃষ্টত্বাপত্তি হয়—এক্লপ বলা যায় না ।
(কারণ) তাহা হইলে “অতএব” ইত্যাদির দ্বারা বক্ষ্যমাণ “বহিধুমোভয়বান্
বহেঃ” ইত্যাদি এস্থলে অতিব্যাপ্তির অসঙ্গত্বাপত্তি হয় । (কারণ, এক্লপ
হইলে) বহিধুমোভয়বস্তাপ্রমানিয়ামকসংযোগমাত্রেরই হেত্বধিকরণীভূতায়ো-
গোলকানুযোগিকত্বাভাবের দ্বারা বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব গ্রহণ করিয়াই
অতিব্যাপ্তি অসম্ভব হয় বলিয়া (অসঙ্গত্বাপত্তি হয়) ।

ব্যাখ্যা : ‘যত্বপি’ পদের দ্বারা এস্থলে একটি আপত্তি উত্থাপন করা
হইতেছে, এবং ইহার পরই ‘তথাপি’ পদের দ্বারা ‘যত্বপি’ প্রসঙ্গের আপত্তি
খণ্ডন করা হইয়াছে । আপত্তিটি হইল—‘নিরুক্ত’ পদ অর্থাৎ ‘বাদৃশপ্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ পদ লক্ষণে নিবেশ করিলে “বহিধুমোভয়বান্
ধুমাং” এই সম্বন্ধেই অব্যাপ্তি হয় । পৰ্বতে বহি এবং ধুম উভয়ই
সংযোগসম্বন্ধে থাকে ; কিন্তু এস্থলে সাধ্য হইল ‘বহিধুম’ এতদুভয় । সুতরাং,
সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে বহিপ্রতিযোগিকত্ব এবং ধুমপ্রতি-
যোগিকত্ব পৃথক পৃথক ভাবে থাকে, কিন্তু একই সংযোগে বহিধুম এতদুভয়-
প্রতিযোগিকত্ব থাকে কি করিয়া ? তাহা হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ-
সামান্যে বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অভাব থাকিয়া যায়, এবং
হেত্বধিকরণ বা ধুমাধিকরণপৰ্বতানুযোগিকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে থাকিলেও
উভয়াভাব থাকিয়া যায় ; ইহাতে সম্বন্ধেই হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া
যাওয়ার এবং সেই সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হওয়ার অব্যাপ্তি

হইয়া যায়। সুতরাং লক্ষণে ‘নিকৃষ্ট’ পর অর্থাৎ ‘বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
কাবচ্ছিন্ন’ পর নিবেশ করিলে, অর্থাৎ এখানে ‘বহিঃশুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতি-
যোগিকত্ব’ নিবেশ করিলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এখানে অবশ্য বলা যায় যে,
বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবস্তা বৃদ্ধির বা বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-
কাবচ্ছিন্নবস্তা প্রকার সাংসর্গিকবিষয়ত্বই হইল নিকৃষ্টপ্রতিযোগিপ্রতিযোগি-
কত্ব; অর্থাৎ লক্ষণের ‘নিকৃষ্টপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব’ অর্থে বাদৃশপ্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বৃদ্ধির সাংসর্গিকবিষয়ত্ব বুঝিতে হইবে। পর্বতে
ধূমের যে সংসর্গ বা সম্বন্ধ, বহিরও সেই একই সংসর্গ বা সম্বন্ধ, এবং ধূম ও
বহি উভয়েই একই সংসর্গের বিষয়; বহিধূম উভয়েতেই এই একই সংসর্গের
বিষয়ত্ব বা বিষয়তা আছে। ইহাতে, পর্বতে বহি ধূম প্রত্যেকের যে
সংযোগ সেই প্রত্যেক সংযোগেরই সাংসর্গিকবিষয়ত্ব বহিধূম উভয়ের আছে;
পর্বতে যে বহিধূম এতদুভয়ত্বাবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি বা প্রমা, সেই প্রকার সাংসর্গিক-
বিষয়ত্ব বহিধূম উভয়েতেই থাকে। ইহা অস্বীকার করিলে পর্বতে
সংযোগসম্বন্ধে যে বহিধূম উভয়ের প্রতীতি বা প্রমা হয় সেই প্রতীতিই দুর্ঘট
হইয়া পড়ে; পর্বতে সংযোগসম্বন্ধে বহিধূম উভয়ের প্রতীতি সর্বস্বীকৃত।
সুতরাং বহিধূম উভয়েতেই সংযোগসম্বন্ধের সাংসর্গিকবিষয়ত্ব আছে।
এইরূপ হইলে, অর্থাৎ ‘নিকৃষ্টপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব’ অর্থে ‘সাংসর্গিক-
বিষয়ত্ব’ ধরিলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে ‘নিকৃষ্টপ্রতি-
যোগিপ্রতিযোগিকত্ব’ অর্থাৎ ‘বহিঃশুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকত্ব’ থাকিয়া
যায়, তদভাবে থাকে না; এবং হেত্বধিকরণ বা ধূমধিকরণপর্যন্তাভিযোগি-
কত্বও সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকিয়া যায়, কলে উভয়তাব সম্ভব না
হওয়ার আর হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব ধরা যায় না, এবং এই সঙ্কেতস্থলে
হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব সম্ভব না হওয়ার আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।
কিন্তু এইরূপে সাংসর্গিকবিষয়ত্বের দ্বারা এই অব্যাপ্তি বারণ করিলে অনুবিধা
হয়। দীর্ঘত্বিকার কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার “অন্তএব” ইত্যাদি গ্রন্থে “বহি-
ঃশুমোভয়বান্ বহুঃ” এই অসঙ্কেতস্থলে যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করিয়াছেন
সেই অতিব্যাপ্তিট সাংসর্গিকবিষয়ত্বের দ্বারা বারণ হইয়া যায়। কারণ,
বহিধূম এতদুভয়বস্তা বৃদ্ধির বা প্রকার নিরায়ক যে সংসর্গ বা সম্বন্ধ অর্থাৎ
সংযোগসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের বিষয় বহিধূম উভয়েই হওয়ার উভয়েতেই
সাংসর্গিকবিষয়ত্ব থাকে। তাহা হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে

সাংসর্গিকবিষয়রূপে বহিঃশ্রোভয়দ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, তদভাবে থাকে না; এবং হেত্বধিকরণীভূত বা বহ্যধিকরণীভূতায়োগোলকাঙ্ক্ষ-
যোগিকত্বাভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকাতো উভয়তাব অবশ্যই
হইল। সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূতায়োগোলকাঙ্ক্ষযোগি-
কত্বাভাবের দ্বারা উভয়তাব সম্ভব হওয়াতেই হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব বা
‘বহিঃশ্রোভয়দ্বাবচ্ছিন্নতাব’ পাওয়া যায়, এবং ইহার দ্বারা অসন্ধেতুত্বলে
হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।
অন্তর্ভাব, কিন্তু, “বহিঃশ্রোভয়বান্ বহেঃ” এই অসন্ধেতুত্বলে অতিব্যাপ্তি হয়;
দীধিতিকার তাঁহার “অতএব” ইত্যাদি গ্রন্থে এতলে কিরূপে অতিব্যাপ্তি হয়
তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু সাংসর্গিকবিষয়তা স্বীকার করিলে এই অতি-
ব্যাপ্তিটি থাকে না এবং দীধিতিগ্রন্থ অসঙ্গত হইয়া পড়ে; সুতরাং,
সাংসর্গিকবিষয়তার দ্বারা “বহিঃশ্রোভয়বান্ ধূমাং” স্থলের অব্যাপ্তি বারণ
সমীচীন হয় না।

জাগদীশী—তথাপি, সাধ্যসাধমভেদেন ব্যাপ্তের্ভেদাৎ ব্যাসজ্য-
বৃত্তিধর্ম্মেণ সাধ্যতায়্যাং নিরুক্তপদমপহায় যাদৃশপ্রতিযোগিতাপ্রয়-
প্রতিযোগিকত্বটিতশ্চৈব প্রবেশাৎ ন উক্তস্থলাব্যাপ্তিঃ। ন চ এবমু-
ভয়ত্বেন সাধ্যতায়্যাং ব্যতিচারিনি অতিব্যাপ্তিঃ তদবশ্চৈব স্যাৎ। অত-
এব ইত্যাদিনা বহিঃশ্রোভয়বান্ বহেরিত্যাদৌ গ্রন্থকৃৎইব অগ্রে বক্ষ্য-
মাণদ্বাং ইতি। বস্তুতঃ সম্বন্ধস্য একপ্রতিযোগিকত্বপরামুযোগিকত্ব-
নিয়মেন বহিঃশ্রোভয়দ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকং সম্বন্ধত্বপ্রসিদ্ধ্যেব তদু-
ভয়দ্বাবচ্ছিন্নতাবস্য লক্ষণাঘটকত্বাৎ ন অব্যাপ্তিঃ, অতএব অগ্রে বহিঃ-
শ্রোভয়বান্ বহেরিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ দাস্ততে। ন চ ‘বহিঃশ্রো-
ভয়দ্বাবচ্ছিন্নপ্রকারিত্বাদৌ’ এব তাদৃশোভয়দ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক-
সম্বন্ধত্বপ্রসিক্তিসম্ভবঃ। প্রাচ্য মতে প্রকারিত্বাদেঃ সম্বন্ধত্বাভাবাৎ।
বিশিষ্টধীনীয়ামকস্য এব তথাহাদিতি ধ্যেয়ম্। ন চ এবমপি ঘটবান্
নিত্যজ্ঞানদ্বাং ইত্যত্র অব্যাপ্তিঃ, বিষয়ভাসম্বন্ধে গগনীয়ত্বনিত্যজ্ঞানানু-
যোগিকত্বউভয়সম্বন্ধে গগনতাবমাদায় অপি প্রসিদ্ধ্যসম্ভবাৎ ইতি

বাচ্যম্। তাদৃশসম্বন্ধেন ঘটাদেঃ ব্যাপ্যবৃত্তিতরা তৎসাধ্যকে প্রতি-
যোগিবৈরধিকরণস্য অপ্ৰবেশাৎ ইত্যাহ্বয়ঃ ইতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ : তথাপি—সাধ্যসাধনভেদে ব্যাপ্তির ভেদ হয় বলিয়া ব্যাস-
জ্যবৃদ্ধিধর্ম সাধ্যতাতে নিরুক্তপদ পরিভ্যাগ করিয়া বাদৃশপ্রতিযোগিতাপ্রয়-
প্রতিযোগিকত্বঘটকের প্রবেশ বশতঃ উক্ত স্থলে অব্যাপ্তি হয় না। উভয়দ্বের
দ্বারা সাধ্যতাতে ব্যক্তিচারী স্থলে তদবস্থায়ই অতিব্যাপ্তি হউক—এরূপ হয়
না। (কারণ), “অতএব” ইত্যাদির দ্বারা “বহিঃশুমোভয়বান্ বহেঃ”
ইত্যাদি স্থলে গ্রহকারের দ্বারাই অগ্রে (তাহা) বলা হইয়াছে বলিয়াই
(এরূপ হয় না)। বস্তুতঃপক্ষে সম্বন্ধের একপ্রতিযোগিকত্ব অপরাহুযোগিকত্ব
নিয়মের দ্বারা বহিঃশুম এতদুভয়দ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক সম্বন্ধদ্বের অপ্রসিদ্ধির
দ্বারাই তদুভয়দ্বাবচ্ছিন্নাভাবের লক্ষণের অঘটকত্ব বশতঃ অব্যাপ্তি হয় না;
অতএব (অর্থাৎ সেইজন্যই) অগ্রে “বহিঃশুমোভয়বান্ বহেঃ” ইত্যাদিতে
অতিব্যাপ্তি দেওয়া হইয়াছে। বহিঃশুম এতদুভয়দ্বাবচ্ছিন্নপ্রকারিত্বাদিতেই
তাদৃশউভয়দ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধদ্বের প্রসিদ্ধি সম্ভব—এরূপ বলা যায়
না। (কারণ), প্রাচীনদের মতে প্রকারিত্বাদির সম্বন্ধদ্বের অভাব হয়
বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)। বিশিষ্টধীনীয়ামকেরই তথ্যত্ব (সম্বন্ধত্ব)
হয় বলিয়া, ইত্যাদি চিন্তনীয়। বিবরিতাসম্বন্ধে গগনীয়ত্বনিত্যজ্ঞানাহু-
যোগিকত্ব এতদুভয় থাকার ফলে গগনাতাবকে গ্রহণ করিয়াও প্রসিদ্ধি
অসম্ভব হওয়ায় “ঘটবান্ নিত্যজ্ঞানত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি (হয়),—
এরূপও বলা যায় না। (কারণ), তাদৃশসম্বন্ধে (বিবরিতাসম্বন্ধে) ঘটাদির
ব্যাপ্যবৃত্তিতা বশতঃ তৎসাধ্যক স্থলে লক্ষণে প্রতিযোগিবৈরধিকরণের প্রবেশ
নাই, ইত্যাদি চিন্তনীয়।

ব্যাখ্যা : ‘তথাপি’ পদের দ্বারা যে আপত্তি করা হইয়াছিল এক্ষণে
‘তথাপি’ পদের দ্বারা তাহা খণ্ডন করা হইতেছে। “বহিঃশুমোভয়বান্
ধূমাৎ” স্থলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইল তাহা পুরোক্ত প্রকারে বারণ
হয় না, কিন্তু অন্য প্রকারে বারণ হয়। সাধ্য-সাধনভেদে ব্যাপ্তির ভেদ হয়
বলিয়া এস্থলেও ব্যাপ্তির ভেদ স্বীকার করা যায়। ইহা স্বীকার করিলে
ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘নিরুক্ত’ পদ অর্থাৎ ‘বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন’ পদ
পরিভ্যাগ করিয়া ব্যাসজ্যবৃদ্ধিধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যকস্থলে অর্থাৎ ‘উভয়’ সাধ্যক-

স্থলে 'বাদৃশপ্রতিযোগিতাপ্রতিযোগিকত্ব' নিবেশ করিলেই আর অব্যাপ্তি হয় না। 'বহিঃশ্রুতমোভবান্' এই স্থলটি ব্যাসজ্যোতিষধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যকত্বল; সুতরাং এস্থলে লক্ষণে 'বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব' পদ নিবেশ না করিয়া 'বাদৃশপ্রতিযোগিতাপ্রতিযোগিকত্ব' পদ নিবেশ করা কর্তব্য। প্রতিযোগিতার আশ্রয় হইল প্রতিযোগী, এস্থলে বহিঃ এবং ধ্রুম উভয়ই হইবে প্রতিযোগী, অর্থাৎ প্রতিযোগিতার আশ্রয়; এইরূপ প্রতিযোগিতার আশ্রয় বা বাদৃশপ্রতিযোগিতার আশ্রয় যে বহিঃশ্রুত, সেই বহিঃশ্রুতপ্রতিযোগিকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকে, তদভাবে থাকে না; এবং সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণপর্কতামুযোগিকত্বও থাকে; কলে উভয়ভাবে না হওয়ায় আর হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব সন্ভব হয় না; ইহাতে সন্দেহতুল্যে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব না থাকায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় না। এইরূপ ব্যাপ্তিভেদ স্বীকার করিয়া এই অব্যাপ্তি বারণ করা যায়। কিন্তু এইরূপ ব্যাসজ্যোতিষসাধ্যের অর্থাৎ উভয়ত্বের দ্বারা যে সাধ্য হয় সেই সাধ্যের ব্যাপ্তিচারী স্থলে, যথা, "বহিঃশ্রুতমোভবান্ বহেঃ" ইত্যাদি স্থলে, উক্তপ্রকার ব্যাপ্তিভেদ স্বীকার করিলেও তা অতিব্যাপ্তি হয়, আবার ব্যাপ্তিভেদ স্বীকার না করিলেও অতিব্যাপ্তি হয়। তাহা হইলে এক্ষেত্রে ব্যাপ্তিভেদ স্বীকারের সার্বকতা কি? ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এরূপ প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ, গ্রহকার স্বয়ং, অর্থাৎ দীর্ঘিতিকার নিজেই অগ্রে "বহিঃশ্রুতমোভবান্ বহেঃ" স্থলটি উত্থাপন করিয়াছেন এবং উভয় এই স্থলের অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন প্রসঙ্গে সকল বিষয়ই আলোচনা করিয়াছেন। আর, বস্তুতঃপক্ষে সম্বন্ধে একপ্রতিযোগিকত্ব এবং অপর অনুযোগিকত্ব থাকে, ইহাই নিয়ম; এই নিয়ম স্বীকার করিলে বহিঃশ্রুতমোভবান্ দ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বসম্বন্ধের প্রসিদ্ধি হয় না, এবং সেজন্য এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে একপ্রতিযোগিকত্বই স্বীকার করিতে হইবে, বহিঃশ্রুতমোভবান্ দ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব স্বীকৃত হইবে না। তাহা হইলেই এস্থলে আর বহিঃশ্রুতমোভবান্ দ্বাবচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ সাধ্যতাব লক্ষণের ঘটক হইবে না, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে আর সাধ্যতাব থাকিবে না, এবং ইহাতে অব্যাপ্তিও আর হইবে না। এইরূপ হয় বলিয়াই এই উদ্দেশ্যে দীর্ঘিতিকার অগ্রে "অতএব" ইত্যাদি অগ্রে "বহিঃশ্রুতমোভবান্ বহেঃ" ইত্যাদি স্থলীর অতিব্যাপ্তিটরই উল্লেখ করিয়াছেন; "বহিঃশ্রুতমোভবান্ ধ্রুমাৎ" স্থলের অব্যাপ্তির আশঙ্কা এইভাবে থাকে না বলিয়াই তাহার

উল্লেখ করেন নাই। পুনরায় আপত্তি করা যায় যে, বহিঃসম্ভাব্যবচ্ছিন্ন
 যে প্রকারী অর্থাৎ জ্ঞান (প্রকারী শব্দের অর্থ জ্ঞান; বিষয় হইল প্রকার,
 বিষয় থাকে বিষয়ীতে, অর্থাৎ যে বিষয়ী সেই হইল প্রকারী; বিষয়ী হইল
 জ্ঞান, সূত্রাত্মক প্রকারীও জ্ঞান) সেই প্রকারিতাতে বা প্রকারিত্ত্বে তাদৃশ
 অর্থাৎ বহিঃসম্ভাব্যবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের প্রসিদ্ধি সম্ভব না হইবে কেন ?
 বহিঃসম্ভাব্যবচ্ছিন্নের জ্ঞান যখন হয়, তখন উক্ত প্রকারিত্ত্বে বহিঃসম্ভাব্য-
 বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকিবে। এইরূপে উভয়বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব
 স্বীকৃত হইলেই পুনরায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে। ইহাতে জগদীশ
 বলিতেছেন যে, এরূপ বলা যায় না; কারণ, প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে
 প্রকারিত্ত্বের সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় না। বিশিষ্টধীনিয়ামকের অর্থাৎ বিশিষ্ট-
 জ্ঞানের যাহা নিয়ামক সেই নিয়ামকেরই সম্বন্ধ হয়; এইরূপই চিন্তা
 করিতে হইবে, অর্থাৎ এইরূপ পস্থা অবলম্বন করিয়াই “বহিঃসম্ভাব্যবান-
 ধুয়াৎ” স্থলের অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর করিতে হইবে।

হেতুমিথ্যাতাব্যবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব
 এতদুভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তির লক্ষণের একটি আপত্তির প্রসঙ্গ এস্থলে উত্থাপন
 করা যায়। “ঘটবান্ নিত্যজ্ঞানত্বাৎ” এই সঙ্কেতস্থলটিতে সাধ্য হইল ‘ঘট’
 এবং হেতু হইল ‘নিত্যজ্ঞানত্ব’, হেত্বধিকরণ হইল নিত্যজ্ঞান; হেত্বধিকরণ
 নিত্যজ্ঞান হওয়ার সাধ্যটি বিষয়িতাসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে; কারণ, নিত্যজ্ঞান
 হইল বিষয়ী, এবং এই বিষয়ীর বিষয় হইল ‘ঘট’ বা সাধ্য, সেজন্য সাধ্যটি
 বিষয়িতাসম্বন্ধে এস্থলে ধরা হইয়াছে। এখন, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ
 হইল বিষয়িতাসম্বন্ধ; এই বিষয়িতাসম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে
 গগনত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, তদভাবে থাকে না (কারণ, গগনই
 হউক, গগনত্বই হউক আর যাহাই হউক, নিত্যানিত্য সমস্ত পদার্থই জ্ঞানের
 বিষয়), এবং হেত্বধিকরণনিত্যজ্ঞানানুযোগিকত্বও বিষয়িতাসম্বন্ধে থাকে, ফলে
 উভয়াভাব হয় না, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে গগনাত্মক ধরা যায় না। হেত্বধি-
 করণে গগনাত্মকের প্রসিদ্ধি না হওয়ার হেতুমিথ্য প্রত্যাযোগিব্যধিকরণ
 অভাবের প্রসিদ্ধি হয় না, এবং এইরূপে হেত্বধিকরণে প্রত্যাযোগিব্যধিকরণ
 অভাবের অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে,
 এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ এই আপত্তি করা যায় না। কারণ, তাদৃশসম্বন্ধে
 অর্থাৎ বিষয়িতাসম্বন্ধে ঘটাদিকে সাধ্য ধরিলে সেই সাধ্যকস্থল ব্যাপ্যবৃত্তি-

সাধ্যকহল হইবে ; এবং ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকহলে ‘প্রতিযোগিব্যবধিকরণ্য’র
প্রবেশ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া “ঘটবান্ নিত্যজ্ঞানত্বাৎ” এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক-
হলে প্রতিযোগিব্যবধিকরণ অভাব অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই, এবং উক্ত
অভাবের অপ্রসিদ্ধি বলতঃ অব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই । সাধারণভাবে হেতু-
ধিকরণে অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানে ‘নিত্যজ্ঞানাত্ত্ববিশিষ্টঘটাব’ গ্রহণ করিলেই
সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ‘নিত্যজ্ঞানাত্ত্ববিশিষ্টঘটত্ব’
এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে ‘ঘটত্ব’ ; ইহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকটি প্রতিযোগি-
তানবচ্ছেদক হওয়ার লক্ষণ সমন্বয় হইবে এবং কোনো বিপত্তির আশঙ্কা
 থাকিবে না । ইহা এইরূপ চিন্তনীয়, (অর্থাৎ সমগ্র বিষয়টিকে জগদীশ
 এইভাবে চিন্তা করার উপদেশ দিলেন) ।

জাগদীশী—অত্র ক্রমঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকৃত-
সাধ্যাধিকরণতানিরূপিতস্বরূপসম্বন্ধেনযদভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-
বচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্য্যভাববৎ হেতুমতঃ তদভাবপ্রতিযোগিতানব-
চ্ছেদকত্বস্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকে বিবক্ষণেনৈব সামঞ্জস্যে নিরুক্তপ্রতিযো-
গিকত্বোদ্যাদি খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধির্বিফলা । কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ
ইত্যাদৌ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটাদিকরণতানিরূপিতস্বরূপসম্বন্ধেন
পটত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্য্যভাবস্ত এব হেতুমতি সত্বেন পটত্বাব-
চ্ছিন্নাভাবস্য এব নিরুক্তপ্রতিযোগিব্যবধিকরণস্য শূলভত্বাৎ ইতি
ধ্যোয়ম্ । এবং যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধ-
সামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বহেতুধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তানুযো-
গিকসম্বন্ধস্বাভাভাবঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতা কথং ন উক্তা ইতি
চিন্তনীয়ম্ ।

অনুবাদ : এখানে বলিব, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকৃতসাধ্যাধি-
করণতা নিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধে যদভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধি-
করণতাসামান্য্যভাববৎ (হইল) সাধ্যতাবচ্ছেদকে হেতুতঃ তদভাবপ্রতি-
যোগিতানবচ্ছেদকত্বের বিবক্ষণের দ্বারাই সামঞ্জস্য হওয়াতে ‘নিরুক্তপ্রতি-
যোগিকত্ব’ ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড প্রসিদ্ধি বিফল (হয়) । “কালো ঘটবান্

মহাকালদ্বাং” ইত্যাদিতে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাদিকরণতানিরূপিত স্বরূপ-
সম্বন্ধে পটত্বাবচ্ছিন্নাভাবেরই নিরুক্ত প্রতিযোগিব্যাধিকরণের মূলভূত্ব বশতঃ
(অব্যাপ্তি হয় না), ইত্যাদি চিন্তনীয়। এবং বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-
বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধসামান্ত্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব, (এবং) হেত্বধি-
করণীভূতবৎকিঞ্চিব্যাক্যমুযোগিকসম্বন্ধত্ব (এই) উভয়াভাব (ধাকে) তাদৃশ
প্রতিযোগিতা উক্ত হয় না কেন? ইত্যাদি চিন্তনীয়।

ব্যাখ্যা: প্রয়োজন অনুসারে এ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তির লক্ষণে বহুপ্রকার
পরিবর্তন করা হইয়াছে। “অত্র ক্রমঃ” ইত্যাদি কথার দ্বারা জগদীশ বয়ং
লক্ষণটিকে দুই প্রকারে দেখাইতেছেন, ইহাতে লক্ষণটিও সহজ হয়, এবং
কোনো বিপত্তিও থাকে না; ইহা জগদীশ তর্কালঙ্কারের নিজস্ব অভিমত।

প্রথমতঃ লক্ষণটিকে এইভাবে বলা যায়—সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকৃত-
সাধ্যাধিকরণতানিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারা, অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধে, বদভাবীয়-
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্ত্রাভাব হেত্বধিকরণে থাকে,
হেতুমগ্নিষ্ঠ তদভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্য-
তাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামান্যাদিকরণ্যই ব্যাপ্তি। “বহিমান্
ধূমাং” স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, এই সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন
প্রকৃত সাধ্য হইল বহি, এবং প্রকৃত সাধ্যাধিকরণ হইল পর্কতাধি;
পর্কতাধিতেই উক্তপ্রকার সাধ্যাধিকরণতা থাকে; এই অধিকরণতানিরূপিত
স্বরূপসম্বন্ধে, অর্থাৎ এই অধিকরণতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে, (অধিকরণতা
অধিকরণে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে বলিয়া অধিকরণতা হইল স্বরূপসম্বন্ধের প্রতি-
যোগী) ঘট, পট প্রভৃতি অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নাধিকরণ
হইল ভূতলাদি, এই ভূতলাদিতে থাকে ঘটাব্যবহী প্রতিক্রিয়াতাবচ্ছেদকা-
বচ্ছিন্নাধিকরণতা, এই অধিকরণতা হেত্বধিকরণে অর্থাৎ পর্কতাধিতে থাকে
না, অর্থাৎ, ঘটাব্যবহী প্রতিক্রিয়াতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নাধিকরণতার অভাব
হেত্বধিকরণ পর্কতাধিতে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, উক্ত অভাবীয় অর্থাৎ ঘটপটাত্ম-
তাব্যবহী প্রতিক্রিয়াতাবচ্ছেদক হইল ‘ঘটত্ব’, ‘পটত্ব’ ইত্যাদি, ইহা সাধ্যতাব-
চ্ছেদক ‘বহিত্ব’ হইতে ভিন্ন, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হয়, কোনো বিপত্তি হয়
না। ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগীর অধিকরণতা থাকে ভূতলাদিতে, এই অধিকরণতা
বহ্যাদিকরণতাপ্রতিযোগিক অর্থাৎ পর্কতে যে অধিকরণতা থাকে সেই
অধিকরণতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে থাকিতে পারে না; এইভাবে লক্ষণের

কোনো দোষ হয় না। “ধুমবান্ বহেঃ” হলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে প্রকৃত সাধ্য ধূমাদিকরণত্বপ্রতিযোগিক অর্থাৎ পর্য্যভাষ্যাদিকরণত্বপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে ধূমাতাবীরপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের অধিকরণ যে পর্য্যভাষ্য, সেই পর্য্যভাষ্যে আছে যে অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাসামান্যতাব হেত্বধিকরণে বা অযোগ্যগোলকে থাকে ; অর্থাৎ পর্য্যভাষ্যনিষ্ঠ অধিকরণতা-সামান্যতাব হেত্বধিকরণ অযোগ্যগোলকে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে ; উক্ত ধূমাতাবীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘ধুমত্ব’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল ‘ধুমত্ব’, ইহাতে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল না, সুতরাং “ধুমবান্ বহেঃ” এই অসম্বন্ধেতুহলে লক্ষণ সম্বন্ধ হয় না, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। প্রকৃত হলেও, অর্থাৎ “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” হলেও এই প্রকার লক্ষণ অহুসারে সহজেই সঙ্গতি রক্ষা হয়, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকৃত সাধ্য হইল ‘ঘট’, এই সাধ্যাধিকরণ কালে যে অধিকরণতা থাকে সেই অধিকরণতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে পটাতাবীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-বচ্ছিন্নাধিকরণতা—(যাহা ভূতলাদিতে থাকে)—সামান্যতাব হেত্বধিকরণে বা মহাকালে থাকে ; অর্থাৎ পটাতাবীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নাধিকরণতা হেত্বধিকরণ মহাকালে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। এবং উক্ত পটাতাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘পটত্ব’ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ‘ঘটত্ব’, ইহার ভিন্ন হওয়ার প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল, এবং লক্ষণ সম্বন্ধ সম্ভব হওয়ার আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এবং উক্ত ‘পটাতাবই’ হইবে হেতুমিষ্ট প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব। তাৎপর্য্য হইল এই যে, কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতানিরূপিত স্বরূপ-সম্বন্ধে যে ঘটাদিকরণতা মহাকালে থাকে, এবং পটত্বাবচ্ছিন্ন কালিকসম্বন্ধ-বচ্ছিন্নাধিকরণত্বপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে যে পটাদিকরণতা মহাকালে থাকে তাহা ভিন্ন ; সুতরাং সেই স্বরূপসম্বন্ধে, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্ব-বচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধে, তাদৃশপটাদিকরণতার অভাব মহাকালে আছে। এইপ্রকার লক্ষণ গ্রহণ করিলে “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” হলে প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব আর দুর্বল হয় না, বরং সুলভই হয়।

ব্যাপ্তির লক্ষণটিকে সহজ করার জন্য আর এক প্রকারেও বলা যায়,—

যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধসামান্ত্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব এবং হেত্বধিকরগীভূতসংকিঞ্চিৎব্যক্তিমুখ্যোগিকসম্বন্ধত্ব এতদুভয়াভাব থাকিলে যাদৃশরূপে যাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ইত্যাদি প্রকারেও লক্ষণটিকে ব্যক্ত করা যায়। “বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে ঘটাব্যবহী প্রত্যাযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধত্ব অবশ্য থাকে, কিন্তু হেত্বধিকরগীভূতসংকিঞ্চিৎব্যক্তি যে পর্যন্ত, সেই পর্যন্তমুখ্যোগিকত্ব থাকে না; কারণ, ঘটাসংযোগের অন্তঃযোগী হইল ভূতলাদি, ঘটাসংযোগসম্বন্ধে ভূতলামুখ্যোগিকত্ব থাকে, পর্যন্তমুখ্যোগিকত্ব থাকে না; ইহাতে উভয়াভাব পাওয়া যায় এবং উক্ত ঘটাব্যবহী প্রত্যাযোগিতাবচ্ছেদক ‘ঘটত্ব’ সাধ্যতাবচ্ছেদক ‘বহিত্ব’ হইতে ভিন্ন হওয়ার লক্ষণ সমন্বয় হয়, কোনো দোষ হয় না। “ধূমবান্ বহুঃ” স্থলে ধূমাব্যবহী প্রত্যাযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধত্ব অবশ্য থাকে, কিন্তু হেত্বধিকরগীভূতসংকিঞ্চিৎব্যক্তি অযোগোলকামুখ্যোগিকসম্বন্ধত্ব থাকে না; ইহাতে ধূমাব্যবহী প্রত্যাযোগিতাবচ্ছেদক ‘ধূমত্ব’ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও ‘ধূমত্ব’ হওয়ার প্রত্যাযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, ইহাতে অসদ্বৈতস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ার অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে পটাব্যবহী প্রত্যাযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধত্ব এবং হেত্বধিকরগীভূতমহাকালামুখ্যোগিককালিকসম্বন্ধত্ব এই উভয়েরই অভাব থাকে, কলে উক্ত পটাব্যবহী প্রত্যাযোগিব্যতিকরণ অভাব হয়, এবং পটাব্যবহীর প্রত্যাযোগিতাবচ্ছেদক ‘পটত্ব’ সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন হওয়ার লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

জগদীশের মতে তাঁহার স্বকৃত এই দুই প্রকার লক্ষণ সহজ হয়, এবং ইহাতে সকল প্রকার অনুবিধাও দূর হয়; সুতরাং এইভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণ বলা হইবে না কেন? অর্থাৎ এই প্রকার লক্ষণ গ্রহণ করাই উচিত, ইহা চিন্তনীয়, অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য; কারণ, যাহা সহজ, সরল, ব্রহ্মস্পর্শ, এবং যাহাতে কোনো অনুবিধা হয় না, বরং সমস্ত বিপত্তি দূর হয় তাহা গ্রহণ করা উচিত; অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা বিবেচনার দ্বারা তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের অভিপ্রেত।

দীধিতি—স্বরূপসম্বন্ধে গগনাদেবুত্তিমমতে তু নিরুক্তপ্রতি-
 বোগ্যনধিকরণহেতুমগ্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাসামান্ত্রে যৎসম্বন্ধাব-
 ছিন্নত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভাভাবঃ তেন সম্বন্ধে উক্তস্বাবচ্ছিন্নত্ব
 ব্যাপকত্বং বোধ্যম্ ।

অনুবাদ : স্বরূপসম্বন্ধে গগনাদির বৃত্তিমত্ব মতে, কিন্তু, নিরুক্ত-
 প্রতিযোগ্যনধিকরণ হেতুমগ্নিষ্ঠাভাব প্রতিযোগিতাসামান্ত্রে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব
 (এবং) যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (এই) উভয়াভাব থাকে, সেই সম্বন্ধে তৎসম্বন্ধাব-
 ছিন্নত্বের ব্যাপকত্ব বৃত্তিতে হইবে ।

ব্যাখ্যা : “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি পূর্বোক্ত
 প্রকারে বারণ করার পর আর একটি আশঙ্কা উপস্থিত হয় । এইরূপ বলা
 হয় যে, কাল হইল জগতের আধার, কিন্তু কালের কোনো আধার নাই ;
 তাহা হইলে, গগন যেহেতু জগৎস্বর্গত, জগৎতিরিক্ত নহে, সে কারণে কাল
 গগনেরও আধার হইয়া যায় ; এইরূপ হইলে মহাকালে আর গগনাভাব ধরা
 যায় না, এবং ঐ অব্যাপ্তিও বারণ হয় না । এইরূপ বিপত্তির আশঙ্কা
 করিয়াই দীধিতিকার “স্বরূপসম্বন্ধে গগনাদেবুত্তিমমতে তু” ইত্যাদি গ্রন্থের
 সূচনা করিলেন । স্বরূপসম্বন্ধে অর্থাৎ কালিকবিশেষণতা বা কালিকসম্বন্ধে
 গগন মহাকালে বা কালে বৃত্তি হইলে, অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধে অর্থাৎ কালিক-
 সম্বন্ধে গগনাদির বৃত্তিমত্ব স্বীকার করিলে, সেই মতে “কালো ঘটবান্ মহা-
 কালত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হয় না । এইরূপ আশঙ্কার দীধিতিকার
 লক্ষণটিকে পরিবর্তন করিলেন ; লক্ষণটি পরিবর্তন করিয়া হইবে—নিরুক্ত-
 প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমগ্নিষ্ঠাব্যবহিতপ্রতিযোগিতাসামান্ত্রে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব
 এবং যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব থাকিবে সেই সম্বন্ধে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব
 ব্যাপকত্ব বৃত্তিতে হইবে, এবং ঐ তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের সহিত হেতুর
 সামান্যধিকরণ্যই ব্যাপ্তি । নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণ হইল প্রতিযোগি-
 তাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যনধিকরণ, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে
 প্রতিযোগ্যসামান্যধিকরণ যে হেতুমগ্নিষ্ঠ অভাব সেই অভাবীর প্রতিযোগিতা-
 সামান্ত্রে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাব-
 ছিন্নত্বের অনধিকরণ হেতুধিকরণ সেই প্রতিযোগিতাসামান্ত্রে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব,
 অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব, অর্থাৎ সাধ্যতাব-

চ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়ভাব যদি থাকে, তাহা হইলে ঐ যৎসম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বন্ধুর্ধ্বাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বস্তুটিতেই ব্যাপকত্ব (অর্থাৎ হেতুর ব্যাপকত্ব) আছে বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ ঐ বস্তুটিই প্রকৃত সাধ্য হইবে), এবং বন্ধুর্ধ্বাবচ্ছিন্ন ঐ বস্তুটির (অর্থাৎ সাধ্যের) সহিত হেতুর সামান্যাদিকরণ্যই হইল ব্যাপ্তি। এইভাবে লক্ষণটি করিলে আর “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে গগনাভাব ধরিয়া অব্যাপ্তি বারণ করিতে হইবে না, এবং গগনাদির বৃত্তিমত্ব মতানুসারে যে বিপত্তির আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাও আর থাকে না। হেত্বাদিকরণ মহাকালে কালিকসম্বন্ধে সমস্ত পদার্থই থাকে, কিন্তু সংযোগাদি সম্বন্ধে মহাকালে কেহ থাকে না। তাহা হইলে মহাকালে সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে ঘটপটাদির অভাব ধরা যায়। সুতরাং, সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে, ঘটপটাদিরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইল হেত্ব-ধিকরণ বা মহাকাল, এই প্রতিযোগিতাসামান্যে, অর্থাৎ ঘটপটনিষ্ঠপ্রতিযো-গিতাসামান্যে, যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না; এবং ঐ প্রতিযোগিতাতে বন্ধুর্ধ্বাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও (হেত্বধিকরণে ঘটাব্যবহীতপ্রতিযোগিতা গ্রহণ করিলে ঐ প্রতিযোগিতাতে ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে) কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব বশতঃ উভয়ভাব সম্ভব হয়; এবং যৎসম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে বন্ধুর্ধ্বাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতারচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন বস্তুটিরই ব্যাপকত্ব থাকে, ঐ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন বস্তুটির বা ঘটের সহিত হেতুর বা মহাকালত্বের কালিকসম্বন্ধে মহাকালে সামান্যাদিকরণ্য হয়, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হওয়ার আর অব্যাপ্তি হয় না। এইরূপে গগনাভাব গ্রহণ না করিয়াই “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হয়।

“বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে ঘটপটাদির অনধিকরণ হইল পর্বতাদি হেত্বধিকরণ, এই ঘটপটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও বন্ধুর্ধ্বাবচ্ছিন্নত্ব বা বহিঃ-ধ্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, কলে উভয়ভাব থাকে। সুতরাং যৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে বন্ধুর্ধ্বাবচ্ছিন্ন বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বহিঃধ্বাবচ্ছিন্ন বস্তুটিরই ব্যাপকত্ব থাকে; এই বহিঃধ্বাবচ্ছিন্ন বস্তুর বা বহির সহিত হেতুর বা ধূমের সামান্যাদিকরণ্য পর্বতে থাকে, এবং লক্ষণ সমন্বয়

হয়। আবার, এই স্থলে হেত্বধিকরণ পর্ত্তাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বহুতাব
ধরিয়াও লক্ষণ সমন্বয় করা যায়। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে বহির
অনধিকরণ হইল পর্ত্তাদি, এই সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতা-
সামান্ত্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, এবং ঐ সমবায়াব-
চ্ছিন্ন বহিপ্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকবহিঃসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও
সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় উভয়াভাব থাকিল, ফলে সংযোগসম্বন্ধে
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বা বহিঃসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহি বস্তুটিরই ব্যাপকত্ব হইবে, এবং ঐ বহির
সহিত হেতুর বা ধূমের সামান্যধিকরণ্য থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইবে।
“ধূমবান্ বহুঃ” স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে ধূমের অনধিকরণ
হইল অযোগ্যলক্ষণরূপ হেত্বধিকরণ, এই ধূমনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাসামান্ত্রে সাধ্য-
তাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে এবং সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাব-
চ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব বা ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্বও থাকে, সেজন্য ঐ ধূমনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে
উভয়াভাব সম্ভব হয় না, এবং তাহা হইলে, বৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদক-
সংযোগসম্বন্ধে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধূম
বস্তুটির ব্যাপকত্ব সম্ভব হয় না, সুতরাং ধূমের সহিত বহির বা হেতুর
সামান্যধিকরণ্য হয় না এবং ব্যাপ্তিও হয় না, লক্ষণ সমন্বয়ও হয় না।
এইরূপে “ধূমবান্ বহুঃ” এই অসঙ্গেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ার অতি-
ব্যাপ্তি দোষ হয় না।

জাগদীশী—কালস্ত জগদাধারত্বপ্রবাদমনুসৃত্যাহ স্বরূপসম্বন্ধেন
ইতি কালিকবিশেষণতয়া ইত্যর্থঃ। :গগনাদেরবৃত্তিত্বপ্রবাদস্ত সংযোগ-
সমবায়পরঃ; তথা চোক্তপ্রণাল্যাপি গগনাভাবো ন প্রতিযোগি-
ব্যধিকরণ ইতি ঘটবান্ মহাকালত্বাং ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিস্তদবস্তুবেতি
ভাবঃ। নিরুক্তেতি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন যাদৃশপ্রতিযোগি-
তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসম্বন্ধিৎ হেতুমতঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্ত্র
ইত্যর্থঃ। তথা চ সংযোগাদিনা ঘটাত্তাবমাদায় এব ঘটবান্ মহা-
কালত্বাদিত্যত্র সঙ্গতিঃ। ঘটাব্যপ্রতিযোগিতায়ান্ ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব-

সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবসম্বন্ধে ধূমাদে: ধূমবান্ বহ্নেরিত্যত্র
বহ্ন্যাদিব্যাপকত্ববারণায় সামান্ত্রেতি ; তথা চ ধূমনিষ্ঠতাদৃশপ্রতি-
যোগিতায়ামেব তদুভয়সম্বাৎ অদোষ:। যৎসম্বন্ধেতি সমবায়িনঃ।
সংযোগেন সাধ্যতায়্যাং ঘটত্বাদিহেতৌ অব্যাপ্তিঃ, সাধননিষ্ঠস্ত সম-
বায়েন সংযোগিসামান্ত্রাভাবস্য প্রতিযোগিতায়্যাং সংযোগসমবায়ো-
ভয়াবচ্ছেদ্যতাসম্বাৎ অতো ধর্মসম্বন্ধয়োরূপাদানং ; তথা চ তদভাব-
প্রতিযোগিতায়্যাং ধর্মবিধয়াসমবায়েন সম্বন্ধবিধয়াসংযোগেন বা
অবচ্ছেদ্যত্বাভাবাৎ ন অব্যাপ্তিরিতি ভাব:।

অনুবাদ : কালের জগদাধারত্ব প্রবাদ অমুসরণ করিয়া বলা হইল
'স্বরূপসম্বন্ধে' ইত্যাদি, (অর্থাৎ) কালিকবিশেষণতার দ্বারা, ইহাই অর্থ।
গগনাদির অস্তিত্ব প্রবাদ, কিন্তু, সংযোগসমবায়পর, এবং তাহাতে উক্ত-
প্রণালীতেও গগনভাব প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হয় না ইত্যাদি, (তাহাতে),
“ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” ইত্যাদিতে তদবস্থায়ই অব্যাপ্তি হয়, ইহাই ভাব।
‘নিরুক্ত’ ইত্যাদি (হইল) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুধিকরণের
ষাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অসম্বন্ধিত্ব (থাকে) তাদৃশপ্রতিযোগি-
তাসামান্ত্র, ইহাই অর্থ। সুতরাং সংযোগাদির দ্বারা ঘটাদ্যভাব গ্রহণ
করিয়াই “ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” ইত্যাদি এস্থলে সঙ্গতি (হয়)। ঘটভাব-
প্রতিযোগিতাতে ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব (এবং) সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (এই)
উভয়াভাব থাকার দ্বারা “ধূমবান্ বহ্নে:” ইত্যাদি এস্থলে ধূমাদির বহ্ন্যাদিব্য-
াপকত্ব বারণের জন্য ‘সামান্ত্র’ ইত্যাদি। সুতরাং ধূমনিষ্ঠতাদৃশপ্রতিযোগি-
তাতেই তদুভয় থাকার ফলে দোষ হয় না। ‘যৎসম্বন্ধ’ ইত্যাদি ; সাধননিষ্ঠ
সংযোগিসামান্ত্রাভাবের সমবায়সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাতে সংযোগসমবায়
(এই) উভয়াবচ্ছেদ্যতা থাকার জন্য সংযোগসম্বন্ধে সমবায়ী সাধ্যতাতে
ঘটত্বাদি হেতুতে অব্যাপ্তি হয়, সেজন্য ধর্ম (এবং) সম্বন্ধের উপাদান ;
সুতরাং তদভাবপ্রতিযোগিতাতে ধর্মবিষয়ে সমবায়ের, সম্বন্ধবিষয়ে সং-
যোগের অবচ্ছেদ্যত্বের অভাব বশত: অব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে “কালো হি জগদাধারঃ, কালো-
ধারো ন বিজ্ঞতে” এইরূপ প্রবাদ থাকায় “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে

আর হেত্বধিকরণে গগনাতাব ধরিয়া অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। তদন্তই দীধিতিকার “বরূপসম্বন্ধে” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা লক্ষণের পরিবর্তন করিয়া ঐ অব্যাপ্তি বারণের উপায় নির্দেশ করিলেন। ‘কাল’ হইল জগতের অর্থাৎ সকল পদার্থের আধার, সুতরাং ‘কাল’ গগনেরও আধার। গগন কালে বরূপসম্বন্ধে বৃত্তি হয়, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে বৃত্তি হয়। গগনের যে অবৃত্তি প্রবাদ আছে, অর্থাৎ গগন যে কোথাও বৃত্তি হয় না এরূপ যে মত আছে তাহার অর্থ হইল গগন সংযোগ অথবা সমবায় সম্বন্ধে কোথাও বৃত্তি হয় না; কিন্তু কালিকসম্বন্ধে কালে গগনের বৃত্তি হইতে বাধা নাই। ‘কাল’ জগতের আধার এবং গগনেরও আধার, গগন কালে কালিকসম্বন্ধে থাকিয়া যায়। ইহাতে হেত্বধিকরণ মহাকালে আর গগনাতাব ধরা যায় না, অর্থাৎ গগনাতাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না; সুতরাং “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি হেত্বধিকরণে গগনাতাব ধরিয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে বারণ হয় না, অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এবং এইজন্যই ঐ অব্যাপ্তি বারণের অন্ত প্রণালী বা উপায় অবলম্বনের জন্যই দীধিতিকার লক্ষণান্তর নির্দেশ করিলেন। নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণপ্রতিযোগিতা-সাম্যন্ত্রে বৎসবদ্ধাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যদুপাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়তাব থাকিলে সেই সম্বন্ধে তদুপাবচ্ছিন্নত্বের ব্যাপকত্ব বুঝিতে হইবে, এবং ঐ ব্যাপকত্বাবচ্ছিন্নত্বের সামান্যধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। ‘নিরুক্ত’ পদ হইল ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে’; ‘নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণ’ পদের অর্থ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ; ‘নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণপ্রতিযোগিতা’ পদের অর্থ তাহা হইলে হইবে—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণনিষ্ঠ যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগিতা বা তাদৃশ প্রতিযোগিতা; এইরূপ তাদৃশপ্রতিযোগিতাসাম্যন্ত্রে উভয়তাব ধরিতে হইবে—ইহাই অর্থ। এইরূপ লক্ষণ করিলে “কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয়; হেত্বধিকরণ মহাকালে সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে ঘটাতাব ধরিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে ঘটীরপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বের অনধিকরণ হইবে মহাকাল; এই ঘটীরপ্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব

থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকার কলে উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং লক্ষণ সমন্বয় হয় ।

“ধূমবান্ বহুঃ” এই অসঙ্গেতুস্থলে, কিন্তু, হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে সংযোগসম্বন্ধে ঘটাব্যাবধি বায় ; তাহা হইলে ঘটাব্যাবধিপ্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকধূমত্বব্যা-বচ্ছিন্নত্ব ঐ ঘটাব্যাবধিপ্রতিযোগিতাতে না থাকার উভয়াভাব সম্ভব হয়, কলে সংযোগসম্বন্ধে ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব বা ধূমের ব্যাপকত্ব স্বীকার করিতে হয়, এবং লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাওয়ার অতিব্যাপ্তি হয় । এই আশঙ্কাতেই ধূমের উক্তপ্রকার ব্যাপকত্ব বারণের নিমিত্ত ‘সামান্ত’ পদ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ‘প্রতিযোগিতাসামান্যে’ এরূপ বলা হইয়াছে । লক্ষণে ‘প্রতিযোগিতা-সামান্য’ পদ থাকার কলে ‘সকল প্রতিযোগিতা’ বা ‘নিখিল প্রতিযোগিতা’ এইরূপ অর্থ হইবে, এবং তাহা হইলে এস্থলে হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে শুধুমাত্র যে ঘটাব্যাবধি ধরিয়া ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা গ্রহণ করা যাইবে তাহা নহে, ধূমাব্যাবধি-প্রতিযোগিতাও গ্রহণ করা যাইবে ; কারণ, ‘প্রতিযোগিতা-সামান্য’ বলিলে সামান্তের মধ্যে ধূমাব্যাবধিপ্রতিযোগিতাও গণ্য হইবে । ইহাতে আর অতিব্যাপ্তি হয় না ; কারণ, ধূমাব্যাবধিপ্রতিযোগিতাতে সং-যোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়ই থাকার কলে উভয়াভাব সম্ভব হয় না, এবং ধূমের ব্যাপকত্বও সম্ভব হয় না, একারণে কোনো দোষ আর হয় না ।

দীর্ঘাতিত্বত এই লক্ষণের মধ্যে ‘সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বব্যা-বচ্ছিন্নত্ব’ এই পদদ্বয় নিবেশ করা হইয়াছে, ইহার কারণ কি ? অর্থাৎ অভাবী প্রতী-যোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব গ্রহণের কথা বলার সময় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের এবং সাধ্য-তাবচ্ছেদকধর্মের সবিশেষ উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা কি ? সাধ্যতাবচ্ছেদক স্বন্ধে ধর্ম ও সম্বন্ধ উভয়কেই বুঝায়, সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব বলিলেই ধর্ম ও সম্বন্ধ পাওয়া যায়, পৃথকভাবে ধর্ম ও সম্বন্ধের উল্লেখ কেন ? সংযোগসম্বন্ধে ‘সমবায়ী’ যদি সাধ্য হয় এবং ‘ঘটন’ যদি হেতু হয়, তাহা হইলে হেত্বধিকরণ ঘটে সমবায়সম্বন্ধে সংযোগীর অভাব ধরা গেল । ‘ঘট’ হইল দ্রব্য, দ্রব্যে সংযোগীর (অর্থাৎ দ্রব্যের) অভাব সংযোগসম্বন্ধে থাকিতে পারে না, কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে সংযোগীর অভাব থাকিতে পারে ; সেকারণে

হেতুধিকরণ ঘটে সমবায়সম্বন্ধে সংযোগীর অভাব চিত্তা করা গেল। হেতু-
মন্নিষ্ঠ অভাবীর সংযোগনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব আছে
(কারণ, সংযোগী হইল সংযোগধর্মাবচ্ছিন্ন) এবং সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব
আছে (কারণ, সমবায়সম্বন্ধে সংযোগীর অভাব ধরা হইয়াছে) ; আলোচ্য
স্থলটি হইল ‘সংযোগসম্বন্ধে সমবায়ী’ সাধ্যকস্থল ; হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীর প্রতি-
যোগিতাতে ‘সংযোগ’ এবং ‘সমবায়িত্ব’ (বা সমবায়) উভয়কেই প্রয়োগ
করিয়া দেখা গেল উভয়ভাব পাওয়া যায় না, কলে, এই সন্ধেতুস্থলে সাধ্যের
অর্থাৎ সমবায়ীর ব্যাপকত্ব হয় না, ইহাতে অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু হেতুমন্নিষ্ঠা-
ভাবীর প্রতিযোগিতাতে বৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ববন্ধধর্মাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিলে আর
ঐ অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, এস্থলে বৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক-
সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ; সংযোগনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব
থাকে না, কারণ, সমবায়সম্বন্ধে সংযোগীর অভাব ধরা হইয়াছে। এবং
বন্ধধর্মাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্নত্ব হইল এস্থলে সমবায়িত্ব বা
সমবায়ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব ; হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীর সংযোগনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে সম-
বায়িত্ব থাকে না, কারণ, সংযোগীর ধর্ম হইল সংযোগ, সুতরাং ইহা
সংযোগধর্মাবচ্ছিন্ন, সমবায়ধর্মাবচ্ছিন্ন নহে। এইভাবে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীর
প্রতিযোগিতাতে ধর্মবিবরে সমবায়ের বা সমবায়িত্বের, এবং সম্বন্ধবিবরে
সংযোগের অভাব থাকায় উভয়ভাব সিদ্ধ হয়, এবং সাধ্যের বা সমবায়ীর
ব্যাপকত্ব সম্ভব হওয়ার আর অব্যাপ্তি হয় না। এইপ্রকার অনুবিধা
দূরীকরণের জন্যই ‘ধর্ম’ এবং ‘সম্বন্ধ’ এই পদদ্বয়ের উল্লেখ, অর্থাৎ লক্ষণে
‘বৎসম্বন্ধ’ এবং ‘বন্ধন’ এই কথা দুইটি স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে।

জাগদীশী—অত্র চ কচিদ্ যাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নেত্যপি দ্রষ্টব্যং শব্দৈ-
ক্যস্য অনুপাদেয়ত্বাৎ, তেন ধুমবতি তন্ত্বেসংযোগসম্বন্ধেন বহ্নিসামান্যা-
ভাবে সন্ধেহপি ন অব্যাপ্তিঃ তন্ত্বেসংযোগাত্তবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়াঃ
সংযোগসামান্যানবচ্ছিন্নত্বাৎ সংযোগত্বসম্বন্ধবিধম্ভাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদ-
কস্বেহপি এব তত্বাৎ। এবং যদ্বন্ধাবচ্ছিন্নেত্যত্রাপি কচিদ্ যাদৃশধর্ম-
বচ্ছিন্নেতি বোধ্যঃ; তেন দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাদিত্যাদৌ তাদৃশপ্রতি-
যোগিতায়াঃ তদন্তাবচ্ছেদ্যসংযোগাবচ্ছেদকভোভয়ভাবাসন্ধেহপি ন

অব্যাপ্তিঃ ।

অনুবাদ : এবং এখানে কোনো কোনো স্থলে শব্দকোর অনুপাদেয় বশতঃ ‘বাদৃশসম্বন্ধবচ্ছিন্ন’ ইত্যাদিও ঐষ্টব্য (অর্থাৎ ইত্যাদিও পাঠ ঐষ্টব্য), তাহাতে ধুমবতে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধে বহিস্যামান্তাভাব থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না ; (কারণ) তৎ তৎ সংযোগান্তবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার সংযোগ-সামান্তের অনবচ্ছিন্ন বশতঃ সংযোগসম্বন্ধবিষয়ে অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইলেও তাহাই হয় বলিয়া । এবং ‘সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন’ ইত্যাদি এখানেও কোনো কোনো স্থলে ‘বাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন’ ইত্যাদি বৃত্তিতে হইবে ; তাহাতে “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” ইত্যাদিতে তাদৃশপ্রতিযোগিতার তদন্তাবচ্ছেদ্য (এবং) সংযোগাবচ্ছেদ্য (এই) উভয়াভাব না থাকাতেও অব্যাপ্তি হয় না ।

ব্যাখ্যা : কোনো কোনো স্থলে ব্যাপ্তির এই লক্ষণে যে ‘যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব’ কথা আছে তাহাতে ‘যৎসম্বন্ধ’ অর্থে ‘বাদৃশসম্বন্ধ’ এই অর্থ করিতে হইবে । কোনো স্থলে ‘যৎসম্বন্ধ’ এবং কোনো স্থলে ‘বাদৃশসম্বন্ধ’ এই প্রকারে একাধিক ‘যৎ’ পদের ব্যবহার দ্বারা যে শব্দক্য তাহা না থাকিলে লক্ষণ নানা হইলেও সেই শব্দক্য অনুপাদেয়, অর্থাৎ ঐক্লপ শব্দকোর ব্যবহার সমীচীন হয় না । কেননা, তাহা হইলে “বহিস্যন্ত ধূমাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ ধূমাধিকরণে বা ধুমবতে আলোচ্য স্থলটিতে যে বহিসংযোগ আছে সেই বহিসংযোগ ব্যতীত তৎ তৎ বহিসংযোগের (মহানসীর, চন্দ্রীর ইত্যাদি বহিসংযোগের) অভাব চালনীরন্তর অনুসারে ধরা যায় । তাহাতে হেত্ব-ধিকরণে বা ধূমাধিকরণে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধে বহ্যভাব থাকাতে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্যভাবীর প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকিয়া যায়, এবং সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকবহিসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বও থাকিয়া যায়, ইহাতে উভয়াভাব না হওয়ার বহির ব্যাপকত্ব সম্ভব হয় না, কলে সত্ত্বতুস্থলে লক্ষণ সমর্থন না হওয়ার অব্যাপ্তি হয় । কিন্তু, ‘যৎসম্বন্ধের’ অর্থ ‘বাদৃশসম্বন্ধ’ ধরিলে ঐ অব্যাপ্তি হয় না । কারণ, ‘যৎসম্বন্ধ’ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, এবং ‘বাদৃশসম্বন্ধের’ অর্থ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধজাতীর ; সুতরাং এস্থলে ‘যৎসম্বন্ধ’ বলিলে বিশেষ একটি হেত্বধিকরণে সাধ্য বা বহি যে সংযোগ-সম্বন্ধে আছে সেই সম্বন্ধকে ইঙ্গিত করিতে পারে, ১০ত্ব ‘বাদৃশসম্বন্ধ’ বলিলে

সমস্ত বহি সৰ্বত্র যে সংযোগসম্বন্ধে থাকে সেই সাধারণ সংযোগকেই ইঙ্গিত করিবে, অর্থাৎ সংযোগস্বাবচ্ছিন্ন যে সংযোগ সেই সংযোগসম্বন্ধকে ইঙ্গিত করিবে। তাহা হইলে, আলোচ্য স্থলে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধে বহ্যভাবে হেত্বাধিকরণে থাকিলেও অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, সংযোগস্বাবচ্ছিন্ন সংযোগসম্বন্ধে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে বহিঃস্বাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বাধিকরণ হয় না ; কলে অস্ত্র অভাব ধরিতে হয়, এবং লক্ষণ সম্বন্ধ হয়, অব্যাপ্তি হয় না। কেননা, এক্রপ অবস্থায় তৎ তৎ সংযোগাবচ্ছিন্ন যে বহিঃপ্রতিযোগিতা সেই সংযোগান্ত-বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাতে সংযোগসামান্ত্রের অবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, কিঞ্চিৎ সংযোগাবচ্ছিন্নত্ব থাকে ; এবং ‘ষাদৃশসম্বন্ধ’ বলিলেই হেতুমিষ্ট প্রতিযোগিতাতে সংযোগসামান্ত্রাবচ্ছিন্নত্বের ইঙ্গিত থাকার ঐ তৎ তৎ সংযোগাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাতে সামান্ত্রতঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকার উভয়াভাব থাকিয়া যায় ; কেননা, ‘ষাদৃশসম্বন্ধ’ উল্লেখ করিলে সম্বন্ধ বিধায় সংযোগে যে অবচ্ছেদকত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব তাহার অবচ্ছেদকত্ব সংযোগত্বে আছে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধতাবচ্ছেদকত্ব সংযোগত্বে আছে, কলে, সংযোগত্ববিশিষ্টসামান্ত্রসংযোগই হইবে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, অতএব তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধে বহ্যভাবে প্রতিযোগিতাতে তৎ তৎ সংযোগাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সামান্ত্রতঃ সংযোগত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকার উভয়াভাব থাকিয়া যায়, এবং ইহাতে লক্ষণ সম্বন্ধ সম্ভব হওয়ার অব্যাপ্তি হয় না। এইভাবে ‘যৎসম্বন্ধ’ অর্থে ‘ষাদৃশসম্বন্ধ’ বলিলে আর ঐ প্রকার অব্যাপ্তি হয় না।

আরও, কোনো কোনো স্থলে এইভাবেই ‘যদ্ব্যবচ্ছিন্নত্ব’ অর্থে ‘ষাদৃশ-ব্যবচ্ছিন্নত্ব’ এই অর্থ করিতে হইবে। “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” স্থলে হেত্বাধিকরণে বা দণ্ডিসংযোগাধিকরণে অর্থাৎ ভূতলাদিতে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব চালনীমস্তায় অঙ্গসারে ধরা যায়। হেতুমিষ্ট এই তৎ তৎ দণ্ডিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে ; এবং যদ্ব্যবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ দণ্ড (দণ্ডীর ধর্ম দণ্ডিত্ব, দণ্ডিত্ব এবং দণ্ড একই) তদব্যবচ্ছিন্নত্বও থাকে ; কেননা, দণ্ডীতে দণ্ড থাকে বলিয়া হেতুমিষ্ট দণ্ডিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে দণ্ডাবচ্ছিন্নত্বও অবশ্যই থাকিবে ; কলে উভয়াভাব সম্ভব হয় না, এবং সাধ্যোক্তে বা দণ্ডীতে ব্যাপকত্ব স্বীকৃত হয় না, সেজন্য এই

সঙ্গেতুহলে অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু ‘বদ্ধম্’ অর্থে ‘বাদৃশম্’ বুঝিলে এখানে বদ্ধম্’বচ্ছিন্ন বলিতে দণ্ডিত্বম্’বচ্ছিন্ন বা দণ্ডিত্বম্’বচ্ছিন্ন সমস্ত ব্যক্তিকেই বুঝা যাইবে; এবং তাহা হইলে আর তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব হেত্বধিকরণে ধরিলেও অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে দণ্ডাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় না; ইহাতে হেত্বধিকরণে অন্ত অভাব চিন্তা করিতে হয়, এবং তাহা হইলেই লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাওয়ার আর অব্যাপ্তি হয় না। এবং পূর্বপ্রকারে ‘তত্ত্বদণ্ডী নাস্তি’ এই হেতুমসিদ্ধা-ভাবীর তত্ত্বং প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব অসম্ভব হইলেও বা না থাকিলেও ‘বদ্ধম্’ অর্থে ‘বাদৃশম্’ গ্রহণ করিলে আর অব্যাপ্তি হইবে না; কারণ, ‘তত্ত্বদণ্ডী নাস্তি’ এই অভাবীর প্রতিযোগিতাতে সামান্যতঃ দণ্ডাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় উভয়াভাব সম্ভব হয় বলিয়া আর অব্যাপ্তি হইবে না।

জাগদীশী—প্রমেয়ত্বাবচ্ছেদ্যবিশিষ্টস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বপ্রসিদ্ধা প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বং ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ, অতো বিশিষ্টাভাবমপহ্নয়্য তাদৃশোভয়াভাব উক্তঃ। ন চ নিরুক্তপ্রতিযোগ্যানধিকরণহেতুমসিদ্ধা-ভাবীরয়ম্বন্ধম্’বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবঃ তৎ-সম্বন্ধেন তদ্ব্যবচ্ছিন্নং ব্যাপকম্ ইত্যর্থস্তু ধর্ম্মান্তরাবচ্ছিন্নাভাবা-প্রবেশেন লাঘবাৎ ইতি বাচ্যম্। ঘটবৃত্তিষু বিশিষ্টদ্রব্যত্ববান্ ঘটত্বা-দিত্যাদৌ অব্যাপ্তেঃ; তাদৃশদ্রব্যত্বভেদমাদায় কথঞ্চিৎ তত্র লক্ষণ-সমন্বয়েইপি দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ স্থূলদধিত্বাৎ ইত্যত্র অব্যাপ্তিঃ, কেনাপি সম্বন্ধেন হেতুমতঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বাসম্বাৎ। তত্রাপি দধ্যস্তরাগ্নুযোগিকসমবায়াদিসম্বন্ধেন হেতুমতঃ প্রকৃতসাধ্যানধি-করণত্বে উক্তক্রমেণাপি ব্যাপকত্বম্ শূন্যচম্ ইতি তু ভাবনীয়ম্ ইতি।

অনুবাদ : প্রমেয়ত্বাবচ্ছেদ্যবিশিষ্ট স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ “প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বং” ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি (হয়), সেজন্য বিশিষ্টা-ভাব বন্ধন করিয়া তাদৃশ উভয়াভাব বলা হইল। নিরুক্তপ্রতিযোগ্যানধি-করণহেতুমসিদ্ধাভাবীরয়ম্বন্ধম্’বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকিলে তৎসম্বন্ধে তদ্ব্যবচ্ছিন্ন ব্যাপক; ধর্ম্মান্তরাবচ্ছিন্নাভাবের

অগ্রবেশের দ্বারা এই প্রকার অর্থ লাভ হই বলিয়া কিন্তু একরূপ বলা যায় না। (কারণ তাহা হইলে) “বটবৃত্তিহাবিশিষ্টব্রব্যস্ববান্ বটত্বাৎ” ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি (হয়), তাদৃশ ব্রব্যভেদ গ্রহণ করিয়া কোনোপ্রকারে সেস্থলে লক্ষণ সমন্বয় করিলেও “বটবৃত্তিহাবিশিষ্টপ্রমেয়বান্ দুস্ববটত্বাৎ” ইত্যাদি এস্থলে অব্যাপ্তি হয়, (কেননা) কোনও সম্বন্ধের দ্বারা হেতুধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় না বলিয়া (এস্থলে অব্যাপ্তি হয়)। সেস্থলেও দ্ব্যস্তরানুযোগিক সমবায়াদিসম্বন্ধে হেতুধিকরণে প্রকৃতসাধ্যের অনধিকরণত্বে উক্তক্রমেও ব্যাপকত্ব (হয়) ইত্যাদি সুন্দর কথা কিন্তু চিন্তনীয় ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির বর্তমান লক্ষণে হেতুময়িষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাবের নির্দেশ আছে। কেহ কেহ এস্থলে প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব নিবেশের পরিবর্তে বিশিষ্টাভাব গ্রহণের কথা চিন্তা করেন ; অর্থাৎ প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব গ্রহণের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু, একরূপ করিলে “প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ, তাহা হইলে এস্থলে, হেতুময়িষ্ঠ বা বাচ্যত্বাধিকরণনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে প্রমেয়ত্বাবচ্ছেদত্ববিশিষ্ট বা প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্ট (‘অবচ্ছেদত্ব’ ও ‘অবচ্ছিন্নত্ব’ একই কথা) অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের বা স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের (সাধ্য ‘প্রমেয়’ স্বরূপসম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপসম্বন্ধ) অভাব চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু এই প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্টস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবের কোনো প্রসিদ্ধি হয় না ; কারণ, সকল পদার্থই প্রমেয়ের বিষয় বলিয়া প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্ট-স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব কোনো প্রতিযোগিতাতেই প্রসিদ্ধি হয় না, কারণ, ‘স্বরূপেণ প্রমেয়ং নান্তি’ এই অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয়, এবং এই অভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্ট-স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের কোনো প্রতিযোগিতাতে প্রসিদ্ধি হয় না। সুতরাং ঐরূপ বিশিষ্টাভাব চিন্তা করা যায় না, হেতুময়িষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে উক্ত উভয়াভাবই গ্রহণ করিতে হইবে ; সেইজন্যই লক্ষণে উভয়াভাব কথাটি বলা হইয়াছে। উভয়াভাব নিবেশ করিলে ‘সমবায়েন প্রমেয়ং নান্তি’ এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে প্রমেয়ত্বা-

বহিঃস্থের এবং ‘বন্ধপেণ গগনং নাস্তি’ এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে বন্ধপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হয়, সুতরাং উভয়াভাব নিবেশ করিতে কোনো বাধা থাকে না।

আবার, কেহ কেহ বর্তমান লক্ষণটিকে পরিবর্তন করিয়া অন্তরূপ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন—নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণ হেতুমিষ্টাভাবীয় বন্ধুর্ধ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাসামান্ত্রে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকিলে তৎসম্বন্ধে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্বই হইবে ব্যাপকত্ব। ইহাতে শুধুমাত্র সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাবই প্রতিযোগিতাতে গ্রহণ করিতে হয়, ধর্মাবচ্ছিন্নত্বের অভাব প্রতিযোগিতাতে গ্রহণ করিতে হয় না; এইভাবে অপর একটি ধর্মাবচ্ছিন্নের বা ধর্মাস্তরাবচ্ছিন্নের অভাবের প্রবেশ বা নিবেশ এই লক্ষণে না থাকায় লাঘব হয়। অর্থাৎ বক্তব্য হইল, প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব চিন্তা না করিয়া যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাতে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব চিন্তা করিতে হইবে; অর্থাৎ হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর অর্থাৎ সাধ্যের অভাব চিন্তা করিয়া তদভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব গ্রহণ করিতে হইবে; এই অভাব সম্ভব হইলে তৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বস্তুটিরই ব্যাপকত্ব থাকিবে। “বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে বহুভাব চিন্তা করিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা বহিঃস্থাবচ্ছিন্ন বহিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব আছে, কারণ, বহিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাকে সমবায়সম্বন্ধে গ্রহণ করা হইয়াছে; সুতরাং তৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা বহিঃস্থাবচ্ছিন্ন যে বহিবস্তু সেই বহিবস্তুতেই বা বহিতেই ব্যাপকত্ব থাকে, এবং লক্ষণ সম্বয়ের কলে আর অব্যাপ্তি হয় না। “ধূমবান্ বহেঃ” স্থলে হেত্বধিকরণ অম্লোগোলকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে ‘ধূমো নাস্তি’ এই অভাবীয় সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধূমনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকে না; কলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধূম-

বস্তুতে বা ধূমে ব্যাপকত্ব থাকে না, ইহাতে অসম্ভবত্বলক্ষণ সমন্বয় না হওয়ার অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। পরিবর্তিত লক্ষণটির এইরূপে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়; কিন্তু “ঘটবৃত্তিহ্রবিশিষ্টব্রব্যাত্মবান্ ঘটস্থান্” ইত্যাদি স্থলে এই পরিবর্তিত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। কারণ, পরিবর্তিত লক্ষণ অনুসারে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অভাব চিন্তা করিয়া তদভাবীয় প্রতিযোগিতা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু, এস্থলে হেত্বধিকরণ ঘটে কোনো সম্বন্ধেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ ঘটবৃত্তিহ্রবিশিষ্টব্রব্যাত্মবচ্ছিন্নের অভাব সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ কোনো সম্বন্ধেই হেত্বধিকরণ ‘ঘট’ ঘটবৃত্তিহ্রবিশিষ্টব্রব্যাত্মবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হয় না। যদি বলা যায় যে, যেহেতু তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটবৃত্তিহ্রবিশিষ্টব্রব্যাত্ম বা ঘটবৃত্তিহ্রবিশিষ্টব্রব্যাত্মবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণ ‘ঘটে’ থাকে না, সেজন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে ‘ঘটবৃত্তিহ্রবিশিষ্টব্রব্যাত্মবচ্ছিন্নের’ অনধিকরণত্ব থাকায় হেত্বধিকরণে ঘটবৃত্তিহ্রবিশিষ্টব্রব্যাত্মের অভাব স্বীকার করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে, তাহা হইলে বলা হইবে যে, “দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ স্থূলদধিত্বান্” স্থলে ঐ তাদাত্ম্যসম্বন্ধেও হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অভাবের অগ্রসিদ্ধি বশতঃ লক্ষণ সমন্বয় করা যায় না, এবং অব্যাপ্তি হয়। এই স্থলে ‘দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়’ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে স্থূলদধিতে থাকে, সুতরাং হেত্বধিকরণে অর্থাৎ স্থূলদধিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়ের অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় না। আবার, যদি বলা যায় যে, অন্ত্যাবয়বী দধিতে সমবায়সম্বন্ধে দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয় থাকে না বলিয়া অন্ত্যাবয়বী দধি, যাহা অবশ্যই স্থূলদধি বা হেত্বধিকরণ, দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়ের অনধিকরণ হইয়া যায়, এবং সমবায়সম্বন্ধে এই অনধিকরণত্ব সম্ভব হয়, তাহা হইলে বলা হইবে “দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ অন্ত্যাবয়ববিভিন্নস্থূলদধিত্বান্” এই স্থলে অবশ্যই অব্যাপ্তি হয়। এই অবস্থায় সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব আর কোনো সম্বন্ধেই সম্ভব হয় না, এই অগ্রসিদ্ধি বশতঃই অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং উক্তপ্রকার পরিবর্তিত লক্ষণ গ্রহণীয় হইতে পারে না।

অবশ্য “দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ স্থূলদধিত্বান্” স্থলে হেত্বধিকরণ স্থূলদধিতে দধ্যন্তরের অভাব অবশ্যই আছে, কেননা, এক স্থূলদধি অপর স্থূলদধিতে সমবায়সম্বন্ধে কখনই থাকে না, সংযোগ বা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকিতে পারে।

এই কারণে, হেত্বধিকরণ যে স্থূলদধি তাহাতে সমবায়সম্বন্ধে দধ্যন্তর না থাকায় হেত্বধিকরণে উক্ত দধ্যন্তরাহুযোগিকসমবায়সম্বন্ধে প্রকৃত সাধ্যের অনধিকরণস্থ সম্ভব হয়। কারণ, হেত্বধিকরণ যে স্থূলদধি তাহা 'দধিৎত্ববিশিষ্টপ্রমেয়'রূপ দধি হইতে ভিন্ন, সুতরাং 'দধিৎত্ববিশিষ্টপ্রমেয়'রূপ দধি হইল দধ্যন্তর, এবং এই দধ্যন্তরের বা প্রকৃত সাধ্যের অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণস্থ হেত্বধিকরণ স্থূলদধিতে সম্ভব হইয়া যায়, এবং পূর্বোক্ত প্রকারে 'দধিৎত্ববিশিষ্ট-প্রমেয়'র ব্যাপকত্ব সম্ভব হওয়ার আর অব্যাপ্তি হয় না, লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়। তাই জগদীশ বলিলেন "ভাবনীয়ম্", অর্থাৎ এই বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখা উচিত ; লক্ষণটিকে পরিবর্তন করিলেই যে সকল সময় অব্যাপ্তি হইবে তাহা হয় না।

জাগদীশী—তেন সম্বন্ধেন ইতি। ন চ এবং সংযোগেনাপি রূপস্ত পৃথিবীত্বব্যাপকত্বাপত্তিঃ তেন সম্বন্ধেন রূপাভাবপ্রতিযোগ্যধিকরণাপ্রসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্। তথাহেহপি তেন সম্বন্ধেন রূপসামান্যধিকরণ্যাপ্রসিদ্ধৌ ব্যাপ্তিলক্ষণাতিব্যাপ্তিবিবাহাৎ যদ্বশ্মে'ত্যত্র ধর্ম্যস্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতানিরূপকতাবচ্ছেদকত্বেনাপি বিশেষণীয়ত্বাচ্ছ। তেন বহ্যাকাশোভয়ত্বাদিনাপি ন ব্যাপকত্বমিতি। ন চ বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধেন সাধ্যতায়াম্ অব্যাপ্তিঃ তাদৃশসম্বন্ধস্ত প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকতয়া তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাপ্রসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্। তাদৃশসম্বন্ধস্যাপি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকপক্ষ এব এতন্নিরুক্তাদরাৎ। নিরুক্তপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্বদ্ব্যবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাবঃ তৎসম্বন্ধেন তদ্ব্যবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বম্ ইতি তু ন যুক্তম্। বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধেন সাধ্যতয়াং ব্যভিচারিণি অতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ।

অনুবাদ : 'তেন সম্বন্ধেন' ইত্যাদি। এবং সেই সম্বন্ধে (অর্থাৎ 'তেন সম্বন্ধেন' ইত্যাদি সম্বন্ধে) রূপাভাবপ্রতিযোগ্যধিকরণের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সংযোগসম্বন্ধেও রূপের ('রূপ' সাধ্যের) পৃথিবীত্বব্যাপকত্বাপত্তি (হয়), ইত্যাদি বলা যায় না। (কারণ) এইরূপ হইলেও সেই সম্বন্ধে

রূপসামান্যধিকরণের অপ্রসিদ্ধি বশতঃই ব্যাপ্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বিরহ হয় বলিয়া। অথবা ‘সম্বন্ধ’ ইত্যাদি এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতানিরূপকতাবচ্ছেদকত্বের দ্বারা ‘ধর্মের’ বিশেষণীয়ত্ব বশতঃ (উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঐ স্থলে হয় না)। তাহাতে বহ্যাকাশোদ্ভব-স্বাদির দ্বারাও ব্যাপকত্ব হয় না ইত্যাদি। তাদৃশসম্বন্ধের প্রতিযোগিতানব-চ্ছেদকত্বের দ্বারা তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া বৃত্ত্যানিয়ামক-সম্বন্ধে সাধ্যতাতে অব্যাপ্তি (হয়); এরূপ বলা যায় না। (কারণ) তাদৃশসম্বন্ধেরও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বপক্ষই এই ‘নিরুক্ত’তে আদৃত হয় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)। নিরুক্তপ্রতিযোগিতাসামান্ত্রে যৎসম্বন্ধাতি-রিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্ব যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (এই) উভয়াভাব (থাকিলে) তৎসম্বন্ধে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব ইত্যাদি, কিন্তু, যুক্তিযুক্ত নহে। (কারণ, তাহা হইলে) বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে ব্যভিচারী স্থলে অতিব্যাপ্ত্যাপত্তি হয়।

ব্যাখ্যাঃ ব্যাপ্তির লক্ষণে যে ‘তেন সম্বন্ধেন’ কথাটি আছে সে সম্পর্কে এখানে বলা হইতেছে। ‘তেন সম্বন্ধেন’ কথার অর্থ হইল ‘সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে’। ‘রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ’ হলটি সাধারণভাবে সঙ্কেতস্থল; কিন্তু সংযোগসম্বন্ধে ‘রূপ’কে ধরিলে “রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ” হলটি অসঙ্কেতস্থল হইবে, কেননা, ‘রূপ’ সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে বা হেত্বধিকরণে থাকে না বলিয়া ‘পৃথিবীত্ব’ হেতুটি ‘রূপ’ সাধ্যের ব্যভিচারী হয়। সংযোগসম্বন্ধে “রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ” এই অসঙ্কেতস্থলে হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে সম্ভাব্য কোনো অভাব চিন্তা করিয়া সেই অভাবীর প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-ত্বের বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বের বা রূপত্বাবচ্ছিন্নত্বের অভাব সহজেই ধরা বাইতে পারে; তাহা হইলেই উভয়াভাব সম্ভব হইয়া যাইবে, এবং এইরূপে সংযোগসম্বন্ধে রূপত্বাবচ্ছিন্নের বা রূপের ব্যাপকত্ব সম্ভব হইয়া যায়, অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে ‘রূপ’ সাধ্য ‘পৃথিবীত্ব’ হেতুর ব্যাপক হইয়া যায়, ইহাতে অসঙ্কেতস্থলে লক্ষণ সম্বন্ধের কালে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। আর, সংযোগসম্বন্ধে রূপাভাব হেত্বধিকরণে গ্রহণ করিয়া সেই অভাবীর প্রতি-যোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং রূপত্বাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিয়া এতদুভয়াভাবের অসম্ভবত্ব চিন্তা করিয়া লক্ষণের সঙ্গতি করাও যায় না; কারণ, সংযোগসম্বন্ধে—অর্থাৎ ‘তেন সম্বন্ধেন’—রূপাভাবের

প্রতিযোগিবৈয়থিকরণের প্রসিদ্ধি হয় না, কেননা, সংযোগসম্বন্ধে রূপ কোথাও থাকে না; এইভাবে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ এই অতিব্যাপ্তি হয় না; কারণ, লক্ষণটি হইল— হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব গ্রহণ করিয়া তৎসম্বন্ধে তদ্ব্যবচ্ছিন্নের সামান্যাদিকরণই ব্যাপ্তি। এইরূপ হইলে, সংযোগসম্বন্ধে “রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ” স্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং তদ্ব্যবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব থাকিলেও তৎসম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে তদ্ব্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপত্বাবচ্ছিন্ন ‘রূপ’ পদার্থের সামান্যাদিকরণ্য হেত্বধিকরণে সম্ভব হয় না। কারণ, হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে সংযোগসম্বন্ধে রূপ না থাকার কালে তথায় সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন রূপের সহিত পৃথিবীত্বের সামান্যাদিকরণ্য সম্ভব হয় না। সুতরাং এস্থলে ব্যাপকত্ব লক্ষণ প্রযুক্ত হইলেও সামান্যাদিকরণ্য পর্য্যন্ত সমগ্র লক্ষণটি এই অসদ্ব্যবচ্ছিন্নত্বে যায় না, এবং এজন্য ব্যাপ্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি আর হয় না। সামান্যাদিকরণ্য পর্য্যন্ত সমগ্র লক্ষণটি এই অসদ্ব্যবচ্ছিন্নত্বে প্রযুক্ত হইলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিত; কিন্তু তাহা না হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। এস্থলের এই অতিব্যাপ্তি এইরূপে বারণ না করিয়া কেহ কেহ লক্ষণের ‘যদ্ব্যর্থ’ এই পদে ‘যর্থ’ শব্দের একটি বিশেষণ প্রয়োগ করেন, এবং তদ্বারা এই অতিব্যাপ্তি নিবেদন করেন। তাঁহারা বলেন— সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার নিরূপকতাবচ্ছেদকত্ব বিশেষণটি যদ্ব্যর্থের ‘যর্থ’ পদে নিবেদন করিতে হইবে। এস্থলে যদ্ব্যর্থ হইল ‘রূপত্ব’; এই ‘রূপত্ব’ যর্থের ঐ বিশেষণ প্রয়োগ করিলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না; কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার নিরূপকতাবচ্ছেদকত্ব ঐ রূপত্বে নিবেদন করা যায় না। কেননা, রূপত্বের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার প্রসিদ্ধি হয় না, কারণ সংযোগসম্বন্ধে রূপের অধিকরণই হয় না। ইহাতে ঐ বিশেষণ এস্থলে প্রয়োগ করিয়া লক্ষণ এই অসদ্ব্যবচ্ছিন্নত্বে যায় না, বা প্রযুক্ত হয় না। এইভাবে লক্ষণ প্রয়োগ সম্ভব না হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। অনেকে এইভাবেও সংযোগসম্বন্ধে “রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ” এই অসদ্ব্যবচ্ছিন্নত্বের অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন। এইরূপে “বহ্যাকাশোভয়বান্ ধূমাৎ” স্থলে বহ্যাকাশোভয়দ্বয়সংযোগসম্বন্ধে বহিঃস্থ উভয়ের ব্যাপকত্ব থাকে না। কারণ, সংযোগ-

সম্বন্ধে বহিঃস্থ উভয়ের অধিকরণভার অপ্রসিদ্ধি হওয়ার তাদৃশ অধিকরণভার নিরূপকতাবচ্ছেদকার্থ্য বহিঃস্থোভয়ত্ব হইতে পারিবে না, কলে, বহিঃস্থ উভয়ের ব্যাপকত্ব না থাকায় আর অতিব্যাপ্তি হইল না।

বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যকহলে এই ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতি হয়। কারণ, বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধে কোনো পদার্থ অন্ত কোনো পদার্থে বৃত্তি হয় না; এইভাবে বৃত্তি না হওয়ার কোনো প্রতিযোগিতাতে বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি হয় না বা প্রতিযোগিতাতে বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়। বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যকহলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবীর প্রতিযোগিতাসাম্যাগ্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বা বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব গ্রহণ করিতে গেলে বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ হেতুমসিদ্ধাভাবীর প্রতিযোগিতাতে বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অস্তিত্ব বা অভাব কোনোটিই সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এই অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন প্রতিযোগিতাটি বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না হওয়ার ইহা বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধের অনবচ্ছেদক হয়। বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধের হেতুমসিদ্ধাভাবীর প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব বশতঃ বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যকহলে অব্যাপ্তি হয়; কারণ, সেহলে হেতুমসিদ্ধাভাবীর প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অর্থাৎ বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ ইহার অস্তিত্ব বা অভাব কিছুই চিন্তা করা যাইবে না, এবং উভয়াভাব গ্রহণও অসম্ভব হইয়া যাইবে। কিন্তু, এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ এইপ্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা যায় না; কেননা, ব্যাপ্তির লক্ষণে “নিকৃষ্টপ্রতিযোগ্যনধিকরণ……” ইত্যাদি হলে ‘নিকৃষ্ট’ পদের মধ্যে তাদৃশসম্বন্ধের, অর্থাৎ বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিয়াই ঐরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে। সুতরাং বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে হেতুমসিদ্ধাভাবীর প্রতিযোগিতাতে বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধের অবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি আর বলা যায় না, এবং উক্তপ্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

অন্ত আর এক প্রকারে লক্ষণটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে উক্তপ্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর করা যাইতে পারে। লক্ষণের মধ্যে নিকৃষ্টপ্রতিযোগিতাসাম্যাগ্রে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না বলিয়া যৎসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্ব এবং যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব ধরিলে

তৎসম্বন্ধে তদ্ব্যবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়, এবং বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধস্থলে আর কোনো আশঙ্কা হয় না। “ধনী চৈত্রস্বাং” এই সম্বন্ধস্থলে সাধ্য ‘ধন’ বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে থাকে; এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল ‘স্বামিত্ব’, এই স্বামিত্বসম্বন্ধে ‘ধন’ সাধ্য হেত্বধিকরণ ‘চৈত্র’তে থাকে, এবং এই স্বামিত্বসম্বন্ধটি হইল বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধ। হেত্বধিকরণ চৈত্রে মৈত্র, দেবদত্ত, মহেশ্বর প্রভৃতির অভাব যে কোনো সম্বন্ধে ধরা যায়; হেতুময়িষ্ট এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাতিরিক্ত বা সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বামিত্ব-সম্বন্ধাতিরিক্ত যে সংযোগাদি সম্বন্ধ সেই সংযোগাদি সম্বন্ধের অনবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, কারণ, প্রতিযোগিতাটি সংযোগাদি সম্বন্ধেই ধরা হইয়াছে; এবং স্বত্বব্যবচ্ছিন্নত্ব বা ধনস্বত্বব্যবচ্ছিন্নত্ব ঐ প্রতিযোগিতাতে থাকুক বা না থাকুক উভয়াভাব সিদ্ধ হয়, এবং তৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকবৃত্ত্যানিয়ামক-সম্বন্ধে তদ্ব্যবচ্ছিন্নের অর্থাৎ ধনের বা সাধ্যের ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়। এইরূপে বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় না। কিন্তু, এই মত যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে ব্যভিচারী স্থলে এইপ্রকার “যৎসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্ব...” ইত্যাদি পরিবর্তিত লক্ষণ প্রযুক্ত হইয়া যায়, এবং কলে অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। সুতরাং এই-ভাবে লক্ষণ পরিবর্তন করিয়া বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যত্বস্থলে সম্বন্ধত্বে অব্যাপ্তি নিবারণের চেষ্টা অসঙ্গত এবং অর্থোক্তিক।

জাগদীশী—যদ্বা স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন যাদৃশপ্রতিযোগি-
তাবচ্ছেদকানধিকরণং হেত্বধিকরণং তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে
যদ্ব্যবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকবৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাক্ষোভয়াভাবঃ
তেন সম্বন্ধেন তদ্ব্যবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বং বিবক্ষিতং বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধস্য
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাবেহপি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটক-
সম্বন্ধত্বং সর্বসম্মতমেব চৈত্রো ন পচতীত্যাদৌ বৃত্ত্যানিয়ামকানুকূলত্ব-
সম্বন্ধেন পাকবিশিষ্টায়াঃ কৃতেরভাবস্য চৈত্রাদৌ অধয়দর্শনাৎ
ব্যভিচারিণি তু সাধ্যবৎসামান্যভাবপ্রতিযোগিতায়ামেব তাদৃশো-
ভয়াভাববিব্রহাৎ ন অতিব্যাপ্তিরিতি তু নব্যাঃ।

অনুবাদ : অথবা,—স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে (অর্থাৎ প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে) বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ
‘বাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্ত্রে যদ্ব্যবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাক্ত্ব (এবং) যৎসম্বন্ধা-
বচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাক্ত্ব (এই) উভয়াভাব (থাকিলে) সেই সম্বন্ধে তদ্ব্যব-
চ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব বলা যায়, (ইহাতে) বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতা-
বচ্ছেদকত্বাভাব হইলেও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধত্ব সর্বসম্মতই,
(সেজন্য) ‘চৈত্রো ন পচতি’ ইত্যাদিতে বৃত্ত্যানিয়ামক অনুকূলত্বসম্বন্ধে পাক-
বিশিষ্ট কৃতীর অভাবের চৈত্রাদিতে অমরদর্শন বশতঃ ব্যভিচারী স্থলে, কিন্তু,
সাধ্যবৎসামান্ত্রাভাবপ্রতিযোগিতাতেই তাদৃশ উভয়াভাব বিরহ হয় বলিয়া
অতিব্যাপ্তি হয় না ইত্যাদি—নব্যেরা কিন্তু (একরূপ বলেন)।

ব্যাখ্যা : ‘যদ্বা’ ইত্যাদির দ্বারা এই প্রসঙ্গে নব্য নৈয়ায়িকদের মত
বলা হইতেছে। বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের
অপ্রসিদ্ধি বশতঃ বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব নিবন্ধন যে
বিপত্তির সৃষ্টি হয় তাহা নব্যগণ ভিন্ন প্রকারে সমাধান করিবার ইচ্ছিত
দিতেছেন। বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাভাব বা প্রতি-
যোগিতানবচ্ছেদকত্ব থাকিলেও বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাব-
চ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধত্ব সম্ভব হয়, এবং ইহার প্রসিদ্ধি সর্বসম্মত। তাহা
হইলে লক্ষণটি এইরূপ করা যায়—স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে বা প্রতিযোগি-
তাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অনধিকরণ হেত্ব-
ধিকরণ, তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্ত্রে যদ্ব্যবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাক্ত্ব অর্থাৎ
সাধ্যতাবচ্ছেদকতাক্ত্ব (এবং) যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাক্ত্ব অর্থাৎ
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাক্ত্ব এই উভয়াভাব যদি থাকে তাহা
হইলে তৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে তদ্ব্যবচ্ছিন্নের বা সাধ্যতাবচ্ছেদ-
কাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব সম্ভব হইবে, এবং সেই ব্যাপকত্ববিশিষ্ট পদার্থের বা
সাধ্যের সহিত হেতুর সামান্যধিকরণ্যই ব্যাপ্তি হইবে। এইরূপ লক্ষণ
করিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাব-
চ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাক্ত্বের প্রসিদ্ধি চিন্তা করিতে হয়, প্রতি-
যোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি চিন্তা করিতে হয় না ;
অর্থাৎ এইরূপ লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা-
ঘটকসম্বন্ধত্ব চিন্তা করিতে হয় (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে

প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকত্ব, আর, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধত্ব একই কথা), সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব চিন্তা করিতে হয় না। সুতরাং, এইরূপ হইলে, বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধত্ব সম্ভব হওয়ার বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে আর কোনো বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। “বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে এই লক্ষণটি সম্বয় করা যাক। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটি যে সম্বন্ধে থাকিবে তাহাই হইবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ। হেত্বধিকরণে বা ধূমাধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে ‘বহিমান্ নাস্তি’ এই অভাব ধরা যাক; সমবায়সম্বন্ধে বহি তদবয়বে থাকে, অর্থাৎ বহ্যবয়ব হইল সমবায়সম্বন্ধে বহিমান্; হেত্বধিকরণ পৰ্ব্বতাদিতে উক্ত বহিমত্তের সমবায়সম্বন্ধে অভাব অবশ্যই আছে; এই অভাবের প্রতিযোগী হইল ‘বহিমান্’ এবং ইহাতে এই অভাবীয় প্রতিযোগিতা আছে; এই প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘বহি’ (কারণ, ‘বহিই হইল বহিমন্তি-ধ্বং), এই ‘বহি’কে ধরা হইয়াছে সমবায়সম্বন্ধে, সুতরাং এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ বা স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায়। এই সমবায়সম্বন্ধে বাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অর্থাৎ বহির অনধিকরণ হেত্বধিকরণ বা পৰ্ব্বতাদি হয় (কারণ, পৰ্ব্বতাদিতে বহি সমবায়সম্বন্ধে থাকে না), বাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্ত্রে (অর্থাৎ বহিমত্তে যে প্রতিযোগিতা আছে সেই প্রতিযোগিতাসামান্ত্রে) যজ্ঞস্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব অর্থাৎ বহিস্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব থাকে, কিন্তু, যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব থাকে না (কারণ, হেতুমিষ্টিতাব্যবহিত প্রতিযোগিতাটি সমবায়সম্বন্ধে ধরা হইয়াছে, কিন্তু সাধ্য ধরা হইয়াছে সংযোগসম্বন্ধে), ইহাতে উভয়ভাব সিদ্ধ হয়, এবং তৎসম্বন্ধে বা সংযোগসম্বন্ধে তজ্ঞস্বাবচ্ছিন্নের বা বহিস্বাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়; এবং এইরূপে লক্ষণ সঙ্গতির কলে এই সঙ্কেতস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। “ধূমবান্ বহেঃ” এই অসঙ্কেতস্থলে হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে সংযোগসম্বন্ধে ‘ধূমবান্ নাস্তি’ এই অভাব ধরা যায়, কারণ, ধূমবান্ হইল পৰ্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি, ইহার অয়োগোলকে সংযোগসম্বন্ধে থাকে না। এই অভাবীয় প্রতিযোগিতা ধূমবতে আছে, এবং এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল

ধূম, 'ধূমবান্ধিত' এই অভাব গ্রহণের সময় ধূমবতে ধূমকে বা প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকে সংযোগসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে, সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা-ঘটকসম্বন্ধ হইল সংযোগ। এই সংযোগসম্বন্ধে বাদ্শপ্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকের অর্থাৎ ধূমের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ বা অযোগোলক তাদ্শপ্রতি-যোগিতাসামান্ত্রে, অর্থাৎ ধূমবতে যে প্রতিযোগিতা আছে তাদ্শপ্রতি-যোগিতাসামান্ত্রে, স্বক্ৰমাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকল্প বা ধূমত্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতা-কল্প থাকিয়া যায় (কারণ, ধূমবতের অবচ্ছেদক হইল ধূমরূপ ধর্ম, অর্থাৎ ধূমবতে ধূমাবচ্ছেদকতাকল্প থাকে, অর্থাৎ ধূমত্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকল্প থাকে), এবং স্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকল্প বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকল্পও থাকিয়া যায় (কারণ, হেত্বধিকরণ অযোগোলকে সংযোগসম্বন্ধে ধূমবতের অভাব ধরার জন্য হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতি-যোগিতাটি সংযোগসম্বন্ধেই হইবে), ইহাতে উভয়াভাব আর হইল না, ধূমের ব্যাপকত্বও সম্ভব হয় না, এবং অসদ্ব্যবহারে এইভাবে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ার অতিব্যাপ্তিও হয় না।

বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাস্থলে এইরূপেই লক্ষণ সমন্বয় হইবে ; 'চৈত্রো ন পচতি' অর্থাৎ 'চৈত্র পাক করে না' এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, চৈত্রোতে পাকানুকূল কৃতির অভাব আছে ; 'চৈত্র পাক করে' বলিতে বুঝায় যে চৈত্রোতে পাকানুকূল কৃতি আছে। তাহা হইলে 'চৈত্র পাক করে না' বলিতে পাকবিশিষ্টকৃত্যভাববান্ চৈত্র' ইহাই বোধ হয়, এবং 'চৈত্র পাক করে' বলিতে 'পাকবিশিষ্টকৃতিমান্ চৈত্র' এইরূপই বোধ হয়। এখানে চৈত্রোতে যে পাকবিশিষ্টকৃতির ভাব ও অভাব বোধহয়, সেই বৈশিষ্ট্য অনু-কূলত্বসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে ; অনুকূলত্বসম্বন্ধ হইল বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধ ; এইরূপে বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধে অভাব গ্রহণ সম্ভব হয় ! এখানে চৈত্রোতে যে অভাব ধরা হইয়াছে সেই অভাবীয় প্রতিযোগী হইল পাকবিশিষ্টকৃতি, এই কৃতিতে আছে তদভাবীয় প্রতিযোগিতা ; এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল এখানে 'পাক' ; এই 'পাক'কে অনুকূলত্বসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে বলিয়া প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল এখানে 'অনুকূলত্ব'। এইরূপে বৃত্তানিয়ামক-সম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ সম্ভব হয় ; এবং সদ্ব্যবহারে লক্ষণ সমন্বয় হয়, ও অসদ্ব্যবহারে অর্থাৎ বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাস্থলে ব্যভিচারী স্থলে সাধ্যবৎসামান্তাভাবীয় (অর্থাৎ সাধ্যবতে যে সামান্তাভাব

বা সাধ্যের যে সামান্যভাব অর্থাৎ হেতুধিকরণে বাহ্য সাধ্যবান্ বা সাধ্যা-
ধিকরণ তাহাতে যে সামান্যভাব অর্থাৎ সাধ্যসামান্যভাব থাকে তদ-
ভাবীয়) প্রতিযোগিতার দ্বারাই উত্তরাভাব সম্ভব হয় না বলিয়া অতি-
ব্যাপ্তি হয় না। এইভাবে বৃত্তানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে আর কোনো
অনুবিধা হয় না। নব্যগণ এইরূপ বলেন।

জাগদীশী—নহু ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলেহপি উক্তক্রমেণ এব
ব্যাপকত্ব নির্বাচ্যম্, অন্যথা দণ্ডিমানিত্যাদৌ দণ্ডিত্বাদিপ্রকারেণ
ব্যাপকত্বানুপপত্তেঃ, তথা চ প্রমেয়বান্ ঘটত্বাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ
প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বস্যাপ্রসিদ্ধেঃ। ন চ প্রকারিত্বাদৌ তৎপ্রসিদ্ধিঃ ;
প্রতিযোগিতানিষ্ঠায়া এব অবচ্ছেদ্যতায়াঃ প্রকৃতে নিবেশনীয়ত্বাৎ
অন্তথা প্রকারিত্বপ্রতিযোগিত্বসাধারণৈক্যাবচ্ছেদ্যত্ববিরহেণ ব্যভি-
চারিণি অতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ অত আহ সমবায়েনেতি।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলেও পূর্বোক্তক্রমেই
ব্যাপকত্ব বলা উচিত, অন্তর্ধায় ‘দণ্ডিমান্’ ইত্যাদিতে দণ্ডিত্বাদিপ্রকারের
দ্বারা ব্যাপকত্বের অনুপপত্তি হয় ; তাহা হইলে (বলা যাইবে) “প্রমেয়বান্
‘ঘটত্বাৎ’ ইত্যাদিতে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি বলতঃ অব্যাপ্তি হয়।
প্রকারিত্বাদিতে তাহার প্রসিদ্ধি (হয়) বলা যায় না, (কারণ) প্রতি-
যোগিতানিষ্ঠ অবচ্ছেদ্যতারই প্রকৃত নিবেশনীয়ত্ব বলতঃ (ঐরূপ বলা যায়
না) ; অন্তর্ধায় (অর্থাৎ ঐরূপ বলিলে) প্রকারিত্বপ্রতিযোগিত্বসাধারণ
এক্যাবচ্ছেদ্যত্ব বিরহের দ্বারা ব্যভিচারী স্থলে অতিব্যাপ্ত্যাপত্তি (হয়),
সেজন্য বলা হইল ‘সমবায়েন’ ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা : বিস্তৃত আলোচনার পর ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্ধারিত হইল—
হেতুমণ্ডিতভাবীয় প্রতিযোগিতাসামান্যে বৎসবন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যদ্ব্যব-
চ্ছিন্নত্ব এই উত্তরাভাব থাকিলে তৎসম্বন্ধে তদ্ব্যবচ্ছিন্নত্বের ব্যাপকত্ব হয়,
এবং ব্যাপকত্ববিশিষ্ট বস্তুর সামান্যধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। এখন প্রশ্ন হইল
ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে এই লক্ষণ প্রযুক্ত হইবে কি না? ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক-
স্থলে যদি এই লক্ষণ প্রয়োগ করা না যায়, অর্থাৎ অন্ত্র লক্ষণ প্রয়োগ করা
হয় তাহা হইলে “দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে

অব্যাপ্তি হয়। সম্বন্ধধর্মিক উভয়াভাবঘটিত যে লক্ষণ, অর্থাৎ সাধ্যভাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধে প্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব এই উভয়াভাব ধরিয়া
যে লক্ষণ করা হইয়াছিল সেই লক্ষণ অনুসারে এই স্থলে অব্যাপ্তি হয়।
কারণ, সাধ্য ‘দণ্ডী’ সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যভাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল
সংযোগ। এই সাধ্যভাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে বা দণ্ডিসং-
যোগাধিকরণে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব ধরিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ তৎ তৎ দণ্ড্যভাবী
প্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, এবং হেত্বধিকরণ দণ্ডিসংযোগাধিকরণানু-
যোগিকত্বও থাকিয়া যায়; কলে সাধ্যভাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে আর উভয়া-
ভাব গ্রহণ সম্ভব হয় না, এবং সন্দেহস্থলে এইভাবে লক্ষণ সম্বন্ধ না হওয়ার
অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, এস্থলে প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণ প্রয়োগ করিলে,
অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবী প্রতিযোগিতাসামান্ত্রে বৎসস্বদ্বাবচ্ছিন্নত্ববন্ধ-
বচ্ছিন্নত্বোভয়াভাব ধরিয়া যে লক্ষণ করা হইয়াছে তাহা প্রয়োগ করিলে আর
অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, এস্থলে, হেতুমন্নিষ্ঠ তৎ তৎ দণ্ড্যভাবী প্রতি-
যোগিতাতে বৎসস্বদ্বাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ বাদৃশস্বদ্বাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ সামান্ত্রতঃ
সংযোগস্বদ্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, এবং স্বদ্বাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ বাদৃশস্বদ্বাবচ্ছিন্নত্ব
অর্থাৎ সাধ্যরূপদণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নত্বও থাকে না (সাধ্য ব্যতীত অন্য দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নত্ব
থাকিতে পারে, কিন্তু বাদৃশ অর্থাৎ যে দণ্ডী সাধ্য ধরা হইয়াছে সেই
দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না); ইহাতে উভয়াভাব হয়, এবং তৎসম্বন্ধে বা
সংযোগসম্বন্ধে তৎস্বদ্বাবচ্ছিন্নত্বের বা দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নত্বের ব্যাপকত্ব সম্ভব হওয়ার
আর অব্যাপ্তির আশঙ্ক থাকে না। এইরূপে বলা যায় যে, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্য-
কস্থলে পূর্বোক্তক্রমে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণ সম্বন্ধ করিয়া
ব্যাপকত্ব নির্ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু, এইরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ
ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণ প্রয়োগ করা যায় না;
কারণ, “প্রমেরবান্ ঘটত্বাৎ” এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিতাঘটিত
লক্ষণ প্রয়োগ করিলে অব্যাপ্তি হয়। প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণে হেতুমন্নিষ্ঠা-
ভাবী প্রতিযোগিতাতে বৎসস্বদ্বাবচ্ছিন্নত্ব এবং স্বদ্বাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়া-
ভাব গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু, এস্থলে, অর্থাৎ “প্রমেরবান্ ঘটত্বাৎ” স্থলে
হেতুমন্নিষ্ঠাভাবী প্রতিযোগিতাতে বৎসস্বদ্বাবচ্ছিন্নত্বের বা সাধ্যভাবচ্ছেদক-
স্বরূপস্বদ্বাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি সম্ভব হইলেও স্বদ্বাবচ্ছিন্নত্বের বা সাধ্যভাব-
চ্ছেদকস্বদ্বাবচ্ছিন্নত্বের বা প্রমেরদ্বাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হয় না, কেননা, প্রমের-

স্বাবচ্ছিন্নত্বের কোথাও প্রসিদ্ধি হয় না ; প্রমেরস্বাবচ্ছিন্নত্বের বা বন্ধুস্বাবচ্ছিন্নত্বের এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ “প্রমেরবান্ বটদ্বাং” এই ব্যাপ্যবৃত্তি সচেতনত্বলক্ষণ সমন্বয় সম্ভব না হওয়ার অব্যাপ্তি হয়। এখানে বলা যাইতে পারে যে, ‘প্রমের’ হইল জ্ঞান বা প্রকারী, প্রকারীর প্রকারিস্বাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হয়, সুতরাং প্রমের এবং প্রকারী যখন একই পদার্থ, তখন প্রকারিস্বাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হইলেই প্রমেরস্বাবচ্ছিন্নত্বেরও প্রসিদ্ধি সম্ভব হয়, এবং সেজন্য অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এরূপও বলা যায় না ; কারণ, হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীর প্রতিযোগিতানিষ্ঠ যে অবচ্ছেদ্যতা বা অবচ্ছিন্নত্ব তাহারই প্রকৃত নিবেশ কর্তব্য, অন্তের নিবেশ নহে ; এখানে প্রতিযোগিতাতে প্রমেরস্বাবচ্ছিন্নত্বই প্রকৃত নিবেশ, প্রকারিস্বাবচ্ছিন্নত্ব নহে। ইহা অস্বীকার করিলে বা ইহার অন্তর্গত করিলে ব্যভিচারী হলে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক ব্যভিচারী হলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরিলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীর প্রতিযোগিতাতে প্রকারিতাতে যে অবচ্ছেদ্যত্ব আছে তাহার অভাব থাকিবে। প্রকারিতাতে যে অবচ্ছেদ্যতা আছে সেই অবচ্ছেদ্যতা প্রতিযোগিতাতে নাই, প্রকারিতাতে যে অবচ্ছেদ্যতা এবং প্রতিযোগিতাতে যে অবচ্ছেদ্যতা তাহা ভিন্ন পদার্থ, এক এবং সাধারণ নহে, কলে এই উভয়ের সাধারণ একাবচ্ছেদ্যত্ব না থাকায় হেতুমন্নিষ্ঠসাধ্যাভাবীর প্রকারিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে বন্ধুস্বাবচ্ছিন্নত্ব বা প্রমেরস্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না বলিয়া ঐ প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং এইভাবে অসচেতনত্ব লক্ষণ সমন্বয়ের কলে অতিব্যাপ্তি হয়।

দীর্ঘিতি—সমবায়সম্বন্ধে মেরসামান্যতাবস্ত সামান্যাদৌ
সদ্বায়েরস্বাদেয়গ্যতাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বং শুলভম্ ;

অনুবাদ : সমবায়সম্বন্ধে মেরসামান্যতাব সামান্যাদিতে থাকে বলিয়া মেরস্বাদিরও অভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব শুলভ (হয়) ;

ব্যাখ্যা : লগনীনগ্রহে প্রতিযোগিতাষটিত লক্ষণে “প্রমেরবান্ বটদ্বাং” হলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছে। এইপ্রকার আশঙ্কার কথা

চিত্তা করিয়াই দীর্ঘিতিকার “সমবায়সম্বন্ধে” ইত্যাদি প্রকার গ্রন্থ উৎপাদন করিয়াছেন। প্রতিযোগিতাতে প্রেমেরস্বাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ ব্যাপ্যবৃত্তি প্রেমেরসাধ্যকন্থলে সঙ্কেতুতে অব্যাপ্তির এবং অসঙ্কেতুতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা উক্ত প্রতিযোগিতাষটিত লক্ষণের ক্ষেত্রে করা হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘিতিকার বলিতেছেন যে, এইরূপ আপত্তি করা যায় না। প্রেমের স্বরূপসম্বন্ধে সমস্ত পদার্থতেই থাকে, কারণ, সমস্ত পদার্থই প্রেমের বিবর; সেজন্য প্রেমেরাভাব কোথাও সম্ভব না হওয়ার প্রেমেরাভাবীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের কোনো প্রতিযোগিতাতে প্রসিদ্ধি হয় না। কিন্তু, স্বরূপসম্বন্ধে প্রেমের সমস্ত পদার্থতে থাকিলেও সমবায়সম্বন্ধে প্রেমের সর্বত্র থাকে না; সামান্ত্রাধিতে সমবায়সম্বন্ধে প্রেমেরাভাব সর্বস্বীকৃত, এবং সেই প্রেমেরাভাবের প্রতিযোগী হইল ‘প্রেমের’, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ‘প্রেমেরত্ব’। এইরূপে প্রেমেররূপ প্রতিযোগীতে প্রেমেরস্বাবচ্ছিন্নত্ব সম্ভব হয়, এবং পক্ষান্তরে প্রেমেরস্বাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হয়। এইভাবে প্রেমেরস্বাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি সম্ভব হওয়ার “প্রেমেরবান্ ঘটন্যং” এই ব্যাপ্যবৃত্তি সঙ্কেতুহলে আর অব্যাপ্তি হয় না; এবং ব্যাপ্যবৃত্তি ব্যভিচারী হুলেও অতিব্যাপ্তি হয় না। ব্যভিচারী হুলে হেতুধিকরণে সাধ্যাভাব গ্রহণ করিয়া সেই সাধ্যাভাবীর প্রতিযোগিতা প্রকারীতে থাকে বলায় প্রকারিত্ব এবং প্রেমেরত্ব এই উভয়ের সাধারণ একাবচ্ছেদ্য অস্বীকার করায় হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীর প্রতিযোগিতাতে অর্থাৎ প্রকারিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাতে স্বত্বস্বাবচ্ছিন্নত্বের বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বের বা প্রেমেরস্বাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকিয়া যায় (কারণ, প্রেমেরত্ব এবং প্রকারিত্ব এক নহে বলিয়া ধরা হইয়াছে); কলে উভয়ভাব সম্ভব হওয়ার অসঙ্কেতুতে লক্ষণ সম্বয় হইয়া যায় বলিয়া অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু, প্রেমেরাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিলে অসঙ্কেতুহলে হেতুমন্নিষ্ঠ প্রেমেরাভাবীর প্রতিযোগিতাতে স্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং স্বত্বস্বাবচ্ছিন্নত্ব (বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব বা প্রেমেরত্ব) এই উভয় থাকিয়া যায় বলিয়া উভয়ভাব সম্ভব হয় না, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

জাগদীশী—নহু স্বরূপসম্বন্ধে গগনাদেবু'ত্তিমেষ্টেপি প্রকৃত-
সাধ্যীয়সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে তাদৃশোভয়াভাববিবক্ষয়ৈব সর্ব-
সামঞ্জস্তে কৃতং বিবক্ষান্তরেণ ? ঘটবান্ মহাকালত্বাদিত্যত্র ঘটীয়তা-
দৃশবিশেষণতয়াং পটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহেণ পটীভাবশ্চৈব
প্রতিযোগিবৈষয়িকরণ্যসম্ভবাং । কালঃ প্রমেয়বান্ মহাকালত্বা-
দিত্যত্র চ কালিকসম্বন্ধে প্রমেয়সামান্ত্রস্ত ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া তত্র প্রতি-
যোগিবৈষয়িকরণ্যশ্চৈবানুপাদেয়ত্বেন নির্দোষাদতঃ পূর্বকল্পে দোষান্ত-
রমাহ অতএবেতি ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়,—স্বরূপসম্বন্ধে গগনাদির বৃত্তিমত্তা সত্ত্বেও
প্রকৃতসাধ্যীয়সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে তাদৃশোভয়াভাব বিবক্ষার দ্বারাই
সর্বসামঞ্জস্ত হওয়ায় বিবক্ষান্তর কেন ? “ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” ইত্যাদি
এস্থলে ঘটীয়তাদৃশবিশেষণতাতে পটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব বিরহের দ্বারা
পটীভাবেরই প্রতিযোগিবৈষয়িকরণ্য সম্ভব হয় বলিয়া (বিবক্ষান্তর অপ্র-
য়োজনীয়) । এবং “কালঃ প্রমেয়বান্ মহাকালত্বাৎ” ইত্যাদি এস্থলে
কালিকসম্বন্ধে প্রমেয়সামান্ত্রের ব্যাপ্যবৃত্তিতাহেতু সেস্থলে প্রতিযোগি-
বৈষয়িকরণ্যেরই অনুপাদেয়ত্বের দ্বারা নির্দোষ হয় বলিয়া (বিবক্ষান্তর অপ্র-
য়োজনীয়),—সেজন্য পূর্বকল্পে ‘অতএব’ ইত্যাদি দোষান্তর বলা হইল ।

ব্যাখ্যা : স্বরূপসম্বন্ধে গগনাদির মহাকালে বৃত্তিমত্তা মতে সম্বন্ধার্থিক
উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ পরিচয়্য করিয়া প্রতিযোগিতার্থিক উভয়াভাব-
ঘটিত লক্ষণ নির্ণয় করা হইল ; কারণ, গগন স্বরূপসম্বন্ধে মহাকালে বৃত্তি
হইলে সম্বন্ধার্থিক উভয়াভাবঘটিত লক্ষণের সাহায্যে “কালো ঘটবান্
মহাকালত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি বারুণ হয় না । কিন্তু প্রতিযোগিতাঘটিত
লক্ষণের সাহায্যে মহাকালে গগনাদির বৃত্তিমত্তা সত্ত্বেও উক্ত অব্যাপ্তি আর
হয় না । কিন্তু, এস্থলে বক্তব্য হইল সম্বন্ধঘটিত লক্ষণটিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত
করিলেই গগনাদির মহাকালে বৃত্তিমত্তা সত্ত্বেও সম্বন্ধঘটিত লক্ষণের সাহায্যেই
“কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ” স্থলের অব্যাপ্তি বারুণ হয় । সম্বন্ধঘটিত
লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে তাদৃশোভয়াভাব গ্রহণের কথা বলা
হইয়াছে ; ইহাকে পরিবর্তন করিয়া ‘প্রকৃতসাধ্যীয়সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ-

সামান্ত্রে' ভাদৃশোভয়াভাব গ্রহণ করিলেই হইবে, অর্থাৎ সৰ্বসামান্ত্রিক হইবে, উক্ত অব্যাপ্তিও বারণ হইবে, এবং বিবক্ষান্তরের অর্থাৎ প্রতিবো-
গিতাঘটিত লক্ষণের আর প্রয়োজন হইবে না। আলোচ্য স্থলে অর্থাৎ
“কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” স্থলে প্রকৃত সাধ্য হইল ‘ঘট’, প্রকৃতসাধ্যীয়-
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল ঘটীয়কালিকসম্বন্ধ, অর্থাৎ সামান্ত্রতঃ কালিকসম্বন্ধ
নহে ; যে কালে ‘ঘট’ সাধ্য থাকে সেই কালে ‘ঘট’ তাৎকালিক যে কালিক-
সম্বন্ধ থাকে তাহাই হইল প্রকৃতসাধ্যীয় বা ঘটীয়কালিকসম্বন্ধ, এই প্রকার
প্রকৃতসাধ্যীয়সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে বা এস্থলে ঘটীয়কালিকসম্বন্ধ-
সামান্ত্রে অর্থাৎ ঘটীয়কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধসামান্ত্রে পটদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিবো-
গিকত্বের অভাব আছে ; কারণ, যে কালে ঘট থাকে ঠিক সেই কালে বা
তৎকালাবচ্ছেদে সেই সম্বন্ধে পট থাকে না বা থাকিতে পারে না, অর্থাৎ
ঘটীয়কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে পট কালে থাকে না, পটীয়কালিক-
বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে পট কালে থাকে ; তাহা হইলেই পটীয়কালিক-
বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধ ঘটীয়কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধ হইতে ভিন্ন হয়,
এবং ঘটীয়কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে কালে বা মহাকালে ‘ঘট’ থাকে, পট
থাকে না, পট মহাকালে পটীয়কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে থাকিতে পারে ;
সুতরাং ঘটীয়কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধের প্রতিযোগী হইল ঘট, পট নহে।
তাহা হইলে প্রকৃত সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে অর্থাৎ ঘটীয়কালিকবিশেষণ-
তাবিশেষসম্বন্ধসামান্ত্রে পটপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না, অর্থাৎ পটদ্বাবচ্ছিন্ন-
প্রতিযোগিকত্বের বিরহ বা অভাব থাকে, ইহাতেই উক্ত সম্বন্ধসামান্ত্রে
উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং পটাভাবই হেতুমিষ্ট প্রতিযোগিব্যাধিকরণ অভাব
হয়। এইরূপ হইলে আলোচ্য স্থলে অর্থাৎ “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং”
স্থলে আর অব্যাপ্তি হয় না, সমস্তার সমাধান সহজেই হয় ; সম্বন্ধঘটিত
লক্ষণের দ্বারা ইহা হয়, সুতরাং প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণের বা বিবক্ষা-
ন্তরের : আর প্রয়োজন হয় না। “কালো প্রমেয়বান্ মহাকালদ্বাং” স্থলে
অবশ্য বলা যায় যে প্রকৃতসাধ্যীয় বা প্রমেয়সাধ্যীয়কালিকসম্বন্ধ বলিতে
সৰ্বকালই হইবে, কারণ, প্রমেয় সৰ্বকালেই বা সমগ্র কালেই থাকে, কোনো
বিশেষ কালাবচ্ছেদে থাকে না ; এবং তাহা হইলে প্রকৃতসাধ্যীয়সাধ্য-
তাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত্রে, অর্থাৎ প্রমেয়সাধ্যীয়কালিকসম্বন্ধসামান্ত্রে হেতু-
মিষ্টাভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বাভাব সম্ভব হয় না, কেননা, সকল

বস্তুই প্রেমের বিষয় হওয়ার প্রেমেরসাধীরকালিকসম্বন্ধে মহাকালে সকল বস্তুই থাকিয়া যায় বলিয়া উক্ত প্রেমেরসাধীরকালিকসম্বন্ধে কোনোপ্রকার প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকসম্বন্ধের সম্ভব হয় না ; আর, উক্ত প্রেমেরসাধীর-কালিকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণমহাকালান্ত্রযোগিকত্ব তো থাকেই ; কলে, উত্তরাভাব না হওয়ার প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব সম্ভব হয় না বলিয়া এই সম্বন্ধত্বলৈ লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং এজন্য লক্ষণের অর্থাৎ সম্বন্ধত্বটি লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘোষ হয়। কিন্তু, এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, “কালো প্রেমেরবান্ মহাকালদ্বাং” শ্রুতি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকশ্রুতি, ব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যকশ্রুতি যেহেতু প্রতিযোগিবৈধিকরণের অন্তঃপ্রবেশ অপ্ৰয়োজনীয়, সেকারণে এই শ্রুতি প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব গ্রহণের জন্য সম্বন্ধত্বটি এই লক্ষণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। স্বাভাবিকভাবেই হেত্বধিকরণে বা মহাকালে মহাকালান্ত্রত্ববিশিষ্ট কোনো অভাব চিন্তা করিয়া বা মহাকালান্ত্রত্ব-বিশিষ্টপ্রেমেরসাধীর চিন্তা করিয়া তদভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাব-চ্ছেদক হইতে ভিন্ন এই প্রকার স্বাভাবিক পন্থায় লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে, এবং এই শ্রুতি অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। ইহাতে সম্বন্ধত্বটি লক্ষণটির দ্বারা সকল সমস্তের সমাধান হয়, প্রতিযোগিতাটিকে লক্ষণের আর আবশ্যকতা থাকে না ; অর্থাৎ সম্বন্ধত্বটি লক্ষণটিতে ‘প্রকৃতসাধীর-সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ’ এই অর্থ গ্রহণ করিলেই সকল দিক রক্ষা হয়, প্রতি-যোগিতাটিকে লক্ষণান্তর অনাবশ্যক হইয়া যায়। এইজন্যই দীর্ঘত্বিকার “অতএব” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পূর্বকল্পে, অর্থাৎ সম্বন্ধত্বটি লক্ষণে অন্য প্রকার ঘোষ প্রদর্শন করিতেছেন। সম্বন্ধত্বটি লক্ষণে “অতএব” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দীর্ঘত্বিকার যে সকল ঘোষ প্রদর্শন করিয়াছেন তৎসমুদয়, কিন্তু, প্রতি-যোগিতাটিকে লক্ষণে হয় না ; সুতরাং, প্রতিযোগিতাটিকে লক্ষণই গ্রাহ্য, সম্বন্ধত্বটি লক্ষণ সর্বপ্রকার ঘোষ মুক্ত না হওয়ার গ্রাহ্য নহে।

দীর্ঘত্বিকার—অতএব সম্ভবায়নৈকত্বেন জব্যাদিপ্রতিযোগিকত্ব-
ত্বাভাবপ্রতিযোগিকত্বভিন্নসম্বন্ধেপি জব্যং জাতেরিত্যাদৌ বহিঃসম্ব-
ন্ধবান্ বহেরিত্যাদৌ সংযোগস্য বিদ্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববির-

হেহি চ নাতিব্যাপ্তিরিত্যপি বদন্তি ।

অনুবাদ : অতএব সমবায়ের একত্বের দ্বারা দ্রব্যাদিপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) গুণাত্মকযোগিকত্ব (এই) উভয় থাকে বলিয়া “দ্রব্যং জাতেঃ” ইত্যাদিতে, এবং “বহিধুমোভয়বান্ বহেঃ” ইত্যাদিতে সংযোগের দ্বিধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকত্ব বিরহ হয় বলিয়াও অতিব্যাপ্তি হয় না, ইত্যাদিও বলা যায় ।

ব্যাখ্যা : “অতএব” এই গ্রন্থের দ্বারা দীর্ঘভিত্তিকার সম্বন্ধটি লক্ষণে অল্প প্রকার আরও দোষ প্রদর্শন করিতেছেন । “দ্রব্যং জাতেঃ” এই অসদ্ব্যবহারে সাধ্য হইল ‘দ্রব্যত্ব’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায় । সমবায়ের একত্ব বশতঃ সমস্ত সমবায়ই এক ; অর্থাৎ দ্রব্যে দ্রব্যত্ব যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে সেই সমবায়, এবং গুণাদিতে জাতি যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে সেই সমবায় একই সমবায় । অসদ্ব্যবহারে সাধ্যতাব কাম্য, হেত্বধিকরণ গুণাদিতে দ্রব্যত্বাভাব বা সাধ্যতাব চিন্তা করিলে এই স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সমবায়সম্বন্ধনামান্ত্রে হেতুময়িষ্ঠাভাবীরপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ দ্রব্যত্বপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায় ; এবং সমবায়ের একত্ব বশতঃ উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধসামান্ত্রেতে গুণাত্মকযোগিকত্বও থাকিয়া যায়, ইহাতে উভয়ভাব হয় না, অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাব বা সাধ্যতাব প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অভাব হয় না । এইরূপে অসদ্ব্যবহারে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব না হওয়ায় এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় । “বহিধুমোভয়বান্ বহেঃ” এই অসদ্ব্যবহারে সাধ্য হইল ‘বহিধুমোভয়’, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল ‘সংযোগ’ । কিন্তু, সংযোগসম্বন্ধে একটি বস্তু অপর বস্তুতে থাকে, অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধের প্রতিযোগী এক, বা ‘সংযোগ’ হইল একদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধ ; এই সংযোগসম্বন্ধে একাধিক বস্তু অপর বস্তুতে থাকে না, অর্থাৎ ‘সংযোগ’ দ্বিধাবচ্ছিন্ন বা বহুদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক-সম্বন্ধ নহে । সংযোগের এই দ্বিধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব না থাকায় এই স্থলটিতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে বহিধুমোভয়প্রতিযোগিপ্রতি-যোগিকত্ব গ্রহণ করা সম্ভবই হয় না (অসদ্ব্যবহারে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাব বা বহিধুমোভয়ত্বাভাব চিন্তা করিয়া বহিধুমোভয়ত্বাভাবীর প্রতিযোগিপ্রতি-যোগিকত্ব গ্রহণ সম্ভব হয় না), কারণ, বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগি-

কত্থের অর্থাৎ দ্বিত্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যেতে প্রসিদ্ধি হয় না, কেননা, সংযোগের দ্বিত্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের প্রসিদ্ধি হয় না; এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সম্বন্ধবাটিত লক্ষণটি দোষভূত হইয়া পড়ে; অসদ্ব্যবহারে এই দোষ হওয়ার এতদ্বারা সম্বন্ধবাটিত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। সুতরাং, সম্বন্ধবাটিত লক্ষণটি দোষমুক্ত নহে। এবং এই সকল ক্রটির জন্যই সম্বন্ধবাটিত লক্ষণ বর্জন করিয়া প্রতিযোগিতাবাটিত লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতিযোগিতাবাটিত লক্ষণ অনুসারে এই স্থলদুইটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। “দ্রব্যং জাতেঃ” এই অসদ্ব্যবহারে হেতুমণ্ডিত সাধ্যাব্যবাহার বা দ্রব্যত্বাব্যবাহার দ্রব্যত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে, এবং স্বত্বাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকদ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নত্বও থাকে, কলে উক্ত প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব সিদ্ধ না হওয়ার তৎসম্বন্ধে অর্থাৎ সম্বন্ধসম্বন্ধে তৎস্বত্বাবচ্ছিন্নত্বের বা দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নত্বের বা দ্রব্যত্বের ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয় না; এইরূপে “দ্রব্যং জাতেঃ” এই অসদ্ব্যবহারে ‘দ্রব্যত্ব’ সাধ্যের ব্যাপকত্ব সিদ্ধ না হইলে আর অতিব্যাপ্তি দোষের সম্ভাবনা থাকে না। সম্বন্ধের একত্ব স্বীকার করিলেও প্রতিযোগিতাবাটিত লক্ষণের দ্বারা এতদ্বারা অতিব্যাপ্তি দোষ বারণ হয়। “বহিঃস্থমোভয়বান্ বহেঃ” এই অসদ্ব্যবহারে হেত্বধিকরণ বা বহিঃস্থমোভয়বান্ অযোগ্যগোলকে বহিঃস্থমোভয়াভাব বা সাধ্যাভাব (অযোগ্যগোলকে বহিঃ থাকিলেও ধুম থাকে না, এবং বহিঃস্থমোভয় থাকে না) ধরিয়া উক্ত অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে, এবং স্বত্বাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকবহিঃস্থমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে; ইহাতে উক্ত প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব সিদ্ধ না হওয়ার সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকবহিঃস্থমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের ব্যাপকত্ব হয় না; এইরূপে অসদ্ব্যবহারে সাধ্যের ব্যাপকত্ব না হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। সংযোগের দ্বিত্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব বিরহ বা অভাব সত্ত্বেও প্রতিযোগিতাবাটিত লক্ষণের সাহায্যে এই স্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ হইল। সুতরাং, প্রতিযোগিতাবাটিত লক্ষণ সর্বপ্রকারে দোষমুক্ত, এবং এই লক্ষণের দ্বারা প্রকৃত স্থলেও অর্থাৎ “কালো ঘটবান্ মহাকালদ্বাং” স্থলেও অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এইজন্যই সম্বন্ধবাটিত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিযোগিতাবাটিত লক্ষণই সর্বতোভাবে গ্রাহ্য। ইহাতে সকল দিক রক্ষা হয়।

জাগদীশা—যতপি সংযোগমাত্রস্তেব দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব-
বিরহাৎ বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবমাদারৈব নাতিব্যাপ্তিসম্ভাবনা,
তথাপি বহিধুমোভয়বান্ বহুঃ ইত্যাদৌ সংযোগস্ত দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতি-
যোগিকত্ববিরহেহপি সমবায়শ্চেক্ষেন দ্রব্যত্বপ্রতিযোগিকত্বগুণানু-
যোগিকত্বোভয়সম্বন্ধেন দ্রব্যং জাতেরিত্যাদৌ নাতিব্যাপ্তিরিতি যোজনা ;
বিরহেহপি চেতি চকারস্ত প্রামাদিক ইতি প্রাঞ্চঃ । বস্তুতস্ত সংযোগস্ত
সম্বন্ধমাত্রস্ত দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বাপ্রসিদ্ধৌ অপি ইত্যর্থঃ । তথা চ
সম্বন্ধমাত্রস্ত একপ্রতিযোগিকাপরানুযোগিকসম্বন্ধননিয়মেন বহিধুমো-
ভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধস্ত অপ্রসিদ্ধ্যা তাদৃশপ্রতিযোগিকত্বস্ত
লক্ষণাঘটকত্বেহপি বহিধুমোভয়বান্ বহুরিত্যাদৌ ন অতিব্যাপ্তিঃ,
প্রকারিহাদেঃ সম্বন্ধেহে মানাভাবাদিতি তু প্রাগেব প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ ।
কেচিত্তু বহুরিত্যত্র ধুমাদিতি ন অতিব্যাপ্তিরিতি অনন্তরং চ অব্যাপ্তি-
র্বেতি পাঠঃ কল্পয়ন্তো দ্রব্যং জাতেরিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিং বহিধুমো-
ভয়বান্ ধুমাদিত্যত্র চ অব্যাপ্তিমেষ পূর্বলক্ষণে দোষং সংগময়ন্তি ।

অনুবাদ : যতপি সংযোগমাত্রেরই দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহ
বশতঃ বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব গ্রহণ করিয়াই অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা
থাকে না, তথাপি “বহিধুমোভয়বান্ বহুঃ” ইত্যাদিতে সংযোগের দ্বিত্ব-
বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহ সত্ত্বেও সমবায়ের একত্বের দ্বারা দ্রব্যত্বপ্রতিযোগি-
কত্বগুণানুযোগিকত্ব (এই) উভয় থাকাতে “দ্রব্যং জাতেঃ” ইত্যাদিতে
অতিব্যাপ্তি হয় না, ইত্যাদি যোজনা ; “বিরহেহপি চ” ইত্যাদি ‘চ’কার
কিছু প্রমাণ, ইত্যাদি প্রাচীনেরা (বলেন) । বস্তুতঃপক্ষে, সংযোগসম্বন্ধ-
মাত্রের দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধিতেই (এইরূপ হয়), ইহাই
অর্থ । সুতরাং সম্বন্ধমাত্রের একপ্রতিযোগিক-অপরানুযোগিক সম্বন্ধত্ব নিয়মের
দ্বারা বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তাদৃশপ্রতি-
যোগিকত্বের লক্ষণের অঘটকত্ব সত্ত্বেও “বহিধুমোভয়বান্ বহুঃ” ইত্যাদিতে
অতিব্যাপ্তি হয় না ; প্রকারিহাদির সম্বন্ধত্বের প্রমাণাভাব (হয়), ইত্যাদি,
কিছু, পূর্বেই আমাদের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে । কেহ কেহ কিন্তু—“বহুঃ”
ইত্যাদি এখানে ‘ধুমাৎ’ ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না ইত্যাদি, এবং অনন্তর

“অব্যাপ্তির্বা” ইত্যাদি পাঠ করিয়া করিয়া “দ্রব্যং জাতেঃ” ইত্যাদিতে অতি-
ব্যাপ্তি এবং “বহিধুমোভয়বান্ ধুমাং” ইত্যাদি এখানে অব্যাপ্তিই (হয়)—
পূর্বলক্ষণে (এই প্রকার) দোষ প্রদর্শন করেন।

ব্যাখ্যা : সামান্ত্র্যটিত লক্ষণের দোষ প্রদর্শনের জন্য যে “বহিধুমো-
ভয়বান্ বহেঃ” স্থলটি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা যথাযথ হয় নাই। কারণ,
সংযোগসম্বন্ধমাত্রেরই দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না বলিয়া উক্ত স্থলে
সম্বন্ধটিত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হয় বলা হইয়াছে। কিন্তু, সংযোগসম্বন্ধে
দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ “বহিধুমোভয়বান্ বহেঃ” স্থলে
সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেতুমগ্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব
অর্থাৎ বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বরূপ দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন এই প্রতিযোগিকত্ব
গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় সম্বন্ধটিত লক্ষণে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল ;
কিন্তু, এই অপ্রসিদ্ধি হইলে প্রকৃতপক্ষে অতিব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়, কারণ,
এই অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে বহিধুমোভয়ত্বা-
বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন এই প্রতিযোগিকত্বা-
ভাবই উক্ত সংযোগসম্বন্ধসামান্ত্রে সিদ্ধ হইয়া যায়, ইহাতে উভয়াভাব সম্ভব
হওয়ায় বহিধুমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় ;
ইহাতে সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক হওয়ায় এই অসদ্ব্যবস্থায় আর অতি-
ব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং, দীধিতিকার “বহিধুমোভয়বান্ বহেঃ”
স্থলে অতিব্যাপ্তির কথা কেন বলিলেন ? এই স্থলে এই অতিব্যাপ্তির প্রয়োগ
অসঙ্গতই হইয়াছে। যদিও দীধিতিগ্রন্থের এই অসঙ্গতি এখানে লক্ষিত হয়,
তথাপি দীধিতিগ্রন্থ সঙ্গতির জন্য অন্তরূপ বলা যায়। দীধিতিগ্রন্থে আছে
—“সমবায়শ্চৈকত্বেন দ্রব্যাদিপ্রতিযোগিকত্বগুণাত্তত্ত্বযোগিকত্বোভয়সংযো-
গদ্রব্যং জাতেরিত্যাদৌ, বহিধুমোভয়বান্ বহেরিত্যাদৌ সংযোগস্ত দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন-
প্রতিযোগিকত্ববিরহেপি চ নতিব্যাপ্তিঃ”—ইহাতে পরিষ্কার হয় যে, এই
গ্রন্থের “চ” অর্থাৎ “এবং” শব্দের দ্বারা “দ্রব্যং জাতেঃ” ও “বহিধুমোভয়বান্
বহেঃ” এই স্থল দুইটিকেই যুক্ত করা হইয়াছে ; এই স্থলদুইটিতেই সম্বন্ধটিত
লক্ষণে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে, তাহা প্রতিযোগিতাটিত লক্ষণ অনুসারে
বারণ হয়,—এইরূপ অর্থই উক্ত দীধিতিগ্রন্থের দ্বারা স্পষ্ট হয়, এবং ইহাতে
ঐরূপ অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। কিন্তু, দীধিতিকৃত উক্ত গ্রন্থটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন
করিয়া পাঠ করিলে আর ঐ অসঙ্গতি থাকে না ; “বহিধুমোভয়বান্ বহেঃ-

বিত্যাদৌ সংযোগত্ব দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহেহপি সমবায়ত্বক্বেদন
 ত্রব্যাস্ত্বপ্রতিযোগিকত্বগুণাহ্বয়োগিকত্বোত্তরসম্বন্ধে ত্রব্যং জাতেবিত্যাদৌ ন
 অতিব্যাপ্তিঃ—এইটিকে এইরূপভাবে পাঠ করিলে বা যোজন্য করিলে
 আর কোনো অসঙ্গতি থাকে না। কারণ, এইভাবে দীধিতিগ্রন্থটিকে
 যোজন্য করিলে ইহার অর্থ হইবে—“বহিধুমোত্তরবান্ বহেঃ” ইত্যাদি স্থলে
 দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহ থাকিলেও, অর্থাৎ উক্ত বিরহ বশতঃ অতি-
 ব্যাপ্তি না হইলেও, অন্তস্থলে অর্থাৎ “ত্রব্যং জাতেঃ” এই স্থলে সমবায়ের
 একত্বের দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ত্রব্যাস্ত্বপ্রতিযোগিকত্ব এবং গুণাহ্ব-
 যোগিকত্ব এই উত্তর থাকাতে সম্বন্ধযুটিত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হয়, এবং প্রতি-
 যোগিতাযুটিত লক্ষণে ঐ অতিব্যাপ্তি বারণ হয় ; দীধিতিগ্রন্থে “বিরহেহপি”
 পদের পর যে “চ” শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা প্রামাণিক ‘চ’কার
 অর্থাৎ প্রমাণ বা তুল বশতঃ ঐ ‘চ’কার গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপ
 ব্যাখ্যা করিলে দীধিতিগ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষা হয়,—প্রাচীনেরা এইরূপ বলেন।
 বস্তুতঃপক্ষে ইহাই প্রকৃত অর্থ, অর্থাৎ “সংযোগের দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব-
 বিরহসম্বন্ধেও” কথার অর্থ হইল “সংযোগসম্বন্ধমাত্রেরই দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগি-
 কত্বের অগ্রসিদ্ধি সম্বন্ধেও”—অর্থাৎ এই অগ্রসিদ্ধি বশতঃ এস্থলে অতিব্যাপ্তি
 না হওয়া সম্বন্ধেও অন্তস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। সুতরাং, সম্বন্ধমাত্রেরই,
 অর্থাৎ সংযোগ, বা সমবায়, বা অন্ত যে কোনো সম্বন্ধ হউক না কেন সমস্ত
 সম্বন্ধেরই, বা সম্বন্ধমাত্রেরই একপ্রতিযোগিক ও একাত্মযোগিক বা অপরাহ্ম-
 যোগিক সম্বন্ধত্বনিয়মের দ্বারা, অর্থাৎ প্রত্যেক সম্বন্ধের একটি মাত্র প্রতিযোগী
 থাকে ও একটি মাত্র অহ্মযোগী থাকে এই নিয়মের দ্বারা “বহিধুমোত্তরবান্
 বহেঃ” এই স্থলে ‘বহিধুমোত্তরদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধে’র বা ‘দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন-
 প্রতিযোগিকসাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে’র অগ্রসিদ্ধি বশতঃ (‘সম্বন্ধ’
 সর্বদাই একপ্রতিযোগিক, দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধ অগ্রসিদ্ধ, সুতরাং
 এস্থলেও এই অগ্রসিদ্ধি হইবে) তাদৃশপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ বহিধুমোত্তরদ্বা-
 বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব লক্ষণের ঘটক হয় না, অর্থাৎ ‘বহিধুমোত্তরদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতি-
 যোগিকত্বাভাব’ লক্ষণের ঘটক হয়, ইহাতে অসম্বন্ধত্ব সাধ্যতাব লক্ষণের
 ঘটক হওয়ার আর অতিব্যাপ্তি হয় না। আর, “বহিধুমোত্তরবান্ বহেঃ”
 স্থলে অতিব্যাপ্তি রক্ষা করিয়া দীধিতিগ্রন্থের সঙ্গতি আনয়ন করার অন্তঃ‘বহি-
 ধুমোত্তরদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধত্ব’ প্রকারিত্বে প্রসিদ্ধ হইবে বলা যায়

না; অর্থাৎ বহিধুমোভয়দ্বাবচ্ছিন্ন বা বিদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি হইলেও প্রকারিচ্ছে প্রসিদ্ধ হয়, সুতরাং উক্ত বিদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধ নিবেশ করিলেও ক্ষতি কি?—এরূপ বলা যায় না। কারণ, প্রকারিছাদির সম্বন্ধের প্রমাণাভাব হয়, ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। দীধিতিগ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষার জন্য কেহ কেহ কিন্তু এখানে অন্তরূপ কথা বলেন; (‘কেচিত্তু’ গ্রন্থের দ্বারা এই সকল নৈয়ায়িকদের কথাই বলা হইয়াছে); তাঁহারা বলেন যে, দীধিতিগ্রন্থে “বহিধুমোভয়বান্ বহুঃ” ইত্যাদিতে “বহুঃ” স্থলে “ধুমাং” হইবে, অর্থাৎ স্থলটি “বহিধুমোভয়বান্ ধুমাং” এইরূপ হইবে। এবং এইরূপ হইলে “বহিধুমোভয়বান্ ধুমাং” স্থলটি সন্দেহস্থল হইয়া যাইবে, ফলে এই স্থলে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না; অনন্তর ঐ স্থলে অতিব্যাপ্তির পরিবর্তে দীধিতিগ্রন্থে “অব্যাপ্তি” শব্দ যোজনা করিতে হইবে, অর্থাৎ “বহিধুমোভয়বান্ ধুমাং ইত্যত্র অব্যাপ্তিঃ”—দীধিতিগ্রন্থের এইরূপ পাঠ চিন্তা করিতে হইবে। তাহা হইলে “দ্রব্যং জাতেঃ” ইত্যাদিতে সম্বন্ধটিত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি এবং ঐ লক্ষণে “বহিধুমোভয়বান্ ধুমাং” স্থলে সংযোগ-সম্বন্ধের বিদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়, এইরূপ পাঠ চিন্তা করিয়া পূর্বলক্ষণে অর্থাৎ সম্বন্ধটিত লক্ষণে দোষ প্রদর্শন করিতে হইবে এবং দীধিতিগ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে।

দীধিতি—প্রতিযোগিত্বাদিশ্চ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষো ন সম্বন্ধত্বেন নিবিষ্টঃ, সামান্যাদিকরণেহপি সম্বন্ধঃ সংযোগত্বাদিনৈব নিবিশভে, দর্শিতঞ্চ নিয়মাঘটিতমপি সম্বন্ধত্বম্।

অনুবাদ : এবং প্রতিযোগিত্বাদি স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ, সম্বন্ধত্বের দ্বারা নিবিষ্ট নহে; সামান্যাদিকরণেও সংযোগত্বাদির দ্বারাই সম্বন্ধ নিবেশ করা হয়, এবং সম্বন্ধত্বনিয়মাঘটিতই দর্শিত (হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা : গদ্যশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণে এবং দীধিতিকৃত পরিবর্তিত লক্ষণে ‘প্রতিযোগিত্ব’, ‘অবচ্ছেদকত্ব’ প্রভৃতি যে সকল শব্দ আছে সেগুলি স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ, অন্ত কোনো প্রকার সম্বন্ধত্বের দ্বারা সেগুলি বলা হয় নাই।

লক্ষণে ‘সামান্যধিকরণ্য’ শব্দে যে সম্বন্ধের অর্থাৎ সামান্যধিকরণ্যসম্বন্ধের উল্লেখ আছে তাহাও সংযোগস্বাদি, অর্থাৎ সংযোগত্ব, সমবায়ত্ব ইত্যাদি প্রকার সম্বন্ধের দ্বারা ই উল্লিখিত হইয়াছে ; অর্থাৎ সংযোগস্বাদি সম্বন্ধত্ব যে প্রকার বা বৈরূপ, সামান্যধিকরণ্যও সেই প্রকার বা তদ্রূপ, সামান্যধিকরণত্ব সম্বন্ধত্বকেও ঐ একইভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর, সম্বন্ধত্ব, অর্থাৎ সংযোগত্ব, সমবায়ত্ব, সামান্যধিকরণত্ব প্রভৃতি প্রকার সম্বন্ধত্ব যে নিয়মাবলি তাহাই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ প্রকার সম্বন্ধত্বকে নিয়মাবলিভরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে, নিয়মাবলিভরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। কেননা, উক্ত প্রকার সম্বন্ধত্বগুলিকে নিয়মাবলিভরূপে গ্রহণ করিলে ইহা ব্যাপ্ত্যাদ্রয়ী হওয়ার আত্মাদ্রয় দোষ ঘটে, সে কারণে ঐ প্রকার সম্বন্ধত্বগুলিকে নিয়মাবলিভরূপেই ধরা হইয়াছে।

জাগদীশী—নমু স্বরূপসম্বন্ধাত্মকপ্রতিযোগিত্বস্ত বিশিষ্টধীজন-কত্বরূপং সম্বন্ধতাবলিকনিয়মাবলিভরূপত্বাদিত্যশ্রয়ত্বমত আহ প্রতিযোগিত্বাদিত্যিতি। আদিনা অবচ্ছেদকত্বপরিগ্রহঃ। ন সম্বন্ধত্বেন ইতি প্রতিযোগিতাবলিভরূপান্তরপ্রকারেণ হেতুমল্লিষ্ঠাভাবীয়ত্বপ্রকারেণৈব বা তৎ প্রবেশাৎ ইতি ভাবঃ। সংযোগত্বাদিনা এব ইতি। নমু প্রতিযোগিতাবলিমপি স্বরূপসম্বন্ধ এবেত্ব্যক্তদোষতাবলিস্বয়ম্। কিং চ বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধেন হেতুতাস্থলে তেন সম্বন্ধেন হেতুসম্বন্ধিত্বস্ত অবশ্যং প্রবেশ্যমেব ইত্যতঃ সম্বন্ধত্বেন নিবেশেহপি ন ক্ষতিরিতিশ্রয়েন আহ দর্শিতং চেতি। বিশেষ্যবিশেষণত্বাংশবিশিষ্টধীবিষয়ত্বমেব সম্বন্ধত্বমিতি ভাবঃ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, স্বরূপসম্বন্ধাত্মকপ্রতিযোগিত্বের বিশিষ্টধীজনকত্বরূপ (হওয়ার) সম্বন্ধতাবলিক নিয়মাবলিভরূপত্ব বশতঃ আত্মাদ্রয় (হয়), সেজন্য বলা হইল “প্রতিযোগিত্বাদি” ইত্যাদি। “আদি” (পদের) দ্বারা ‘অবচ্ছেদকত্ব’ গ্রহণ করা হইয়াছে। “ন সম্বন্ধত্বেন” ইত্যাদি (হইল) প্রতি-

যোগিতাদ্বাদিধর্মাস্তর প্রকারের দ্বারা অথবা হেতুমিষ্টিভাবীরত্ব প্রকারের দ্বারা তৎ প্রবেশ বশতঃ (‘আত্মাশ্রয়’ দোষ খণ্ডন হয় না), ইহাই ভাব। ‘সংযোগদ্বাদিনা এব’ ইত্যাদি। যদি বলা যায়, প্রতিযোগিতাত্বও স্বরূপ-সম্বন্ধই, ইত্যাদি উক্তিতে তদবস্থায় দোষ হয়। এবং (আরও) কি, বৃত্ত্যানিয়ামকসম্বন্ধে হেতুতান্মলে সেই (বৃত্ত্যানিয়ামক) সম্বন্ধে হেতুসম্বন্ধিত্বের অবশ্য প্রবেশ হইবেই ইত্যাদি, সেজন্য সম্বন্ধিত্বের দ্বারা নিবেশও ক্ষতি নাই ইত্যাদি অভিপ্রায়ে বলা হইল “দশিতং চ” ইত্যাদি। বিশেষ্যবিশেষণদ্বান্ত-বিশিষ্টধীব্যবসরত্বই (হইল) সম্বন্ধত্ব, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : গবেষণোপাখ্যায়ের মূল লক্ষণে এবং দীর্ঘিতিকৃত পরিবর্তিত লক্ষণের মধ্যে ‘প্রতিযোগিত্ব’, ‘অবচ্ছেদকত্ব’ প্রভৃতি যে শব্দগুলি আছে সেগুলি অবশ্যই সম্বন্ধাত্মক শব্দ, এবং এই সম্বন্ধাত্মক শব্দগুলির স্বরূপ কি ? অর্থাৎ ইহাদের ঘটক কি ? কিরূপে ইহারা হয় ? ইহারা কি বিশিষ্টধী-জনকত্বরূপ ? অর্থাৎ ইহারা কি বিশিষ্টজ্ঞানের জনক ? ইহাদের বিশিষ্ট-জ্ঞানের জনকরূপে গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ ইহাদের বিশিষ্টধীজনকত্বরূপ বলিলে ইহারা বিশিষ্টজ্ঞানের সম্বন্ধত্বরূপ বিশিষ্টজ্ঞানের জনক হইয়া পড়ে, ইহাতে জ্ঞান-জনকভাব উপস্থিত হয়। এবং ইহারা বিশিষ্টজ্ঞানের জনক যে হইয়াছে তাহা সম্বন্ধত্বঘটকনিয়মঘটিত ; অর্থাৎ সম্বন্ধত্বঘটকনিয়মের দ্বারাই ইহারা জনক হইয়াছে। এই সম্বন্ধতা বা সম্বন্ধত্বনিয়ম হইল ব্যাপ্তি, সুতরাং ব্যাপ্তির প্রসঙ্গে ‘প্রতিযোগিতাদি’র ব্যাখ্যায় ব্যাপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাহাতে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। এইজন্যই বলা হইল “প্রতিযোগিতাদি” ইত্যাদি, অর্থাৎ এইরূপ আত্মাশ্রয় দোষ পরিহারের জন্যই দীর্ঘিতিকার বলিলেন “প্রতিযোগিতাদিশ্চ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষো”—অর্থাৎ ‘প্রতিযোগিত্ব’, ‘অবচ্ছেদকত্ব’ প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধাত্মক হইলেও তাহারা স্বরূপসম্বন্ধাত্মক, অন্য সম্বন্ধাত্মক নহে ; অর্থাৎ এই শব্দগুলি স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ ; দীর্ঘিতিগ্রহে “প্রতিযোগিতাদি” শব্দে ‘আদি’ পদের দ্বারা ‘অবচ্ছেদকত্ব’ প্রভৃতি শব্দকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহারা এইরূপ স্বরূপসম্বন্ধ হওয়ার আর সম্বন্ধতাঘটকনিয়মের প্রসঙ্গ আসে না, এবং আত্মাশ্রয় দোষও হয় না। এখানে অবশ্য বলা যায় যে, ‘প্রতিযোগিত্ব’ বা ‘প্রতিযোগিতা’ হইল প্রতিযোগিতাত্বধর্মিক পদার্থ বা হেতুমিষ্টিভাবীরত্বধর্মিক পদার্থ ; এরূপ বলিলে প্রশ্ন হইবে উক্ত ‘প্রতিযোগিতাত্ব’ বা ‘হেতুমিষ্টিভাবীরত্ব’ পদার্থটি কি ?

তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যার জন্য তাহাকে বিশিষ্টধীজনকস্বরূপ বলিলে আত্মাভ্রমর দোষ উপস্থিত হয়, এই আত্মাভ্রমর দোষ পরিহারের জন্য ‘প্রতি-
 বোগিতাত্ত্ব’ বা ‘হেতুময়িষ্ঠাভাবীরত্ব’ পদার্থের ব্যাখ্যার আবার আত্মাভ্রমর
 দোষ উপস্থিত হয়, এবং ক্রমাগত্রে একটি করিয়া ‘ত্ব’ নিবেশ করার কলে
 অনবস্থা দোষের উদ্ভব হয়। সেজন্য সন্থদ্বয়ের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিযোগিতাত্ত্ব-
 ধর্মাস্তর প্রকারের দ্বারা বা হেতুময়িষ্ঠাভাবীরত্ব প্রকারের দ্বারা ‘প্রতিযোগি-
 ত্ত্বাদি’র ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহাধিককে স্বরূপসন্থবিশেষই বলিতে হয় ;
 এইজন্যই দীর্ঘিতিকার বলিলেন “ন সন্থদ্বয়েন নিবিশ্টিঃ”, অর্থাৎ ‘প্রতি-
 যোগিতাত্ত্ব’ প্রভৃতি সন্থদ্বয় নিবেশের দ্বারা ‘প্রতিযোগিত্ত্বাদি’র ব্যাখ্যা করা
 যায় না। এস্থলে অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, ‘প্রতিযোগিত্ত্ব’কে ‘সন্থদ্ব-
 ত্বরূপে গ্রহণ না করিলেও তাহাকে স্বরূপসন্থবিশেষরূপে গ্রহণ করিতেই
 হইবে এমন কোনো কথা নাই ; প্রতিযোগিত্ত্বকে প্রতিযোগিতাত্ত্বধর্মবিশিষ্ট
 বলিলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে এই প্রতিযোগিতাত্ত্ব
 পদার্থটি কি ? ইহা কি সন্থদ্ব্যভ্যন্তরনিয়মযুক্ত ? তাহা হইলে তো প্রতি-
 যোগিতাত্ত্বতে আত্মাভ্রমর দোষ উপস্থিত হয়। আর, প্রতিযোগিতাত্ত্বকে
 স্বরূপসন্থবিশেষ বলিলে প্রতিযোগিতাত্ত্ব পদার্থ আসিবার প্রয়োজন কি ?
 প্রতিযোগিত্ত্বকেই তো স্বরূপসন্থে গ্রহণ করিয়া সমাধান হইতে পারে ;
 প্রতিযোগিত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য ‘প্রতিযোগিতাত্ত্ব’ পদার্থ গ্রহণ করিয়া প্রতি-
 যোগিতাত্ত্বকে স্বরূপসন্থবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করার অর্থবা আবশ্যকতা নাই।
 আর, প্রতিযোগিত্ত্বকে সন্থদ্ব্যভ্যন্তর গ্রহণ না করিলে বৃত্ত্যানিয়ামকসন্থে হেতু-
 সাধ্য স্থলে উপায় কি ? কারণ, বৃত্ত্যানিয়ামকসন্থে হেতুতা স্থলে হেতুধিকরণে
 হেতুসন্থদ্বিত্ব অবশ্য স্বীকার্য, অর্থাৎ সন্থদ্বয়ের দ্বারাই বৃত্ত্যানিয়ামকস্থলের
 প্রতিযোগিতাত্ত্বকে গ্রহণ করিতে হয় ; সেজন্য সন্থদ্বয় নিবেশে ক্ষতি হয় না।
 অতঃ, সন্থদ্ব্যভ্যন্তর গ্রহণ করিলে আত্মাভ্রমর দোষও হয়।
 সেই কারণেই দীর্ঘিতিকার বলিলেন “দ্বিশিষ্টঞ্চ, ইতি”, অর্থাৎ সন্থদ্বয়ই হইল-
 নিয়মযুক্ত। ‘প্রতিযোগিত্ত্ব’কে সন্থদ্ব্যভ্যন্তর গ্রহণ করা যাইবে, তাহাতে
 ক্ষতি হইবে না ; কিন্তু সেই সন্থদ্বয়ের অর্থ ‘সন্থদ্ব্যভ্যন্তরনিয়মযুক্ত’ নহে-
 তাহা নিয়মযুক্ত ; নিয়মযুক্ত হইলেই আর আত্মাভ্রমর দোষ হয় না।
 সন্থদ্বয় নিয়মযুক্ত কিরূপ হইবে ?—তাহা “বিশেষ্যবিশেষণভাষ্যবিশিষ্টবী-
 বিবরত্ব”রূপ হইবে। অর্থাৎ, বিশেষ্যবিশেষণ ভিন্ন বিশিষ্টজ্ঞানের বিবরত্ব

হইবে, জনক হইবে না। জনক না হইলেই আর ব্যাখ্যাশ্রয়ী হইবে না, অর্থাৎ আত্মাশ্রয় দোষ হইবে না। অর্থাৎ, ‘প্রতিযোগিত্ব’, ‘অবচ্ছেদকত্ব’ প্রভৃতিকে সম্বন্ধরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু সেই সম্বন্ধই হইল নিয়মাধিষ্ঠিত সম্বন্ধ।

দীর্ঘিতি—অভাবত্ব ইদমিহ নাস্তি ইদমিদং ন ভবতি ইতি প্রতীতিনিয়ামকোভাবাভাবসাধারণঃ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ, অতো ভাবসাধ্যকব্যভিচারিণি অতিপ্রসঙ্গঃ, তদপি বা নোপাদেয়ং প্রয়োজনবিরহাৎ, বিষয়তাত্ত্বাদিবৎ প্রতিযোগিত্বাধিকরণত্ব-সম্বন্ধত্বাদয়োহপ্যতিরিক্তা এব পদার্থা ইতি একদেশিনঃ।

॥ ইতি শ্রীমুনাশিরোমণিবিরচিতায়াং

দীর্ঘিতৌ সিদ্ধান্তলক্ষণম্ ॥

অনুবাদ : এবং ‘অভাবত্ব’ (হইল) ‘ইদম্ ইহ নাস্তি’, ‘ইদম্ ইদং ন ভবতি’ ইত্যাদি প্রতীতিনিয়ামক ভাবাভাবসাধারণ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ; সেজন্য অভাবসাধ্যক ব্যভিচারী স্থলে অতিপ্রসঙ্গ হয় না, অথবা তাহাও (অভাবও) প্রয়োজনবিরহ বশতঃ উপাদেয় নহে; বিষয়তা, তত্ত্বাদিবৎ প্রতিযোগিত্ব, অধিকরণত্ব, তত্ত্ব, সম্বন্ধত্বাদিও অতিরিক্ত পদার্থই, ইত্যাদি একদেশিগণ বলেন।

ব্যাখ্যা : গদ্যশোপাখ্যায়ের মূল লক্ষণে “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণসং-লমানাধিকরণাত্ত্বাভাব.....” ইত্যাদিতে “অত্যন্তাভাব” অর্থাৎ ‘অভাব’ শব্দটি যে আছে তাহা কি? তাহা হইল ‘ইদমিহ নাস্তি’, ‘ইদমিদং ন ভবতি’ ইত্যাদি প্রতীতিনিয়ামক স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ; ক্ষেত্রবিশেষে এইপ্রকার প্রতীতিনিয়ামক অভাব ভাবরূপেও থাকিতে পারে, আবার অভাবরূপেও থাকিতে পারে, ইহা ভাবাভাবসাধারণ, এবং এই অভাব সকল সময় স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে অভাবসাধ্যক ব্যভিচারী স্থলে অর্থাৎ অসম্বন্ধস্থলে আর অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি হয় না। অথবা, প্রয়োজন না থাকায় লক্ষণে অভাব নিবেশ অকর্তব্য; পরিবর্তিত প্রতি-

যোগিতাষটিত ব্যাপ্তির লক্ষণে ‘অভাব’ শব্দ নিবেশ করা হয় নাই, কারণ লক্ষণে ‘অভাব’ শব্দ নিবেশ না করিলেও চলে ।

সমগ্র লক্ষণের মধ্যে ‘প্রতিযোগিত্ব’, ‘অধিকরণত্ব’, ‘প্রতিযোগিতাত্ব’, ‘অধিকরণতাত্ব’, ‘সম্বন্ধত্ব’ প্রভৃতি বহু পদার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে ; এই প্রকার পদার্থগুলি অতিরিক্ত পদার্থ, ইহাদের অন্তভাবে ব্যাখ্যা করার আবশ্যকতা নাই । যেহেতু বিষয়তা বা বিষয়তাত্ব প্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থ, তদুপ ‘প্রতিযোগিত্ব’, ‘অধিকরণত্ব’ প্রভৃতি ইহারও অতিরিক্ত পদার্থ ; একদেখিলেই অর্থাৎ নৈয়ায়িকদের মধ্যে কোনো এক সম্প্রদায় এইরূপ বলেন ।

। শ্রীমদ্বাখ শিরোমণি বিরচিত
দীপ্তিগ্রন্থে ‘সিদ্ধান্তলক্ষণ’র
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত ।

জাগদীশী—ভাবভিন্নস্বরূপস্যাভাবত্বস্ত প্রবেশে ঘটস্বাভাববান্
দ্রব্যাদিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিরিত্যাহ অভাবত্বং চেতি । ইদমিহেত্যাদি,
ইদমিহ নাস্তীতি প্রতীতিসাক্ষিকভাবাভাবসাধারণাভাবত্বপ্রবেশে
তাদাত্ম্যেন সাধ্যতয়াং ব্যভিচারিণ্যতিব্যাপ্তিস্তাদৃশপ্রতীতিনিয়ামকা-
ভাবপ্রতিযোগিতাস্তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্নস্বাভাবেনোভয়াভাবসম্বাৎ অত
ইদং ন ভবতীত্যুক্তম্ । যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধি-
করণত্বং হেতুমতস্তাদৃশপ্রতিযোগিতয়া উভয়াভাববিবক্ষয়ৈব সাম-
ঞ্জস্যে তদুপাদানমপি ন কর্তব্যমত আহ তদপি বেতি । অভাবত্বমপি
বেত্যর্থঃ । অপেরবধারণমর্থঃ । নমু ঘটভাবপ্রতিযোগিত্বমভাব-
স্বরূপং, ঘটস্বরূপং বা ; আত্মে ঘটোহভাবপ্রতিযোগীত্যস্য ঘটোহ-
ভাববানিত্যর্থঃ স্যাৎ ; দ্বিতীয়ে ঘটবান্ ইত্যাকারঃ স্যাৎ । এবম-
ধিকরণত্বমপি ন সংযোগরূপং, বদরস্যাপি কুণ্ডাধারত্বপ্রসঙ্গাৎ, অত
আহ বিষয়তেতি । অতিরিক্তবিষয়তাপক্ষস্য নৈয়ায়িকেনাপি কেনচিৎ
স্বীকারাৎ তস্য দৃষ্টান্ততা তদ্বাদৌতি, বিষয়তা তদ্বাদৌত্যাৎ । আদিনা
প্রকারিত্বাদেঃ পরিগ্রহঃ । কেচিস্তু তৎ তদ্বা ইত্যাদিনা চ ইদং
ব্যস্যোপগ্রহঃ, তদ্বাদন্তয়োঃ পদার্থান্তরং বিনা হ্রস্বচবাৎ তদ্বৈব পদার্থ-

বিসানাদিত্যাহঃ । তদ্ব্যতি প্রতিযোগিতাধিকরণতাত্ত্ব্যর্থঃ ।

। ইত্যদুমানথও দীখিতব্যাত্ম্যত্বগতা

সিদ্ধান্তলক্ষণত্ব জাগদীশ্ব্যাত্ম্য সমাপ্তা ।

অনুবাদ : ভাবভিন্নরূপ অভাবত্বের প্রবেশে “ঘটট্টাভাববান্ দ্রব্যত্বাৎ” ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি ইত্যাদি (হয়), সেইজন্য বলা হইল “অভাবত্বং চ” ইত্যাদি। ‘ইদমিহ’ ইত্যাদি, ‘ইদমিহ নাস্তি’ ইত্যাদি প্রতীতিসাক্ষিক ভাবাভাবসাধারণ (যে অভাবত্ব সেই) অভাবত্ব প্রবেশে তাহাঙ্গ্যাসম্বন্ধে সাধ্যতাতে ব্যতিচারী স্থলে অতিব্যাপ্তি (হয়), তাদৃশ প্রতীতিনিয়ামক অভাবপ্রতিযোগিতার দ্বারা (এবং) তাহাঙ্গ্যাবচ্ছিন্নত্ব অভাবের দ্বারা উভয়াভাব থাকে, সেইজন্য ‘ইদং ন ভবতি’ ইত্যাদি বলা হইল। যাদৃশ-প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেতুধিকরণে (শাক্তিবে) তাদৃশপ্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব বলাতেই সামঞ্জস্য (হয় বলিয়া) তদু-পাদানও (অভাবত্বের উপাদানও) কর্তব্য নহে, সেইজন্য ‘তদপি বা’ ইত্যাদি, বলা হইল। অথবা ‘তদপি’ শব্দের অর্থ (হইল) ‘অভাবত্ব’। ‘অপি’ শব্দের অর্থ ‘অবধারণ’। যদি বলা যায়, ‘ঘটট্টাভাবপ্রতিযোগিত্ব’ অভাববস্বরূপ, অথবা ঘটবস্বরূপ (হইতে পারে), (তাহা হইলে বলা হইবে) প্রথমে ‘ঘটট্টাভাবপ্রতিযোগী’ ইত্যাদি ইহার ‘ঘটট্টাভাববান্’ ইত্যাদি অর্থ হউক; দ্বিতীয়ে ‘ঘটট্টবান্’ ইত্যাকার (অর্থ) হউক। এইরূপে ‘অধিকরণত্ব’ও ‘সংযোগরূপ’ নহে, (কারণ, তাহাতে) বহুরেরও কুণ্ডাধারত্ব প্রসঙ্গ হয়, সেইজন্য বলা হইল ‘বিষয়তা’ ইত্যাদি। কোনো কোনো নৈরামিকের দ্বারা অতিরিক্ত বিষয়তাপক্ষ স্বীকার করার ‘দৃষ্টান্ততা’ হইল ‘তদ্বাদি’, ‘বিষয়-তাত্ত্ব্যদি’, ইহাই অর্থ। ‘আদি’ শব্দের দ্বারা ‘প্রকারিত্ব’ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। কেহ কেহ কিন্তু ‘তত্ত্বং তত্ত্বা’ এবং আদিপদের দ্বারা ইদংয়ের গ্রহণ, ‘তত্ত্ব’, ইদং, ইহাদের পর্যায়ান্তরত্ব বিনা দুর্বচত্ব হয় বলিয়া তাহাতেই (পর্যায়ান্তরত্বই) পর্যাবসান হয়, ইত্যাদি বলেন। ‘তত্ত্ব’ বলিতে ‘প্রতি-যোগিতাত্ব’ ও ‘অধিকরণতাত্ত্ব্য’কে বুঝিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : গদ্যেশোপাখ্যায়ের মূল লক্ষণে যে “.....বৎসমানাধিকরণা-ভ্যাত্তাভাব.....” ইত্যাদিতে যে ‘অভাব’ শব্দ আছে তাহা কি? এই

অভাবের ব্যাখ্যা কিরূপে করা যাইবে? ইহা কি ভাবভিন্নরূপ? অর্থাৎ তাহা ভাব নহে তাহাই কি অভাব? তাহা হইলে “বটত্বাভাববান্ অধ্যাত্মং” এই অসদ্ব্যক্তিতে অভিপ্রাস বা অভিযাপ্তি হয়। এখানে সাধ্য হইল ‘বটত্বাভাব’, অর্থাৎ ইহা একটি অভাবসাধ্যকম্বল। অসদ্ব্যক্তিতে হেতুধিকরণে সাধ্যাভাব কাম্য হওয়ার হেতুধিকরণ দ্রব্যে সাধ্যাভাব বা বটত্বাভাবাভাব ধরা যাক। কিন্তু, এই ‘বটত্বাভাবাভাব’ হইল ‘বটত্ব’-রূপ, বটত্ব হইল ভাবরূপ, ভাবভিন্নরূপ নহে। অভাব যদি ভাবভিন্নরূপ হয় তাহা হইলে এখানে ‘বটত্ব’রূপ অভাব হেতুধিকরণে ধরা যায় না, কারণ, বটত্বরূপ অভাব হইল ভাবরূপ অভাব, ভাবভিন্নরূপ বা ভাবভিন্নরূপ অভাব নহে; ইহাতে হেতুধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যায় না বলিয়া এই অভাব-সাধ্যক ব্যতিচারী স্থলে বা অসদ্ব্যক্তিতে অভিযাপ্তি হয়। এইজন্যই দীর্ঘভিত্তিকার “অভাবত্বঞ্চ ইদমিহ নাস্তি……” ইত্যাদি গ্রন্থ উত্থাপন করিলেন। ‘অভাবত্ব’ হইল ‘ইহাতে ইহা নাই’ বা ‘ইহা ইহা নহে’ ইত্যাদিরূপ প্রতীতির নিয়ামক ভাবাভাবসাধারণ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। এই অভাব ভাবরূপও হইতে পারে, আবার অভাবরূপও হইতে পারে। সুতরাং, বটত্বাভাবাভাবের অভাব যে বটত্ব তাহা ভাবরূপ হইলেও তাহা অভাবই; অভাবকে ভাবভিন্নরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে হইবে না। এইরূপ হইলে আর উক্ত স্থলে অভিযাপ্তি হয় না; কেননা, ভাবরূপ হইলেও ‘বটত্ব’ এখানে অভাব পদবাচ্য হওয়ার হেতুধিকরণে উক্ত বটত্বরূপ অভাব বা সাধ্যাভাব ধরা যাইবে এবং তাহা হইলে অসদ্ব্যক্তিতে আর অভিযাপ্তি হইবে না। দীর্ঘভিত্তিগ্রন্থে “ইদমিহ নাস্তি” হইল অত্যন্তাভাবসূচক, এবং “ইদমিহ ন ভবতি” হইল অন্তোক্তাভাবসূচক, এইরূপ অভিপ্রায়েই এইপ্রকার গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে; এবং মূল লক্ষণে যে ‘অভাব’ শব্দ আছে তাহা এইরূপ প্রতীতিরই নিয়ামক।

পুনরায়, অত্যন্তাভাববটত্ব অভাবই যে শুধু ভাবাভাবসাধারণ তাহাই নহে, অন্তোক্তাভাববটত্ব অভাবও ভাবাভাবসাধারণ; অর্থাৎ অন্তোক্তাভাববটত্ব অভাবকেও প্রয়োজন অনুসারে ভাবরূপ বা অভাবরূপ হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে। তাহা না হইলে, অর্থাৎ শুধুমাত্র অত্যন্তাভাববটত্ব অভাবকে ভাবাভাবসাধারণরূপে গ্রহণ করিলে, এবং অন্তোক্তাভাববটত্ব অভাবকে ভাবাভাবসাধারণরূপে গ্রহণ না করিলে তাহা অসম্বন্ধে সাধ্যক-

ব্যভিচারি স্থলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। “অয়ং ঘটঃ জব্যত্বাৎ” এই অসদ্ব্যবহৃত্যে বা ব্যভিচারী স্থলে ‘ঘট’ সাধ্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে আছে। অন্তোন্তা-ভাবকে ভাবাভাবসাধারণ না বলিলে এস্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ ‘জব্যো’ ‘ঘটো নাস্তি’ এই অভাবই (অত্যন্তাভাবই) ধরিতে হয়, ‘ঘটো ন’ অর্থাৎ অন্তোন্তা-ভাববশতিত অভাব ধরিতে পারা যায় না। হেত্বধিকরণে ‘ঘটো নাস্তি’ এই অভাব ধরিলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে ঘটদ্বাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ বন্ধুর্দ্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে, কিন্তু বৎসবন্ধাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (‘ঘট’ সাধ্য এস্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে বলিয়া তৎসম্বন্ধ হইল এস্থলে তাদাত্ম্য) থাকে না, কেননা, অত্যন্তাভাব কখনও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিক হয় না, কলে, হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব (বন্ধুর্দ্বাবচ্ছিন্নত্ববৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব) সম্ভব হওয়ার এই ব্যভিচারী স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যায়, এবং অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, অন্তোন্তাভাবকে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবরূপে গ্রহণ করিলে সেই অন্তোন্তাভাবকেও ভাবাভাবসাধারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য। তাহা হইলে এই স্থলে হেত্বধিকরণ জব্যো ঘটোন্তোন্তাভাব ধরা যাইবে, এবং তাহাতে এই ঘটোন্তোন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে বন্ধুর্দ্বাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ ঘটদ্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিয়া যায়, এবং বৎসবন্ধাবচ্ছিন্নত্বও অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বও (হেত্বধিকরণে অন্তোন্তাভাব ধরায় এস্থলে বৎসবন্ধ হইবে তাদাত্ম্য) থাকিয়া যায়, কলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে আর বন্ধুর্দ্বাবচ্ছিন্নত্ববৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব ধরা সম্ভব না হওয়ার এই অসদ্ব্যবহৃত্যে বা ব্যভিচারী স্থলে আর লক্ষণ সমন্বয় করা গেল না, কলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকিল না। সেইজন্যই দীর্ঘত্বিকার ‘ইদমিদং ন ভবতি’ ইত্যাদি কথার দ্বারা অত্যন্তাভাবের দ্বারা অন্তোন্তাভাবকেও যে ভাবাভাবসাধারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বলিলেন।

বস্তুতঃপক্ষে, বিস্তৃত আলোচনার পর দেখা গেল যে ব্যাপ্তির মূল লক্ষণে ঐরূপ ‘অভাব’ শব্দ নিবেশ না করিলেও চলে, অর্থাৎ ঐরূপ ‘অভাব’ শব্দ লক্ষণে অনুপাধেয়; অর্থাৎ গদ্যেশোপাধ্যায়কৃত ব্যাপ্তির মূল লক্ষণে যে “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণবৎসমানাধিকরণাত্ম্যভাব.....” ইত্যাদিতে যে ‘অভাব’ শব্দ আছে তাহা অপ্ৰয়োজনীয়; ব্যাপ্তির লক্ষণে ঐ ‘অভাব’

শব্দের নিবেশ ব্যতীতই লক্ষণ করা সম্ভব। বাদ্যপ্রতিবোগিতাবচ্ছেদকা-
বচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে হেতুধিকরণ সেই প্রতিবোগিতাতে বদ্ধব্যবচ্ছিন্ন-
বৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব ধরিয়া লক্ষণের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। লক্ষণে
'অভাব' শব্দ নিবেশ না করিয়া দীর্ঘিতিকার এইরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ
করিয়াছেন ; এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই
কারণেই দীর্ঘিতিকার বলিলেন "তদপি বা নোপাদেয়ং প্রয়োজনবিরহাৎ" ;
অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকায় লক্ষণে 'অভাবত্ব' নিবেশ অল্পপাদেয়। দীর্ঘিতি-
এহে 'তদপি' শব্দের অর্থ হইল 'অভাবত্বমপি' ; এখানে 'অপি' শব্দ অবধারণ
অর্থে অর্থাৎ নিশ্চিত অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে ; অর্থাৎ নিশ্চিতভাবেই
ব্যাপ্তির লক্ষণে এই অভাবত্বের নিবেশ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া অল্পপাদেয়, এই
অভাবত্বের নিবেশ ব্যতীতই ব্যাপ্তির লক্ষণ করা সম্ভব।

আরও, অভাবীর প্রতিবোগিতাটি অভাবস্বরূপ হইবে, না, প্রতি-
বোগিস্বরূপ হইবে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, অভাবীর প্রতি-
বোগিতা অভাবস্বরূপও হইতে পারে, আবার প্রতিবোগিস্বরূপও হইতে
পারে। উদাহরণস্বরূপ, ঘটাতাবের ক্ষেত্রে ঘটাতাবীর প্রতিবোগিতা ঘট-
তাবস্বরূপও (অর্থাৎ অভাবস্বরূপও) হইতে পারে, আবার ঘটস্বরূপও
(অর্থাৎ প্রতিবোগিস্বরূপও) হইতে পারে। প্রথমটির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ঘট-
তাবীর প্রতিবোগিতা ঘটাতাবস্বরূপ হইলে অর্থাৎ 'ঘটোহ্ভাব' এইরূপ
প্রতিবোগী ধরিলে 'ঘটোহ্ভাববান্' এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে, এবং
দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ঘটাতাবীর প্রতিবোগিতা প্রতিবোগিস্বরূপ হইলে
অর্থাৎ 'ঘট' এইরূপ প্রতিবোগী ধরিলে 'ঘটবান্' এইরূপ প্রতীতি হইতে
পারে। এইজন্য কোনো কোনো নৈয়ায়িক, অর্থাৎ একদেশী সম্প্রদায়গণ
'প্রতিবোগিত্ব', 'অধিকরণত্ব' প্রভৃতি পদার্থগুলিকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া
স্বীকার করেন ; তাঁহাদের মতে 'অধিকরণত্ব' সংযোগরূপ বা সংযোগস্বরূপ
নহে। কারণ, অধিকরণত্বকে সংযোগস্বরূপ বলিলে বদরে কুণ্ডাধারত্ব
প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। বদর (কুল জাতীয় কল) কুণ্ডে (আধার বিশেষ)
থাকে, সুতরাং কুণ্ডই হইল বদরের আধার ; কিন্তু কুণ্ডে বা অধিকরণে বদর
সংযোগসম্বন্ধে থাকায় বদরকেও কুণ্ডের আধার বা অধিকরণ বলা যাইতে
পারে, অর্থাৎ বদরে কুণ্ডাধারত্ব থাকিয়া যাইতে পারে। এবং ইহাতে কুণ্ড
বদরের আধার, না, বদর কুণ্ডের আধার এইরূপ কুট তর্কের সম্মুখীন হইতে

হয়। কিন্তু ‘অধিকরণত্ব’কে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে আর এইরূপ সমস্তার সৃষ্টি হয় না। কারণ, তখন স্বাভাবিকভাবে কুণ্ডে বসর থাকে বলিয়া ‘অধিকরণত্ব’ এই অতিরিক্ত পদার্থটি কুণ্ডেতেই থাকিবে, বসরে থাকিবে না। এইজন্যই দীর্ঘিভিকার বলিলেন “বিষয়তাত্ত্বাদিবৎ” ইত্যাদি। দীর্ঘিভিগ্রহে “বিষয়তাত্ত্বাদিবৎ” ইত্যাদিতে ‘তত্ত্বাদি’ কথার মতো যে ‘আদি’ পদ আছে তাহার দ্বারা প্রকারিত্বকে গ্রহণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ ‘বিষয়ত্ব’, ‘প্রকারিত্ব’ প্রভৃতি যেরূপ অতিরিক্ত পদার্থ, সেইরূপ ‘প্রতিযোগিত্ব’, ‘অধিকরণত্ব’, ‘সম্বন্ধত্ব’ প্রভৃতিও অতিরিক্ত পদার্থ। একদেশিগণের এইপ্রকার পদার্থের অতিরিক্ততা স্বীকারের দৃষ্টান্তের জন্তই ‘তত্ত্বাদি’ অর্থাৎ “বিষয়তাত্ত্বাদিবৎ” ইত্যাদি গ্রন্থ উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ আবার এস্থলে ‘তত্ত্ব’ বলিতে ‘তত্ত্বা’ এবং আদিপদের দ্বারা ইদম্ভার গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ বলেন, এইভাবে ইহাদিগকে পদার্থান্তর বা অতিরিক্ত পদার্থরূপেই চিন্তা করিতে হইবে, তাহা না হইলে দুর্বচত্ব হইবে, অর্থাৎ ইহাদের ব্যাখ্যা করা যাইবে না। ‘তত্ত্ব’ হইল ‘প্রতিযোগিতাত্ব’ ও ‘অধিকরণতাত্ত্ব’। ইহারা অতিরিক্তি পদার্থ। অনেক নৈয়ায়িক এইরূপই বলিয়া থাকেন।

॥ অনুমানখণ্ডে দীর্ঘিভিব্যাখ্যান্তর্গত ‘সিদ্ধান্তলক্ষণ’র

জাগদীশী টীকার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত ।

পরিশিষ্ট

জাগদীশী—বহিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ ধূমাদিনিষ্ঠতত্ত্ব্যক্তিদ্ভাবচ্ছিন্নসামা-
নাধিকরণ্যস্ত বহিদ্ভাবচ্ছিন্নানিরূপিতত্বাদ্বাহ তদ্ব্যবচ্ছিন্নেনতি ।

অনুবাদ : “বহিমান্ ধূমাৎ” ইত্যাদি স্থলে ধূমাদিনিষ্ঠ তৎ তৎ (বহি)-
ব্যক্তিদ্ভাবচ্ছিন্ন সামান্যাদিকরণ্যের বহিদ্ভাবচ্ছিন্ন নিরূপিতত্ব হয় না বলিয়া
‘তদ্ব্যবচ্ছিন্নেন’ ইত্যাদি বলা হইল ।

ব্যাখ্যা : “বহিমান্ ধূমাৎ” স্থলে পর্বতে মহানসীম বহির অভাব
ধরিতে পারা যায় বলিয়া হেতুমিষ্ট অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং
সাধ্যতাবচ্ছেদক উভয়েই বহিস্থ হওয়ায় যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল
তাহা জগদীশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থে সাধ্যতাব-
চ্ছেদকত্বিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক
সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া বারণ করিলেন । কিন্তু, “বহিমান্ ধূমাৎ” ইত্যাদি
স্থলে ধূম হেতুতে সাধ্য বহির যে সামান্যাদিকরণ্য থাকিবে তাহা তৎ তৎ
বহি-নিরূপিত সামান্যাদিকরণ্য, নিখিল বহি-নিরূপিত সামান্যাদিকরণ্য নহে ।
কারণ, পর্বতীয় ধূমে পর্বতীয় বহিরই সামান্যাদিকরণ্য থাকিবে, গোষ্ঠীয়
চত্বরীয় প্রভৃতি বহির সামান্যাদিকরণ্য থাকিবে না । অতরূপভাবে, গোষ্ঠীয়
চত্বরীয় প্রভৃতি ধূমেও তৎ তৎ বহিরই সামান্যাদিকরণ্য মাত্র থাকিবে ।
অতএব কোনো ধূমব্যক্তিতেই বহিসামান্ত-নিরূপিত সামান্যাদিকরণ্য থাকিবে
না । তাহা হইলে ধূমসামান্তে বহিসামান্তনিরূপিত সামান্যাদিকরণ্য সম্ভব
হইবে কিরূপে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এই
কারণেই দীর্ঘাভিকার ‘তদ্ব্যবচ্ছিন্ন’ বলিলেন । এই কথার দ্বারাই বহি-
দ্ভাবচ্ছিন্ন যে কোনো একটি বহির সামান্যাদিকরণ্য যে কোনো একটি ধূমে
থাকিলেই ধূমসামান্তে বহিসামান্তনিরূপিত সামান্যাদিকরণ্য থাকিয়া যাইবে ঃ
উক্ত দীর্ঘাভি বাক্যের দ্বারা ইহাই সূচিত হইল ।

শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|--------|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| ১ | ২ | অনুমিতিহেতুব্যাপ্তি | অনুমিতিহেতুব্যাপ্তি- |
| ১ | ১০ | “সিদ্ধান্ত | “সিদ্ধান্ত- |
| ২ | ২৭ | উপরন্ত | উপরন্ত |
| ২ | ২৭ | অব্যক্তা ভাব | অব্যক্তাভাব |
| ৩ | ৬ | প্রতিযোগ্যসমানাধি- | প্রতিযোগ্যসমানাধি- |
| ৩ | ১০ | প্রতিযোগ্যসমানাধিঃ | প্রতিযোগ্যসমানাধি- |
| ৩ | ১১ | (হেতুভাবচ্ছেদকধর্মাবিশিষ্ট) | (হেতুভাবচ্ছেদকধর্মাবিশিষ্ট) |
| ৩ | ১১ | সমানাধিকরণে | সমানাধিকরণে |
| ৩ | ২২ | হেতুভাবচ্ছেদকবিশিষ্ট- | হেতুভাবচ্ছেদকবিশিষ্ট |
| ৫ | ৩ | —প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো | —প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো |
| ৬ | ৫ | অন্ত | অন্ত |
| ৭ | ৩ | কথার | কথার |
| ৭ | ২২ | প্রতিযোগিতা | প্রতিযোগিতা |
| ৮ | ৭ | ধূমাদিত্যাদ্যব্যাপ্তিঃ । | ধূমাদিত্যাদ্যব্যাপ্তিঃ, |
| ১১ | ২১ | মহানসীমন্ত ধর্ম, | মহানসীমন্ত ধর্ম |
| ১৩ | ২৩ | ‘প্রমেরত্ব’ | ‘প্রমেরত্ব’ |
| ১৪ | ৫ | “...ধর্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা” | “...ধর্মান-বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা” |
| ১৪ | ২ | যোগিতাবচ্ছেদকতার | যোগিতাবচ্ছেদকতার |
| ১৪ | ১৮ | বিশিষ্ট সমানাধি... | বিশিষ্টসমানাধি... |
| ১৪ | ১৮ | পর্যাপ্তাধিকরণ | পর্যাপ্তাধিকরণ |
| ১৪ | ২০ | তদ্বর্গ্যবচ্ছিন্ন | তদ্বর্গ্যবচ্ছিন্না |
| ১৫ | ৪ | প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা | প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা |
| ১৭ | ৮ | ধূমসামান্তে | ধূমসামান্ত |
| ২০ | ২৩ | ‘দণ্ড’ | ‘দণ্ডী’, |
| ২০ | ২৭ | ‘ভঙ্গ’ | ‘ভঙ্গ’ |
| ২২ | ৪ | ...করণাতাব | ...করণাতাব- |

পৃষ্ঠা পংক্তি

অনুব

শব্দ

| | | | |
|----|----|--------------------------|---------------------------|
| ২২ | ৫ | প্রতিযোগিতাবেচ্ছদকস্বং | প্রতিযোগিতাবেচ্ছদকস্বং |
| ২২ | ১৩ | '...জাতিমারান্তি' | '...জাতিমারান্তি' |
| ২২ | ১৬ | 'পটসমবেতত্বাবিশিষ্ট...' | 'পটসমবেতত্বাবিশিষ্ট...' |
| ২৩ | ১৩ | এতএব | অতএব |
| ২৩ | ১৮ | উভয়েতেই | উভয়েই |
| ২৪ | ১১ | প্রতিযোগিতা | প্রতিযোগিতা |
| ২৫ | ১৩ | হইরে, | হইবে, |
| ২৫ | ২৫ | থাকে | থাকে |
| ২৭ | ১৮ | এস্থলে | এস্থলে |
| ২৭ | ৮ | '...জাতিমারান্তি' | '...জাতিমারান্তি' |
| ২৭ | ২১ | 'পটসমবেতত্বাবিশিষ্টতা' | 'পটসমবেতত্বাবিশিষ্টতা' |
| ২৭ | ২২ | প্রতিযোগিতাব | প্রতিযোগিতাব- |
| ৩০ | ১ | বচ্ছেদক তদিতরো... | বচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরো |
| ৩০ | ২ | সাধ্যতাবচ্ছেদকের | সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকের |
| ৩০ | ১৫ | দণ্ডত্ব তদিতরো... | দণ্ডত্বতদিতরো... |
| ৩০ | ২৮ | অবচ্ছেদ | অবচ্ছেদ- |
| ৩১ | ২৫ | ...তদিতরোভয়ানব | ...তদিতরোভয়ানব- |
| ৩৫ | ১৫ | ...ঘটকসম্বন্ধে | ...ঘটকসম্বন্ধ |
| ৩৬ | ১ | তত্ত্বাবিনিম্ব'তত্ত্ব... | তত্ত্বাবিনিম্ব'তত্ত্ব... |
| ৩৬ | ৩ | বৃত্তং | বৃত্তং |
| ৩৬ | ৭ | অব্যাপ্তি | অব্যাপ্তি: |
| ৩৬ | ৮ | নিরবচ্ছিন্নবচ্ছেদক... | নিরবচ্ছিন্নাবচ্ছেদক... |
| ৩৬ | ২৫ | ...জাত্যাশ্রয়সম্বন্ধে | ...জাত্যাশ্রয়সম্বন্ধে |
| ৩৭ | ২২ | অবচ্ছেদকত্বেব | অবচ্ছেদকত্বেব |
| ৩৭ | ৩০ | বারণের | বারণের |
| ৪২ | ১৮ | বচ্ছিন্ন | বচ্ছিন্ন |
| ৪৩ | ১৪ | দণ্ডত্বাদিকম্ | দণ্ডত্বাদিকম্ |
| ৪৪ | ৭ | সেই সেই | সেই সেই |

পৃষ্ঠা পংক্তি

অনুব্র

তত্ত্ব

| | | | |
|----|----|-----------------------|-----------------------|
| ৪৬ | ১৪ | সামান্যধিকরণ্যং | সামান্যধিকরণ্যং |
| ৪৬ | ২২ | সামান্যধিকরণ্যং | সামান্যধিকরণ্যং |
| ৪৮ | ২৮ | তদ্বারা | তদ্বারা |
| ৪৯ | ২৪ | ...মিভেদগুপ্রকারকল্পং | ...মিভেদগুপ্রকারকল্পং |
| ৫৪ | ২৪ | আলাপ | অপলাপ |
| ৫৪ | ২৫ | আলাপ | অপলাপ |
| ৫৭ | ৬ | গজেশোপাখ্যায়ের | গজেশোপাখ্যায়ের |
| ৫৯ | ২১ | ‘গুনকর্মান্তত্বে | ‘গুনকর্মান্তত্বে |
| ৫৯ | ২২ | বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্ন | বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্ন |
| ৬০ | ১২ | ধূমবান্ গোষ্ঠঃ ; | ‘ধূমবান্ গোষ্ঠঃ’ |
| ৬৩ | ১ | গোষ্ঠ | গোষ্ঠ |
| ৬৫ | ৪ | ‘যয়িষ্ঠ’ | ‘যয়িষ্ঠ’ |
| ৬৫ | ১২ | অধিকরণতা... | অধিকরণতা... |
| ৬৫ | ২১ | বেস্থলে | বেস্থলে |
| ৬৯ | ২০ | যে | যে |
| ৭০ | ১১ | যে | যে |
| ৭০ | ২৭ | সামান্যধিকরণ্যর | সামান্যধিকরণ্যর |
| ৭২ | ১২ | বহুহুমিতির | বহুহুমিতির |
| ৭৫ | ১৮ | ...স্তববস্থৈব | ...স্তববস্থৈব |
| ৭৬ | ২৩ | প্রযুক্ত | প্রযুক্ত |
| ৭৯ | ১ | ‘সামান্যধিকরণ্য... | ‘সামান্যধিকরণ্য... |
| ৮০ | ২ | পূর্বাক | পূর্বপক্ষ |
| ৮০ | ১৩ | বেস্থলে | বেস্থলে |
| ৮০ | ২০ | পার্কতীয় | পার্কতীয় |
| ৮০ | ২৫ | মূলকার | মূলকার |
| ৮১ | ১৭ | ‘এতদ্রূপ’ | ‘এতদ্রূপ’ |
| ৮১ | ১৮ | ‘এতদ্রূপ’ | ‘এতদ্রূপ’ |
| ৮২ | ১৭ | প্রযোগ | প্রযোগ |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অনুব্র | তত্ত্ব |
|--------|--------|-----------------------|------------------------|
| ৮২ | ১০ | কপিসংযোগীএতদ্ভূক্ত... | কপিসংযোগী এতদ্ভূক্ত... |
| ৮২ | ২১ | কপিসংযোগীএতদ্ভূক্ত... | কপিসংযোগী এতদ্ভূক্ত... |
| ৮৩ | ১ | " | " |
| ৮৩ | ২ | " | " |
| ৮৩ | ১১ | কলে | কলে |
| ৮৪ | ৪ | সংযোগসামান্য... | সংযোগসামান্য... |
| ৮৪ | ১০ | পক্ষধরিয়া | পক্ষ ধরিয়া |
| ৮৫ | ১৩ | কথায় | কথায় |
| ৮৬ | ৪ | 'প্রতিযোগিব্যাধিকরণ' | 'প্রতিযোগিব্যাধিকরণ' |
| ৮৬ | ১০ | করণের | বারণের |
| ৮৬ | ১১ | সংযোগি | সংযোগী |
| ৮৭ | ২ | সংযোগি | সংযোগী |
| ৮৭ | ৪ | "প্রতিযোগাধিকরণ" | "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" |
| ৮৭ | ৪ | সংযোগি | সংযোগী |
| ৮৮ | ২৪ | সংযোগ... | সংযোগ... |
| ৯২ | ২৪ | যেহুপ | যেহুপ |
| ৯৪ | ২৬ | হইলে | হইল |
| ৯৫ | ৫ | ব্যাপ্তেৰ্ণাবৎ | ব্যাপ্তেৰ্ণাবৎ |
| ৯৫ | ১৩ | কোনো নৈয়ায়িক | কোনো কোনো নৈয়ায়িক |
| ৯৫ | ১৪ | "...সংযোগি | "...সংযোগী |
| ৯৬ | ৩০ | বাচক | বাচক |
| ৯৭ | ২৬ | ...চ্ছিন্নাবাব... | ...চ্ছিন্নাভাব... |
| ৯৮ | ২ | পক্ষধর- | পক্ষধর- |
| ৯৮ | ৫ | সার্বকত্বঃ | সার্বকত্বঃ |
| ৯৮ | ২৮ | হইল | হইল |
| ১০০ | ২২ | সামান্যধিকরণ | সমানাধিকরণ |
| ১০১ | ২২ | ...যবদ... | ...যাবদ... |
| ১০২ | ৮ | যায় | যায় |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অনুব্র | তত্ত্ব |
|--------|--------|----------------|-----------------|
| ১০২ | ১০ | বাইবে | বাইবে |
| ১০২ | ১৬ | যে | যে |
| ১০২ | ১৭ | যে | যে |
| ১০২ | ২৬ | যে | যে |
| ১০৩ | ২০ | বাইবে | বাইবে |
| ১০৩ | ২১ | যে | যে |
| ১০৪ | ১৮ | ইত্যাদি | ইত্যাদি |
| ১০৪ | ২৫ | যায় | যায় |
| ১০৫ | ১০ | বুদ্ধর্ষ... | বুদ্ধর্ষ... |
| ১০৬ | ১১ | যে | যে |
| ১০৬ | ২০ | বাইতে | বাইতে |
| ১০৭ | ১২ | যায় | যায় |
| ১০৮ | ২ | লাভবাহিতি | লাভবাহিতি |
| ১০৮ | ১৫ | বুদ্ধত্বা... | বুদ্ধত্বা... |
| ১০৮ | ২৩ | বুদ্ধত্বা... | বুদ্ধত্বা... |
| ১০৯ | ৬ | যায় | যায় |
| ১০৯ | ২১ | ব্যাপ্তিবৃত্তি | ব্যাপ্যবৃত্তি |
| ১০৯ | ২৪ | সাধনাব্যাপকত্ব | সাধনাব্যাপকত্ব. |
| ১১০ | ১৬ | যায় | যায় |
| ১১০ | ২৪ | যাববিশেষা... | যাববিশেষা. |
| ১১০ | ২৭ | "বো যদীয়" | "বো যদীয়" |
| ১১১ | ২৮ | যায় | যায় |
| ১১২ | ২ | বাইবে | বাইবে |
| ১১২ | ৩ | যং | যং |
| ১১৫ | ৫ | যে | যে |
| ১১৫ | ৫ | যে | যে |
| ১১৫ | ৬ | যে | যে |
| ১১৫ | ৭ | যবা | যবা |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অনুব্র | ভব |
|--------|--------|----------------|----------------|
| ১১৫ | ৮ | যে | যে |
| ১১৫ | ২৩ | যায় | যায় |
| ১১৬ | ২৮ | যে | যে |
| ১১৮ | ২ | বৃক্ষাঙ্কা... | বৃক্ষাঙ্কা... |
| ১১৯ | ২ | যে | যে |
| ১১৯ | ১২ | প্রতিযোগীর | প্রতিযোগীর |
| ১১৯ | ২২ | যায় | যায় |
| ১২০ | ১ | ব্যাপ্তি | ব্যাপ্তি |
| ১২০ | ৫ | যায় | যায় |
| ১২০ | ১২ | অধাতু... | অধাতু... |
| ১২১ | ২৮ | যদি | যদি |
| ১২২ | ১২ | সংযোগ... | সংযোগ... |
| ১২২ | ১৩ | অপ্রযোজকত্ব | অপ্রযোজকত্ব |
| ১২২ | ২৭ | ব্যাক্তিচারী | ব্যাক্তিচারী |
| ১২৩ | ৬ | যদিও | যদিও |
| ১২৩ | ২২ | সংযোগ... | সংযোগ... |
| ১২৪ | ২৬ | সংযোগ... | সংযোগ... |
| ১২৪ | ২৭ | সংযোগ- | সংযোগ- |
| ১২৫ | ২১ | যদি | যদি |
| ১২৬ | ২ | অপ্রযোজকত্ব | অপ্রযোজকত্ব |
| ১২৬ | ৫ | সংযোগ... | সংযোগ... |
| ১২৭ | ১৪ | বাইতে | বাইতে |
| ১২৮ | ১৬ | ব্যাপ্তির | ব্যাপ্তির |
| ১২৮ | ২৪ | "কেচিত্তু"... | "কেচিত্তু"... |
| ১২৯ | ৪ | ...সামান্যভাব | ...সামান্যভাব |
| ১৪০ | ১ | অভাববহুত্ব | অভাববহুত্ব |
| ১৫৬ | ২৪ | অব্যাপ্যবৃত্তি | অব্যাপ্যবৃত্তি |
| ১৫৭ | ২৩ | হলেই | হলেই |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অনুবাদ | শব্দ |
|--------|--------|--|--|
| ১৫৩ | ১০ | সংযোগসম্বন্ধে | সংযোগসম্বন্ধে |
| ১৬০ | ২০ | মূর্ত্ত্বই | মূর্ত্ত্ব |
| ১৬১ | ১৪ | সাধ্যাভাব | সাধ্যাভাব |
| ১৬৩ | ১২ | ব্যর্থতাপত্তির | ব্যর্থতাপত্তির |
| ১৭৪ | ১৭ | অতিব্যাপ্তি | অতিব্যাপ্তি |
| ১৭৬ | ১৮ | কর্তৃক | কর্তৃক |
| ১৭৮ | ২৩ | গবাত্যস্তাভাব | গবাত্যস্তাভাব |
| ১৮১ | ৫ | দ্যাতৃক | দ্যাতৃক |
| ১৮২ | ১৫ | তদবটবান্ | তদবটবান্ |
| ২২২ | ১৭ | ধর্ম্মীয় | ধর্ম্মীয় |
| ২৩৪ | ১৭ | “জ্ঞাতিমান্ ভাবত্বাৎ” | “জ্ঞাতিমান্ ভাবত্বাৎ” |
| ২৭৩ | ১ | স্ব প্রতিযোগী | স্বপ্রতিযোগী |
| ২৭৩ | ২৪ | সাধ্যতাবচ্ছেদক... | সাধ্যতাবচ্ছেদক... |
| ২৭৫ | ১৪ | সম্ভব | সম্ভব |
| ২৭৫ | ২১ | ...তাদবটকসম্বন্ধে | ...তাদবটকসম্বন্ধে |
| ৩০৬ | ৩ | সম্বন্ধঃ | সম্বন্ধঃ |
| ৩২৫ | ১৪ | তদাত্ম্যসম্বন্ধে | তদাত্ম্যসম্বন্ধে |
| ৩২৭ | ৭ | ...বচ্ছিন্না | ...বচ্ছিন্না- |
| ৩৫৬ | ১ | সম্ভব | সম্ভব |
| ৩৬৫ | ২৫ | প্রমেয়ত্ব | প্রমেয়ত্ব |
| ৩৬৬ | ৫ | সাধ্যবানকালের | সাধ্যবান্ কালের |
| ৩৭১ | ১৩ | ধরিয়া | ধরিয়া |
| ৩৮৮ | ৩ | সমস্ত | সমস্ত |
| ৩৯৩ | ১৩ | বিশিষ্টসত্ত্বাত্ম্যবচ্ছিন্ন | বিশিষ্টসত্ত্বাত্ম্যবচ্ছিন্ন |
| ৪০২ | ৩০ | গুণকর্ম্মাত্ম্যবিশিষ্ট- সত্ত্বাবান্ “জ্ঞাতেঃ” | “গুণকর্ম্মাত্ম্যবিশিষ্ট- সত্ত্বাবান্ জ্ঞাতেঃ” |
| ৪০৩ | ২৮ | আশঙ্ক্য | আশঙ্ক্য |
| ৪০৭ | ১ | সংযোগ | সংযোগ |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|--------|--------|---------------------|----------------------|
| ৪০৭ | ১১ | সামানাদিকরণই | সামানাদিকরণ্যই |
| ৪০৮ | ২৭ | দ্রব্যবন্তিরদ্রব্য- | দ্রব্যবন্তিরদ্রব্যম্ |
| ৪১১ | ২৫ | অভাবান্তে: | অভাবান্ত: |
| ৪১৪ | ৬ | হেতুময়িষ্ঠাভাব), | হেতুময়িষ্ঠাভাব), |
| ৪১৪ | ৬ | হেতুময়িষ্ঠা- | হেতুময়িষ্ঠা- |
| ৪২৪ | ১৬ | যে | যে |
| ৪২৫ | ২৫ | ...সংযোগসবন্ধ | ...সংযোগসবন্ধ |
| ৪২৭ | ৭ | সম্প্রতি, | সম্প্রতি, |
| ৪২৮ | ১ | অহুবোগি- | অহুবোগি— |
| ৪২৮ | ২ | অযোগোলকাহু... | অযোগোলকাহু... |
| ৪৫১ | ১৪ | নিকৃষ্টপ্রতিষো- | নিকৃষ্টপ্রতিষো- |
| ৪৭৪ | ২১ | ...বচ্ছেদকাতকত্ব | ...বচ্ছেদকতাকত্ব |

‘সিদ্ধান্তলক্ষণ’ গ্রন্থটি নব্যন্যায়ের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। নব্যন্যায়ের সূত্রকার গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার ‘তত্ত্বচিন্তামণি’ গ্রন্থের অনুমান চিন্তামণিতে বিভিন্ন আচার্য্যকৃত ব্যাপ্তির বিভিন্ন লক্ষণের উল্লেখপূর্ব্বক ঐ লক্ষণ-গুণি যে দোষযুক্ত তাহা প্রমাণ করিয়া ব্যাপ্তির প্রকৃত লক্ষণরূপে “প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ” ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ করিলেন। গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত ব্যাপ্তির এই লক্ষণটিই ‘সিদ্ধান্তলক্ষণ’ নামে প্রসিদ্ধ। রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রমুখ বিখ্যাত নৈয়ায়িকগণ উক্ত সিদ্ধান্তলক্ষণের তাৎপর্য্য প্রকাশার্থ বহু টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির দীর্ঘিতি টীকার সুখ-বোধার্থ জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রমুখ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থে সিদ্ধান্তলক্ষণের উপর রঘুনাথ শিরো-মণির দীর্ঘিতি টীকা এবং দীর্ঘিতি টীকার উপর জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা আলোচিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীশৈলজাপতি মূখোপাধ্যায় সিদ্ধান্তলক্ষণের দীর্ঘিতি এবং জগদীশী টীকার বাংলা ভাষায় অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা বিশদভাবে এই গ্রন্থে করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রী মূখোপাধ্যায় স্বনামধন্য নৈয়ায়িক ‘নস্কাদাকুমার তর্কতীর্থ’ মহাশয়ের নিকট দীর্ঘদিন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ‘ব্যাপ্তি-পঞ্চক’ গ্রন্থ ইতিমধ্যেই পাঠনগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন এবং এই গ্রন্থ বঙ্গীয় বিম্বৎসমাজের বহুদিনের অভিলাষ চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।